মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

কাশী-খণ্ড।

৺নিবারণচন্দ্র দাস

কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত।

দশাশ্বমেধ ঘাট—৺কাশীধাম।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রম

বেনারস-সিটি (কাশীধাম)

সন ১৩২২

[All rights reserved.]

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

কাশী-খণ্ড।

৺নিবারণচন্দ্র দাস

কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে সরল বাঙ্গালা-ভাষায় অনূদিত।

দশাশ্বমেধ ঘাট—৺কাশীধাম।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রম

বেনারস-সিটি (কাশীধাম)

সন ১৩২২

[All rights reserved]

ভূমিকা।

মহাভারত যাঁহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র, ভগবদ্গীতা যাঁহার গরীয়সী প্রতি পরিচয়-স্থল, বেদান্ত-দর্শন যাঁহার মহনীয় চিন্তার মহনীয় ফল, শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ পরিণতি, অষ্টাদশ পুরাণ যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির অসামান্য চায়ক, ভারতের কবিকুলের শিরোরত্ন, বিদ্বৎ সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ, জনসাধা আরাধ্য-দেবতা, ভারতীর প্রযত্ন-লালিত প্রাণাধিক তনয় সেই মহর্ষিপ্রবর মহ চরিত্র ভগবান্ ব্যাসদেবের অমৃত-স্যন্দনী লেখনী হইতেই "কাশীখণ্ড" হইয়াছে। কাশীক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় মহিমা-প্রকাশ-প্রসঙ্গে মহর্ষি ইহাতে ব অবশ্যজ্ঞাতব্য কতই দুজ্ঞের্য় বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্ত করিবে? কবিত্বের পূর্ণ পরিণতি, কল্পনার অভাবনীয় উৎকর্ষ, দার্শনিকতার পরিচয় একত্র দেখাইবার জন্যই যেন মহর্ষি ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া হয়। ধার্ম্মিকজনের অনুষ্ঠেয়, বিশ্বাসীর অবশ্য প্রতিপাল্য, পণ্ডিতের অবশ্য জ্ঞ বিষয়গুলি এতই সরলভাবে ও যুক্তির সহিত মহর্ষি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া যে, তাহা দেখিলে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুগণের বহুদিনের সংশয়-অন্ধকার বিগত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সূর্য্যের সুবিমল রশ্মি লাভে বিবেক-কমল উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই, আমি যে কঠিন ব্রতে কৃতস হইয়াছিলাম, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা না, শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় এক্ষণে সেই "কাশীখণ্ড" অনুবাদ সমাপন করিয়া, ভ পাঠকগণের করকমলে ইহা অর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি; ইহাতে যে আমি পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সামর্থ্য আমার ন এক্ষণে ভক্ত-পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া যদি কিয়ৎপরিমাণেও সুখানুভব ক তাহা হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

৺কাশীধাম
৩০শে মাঘ সন ১২৯৬ সাল

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস।
সাং খিদিরপুর, কলিক
হাল সাং দশাশ্বমেধ ঘাট, ৺কাশীধা

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta

দ্বিতীয় বারের ভূমিকা।

বরাননে! কত যুগ-যুগান্তের স্মৃতি লইয়া তুমি স্বকীয় মহিমালোকে আলোকিত, কত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রত্যহ মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছ, কত উৎকণ্ঠিত-হৃদয় দুর্দ্দৈববশতঃ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাগ্রমনে কাতর-স্বরে প্রার্থনা করিতেছে—

কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনীরোধসিরবসন্
বসানঃ কৌপিনং শিরসি নিদধানহঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর-শম্ভো-ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

এখনও উত্তর-বাহিনী জাহ্নবীর পূতসলিল-শীকর এবং দহ্যমান গুগ্‌গুলুর পবিত্র পরিমল বহন করিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সহস্র সহস্র পাতকীর পাপ-সন্তপ্ত অঙ্গের শীতলতা বিধান করিতেছে। এখনও তোমার লক্ষ লক্ষ দেবায়তনে বাদ্যমান কাংস্যতালাদির মধুর-নিনাদ অসংখ্য নর-নারীর কাতর আহ্বান-রবের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিরব-হিল্লোলে নীল-নভোমণ্ডল আকুলিত করিতেছে। এখনও তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে অন্তিম-শয়নে-শয়ান মরণপথের পথিকগুলি ত্রিপুরারির নিজ মুখে উচ্চারিত তারক-ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিবার লালসায় দক্ষিণ-কর্ণ উত্থান করিয়া দিতেছে।

হে পাঠক, ইহারই মহিমার পূর্ণ বিকাশ করিবার নিমিত্ত বাগ্দেবীর বরপুত্র বেদব্যাস তাঁহার মহীয়সী লেখনী ধরিয়াছিলেন। এই মহান্ প্রয়াস আর কাহারও সামর্থ্যে সম্ভবে না, এই কথা প্রত্যক্ষ জানিয়াই যেন তিনি স্বয়ং এই গুরুভার স্ব-মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাই আজ আমরা কাশীখণ্ডরূপ পীযূষ নিষ্যন্দের আস্বাদনে অধিকারী। তাই আজ আমরা কুবের-ভাণ্ডারের দুর্লভ এই অমূল্য-ধনে ধনবান্। তাই আজ আমরা ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র বারাণসীর সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত। স্কন্দ-মহাপুরাণের অন্তর্গত এই কাশীখণ্ড সনাতনধর্ম্মের মেরুদণ্ড, সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসের একটা বৃহত্তম অংশ, হিন্দুর হিন্দুত্বের অসামান্য পরিচায়ক।

কেবলমাত্র কাশীস্থ তীর্থগুলির পরিচয় প্রদান করিয়াই কাশীখণ্ড ক্ষান্ত নহে। ভগবান্ ব্যাসদেব ইহাতে অন্যান্য বিষয়েরও সমাবেশ করিয়াছেন; অগস্ত্যের কীর্ত্তি-কলাপ, বিন্ধ্যের দর্প-সংহার, পতিব্রতার গৌরবমণ্ডিত বৃত্ত, যমাদিলোক-বর্ণন,

ধ্রুবের পুণ্য-উপাখ্যান, সদাচার-নিরূপণ, প্রভৃতি অনেক অবান্তর-তথ্য ধর্ম্ম-পি নর-নারীর কৌতূহল নিবৃত্ত করিবে। কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনগণ কাশীখণ্ডের প্রবাহ আস্বাদনে বঞ্চিত, তাই ধর্ম্মপ্রাণ নিবারণচন্দ্র দাস এই বৃহৎ গ্রন্থের অ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াস সফল হইয়াছে। কাশীখণ্ড বঙ্গানুবাদরূপে বঙ্গের জনসাধারণের পক্ষে একান্ত সুলভ। সহৃদয় নিবা দাসের আর একটী কীর্ত্তির কথা এ স্থলে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না। সমগ্র বাসগৃহখানি এবং দেহান্তে তাঁহার সম্পত্তির অবশেষ অনাথ, আতুর বৃদ্ধাদির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত করিয়া রামকৃষ্ণ-মিশনের কাশীস্থ সেবাশ্রমের উপ করিয়া গিয়াছেন। সেবাশ্রম আদরের সহিত তাঁহার এই শ্লাঘনীয় দান বরণ করিয়া লইয়াছে। বলা বাহুল্য, অনাথ, আতুর এবং বৃদ্ধাদির শু সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচয় বোধ হয়, দিতে হইবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কাশীখণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার কাশীস্থ রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের উপর পড়িয়াছে। ইহার উপস্বত্ব দরিদ্র, প্রভৃতির সেবাতেই ব্যয়িত হইবে। হে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ, ইহার সাহায্যে আ দিগের ধর্ম্ম-পিপাসার যদি কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয় এবং পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকা "দরিদ্র-নারায়ণের" যদি কিছুমাত্রও দুঃখ নিবারণ হয়, তাহা হইলে আমা প্রয়াস সফল মনে করিব।

কাশীধাম
আশ্বিন, ১৩২২ সন } প্রকাশক।

সূচীপত্র

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
বিন্ধ্য-বর্ণন বিন্ধ্য-নারদ-সংবাদ ও বিন্ধ্য-বর্দ্ধন	১	১
সূর্য্য-গতিরোধ ও দেবতাসকলের সত্যলোকে গমন	২	৯
অগস্ত্যের আশ্রমে দেবগণের আগমন ও আশ্রম-বর্ণন	৩	১৬
পতিব্রতাখ্যান	৪	২৩
কাশী হইতে অগস্ত্যের প্রস্থান	৫	৩০
তীর্থ-প্রশংসা	৬	৪১
শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-কথন ও সপ্তপুরী-বর্ণন	৭	৪৬
যমলোক বর্ণন	৮	৫৪
অপ্সরা ও সূর্য্যলোক বর্ণন	৯	৬২
ইন্দ্র ও অগ্নিলোক-বর্ণন	১০	৬৭
বৈশ্বানরের উৎপত্তি-কথন	১১	৭৯
নৈঋত ও বরুণলোক-বর্ণন	১২	৮৯
বায়ু ও অলকাপুরী-বর্ণন	১৩	৯৫
চন্দ্রলোক-বর্ণন	১৪	১০৮
নক্ষত্র ও বুধলোক-বর্ণন	১৫	১১২
শুক্রলোক-বর্ণন	১৬	১১৭
মঙ্গল, গুরু ও শনিলোক-বর্ণন	১৭	১২৫
সপ্তর্ষিলোক-বর্ণন	১৮	১৩৫
ধ্রুবোপদেশ-কথন	১৯	১৩৭
ধ্রুবোপাখ্যান ও ধ্রুবের ভগবদ্দর্শন	২০	১৪৫
ধ্রুব-স্তুতি	২১	১৫২
কাশী-প্রশংসা	২২	১৬০
চতুর্ভুজাভিষেক-কথন	২৩	১৬৭
শিবশর্ম্মার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি	২৪	১৭২
স্কন্দ ও অগস্ত্যের দর্শন	২৫	১৭৮
মণিকর্ণিকাখ্যান-কথন	২৬	১৮৩

বিষয়	অধ্যায়
গঙ্গা-মহিমা-বর্ণন ও দশহরা-স্তোত্র	২৭
গঙ্গা-মহিমা	২৮
গঙ্গার সহস্রনাম	২৯
বারাণসী-মহিমা	৩০
কালভৈরব-প্রাদুর্ভাব	৩১
দণ্ডপাণি-প্রাদুর্ভাব	৩২
জ্ঞানবাপী-বর্ণন	৩৩
জ্ঞানবাপী-প্রশংসা	৩৪
সদাচার-কথন	৩৫
সদাচার-নিরূপণ	৩৬
স্ত্রীলক্ষণ-বর্ণন	৩৭
সদাচার-প্রসঙ্গে বিবাহাদি কথন	৩৮
অবিমুক্তেশ্বর-বর্ণন	৩৯
গৃহস্থ-ধর্ম্ম-কথন	৪০
যোগ-কথন	৪১
মৃত্যুর লক্ষণ কথন	৪২
দিবোদাস নৃপতির প্রতাপ-বর্ণন	৪৩
যোগিনী-প্রয়াণ	৪৪
কাশীতে চতুঃষষ্টি-যোগিনীর আগমন	৪৫
লোলার্ক-বর্ণন	৪৬
উত্তরার্ক-বর্ণন	৪৭
সাম্বাদিত্য-মাহাত্ম্য-কথন	৪৮
দ্রৌপদাদিত্য ও ময়ূখাদিত্য-কথন	৪৯
গরুড়েশ্বর ও খখোল্কাদিত্য-বর্ণন	৫০
অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য প্রভৃতি-বর্ণন	৫১
দশাশ্বমেধ-বর্ণন	৫২
বারাণসী-বর্ণন ও কাশীতে গণ-প্রেরণ	৫৩
পিশাচ-মোচন-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন	৫৪

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
কাশীবর্ণন ও গণেশ প্রেষণ	৫৫	৪১৭
গণেশ মায়া-কথন	৫৬	৪২১
ঢুণ্ঢিবিনায়ক প্রাদুর্ভাব	৫৭	৪২৭
বিষ্ণুমায়া	৫৮	৪৩৬
পঞ্চনদোৎপত্তি কথন	৫৯	৪৫২
বিন্দুমাধব-প্রাদুর্ভাব কথন	৬০	৪৬২
বিন্দুমাধবাবির্ভাব	৬১	৪৭১
মন্দরপর্ব্বত হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন	৬২	৪৮৬
জৈগিষব্য-সংবাদ ও জ্যেষ্ঠেশাখ্যান কথন	৬৩	৪৯৪
বারাণসীক্ষেত্র-রহস্য কথন	৬৪	৫০০
পরাশরেশ্বরাদি লিঙ্গ কথন	৬৫	৫০৭
শৈলেশ্বর লিঙ্গ কথন	৬৬	৫১২
রত্নেশ্বর-লিঙ্গ কথন	৬৭	৫২১
কৃত্তিবাস-সমুদ্ভব	৬৮	৫৩৬
অষ্টষষ্টি আয়তন সমাগম কথন	৬৯	৫৪১
বারাণসীতে দেবতাগণের অধিষ্ঠান	৭০	৫৫১
দুর্গনামক অসুরের পরাক্রম	৭১	৫৫৬
দুর্গ-বিজয় কথন	৭২	৫৬৩
প্রণবেশ্বর-মহিমা বর্ণন	৭৩	৫৭০
প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কথন	৭৪	৫৮০
ত্রিলোচন মাহাত্ম্য কথন	৭৫	৫৮৮
ত্রিলোচন প্রাদুর্ভাব কথন	৭৬	৫৯৪
কেদারেশ্বর-মাহাত্ম্য কথন	৭৭	৬০৪
ধর্ম্মেশ্বর-মহিমা কথন	৭৮	৬০৮
ধর্ম্মেশ্বর-কথা-প্রসঙ্গে পক্ষিগণের কথা	৭৯	৬১৩
মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতাখ্যান	৮০	৬১৯
দুর্দ্দমের ধর্ম্মেশ্বরে আগমন ও ধর্ম্মেশ্বর-লিঙ্গ কথন	৮১	৬২৫
বীরেশ্বরাবির্ভাবে অমিত্রজিৎ-পরাক্রম কথন	৮২	৬৩০

বিষয়	অধ্যায়
বীরেশ্বরাবির্ভাব কথন	৮৩
বীরেশ্বর মহিমা কথন	৮৪
দুর্ব্বাসার বরপ্রদান কথন	৮৫
বিশ্বকর্ম্মেশ্বর প্রাদুর্ভাব-কথন	৮৬
দক্ষযজ্ঞ প্রাদুর্ভাব কথন	৮৭
সতীদেহ বিসর্জ্জন কথন	৮৮
দক্ষেশ্বর-প্রাদুর্ভাব কথন	৮৯
পার্ব্বতীশ্বর বর্ণন	৯০
গঙ্গেশ্বর-মহিমা	৯১
নর্ম্মদেশ্বরাখ্যান	৯২
সতীশ্বরাবির্ভাব-কথন	৯৩
অমৃতেশাদি লিঙ্গ-প্রাদুর্ভাব কথন	৯৪
ব্যাসদেবের ভুজ-স্তম্ভ-কথন	৯৫
ব্যাসদেবের শাপ-বিমোক্ষণ	৯৬
ক্ষেত্রতীর্থ বর্ণন	৯৭
বিশ্বেশ্বরের মুক্তিমণ্ডপে গমন	৯৮
বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ-মহিমাখ্যান	৯৯
অনুক্রমণিকা-আখ্যান ও পঞ্চতীর্থাদি যাত্রাকথন	১০০

কাশীখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

—*—

বিন্ধ্য-বর্ণন, বিন্ধ্যনারদ-সংবাদ ও বিন্ধ্যবর্দ্ধন।

যাঁহার অনুকম্পায় জীবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, এবং যিনি স্বয়ং ত্রিবিধতাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত, মহেশ্বরের প্রিয়তনয় সেই গজেন্দ্রবদন গণপতিকে, আমরা নমস্কার করি। ১।

যে কাশী, ভূমিতে অবস্থিত হইয়াও, স্বয়ং ভূলোক মধ্যে পরিগণিতা নহেন, যিনি অধঃপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, স্বর্গাদিলোক হইতে অতি উচ্চতর স্থানীয়া, যিনি স্বয়ং ভূমণ্ডলে আবদ্ধ হইয়া, সংসার নিবদ্ধ জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী, যে স্থলে প্রাণিগণ মৃত হইয়াও, অমৃতপদবী (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যিনি ত্রিভুবন-পাবনী জাহ্নবীর তীরে সুরগণ কর্তৃক প্রতিদিনই সেবিতা হইতেছেন, ত্রিপুরারি মহেশ্বরের রাজ-নগরী সেই ত্রিভুবন-বিদিতা কাশীপুরী, নিখিল জগৎকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন। ২। ত্রিজগতের অধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, প্রতিদিবসই যে ভগবান্ সূর্য্যের ত্রিসন্ধ্যাচ্ছলে এই ভুবনে যাতায়াত করিতেছেন, সেই মহেশ্বর সূর্য্যদেবকে নমস্কার করি। ৩। অষ্টাদশ পুরাণ-রচয়িতা সত্যবতীতনয় মহর্ষি বেদব্যাস, স্বীয় শিষ্য সূতের নিকট সর্ব্বপাপহারিণী কাশীখণ্ড কথা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৪।

শ্রীবেদব্যাস কহিলেন,—এক দিবস শ্রীমান্ মহর্ষি নারদ, শ্রীনর্ম্মদা সলিলে অবগাহনান্তে, জীবগণের সর্ব্বাভীষ্টদায়ক শ্রীমান্ ওঁকারেশ্বর মহাদেবের পূজা সমাপনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখেই বিন্ধ্যপর্ব্বত দর্শন করিলেন। ঐ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ, সংসার-তাপসংহারি নর্ম্মদা সলিল সমূহ দ্বারা বিধৌত হইতেছিল। ৫-৬। বিন্ধ্যগিরি, অতি মনোহর স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয় শরীরের দ্বারাই অতি বিস্তৃত ভূভাগ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইয়া ধরণীর বসুমতী (অর্থাৎ

ধনশালিনী) এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিল। ৭। ঐ বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন স্থান; অনন্ত আম্র বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ প্রযুক্ত নানা রসদ্বারা পরিপূর্ণ, কোথায় বা বহুতর অশোক বৃক্ষের অবস্থানে, ছায়াশ্রিত জনগণের শোক সমূহ অপনয়ন করিতেছিল এবং সর্ব্বত্রই তাল, তমাল, হিন্তাল ও সাল বৃক্ষের দ্বারা শোভা পাইতেছিল। ৮। কোন স্থানে বা অনন্ত গুবাক বৃক্ষের দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান, কোথায়ও বা তাদৃশ শ্রীফল বৃক্ষ সমূহের অবস্থান বশতঃ ঐ পর্ব্বত অতি শোভা পাইতেছিল। কোথায় বা কালাগুরু বৃক্ষরাজিতে, কপিগণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কোন স্থানে কপিত্থ বৃক্ষ সমূহের সন্নিবেশে, ঐ পর্ব্বতের মহতী শোভা সম্পাদিত হইতেছিল। ৯। বনলক্ষ্মীর স্তনবৎ শোভমান লকুচ বৃক্ষনিকর দ্বারা অতি মনোহর বিন্ধ্যপর্ব্বত, কোন কোন স্থলে সুধার ন্যায় সুস্বাদু ফল সমূহে পরিপূর্ণ, কদলী বৃক্ষরাজির সন্নিবেশ নিবন্ধন অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ১০। বনলক্ষ্মীর নৃত্যালয় সদৃশ শোভমান রক্তবর্ণ নাগরঙ্গ কুঞ্জ সমূহে এবং বানীর, বীজপুর ও জম্বীর প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দ্বারা সেই পার্ব্বত্য ভূভাগ পরিপূরিত ছিল। ১১। নারদ দেখিতে লাগিলেন, ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান মন্দ মারুতহিল্লোলে কম্পমান অনন্ত কক্কোল লতিকার দ্বারা নৃত্যপ্রবৃত্ত কামিনীগণের শোভা হরণ করিতেছে। কোন স্থলে বা লবলীপল্লব সমূহ, বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল যেন ইহা একটী সুন্দর নৃত্যাগার। কোথায়ও বা বায়ুবিকম্পিত কর্পূর ও কদলী শাখারূপ হস্তের দ্বারা ঐ পর্ব্বত যেন অতিশয় শ্রান্ত পথিকগণকে বিশ্রামের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। কোথায় বা মল্লিকা গুচ্ছরূপ স্তনোপরি, ঈষৎ চঞ্চল পুন্নাগ বৃক্ষের পল্লবরূপ করপল্লব বিন্যাস করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কোন কামী পুরুষ-প্রধানের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১২-১৪। কোথায় বা পরিপক্ক লোহিতবর্ণ দাড়িম্ব ফল সকল বিদীর্ণ হইয়া, কানন-মধ্যবর্ত্তিনী মাধবীলতাতে বিলগ্ন হইয়াছিল; হঠাৎ তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন প্রণয়ী বিন্ধ্যপর্ব্বত স্বকীয় অনুরাগপূর্ণ হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক দর্শন করাইয়া, মাধবীলতারূপিণী কামিনীকে আলিঙ্গন করিতেছে। ১৫। কোথায় বা আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপী অনন্ত ফলশ্রেণী-বিরাজিত উতুম্বর বৃক্ষনিকর ধারণে বিন্ধ্যগিরি, ব্রহ্মাণ্ড কোটীধারী অনন্ত দেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৬। ঐ বিন্ধ্যপর্ব্বত, কোন স্থলে বা বন্যগজ সদৃশ স্থূল পনস বৃক্ষ সমূহে আবৃত, কোথায় বা অতিশয় স্মরোদ্দীপকতা নিবন্ধন বিরহিগণের মাংস শোষক, শুকনাসিকার ন্যায় লোহিত ও সূক্ষ্মাগ্র পুষ্পশোভিত পত্রবিহীন পলাশ তরুসমূহে সমাচ্ছন্ন। ১৭। কোথায়ও বা গ্রামবাসিগণের অতিশয়

সুখদায়ক নীপ পুষ্পসমূহকে প্রস্ফুটিত অবলোকন করিয়া, পুলকাঞ্চিত দেহ-কদম্ববৃক্ষ সমূহের দ্বারা বিন্ধ্যগিরি অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ১৮।*

সুমেরু পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় অতিশয় উন্নত রুদ্রাক্ষ বৃক্ষসমূহ এবং কামি-গণের আবাসের ন্যায় অতি মনোহর, প্রিয়াল ও ধূস্তুর বৃক্ষরাজিতে ঐ পর্ব্বত বিশেষ শোভা পাইতেছিল। ১৯। সমুচ্চ স্থানসমূহে, উন্নত ও মনোহর বটবৃক্ষ দ্বারা আবৃত থাকা প্রযুক্ত বোধ হইতেছিল যেন নানা পট্টবস্ত্র দ্বারা ঐ সকল স্থান আবৃত রহিয়াছে। কোথায় বা উপবিষ্ট বকসমূহের ন্যায় বিরাজিত গিরি মল্লিকা স্তবকরাজিতে, অতিশয় শোভা হইয়াছিল। ২০। কোন কোন স্থলে বা অজস্র কেরমর্দ্দ, করীর, করঞ্জ ও করম্বক বৃক্ষরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত বোধ হইতেছিল যেন যাচকগণের প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক অভ্যর্থনাকারী, অনন্ত কর উত্তোলন করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বত, সহস্র-করের ন্যায় শোভা পাইতেছে।২১। কোথায়ও বা অগণিত উজ্জ্বল কান্তি রাজচম্পক-কলিকাসমূহ, যেন বিন্ধ্যপর্ব্বতের আরতি করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথায়ও পুষ্পরাজি বিরাজিত শাল্মলী বৃক্ষ সমূহের দ্বারা ঐ গিরি পদ্মসরোবরাদির শোভাকেও পরাজিত করিতেছিল।২২। কোথায়ও বা অশ্বত্থ বৃক্ষসমূহ কোথায়ও বা কাঞ্চনকেতকনিকর, কোথায় কোথায়ও বা শ্রেণীবদ্ধ উৎকৃষ্ট জাতীয় করঞ্জ বৃক্ষনিচয় দ্বারা ঐ পর্ব্বত বিশিষ্ট শোভা পাইতেছিল। ২৩। কোন কোন স্থলে বদরী, বন্ধুজীব ও জীবপুত্র নামক বৃক্ষ সমূহের দ্বারা বিন্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল, কোথায়ও বা তিন্দুক ও ইঙ্গুদী বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন; কোন স্থলে বা নানা প্রকার রসবিশেষনিকেতন ঐ পর্ব্বত, অনন্ত করুণ বৃক্ষের দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। ২৪। কোন কোন স্থলে বা বৃক্ষ হইতে বিগলিত অগণিত মধুক পুষ্পরূপ স্বহস্ত বিমুক্ত মুক্তারাশির দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বত যেন পৃথিবী-রূপধারী মহাদেবকে অর্চ্চনা করিতেছিল। ২৫। কোন স্থলে বা সাল, অর্জ্জুন ও অঞ্জন প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ চামরের ন্যায় ঐ পর্ব্বতকে বীজন করিতেছিল; কোথায়ও বা খর্জ্জুর ও নারিকেল বৃক্ষরাজি, যেন তাহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে কদম্ব বৃক্ষ দুই প্রকার, এক স্থূল দ্বিতীয় তদপেক্ষা ঈষৎ সূক্ষ্ম, কবিগণ প্রথমোক্ত প্রকার কদম্বকে স্ত্রীরূপে এবং দ্বিতীয় কদম্বকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। যে প্রকার সদ্‌গুণ ও রূপশালিনী পত্নীকে দেখিয়া পতি ভাবাবেশে পুলকিতাঙ্গ হন, সেইরূপ প্রথমোক্ত প্রকার কদম্বকে দেখিয়াই যেন দ্বিতীয় কদম্ব বৃক্ষসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া পুলকিতাঙ্গ নায়কের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

ছিল। ২৬। শূন্যে কোন স্থানে বা নিম্ব, পারিজাত, কোবিদার, পাটল, তিন্তিড়ী, (চিঞ্চা) বদর, শাখোট্, (পিশাচবৃক্ষ) ও করহাটক, (পিণ্ডীতক) বৃক্ষনিকর দ্বারা বিন্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল। ২৭। কোন কোন স্থলে অগণিত শেহুণ্ড (বজ্রদ্রুম) এরণ্ড গুড়পুষ্প (মধূক) বকুল ও তিলক প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষবিশেষ, সমুন্নত শিখর-সমূহে বিরাজমান থাকাতে বোধ হইতেছে ঐ পর্ব্বত শিরোদেশে তিলক পরিধান করিয়াছে। ২৮। ঐ পর্ব্বতের কোন কোন অংশ বিভীতক, কর্কট, শল্লকী, দেবদারু ও হরি প্রভৃতি অনেকবিধ বৃক্ষ এবং সর্ব্বকালেই ফল ও পুষ্পশালী নানা প্রকার বৃক্ষ ও লতার দ্বারা বিরাজিত ছিল। ২৯।

ঐ পর্ব্বতে কোন ভাগ বা এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও কুলঞ্জন (কুদ্দাল, অথবা কোবিদার) বৃক্ষের বনদ্বারা আচ্ছন্ন। কোন কোন দেশ বা জম্বু, আম্রাতক, ভল্লাত, (বীরবৃক্ষ) শেলু (শ্লেষ্মাতক) শ্রীপর্ণী (গম্ভারী) প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা বিচিত্রিত ছিল। ৩০। কোন কোন ভূভাগ বা নানাবিধ শুক্তিসমূহ দ্বারা অতি মনোরম ছিল, কোন কোন দেশ বা অগণিত শ্বেত ও রক্তচন্দন, হরীতকী, কর্ণিকার ও ধাত্রীবন দ্বারা বিভূষিত ছিল। ৩১। কোথায় বা দ্রাক্ষা, নাগকণা নাম্নী নানাবিধ লতাসমূহ দ্বারা সমাবৃত ছিল, কোন স্থল বা অগণিত মল্লিকা, যূথিকা, কুন্দ ও মদয়ন্তী প্রভৃতি প্রস্ফুটিত লতাসমূহের স্থিতি বশতঃ আমোদিত হইতেছিল। ৩২। কোন স্থল বা উপরিভ্রমণশীল মধুকরমালা বেষ্টিত মালতীলতা দ্বারা সমাবৃত ছিল, এবং ঐ স্থান দেখিয়া দর্শকের মনে উদয় হইতেছিল, যেন ভগবান্ কৃষ্ণ, অনন্ত ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া মালতীরূপিণী গোপকন্যাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে এই স্থলে আগমন করিয়াছেন। ৩৩। ঐ পর্ব্বত, নানা প্রকার মৃগ ও পক্ষিগণের দ্বারা এবং চতুর্দ্দিকে অনেক নদী, সরোবর, জল-প্রবাহ ও পল্বলনিকর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ৩৪। অপেক্ষাকৃত হীনশোভা স্বর্গভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাগত নানা প্রকার দেবঋষিগণ, ঐ বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিবিধ ভোগেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বদাই বাস করিতেন। ৩৫। বিন্ধ্যগিরি, অজস্র পুষ্প ও পত্রাদির বর্ষণ এবং ময়ূরকুলের কেকাচ্ছলে যেন, অভ্যাগতগণকে দূর হইতেই স্বাগত প্রশ্নানন্তর অর্ঘ্য প্রদান করিতেছিল। ৩৬।

এবম্প্রকার অনন্ত শোভার চির-নিকেতন বিন্ধ্যগিরি, শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং কান্তিচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডলের প্রকাশকারী সেই নারদ মুনিকে আগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল। ৩৭। ব্রহ্মার তনয় নারদ মুনির দেহপ্রভার প্রভাবেই, বিন্ধ্যগিরির গুহামধ্যস্থিত নিখিল অন্ধকার বিদূরিত হইল; কেবল

ইহাই নহে, সেই সমাগত মুনিশ্রেষ্ঠকে বিলোকন করিয়া, তাহার মানসিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারও বিলয় প্রাপ্ত হইল। ৩৮। সাধুগণের সৎকারকারী বিন্ধ্য-গিরি, পাষাণময় হইলেও মহামুনি নারদের তেজঃপ্রভাব দর্শনে, অতি সম্ভ্রম-সহ-কারে বিশেষরূপে মৃদুলতা ধারণ করিল। ৩৯। বিন্ধ্যগিরির স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয়রূপেই বিশিষ্টরূপ কোমলভাব অবলোকন করিয়া, মহাত্মা নারদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সাধুগণের অন্তঃকরণ বিনীতভাবেরই নিতান্ত অধীন হইয়া থাকে। ৪০। গুরুতর ব্যক্তি অথবা সাধারণ ব্যক্তিকে নিজগৃহে আগমন করিতে দেখিয়া, যিনি নিজগৌরব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নম্রতা অবলম্বন করেন; তিনিই বাস্তবিক গুরু; কিন্তু যিনি স্বকীয় গুরুভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তিনি কখনই গুরু হইতে পারেন না। ৪১।

বিন্ধ্যগিরি, অতি সমুন্নতমস্তক হইয়াও অতি বিনীতভাবে স্কন্ধদেশ অবনত করতঃ ভূমিতে মস্তক-স্পৃষ্ট করাইয়া, সেই মহামুনি নারদকে প্রণাম করিল। ৪২। মহামুনি নারদ, এই প্রকার প্রণত বিন্ধ্যগিরিকে হস্তদ্বারা ধারণ করতঃ উত্থাপন পূর্ব্বক, আশীর্ব্বাদ প্রদানানন্তর অভিনন্দন করিয়া, সেই বিন্ধ্যগিরি প্রদত্ত অতি উচ্চতর আসনে উপবেশন করিলেন। ৪৩। তখন বিন্ধ্যগিরি দধি, মধু, ঘৃত, জলার্দ্র অক্ষত, দূর্ব্বা, তিল, কুশ ও পুষ্প এই অষ্টোপকরণে নির্ম্মিত অর্ঘ্যের দ্বারা নারদ মুনিকে যথাবিধি পূজা করিল। ৪৪।

অনন্তর অর্ঘ্যগ্রহণান্তে পাদপীড়নাদি সেবা দ্বারা মহামুনি অপগতশ্রম হইয়াছেন দেখিয়া বিনয়াবনত গিরি, তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল। ৪৫। হে মুনে! অদ্য ভবদীয় পাদপদ্মের ধূলি লাভ করিয়া, আমার রজোগুণ সমস্তই দূর হইল এবং আপনার শরীরস্থিত তেজঃপ্রভাবে মদীয় আভ্যন্তরিক অন্ধকারও বিদূরিত হইল। ৪৬। হে মুনে! অদ্য আমার সমস্ত সম্পদ সফল হইল এবং অদ্য আমার বড়ই শুভদিন, হে ভগবন্! পূর্ব্বজন্মে আমি যে সকল সুকৃত অর্জ্জন করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম। ৪৭। হে মুনে! অদ্য আপনার এই প্রসাদ লাভে সকল পর্ব্বতের মধ্যে, আমার এই ধরাধর নামই মাননীয় হইল।

বিন্ধ্যগিরির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহামুনি নারদ কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। ৪৮।

নারদ মুনির এবম্বিধভাব বিলোকনে বিন্ধ্যগিরি কিঞ্চিৎ ভয়াকুল মানসে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্, এ ভুবনের সকল বিষয়ই আপনি অবগত আছেন। হে মুনে! আপনার এই দীর্ঘনিশ্বাসের কারণ কি? ৪৯। হে মুনে!

ভুবনত্রয়ের মধ্যে যাহা সকলেরই অভীপ্সিত, সেই অদৃষ্টের আপনিই একমাত্র অধিকারী, ইহা আমরা পুরাণাদিতে অবলোকন করিয়াছি, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপার উদয় হইয়া থাকে, তবে কোন অনুজ্ঞা করুন, চরণানত এ ব্যক্তি তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত, ইহা জানিবেন। ৫০। হে মুনে! আপনার আগমন প্রযুক্ত আনন্দ সমূহে অতিশয় জড়তায় আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, এ কারণ আমার অধিক বলিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি আমি একটী বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫১।

হে মুনে! পূর্ব্বপুরুষগণ, সুমেরু প্রভৃতি ধরাধরগণের পৃথিবী ধারণ-সামর্থ্যকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বটে; বাস্তবিক ঐ সকল পর্ব্বত, একত্র মিলিত হইয়াই পৃথিবী ধারণ কার্য্য করেন; কিন্তু আমি একাকীই এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছি। ৫২। হিমালয় পর্ব্বতকে মহাত্মাগণ মান্য করিয়া থাকেন তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তিনি পার্ব্বতীর পিতা, অতএব মহাদেবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং কথঞ্চিৎ পর্ব্বতগণের আধিপত্যও তাহাতে আছে, ফলতঃ পর্ব্বতরাজোচিত কোন গুণই তাঁহাতে নাই। ৫৩। অধিক সুবর্ণ-পূর্ণতায় কিম্বা রত্নময় সানু বলিয়া অথবা দেবগণের অবস্থান নিবন্ধন সুমেরু পর্ব্বতও কোন অংশেই আমার নিকটে মাননীয় বলিয়া বোধ হয় না। ৫৪। এই ভুবনে পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র, শতশত পর্ব্বতই মহাত্মাগণের মাননীয়ভাবে রহিয়াছে বটে; কিন্তু ফলতঃ তাঁহারা নিজ নিজ ভূমিতেই মান্য, দেশান্তরে তাঁহাদের কেহই জানেন না। ৫৫। উদয়গিরিও কোন প্রকারেই আমার সদৃশ হইতে পারে না, কারণ ঐ পর্ব্বতস্থিত নিশাচরগণ প্রতি রাত্রিভাগে মৃতাবস্থায় থাকিয়া সূর্য্যোদয়ে পুনর্জীবন লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং উদয় পর্ব্বতকে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিয়া স্বকীয়াশ্রিত জীবগণকে রক্ষা করিতে হইতেছে এবং ঐ পর্ব্বতবাসী রাক্ষসবর্গ এক প্রকার জীবন্মৃত; কিন্তু মদাশ্রিত জীবগণ সর্ব্বদাই সুখী, এবং আমি অপরের সাহায্যব্যতিরেকেও ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতেছি। নিষধপর্ব্বত যখন ঔষধিলতা (রাত্রিকালে প্রকাশশীললতা) ধারণে অনধিকারী সুতরাং তাঁহারও কান্তির সম্ভাবনা কোথায়? অতএব আমার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য কখন সম্ভব হইতে পারে না। ৫৬। নীল পর্ব্বত ত নিজেই অন্ধকারের গৃহ! মন্দরগিরির ত কোন শোভাই নাই! মলয়পর্ব্বত কেবল সর্প সমূহেরই বাসস্থান। এবং রৈবতপর্ব্বতও ধন কাহাকে বলে তাহাই জানেন না, সুতরাং ইহারা কি আমার যোগ্য হইবে? ৫৭। হেমকূট ও চিত্রকূট প্রভৃতি পর্ব্বতগণের সারবত্তা, তাহাদের কূটযুক্ত নিজ নিজ নামের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

কিস্কিন্ধ, কৌঞ্চ ও সহ্য প্রভৃতি অন্যান্য পর্ব্বতগণত কেহই পৃথিবীর ভার বহনে সমর্থ নহেন। ৫৮।

বিন্ধ্যগিরির এই প্রকার আত্মশ্লাঘাপর বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাত্মা নারদ, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অতিশয় গর্ব্ব করিলে কখনই মহত্ত্ব থাকে না। এই জগতে যাঁহাদের শিখর মাত্র দর্শন করিলে মহাত্মাগণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সেই সকল অনন্ত শোভার চিরনিকেতন শ্রীশৈলপ্রমুখ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কি আর বিদ্যমান নাই! অতএব ইহার এ প্রকার গর্ব্ব কখনই উচিত নহে। ইহার বাস্তবিক কত সামর্থ্য আছে, অদ্য আমি তাহা দেখিতেছি।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, নারদ মুনি বিন্ধ্যকে বলিলেন,—হে বিন্ধ্যগিরে! পর্ব্বতসমূহের অন্তঃসার প্রকাশ পূর্ব্বক তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য বটে! কিন্তু পর্ব্বতগণের মধ্যে এক শৈলশ্রেষ্ঠ সুমেরুই তোমাকে অবমান করিয়া থাকেন। এই কারণেই আমি পূর্ব্বে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম এবং ইহা তোমার নিকটও প্রকাশ করিয়া বলিলাম। অথবা মাদৃশ ব্যক্তির ভবাদৃশ মহাত্মাগণের পরস্পর বিরোধ বিষয় চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে। তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিতেছি। এই বলিয়া আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক মহামুনি নারদ প্রস্থান করিলেন। ৫৯—৬৩।

নারদমুনি এই প্রকার বলিয়া প্রস্থান করিলে পর; ব্যর্থ মনোরথ বিন্ধ্যগিরি, আকুলচিত্তে অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল এবং আপনাকে অতিশয় নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। ৬৪।

বিন্ধ্য কহিল, যে ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাহার জীবনকে ধিক্, যাহার জীবনে উৎসাহ নাই তাহার জীবন বৃথা। যে ব্যক্তি জ্ঞাতির নিকট পরাজিত তাহার জীবনকে ধিক্ এবং যাহার মনোরথ বিফল তাহারই বা জীবনে কি প্রয়োজন! ৬৫। যেজন শত্রুর নিকট পরাজিত সেজন দিবাতে কি প্রকারে ভোজন করে? কি প্রকারেই বা রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হয়? আশ্চর্য্যের বিষয়! সে ব্যক্তি কিরূপে নির্জ্জনাবাসে সুখী হইতে পারে? ৬৬। অহো! এই সকল চিন্তারূপ সন্তাপসমূহ আমার চিত্তকে যে প্রকার পীড়া দিতেছে, দাবাগ্নিসন্তাপও তাদৃশ পীড়া দিতে সমর্থ নহে। ৬৭। প্রাচীন পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া গিয়াছেন যে, চিন্তারূপিণী সুদারুণ পীড়া ঔষধ বা উপবাস অথবা অন্য কোন উপায়েই উপশম লাভ করে না। ৬৮। চিন্তারূপ জ্বর প্রাণিগণের ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, সম্পৎ ও অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া থাকে, ইহা নিঃসংশয়। ৬৯। ছয়দিন অতীত

হইলে অন্যান্য জ্বরকে লোকে জীর্ণজ্বর কহিয়া থাকে, কিন্তু এই তীব্র-চিন্তাজ্বর প্রতিদিনই নূতনভাব ধারণ করিয়া থাকে। ৭০। এই চিন্তাজ্বর দমন করিতে ধন্বন্তরি বা চরক কখনই সক্ষম নহেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই অপারগ।৭১। আমি কি করি! কোথায়ই বা যাই! হায় কি প্রকারে আমি সুমেরুকে বিজয় করিতে সমর্থ হইব? আমি কি উড়িয়া সুমেরুর মস্তকে পড়িব? কিন্তু উড়িবার সামর্থ্য না থাকাতে তাহার মস্তকে ত পড়িতে পারিতেছি না। কারণ পুরাকালে আমাদের সগোত্র কোন পর্ব্বত, নানা প্রকার অত্যাচারের দ্বারা ইন্দ্রকে কোপিত করিয়াছিল, সেই কারণে কুপিত ইন্দ্র, আমাদের সকলেরই পক্ষছেদন করিয়াছেন। সুতরাং পক্ষবিহীনের উড়িবার সামর্থ্য কোথায়? হায় পক্ষহীন ব্যক্তির চেষ্টাকেও ধিক্! ৭২—৭৩। অথবা সেই সুমেরু আমার সহিত অতিশয় স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অতিশয় ভূমির ভার বহনকারিগণ প্রায়শই ভ্রান্ত হইয়া থাকে, মেরু নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়া এ প্রকার করিতেছে। ৭৪। সত্যলোকনিবাসী বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী নারদ আমাকে পীড়া প্রদান করিবার জন্য মিথ্যা বলিয়াছেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? ৭৫। অথবা মাদৃশ প্রবল লোকের এ প্রকার নিস্তব্ধভাবে বসিয়া, যুক্তাযুক্ত বিচার করা কখনই সমুচিত নহে। কারণ যাহারা পরাক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থ, তাহারাই মনে মনে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। ৭৬। অথবা এ প্রকার ব্যর্থ চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে? বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি, তিনিই আমাকে সমুচিত বুদ্ধি প্রদান করিবেন, কারণ সেই বিশ্বনাথ সর্ব্বজগতের নিরাশ্রয়গণের রক্ষাকর্ত্তা এই প্রকারই পুরাণসমূহে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এইরূপে ভগবান্ মহেশ্বরকে চিন্তা করিয়া, বিন্ধ্য এই প্রকার নিশ্চয় করিল যে, এই ক্ষণেই আমি এই প্রকারই করি, কাল-বিলম্ব কখনই সমুচিত নহে। কারণ বর্দ্ধনোন্মুখ ব্যাধি ও শত্রুকে কখনই পণ্ডিতগণ উপেক্ষা করেন না। ৭৭—৭৯। প্রতিদিবসই গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত দিবাকর সুমেরু গিরিকে, অন্যান্য পর্ব্বত হইতে অধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া পরিভ্রমণ করেন, অতএব আমি অদ্য সূর্য্যের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিব, দেখি কেমন করিয়া দিবাকর সুমেরু পরিভ্রমণ করিতে পারেন। ৮০। এই প্রকারে সুমেরু পর্ব্বতের সহিত বিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিন্ধ্যগিরি স্বকীয় দেহকে অতিশয় বর্দ্ধিত করিল, বিন্ধ্যগিরি স্বীয় শরীরকে এতাদৃশ উন্নত করিল যে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহার শিখরসমূহ যেন নভোমার্গেরও অন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। ৮১।

কোন ব্যক্তির কুত্রাপিও কাহার সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, যদি বিরোধ করিতেই হয় তবে তাহা এতই প্রযত্নের সহিত করা উচিত, যাহাতে সাধারণে উপহাস করিতে না পারে। ৮২। এই প্রকারে সূর্য্যের পথরোধ করিয়া, গিরিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য কৃতকৃত্যের ন্যায় সুস্থতা লাভ করিল, প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ সর্ব্বথাই অদৃষ্টের অধীন! ৮৩।

বিন্ধ্যগিরি অতিশয় আনন্দের সহিত ভাবিতে লাগিল যে, অদ্য সূর্য্যদেব যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবেন সেই পর্ব্বতই কুলীন, তাহারই যথার্থ সম্পদ এবং সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা লোকপূজিত হইবে। ৮৪। যাবৎ-কাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কুত্রাপিও নিজের শক্তি প্রদর্শন না করায়, তাবৎকালই লোকে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কাষ্ঠমধ্যস্থিত অগ্নি, তাদৃশ অগ্নিও যতক্ষণ প্রজ্বলিতভাব ধারণ না করে, ততক্ষণই লোকগণ তাহাকে লঙ্ঘনাদি করিতে পারে। ৮৫।

ব্যাস কহিলেন, এই প্রকারে বিন্ধ্যগিরি পূর্ব্বোক্ত অতি মহান্ চিন্তাভার হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের ন্যায় সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিয়া, স্থির অধ্যবসায় সহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৮৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—*—

সূর্য্যগতি রোধ ও দেবতা সকলের সত্যলোকে গমন।

ব্যাস কহিলেন, এই চরাচর বিশ্বের আত্মভূত, অজ্ঞান বিনাশন সূর্য্য পবিত্র কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক উদয়াচলে সমুদিত হইলেন। ১। সূর্য্যের উদয়ে সাধু-গণের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইল, অন্ধকাররাশি এবং অসতের আচরণ দূরীভূত হইল, রাত্রিকালে বিরহে মুদিতাননা পদ্মিনী প্রফুল্লিত হইল, দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশে হব্য, কব্য ও ভূতবলি প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণরূপ ক্রিয়াকাল সূচিত হইতে আরম্ভ হইল, তমোরাশি অসাধুগণের হৃদয় এবং বক্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইল, যামিনীকালকলিত জগৎ পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত হইল। অহো! পরোপকার করিলে তৎক্ষণাৎ যদি তাহার ফল না পাওয়া

যাইবে; তবে যাঁহার উদয়ে মন্দেহ প্রভৃতি রাক্ষসগণ জীবিত হয়, সেই সূর্য্য সায়ংকালে অস্তমিত হইয়াও পুনরায় প্রাতঃকালে কেন উদিত হইবেন ? ২—৫।

তপনদেব, খণ্ডিতা নায়িকা সদৃশ পূর্ব্বদিক্‌কে অনুরাগের সহিত করস্পর্শ দ্বারা আশ্বস্ত করতঃ বিরহে জ্বলিতপ্রায়া আগ্নেয়ীদিক্‌কে যাম মাত্র ভোগ করিয়া লবঙ্গ, এলা, মৃগনাভি, ও চন্দনের দ্বারা চর্চ্চিতা, তাম্বূলীবল্লীরাগে রক্তবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত, দ্রাক্ষাগুচ্ছরূপ স্তনশালিনী, লবলী বল্লীরূপ বাহুশালিনী, কঙ্কোলী পল্লবরূপ অঙ্গুলি বিশিষ্টা, মলয়ানিলরূপ নিঃশ্বাসযুক্তা, ক্ষীরোদ সমুদ্ররূপ বসন বিভূষিতা, ত্রিকূট পর্ব্বতস্থ স্বর্ণ ও রত্নসমূহের দ্বারা বিরচিতাঙ্গী, সুবেল পর্ব্বতরূপ নিতম্বশালিনী, কাবেরী ও গৌতমা নদীরূপ জঙ্ঘাদ্বয়ে সুশোভিতা, চোলদেশরূপ কঞ্চুকী সমাবৃতা, সহ্য ও দর্দুর পর্ব্বতরূপ স্তনযুগল সুশোভিনী, কাঞ্চিপুরীরূপ মেখলাদাম শোভিনী, সুকোমল মহারাষ্ট্রীয় বাক্যবিন্যাসের দ্বারা মনোহারিণী, এবং মহালক্ষ্মী অদ্যাপি যে সদ্‌গুণশালিনীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, দিক্‌পতি সূর্য্য সেই দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনায়াসে আকাশমার্গ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ সূর্য্যের অশ্বগণ, যখন আর অগ্রে গমন করিতে পারিল না, তখন সূর্য্য-সারথি অনূরু বলিতে লাগিলেন। ৬—১৩।

অনূরু কহিলেন, হে ভানো, আপনি প্রত্যহ যেমন সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন তদ্রূপ "আমাকেও প্রদক্ষিণ করুন" এই অভিলাষে বিন্ধ্যগিরি সদর্পে গগনমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। ১৪। সূর্য্য অনূরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো শূন্যমার্গও অবরুদ্ধ হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! ১৫।

ব্যাস কহিলেন,—সূর্য্যদেব বলবান্ হইয়াও শূন্যমার্গে আর কি করিবেন? একাকী কোন্ ব্যক্তিই বা কোন্ রুদ্ধমার্গ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। ১৬। যে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারেন না, তিনিও শূন্যমার্গে নিরুদ্ধ হইলেন, কি করিবেন সর্ব্বত্র বিধিই বলবান্। ১৭। যিনি নিমেষার্দ্ধে দুই সহস্র দুই শত দুই যোজন পথ অতিক্রম করেন, তিনিও কিছুকাল স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেন। সূর্য্যের বহুক্ষণ এইভাবে এক স্থানে অবস্থিতি নিবন্ধন পূর্ব্ব ও উত্তর দিক্‌স্থিত লোকসমূহ তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্‌স্থিত লোকনিচয় নিদ্রাভঙ্গে নয়ন উন্মীলিত করিয়া শয়নাবস্থাতেই নক্ষত্রাদি বিরহিত আকাশের দিকে তাকাইয়া, হায়! এ কোন্ সময় উপস্থিত হইল!! ইহা ত দিবা নহে, কারণ সূর্য্য উদিত হন নাই, রাত্রিও নহে,

কারণ চন্দ্রও অস্তমিত হইয়াছেন, অতএব ইহা কোন্ সময় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মাণ্ড কি অকালে লয়প্রাপ্ত হইবে? কৈ তাহাও ত নহে, কারণ তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্র উছলিয়া এ সমস্ত গ্রাস করিত, এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিল। ১৮-২২।

সূর্য্যের অনুদয়ে জগতে পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ বিলুপ্ত হইল দেখিয়া, ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল। সূর্য্যোদয় হইলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এবং যজ্ঞাদি দ্বারা ত্রিভুবন-পালক দেবগণের তৃপ্তি সাধিত হয়, সূর্য্যই এ সমস্তের একমাত্র কারণ। সেই সূর্য্যের গতি রোধ হওয়াতে, ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। যে যেখানে ছিল, সে সেই খানেই চিত্রন্যস্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল, একদিকে নৈশ তিমির, অপর দিকে প্রখর আতপে লোকসমূহ উপদ্রুত হইয়া, কে কোন্ দিকে যাইবে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এইরূপে সুর, অসুর, নর ও নাগলোক ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, আঃ অকারণ এ কি উৎপাত উপস্থিত হইল এই বলিয়া, প্রজাগণ চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। ২৩-২৮।

তখন দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং রক্ষা করুন রক্ষা করুন এই কথা বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ২৯।

দেবগণ কহিলেন, হিরণ্যগর্ভ-রূপধারী ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার, হে দেব, তোমার স্বরূপ কেহ জানিতে পারে না, তুমি কৈবল্য-রূপী ও অমৃত-স্বরূপী; যাঁহাকে দেবগণ জানিতে পারেন না এবং মনের গতিও যেখানে কুণ্ঠিত হয়, যিনি বাক্যেরও অবিষয়, চৈতন্য স্বরূপ সেই তোমাকে নমস্কার, যোগিগণ স্থিরভাবে প্রণিধানের সহিত হৃদয়াকাশে যাঁহাকে জ্যোতিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মস্বরূপ সেই তোমাকে নমস্কার। তুমি কাল হইতে পর অথচ কাল স্বরূপ, তুমি নিজ ইচ্ছায় পুরুষ হইয়া প্রকটিত হইয়াছ, গুণত্রয়স্বরূপা প্রকৃতি তুমিই, তোমাকে নমস্কার। তুমি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু মূর্ত্তিতে জগতের পালন, তুমি রজোগুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা মূর্ত্তিতে জগতের সৃষ্টি এবং তুমিই তমোগুণ আশ্রয় করতঃ রুদ্ররূপে জগতের সংহার করিতেছ। বুদ্ধিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার, ত্রিবিধ অহঙ্কার রূপী তোমাকে নমস্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, মন ও পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, পৃথিব্যাদি পঞ্চ বিষয় স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি তোমাকে নমস্কার, আধুনিক ও

প্রাচীন যারতীয় বিশ্বস্বরূপ তোমাকে নমস্কার, অনিত্য এবং সদসৎ স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, তুমি সমস্ত ভক্তগণের উপর কৃপাপূর্ব্বক স্ব ইচ্ছায় শরীর ধারণ কর। চতুর্ব্বিধ বেদ তোমারই নিঃশ্বাসপ্রসূত, সমস্ত জগৎ তোমার স্বেদ হইতে উৎপন্ন, সমস্ত ভূতগণ তোমার পদতল সমুদ্ভূত, স্বর্গ তোমার মস্তক প্রসূত, তোমার নাভি হইতে আকাশ ও লোম হইতে বনস্পতি, মন হইতে চন্দ্রমা এবং তোমার চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন, হে প্রভো। তুমিই সব এবং তোমাতেই সমস্ত, তুমিই স্তোতা এবং তুমিই স্তুতি ও তুমিই স্তব্য, হে ঈশ, তোমারই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার। এই রূপ স্তব করিয়া দেবগণ ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, দেবগণকে বলিতে লাগিলেন। ৩০-৪২।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রণত দেবগণ, তোমাদের এই যথার্থ স্তুতি বাক্যে আমার সন্তোষ হইয়াছে এবং আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা উত্থিত হও এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ৪৩। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন তোমাদের রচিত এই স্তুতি বাক্যের দ্বারা আমার অথবা মহাদেবের কিম্বা বিষ্ণুর স্তব করিবে, আমরা সর্ব্বদা তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিব এবং তাহাকে তাহার অভিলষিত পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন, সৌভাগ্য, আয়ু, আরোগ্য, নির্ভয়, রণে জয়, ঐহিক ও আষ্মিক ভোগ ও অক্ষয় অপবর্গ প্রদান করিব এবং যাহা যাহা জগতে তাহার ইষ্টতম তৎ সমস্তই তাহার সিদ্ধ হইবে। ৪৪-৪৬। অতএব বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ করা উচিত, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এই স্তব, অভীষ্টদ নামে বিখ্যাত হইবে। প্রণত দেবগণ উত্থিত হইলে, ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সুস্থ হও, এখানেও কি কারণ ব্যাকুলভাবে অবস্থান করিতেছ? দেখ। এখানে এই মূর্ত্তিমান্ চারিবেদ, এই সমস্ত বিদ্যা, 'দক্ষিণার সহিত এই যজ্ঞনিচয়, এই সত্য, এই ধর্ম্ম, এই তপ, এই দম, এই ব্রহ্মচর্য্য, এই করুণা, এই সরস্বতী, শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে চরিতার্থ এই সমস্ত লোকগণ বিরাজমান রহিয়াছেন, এখানে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ, কাম, অধৈর্য্য, ভয়, হিংসা, কুটিলতা, গর্ব্ব, নিন্দা, অসূয়া এবং অশুচি কোন কালেই নাই। ৪৭-৫১। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিরত, তপোনিষ্ঠ, এবং তপস্যাই যাঁহাদিগের ধন, যাঁহারা মাসোপবাস, ষন্মাসব্রত এবং চাতুর্ম্মাস্যাদি সদ্ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে সকল নারী পতিব্রতা এবং যাহারা ব্রহ্মচারী এবং যাহারা পরস্ত্রীতে পরাঙ্মুখ, হে দেবগণ! দেখ এই তাঁহারা সকলে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখ মাতৃ ও পিতৃভক্তগণ,

আর ইহাঁরা গোরুকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রত, দান, জপ, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ব্রাহ্মণসেবা, তীর্থ, তপস্যা, পরোপকার এবং সদাচারাদি কর্ম্মসমূহ করিয়া, যাঁহারা কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, এই তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন। ৫২-৫৩। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জপে নিরত ও যাঁহারা অগ্নিহোত্র পরায়ণ ছিলেন, যাঁহারা অর্দ্ধপ্রসূতা গাভি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা কপিলা গো দান করিয়াছেন, যাঁহাদের সোমপানে স্পৃহা ছিল না, যাঁহারা ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেন, যাঁহারা সারস্বততীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন, প্রতিগ্রহ-সমর্থ হইয়াও যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন নাই, এবং যাঁহারা তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতেন না, আমার অত্যন্ত প্রিয় সেই এই ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন। ৫৪-৫৮। মাঘ মাসে সূর্য্য মকররাশিস্থিত হইলে প্রয়াগ তীর্থে উষাকালে যাঁহারা পবিত্রচিত্তে স্নান করিয়াছেন, এই তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী-রূপে বিরাজ করিতেছেন। ৫৯। কার্ত্তিক মাসে বারাণসীতে পঞ্চনদে তিন দিবস যাঁহারা স্নান করিয়াছেন, পুণ্যশীল এই তাঁহারা নির্ম্মল হইয়া পবিত্রদেহে অবস্থান করিতেছেন। ৬০। যাঁহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এই তাঁহারা সর্ব্বভোগ সম্পন্ন হইয়া আমার পুরে বাস করিতেছেন, এবং ইহাঁরা এক কল্প এখানে অবস্থান করিয়া, সেই পুণ্যবলে পুনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন। ৬১-৬২।

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মানব যদি অল্পও সৎকর্ম্ম করে, তবে তাহার ফলে জন্মান্তরেও সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৬৩। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে মরণেও ভয় হয় না, যেখানে সকলেই অতিথির ন্যায় প্রিয় বলিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকে। ৬৪। কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণকে যাঁহারা অর্থদান করিয়াছে, এই তাঁহারা পবিত্রদেহে আমার নিকট বাস করিতেছেন। ৬৫। গয়াধামে ব্রাহ্মণমুখে ও বিষ্ণুপদে যাঁহারা পিতামহগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এই তাঁহাদের পিতামহগণ অবস্থান করিতেছেন। ৬৬। হে দেবগণ, কেবল স্নান, দান, জপ কিম্বা পূজার দ্বারা কেহ আমার এ লোকপ্রাপ্ত হয় না, একমাত্র ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই এখানে আসিতে পারা যায়। ৬৭। সমস্ত গৃহোপকরণে, উদুখল, মুষল এবং শয্যার সহিত যাঁহারা গৃহদান করিয়াছেন, ঐ তাঁহাদের হর্ম্ম্যনিচয় রহি-য়াছে। ৬৮। যাঁহারা ব্রহ্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করান, যাঁহারা বিদ্যাদান করেন, যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করান, যাঁহারা সমস্ত ধনদান করেন, যাঁহারা পুরাণ বা অন্যান্য পুস্তক দান করেন, এবং যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র দান করেন,

তাঁহাদের আমার পুরে বাস হইয়া থাকে। ৬৯-৭০। তাঁহারা বসুতুল্য তেজস্বী হইয়া আমার এখানে বাস করিয়া থাকেন। ৭১। যে ব্যক্তি বেতন দিয়া বৈদ্য নিযুক্ত রাখিয়া চিকিৎসালয় স্থাপন করে, সে সমস্ত ভোগভাগী হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত আমার এখানে বাস করে। ৭২। যাহারা দুষ্টগণের অবরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত করে, তাহারা আমার অন্তঃপুরে, আমার ঔরস পুত্রগণের ন্যায় হইয়া থাকে। ৭৩। ব্রাহ্মণগণ, বিষ্ণুর, আমার এবং মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়, আমরাই সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকি। ৭৪। এক বেদই ব্রাহ্মণ এবং গো, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহার এক ভাগে হবিঃ অবস্থান করিতেছে। ৭৫। ব্রাহ্মণগণ সার্ব্বভৌমিক জঙ্গমতীর্থরূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন, যাঁহাদের বাক্যরূপ জলের দ্বারা পাপাত্মা ব্যক্তিগণ পবিত্র হইয়া থাকে।

গো সমূহও অনুপম পবিত্র ও তাহারা পরম মঙ্গলমূর্ত্তি, তাহাদিগের খুর হইতে উত্থিত রেণু গঙ্গা জলের সদৃশ পবিত্র। ৭৭। গো সমূহের শৃঙ্গের অগ্রভাগে সমস্ত তীর্থ এবং খুরাগ্রে সমস্ত পর্ব্বত অবস্থিত, তাহাদের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে মহেশপত্নী গৌরী অবস্থান করেন। গো দান করিতেছে দেখিয়া, দাতার পিতামহগণ, আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন, ঋষিগণ প্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমরা সন্তুষ্ট হই। আর দরিদ্রতা ও ব্যাধির সহিত পাপসমূহ ক্রন্দন করে। সমস্ত লোকের, ধাত্রী এবং গো সমূহ সর্ব্বপ্রকারে মাতার ন্যায় পূজনীয়া। ৭৯-৮০। যে ব্যক্তি গোগণকে স্তব ও নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করে, সেই ব্যক্তির সপ্তদ্বীপা বসুমতী প্রদক্ষিণ করার ফল হয়। ৮১। যিনি সমস্ত ভূতগণের লক্ষ্মীস্বরূপ এবং যিনি দেবগণ মধ্যে অবস্থিতা, গোরূপে বর্ত্তমানা সেই দেবী আমার পাপ অপনয়ন করুন। ৮২। বিষ্ণুর বক্ষস্থলে যিনি লক্ষ্মী, যিনি বিভাবসুর স্বাহা এবং পিতৃগণের স্বধা স্বরূপ, সেই ধেনু সর্ব্বদা আমাদের বরদান করুন। ৮৩। যাহাদের গোময় যমুনার ন্যায়, মূত্র নর্ম্মদার ন্যায় এবং দুগ্ধ গঙ্গার ন্যায় পবিত্র, ততোধিক পবিত্র এ জগতে আর কি হইতে পারে? ৮৪। গোগণের দেহে, আমি, বিষ্ণু, মহাদেব ও মহর্ষিগণের সহিত চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করে। গো সমূহের এই সমস্ত গুণ বিচার করিয়া, নিত্য এই প্রার্থনার বিধান হইয়াছে, গোগণ আমার সম্মুখে পৃষ্ঠে এবং হৃদয়ে অবস্থান করুন এবং আমি সদা গো সমূহের মধ্যে অবস্থান করি। ৮৫—৮৮। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আপনার সমস্ত অঙ্গে গো-লাঙ্গুল স্পর্শ করায়, অলক্ষ্মী, কলহ ও রোগসমূহ তাহার দেহ হইতে দূরে পলায়ন করে। ৮৯। গো, বিপ্র, বেদ, সতী, সত্যবাদী, অলোভী এবং দানশীল এই সাত জনের বলে

পৃথিবী অবস্থান করিয়া থাকেন। ৯০। আমার লোকের উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ লোক, তদুপরি উমালোক, তৎপরে শিবলোক, তাহার উপরে গোলোক অবস্থিত, তথায় মহাদেবের প্রিয় সুশীলা প্রভৃতি গো-মাতৃগণ অবস্থান করেন। ৯১—৯২। যাহারা গোসেবা করে বা গো দান করে, সেই সমস্ত মানব, এই লোকসমূহের কোন একটি লোকে, সমৃদ্ধাবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে। ৯৩। যেখানে নদীতে ক্ষীর প্রবাহিত হয়, পায়স যে স্থানের কর্দ্দম, যেখানে জরা জন্য ক্লেশ নাই, যাঁহারা গো দান করেন, তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন। ৯৪। যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের তত্ত্ব অবগত আছেন, এবং তদুক্ত আচার সমূহও পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ, অন্যে কেবল নামে ব্রাহ্মণ মাত্র। ৯৫। শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটী ব্রাহ্মণের নেত্র ও পুরাণ তাঁহার হৃদয়ের তুল্য, যে ব্রাহ্মণ শ্রুতি ও স্মৃতি বিহীন, তিনি অন্ধ, যিনি এই উভয়ের একটী বিষয় জানেন না তিনি একচক্ষু বিহীন, কিন্তু পুরাণরূপ হৃদয় শূন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধ বা কাণা হওয়া ভাল। শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমত ধর্ম্মই পুরাণে কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সুখ ইচ্ছা করিবে, সে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকেই গোদান করিবে। ব্রাহ্মণ বলিয়াই গো প্রদান করিবে না। কারণ অসৎপাত্রে গো দান করিলে, দাতা নরকগামী হয়। ৯৬-৯৮। যাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস ও পাপে ভয় আছে, তাহারই নিকট ধর্ম্মমূলক পুরাণকথা শ্রবণ করিবে। চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে পুরাণ শাস্ত্রই উৎকৃষ্ট প্রদীপ তুল্য, অন্ধ ব্যক্তিও সেই পুরাণপ্রদীপের আলোক সাহায্যে সংসার-সাগরের কোন স্থলেই নিপতিত হয় না। যাহারা আমার লোকে আসিতে ইচ্ছা করে, তাহারা সর্ব্বদা পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ ও জাহ্নবীতটে বাস এবং ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিবে। হে দেবগণ! ভয়ার্ত্তগণের অভয়প্রদ, এই সত্য লোকের অবস্থা আমি সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন করিলাম, তোমরা নির্ভয় হও। বিন্ধ্যগিরি সুমেরু পর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করতঃ সূর্য্যের পথরোধ করিয়া রহিয়াছে, এই নিমিত্ত তোমরা আগমন করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে ইহার উপায় বলিতেছি। ৯৯—১০৩।

ব্রহ্মা কহিলেন, তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করিবার জন্য যেখানে বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, জীবগণের মুক্তিক্ষেত্র সেই অবিমুক্ত ধামে, মিত্রাবরুণ-তনয় মহাতপস্বী অগস্ত্য, বিশ্বেশ্বরে চিত্ত বিন্যাস করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। ১০৪—১০৫। তথায় গমন করিয়া তোমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ করিবেন, তিনিই এক কালে বাতাপী ও ইল্বলনামে রাক্ষস-দ্বয়কে ভক্ষণ করিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অবধি সকলেই তাঁহাকে

জয় করিয়া থাকে, সেই মুনিতে সূর্য্য হইতেও অধিক তেজ আছে। ১০৬—১০৭। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। তখন দেবগণ হর্ষসহকারে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা অতিশয় ভাগ্যবান্, কারণ প্রসঙ্গক্রমে আমরা কাশী ও কাশীপতিকে দর্শন করিতে পারিব, অহো! অনেক দিন পরে আমাদের মনোরথ সফল হইল, এই বলিয়া দেবগণ সুকৃতির জন্য কাশী গমনে নিশ্চয় করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল লোচন হইলেন। দেবগণ বলিলেন, ধন্য সেই চরণদ্বয়, যাহা কাশী অভিমুখে ধাবিত হয়। ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত যে কথা আমরা শ্রবণ করিলাম, সেই পুণ্যেই আমরা আজ কাশী দর্শন করিতে পাইব। পুণ্যের আধিক্য বশতঃই এক কার্য্য দুই কার্য্যের সাধক হয়, দেবগণ এই বলিতে বলিতে আনন্দে কাশীক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন। ১০৮—১১২।

ব্যাস কহিলেন, যে সমস্ত মানব এই পুণ্যতম আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত এবং পুত্র পৌত্রযুক্ত হইয়া এ জগতে বংশ স্থাপন এবং সর্ব্ব প্রকার সুখভোগ করতঃ সত্যলোকে বহুকাল বাস করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিবে। ১১৩—১১৪।

তৃতীয় অধ্যায়।

—*—

অগস্ত্যের আশ্রমে দেবগণের আগমন ও আশ্রম বর্ণন।

সূত কহিলেন, "হে-সর্ব্বজ্ঞান মহানিধে! ভূত-ভব্য-স্বামিন্! ভগবান্! দেবগণ কাশীতে আগমন করিয়া কি করিলেন তাহা কীর্ত্তন করুন। এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, দেবগণ তপোনিধি অগস্ত্যের নিকট কি প্রকার প্রার্থনা করিলেন, এবং তাদৃশ উন্নত বিন্ধ্য পর্ব্বতই বা কি প্রকারে নত হইলেন, আপনার বাক্যরূপ অমৃত সাগরে স্নান করিতে আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে, (অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করতঃ আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।) পরাশরপুত্র মহামুনি ব্যাস, স্বীয় শিষ্য ও পরম শ্রদ্ধালু সূতের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৪।

ব্যাস কহিলেন, হে মহামতি সূত, ভক্তি ও শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া শ্রবণ কর এবং শুক ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতি এই বালকগণও শ্রবণ করুক। ৫। তৎপরে দেবগণ,

মহর্ষিগণের সহিত অবিলম্বে বারাণসী ধামে আগমন করিয়া, প্রথমতঃ সুবস্ত্রে যথাবিধি মণিকর্ণিকায় স্নান পূর্ব্বক সন্ধ্যাদি সাধুক্রিয়ার অনুষ্ঠানের অনন্তর কুশ ও তিলোদকের দ্বারা তর্পণীয় আদিপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অলঙ্কার, ধেনু, স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত বিচিত্র ছত্র, অমৃততুল্য স্বাদু পক্কান্ন, শর্করাযুক্ত পায়স, দুগ্ধের সহিত অন্ন, অনেকবিধ ধান্য, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর তাম্বুল, সুন্দর চামর, শয্যার সহিত কোমল পর্য্যঙ্ক, দীপ, দর্পণ, আসন, শিবিকা, দাস, দাসী, রথ, পশু, গৃহ, বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, চন্দ্রের ন্যায় চারু চন্দ্রাতপ, গৃহোপকরণের সহিত এক বৎসরের ভোজ্য, পাদুকা প্রভৃতি প্রদান দ্বারা যতি ও তপস্বিগণকে যথাযোগ্য পট্টবস্ত্র, বিচিত্র কম্বল, দণ্ড, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, কৌপীন, কাষ্ঠনির্ম্মিত উন্নত খট্টা, পরিচারকগণকে সুবর্ণ, মঠ, বিদ্যার্থিদিগের অন্ন, অতিথি সেবার জন্য বহুতর ধন, রাশীকৃত পুস্তক, লেখকগণের বৃত্তি, নানাবিধ ঔষধ, বহুতর সত্রালয়, গ্রীষ্মকালে জলসত্রের জন্য, হেমন্তকালে অগ্নিসঞ্চয়ের কাষ্ঠের জন্য, বর্ষাকালে ছত্র ও গৃহাদি প্রস্তুতের জন্য অর্থ, রাত্রিকালে অধ্যয়নার্থ প্রদীপ ও পায়ে মাখিবার তৈলের জন্য বহুতর অর্থ, প্রত্যেক দেবালয়ে পুরাণ-পাঠকদিগকে অর্থ, দেবালয়ে নৃত্যগীতাদির জন্য, দেবালয় পরিষ্কার ও তাহার জীর্ণোদ্ধারের জন্য বহুতর ধন, চিত্র আঁকিবার মূল্য প্রদান, দেবালয়ে নানাবিধ রঙ্, মাল্যাদি, আরতি, গুগ্‌গুল, দশাঙ্গাদি ধূপ, কর্পূরের বাতি, দেবপূজার নিমিত্ত অর্থ, পঞ্চামৃত, ও নানাবিধ সুগন্ধি জলের দ্বারা স্নান, দেবতার জন্য সুগন্ধি তাম্বুলাদি, দেবপূজার মাল্যাদি নির্ম্মাণের জন্য বহুতর উদ্যান, শিবালয়ে ত্রিকালীন শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি হইবার জন্য অর্থ, ঘণ্টা, গাড়ু, কুম্ভ প্রভৃতি স্নানের উপকরণসমূহ, শ্বেতবর্ণ মার্জন-বস্ত্র, সুগন্ধি অগুরু প্রভৃতি প্রদান, জপ, হোম, স্তোত্রপাঠ, উচ্চস্বরে শিবের নাম কীর্ত্তন, রাসক্রীড়াদি সংযুক্ত চলন ও প্রদক্ষিণাদির দ্বারা তীর্থবাসাভিলাষিগণকে পরিতৃপ্ত করতঃ পঞ্চরাত্রি বাস করিয়া, নানাবিধ তীর্থ যাত্রাসমাপনান্তে অনাথগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে প্রণামকরতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মের দ্বারা তীর্থফল লাভ করিয়া, বারম্বার বিশ্বনাথকে দর্শন, তাঁহার স্তব ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, যেখানে অগস্ত্য মুনি স্বীয় নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তদগ্রে কুণ্ড স্থাপন করতঃ একাগ্রচিত্তে শতরুদ্রী জপে নিমগ্ন রহিয়াছেন, পরোপকারাভিলাষে তথায় গমন করিলেন। ৬—২৮। দেবগণ, জ্বলন্ত অনল সদৃশ অবয়ব-সমূহের দ্বারা সমুজ্জ্বল স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল এবং সাধুগণের মনের ন্যায় নির্ম্মল সেই মুনিবরকে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী

দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ বাড়বানল কি মূর্ত্তি ধারণ করতঃ তপস্যা করিতেছেন? অথবা তেজোরাশি এই ব্রাহ্মণের শরীর আশ্রয় করিয়া শান্তপদ প্রাপ্তির জন্য শান্তিময় পরমতেজঃ প্রকাশ করিতেছে। যাঁহার কঠোর তপস্যা-বলে সূর্য্যদেবও তাপিত এবং দহনও দগ্ধ, এবং চপলাও স্থিরা হইতেছে। যাঁহার আশ্রমের চতুর্দ্দিকেই হিংস্র জন্তুগণ পরস্পর স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ২৯—৩৩। অহো কি আশ্চর্য্য! হস্তী নির্ভয়ে শুণ্ডের দ্বারা সিংহকে কণ্ডূয়ন করিতেছে এবং কেশর সমূহের দ্বারা উন্নদ্ধ সিংহ, মৃগের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বলবান্ বরাহ অত্যন্ত ক্রূরতা-নিবন্ধন লোম ফুলাইয়া মুথা সমূহের উপর দৃষ্টি করতঃ সিংহের মধ্যে বিচরণ করিতেছে, শূকর ভূদার* হইয়াও সমস্ত কাশীভূমিই শিবলিঙ্গময়ী, এজন্য ভয়ে ওই আশ্রম ভূভাগ খনন করিতেছে না। সিংহ শূকরের শাবককে ক্রোড়ে করিয়া ক্রীড়া করাইতেছে। হরিণশিশু পুচ্ছ কম্পন পূর্ব্বক সিংহশাবকগণকে সরাইয়া দিয়া ফেণাযুক্ত মুখের দ্বারা সিংহীর স্তনপান করিতেছে, বানর নিদ্রিত ভল্লুকের লোমসমূহ হইতে অঙ্গুলি দ্বারা এক একটী কীট গ্রহণ করতঃ ভক্ষণ করিতেছে। গোলাঙ্গুল, রক্তমুখ, ও নীলাঙ্গ প্রভৃতি বানরের দলপতিগণ, জাতিগত স্বাভাবিক মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। শশ নামক মৃগগণ, বৃক নামক ব্যাঘ্র বিশেষের পৃষ্ঠের উপর গড়াগড়ি দিয়া ক্রীড়া করিতেছে। মূষিকেরা চঞ্চলমুখে বিড়ালের কর্ণ কণ্ডূয়ন করিতেছে, বিড়াল ময়ূরের পাখনার নীচে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, সর্পগণ ময়ূরের কণ্ঠে স্বীয় কণ্ঠ ঘর্ষণ করিতেছে, নকুল নিজ কুলগত শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, স্ব ইচ্ছায় বারম্বার লাফাইয়া লাফাইয়া সর্পের ফণার উপর লুণ্ঠিত হইতেছে। ক্ষুধান্ধ সর্প মূষিককে আপনার মুখের সম্মুখে চরিতে দেখিয়াও গ্রহণ করিতেছে না এবং মূষিকও সর্প হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না। আসন্নপ্রসবা হরিণীকে দর্শন করতঃ ব্যাঘ্র করুণাপূর্ণ নেত্রে হরিণীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে গমন করিতেছে, ব্যাঘ্রী ও মৃগী পরস্পর সখীর ন্যায় সহর্ষে ব্যাঘ্র ও মৃগের আচরণ কীর্ত্তন করিতেছে। শম্বর জাতীয় মৃগ, ধনুর্ব্বাণধারী ব্যাধকে দর্শন করিয়াও সাহসের সহিত আপনার স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না এবং ব্যাধও আসিয়া তাহার গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে। রোহিতজাতি মৃগ নির্ভয়ে অরণ্যমহিষের গাত্রস্পর্শ করিতেছে। চমরীগণ শবরাঙ্গ-

* ভূদার, পৃথিবীকে যে বিদীর্ণ করে, ইহা শূকরের একটী নাম।

নার কেশের সহিত স্বীয় লাঙ্গুলের পরিমাণ করিতেছে। গবয় ও শল্যক ইহারা উভয়েই অগস্ত্য মুনির তেজে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্রে অবস্থান করিতেছে। মেষদ্বয় পরস্পর জয়াভিলাষে মুণ্ডযুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হইতেছে না। শৃগালও হস্তদ্বারা কোমলভাবে মৃগ শাবককে স্পর্শ করিতেছে। মাংস ভক্ষণ ইহ ও পরলোকে দুঃখপ্রদ, সুতরাং আপদের কারণ ইহা বিবেচনা করিয়া, শ্বাপদগণ ধিক্কারপূর্ব্বক তৃণগুল্মাদি ভক্ষণ করিতেছে। ৩৪-৫০। যে ব্যক্তি পাপেতে মুগ্ধ হইয়া নিজের জন্য মাংসপাক করে, সে ব্যক্তি যে পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেছে, সেই পশুর দেহে যাবতীয় লোম আছে তাবৎ পরিমিত বর্ষ, তাহার নরক ভোগ হয়। ৫১। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ পরের প্রাণনাশ করিয়া আপনার প্রাণ পোষণ করে, তাহারা এক কল্পপরিমিত কাল নরক ভোগ করিয়া যে পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল সেই সমস্ত পশুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। ৫২। প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও কখন মাংস ভোজন করা উচিত নহে, যদি খাইতে হয় তাহা হইলে নিজের মাংস খাওয়া উচিত কিন্তু পরের নহে। ৫৩। অগস্ত্যের আশ্রমে বাস করিয়া যাহাদের হিংসায় মতি নাই, এমত এই শ্বাপদগণও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হিংসা-পরায়ণ নর কখনই ইহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। ৫৪। অহো! অগস্ত্যের পুণ্যবলে সরোবরে বকও সম্মুখে বিচরণকারী মৎস্য সমূহকে ভোজন করিতেছে না এবং মৎস্যগণও ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে গ্রাস করিতেছে না। ৫৫। এক মৎস্য মাংসই অন্যান্য সমস্ত মাংসের তুল্য, এই স্মৃতি বাক্য স্মরণ করিয়াই যেন ইহারা মৎস্যগণকে পরিত্যাগ করিতেছে। ৫৬। শ্যেন পক্ষীও ইতর ক্ষুদ্র পক্ষীকে দর্শন করিয়া, ভক্ষণ করা দূরে থাকুক বরং পরাঙ্মুখ হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়! মধুপগণও এখানে মধুপানে বিরত হইয়া মলিন অন্তঃকরণে ভ্রমণ করিতেছে, মদিরা-পানাসক্ত ব্যক্তিগণই বহুকাল নরক ভোগ করিয়া, মধুপ-জন্ম গ্রহণ করতঃ পুনঃ পুনঃ ভ্রান্তি পথে নিপতিত হয়, ইহারা যেন এই ভাবিয়াই মধুপানে বিরত রহিয়াছে। ৫৭—৫৮। এই নিমিত্তই মহাদেবের তত্ত্বজ্ঞানশালী পৌরাণিকগণ, গান করিয়া থাকেন যে, কোথায় মাংস এবং কোথায় শিবভক্তি, কোথায় মদ্য এবং কোথায় মহাদেবের অর্চ্চনা, শঙ্কর মদ্যমাংসরত ব্যক্তিগণের বহুদূরে অবস্থান করেন, মহাদেবের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কিছুতেই ভ্রান্তি বিনাশ হয় না, সুতরাং যে ব্যক্তি মধু (মদ্য) পান করে, সে কখনই মহাদেবের প্রসাদ লাভে সমর্থ নহে, মহা-দেবের কৃপা ভিন্ন ভ্রান্তি দূর হয় না, এই কারণ মধুপানকারী ভ্রমরগণ ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। ৫৯ ৬১। এইরূপে আশ্রমবাসী পশু-পক্ষিগণকেও

মুনিসমূহের ন্যায় হিংসা হইতে বিরত দর্শন করিয়া, দেবগণ বুঝিলেন যে, এই কাশী ভূমির এইরূপ প্রভাবই বটে, কারণ এখানে মৃত্যুকালে পশু-পক্ষিগণও বিশ্বেশ্বরের কৃপায়, তারকব্রহ্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৬২-৬৩। যে যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া নিশ্চয়াস্তঃকরণে এখানে বাস করে, জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই, বিশ্বেশ্বর তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানিয়া জ্ঞানিগণ যেরূপ মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন, সেইরূপ ইহার মাহাত্ম্য না জানিয়াও, এই কাশীধামে দেহত্যাগান্তে নিষ্পাপ হইলেই তির্য্যক্জাতি মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৬৪—৬৫।

এই প্রকার বিস্ময়যুক্ত হইয়া দেবগণ, যেকালে মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিতে-ছেন সেই সময় পক্ষিকুলকে দর্শন করিয়া, পুনরায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, দেবগণ দেখিলেন যে, সারস পক্ষী সারসীর কণ্ঠদেশে স্বীয় কণ্ঠরক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন নিদ্রিত না হইয়া নিশ্চল ভাবে বিশ্বনাথের ধ্যান করিতেছে। ৬৬—৬৭। হংসী, স্বীয় চঞ্চুপুট দ্বারা কণ্ডুয়ন করিতে করিতে পক্ষ কম্পনের দ্বারা রমণেচ্ছু হংসকে যেন নিবারণ করিতেছে। চক্রবাকী, চক্রবাক কর্তৃক অনুনীতা হইয়াও কেঙ্কিত (অস্পষ্টশব্দ) ভাষণের দ্বারা বলিতেছে যেন, হে কামিশ্রেষ্ঠ! এই পবিত্র ধামেও কামিতার কি প্রয়োজন! কুঞ্জ মধ্য হইতে উৎকণ্ঠাযুক্ত হৃদয়ে কপোত মধুর কণ্ঠস্বর করিতেছে, ধ্যানস্থিত মুনি শ্রবণ করিবেন এই ভয়ে যেন কপোতী তাহাকে বারণ করিতেছে। ৬৮-৭০। যেন অগস্ত্যের ধ্যানভঙ্গ ভয়েই ময়ুর কেকারব পরিত্যাগ করিয়া মৌনভাবে রহিয়াছে, কৌমুদী-ভোজী চকোর নক্ত-ব্রতীর ন্যায় স্থির হইয়া রহিয়াছে। শালিক পক্ষির স্ত্রী 'মহাদেব অপার সংসার-সাগরের পারদাতা' এই সারবাক্য পাঠ করতঃ শালিক্‌কে বোধিত করিতেছে। কোকিল, কোমল আলাপের সহিত কাকলী স্বরে যেন "কাশীবাসি জনসমূহকে কাল এবং কলি স্বীয় অধীন করিতে সমর্থ নহে", এই কথা বলিতেছে। ৭১-৭৩।

দেবগণ, পশু ও পক্ষিগণের এইরূপ ক্রিয়া সন্দর্শন করতঃ অকারণ পাতভয়-সংকুল স্বর্গের নিন্দা করিতে লাগিলেন, যাহাদের পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না সেই এই কাশীবাসী পশুপক্ষিরাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেবগণ শ্রেষ্ঠ নহেন, কারণ তাহাদের পুনরায় জন্ম হইয়া থাকে। আমরা স্বর্গবাসী হইয়াও কাশীস্থ পতিত ব্যক্তিগণেরও তুল্য নহি, কারণ কাশীতে পতনের ভয় নাই, স্বর্গ হইতেও পতনের ভয় রহিয়াছে। ৭৪-৭৬।

যদি মাসাবধি উপবাসী থাকিয়া কাশীবাস করিতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু অন্যত্র বিচিত্র ছত্রতলে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগও কিছুই নহে। কাশীতে শশক, মশক প্রভৃতি অনায়াসে যে পদ লাভ করিয়া থাকে, যোগিগণ যোগবলেও অন্যত্র সে পদ প্রাপ্ত হন না। বারাণসীতে দরিদ্রও ভাল, কারণ তাহার যম হইতে কোন ভয় নাই, কিন্তু আমরা দেবতা হইয়াও কিছুই নহি, যে হেতুক এক বিন্ধ্যগিরি হইতে আমাদের এত দুর্দ্দশা। ব্রহ্মার দিবসের অষ্টম ভাগে লোকপাল, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণের সহিত ইন্দ্রত্ব পদ বিলুপ্ত হয়, কিন্তু পরার্দ্ধদ্বয় পরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলেও যে কাশীতে অবস্থান করে, তাহার বিনাশ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নপূর্ব্বক কাশীতে শ্রেয়ের অনুষ্ঠান করিবে, কাশীবাসে যে সুখ, তাহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেও নাই, যদি অন্যত্র সে সুখ থাকিত তাহা হইলে সকলেই কেন কাশীতে বাস করিতে অভিলাষ করিবে। ৭৭-৮২। সহস্র জন্মে যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, সেই পুণ্যের বিনিময়ে এই কাশীতে বাস করিতে পারা যায়। কাশীতে বাস করিয়াও যদি মহাদেবকে পরিতুষ্ট না রাখে, তবে তাহার কোন লাভ হয় না; অতএব সর্ব্বদা ভক্তবৎসল বিশ্বেশ্বরের শরণাগত থাকিবে। যে ব্যক্তি উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে যায়, তাহার পদে পদে অশ্বমেধের অধিক ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। যাহারা আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, স্নান, আচমন এবং সন্ধ্যা, উপাসনা, জপ, তর্পণ, দেবপূজন, পঞ্চ তীর্থদর্শন, তদনন্তর বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও শ্রদ্ধার সহিত স্পর্শন, পূজা, ধূপাদিদান, প্রদক্ষিণ, স্তব, জপ, নমস্কার, হে দেবদেব মহাদেব, হে শিব, হে ধূর্জ্জটে, হে নীলকণ্ঠ, হে ঈশ, হে পিনাকিন্, হে শশিশেখর, হে ত্রিশূলপাণে, হে বিশ্বেশ, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, ইত্যাদি বাক্য বলিয়া আনন্দে নর্ত্তন, মুক্তিমণ্ডপে নিমেষার্দ্ধ কাল উপবেশন এবং তথায় বসিয়া ধর্ম্মকথার আলাপ ও পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণ, অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অতিথির সৎকার এবং পরোপকার করে, তাহাদের এই সমস্তের দ্বারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে চন্দ্র যেমন এক এক কলা করিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কাশীবাসী ব্যক্তিগণের পদে পদে ধর্ম্মরাশি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৮৩-৯৪।

এই ধর্ম্মবৃক্ষ সর্ব্বদাই সেবনীয়, শ্রদ্ধা ইহার বীজ, বিপ্রগণের পাদোদক দ্বারা ইহা সিক্ত, সেই প্রসিদ্ধ চতুর্দ্দশ বিদ্যা, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ প্রভৃতি ইহার শাখাসমূহ, অর্থশাস্ত্র ইহার পুষ্পস্বরূপ, কাম ও মোক্ষরূপ ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী ফল। ৯৫। এই কাশীক্ষেত্রে ভবানী অন্নপূর্ণা সমস্ত অর্থপ্রদান করিয়া থাকেন

ও স্বয়ং ঢুণ্ডিরাজ গণপতি সমস্ত কামনা পরিপূরণ করেন এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ অন্তকালে কর্ণে তারক ব্রহ্ম উপদেশের দ্বারা জন্তুগণকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। কাশীতে ধর্ম্ম চতুষ্পদেই বিরাজমান রহিয়াছেন এবং অর্থ অনেক প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছে, কাশীতে কাম সর্ব্বসুখের আধারস্বরূপ, এমন কোন্ শ্রেয়ঃ আছে যাহা কাশীতে নাই? (অর্থাৎ এখানে মুক্তি যখন সুলভ তখন অন্য শ্রেয়ের ত কথাই নাই) ভগবান্ বিশ্বেশ্বর যেখানে স্বয়ং বিরাজমান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তথায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! কারণ সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং স্বরূপরূপ বিশ্বরূপ, অতএব ত্রিলোকাও কাশীপুরীর সমান নহে। ৯৬-৯৮। দেবগণ এই কথা বলিতে বলিতে হোম-ধূমের সুগন্ধে পরিপূর্ণ, বহুতর ব্রাহ্মণ-পরিবেষ্টিত, মুখের দ্বারা উপহাররূপ কুশ গ্রহণ করতঃ, শ্যামাক নামক অন্ন যাচ্ঞার জন্য, ঋষিকন্যাগণের অনুগামী মৃগশাবক কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত, বিঘ্নকারী মৃগগণকে বন্ধন করিবার জন্যই যেন জালরূপে বৃক্ষ-শাখায় বিলম্বিত আর্দ্র বল্কল ও কৌপীনের দ্বারা আবৃত এবং পতিব্রতার শিরোভূষণ লোপামুদ্রার চরণচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিতাঙ্গন, অগস্ত্য মুনির কুটীর দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। ৯৯-১০২। অনন্তর সমাধি হইতে উত্থিত, কর্ণেতে অক্ষমালা ধারণ করিয়া অবস্থিত, কুশাসনোপরি উপবিষ্ট পরমেষ্ঠির ন্যায় শ্রেষ্ঠ সেই অগস্ত্য মুনিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ প্রহৃষ্ট বদনে জয় জয় এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন মুনি আসন হইতে উত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া আশীর্ব্বাদবাক্যের দ্বারা অভিনন্দন প্রদানকরতঃ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০৩-১০৫।

বেদব্যাস কহিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পুণ্যতম আখ্যান শ্রবণ করে এবং ব্রতশীল ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের নিকট পাঠ করে অথবা পাঠ করায়, সে অন্তে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শুক্লবর্ণ যানে আরোহণ করতঃ নিশ্চয়ই শিবপুরে গমন করে। ১০৬-১০৭।

চতুর্থ অধ্যায়।

পতিব্রতাখ্যান।

সূত কহিলেন, হে ভগবন্ মহামুনে, অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, দেবগণ সর্ব্বলোকের হিতের জন্য কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ১।

বেদব্যাস কহিলেন, দেবগণ বহু মানপুরঃসর অগস্ত্য মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতির মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন বৃহস্পতি কহিতে আরম্ভ করিলেন। ২।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! দেবগণের আগমনের কারণ শ্রবণ কর, হে মুনে! তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য এবং মহৎগণেরও মান্য। প্রত্যেক অরণ্যে ও প্রত্যেক পর্ব্বতে, প্রত্যেক আশ্রমেই বহুতর তপোধনগণ অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা তাঁহাদিগের হইতে বিভিন্ন, তপস্যার শ্রী তোমাতেই আছে, ব্রহ্মতেজ তোমাতেই স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে, পুণ্যশ্রী তোমাতেই দেখিতেছি, ঔদার্য্য গুণ তোমাতেই সন্নিবিষ্ট, পবিত্র মন তোমাতেই পরিলক্ষিত হইতেছে, যাঁহার কথা শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, সেই তোমার সহধর্ম্মিণী এই পতিব্রতা লোপামুদ্রা ছায়ার ন্যায় সতত তোমার অনুগামিনী রহিয়াছেন, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্যা, সতী, লক্ষ্মী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা ও স্বাহা, ইঁহারা পতিব্রতার উল্লেখ সময়ে ইঁহার যেরূপ প্রশংসা করেন, তদ্রূপ প্রশংসা অন্য কাহারও করেন না। ৩-৮। হে মুনে, তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, তুমি অবস্থিত হইলে ইনি অবস্থান করেন, তুমি নিদ্রিত হইলে ইনি নিদ্রা যান অথচ তোমার অগ্রে জাগরিত হন, অনলঙ্কৃত হইয়া কখন তোমাকে দর্শন দেন না, কোন কার্য্যের জন্য তুমি স্থানান্তরে গমন করিলে সমস্ত বেশভূষা রহিত হন। তোমার আয়ু বৃদ্ধি হইবে এই অভিলাষে কখন তোমার নাম উচ্চারণ করেন না এবং কদাপিও অন্য পুরুষের নাম গ্রহণ করেন না। তুমি রাগ করিলে ইনি রাগ করেন না, তুমি তিরস্কার করিলে ইনি প্রসন্নই হন, 'এই কার্য্য কর' তুমি এই কথা বলিলে, হে স্বামিন্ করিয়াছি এই কথাই বলেন। তুমি আহ্বান করিলে সমস্ত গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তোমার নিকট গমন করিয়া, 'হে নাথ আমাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন তাহা আজ্ঞা করুন' এই কথা বলেন।

বহুকাল দ্বারে অবস্থিতি করেন না, কখন দ্বারদেশে শয়ন করেন না, তুমি না দিতে বলিলে কাহাকেও কিছুই দেন না, তুমি না বলিতেই স্বয়ং সমস্ত পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন ; নিয়মোদক, কুশ, বিল্বপত্র, পুষ্প, অক্ষতাদি যে কালে তোমার যাহা প্রয়োজনীয়, অনুদ্বিগ্ন হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাহা লইয়া তোমার অবসর প্রতীক্ষা করিয়া উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। লোপামুদ্রা তোমার উচ্ছিষ্ট মিষ্ট, অন্ন ও ফলাদি আহার করেন, তুমি কিছু দিলে তাহা মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, দেবতা, পিতৃ, অতিথি, পরিচারকবর্গ, গো ও ভিক্ষুকগণের ভাগ না রাখিয়া ইনি কখন ভোজন করেন না। ৯-১৮। অলঙ্কারের জন্য ইহাঁর কোন আগ্রহ নাই, সমস্ত ক্রিয়াতেই ইনি নিপুণ ও অনর্থক কোন ব্যয় করেন না, তুমি অনুমতি না দিলে কোন উপবাস বা ব্রত করেন না। ইনি দূর হইতেই সামাজিক উৎসব দর্শন পরিত্যাগ করেন। তীর্থযাত্রা কিম্বা বিবাহাদি দর্শন করিতে যান না। যখন তুমি সুখে শয়ন করিয়া থাক বা উপবেশন করিয়া থাক কিম্বা অন্য কোন সুখকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাক, তখন কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলেও তোমাকে উঠিতে বলেন না। ঋতুমতী হইয়া তিন দিবস তোমাকে স্বীয় মুখ দেখান না। যে পর্য্যন্ত ঋতুস্নান করিয়া শুদ্ধ না হন, সে পর্য্যন্ত আপনার বাক্যও তোমাকে শুনিতে দেন না। ১৯-২২। ঋতুস্নানের পর তোমার মুখ দর্শন না করিয়া অন্য কাহারও মুখ দর্শন করেন না। যদি তুমি সে সময় গৃহে না থাক তাহা হইলে মনে মনে তোমাকে ধ্যান করতঃ সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। ২৩। তুমি দীর্ঘায়ু হইবে এই অভিলাষে হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল, কঞ্চুকী, তাম্বূল, মাঙ্গল্য আভরণ (শাঁখা), কেশ সংস্কার, কবরীবন্ধন এবং কর্ণ ভূষণ কখনই পরিত্যাগ করেন না। ইনি রজকী, হৈতুকী*, বৌদ্ধপত্নী ও দুর্ভগা প্রভৃতির সহিত কখনই সখীত্ব স্থাপন করেন না। যে স্ত্রী পতির বিদ্বেষ করে, তাহার সহিত ইনি কখন আলাপ করেন না। একাকিনী কোন স্থানে অবস্থান করেন না এবং কখনও উলঙ্গ হইয়া স্নান করেন না। সতী লোপামুদ্রা কখন উদূখল, মূষল, সম্মার্জ্জনী, দেহলী কিম্বা জাঁতার উপর উপবেশন করেন না। ২৪-২৮। ব্যবায়কাল ভিন্ন কখন প্রগল্‌ভতা আচরণ করেন না। পতির যাহা প্রিয় তৎসমস্তই ভাল বাসেন। সতী স্ত্রীগণ কখন পতির বাক্য লঙ্ঘন করে না, ইহাই তাহাদের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহাই স্ত্রীলোকের দেবারাধনা। পতি ক্লীব বা দুরবস্থ, ব্যাধিযুক্ত বা বৃদ্ধ, সুস্থিত

* যে স্ত্রী হেতুবাদ দ্বারা সৎকর্ম্মে সন্দেহ উৎপাদন করায় তাহার নাম হৈতুকী।

বা দুঃস্থিত হউন, কখন তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না। পতিকে হৃষ্ট দেখিলে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবে এবং পতির বিষণ্ণ বদন দর্শন করিলে স্বয়ং বিষণ্ণ হইবে, সম্পদে বা বিপদে একভাবেই পতির অনুবর্ত্তিনী থাকিবে। ঘৃত, লবণ, তৈল প্রভৃতি সাংসারিক দ্রব্য ফুরাইয়া গেলে, পতিব্রতা পতিকে কখন "নাই" এ কথা বলিবে না এবং তাঁহাকে কোন প্রকার ক্লেশকর কর্ম্মে নিয়োগ করিবে না। পতিব্রতার যখন তীর্থে স্নান করিতে অভিলাষ হইবে, তখন পতির পাদোদক পান করিবে। স্ত্রীর নিকট পতি মহাদেব এবং বিষ্ণু হইতেও অধিকতর পূজনীয়, যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ব্রতোপবাসাদির অনুষ্ঠান করে, সে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং মরিয়া নরকে গমন করে। ২৯-৬৫। যে স্ত্রী স্বামি-কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া ক্রোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে মরিয়া গ্রামের কুকুর বা বনের শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩৬। পতির চরণসেবা করিয়া ভোজন করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিয়ম। স্ত্রীলোকে কখন উচ্চ আসনে উপবেশন বা পরের গৃহে গমন করিবে না। কখন লজ্জাকর বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও নিন্দাবাদ করিবে না, কলহ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। গুরুজনের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা কিম্বা হাস্য করিবে না। যে দুষ্টা স্ত্রী স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া, পরপুরুষগামিনী হয়, সে মরিয়া উলুকী হইয়া জন্মগ্রহণকরতঃ বৃক্ষের কোটরে বাস করে। যে স্ত্রী পতিকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, সে জন্মান্তরে ব্যাঘ্রী বা মার্জ্জারী হয়। যে স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, জন্মান্তরে সে টেরা হয়। যে স্ত্রী স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া কেবল নিজে মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করে, সে গ্রামে বিষ্ঠাভোজী শূকরী কিম্বা বাদুড়পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে স্ত্রী পতিকে "তুই" শব্দ প্রয়োগ করিয়া কটুবাক্য বলে, সে জন্মান্তরে বোবা হয়। যে স্ত্রী সপত্নীর প্রতি সর্ব্বদা দ্বেষ করে, সে জন্ম-জন্ম হতভাগিনী হয়। যে স্ত্রী বস্ত্রাদির দ্বারা পতির চক্ষু আবরণ করিয়া, অন্য পুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে নেত্রহীনা, কুমুখী বা কুরূপা হয়। যে পতিব্রতা স্ত্রী বাহির হইতে পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বর জল, আসন, তাম্বূল, ব্যজন, পাদসেবা, মিষ্টকথা প্রভৃতির দ্বারা পতিকে প্রীত করে, তাহার দ্বারা ত্রিভুবন প্রীত হয়। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইহারা সকলেই পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর নিকট অপরিমিত সুখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব অপরিমিত সুখদাতা সেই স্বামীকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, পতিই গুরু, পতিই ভরণকর্ত্তা, পতিই ধর্ম্ম, পতিই তীর্থ এবং পতিই ব্রত, অতএব স্ত্রীগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া,

একমাত্র পতি-সেবাতেই নিযুক্ত থাকিবে। যেমন জীবনহীন দেহ ক্ষণমধ্যে অশুচি হইয়া যায়, তদ্রূপ পতিহীনা নারী সুস্নাতা হইলেও সর্ব্বদাই অশুচি থাকে। সমস্ত অমঙ্গলের মধ্যে বিধবাই চরম অমঙ্গল, বিধবা দর্শন করিয়া যাত্রা করিলে কখন কুত্রাপিও কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ৩৭-৫০।

একমাত্র মাতা ব্যতীত সমস্ত বিধবাই মঙ্গলবর্জ্জিত, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্যান্য বিধবাগণের আশীর্ব্বাদও সর্পের ন্যায় অমঙ্গল বিবেচনায় পরিত্যাগ করিবেন। ৫১। কন্যার বিবাহ সময়ে ব্রাহ্মণেরা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন যে, পতির জীবিত বা মরণে সতত তাঁহার সহচরী হইবে, ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের এবং বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগতা, তদ্রূপ সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী হইবে, যে নারী গৃহ হইতে শ্মশানেও আনন্দে পতির অনুগমন করে, নিশ্চয়ই তাহার পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ৫২-৫৪। সর্পগ্রাহী সর্পকে যেমন সবলে গর্ত্ত হইতে উঠায়, সতী স্ত্রীও তদ্রূপ পতিকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে লইয়া যায়। সতীকে দর্শন করতঃ যমদূতগণ দূর হইতেই তাঁহার পতি দুষ্কৃতিকারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে, যমদূতেরা বলিয়া থাকে যে, পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া, আমরা যাদৃশ ভীত হই, অগ্নি বা বিদ্যুৎ হইতে আমাদের তাদৃশ ভয় হয় না, পতিব্রতার তেজঃ দেখিয়া তপনও তাপিত হন এবং দহনও দগ্ধ হন, এবং সমস্ত তেজঃই কাঁপিয়া থাকে। মনুষ্য-দেহে যতগুলি লোম আছে, তাবৎ কোটি পরিমিত কাল পতিব্রতার সহিত তাহার স্বামী স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। ৫৫-৫৯। ধন্য সেই জনক ও জননী, যাহাদের গৃহে পতিব্রতা কন্যা অবস্থান করেন, এবং ধন্য সেই ভাগ্যবান্ পতি, যাহার গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী অবস্থান করেন, পতিব্রতার পুণ্যবলে পিতৃবংশের তিন পুরুষ ও মাতৃবংশের তিনপুরুষ এবং পতিবংশের তিনপুরুষ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ৬১। স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে, পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ এবং পতি-বংশের তিন পুরুষ করিয়া নরকে নিপাতিত করে এবং স্বয়ং ইহ ও পরকালে দুঃখ-ভাগিনী হয়। ৬২। পতিব্রতার চরণ যে যে ভূমিতে নিপতিত হয়, সেই সেই স্থানে ভূমি পবিত্র হইয়া, মনে মনে ভাবে, এখানে আমার উপর কোন ভার নাই। ৬৩। সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু ইহাঁরা নিজে পবিত্র হইবেন বলিয়া, পতিব্রতার অঙ্গস্পর্শ করিয়া থাকেন। ৬৪। জলসমূহ সর্ব্বদাই এই অভিলাষ করিয়া থাকে যে, পতি-ব্রতা আমাদিগকে স্পর্শ করুন, এবং তাঁহার স্পর্শে ভাবে, অদ্য আমাদের জড়তা বিনষ্ট হইল এবং আজ হইতে আমরা অন্যকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইলাম। ৬৫।

রূপলাবণ্যবতী স্ত্রী কিন্তু গৃহে গৃহে অবস্থান করেন না। কেবল একমাত্র বিশ্বেশ্বরের ভক্তিবলেই পতিব্রতা স্ত্রীলাভ হইতে থাকে। ৬৬। স্ত্রীই গৃহস্থের মূল, স্ত্রীই সুখের মূল, ও ধর্ম্মকার্য্যের সহায় এবং স্ত্রী হইতেই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৬৭। পতিব্রতা স্ত্রী থাকিলেই ইহলোক এবং পরলোক জয় করিতে পারা যায়, ভার্য্যাবিহীন ব্যক্তি, দেব, পিতৃ, অতিথি বা যজ্ঞকর্ম্মের অধিকারী হয় না। ৬৮। যাহার গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী আছে সেই ব্যক্তিরই যথার্থ গৃহ, পাতিব্রত্য-ধর্ম্মরহিতা স্ত্রী কেবল জরারূপিণী রাক্ষসীর দ্বারা পতির প্রাণহানি করিয়া থাকে। ৬৯। যেমত গঙ্গাস্নান করিলে শরীর পবিত্র হয়, তদ্রূপ পতিব্রতা স্ত্রীর পবিত্র দৃষ্টিতে সমস্ত পবিত্র হইয়া থাকে। ৭০।

যদি কোন প্রকারে দৈববশতঃ স্ত্রী স্বামীর সহমৃতা না হইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত, কারণ চরিত্র নষ্ট হইলে নরকে যাইতে হয়। ৭১। আর তাহার পাপে, তাহার পতি স্বর্গে থাকিলেও তথা হইতে চ্যুত হন এবং তাহার পিতা, মাতা এবং ভ্রাতৃবর্গেরও সেই দশা হইয়া থাকে। ৭২। পতির মৃত্যুর পর যে স্ত্রী বৈধব্য-ব্রত পালন করে, সে মৃত্যুর পর পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইয়া, স্বর্গসুখ ভোগ করে। বিধবার কেশবন্ধন, পতির বন্ধনের নিমিত্ত, সুতরাং বিধবা, সর্ব্বদা মুণ্ডিত মস্তকে থাকিবে, প্রত্যহ একবার করিয়া ভোজন করিবে, কখনই দুইবার ভোজন করিবে না। ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা পক্ষব্রত অবলম্বন করিবে। ৭৩-৭৫। অথবা মাসোপবাস-ব্রত, চান্দ্রায়ণ, পরাক-ব্রত, কিম্বা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ৭৬। যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, তাবৎকাল যবান্ন, ফল বা শাক আহার কিম্বা জলমাত্র পান করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ৭৭। বিধবা-নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে, তাহার পতি নরকগামী হয়, সুতরাং পতির সুখ-কামনায় বিধবা ভূমিতে শয়ন করিবে। ৭৭। বিধবা, অঙ্গে কোন উদ্বর্ত্তন লাগাইবে না, আর কোন সুগন্ধি দ্রব্যও ব্যবহার করিবে না। প্রত্যহ পতি ও তাঁহার পিতা এবং পিতামহের উদ্দেশে, তাঁহাদের গোত্র ও নাম উচ্চারণ করিয়া, কুশ ও তিলোদকের দ্বারা তর্পণ করিবে। ৭৯-৮০। এবং পতি-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপক হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। ৮১। যে যে দ্রব্য পতি ভালবাসিতেন সেই সেই দ্রব্য, পতির প্রীতি-উদ্দেশে সদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ৮২। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে, বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবে। ৮৩।

স্নান, দান, তীর্থযাত্রা এবং বারম্বার বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিলে এবং বৈশাখ

মাসে জলকুম্ভ দান, কার্ত্তিক মাসে দেবস্থানে ঘৃতের প্রদীপ দান এবং মাঘ মাসে ধান্য ও তিল উৎসর্গ করিলে স্বর্গ হইয়া থাকে। ৮৪। বিধবা বৈশাখ মাসে জলসত্র ও দেবতার উপর জলধারা দিবে এবং পাদুকা, ব্যজন, ছত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, কর্পূরমিশ্রিত চন্দন, তাম্বুল, সুগন্ধি পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পগৃহ, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা ও রম্ভা প্রভৃতি ফল পতির প্রীতি-কামনায় সদ্‌ব্রাহ্মণসমূহকে দান করিবে। ৮৫-৮৭।

কার্ত্তিক মাসে যবান্ন অথবা একবিধ অন্ন আহার করিবে। বৃন্তাক, ওল ও শুকশিম্বী আহার করিবে না। তৈল, মধু, কাংস্যপত্র ব্যবহার এবং বিল্ব ও আমলকী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ৮৮-৮৯। কার্ত্তিক মাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সুন্দর ঘণ্টা দান করিবে, পত্রে ভোজন নিয়ম করিয়া ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র দান করিবে। ৯০। ভূমিশয্যা-ব্রত করিয়া, উত্তম শয্যাদান করিবে। ফল ত্যাগ করিলে ফল দান করিবে এবং রস পরিত্যাগ করিলে যে রস পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই রস দান করিবে। ৯১। ধান্য ত্যাগ করিলে ধান্য দান করিবে এবং যত্ন-সহকারে কাঞ্চনের সহিত সুসজ্জিত গো দান করিবে। একদিকে সর্ব্ববিধ দান এবং একদিকে প্রদীপ দান, কার্ত্তিক মাসে প্রদীপ দানের তুল্য আর কোন দান নাই। ৯২-৯৩।

সূর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইলে, মাঘমাসে স্নান করিবে এবং মাঘ-স্নায়ী ব্যক্তি, আপন সামর্থ্যানুরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও তপস্বিগণকে পক্বান্ন, লাড়ু, ফেণিকা ও অন্যান্য ঘৃতপক্ব মিষ্টদ্রব্য ভোজন করাইবে। ৯৪-৯৬। শীত নিবারণের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠদান করিবে, তুলাভরা জামা ও সুন্দর গাত্রবস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠা-রাগরঞ্জিত বস্ত্র, তুলাভরা রেজাই, জাতীফল ও লবঙ্গাদিযুক্ত বহুতর তাম্বুল, বিচিত্র কম্বল, নির্ব্বাতগৃহ, কোমল পাদুকা ও সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন সকল দান করিবে। ঘৃত ও কম্বল দান, পূজা ও মহাস্নানাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতির দ্বারা দেবালয়ে ধূপদান, স্থূল বর্ত্তিদ্বারা প্রদীপ, নানাবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা, ভর্ত্তৃস্বরূপ ভগবান্ প্রীত হউন এই বলিয়া, দেবতার পূজা করিবে। বিধবা এবম্বিধ নানা নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাস অতিবাহিত করিবে। কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও কদাপি বৃষের উপর আরোহণ করিবে না, কঞ্চুক বা রঙ্গিন বসন পরিধান করিবে না এবং সর্ব্বদা পতিগতচিত্তে থাকিবে ও পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন কার্য্য করিবে না। এইভাবে কাল-যাপন করিলে বিধবাও মঙ্গলরূপিণী হয়। ৯৭-১০৪। এই সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের

অনুষ্ঠানে বিধবাও পতিব্রতার তুল্য হয় এবং কুত্রাপিও দুঃখ না পাইয়া, পতিলোকে গমন করে। ১০৫। পতিব্রতা নারী ও গঙ্গাতে কোন ভেদ নাই, পতিব্রতা উমাও শিবের তুল্য, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব্বদা তাঁহাদের সৎকার করিবে। ১০৬।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে লোপামুদ্রে, অদ্য তোমার দর্শনে আমাদের গঙ্গাস্নানের ফললাভ হইল। হে মাতঃ, তুমিই যথার্থ পতিব্রতা, কারণ তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদা পতির চরণেই নিবিষ্ট রহিয়াছে। সর্ব্বার্থতত্ত্বদর্শী বৃহস্পতি, এই প্রকারে পতিব্রতা রাজপুত্রী লোপামুদ্রার স্তুতি ও প্রণাম করিয়া, অগস্ত্য মুনিকে বলিতে লাগিলেন। ১০৭-১০। তুমি প্রণবস্বরূপ ও এই লোপামুদ্রা শ্রুতিরূপিণী, ইনি সাক্ষাৎ ক্ষমা ও তুমি তপঃস্বরূপ, ইনি সৎক্রিয়াস্বরূপ ও তুমি তাহার ফলস্বরূপ, অতএব হে মহামুনে, তুমিই ধন্য, ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য তেজ, তুমিও স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ, ইহার উপর আবার তোমার এই তপস্যার তেজ, অতএব তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ১০৯-১১০। হে মুনে। তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি এই দেবগণ, যে অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। ইনি বৃত্রাসুরের হন্তা ইন্দ্র, বজ্র ইঁহার আয়ুধ, অষ্টবিধ সিদ্ধি ইহাঁরই দ্বারে অবস্থানকরতঃ দৃষ্টিপাত দ্বারা সমস্ত প্রাসাদকে পরিতৃপ্ত রাখেন, ইহাঁরই পুরমার্গে কামধেনু সকল বিচরণ করিয়া থাকে, ইহাঁরই পুরনিবাসিগণ সর্ব্বদা কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে। ১১১-১৩।

ইহাঁর পুরার রাজমার্গ-সমূহে চিন্তামণি মণিসমূহই কর্কররূপে পতিত রহিয়াছে। আর ইনি জগদ্‌যোনি অগ্নি, আর ইনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, এই নির্ঋতি, এই বরুণ, এই বায়ু এবং এই কুবের ও রুদ্রাদিদেবগণ, লোকে কামনা পূরণের অভিলাষে ইহাদেরই স্তবাদির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকে। আজ ইঁহারা জগতের হিতের জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন, বিশ্বের সেই উপকার, অন্যের পক্ষে অসাধ্য হইলে, তোমার পক্ষে অতি সহজ। ১১৪-১১৬। বিন্ধ্য নামে কোন পর্ব্বত, সুমেরুর সহিত স্পর্দ্ধাকরতঃ সূর্য্যের পথরোধ করিয়া ক্রমশঃ বাড়িতেছে, আপনি তাহার বৃদ্ধি নিবারণ করুন। যাহারা স্বভাবতঃ কঠিন, যাহারা পন্থার অবরোধক ও যাহারা অহঙ্কারে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের বৃদ্ধি মঙ্গলদায়ক নহে। ১১৭-১১৮। মহামুনি অগস্ত্য, বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজের হিতাহিত চিন্তা না করিয়াই, আপনাদের কার্য্য আমি সাধন করিব এই কথা বলিয়া, দেবগণকে বিদায়করতঃ পুনরায় চিন্তাসহকারে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ১১৯—১২০।

বেদব্যাস কহিলেন, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যদি এই পতিব্রতার উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করিবে। ১২১।

পঞ্চম অধ্যায়।

—*—

কাশী হইতে অগস্ত্যের প্রস্থান।

বেদব্যাস কহিলেন, হে সূত! অনন্তর ধ্যানযোগে ভগবান্ বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য, পুণ্যস্বভাবা লোপামুদ্রাকে এই বাক্য কহিতে লাগিলেন যে, অয়ি বরারোহে লোপামুদ্রে! ইহা কি উপস্থিত হইল? মুনি-মার্গানুসারী মাদৃশ জনসমূহই বা কোথায়? আর এবম্প্রকার কর্ম্মই বা কোথায়? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে পর্ব্বত-শত্রু ইন্দ্র, অবজ্ঞাসহকারে পুরাকালে সকল পর্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদ করিয়াছেন, অদ্য একাকী বিন্ধ্যগিরির গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে তাঁহার সামর্থ্য কি প্রকারে কুণ্ঠিত হইল? যাঁহার প্রাঙ্গণে কল্পদ্রুম বিদ্যমান রহিয়াছে, বজ্রই যাঁহার অস্ত্র, অণিমাদি অষ্ট প্রকার সিদ্ধিও যাঁহার বশীভূত, সেই দেবরাজ ইন্দ্র, স্বকীয় কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত মাদৃশ ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন কেন? । ১-৪।

অহো! দাবানলমাত্রেরই সংযোগে যে পর্ব্বতসমূহ, সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া থাকে, অদ্য সেই পর্ব্বতের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে স্বয়ং বহ্নিদেবের সামর্থ্যও বিলুপ্ত হইল! যে দণ্ডধর প্রভু যমরাজ, সকল ভূতগণেরই নিয়ন্তা, তিনি কি সেই অসহায় প্রস্তরাকৃতি বিন্ধ্যকে দমন করিতে পারিলেন না? দ্বাদশ আদিত্যগণ, অষ্ট বসুগণ, একাদশ রুদ্রগণ, ষট্‌ত্রিংশৎ তুষিতগণ, একোনপঞ্চাশৎ বায়ুগণ, ত্রয়োদশ বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ, ইঁহারা একবার দৃষ্টিপাত করিলেই ত্রিভুবন বিলয় প্রাপ্ত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয়! ইঁহারা অদ্য সকলে মিলিত হইয়াও, একটী পর্ব্বতের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না! । ৫—৮।

অহো ইহার কারণ কি? এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলাম, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কাশীকে লক্ষ্য করিয়া, যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমার এতক্ষণে স্মরণ হইল। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কহিয়াছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের কখনও কাশী পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু এই বারাণসীবাসী মহাত্মাগণের প্রায়ই, কাশীবাসে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। হে কল্যাণি লোপামুদ্রে! ইহা আর কিছুই নহে, কেবল আমার কাশীবাসে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্যই, বিন্ধ্যপর্ব্বতের এই উত্থান এবং দেবগণেরও এই প্রকার অসম্ভব প্রার্থনা, ইহাতে আর কোন সন্দেহই নাই! এইক্ষণে আমি ইহার অন্যথা করিতে পারিতেছি না কারণ স্বয়ং বিশ্বনাথই আমার কাশীবাসে বিমুখ হইয়াছেন। ৯—১১।

অনেক ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে মুমুক্ষুব্যক্তিই, এই কাশীপুরীকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তিই বা পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন? যিনি অজ্ঞানতাবশতঃ তাদৃশ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হন, তিনি নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তি করতলস্থিত স্বাদু অন্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক হস্তমাত্র লেহন করে, তাহার ন্যায়, জনসমূহের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। ১২। আহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়! অনন্তপুণ্যরাশিস্বরূপা এই কাশীপুরীকে জনগণ, কি প্রকারে মূর্খের ন্যায় পরিত্যাগ-করিয়া থাকেন? হায়! জগতের মধ্যে যখন অতি অকিঞ্চন শালুকমূলও জলে ডুবাইয়া দিলে পুনর্ব্বার তাহা সুলভ হয় না, তখন এই স্বর্গাদপি গরীয়সী কাশীপুরী, তাহা হইতেও কি রূপে সুলভ হইবে? কি প্রকারে তাহাকে পাওয়া যাইবে? ইহা কি কাশী পরিত্যাগকারীর মনে উদয় হয় না?। ১৩। যে কাশীতে পুণ্যকর্ম্ম করিলেও, তাহার ভোগ করিবার জন্য আর জন্মান্তর লাভ করিতে হয় না, ইহা পণ্ডিতগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অনন্ত ক্লেশ সহ্যকরতঃ যাঁহারা কাশীপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা যদি অজ্ঞানতাবশতঃ পুনর্ব্বার অন্য কোন তীর্থে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদের সেই ইচ্ছা কি দুর্গতি প্রাপ্তির ইচ্ছারূপে পরিগণিত হয় না? ১৪। পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণরূপা এই কাশীপুরীই বা কোথায়! আর কাশীপ্রাপ্তির প্রীতি কারণ নহে, এবং স্বর্গাদিহেতু অথচ পরিণামে দুঃখদায়ী অন্যবিধ কার্য্যই বা কোথায়! পণ্ডিতগণ ইহা বুঝিয়া, কাশী পরিত্যাগকরতঃ অন্যত্র কর্ম্ম করিতে কেন গমন করিবেন! কুষ্মাণ্ডফল কি কখন ছাগমুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে? কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র শুভকর্ম্ম কখনই শুভকর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। ১৫। হায়! সামান্য তীর্থ-পর্য্যটনার্থে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যের প্রকাশক এই কাশীপুরীকে

মনুষ্যগণ কেন পরিত্যাগ করে? হায়! মৃত্যু যে অলক্ষিতভাবে সর্ব্বদাই জীবগণের পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে? যে ব্যক্তি এই প্রকার কাশী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়া থাকে, তাহার যাবদীয় পুণ্যই ক্ষীণ হইয়াছে, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। ১৬। মুক্তিপথাবলম্বী জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি নিখিল পুণ্যের আশ্রয়ভূতা এবং নিখিল জীবগণের একমাত্র সহায়স্বরূপা, এই কাশীপুরী পরিত্যাগ না করিয়া আসক্তি রহিতভাবে কর্ম্মে নিরত হন, তাঁহাকে আর ভবরোগ-যন্ত্রণা পাইতে হয় না। যাঁহারা কাশী অবলম্বন না করেন, তাঁহারা বহুজন্মেও ভব-রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ১৭। সর্ব্বপ্রকার পাপসম্পর্ক-বিরহিতা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ গঙ্গার বিমল বারিপরিধৌত নিখিল মঙ্গলের চিরনিকেতন, সর্ব্বদা মহাদেবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মোক্ষরূপ মুক্তাফলের আধার শুক্তিরূপ, ভব-রোগের একমাত্র বিনিবারক এই কাশীপুরীকে জীবন্মুক্তগণ কোনকালেই পরিত্যাগ করেন না। মনুষ্যগণ, তোমরা নিশ্চয়ই পাপরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া প্রতারিত হইতেছ। কারণ তোমরা অতি মহত্তর ক্লেশভয়ে একমাত্র অনন্ত-পুণ্যরূপ ধনসমূহের দ্বারা লভ্য এই কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়াও আবার ইহাঁকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইতেছ। ১৯। হায়! হায়! মনুষ্যগণের কি মূঢ়তা! যেহেতু তাহারা মৃদু তরঙ্গান্দোলিত গঙ্গাবারি দ্বারা অতি রমণীয় এবং প্রলয় কালেও মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে ধৃত এই কাশীকে পরিত্যাগকরতঃ অন্যত্র গমনে অভিলাষ করিয়া থাকে। ২০। অরে মূঢ় মনুজগণ! এই শোকরূপ জলসমূহে পরিপূর্ণ পাপময় ভবরূপ-সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হইয়াও তোমরা মুক্তি-বিরোধী পাপবিনাশকারিণী এই কাশীরূপ নৌকাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতেছ? ২১। সৎপথমাত্র অবলম্বন করিলে, কিম্বা বহুবিধ যোগে নিরত হইলে, অথবা দান বা উগ্র তপস্যা-আচরণ করিলেও এই কাশী অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায় না, একমাত্র ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদের ফলরূপ ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই কাশী সুলভা নহেন। ২১। অন্যত্র তীর্থাদিতে অনন্ত সম্পদের সাহায্যে যে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয় এবং বহুতর দান ও কামনা দ্বারা যে স্বর্গাদিরূপ অর্থ এবং মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, অপেক্ষাকৃত অতি অল্প আয়াসেই সেই সকল পদার্থ যেমন এই কাশীতে লাভ করিতে পারা যায়, এমন আর কোথায়ও নহে। ২৩। এই অবিমুক্ত বারাণসী যে প্রকার পবিত্র, জগতে ইহার সদৃশ পবিত্র আর কোন স্থানই বিদ্যমান নাই, ইহা পুরাণ অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারাই কেবল প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা নহে, সাক্ষাৎ বেদই এই

বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে। এই কারণে এই অবিমুক্ত পুরী জীবগণের সর্ব্বকালেই আশ্রয়নীয়। ২৪। সুপ্রসিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ জাবালি বলিয়াছেন যে, হে আরুণে (শিষ্যবিশেষের নাম) অসি নদীকে ইড়ানাড়ী এবং বরণা নদীকে পিঙ্গলা নাড়ী বলিয়া ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই নাড়ীর মধ্যভাগে সেই অবিমুক্ত পুরী অবস্থান করিতেছেন, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই সুষুম্না নাড়ী বলিয়া অভিহিত এবং এই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে বারাণসী বলা যায়। এই ত্রিমূর্ত্তিরূপ বারাণসীতে জীবগণের দেহত্যাগকালে ভগবান্ মহেশ্বর দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্মনাম উপদেশ করেন, তাহাতে জীবগণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়। বেদজ্ঞব্যক্তিগণ এই বারাণসী বিষয়ে আর একটী শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যথা, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রস্থিত জীবগণের অন্তঃকাল উপস্থিত হইলে, মহেশ্বর তারকব্রহ্ম নাম উপদেশকরতঃ সংসার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অবিমুক্ত সদৃশ গতি আর নাই এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্রস্থ শিবলিঙ্গ সদৃশ লিঙ্গ আর কুত্রাপিও নাই, ইহা সংশয়রহিত সম্পূর্ণ সত্য। ২৫-২৯। যে ব্যক্তি এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি করস্থিত মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই অন্যবিধ সিদ্ধির অন্বেষণকরতঃ স্বীয় মূঢ়তার পরিচয় প্রদান করে। ৩০।

এই প্রকারে শ্রুতি ও পুরাণাদির বাক্য দ্বারা বিশ্বনাথের সদৃশ শিবলিঙ্গ এবং কাশীসদৃশী পুরী আর জগতে নাই, ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা মুনীশশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য, ভগবান্ কালভৈরবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামকরতঃ এই প্রকারে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে ভগবন্ কালরাজ! আপনিই এই কাশীপুরীর প্রভু, এই কারণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমি এখানে আগমন করিয়াছি। ৩১-৩২। হে কালরাজ! প্রতি চতুর্দ্দশী, প্রতি অষ্টমী, প্রতি মঙ্গল ও রবিবারে আমি কি ফলমূল ও পুষ্পের দ্বারা আপনার আরাধনা করি নাই? আমি ত আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, 'তবে' আমার প্রতি অপরাধীর ন্যায় দৃক্‌পাত করিতেছেন কেন? হে দেব কাল-ভৈরব! আপনি অতি ভয়ঙ্করী তীব্র পাপনাশিনী, স্বকীয় মূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক হস্ত প্রসারণ করিয়া "হে জীবগণ! তোমাদের ভয় নাই" এই কথা উচ্চারণকরতঃ বারাণসীনিবাসী ভয়ার্ত্ত জীবগণকে কি রক্ষা করেন না? ৩৩-৩৪। এই প্রকারে কাল-ভৈরবের নিকট বিলাপ করিয়া অগস্ত্য দণ্ডপাণির নিকট এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে যক্ষরাজ! হে চন্দ্র-চারুমূর্ত্তে! হে শ্রীপূর্ণভদ্রতনয়! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

দণ্ডপাণে! হে কাশীবাসিজনের রক্ষক! আপনি তপস্যার দুঃখ ত সকলই অবগত আছেন, তবে আপনি কেন আমাকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিতেছেন। হে দণ্ডপাণে! আপনিই অত্রস্থ জীবগণের চতুর্ব্বিধ অন্নপ্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি প্রাণদাতা, হে প্রভো! আপনিই তাহাদের জ্ঞানদাতা, সুতরাং মোক্ষবিধাতা। হে দেব! আপনি কাশীবাসী জনগণের প্রাণান্তকালে সর্পের হার ও জটাকলাপ দ্বারা মোক্ষোপযোগী বেশ করিয়া দেন। হে দণ্ডপাণে! আপনার গণদ্বয় সর্ব্বদা উদ্বেগ সহকারে ভ্রমণকরতঃ কাশীবাসিগণের বৃত্তান্ত, বিচারে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে এবং উহারাই অসাধুগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই এই পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। ৩৫-৩৭।

অনন্তর মহামুনি অগস্ত্য, ঢুণ্ঢিবিনায়কের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে প্রভো ঢুণ্ঢিবিনায়ক! আমার এই কথাটী শ্রবন করুন, দেখুন দেব, আমি অনাথের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছি, কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হে প্রভো! শুনিয়াছি কাশীবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন আপনিই হরণপূর্ব্বক ধারণ করেন, তবে এই কাশীপুরীতে দুশ্চরিত্র জনের ন্যায় আমি বিঘ্নমধ্যে অবস্থান করিতেছি কেন? চিন্তামণি, কপর্দ্দী, আশাগজনামক বিনায়কদ্বয় ও সিদ্ধি-বিনায়ক, এই পঞ্চগণপতিগণ আমার এই বাক্যটী শ্রবণ করুন, আমি পরনিন্দা করি নাই, কোন ব্যক্তির অপকারও আমার দ্বারা আচরিত হয় নাই, পরধনে বা পরদারে কখনই মতি করি নাই। তবে আমার এই কাশীপরিত্যাগরূপ বিপাক কেন উপস্থিত হইল? আমি ত্রিসন্ধ্যাই গঙ্গাকে সেবন করিয়াছি, সর্ব্বদা শ্রীবিশ্বনাথকেও বিলোকন করিয়াছি এবং প্রতি পর্ব্বেই সর্ব্বপ্রকার বিহিত যাত্রা করিয়াছি। হায়! তথাপিও আমার এ বিঘ্নকারী বিপাক কেন উপস্থিত হইল? ৩৮-৪১। হে মাতঃ বিশালাক্ষি! হে ভবানি! হে জ্যেষ্ঠে! হে ঈশি! হে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি! হে সুন্দরি! হে বিশ্বে! হে বিধে! হে বিশ্বভুজে! হে চিত্রঘণ্টে! হে বিকটে! হে দুর্গিকে! আপনাদের নমস্কার। ৪২। এই সকল কাশীস্থদেবতাগণ সাক্ষিস্বরূপে রহিলেন, তাঁহারা শ্রবণ করুন, আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনই কাশী পরিত্যাগ করিতেছি না। দেবগণের প্রার্থনায় এবং তাঁহাদেরই উপকারের জন্য আমি কাশী পরিত্যাগ করিতেছি। পরের উপকারের জন্য এ জগতে কি না করা যাইতে পারে? ৪৩। পরোপকারের নিমিত্ত পুরাকালে দধীচিমুনি নিজ অস্থি কি প্রদান করেন নাই? বলিরাজা যাচকগণের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য কি জগত্রয় প্রদান করেন নাই? মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়, কি

পরের প্রার্থনায় নিজের মস্তক পর্য্যন্তও দান করে নাই ? স্বয়ং গরুড়পক্ষীও বিষ্ণুর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য তাঁহার বাহনত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। ৪৪। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য, কাশীবাসী নিখিল মুনিগণ, বালক-বৃদ্ধ ও বনিতাগণ ও সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ, তৃণ ও লতাসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বারাণসীপুরীকে প্রদক্ষিণ-করতঃ তথা হইতে নির্গমন করিলেন। ৪৫।

সর্ব্বপ্রকার শুভকারী লক্ষণসমূহে যে ব্যক্তি পরিবর্জ্জিত এবং যে ব্যক্তি অসৎ পথেও বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তিও যদি যাত্রাকালে বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া গমন করে, তাহারও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৪৬। কাশী পরিত্যাগ করিয়া, এক পদও গমন করে না, সেই সকল সর্ব্বপ্রকার পাপাচার বিরহিত কাশীস্থ, তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি স্থাবরগণও শ্রেষ্ঠ, হায়! আমরা বিচরণশীল জীবগণের মধ্যে আপনাদিগকে প্রধান বলিয়া অভিমান করি, আমাদিগকে ধিক্, কারণ আমরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়া থাকি। ৪৭।

অনন্তর মহামুনি অগস্ত্য, বারম্বার অসিনদার জল স্পর্শ করিয়া, বারাণসীস্থিত প্রাসাদশ্রেণী বিলোকন করিতে করিতে, স্বায় সরল নেত্রদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মদায় নেত্রদ্বয়! তোমরা আশা ভরিয়া এই বারাণসীপুরীকে বিলোকন করিয়া লও, হায়! ক্ষণকাল পরে তোমরাই বা কোথায় থাকিবে, আর এই রমণীয় পুরীই বা কোথায় রহিবে। ৪৮। এই পুণ্যময়ী কাশীভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি অন্যত্র গমন করিতেছি দেখিয়া, বারাণসীর প্রান্তস্থিত ভূতগণ, উচ্চকরতালি প্রদানপূর্ব্বক আমাকে উপহাস করিতেছে। ৪৯।

এই প্রকারে মহামুনি অগস্ত্য, ও তৎপত্নী লোপামুদ্রা, ব্যাধ-বাণবিদ্ধ সেই ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ন্যায় বহুপ্রকার বিলাপকরতঃ "হা কাশি, হা কাশি" এই বাক্য বলিতে বলিতে মহতা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ৫০। এইরূপ ক্ষণকাল মূর্চ্ছাবস্থায় থাকিয়া পরে মুনি, চেতনা লাভকরতঃ, হা শিব, শিব, শিব, অয়ি প্রিয়ে! চল, আর কি করা যায়, এই বলিয়া মহাদেবের স্মরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিলাপ করিয়া কহিলেন যে, অহো! দেবগণ কি কঠোরহৃদয়, লোপামুদ্রে, তোমার কি মনে নাই যে, এই কঠোরহৃদয় দেবগণই আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য, ত্রিভুবনের আনন্দদায়ক কামদেবকে, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া, কি ভয়ানক বিসদৃশ কার্য্যের সঙ্ঘটনা করিয়াছিলেন। ৫১। গমনকালীন খেদপ্রযুক্ত ঘর্ম্ম-বারি দ্বারা অগস্ত্যের ললাটদেশ শোভা পাইতে লাগিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, অগস্ত্যমুনি,

কাশী হইতে বহির্গমনকালে প্রথমেই যে সময় তিন চারি বার পাদক্ষেপ করিলেন, সেই সময়ই যেন পৃথিবী, তাঁহার ভারভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া যাইল। তাদৃশ মুনির অভ্যর্থনাসূচক উদ্গমন না করিলে, নিজের বিনাশ হইবার সম্ভাবনাতেই যেন, পৃথিবী এই প্রকার সঙ্কুচিতভাবপ্রযুক্ত কোন কোন ভাগ উন্নত করিতে লাগিল। ৫২। অনন্তর মুনি, যেন তপস্যারূপ যানে আরোহণ করিয়াই নিমেষার্দ্ধকালের মধ্যেই গমনপূর্ব্বক, অগ্রেই সূর্য্যের পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিত বিন্ধ্যপর্ব্বতকে দর্শন করিলেন। ৫৩। বাতাপি ও ইল্বলনামক অসুরদ্বয়ের বৈরী, লোপামুদ্রার সহিত বর্ত্তমান সেই অগস্ত্যমুনিকে, সম্মুখে বিলোকন করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বত, সত্বর কম্পিত হইল। ৫৪। তপস্যা, ক্রোধ, এবং কাশীবিয়োগে উৎপন্ন খেদ, এই ত্রিবিধ অগ্নিদ্বারা জাজ্জ্বল্যমান ও প্রলয়কালীন অনলের অতি অসহ্য দর্শন সেই মুনিকে দর্শন করিয়া বিন্ধ্যগিরি, যেন ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়েই স্বীয় শরীরকে অবনতকরতঃ, অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, হে মুনে! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, যাহা আজ্ঞা-করিবেন এই কিঙ্কর, তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছে। ৫৫-৫৬।

অগস্ত্য কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ বিন্ধ্যগিরে! বাস্তবিক তুমিই সাধু এবং তুমি আমার প্রভাব, যথার্থই জানিতে পারিয়াছ বটে, আমার পুনরাগমন কাল পর্য্যন্ত তুমি, এইরূপ খর্ব্বভাবে অবস্থান কর। ৫৭। এই প্রকার বলিয়া অগস্ত্যমুনি সাধ্বী লোপামুদ্রার সহিত, নিজ চরণ বিন্যাসদ্বারা দক্ষিণ দিক্‌কে পবিত্রকরতঃ সনাথ করিলেন। ৫৮। মহামুনি অগস্ত্য প্রস্থান করিলে পর কম্পমান বিন্ধ্যগিরি কণ্ঠ-দেশ ঈষৎ উন্নত করিয়া দেখিতে লাগিল যে, মুনি গিয়াছেন কি না। যখন নিশ্চয় বুঝিল যে, মুনি গমন করিয়াছেন তখন কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিল। ৫৯।

তখন বিন্ধ্যগিরি চিন্তা করিতে লাগিল যে, অদ্য আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সেই অগস্ত্যমুনি, কুপিত হইয়া আমার উপর কোন শাপ প্রদান করেন নাই, অতএব আমার সদৃশ কোন্ ব্যক্তি ধন্য হইতে পারে? । ৬০। সেই সময়ে কালজ্ঞ সূর্য্য-সারথিও অশ্বসমূহকে কশাঘাতকরতঃ প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এ দিকে, পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য-কিরণ-সঞ্চারে, জগৎ পুনর্ব্বার সুস্থতা লাভ করিল। ৬১। "অদ্য কল্য বা পরশ্ব দিবস অগস্ত্যমুনি নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন" এই প্রকার মহাচিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যগিরি, অতি উৎকণ্ঠিতভাবে ঋষির আগমন-কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ৬২।

খলব্যক্তিগণের মনোরথ-বৃক্ষ যেমন সফল হইতে পারে না, সেই প্রকার

অদ্যাপি মুনির অনাগমনপ্রযুক্ত, বিন্ধ্যগিরিও বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে না। ৬৩। নীচপ্রবৃত্তিব্যক্তি, পরের প্রতি অসূয়াবশতঃ যদি বাড়িতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে বৃদ্ধিলাভ করা ত তাহার অতি দূরের কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি থাকারই পক্ষে বিষম সংশয় হইয়া থাকে। ৬৪।

খল-স্বভাব ব্যক্তিগণের মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যদিই বা সিদ্ধ হয় তাহা হইলেও তাহা সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ বিশ্বেশ্বরের রক্ষা-প্রভাবে এই জগতের সর্ব্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে। ৬৫। বাল-বিধবাগণের স্তন-সমূহ, যে প্রকার উত্থিত হইয়াও হৃদয়-মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রকার খল-ব্যক্তিগণেরও মনোরথ তাহাদের হৃদয়ে উত্থিত হইয়া, আবার হৃদয়মধ্যেই বিলীন হয়। ৬৬। কুৎসিত নদী যে প্রকার কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিজের কূলকে ভগ্ন করে, সেইরূপ অল্প বৎসরের মধ্যেই খল-ব্যক্তিগণের সম্পদ্ ও অল্প দিনেই তাহার কুলপর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া থাকে। ৬৭। যে ব্যক্তি শত্রুর সামর্থ্য না জানিয়াই নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, সে যেমন উপহাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই বিন্ধ্যগিরি, নিজের সামর্থ্য প্রকাশকরতঃ কেবলমাত্র উপহাস প্রাপ্ত হইল। ৬৮।

বেদব্যাস কহিলেন, এ দিকে মহামুনি অগস্ত্য, বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট হইতে গমন করিয়া, পবিত্র গোদাবরীতটে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাশীবিরহ জন্য পরম সন্তাপ, কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ৬৯। উত্তরদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুকেও, বাহু প্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া মহামুনি অগস্ত্য, কাশীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। ৭০। কখনও বা মহামুনি অগস্ত্য, কাশীবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, লোপামুদ্রাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেন যে, অয়ি লোপা-মুদ্রে! কাশীর সৌন্দর্য্য, কাশীর ভাব, আমি এ বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে আর কুত্রাপি দেখিতে পাইতেছি না। দেখিবার সম্ভাবনাই বা কি? কারণ কাশী ত আর বিধাতার সৃষ্ট পদার্থ নহে। ৭১। বারাণসী-বিরহে আতুকাতর মহামুনি অগস্ত্য, কখনও বা কোনস্থলে বসিয়া অন্যমনে বাক্য ব্যবহার করিতেন। কখন বা দৌড়িতেন, কখন বা স্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেন, কখনও নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন কভু বা অন্যমনে ভ্রমণ করিতেন। ৭২। অনন্তর ভাগ্যবান জন, যে প্রকার সুসম্পদ অবলোকন করিয়া থাকে, সেই প্রকার মহামুনি অগস্ত্য ভ্রমণ করিতে করিতে একদিবস মহালক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করিলেন, পুণ্যরাশি তপোধন অগস্ত্য দেখিলেন যে, দেবী মহালক্ষ্মীর শরীর-কান্তি, বিচরণকারী শীতল শতচন্দ্রের প্রভার

ন্যায় অতি মনোহর ও উজ্জ্বল। মহালক্ষ্মী দিবাভাগেই স্বকীয় শরীরকান্তি দ্বারা সূর্য্যকেও পরাজয় করিয়া প্রকাশমানা ছিলেন। এবং অগস্ত্যের অন্তঃকরণস্থিত তাপসমূহকে বিদূরণ করিবার জন্যই যেন সেই স্থানে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ৭৩-৭৫। রাত্রিতে পদ্মসঙ্কুচিত হয়, চন্দ্রও অমাবস্যা-তিথিতে অদৃশ্য হন, এবং ক্ষারোদ সমুদ্রেরও মন্দরপর্ব্বতের দ্বারা আলোড়ন-ভয় আছে, এই তিন স্থানই লক্ষ্মীর আশ্রয় হইলেও তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান হয় না। এই কারণে ঐ তিন স্থান পরিত্যাগকরতঃ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার অভিপ্রায়েই যেন, লক্ষ্মী ঐ স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন। ৭৬। যে দিবস হইতে নারায়ণ, বহু মানসহকারে সরস্বতীদেবীকে নিজ ভার্য্যা বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই লক্ষ্মীদেবী, সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাকষায়িতা হইয়া, যেন এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী বাস করিতেছিলেন। ৭৭। পূর্ব্বকালে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক কোন অসুর ত্রিলোককে বড়ই পীড়িত করিত, মহালক্ষ্মীদেবী সেই কোলাসুরকে বিনাশকরতঃ, সেই কোলাপুর নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। ৭৮।

অনন্তর মুনি অগস্ত্য সেই মহালক্ষ্মীকে দর্শন করতঃ অতি হৃষ্টান্তঃকরণে সেই ইষ্টপ্রদা লক্ষ্মীদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক ইষ্টবাক্য সমূহের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৭৯। অগস্ত্য কহিলেন হে জননি! হে কমলে! হে কমলায়তাক্ষি! আপনাকে নমস্কার করি, হে দেবি! আপনি বিশ্বেশ্বর প্রসবকারিণী এবং আপনিই বিষ্ণুর হৃদয়-কমলে বাস করিয়া থাকেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে ক্ষারোদজে! হে লক্ষ্মি! পদ্মের কোমল অভ্যন্তরের ন্যায় আপনার বর্ণ অতি গৌর এবং আপনি প্রণত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, হে দেবি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮০। হে দেবি! আপনি নারায়ণের গৃহে শোভারূপিণী, হে মদন-জননি! আপনি চন্দ্রমার জ্যোৎস্নাস্বরূপা, আপনার বদন সাক্ষাৎ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর। হে জননি! আপনিই সূর্য্যমণ্ডলে প্রভারূপিণী এবং ত্রিজগতেই আপনি দীপ্তি পাইতেছেন, হে শরণ্যে! আমরা সর্ব্বদা আপনাকে নমস্কার করিতেছি, অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ৮১। হে দেবি! আপনিই অগ্নিতে দহনাত্মিকা-শক্তি, হে দেবি! আপনারই সাহায্য লাভ করিয়া বিধাতা এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আপনার সহায়তার বলে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুও এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, হে প্রণতব্যক্তিগণের রক্ষাকারিণি লক্ষ্মি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮২। হে দেবি! আপনি যখন এই জগৎকে পরিত্যাগ করেন, তখনই মহাদেব ইহাকে সংহার করিতে সক্ষম হন। হে মহালক্ষ্মি!

আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন। হে দেবি! আপনিই সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠা। হে অমলে! আপনাকে লাভ করিয়াই, বিষ্ণু মাননীয় হইয়াছেন। হে প্রণত জনগণের রক্ষাবিধায়িনি! দেবি! লক্ষ্মি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৮৩। হে শুভে! যে ব্যক্তির প্রতি আপনার কৃপকটাক্ষপাত হয়, এই জগতে সেই ব্যক্তিই বীর, তাহার গুণই গুণের মধ্যে পরিগণিত। সেই ব্যক্তিই ধন্য, তাহারই প্রকৃত জ্ঞান এবং কুলশীল ও ক্রিয়াকলাপ সমূহের দ্বারা সেই ব্যক্তিই জগতে মান্য ও ধন্য। হে দেবি! সকল লোকের মধ্যে সেই পবিত্র এবং সেই ব্যক্তিই পুরুষ বলিয়া গণ্য। ৮৪। হে দেবি অমলে! পুরুষ, হস্তী, অশ্ব, স্ত্রীসমূহ, তৃণ, সরোবর, দেবকুল, গৃহ, অন্ন, রত্ন, পক্ষী অন্যান্য পশু, শয্যা বা ধরণী, যেখানে আপনি ক্ষণকালও বাস করিয়া থাকেন, এ জগতে তাহাই শোভাময়, আপনার যেখানে দৃষ্টিপাত নাই তাহাতে কিছুমাত্রই শোভা নাই। ৮৫। হে দেবি, আপনি যে দ্রব্য স্পর্শ করেন তাহাই জগতে পবিত্রতা লাভ করে, হে লক্ষ্মি! আপনি যাহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা এই জগতে অতি অশুচি, হে দেবি! যেখানে আপনার নাম কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থান মঙ্গলময়। হে শ্রীবিষ্ণুপত্নি! হে কমলালয়ে! হে জননি! হে কমলে! আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮৬। লক্ষ্মী, শ্রী, কমলা, কমলালয়া, পদ্মা, রমা, নলিনযুগ্মকরা, মা ক্ষীরোদজা, অমৃত কুম্ভকরা, ইরা ও বিষ্ণুপ্রিয়া, এই সকল মহালক্ষ্মীর নাম। যাহারা, সর্ব্বদা জপ করে, তাহাদের আর অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি? ৮৭।

অগস্ত্যমুনি, এই প্রকারে ভগবতী হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীকে স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎভাবে পত্নী লোপামুদ্রার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ৮৮। লক্ষ্মী কহিলেন। হে মিত্রাবরুণতনয় অগস্ত্য, হে পতিব্রতে শুভব্রতে লোপামুদ্রে! উত্থান কর, উত্থান কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে। ৮৯। হে অগস্ত্য, তোমার এই স্তবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার যাহাতে অভিলাষ আছে, তাহা প্রার্থনা কর, হে রাজপুত্রি! মহাভাগে! হে অমলে লোপামুদ্রে! তুমি এই স্থানে উপবেশন কর। ৯০। হে সাধ্বি লোপামুদ্রে! অতি সুপবিত্র ব্রত এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর পাতিব্রত্যব্রতসূচক তোমার অঙ্গলক্ষণ সমূহের দ্বারায়, অসুরাস্ত্রের আঘাতে তাপিত মদীয় এই শরীরকে শীতল করিতে ইচ্ছা করি, এস আমার কাছে উপবেশন কর। ৯১।

এই কথা বলিয়া মহালক্ষ্মী, অতি প্রণয়ের সহিত মুনিপত্নী লোপামুদ্রাকে আলিঙ্গন করতঃ নানাপ্রকার সৌভাগ্যসূচক অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা করিয়া দিলেন। ৯২।

লক্ষ্মী পুনর্ব্বার অগস্ত্যকে কহিলেন হে মুনে! তোমার হৃদয়-তাপের কারণ আমি অবগত আছি। যাহার চেতন আছে, সেই ব্যক্তিকেই কাশীবিয়োগজনিত বহ্নি, নিশ্চয়ই দহন করিয়া থাকে। ৯৩। পুরাকালে ভগবান্ বিশ্বেশ্বরও যখন কাশী পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কাশীবিরহে তাঁহারও এই প্রকার দশা হইয়াছিল। ৯৪। কাশীবিরহে কাতর মহাদেব, সেই কাশীর বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত ক্রমে ব্রহ্মা, কেশব, প্রমথগণ, গণপতি, এবং অন্যান্য দেবগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৯৫। সেই সকল ব্রহ্মাদিদেবগণ, কাশীপুরীর গুণসমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া সেই সময় হইতে অদ্যাপি কাশীপুরীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাশীসদৃশী পুরীই বা আর কোথায় আছে? ৯৬। মহালক্ষ্মীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগ অগস্ত্যমুনি তাঁহাকে প্রণামকরতঃ ভক্তিসহকারে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবি! আমি যদি বরলাভে যোগ্য হইয়া থাকি এবং আপনি যদি আমাকে একান্ত বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে এই বরপ্রদান করুন যেন, আমি পুনর্ব্বার বারাণসী লাভ করিতে পারি। ৯৭-৯৮। হে দেবি! মৎকৃত এই আপনার স্তবটী, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহার যেন কোন সন্তাপ না থাকে এবং তাহার যেন কোনকালে দরিদ্রতা ভোগ করিতে না হয়। হে দেবি! আপনার এই স্তোত্র যাহারা ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহাদের যেন, ইষ্টবিয়োগ বা সম্পদ্‌ক্ষয় না হয়। এবং তাহাদের যেন বংশ বিনষ্ট না হয় ও তাহাদের যেন সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়, আমাকে এই বর প্রদান করুন। ৯৯—১০০।

লক্ষ্মী কহিলেন হে মুনে, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা সকলই সফল হইবে, এই স্তোত্র যেখানে পাঠ হইবে সেখানে আমি সন্নিহিত থাকিব। ১০১। এই স্তোত্রকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই জপ করিবে, অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী তাহার গৃহে কখনও প্রবেশ করিবে না। এবং যে ব্যক্তি, হস্তী ও অন্যান্য পশুর শান্তি কামনা করে, তাহারাও যেন সর্ব্বদা এই স্তোত্র পাঠ করে। ১০২। এবং নিয়ত অমঙ্গলকারী গ্রহগণের দ্বারা আক্রান্ত, বালকগণের শান্তি প্রার্থনায় এই স্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য, এই স্তবটী ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া বালকগণের কণ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, তাহাদের কোন গ্রহজন্য ভয় থাকিবে না। ১০৩। এই স্তোত্ররূপ বীজটী অতি গুহ্য, সুতরাং ইহাকে প্রযত্নে রক্ষা করা উচিত, শ্রদ্ধাহীন বা অশুচি ব্যক্তিকে এই স্তোত্রটী প্রদান করা সমুচিত নহে। ১০৪। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য! আরও এক কথা শ্রবণ কর, ভবিষ্যৎ একোনত্রিংশ সংখ্যক দ্বাপরযুগে তুমি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা

নিঃসংশয়। এবং সেই সময়েই তুমি বারাণসীপুরী প্রাপ্ত হইয়া, বেদ ও পুরাণ-সমূহের বিভাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া, নিজের অভীপ্সিত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১০৫-১০৬। হে মুনে! এইক্ষণে তোমার, হিতকারক একটী কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি, তুমি তাহার আচরণ কর, তুমি এই স্থান হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সম্মুখে অবস্থিত প্রভু কার্ত্তিকেয় দেবকে দেখিতে পাইবে। হে ব্রাহ্মণ! বারাণসীর অতি রহস্যবাক্য, যাহা পূর্ব্বে মহাদেব বলিয়াছিলেন, তাহা সকলই কার্ত্তিকেয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিবেন, তাহা শুনিয়া তোমার তৃপ্তিলাভ হইবে। ১০৮।

এই প্রকারে অভীষ্ট বরলাভান্তে মহামুনি অগস্ত্য মহালক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া, যেখানে ময়ূরবাহন কুমার (কার্ত্তিকেয়) অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তীর্থ-প্রশংসা।

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাভাগ সূত! মনুষ্য যে কথা হৃদয়ে চিন্তা করিলেও পুরুষার্থভাগী হয়, বেদের সদৃশ পবিত্র সেই কথা শ্রবণ কর। তদনন্তর সেই মুনিপত্নীর সহিত লক্ষ্মীর দর্শনানন্দরূপ অমৃতনদীতে অবগাহনকরতঃ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ১-২। হে বহ্নিকুণ্ড-সমুদ্ভূত নির্ম্মলচিত্ত সূত! পুরাবিদ্‌গণ উত্তমরূপে যে একটী কথা বলিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩। যে সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে পরোপকাররূপব্রত সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তাঁহাদের পদে পদে বিপদ্‌নাশ ও সম্পদ্ লাভ হয়। ৪। পরোপকার করিলে যে ফল পাওয়া যায়, তীর্থে স্নান, বহুবিধ দান বা তপস্যায় তাহা পাওয়া যায় না। ৫। পরোপকার ধর্ম্ম এবং দানাদি ধর্ম্ম, বিধাতা একস্থানে এই উভয় ধর্ম্মের তুলনা করেন, তাহাতে পরোপকার ধর্ম্মই অধিক হইয়াছিল। ৬। শাস্ত্রীয় বাক্যনিচয়ের আলোচনায় এইটীই নিশ্চিত হইয়াছে যে, পরোপকার করা অপেক্ষা ধর্ম্ম এবং পরের অপকার করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই। ৭। পরোপকার-রত অগস্ত্যতেই ইহার দৃষ্টান্ত

দেখ; কোথায় কাশীবিরহ-জন্য তাদৃশ দুঃখ, আর কোথায় লক্ষ্মীর দর্শনজন্য তাদৃশ আনন্দ। ৮। এই জীবন ও ধনরাশি হস্তীর কর্ণের অগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল, ইহা দ্বারা একমাত্র পরোপকার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ৯। যে লক্ষ্মীর *নামমাত্র গ্রহণে নর মহৎপদ প্রাপ্ত হয়, অগস্ত্যমুনি সাক্ষাৎ সেই লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন।* ১০।

মুনিবর এইভাবে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতে করিতে যে শ্রীপর্ব্বতে সাক্ষাৎ ত্রিপুরারি বাস করেন, দূর হইতে সেই পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ১১। তখন মুনি অতি আনন্দিত হইয়া পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, হে কান্তে! এই স্থান হইতেই ঐ শ্রীপর্ব্বতের কমনীয় শৃঙ্গ দর্শন কর, যাহার দর্শনে মানবগণের পুনরায় এ ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এই সেই শ্রীপর্ব্বত, ইহা চৌরাশি যোজন বিস্তৃত; যে হেতু এখানে সমস্ত লিঙ্গ অবস্থান করেন, তজ্জন্য ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করা উচিত। ১২-১৪।

লোপামুদ্রা কহিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি কিছু নিবেদন করি, কারণ পতির আজ্ঞা বিনা যে নারী তাঁহাকে কিছু বলে, সে পতিতা হয়। ১৫।

অগস্ত্য কহিলেন, হে দেবি! তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা বল, কারণ তোমার ন্যায় স্ত্রীর বাক্য কখন পতির ক্লেশকর হয় না। ১৬। তৎপরে লোপামুদ্রা নতভাবে পতিকে প্রণাম করিয়া, সমস্ত লোকের হিতের এবং স্বীয় সন্দেহ অপনয়নের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭।

লোপামুদ্রা কহিলেন, শ্রীশৈলের শিখর দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে লোকে কাশীর অভিলাষ কেন করে? ১৮।

অগস্ত্য কহিলেন, হে বরারোহে! হে পবিত্রচিত্তে! তুমি যে সত্য বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা শ্রবণ কর, মুনিগণ তত্ত্বচিন্তা করিয়া বারম্বার এ বিষয়ের নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ১৯। এবং অনেক মুক্তিক্ষেত্রের মধ্যেও যাহা বিশেষ ও জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি, অবধান-সহকারে শ্রবণ কর। ২০।

প্রথমতঃ তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত প্রয়াগধাম, তথায় যিনি যাহা কামনা করেন, তাহার তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই তীর্থ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন। ২১। আর নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার, অবন্তী, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অমরাবতী, সরস্বতী এবং সিন্ধুসঙ্গম, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, কাঞ্চীপুরী, ত্র্যম্বক-

ধাম, সপ্তগোদাবরীতট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহালয়, ওঙ্কারক্ষেত্র, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্ব্বত প্রভৃতি তীর্থ, ধরাতীর্থ এবং মানস ও সত্যাদি তীর্থনিচয়, ইহাঁরা সকলেই মুক্তি দেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২২-২৬। এবং গয়া নামে যে তীর্থ বিখ্যাত আছে, তিনি পিতৃগণকে মুক্তিদান করেন এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার তনয়গণকেও পিতৃঋণ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ২৭।

লোপামুদ্রা কহিলেন, হে মহামতে! আপনি যে মানসতীর্থের উল্লেখ করিলেন, তাহারা কে কে তাহা কীর্ত্তন করুন। ২৮।

অগস্ত্য কহিলেন, হে অনঘে! আমি মানসতীর্থসমূহের বিষয় বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। সেই সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে মানব উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়। সত্য একটী তীর্থ, এইরূপ ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সমস্ত প্রাণীতে দয়া, সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য ও তপস্যা ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী মানসতীর্থ, ইহার মধ্যেও মনের যে বিশুদ্ধি তাহা তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২৯-৩২। সর্ব্বাঙ্গ জলে আপ্লুত করিলেই স্নান করা হয় না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ স্নানকারী, যে ইন্দ্রিয়দমনরূপ জলে স্নান করিয়া মনকে বিশুদ্ধ করিয়াছে। ৩৩।

যে ব্যক্তি লোভী, সূচক, ক্রূর, দাম্ভিক বা বিষয়াসক্ত, সে সমস্ত তীর্থে স্নান করিলেও পাপ হইতে মুক্ত হয় না। শরীরের মলত্যাগেই মনুষ্য নির্ম্মল হয় না, যদি মন হইতে মলকে বিদূরিত করিতে পারে, তাহা হইলেই নির্ম্মল হয়। ৩৪-৩৫। জলজন্তুসমূহ যেমন জলেতেই আবির্ভূত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনেক জীব এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে এবং মরিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিতে পারে না। ৩৬। বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগই মনের মল এবং সেই বিষয়সমূহে মনের বিতৃষ্ণাই নির্ম্মলতা। ৩৭। দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী চিত্ত দূষিত হইলে, তীর্থ-স্নানের দ্বারা তাহা পবিত্র হয় না, যেমন শত বার জলের দ্বারা ধৌত করিলেও সুরাপাত্রের অপবিত্রতা দূর হয় না। ৩৮। যদি অন্তঃকরণের ভাব পবিত্র না হয় তাহা হইলে, দান, যজ্ঞ, তপঃ, শৌচ, তীর্থসেবা, সৎকথা শ্রবণ প্রভৃতি এসমস্ত অনুষ্ঠান করিলেও, কোন ফললাভ হয় না। ৩৯। মনুষ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া, যেখানে অবস্থান করুন না কেন; সেই স্থানেই তাহার কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ। ৪০। রাগ-দ্বেষরূপ মলসমূহের অপনয়নকারী

বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে যে ব্যক্তি মানসতীর্থে স্নান করে, তাহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। ৪১। হে দেবি! এই তোমাকে মানসতীর্থের স্বরূপ বলিলাম। এক্ষণে ভৌমতীর্থসকলের বিষয় শ্রবণ কর। ৪২। যেমন শরীরের কোন কোন অবয়ব পবিত্র বলিয়া গণ্য, তদ্রূপ এই পৃথিবীরও কতগুলি প্রদেশ পুণ্যতম বলিয়া বিখ্যাত; পৃথিবীর প্রভাবে, জলের মাহাত্ম্যে এবং মুনিগণ কর্তৃক মানিত বলিয়াই, সেই সেই প্রদেশ পুণ্যজনক। ৪৩-৪৪। অতএব ভৌম ও মানসতীর্থে যাহারা নিত্য অবগাহন করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। ৪৫। ত্রিরাত্র উপবাস-ব্রত, তীর্থযাত্রা এবং কাঞ্চন ও গোদান না করিলে, দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তীর্থযাত্রা করিলে যে ফললাভ হয়, বিপুল দক্ষিণার সহিত বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাও সে ফল পাওয়া যায় না। ৪৬-৪৭। যাহার হস্ত, পদ ও মন সংযত হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তিসম্পন্ন, তাহারই তীর্থফল লাভ হয়। ৪৮। প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে কোন উপায়ে, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে এবং যাহার অহঙ্কার নাই, তাহারই তীর্থফল প্রাপ্তি হয়। ৪৯। যে ব্যক্তি দাম্ভিক নহে, যাহার আরম্ভ সকল নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যে লঘু আহারকারী, জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত সঙ্গ হইতে নির্ম্মুক্ত, সেই তীর্থের ফললাভ করিয়া থাকে। ৫০। যে ব্যক্তি ক্রোধরহিত, যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল এবং যে সত্যবাদী, স্থির-ব্রত ও সমস্ত প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করে, সেই তীর্থের ফল ভোগ করে। ৫১। ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, শ্রদ্ধা ও ধীরতার সহিত তীর্থ-ভ্রমণ করিলে, পাপী-জনও বিশুদ্ধ হয়, সাধুব্যক্তিগণের ত কথাই নাই। ৫২। তীর্থানুসরণ করিলে তির্য্যগ্‌যোনিতে বা কুদেশে জন্ম হয় না, তীর্থভ্রমণকারী ব্যক্তি দুঃখী হয় না এবং স্বর্গভাগী হয়। ৫৩। যাহার শ্রদ্ধা নাই, যে পাপাত্মা ও নাস্তিক এবং যাহার সংশয় ছিন্ন হয় নাই এবং যে নিরর্থক তর্ক করে, তাহার তীর্থফল লাভ হয় না। ৫৪।

যে সমস্ত মনুষ্য শীতোষ্ণ সহ্য করিয়া, ধীরভাবে বিধিপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করে, তাহারা স্বর্গভাগী হয়। ৫৫। যাহার তীর্থযাত্রার অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তি গৃহে প্রথম উপবাস করিবে, তৎপরে শক্তি অনুসারে গণেশ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ এবং সাধু-গণের পূজা করিবে, তৎপরে পারণ করিয়া, নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আনন্দে গমন করিবে। তৎপরে তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে, এইরূপ করিলে যথোক্ত তীর্থ-ফলভাগী হইতে পারা যায়। ৫৬—৫৭। তীর্থে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে না, কেহ অন্ন বা অন্য কোন দ্রব্য চাহিলে, তাহা প্রদান করিবে। ছাতুর দ্বারা কিম্বা চরু বা পায়সের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে,। ৫৮।

তিলপিষ্ট এবং গুড়ের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধে অর্ঘ্য প্রদান এবং আবাহন করিবে না। ৫৯। কালশুদ্ধ হউক বা না হউক বিলম্ব না করিয়া, কোনরূপ বিঘ্ন না হইতেই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে। ৬০। প্রসঙ্গাধীন তীর্থে গমন করিয়া যদি স্নান করে, তাহাতে তাহার স্নানের ফল হয়, কিন্তু তীর্থযাত্রা নিমিত্ত স্নানের ফল হয় না। ৬১। তীর্থগমনে পাপাত্মা ব্যক্তিগণের পাপ বিনাশ হয় এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন জনগণের তীর্থগমনে যথোক্ত ফললাভ হয়। ৬২। যে অন্যের জন্য তীর্থে গমন করে, সে ষোল ভাগ ফলপ্রাপ্ত হয়, এবং যে প্রসঙ্গাধীন গমন করে, তাহার অর্দ্ধেক ফললাভ হয়। ৬৩। যাহার উদ্দেশে কুশের প্রতিকৃতি করিয়া তীর্থে স্নান করান যায়, তাহারও অষ্টমাংশ ফললাভ হয়। ৬৪। তীর্থে উপবাস করিবে এবং তথায় মস্তক মুণ্ডন করিবে, যেহেতু মুণ্ডন করিলে, শিরোগত পাপসমূহের বিনাশ হয়। ৬৫। যে দিবস তীর্থে আগমন করিবে, তাহার পূর্ব্বদিন উপবাস করিবে, তীর্থে আসিয়া, সেই দিনই শ্রাদ্ধ করিবে। ৬৬। তীর্থের প্রসঙ্গে তোমাকে তীর্থের অঙ্গসমূহও কীর্ত্তন করিলাম, ইহাই স্বর্গের সাধন ও মুক্তির উপায়। ৬৭। কাশী, কাঞ্চী, মায়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা এবং অবন্তী এই সাতটী পুরী মোক্ষপ্রদ; এবং শ্রীশৈলও মোক্ষপ্রদ, আর কেদার ততোধিক মুক্তিপ্রদ, শ্রীশৈল ও কেদার হইতেও প্রয়াগধাম মোক্ষপ্রদ, তীর্থ-রাজ প্রয়াগ হইতে, অবিমুক্তক্ষেত্র বিশেষ মুক্তিপ্রদ, অবিমুক্তক্ষেত্রে, যে, নির্ব্বাণ মুক্তি হয় অন্য কুত্রাপি তাহা হয় না। ৬৮-৭০। অন্যান্য যত মুক্তি ক্ষেত্র তাহারা সমস্ত কাশী প্রাপ্তিকর, কাশীতেই জীবগণের নির্ব্বাণ-মুক্তি হয়, অন্য কোন তীর্থে তাহা হয় না। ৭১। এ বিষয়ে বিষ্ণুর পারিষদ্‌গণ, শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে যে কথা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। ৭২। মানব বিশুদ্ধচিত্তে এই তীর্থাধ্যায় শ্রবণ করিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণ বা ধর্ম্মনিরতক্ষত্রিয় কিম্বা সৎপথবর্ত্তী বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণভক্ত শূদ্রকে শ্রবণ করাইলে, সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। ৭৩—৭৪।

সপ্তম অধ্যায়।

—*—

শিবশর্ম্মণ নামক ব্রাহ্মণের উৎপত্তিকথন ও সপ্তপুরী-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, মথুরায় দেবগসদৃশ কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, শিবশর্ম্মা নামে অতি তেজঃশালী তাঁহার একটী পুত্র ছিল। ১। সেই শিবশর্ম্মা বিধিবৎ বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্ব্বক যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ব্যাকরণাদি, তর্কশাস্ত্র, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, নাট্যশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, অশ্ব ও গজশিক্ষা, কলাবিদ্যা ও মন্ত্রশাস্ত্রে নিপুণ এবং নানা প্রকার বৈদেশিক লিপিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া, ন্যায়তঃ অর্থ-উপার্জ্জনকরতঃ যথাভিলাষ ভোগপূর্ব্বক, সদ্গুণশালী পুত্র উৎপাদনকরতঃ পুত্রগণকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া, যৌবনের অস্থিরতা ও জরার দুঃসহ আক্রমণ জানিতে পারিয়া, বিষম চিন্তাসহকারে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার অধ্যয়নেই ত অনেক কাল অতিবাহিত হইল, অর্থ-উপার্জ্জনেও অনেক কাল কাটাইলাম, কিন্তু যিনি কর্ম্ম-বন্ধনকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম, সেই মহেশ্বরেরও আরাধনা করিলাম না, সমস্তপাপের হরণকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী হরিকেও সন্তুষ্ট করিলাম না, মানবগণের সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদানকর্ত্তা গণেশেরও পূজা করি নাই, আমি কখনই, তমঃসমূহের অপনয়নকারী সূর্য্যের আরাধনাও করি নাই, ভববন্ধন-ছেদনকর্ত্রী মহামায়া জগদ্ধাত্রীরও পূজা করি নাই। ২—১০। যজ্ঞনিচয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রদানকর্ত্তা দেবগণেরও সন্তোষসাধন করি নাই, পাপশান্তির জন্য কখন তুলসীবনেরও সেবা করি নাই, যাহারা ইহ এবং পরকালে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণকেও কখন মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করি নাই। ১১-১২। পথিমধ্যে নানাবিধ পুষ্প ও ফলসম্পন্ন, উত্তম ছায়া-যুক্ত এবং স্নিগ্ধ পল্লববিশিষ্ট, আর যাহারা ইহ ও পরকালে ফল প্রদান করিয়া থাকে, এমত বৃক্ষসকলও রোপিত করি নাই। ১৩। ইহ এবং পরকালে সুন্দর বাসস্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত, কখনও কোন সুবাসিনাকে* বস্ত্র, কঞ্চুক, বা ভূষণাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করি নাই, ব্রাহ্মণকে উর্ব্বরা ভূমি দান করিলে যমলোকের ভয় থাকে না, আমি তাহাও ত দান করি নাই, সুবর্ণ দান করিলে বিঘ্ন বিনাশ হয়, আমি তাহাও

* পিতৃগৃহে অবস্থিতা যুবতীর নাম সুবাসিনী।

কোন ব্রাহ্মণকে অর্পণ করি নাই। ১৪-১৫। বৎসের সহিত অলঙ্কৃতা গাভী সৎ-পাত্রে অর্পণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয় এবং সপ্তজন্মপর্য্যন্ত দাতা সুখী হয়, আমি তাহাও দান করি নাই, মাতৃঋণ পরিশোধের জন্য কোন জলাশয়ও প্রতিষ্ঠা করি নাই, স্বর্গের পথপ্রদর্শক অতিথিগণকেও পরিতুষ্ট করি নাই, যম-লোকে ও স্বর্গের পথে যাহারা সুখদায়ক, এমত ছত্র, পাদুকা বা কমণ্ডলুও কোন পথিককে প্রদান করি নাই।

কখন কাহারও কন্যার বিবাহের জন্য কোন অর্থও প্রদান করি নাই, এইরূপ অর্থ প্রদান করিলে, ইহলোকে সুখ ও স্বর্গে দিব্য কন্যা লাভ হয়। যে, বাজপেয় যজ্ঞের অন্তে অবভৃথ স্নান করিলে, ইহ ও পরজন্মে বহুতর স্বাদু অন্ন ও উৎকৃষ্ট পানীয় পাওয়া যায়, সেই বাজপেয় যজ্ঞও আমি করি নাই। ১৬-২০। একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে বিশ্বপ্রতিষ্ঠার ফল হয়, আমি তাহাও করি নাই। সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ বিষ্ণুমন্দিরও নির্ম্মাণ করি নাই। সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতির কোন মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করি নাই। গৌরী অথবা মহালক্ষ্মীকে কোন দিন চিত্রেও অঙ্কিত করি নাই, ইঁহাদের মূর্ত্তি স্থাপন করিলে কুরূপ বা হত-ভাগ্য হয় না। ২১-২৩। দিব্যবস্ত্র লাভের জন্য, কখন কোন ব্রাহ্মণকে সূক্ষ্ম, বিচিত্র বা উজ্জ্বল বস্ত্রও দান করি নাই। ২৪। সর্ব্ববিধ পাপনাশের জন্য, কখনও জ্বলন্ত অনলে, মন্ত্রউচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত তিলের দ্বারা হবন করি নাই। ২৫। কখন পাপনাশক শ্রীসূক্ত, পাবমানী ব্রাহ্মণ, মণ্ডল বা পুরুসূক্ত কিম্বা শতরুদ্রীও জপ করি নাই। রাত্রিকাল, ত্রয়োদশী-তিথি এবং রবি ও শুক্রবার ভিন্ন দিবসে অশ্বত্থবৃক্ষ-সেবা করিলে, তৎক্ষণাৎ পাপনষ্ট হয়, আমি তাহাও করি নাই। কোমল তুলিকা বা শয্যা কিম্বা দর্পণসংযুক্ত দীপও দান করি নাই, এই সমস্ত দান করিলে সমৃদ্ধিভাগী হয়। ২৬-২৮। অজ, অশ্ব, মহিষ, মেষ, দাসী, কৃষ্ণাজিন, তিল, দধি, শক্তু, জলপূর্ণকুম্ভ, আসন, কোমল পাদুকা, পাদাভ্যঙ্গ, দীপ, জলসত্র, ব্যজন, বস্ত্র, তাম্বুল এবং অন্যান্য মুখবাসদ্রব্য দান, নিত্যশ্রাদ্ধ, ভূতবলি এবং অতিথি-সেবা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান করিলে, প্রদাতার যমালয়ে প্রবেশ, যমদর্শন বা যমদূত দর্শন কিম্বা কোন প্রকার যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, আমি ইহার কিছুই করি নাই। ২৯-৩২। শরীর শুদ্ধিকর কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ এবং নক্তব্রতাদিও আমি কখন করি নাই। ৩৩। আমি গোগ্রাস ও প্রদান করি নাই, কখন গাভীর গাত্র-কণ্ডূয়নও করি নাই। পঙ্কমগ্ন গাভীকেও কখন উদ্ধার করি নাই, এই সকল করিলে, দেহান্তে সুখে গোলকধামে বাস করা যায়। ৩৪। কোন প্রার্থীকে কখন

প্রার্থিত অর্থপ্রদানে কৃতার্থ করি নাই, কাজেই জন্মান্তরে আমাকে কেবল "দেহি দেহি" করিয়া বেড়াইতে হইবে। ৩৫। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র, অর্থ, দারা, পুত্র, ক্ষেত্র ও হর্ম্ম্য ইহার কিছুই আমার সহিত যাইবে না। ৩৬।

শিবশর্ম্মা এই সমস্ত ভাবিয়া, মনে নিশ্চয় করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীর সুস্থ আছে, ইন্দ্রিয়গণও পটু আছে, তাহার মধ্যেই তীর্থভ্রমণ করি, তাহাতেই আমার পরম মঙ্গল হইবে। ৩৭—৩৮।

সুধীর শিবশর্ম্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পাঁচ ছয়দিন গৃহে অতিবাহিত করিলেন, পরে একদিন শুভতিথি, শুভবার ও শুভলগ্ন দর্শনপূর্ব্বক একরাত্রি উপবাস করিয়া, প্রাতঃকালে শ্রাদ্ধ করিলেন এবং গণেশ-পূজা ও ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া প্রণামকরতঃ, তীর্থবাসী জীবগণের তীর্থই মুক্তির সোপান এই বিবেচনা করিয়া, বাটী হইতে নির্গত হইলেন। ৩৯-৪১। তৎপরে পথে একস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রথমে কোন্ স্থানে গমন করি। ৪২। পৃথিবীতে ত অনেক তীর্থ রহিয়াছে এবং আয়ুঃ ও মন উভয়ই অস্থির, অতএব যে সাতটী তীর্থে সমস্ত তীর্থ অবস্থিত আছে, সেই সাতটী পুরীতেই প্রথম গমন করি। ৪৩। তৎপরে তিনি অযোধ্যাপুরীতে গমন করিয়া, সরযূতে স্নান করিলেন এবং তথায় পিতৃগণের তর্পণ ও পিণ্ডদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পাঁচ রাত্রি তথায় বাসকরতঃ সানন্দে তীর্থ-রাজ প্রয়াগধামে গমন করিলেন। ৪৪—৪৫। যেখানে সুরগণেরও দুর্লভ, পবিত্র-সলিলা গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গম হইয়াছে ও যেখানে স্নান করিলে, মানব পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র প্রজাপতির সেই প্রয়াগক্ষেত্র সকলের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্লভ, বহুতর পুণ্যবল ভিন্ন কেবল অর্থরাশি ব্যয় করিলে তাহা পাওয়া যায় না। ৪৬-৪৭। যেখানে পবিত্র-সলিলা সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া, মানবগণের কলি ও কালভয় দমন করিতেছেন। ৪৮। সমস্ত যজ্ঞ হইতে প্রকৃষ্ট বলিয়া, সেই স্থানের নাম "প্রয়াগ"। ত্রিবেণীর জলে যে সমস্ত যাজ্ঞিকের দেহ ধৌত হইয়াছে, তাহাদের আর এ সংসারে আসিতে হয় না। ৪৯। সেই প্রয়াগধামে সাক্ষাৎ মহাদেব, শূলটঙ্ক মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া, সেই তীর্থে স্নাত জীবগণের মোক্ষ উপদেশে রত রহিয়াছেন। ৫০। সেই স্থানে অক্ষয়বটও রহিয়াছেন, তাঁহার মূল সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া রহিয়াছে, প্রলয়কালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় সেই বৃক্ষেই আরোহণ করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভই, সেই বটবৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই অক্ষয়বটের নিকট ভক্তি

পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়। ৫১-৫২। যে প্রয়াগ-ধামে স্বয়ং লক্ষ্মীপতি মানবগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, মাধবমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, সেই বিষ্ণুর পরমধাম প্রয়াগক্ষেত্র। এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ নদীদ্বয় (গঙ্গা ও যমুনা) বেদেতেও প্রশংসিত, সেই নদীদ্বয়ের সঙ্গমে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই মানবগণ অমর হয়। ৫৩-৫৪। শিবলোক, ব্রহ্মলোক, উমালোক, কুমারলোক, বৈকুণ্ঠলোক, সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্লোক, ভুবর্লোক, ভূলোক, নাগলোক অন্যান্য লোক-নিবাসিজনগণ এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতগণ কল্পতরু প্রভৃতি বৃক্ষগণও মাঘ মাসে অরুণোদয়কালে, এখানে স্নান করিতে আগমন করেন। ৫৫—৫৭।

দিগঙ্গনাগণও প্রার্থনা করেন, যদি প্রয়াগ হইতে বায়ুও আসে, তাহা হইলে আমরা তাহার স্পর্শে পবিত্র হই, আমরা গমনশক্তিবিহীন, সুতরাং তথায় যাইবার ক্ষমতাও নাই। ৫৮। প্রয়াগের ধূলি এবং অশ্বমেধাদি সমস্ত যজ্ঞ, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই উভয়ের তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত যজ্ঞও তথাকার ধূলির সমান হয় নাই। ৫৯। প্রয়াগের নাম শ্রবণমাত্রেই, বহুজন্মার্জ্জিত মজ্জাগত পাপসমূহও, অতি বিহ্বল হইয়া বিনষ্ট হয়। ৬০। ইহা সম্যক্‌রূপে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অর্জ্জন করিবার তীর্থ, যে পর্য্যন্ত মাঘ মাসে সর্ব্বপাপহারী প্রয়াগ-তীর্থে স্নান না করে, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, জীবকে ক্লেশ প্রদান করে। ৬১-৬২। "তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা যাহা দর্শন করিয়া থাকেন" এই যে বেদ-বাক্য পঠিত হয়, প্রয়াগই তৎসমস্ত (অর্থাৎ সেই পরম পদপ্রাপ্তির উপায়), এখানে রজোগুণ-স্বরূপা সরস্বতী, তমোগুণ-স্বরূপা যমুনা এবং সত্ত্বগুণ-স্বরূপা গঙ্গা, নির্গুণব্রহ্মকে জানাইয়া দেন। ৬৩-৬৪। শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাসহকারে এইখানে স্নান করিলেই মনুষ্যগণ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া ব্রহ্মমার্গে গমন করে, সুতরাং এই ত্রিবেণীই ব্রহ্মমার্গ গমনের সোপানশ্রেণী। ৬৫। জগতে কাশী নামে একটী অবলা আছে, লোলার্ক ও আদিকেশব তাহার দুইটী লোচন-স্বরূপ, আর অক্ষয় সুখের আধার এই ত্রিবেণী, সেই কাশীর বেণীর স্বরূপ। ৬৬।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সুধর্ম্মিণি! সমস্ত তীর্থ যাঁহার সেবা করিতেছে, সেই তীর্থ-রাজ প্রয়াগের মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? পাপিগণ পাপনাশের জন্য তীর্থসেবা করে, সেই তীর্থের মধ্যে প্রয়াগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ৬৭-৬৮। সুধী শিবশর্ম্মা প্রয়াগের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, তথায় মাঘ মাস বাস করিয়া,

বারাণসীতে গমন করিলেন। ৬৯। তিনি কাশীতে প্রবেশকালীন দেহলী বিনায়ককে দর্শন করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃত ও সিন্দুরের দ্বারা তাঁহার দেহ লিপ্ত করিলেন। ৭০। এবং বিঘ্নসমূহ হইতে ভক্তজনের রক্ষাকর্ত্তা সেই বিনায়ককে পাঁচটী মোদক নিবেদন করিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭১। শিবশর্ম্মা মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়া পাপ-পুণ্যবিরহিত ও শিবতুল্য মানবগণকর্ত্তৃক নিষেবিত, উত্তর-বাহিনী গঙ্গাকে দর্শন করিলেন। ৭২। হে পবিত্রচিত্তে লোপামুদ্রে! তখন কর্ম্মকাণ্ডবিৎ শিবশর্ম্মা অবিলম্বে পবিত্র অন্তঃকরণে সবস্ত্র, সেই বিমল জলে অবগাহন করিয়া, দেব, ঋষি, মনুষ্য, দিব্য, পিতৃ এবং নিজ পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ৭৩। অনন্তর বিত্ত-শাঠ্য না করিয়া, পঞ্চতীর্থ যাত্রা এবং বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া বারম্বার মহাদেবের সেই পুরী দর্শনে (আর কখন এ প্রকার রম্য পুরী দেখিয়াছেন কিনা ভাবিয়া), বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ৭৪। বিচারপূর্ব্বক দেখিলে অমরাবতীও কাশীপুরীর তুল্য নহে, কারণ তাহা সময়ে ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা স্বয়ং মহাদেবের রচিত, স্বর্গে জন্ম-মরণরূপ বন্ধ আছে, কাশীতে তাহার কিছুই নাই, যেমন ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে তুলনা হয় না, তদ্রূপ কাশীর সহিত স্বর্গেরও তুলনা করা যায় না। দেবগণ নিরর্থক সুধাপান করিয়া থাকেন, কারণ সুধা অপেক্ষা কাশীর জলের মাহাত্ম্য অধিক, যদি কখন ইহা পান করা যায়, তাহা হইলে আর জননীর স্তন পান করিতে হয় না। ৭৫-৭৬। সাধু ব্যক্তিগণ বেদবক্তা পরমাত্মার চিন্তায় ত্রিবিধ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াও, মহাদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করেন না, (অর্থাৎ তাঁহারা কেবল মহাদেবের প্রীতির জন্য সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন) সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে মহাদেবের গণ, নন্দী প্রভৃতির ন্যায় মহিমান্বিত হন। ৭৭। কোন্ ব্যক্তি এই কাশীর প্রশংসা না করে ? কারণ এখানে অবস্থিত জীবগণের অন্তিমকালে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য থাকে, ভগবান্ চন্দ্রচূড় তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। ৭৮। সংসারিজনের চিন্তামণি সেই বিশ্বনাথ অন্তিমকালে, যেহেতু সাধুগণের কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন ইহার নাম মণি-কর্ণিকা। ৭৯। এই স্থান মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং তাঁহার চরণ-কমলের কর্ণিকার স্বরূপ, এইজন্য লোকে ইহাকে “মণিকর্ণিকা” বলিয়া থাকে। ৮০। এ স্থানস্থিত জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ জীবগণের দেবতাদিগের সহিত তুলনা হয় না, কারণ ইহারা অনায়াসে মুক্ত হইবে কিন্তু দেবগণের মুক্তি দুর্লভ। ৮১। আমি অতি দুর্বৃত্ত ও জড়প্রকৃতি, কারণ এতকাল

পর্য্যন্ত আমি মুক্তিদাত্রী কাশী দর্শন করিতে পারি নাই। ৮২। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বারম্বার সেই পবিত্র ও বিচিত্র ক্ষেত্র দর্শনেও তাঁহার পরিতৃপ্ত হইল না। ৮৩। অনন্তর শিবশর্ম্মা স্থির করিলেন যে, সাতটী পুরীর মধ্যে মুক্তি-দায়িনী বারাণসীকে আমি শ্রেষ্ঠ বোধ করিতেছি, তথাপি অন্য চারিটী তীর্থ এখনও দর্শন করি নাই, অতএব সেই চারিটী তীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় এখানে আগমন করিব। ৮৪-৮৫।

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, তিনি কাশী হইতে প্রস্থান করিলেন। সম্বৎসর কাল ব্যাপিয়া যদি প্রতিদিনই তীর্থ-পর্য্যটন করা যায়, তাহাহইলেও সমস্ত তীর্থ হইয়া উঠে না, কিন্তু কাশীতে তিলপ্রমাণ ভূমিতেও সমস্ত তীর্থ পাওয়া যায়। ৮৬।

অগস্ত্য কহিলেন, হে দেবি! শিবশর্ম্মা নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া কাশী-ক্ষেত্রের অনুপম মাহাত্ম্য জানিয়াও, কাশী পরিত্যাগকরতঃ গমন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ৮৭। হে সুন্দরি! নানাবিধ শাস্ত্র জানা থাকিলেই বা কি হইবে, অবশ্যম্ভাবী মহামায়ার মায়া নিবারণ করিতে, কোন্ ব্যক্তিই বা সক্ষম হয়? । ৮৮। বেগে প্রধাবিত চিত্ত এবং জলকে কেহ প্রতিকূলে লইতে পারে না, কারণ এই উভয়, উচ্চস্থানে থাকিলেও ইহাদের স্বভাব চঞ্চল। ৮৯।

অনন্তর শিবশর্ম্মা, ক্রমশঃ একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে যাইতে, যেখানে কলি ও কালের ভয় নাই, সেই মহাকালপুরীতে উপস্থিত হইলেন। প্রলয়ের সময় যে কাল, অবলীলাক্রমে সমস্ত বিশ্বকে সংহার করে, সেই কালকেও সংহার করতঃ, মহাদেব মহাকাল নাম ধারণ করিয়া, সেই পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। ৯০—৯১। বিশ্বকে পাপ হইতে অবন (রক্ষা) করে বলিয়া, সেই পুরীর নাম অবন্তী, যুগে যুগে ঐ পুরীর ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়, কলিকালে ঐ পুরী উজ্জয়িনী নামে বিখ্যাত। ৯২। যে স্থানে মৃত জীব, শবত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, পূতিগন্ধময় হয় না এবং কদাপি যাহার অধোগতি হয় না। ৯৩। যমদূতগণ, কোনকালে সেই পুরীতে প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেই পুরীর নানাস্থানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ৯৪। একই লিঙ্গ, হাটকেশ, মহাকাল ও তারকেশ এই তিন মূর্ত্তিতে ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ৯৬। সেই অবন্তীপুরীতে সিদ্ধবট নামক স্থানে জ্যোতির্লিঙ্গ আছেন, যাঁহারা দ্বিজ, তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করেন, অথবা মহাকালকে দর্শন করিয়া, যাহারা বহুতর পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পায়। ৯৬। সংসার-তাপে তাপিত যে সকল ব্যক্তি, কখনও সেই মহাকালকে দর্শন করিয়াছে, মহাপাপ কখনও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না এবং

যমদূতগণ, তাহাদের দর্শনও পায় না। ৯৭। সূর্য্যের অশ্বগণ, আকাশে মহাকালের পতাকার ছায়ার আশ্রয়করতঃ, অরুণের কশাঘাতজনিত দুঃখ নিবারণ করিয়া থাকে। ৯৮। যাঁহারা মহাকাল, মহাকাল এই বাক্য নিরন্তর স্মরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং মহেশ্বর তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ৯৯।

অনন্তর শিবশর্ম্মা ভূতপতি মহাকালের আরাধনা করিয়া, ত্রিভুবন অপেক্ষা কমনীয় কান্তী নগরীতে গমন করিলেন। ১০০। স্বয়ং ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত, সেই নগরীতে অবস্থানকরতঃ, তত্রস্থ জীবগণকে ইহ ও পরলোকে স্বীয় স্বারূপ্য প্রদান করিয়া থাকেন। ১০১। কান্তিবিশিষ্ট জীবগণকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ কান্তিমতী কান্তী-পুরীকে দর্শন করিয়া, শিবশর্ম্মাও কান্তিযুক্ত হইলেন। সেই নগরীতে কাহারও অকান্তি নাই। ১০২। সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের জ্ঞাতা শিবশর্ম্মা, সেই পুরীতে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিয়া, তথায় সাত রাত্রি বাস করিয়া, দ্বারবতীপুরীতে গমন করিলেন। ১০৩। সেই পুরীর সর্ব্বত্রই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উন্নতির দ্বার অবস্থিত রহিয়াছে, এই জন্যই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, সেই পুরীকে দ্বারবতী বলিয়া থাকেন। ১০৪। যে স্থানের জন্তুগণের অস্থিসমূহও চক্রদ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে, তথাকার জীবগণ শঙ্খ-চক্রাঙ্কিত-কর (বিষ্ণুরূপ) হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? । ১০৫। যম এই বলিয়া বারম্বার আপনার দূতগণকে শাসন করিয়া থাকেন যে, যাহারা দ্বারবতীর নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে, তোমরা তাহাদিগকেও স্পর্শ করিও না। ১০৬। তথাকার গোপীচন্দনের যে প্রকার গন্ধ, বর্ণ ও পাবিত্র্য আছে; চন্দনে সে গন্ধ কোথায়, স্বর্ণে তাদৃশ বর্ণ কোথায় এবং তীর্থে তাদৃশ পবিত্রতাই বা কোথায় ? ১০৭। যম নিজের দূতগণকে বলিয়া থাকেন যে, হে দূতগণ ! শ্রবণ কর, যাহার ললাট গোপীচন্দনের দ্বারা অঙ্কিত থাকিবে, তোমরা যত্নের সহিত তাহাকেও, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পরিত্যাগ করিও। যাহারা তুলসী-মাল্য ধারণ করে, যাহারা তুলসী-নাম জপ করে এবং যাহারা তুলসী-বন পালন করে, হে দূতগণ, তাহাদিগকেও দূর হইতে পরিত্যাগ করিও। ১০৮-১০৯। সমুদ্র, যুগে যুগে দ্বারকার রত্নসমূহ অপহরণ করেন বলিয়াই, অদ্যাপি লোকে, "রত্নাকর" নামে পরিচিত রহিয়াছেন, কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যাহারা দ্বারবতীতে দেহত্যাগ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠে পীতাম্বরারি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া থাকে। ১১০—১১১।

শিবশর্ম্মা, তত্রস্থ তীর্থসমূহে স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, তথা হইতে মায়াপুরীতে গমন করিলেন। যে মায়াপুরীতে পাপিগণ গমন করিতে

পারে না এবং যেখানে বৈষ্ণবী-মায়া জীবগণকে মায়াপাশে বদ্ধ করেন না, সেই পুরীকে, কেহ হরিদ্বার, কেহ মোক্ষদ্বার, কেহ গঙ্গাদ্বার এবং কেহ বা মায়াপুরী বলিয়া থাকেন। যে স্থান হইতে গঙ্গা নির্গত হইয়া, পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন, যে গঙ্গার নাম উচ্চারণ করিলে, মানবগণের পাপ বিনাশ হয়। ১১২-১১৫। যে হরিদ্বারকে লোকে, স্বর্গের একমাত্র সোপান বলিয়া জানে এবং যথায় স্নান করিলে, মানবগণ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১৬। সেই পবিত্র তীর্থে, দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্মা, তীর্থোপবাস ও নিশা-জাগরণকরতঃ, প্রাতঃকালে গঙ্গায় স্নান, ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, যেমন পারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি শীতজ্বরে আক্রান্ত হইয়া, অতিশয় কাঁপিতে লাগিলেন। একে তিনি বিদেশী তাহাতে একাকী, আবার জ্বরে অতিশয় পীড়িত, কাজেই ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহা আবার কি উপস্থিত হইল। ১১৭-১১৯। এইরূপে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, অগাধ সমুদ্রমধ্যে ভগ্নপোত নাবিকের ন্যায়, জীবন ও ধনের আশায় নিরাশ হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন যে, কোথায় আমার ক্ষেত্র, কোথায় আমার স্ত্রী, কোথায় আমার পুত্রগণ, কোথায় আমার সেই ধন, কোথায় সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য এবং সেই পুস্তক-রাশিই বা কোথায় রহিল? এখনও আমার আয়ুঃ পর্য্যাপ্ত হয় নাই এবং আমি বৃদ্ধও হই নাই, অথচ মৃত্যুরূপে এই কঠিন জ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যু আমার মস্তকের উপরে অবস্থান করিতেছে, অথচ আমার বাটী এস্থান হইতে বহুদূরে অবস্থিত। গৃহে অগ্নি লাগিলে, কোন্ ব্যক্তিই বা কূপ খনন করে? অতএব, তাপকর এই সমস্ত ব্যর্থ চিন্তাতেই বা আমার কি প্রয়োজন, এক্ষণে আমি মঙ্গলপ্রদ হৃষীকেশ এবং মহাদেবকে চিন্তা করি। অথবা আমিত মুক্তির উপায়েরও একটা অনুষ্ঠান করিয়াছি। সাতটী মুক্তিপুরী ত আমি দর্শন করিয়াছি, পণ্ডিতগণের, স্বর্গ অথবা মুক্তি এই উভয়ের একটী না করিলে, পরে তাপ পাইতে হয়। অথবা এই ক্লেশপ্রদ চিন্তাতেই বা আমার কি প্রয়োজন, যুদ্ধে মৃত্যু শ্রেয়ঃ এবং তীর্থে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, আমারও তাহাই হইতেছে, হতভাগ্য ব্যক্তির ন্যায় আমার পথেও ত মৃত্যু হইতে পারিত, কিন্তু আমি ভাগীরথীতে দেহত্যাগ করিতেছি, ইহাতেও আমি মূঢ়ের ন্যায় কেন চিন্তান্বিত হইতেছি। ১২৭-১২৮! আমার এই চর্ম্মাস্থিময় দেহের এই স্থানে নিধন হইলে, নিশ্চয়ই তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে। ১২৯। এই প্রকার চিন্তাশীল সেই ব্রাহ্মণের পীড়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল, তাহাতে কোটী বৃশ্চিক দংশন করিলে, যে যাতনা হয়, শিবশর্ম্মাও তাদৃশ যাতনা পাইতে লাগিলেন এবং তিনি কে, কোথায় আছেন এ সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ দিন অতি-

বাহিত হইলে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন, বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য গরুড়ধ্বজ রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩০—১৩২। অতি বিস্তৃত সেই রথের উপর, স্বর্ণবর্ণ কৌশেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য কন্যা, সহস্র চামর হস্তে অবস্থিত ছিল, আর পুণ্যশীল ও সুশীল নামে দুইটী বিষ্ণুর অনুচর, প্রসন্ন বদনে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজিত ছিল এবং সেই রথ চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাসমূহের দ্বারা মণ্ডিত ছিল। সেই ব্রাহ্মণ, পীতবসন ও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এবং দিব্য ভূষণে বিভূষিত হইয়া, সেই রথে আরোহণকরতঃ আকাশপথ অলঙ্কৃত করিলেন। ১৩৩—১৩৫।

অষ্টম অধ্যায়

—*—

যমলোক-বর্ণন।

লোপামুদ্রা কহিলেন, হে জীবিতেশ! পুণ্যপুরীর এই সমস্ত পুণ্যজনক কথা আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হে বিভো! দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্মা, মুক্তিক্ষেত্র মায়াপুরীতে শরীর ত্যাগ করিয়াও কি নিমিত্ত মুক্ত হইলেন না, তাহা কীর্ত্তন করুন। ১-২।

অগস্ত্য কহিলেন, হে প্রিয়ভাষিণি! এই সমস্ত পুরীতে সাক্ষাৎ মুক্তি হয় না। পূর্ব্বে এই বিষয়েই এক ইতিহাস আমি শুনিয়াছি, উহা পুণ্যশীল ও সুশীল নামে বিষ্ণু-গণদ্বয় শিবশর্ম্মাকে বলিয়াছিলেন, হে কান্তে! বিচিত্র অর্থযুক্ত ও পাপবিনাশন সেই কথা শ্রবণ কর। (শিবশর্ম্মা রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে, পথে বিষ্ণু-গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন)। ৩-৪।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে পবিত্র ও কমললোচন বিষ্ণুগণ! আমি যোড়হস্তে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি আপনাদের নাম জানি না, তথাপি আপনাদের আকৃতি দেখিয়া বোধ করিতেছি, আপনারা দুইজন পুণ্যশীল ও সুশীল নামে অভিহিত হইতে পারেন। ৫-৬।

বিষ্ণু-গণদ্বয় বলিলেন, ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ভবাদৃশ জনের কিছুই অজ্ঞাত নাই, আপনি যাহা বলিলেন, উহাই আমাদের নাম। অপর যদি কিছু আপনার জিজ্ঞাস্য

থাকে, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা জিজ্ঞাসা করুন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমরা আনন্দের সহিত তাহার উত্তর প্রদান করিব। বিষ্ণু-গণের অতি প্রীতিকর ও হৃদয়গ্রাহী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৭-৯।

দিব্যমূর্ত্তিধারী ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা বলিলেন, এই যে স্থান দেখা যাইতেছে, যাহার সৌন্দর্য্য অতি অল্প এবং যাহাতে পাপিগণ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম কি? আর ইহাতে এই যে, বিকৃতাকার জীবগণ বাস করিতেছে, ইহারাই বা কে? তাহা আমাকে বলুন। ১০।

গণদ্বয় বলিলেন, হে সখে! ইহা পিশাচলোক, এখানে মাংসাশীগণ বাস করে। যাহারা দান করিয়া অনুতাপ করে, যাহারা প্রথমে অস্বীকার করিয়াও পরে দান করে এবং যাহারা প্রসঙ্গাধীন একবারমাত্র অভক্তিসহকারেই মহাদেবের পূজা করে, অশুদ্ধচিত্ত সেই সমস্ত ব্যক্তি, অল্প পুণ্যভাগী ও অল্প সম্পত্তিশালী হইয়া, এইস্থানে পিশাচরূপে অবস্থান করিতেছে।

শিবশর্ম্মা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, আর একটী লোক দর্শন করিলেন, সেই লোক হৃষ্টপুষ্ট গুহ্যকসমূহে পরিবৃত, তাহাদের উদর বৃহৎ, বক্ত্র স্থূল, কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর এবং তাহাদের অঙ্গ শ্যামবর্ণ ও লোমযুক্ত। তখন শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গণদ্বয়! উহা কোন্ লোক এবং কি পুণ্যে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? ১১-১৪।

গণদ্বয় বলিলেন, গুহ্যকগণের এই লোক এবং তাহারাই এখানে বাস করে, পৃথিবীতে যাহারা ন্যায়পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, গোপন করিয়া রাখে, যাহারা স্বীয় কুলমার্গে অবস্থান করে ও ধনাঢ্য এবং শূদ্রপ্রায় ও বহু কুটুম্বযুক্ত হয় এবং যাহারা ক্রোধ ও হিংসারহিত হয়, এবং সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যাহারা তিথি, বার, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিন এবং অধর্ম্ম বা ধর্ম্মের কোন তত্ত্ব জানে না, সর্ব্বদা সুখে থাকে এবং নিজকুলে যে ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া আসিতেছে, কেবল তাহাকেই জানে, তাহাকেই গোদান করে এবং তাহার বাক্য মান্য করে, সেই সমস্ত লোক সেই পুণ্যবলে এখানেও সমৃদ্ধিশালী হইয়া গুহ্যক-রূপে অবস্থানকরতঃ দেবগণের ন্যায় অকুতোভয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করে।

তৎপরে শিবশর্ম্মা নয়নের প্রীতিকর আর একটী লোক দর্শন করিয়া, গণ-দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ লোক এবং কাহারাই বা এখানে বাস করি-তেছে, তাহা বলুন! ১৫-২০।

গণদ্বয় বলিলেন, ইহা গন্ধর্ব্বলোক, শুভব্রত গন্ধর্ব্বগণ এখানে বাস করেন,

ইহাঁরাই দেবতাদের গায়ক, চারণ ও স্তুতিপাঠক। যাহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে অতি নিপুণ ও ধনলোভে মোহিত হইয়া, গানের দ্বারা নৃপতিগণকে সন্তুষ্টকরতঃ এবং অন্যান্য ধনিগণের স্তব করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্ত্র, অর্থ ও কর্পূরাদি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করে এবং সর্ব্বদাই যাহারা গান করে, যাহাদের মন গন্ধর্ব্ববেদেই সংসক্ত থাকে, আর যাহারা কেবল নাট্য-শাস্ত্রেই পরিশ্রম করে, গীতবিদ্যার দ্বারা ধন অর্জ্জন করিয়া, দানকরতঃ ব্রাহ্মণগণের পরিতোষনিবন্ধন, তাহাদের যে পুণ্যলাভ হয়, সেই পুণ্যবলে তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে আসিয়া বাস করে। গীত-বিদ্যার প্রভাবেই দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুলোকে মান্য এবং মহাদেবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তুম্বুরু ও নারদের তুল্য ব্যক্তি, দেবগণের মধ্যেও অতি দুর্লভ! কারণ সাক্ষাৎ মহাদেবই নাদরূপী, ইহাঁরা দুই জনেই বিশেষরূপে নাদতত্ত্ব অবগত আছেন। যদি মহাদেব কিম্বা বিষ্ণুর নিকট কখন গান করা যায়, তাহার ফলে মুক্তি হয় বা আমাদের সহিত তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে পারা যায়। গীতজ্ঞ ব্যক্তি যদি গানের দ্বারা মুক্ত না হয়, তথাপি সে রুদ্র কিম্বা বিষ্ণুর অনুচর হইয়া, তাঁহাদের সহিত সুখে অবস্থান করে, এই কথাই সর্ব্বদা এখানে লোকে গান করিয়া থাকে। অতএব গানের দ্বারা সর্ব্বদা হরি কিম্বা হরের পূজা করা উচিত। এই সমস্ত শুনিতে শুনিতে অন্য এক মনোহর লোকে উপস্থিত হইয়া, সেই ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কোন্ লোক। ২১-৩১।

গণদ্বয় কহিলেন, ইহা বিদ্যাধরলোক, এখানে বিদ্যাবিশারদগণ বাস করেন, যাঁহারা বিদ্যার্থীগণকে অন্ন, পাদুকা, বস্ত্র, কম্বল, ঔষধ ও পথ্য প্রদান করেন এবং নানা প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করান, আর যাঁহারা বিদ্যার অভিমান করেন না এবং শিষ্যগণকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করেন, যাঁহারা ধর্ম্মের উদ্দেশে বস্ত্র, তাম্বূল ও অন্নাদির সহিত অলঙ্কৃত কন্যার বিবাহ প্রদান করান এবং সকামী হইয়া অভীষ্ট দেবতার নিত্য অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সেই পুণ্যে এখানে বিদ্যাধর-মূর্ত্তিতে বাস করেন। এই সমস্ত কথা হইতেছে এমত সময়ে সংযমনীপুরীর অধিপতি ধর্ম্মরাজ যম আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল, ধর্ম্মরাজ সৌম্য-মূর্ত্তি এবং ধর্ম্মজ্ঞব্যক্তি বেষ্টিত হইয়া, বিমানোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তিন চারিজন সেবাপটু ভৃত্য তাঁহার সহিত ছিল। ৩২-৩৭।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্মন্! তুমি অতিশয় সাধু, কারণ

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সমুদয় কর্ম্মই তুমি সম্পাদন করিয়াছ। প্রথমতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তদনন্তর গুরুকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ-শাস্ত্র দেখিয়া ধর্ম্ম কি তাহা জানিয়াছ, মুক্তিপুরীতে স্নান করিয়া, আশু বিনশ্বর শরীর পবিত্র করিয়াছ, ইহ ও পরকালের বিষয়ে তুমিই একমাত্র জ্ঞাতা। ৩৮-৪০। দেহ সর্ব্বদা পূতিগন্ধময় এবং অশুচির আধার, তীর্থভ্রমণে সেই দেহকে তুমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়াছ। এই জন্যই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পাণ্ডিত্যের আদর করিয়া থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ক্ষণকালও বৃথা অতিবাহিত করেন না। ৪১-৪২। প্রাণিগণ পাঁচ বা ছয় নিমেষপরিমিত কালমাত্র, মর্ত্ত্যলোকে জীবনধারণ করে, এই অল্পকালের জন্য কাহারও কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। শরীর নষ্ট হইবে ইহা নিশ্চয়, নিধনকালে ধন দ্বারা রক্ষা পায় না, অতএব মূঢ় ব্যক্তি, তোমার ন্যায় সৎকার্য্য করিতে কেন না চেষ্টা করে? ৪৩-৪৪। আয়ুঃ শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া যায় এবং সংসারও শোকসমাকুল, সুতরাং ধার্ম্মিকগণের তোমার ন্যায় ধর্ম্মে মতি রাখা উচিত। ৪৫। তোমার ও আমার পূজনীয়, এই ভগবদ্ভক্তদ্বয় তোমার সখা হইয়াছেন, ইহাই তোমার সৎকর্ম্মের ফল। তুমি বল, আমি তোমার কি সাহায্য করিব, তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমিই আমার করিলে, তোমারই জন্য এই বিষ্ণুগণদ্বয়কে দর্শন করিয়া, আজ আমি ধন্য হইলাম, বৈকুণ্ঠনাথকে আমার প্রণতি জানাইও। ৪৬-৪৮। তদনন্তর বিষ্ণুগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যম নিজ পুরীতে গমন করিলে, শিবশর্ম্মা পুনরায় গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৯।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, ইনিই কি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, ইহাঁর আকৃতি ত অতি সুন্দর, আর ইহাঁর কথাগুলিও ধর্ম্মযুক্ত এবং মনঃপ্রীতিকর। সংযমনী নামে এই সুন্দর পুরী কি ইহাঁরই, ইহাঁরই নাম শুনিয়া কি পাপীগণ ভীত হইয়া থাকে। মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ যমের রূপ অন্য প্রকার বর্ণন করিয়া থাকেন, অথচ আমি ইহাঁকে অন্যরূপ দর্শন করিলাম, হে বিষ্ণুগণ! ইহার কারণ কি, তাহা আমাকে বলুন। কাহাদের যমলোক দর্শন করিতে হয় না এবং কাহারাই বা তথায় বাস করে, আর আমি ইহাঁকে যেমন দেখিলাম, ইহাই ইহাঁর রূপ, অথবা ইহাঁর অন্য কোন রূপ আছে, তাহাও বলুন। ৫০-৫৩।

গণদ্বয় কহিলেন, হে সৌম্য! শ্রবণ কর, তোমার ন্যায় ব্যক্তিগণই ইহাঁকে সৌম্যরূপে দর্শন করিতে পারে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের নিকটই ইনি ধর্ম্মমূর্ত্তি, পাপীর নিকট, ইহাঁর চক্ষু পিঙ্গল ও ক্রোধে রক্তবর্ণ, বদন, দন্তসমূহ দ্বারা ভীষণ এবং

ইহাঁর রসনা বিদ্যুতের ন্যায় লক্লক্ করিয়া থাকে, আর ইনি ঊর্দ্ধকেশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ, ইহাঁর স্বর প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, ইহার হস্তে সর্ব্বদা কালদণ্ড উদ্যত থাকে এবং সর্ব্বদাই ইহাঁর মুখ ভ্রুকুটীভঙ্গীতে কুটীল থাকে এবং ইনি সর্ব্বদা সেই ভয়ঙ্কর স্বরে নিজ দূতগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, হে দুর্দম! অমুককে আনয়ন কর, অমুককে পাতিত কর, অমুককে বন্ধন কর, অমুককে মুক্ত কর, অমুকের মস্তকে কঠিন লৌহাঘাত করিয়া দুর্বৃত্তকে বিনাশ কর, অমুক দুর্বৃত্তের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া, উহাকে পাথরে আছাড় দাও, অমুকের গলায় পা দিয়া উহার চক্ষু উপড়াইয়া ফেল, ইহার উৎফুল্ল কপোলের অধোভাগ শীঘ্র ক্ষুর দিয়া কাটিয়া ফেল, অমুকের গলায় দড়ি বাঁধিয়া উহাকে বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ, করাতের দ্বারায় যেমন কাষ্ঠ ছেদন করা যায়, সেইরূপে অমুকের মস্তক ছেদ কর, দারুণ পদাঘাত করিয়া, অমুকের মুখ চূর্ণ করিয়া ফেল, পরস্ত্রীধর্ষক এই পাপীর হস্ত ছেদন কর, এ মানব পরস্ত্রী-গৃহে গমন করিত, ইহার পাদদ্বয় ছেদন কর, এ ব্যক্তি পরস্ত্রীর অঙ্গে নখাঘাত করিয়াছিল, এই দুরাত্মার রোমকূপ-সমূহে সূচী দ্বারা বিদ্ধ কর, এই ব্যক্তি পরস্ত্রীর মুখ আঘ্রাণ করিয়াছিল, ইহার মুখে থুথু দেও, এ ব্যক্তি পরের নিন্দা করিত, ইহার মুখে তীক্ষ্ণ কীল ক্ষেপন কর। হে বিকটবক্ত্র! এই ব্যক্তি পরকে সন্তাপিত করিত; ইহাকে তপ্ত বালুকাময় কটাহ-মধ্যে ছোলার ন্যায় ভর্জন কর। হে ক্রূরলোচন! বিনাদোষে এ ব্যক্তি পরের দোষ কীর্ত্তন করিত; পূয ও শোণিতময় কর্দ্দমে ইহার মুখ ডুবাইয়া রাখ। হে উৎকট! এ ব্যক্তি পরের অন্ন ও ধন গ্রহণ করিত, ইহার হস্তে তৈল মাখাইয়া তপ্ত অঙ্গার মধ্যে দগ্ধ কর। হে ভীষণ! যাহারা গুরুর ও দেবগণের নিন্দা করিত, তাহাদের মুখে উত্তপ্ত লৌহশলাকা নিক্ষেপ কর। ৫৪-৬৭। এই ব্যক্তি পরের মর্ম্মবিদ্ধ করিত ও পরের ছিদ্র প্রকাশ করিত, ইহার প্রত্যেক সন্ধিস্থলে তপ্ত লৌহময় শঙ্কু রোপণ কর, যে ব্যক্তি অন্যকে দান করিতে দেখিয়া, নিবারণ করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি পরের বৃত্তিচ্ছেদ করিয়াছে, হে দুর্মুখ! তাহাদের জিহ্বা ছেদন কর। হে ক্রোড়াস্য! যে ব্যক্তি দেবতার দ্রব্য গ্রাস করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্রব্য ভোজন করিয়াছে, তাহাদের উদর বিদীর্ণ করিয়া, বিষ্ঠা ও কৃমিসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ কর। ৬৮-৭০। হে অন্ধক! যে ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ বা অতিথির জন্য পাক না করিয়া, কেবল আপনার জন্য পাক করিয়াছে, তাহাকে কুম্ভীপাক নামক নরকে নিক্ষেপ কর। ৭১। হে উগ্রাস্য! শিশুহন্তা, বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে শীঘ্র

রৌরব ও মহারৌরব নামক নরকে লইয়া যাও, এবং ব্রহ্মঘাতীকে অন্ধতামস্রে, মদ্যপায়ীকে পূয়-শোণিতে, স্বর্ণ-চৌরকে কালসূত্রে, গুরু-তল্পগামীকে অবীচি নামক নরকে, আর যে ব্যক্তি এক বর্ষকাল তাহাদের সংসর্গ করিয়াছে, হে দুদংষ্ট্র! সেই সমস্ত মহাপাতকীগণকে, তপ্ত-তৈলকটাহে বারম্বার ডুবাইয়া, এক কল্পপর্য্যন্ত বাস করাও, এবং দ্রোণ-কাকগণ, লৌহের ন্যায় কঠিন তুণ্ডের দ্বারা সর্ব্বদা সেই পাপীগণকে তাড়না করুক। ৭২-৭৫। হে কূট! স্ত্রী, গো এবং মিত্রঘাতীকে উপরে পা ও নীচের দিকে মস্তক করিয়া, শাল্মলীবৃক্ষে চিরকাল লম্বিত করিয়া রাখ। হে মহাভুজ! ঐ ব্যক্তি বন্ধুর পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তুমি দণ্ডের দ্বারা উহার চর্ম্মচ্ছেদ কর এবং শীঘ্র উহার বাহুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেল। যে ব্যক্তি অগ্নি দিয়া পরের ক্ষেত্র বা গৃহ দাহন করিয়াছে, তাহাকে জ্বালাকাল নামে ঘোর নরকে নিক্ষেপ কর। যে মানব মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে, আর যে ব্যক্তি মানকূট ও যে ব্যক্তি তুলাকূট, তাহাদিগকে কণ্ঠ নিষ্পীড়ন করিয়া, কালকূট নামক নরকে নিক্ষেপ কর। ৭৬-৭৯। যে মানব তীর্থজলে থুথু ফেলিয়াছে, তাহাকে লালাপিব নামক নরকে, যে মনুষ্য গর্ভহত্যা করিয়াছে, তাহাকে আমপাক নামক নরকে, আর যে ব্যক্তি পরকে শ্লেষ প্রদান করিয়াছে, তাহাকে শূলপাক নামক নরকে নিক্ষেপ কর। ৮০। যে ব্রাহ্মণ রস বিক্রয় করিয়াছে, তাহাকে ইক্ষুযন্ত্রে পেষণ কর। যে রাজা প্রজাগণকে পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষেপ কর। হে হলায়ুধ! যে ব্রাহ্মণ হইয়া, গো, তিল, অশ্ব, সম্বিদা ও সুরা বিক্রয় করিরাছে, বৈশ্যতুল্য সেই দ্বিজাধমকে, উদুখলে মুষলের দ্বারা বারম্বার পীড়ন কর। যে শূদ্র ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছে, হে দীর্ঘগ্রীব! তাহাকে অধোমুখ নামক নরকে লইয়া গিয়া পীড়ন কর। যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে জয় করিয়াছে, আর যে বৈশ্য আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করিয়াছে, যে ক্ষত্রিয় যাজকতা করিয়াছে এবং যে ব্রাহ্মণ বেদবিবর্জ্জিত, আর যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবণ, মাংস, তৈল, বিষ, ঘৃত, অস্ত্র ও ইক্ষুবিকার বিক্রয় করিয়াছে, হে পাশপাণে! এবং কশাপাণে! দৃঢ়রূপে পদ-বন্ধনকরতঃ কশাঘাত করিতে করিতে ইহাদিগকে তপ্ত-কর্দ্দম নামক নরকে লইয়া যাও। ৮১-৮৭। কুলঘাতিনী এই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে, তপ্তলৌহময় সেই উপপতির সহিত শীঘ্র আলিঙ্গন করাও। ৮৮। যে মানব স্বয়ং নিয়ম গ্রহণকরতঃ অজিতেন্দ্রিয় হইয়া, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই দুরাধর্ষকে বহু ভ্রমরদংশক নামক নরকে লইয়া যাও। দূর হইতে পাপীগণ

যমের এই সমস্ত কথা শুনিতে পায় এবং তাহারাই তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া থাকে।

যে সমস্ত নৃপতি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং ধর্ম্মতঃ দণ্ডপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই যমের সভাসদ্ হইয়া আছেন। ৮৯-৯১। আর যে সমস্ত নৃপতিগণের রাজ্যে, চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও আশ্রমবাসীগণ স্ব স্ব ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন, সেই সমস্ত রাজগণও, কালে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া, যমরাজের সভাসদ্‌রূপে অবস্থান করিতেছেন। ৯২। যাঁহাদের রাজ্যে, কোন ব্যক্তিকেই দরিদ্র, দুর্ব্বৃত্ত, আপদ্‌গ্রস্ত বা শোকান্বিত দেখা যাইত না, সেই সমস্ত নৃপতিগণও ইহাঁর সভাসদ্। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ, সর্ব্বদা স্বধর্ম্মে নিরত থাকিতেন, তাঁহারা ও অন্যান্য সংযমশীল মনুষ্যগণ, এই সংযমনী পুরীতে বাস করিয়া থাকেন।৯৩-৯৪। উশীর, সুধন্বা, বৃষপর্ব্বা, জয়দ্রথ, রজি, সহস্রজিৎ, কুক্ষি, দৃঢ়ধন্বা, রিপুঞ্জয়, যুবনাশ্ব, দন্তবক্ত্র, নাভাগ, রিপুমঙ্গল, করন্ধম, ধর্ম্মসেন, পরমর্দ্দ, পরান্তক, এই সমস্ত নীতিমার্গানুসারি এবং অন্যান্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারশীল নৃপতিগণ, ধর্ম্মরাজের সুধর্ম্মা নাম্নী সভাতে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৯৫-৯৭।

যাহারা, যমরাজ এবং দণ্ড-পাশধারী তাঁহার দূতগণকে দর্শন করেন না, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যমরাজ স্বীয় দূতগণকে সর্ব্বদা এইরূপে সতর্ক করিয়া থাকেন যে, "হে গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরে, মুরারে, শম্ভো, শিবেশ, শশিশেখর, শূলপাণে, দামোদর, অচ্যুত, জনার্দ্দন, বাসুদেব, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে। ৯৮-৯৯। গঙ্গাধর, অন্ধকরিপো, হর, নীলকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, কৈটভরিপো, কমঠ, অব্জপাণে, ভূতেশ, খণ্ডপরশো, মৃড়, চণ্ডিকেশ, এই সকল পবিত্র নাম, যাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে। ১০০। বিষ্ণো, নৃসিংহ, মধুসূদন, চক্রপাণে, গৌরীপতে, গিরিশ, শঙ্কর, চন্দ্রচূড়, নারায়ণ, অসুরনিবর্হণ, শার্ঙ্গপাণে, এই পবিত্র নামসমূহ, যাহারা সতত ধ্যান করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে। ১০১। মৃত্যুঞ্জয়, উগ্র, বিষমেক্ষণ, কামশত্রো, শ্রীকান্ত, পীতবসন, অম্বুদনীল, সৌরে, ঈশান, কৃত্তিবসন, ত্রিদশৈকনাথ, এই সমস্ত নাম যাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে। ১০২। লক্ষ্মীপতে, মধুরিপো, পুরুষোত্তম, আদ্য, শ্রীকণ্ঠ, দিগ্বসন, শান্ত, পিনাকপাণে, আনন্দকন্দ, ধরণীধর, পদ্মনাভ, এই সমস্ত পবিত্র নাম, যাহারা সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৩। সর্ব্বেশ্বর,

ত্রিপুরসূদন, দেবদেব, ব্রহ্মণ্যদেব, গরুড়ধ্বজ, শঙ্খপাণে, ত্র্যক্ষ, উরগাভরণ, বালমৃগাঙ্কমৌলে, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৪। শ্রীরাম, রাঘব, রামেশ্বর, রাবণারে, ভূতেশ, মন্মথরিপো, প্রমথাধিনাথ, চাণূরমর্দ্দন, হৃষীকপতে, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহারা সর্ব্বদা করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৫। শূলিন্, গিরীশ, রজনীশকলাবতংস, কংসপ্রণাশন, সনাতন, কেশিনাশ, ভর্গ, ত্রিনেত্র, ভব, ভূতপতে, পুরারে এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহারা স্মরণ করিয়া থাকে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৬। গোপীপতে, যদুপতে, বসুদেব-সূনো, কর্পূরগৌর, বৃষভধ্বজ, ভালনেত্র, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ, ধর্ম্মধুরীণ, গোপ, এই পবিত্র নামসমূহ, যাহারা স্মরণ করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৭। স্থাণো, ত্রিলোচন, পিনাকধর, স্মরারে, কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধ, কমলাকর, কল্মষারে, বিশ্বেশ্বর, ত্রিপথগাদ্রজটা কলাপ, এই পবিত্র নামসমূহ, যাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৮। যে ব্রাহ্মণ অষ্টোত্তর শতাধিক এই সুচারু নামমালা কণ্ঠস্থ করেন, তাঁহাকে যমদর্শন করিতে হয় না, এই নামমালা সুললিত রত্নসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত, হরিহর স্বরূপ ভগবান্ ইহার নেতা, এবং ইহার গুণ অতি দৃঢ়, আর যাহারা হরিহরের চিহ্ন (অর্থাৎ তুলসী রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি) ধারণ করিবে, তাহাদিগকেও দূর হইতে পরিত্যাগ করিও"। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মরাজ যম, নিজ ভৃত্যগণকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করেন। ১০৯-১১০। অগস্ত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি, প্রত্যহ ধর্ম্মরাজ কর্তৃক বিরচিত, এই সুললিত বিষ্ণু ও শিবের নামমালা জপ করে, সে ব্যক্তির সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় এবং তাহাকে আর জননীর স্তন-দুগ্ধ পান করিতে হয় না। হে প্রিয়ে লোপামুদ্রে! শিবশর্ম্মা প্রসন্নবদনে এই সমস্ত সুললিত কথা শ্রবণ করিতে করিতে, সম্মুখে অপ্সরাগণের পুরী দেখিতে পাইলেন। ১১১-১১২।

নবম অধ্যায়।

—*—

অপ্সরা ও সূর্য্যলোক-বর্ণন।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, দিব্য-অলঙ্কারে বিভূষিত এবং দিব্য ভোগসমন্বিত, রূপলাবণ্য এবং সৌভাগ্যসমন্বিত এই স্ত্রীগণ কাহারা ? । ১। গণদ্বয় কহিলেন, ইহারা দেবগণের প্রিয়কারিণী অপ্সরাগণ, ইহারা নৃত্য-গীত এবং বাদ্য বিদ্যায় অতিশয় নিপুণা ; ইহারা কামশাস্ত্রে কুশল, দ্যূতবিদ্যায় সুপণ্ডিত, রস ও ভাবজ্ঞ এবং উচিত বাক্যে বিশেষ চতুরা, ইহারা বহুদেশ ও বহুভাষা জানে, ইহারা রহস্য-বৃত্তান্তে বিশেষ দক্ষ এবং ইহারা দলে দলে অবস্থান করে, ইহারা স্বেচ্ছাচারিণী ও নানাপ্রকার ক্রীড়া ও আলাপ করিতে জানে, ইহারা সর্ব্বদা হাবভাবের দ্বারা যুবকগণের মনোহরণ করিয়া থাকে। উহারা, সমুদ্র-মন্থনে, ত্রিভুবনবিজয়ী কন্দর্পের অস্ত্ররূপে নিঃসৃত হইয়াছিল। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চন্দ্রলেখা, তিলোত্তমা, বপুষ্মতী, কান্তিমতী, লীলাবতী, উৎপলাবতী, অলম্বুষা, গুণবতী, স্থূলকেশী, কলাবতী, কলানিধি, গুণনিধি, কর্পূরতিলকা, উর্ব্বরা, অনঙ্গলতিকা, মদনমোহিনী, চকোরাক্ষী, চন্দ্রকলা, মুনিমনোহরা, গ্রাবদ্রাবা, তপোদ্বেষ্ট্রী, চারুনাসা, সুকর্ণিকা, দারুসঞ্জীবিনী, সুশ্রী, ক্রতুশুল্কা, শুভাননা, তপঃশুল্কা, তীর্থশুল্কা, হিমাবতী, পঞ্চাশ্বমেধিকা, রাজসূয়ার্থিনী, অষ্টাগ্নিহোমিকা এবং বাজপেয় শতোদ্ভবা, প্রভৃতি ষাট্‌হাজার অপ্সরা শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য স্ত্রীগণ এই অপ্সরালোকে বাস করে। কখন ইহাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় না এবং ইহারা স্থির-যৌবনা। ইহারা দিব্য বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধ ব্যবহার করে এবং সর্ব্বদা দিব্য ভোগ-সম্পন্ন থাকে। আর ইহারা স্বেচ্ছাধীন শরীরধারণ করিতে পারে। ২-১৪।

যাহারা মাসোপবাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া, দৈবযোগে ব্রহ্মচর্য্য হইতে এক দুই বা তিনবার স্খলিত হয় সেই সমস্ত স্ত্রীগণ, দিব্যভোগভাগী, রূপও লাবণ্যযুক্ত এবং সর্ব্বকামসমন্বিত হইয়া, এই অপ্সরালোকে বাস করিতেছে। যাহারা সাঙ্গকাম্যব্রতসমূহের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হয়, তাহারা এস্থানে আসিয়া দেবগণের ভোগ্য হয়, যে সমস্ত নারী পতিব্রতা-ব্রতধারণ করিয়া, বলপূর্ব্বক পরপুরুষকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, কদাচিৎ পতিবুদ্ধিতে তাহার সহিত সহবাস করে; হে দ্বিজ। এই তাহারা অবস্থান করিতেছে। ১৫-১৮। পতির

মৃত্যু হইলে, যাহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া, দৈবাৎ একবারমাত্র ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হয়, এই সেই স্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছে। ১৯। হে দ্বিজোত্তম! যে স্ত্রী, ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে পূজা করিয়া, নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম, উত্তম-গন্ধযুক্ত-চন্দন, সুগৌর-কর্পূর, সূক্ষ্ম-বস্ত্র, পরিপক্ক উত্তম তাম্বূল এবং তাহার উপকরণ সমস্ত, বিচিত্র আভরণ ও সুসজ্জিত শয্যা প্রভৃতি কাম্যদ্রব্য, প্রত্যেক সংক্রান্তি বা প্রত্যেক ব্যতিপাতযোগ-উপলক্ষে, এক বৎসর কাল "হে কামরূপি-দেব প্রীত হউন" এই কথা বলিয়া, মন্ত্রউচ্চারণ করিয়া দান করে, সেই স্ত্রী-অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া, এক কল্প পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করে। যদি কোন স্ত্রী অবিবাহিতাবস্থায়, কোন পুরুষকর্ত্তৃক ভুক্তা হইয়া, তদবধি সেই পুরুষকে দেবতাস্বরূপ জানিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেই স্ত্রী, যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য ভোগভাগিনী হইয়া, দিব্য-মূর্ত্তিতে এই লোকে অবস্থান করে। ২০—২৭।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্মা, অপ্সরালোক প্রাপ্তির এই সমস্ত উপায় শ্রবণ করিতে করিতে বিমানে আরূঢ় হইয়া, অল্পক্ষণেই সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সূর্য্যলোক, চতুর্দ্দিকে কদম্বপুষ্পের কেশরের ন্যায়, সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ২৮-২৯। শিবশর্ম্মা দূর হইতে সূর্য্যকে জানিতে পারিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন ও দেখিলেন, সূর্য্য দুইটী লীলাপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার রথ নয়-সহস্র যোজন বিস্তৃত ও একচক্রবিশিষ্ট, তাহাতে সাতটী অশ্ব যোজিত রহিয়াছে এবং অরুণ তাহাদের রশ্মি ধারণ করিয়া, রথোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ, ও রাক্ষসগণ রথোপরি অবস্থান করিতেছে। ৩০-৩২। সূর্য্যদেবও, ভ্রূভঙ্গের দ্বারা শিবশর্ম্মার প্রণতি গ্রহণ করিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে অতিদূর নভোমার্গ অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। ৩৩। সূর্য্যদেব দূরে গমন করিলে শিবশর্ম্মা সানন্দে ভগবদ্‌ভক্ত গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, (শিবশর্ম্মা কহিলেন) কি উপায়ে এই সূর্য্যলোকে আগমন করা যায়, তাহা আমাকে বলুন। একত্র সপ্তপদ গমন করিলেই, সাধুদিগের পরস্পর মিত্রতা হইয়া থাকে, আপনারা সেই মিত্রতাপ্রযুক্ত এই বিষয় কীর্ত্তন করুন। ৩৪—৩৫।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহামতি দ্বিজ! শ্রবণ কর, তোমার নিকট আমাদের কিছুই অব্যক্ত নাই, সাধুলোকের সঙ্গেই সাধুগণের সৎকথালাপ হইয়া থাকে। ৩৬। যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ন্তা ও একমাত্র কারণ, যাঁহার নাম ও গোত্র নাই, যিনি

রূপাদি বিবর্জ্জিত, যাঁহার কটাক্ষে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বান্তর্যামী বেদপুরুষ সর্ব্বদা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, এই আদিত্যের মধ্যে যে পুরুষ অবস্থান করেন, আমিই তিনি, যাহারা আমাকে ছাড়িয়া অন্যকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণ এই বেদবাক্যের যথার্থ তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত সেই পরম-পুরুষেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। ৩৭-৪০। যে ব্যক্তি গায়ত্রী উপদেশ লইয়া, একসপ্তাহ কাল ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ না করে, সে পতিত হয়। প্রাতঃকালে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অর্দ্ধোদিত না হন, তাবৎকাল দাঁড়াইয়া গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা করিবে এবং সায়ংকালে যে পর্য্যন্ত তারকা না দেখা যায়, তাবৎকাল আসনে উপবেশনকরতঃ মৌন হইয়া, গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনা করিবে। আর মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া, গায়ত্রী জপের সহিত সন্ধ্যা করিবে, কখনই যেন কাল-লোপ না হয়, এইজন্য কালের প্রতীক্ষা করিবে। ৪১-৪৩। কালেতেই ওষধিগণ ফলবান্ হয়, কালেতেই পাদপসমূহ পুষ্পিত হয়, কালেতেই মেঘসমূহ বর্ষণ করিয়া থাকে, অতএব যে ক্রিয়ার জন্য যে কাল বিহিত হইয়াছে, কখন তাহা লঙ্ঘন করিবে না সূর্য্যদেব উদয় এবং অস্তকালে, মন্দেহ নামক রাক্ষসের দেহ বিনাশের জন্য, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উৎসৃষ্ট জলাঞ্জলিত্রয় অভিলাষ করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যের উদ্দেশে, গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সেই জলাঞ্জলি-ত্রয় প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিভুবন-দানের ফললাভ হয়। ৪৪-৪৬। যদি, যথাকালে সূর্য্যের উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা তিনি প্রদান করেন না?। সূর্য্যের উপাসনায়, আয়ুঃ আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, পশু, মিত্র, পুত্র, কলত্র, বিবিধ ক্ষেত্র, অষ্টবিধ ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৭-৪৮।

হে দ্বিজ! অষ্টাদশ বিদ্যামধ্যে মীমাংসাশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, মীমাংসা হইতেও তর্কশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, এবং তর্কশাস্ত্র হইতেও পুরাণশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ, বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই বেদের আবার উপনিষদ্‌ভাগই শ্রেষ্ঠ, গায়ত্রী সেই উপনিষদ্ হইতেও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রণবযুক্ত গায়ত্রীই দুর্লভ। বেদের মধ্যে কিছুই গায়ত্রী হইতে অধিক বলিয়া পরিগীত হয় নাই, গায়ত্রীর সমান আর কোন মন্ত্র নাই ও কাশীর তুল্য আর কোন স্থান নাই এবং বিশ্বেশ্বরের তুল্য আর শিবলিঙ্গ নাই, ইহা সত্য জানিবে। ৪৯—৫২। গায়ত্রী, সমস্ত বেদের এবং ব্রাহ্মণগণের জননী, যে ব্যক্তি ইহা গান করে, তাহাকে ইনি ত্রাণ করেন, এই জন্যই ইহাঁর নাম "গায়ত্রী"। গায়ত্রী এবং সূর্য্য এই উভয়ে বাচ্যবাচকসম্বন্ধ তন্মধ্যে

এই সূর্য্যদেবই বাচ্য এবং গায়ত্রী ইহাঁর বাচক। ৫৩-৫৪। বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়া, কেবল গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষি না হইয়া, ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করিয়াছেন, এবং গায়ত্রীরই প্রভাবে তিনি নূতন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গায়ত্রী সম্যক্‌রূপে আরাধিতা হইয়া, কোন্ ফল প্রদান না করিয়া থাকেন? ৫৫-৫৬।

বেদপাঠ কিম্বা শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ত্রিকাল গায়ত্রী জপ করিলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়। গায়ত্রীই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, গায়ত্রীই সাক্ষাৎ শিব এবং গায়ত্রীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, এ কারণ গায়ত্রীর "ত্রয়ী" এই নাম হইয়াছে। ৫৭-৫৮। ভগবান্ সূর্য্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবময় এবং তিনিই সমস্ত তেজের রাশি এবং কাল ও কাল-প্রবর্ত্তক। ৫৯। এই সূর্য্যলোক-নিবাসী সারাসার-বিবেচকগণ, সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া, এই বাক্য বলিয়া থাকেন, "এই দেব সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁর জন্ম নাই, ইনিই গর্ভে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করিবেন, ইনিই সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, এবং ইহাঁর মুখ সর্ব্বদিকেই বর্ত্তমান রহিয়াছে"। হে বিপ্র! যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অতন্দ্রিত হইয়া, এই সূর্য্য-সূক্তের দ্বারা সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজঃশালী হইয়া থাকেন। ৬০-৬২।

পুষ্যা, হস্তা, মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে, যে কার্য্য করা যায়, সূর্য্যদেব তাহার ফল প্রদান করেন, কদাচ তাহা অন্যথা হয় না। ৬৩। যে ব্যক্তি, পৌষমাসে রবিবারে সূর্য্যোদয়ের সময় স্নান করিয়া, কাম-ক্রোধবর্জ্জিত-চিত্তে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে, সূর্য্যের উদ্দেশে দান, হোম, জপ এবং পূজা করে, সে ব্যক্তি তেজস্বী ও ভোগশালী হইয়া অপ্সরাগণের সহিত এই সূর্য্যলোকে অবস্থান করে। যে সমস্ত সদাচারী ব্যক্তি মকর, কর্কট, তুলা, মেষ, ধনু, মিথুন, কন্যা, মীন, বৃষ, বৃশ্চিক ও কুম্ভসংক্রান্তিতে মহাদান প্রদান করেন, এবং ঘৃতমিশ্রিত তিলের দ্বারা হোম করেন ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করেন এবং মহাপূজার অনুষ্ঠান এবং মহামন্ত্র জপ করেন, সেই ব্যক্তি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া, এই সূর্য্যলোকে বাস করেন। যাহারা সংক্রান্তিতে সূর্য্যের আরাধনা করেন, তাঁহারা কদাচ দরিদ্র, দুঃখী, ব্যাধিযুক্ত, কুরূপ বা হতভাগ্য হন না। ৬৪-৬৯। সংক্রান্তিতে যাহারা দান কিম্বা তীর্থজলে স্নান করে না এবং কপিলা গোর ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত তিলসমূহের দ্বারা বিশেষ হোম করে না, তাহাদিগকেই জীর্ণবস্ত্রে, বিকৃত আনন ও বিকৃত নয়নে, দ্বারে দ্বারে "দেও দেও" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ৭০-৭১। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-

গ্রহণের সময় যে ব্যক্তি, গুঞ্জাপ্রমাণ কাঞ্চন দান করে, পুণ্যশীল সেই ব্যক্তি, এই সূর্য্যলোকে বাস করে। ৭২। সূর্য্যগ্রহণের সময় সমস্ত জল গঙ্গাজলের সমান, সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সমান এবং সমস্ত দান স্বর্ণদানের সমান হয়। ৭৩। সূর্য্যগ্রহণের সময় যে সমস্ত দান, জপ, হোম, স্নান বা অন্য প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, রবিবারে সংক্রান্তি অথবা সূর্য্যগ্রহণ হইলে, তাহাতে যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, সেই পুণ্যে এই সূর্য্যলোকে বাস হয়। ষষ্ঠী বা সপ্তমীযুক্ত রবিবারে যে সৎক্রিয়া করা যায়, এই সূর্য্যলোকে আসিয়া তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। ৭৪-৭৬। হংস, ভানু, সহস্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, বিশ্বকর্ম্মা, বিভাবসু, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ত্তা, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অংশুমান্, আদিত্য, উষ্ণগু, সূর্য্য, অর্য্যমা, ব্রধ্ন, দিবাকর, দ্বাদশাত্মা, সপ্তহয়, ভাস্কর, অহস্কর, খগ, সূর, প্রভাকর, লোকচক্ষুঃ, গ্রহেশ্বর, ত্রিলোকেশ, লোকসাক্ষী, তমোরি, শাশ্বত, শুচি, গভস্তিহস্ত, তীব্রাংশু, তরণি, সুমহঃ, অরণি, দ্যুমণি, হরিদশ্ব, অর্ক, ভানুমান্, ভয়নাশন, ছন্দোশ্ব, বেদবেদ্য, ভাস্বান্, পূষা, বৃষাকপি, একচক্ররথ, মিত্র, মন্দেহারি, তমিস্রহা, দৈত্যহা, পাপহর্ত্তা, ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রকাশক, হেলিক, চিত্রভানু, কলিঘ্ন, তার্ক্ষ্যবাহন, দিক্পতি, পদ্মিনীনাথ, কুশেশয়কর, হরি, ঘর্ম্মরশ্মি, দুনিরীক্ষ, চণ্ডাংশু এবং কশ্যপাত্মজ, সূর্য্যের এই সপ্ততি সংখ্যক নামের প্রত্যেকের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া, সূর্য্যকে পুনঃপুনঃ অবলোকনকরতঃ জানুদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া, করবীর প্রভৃতি পুষ্প, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা ও অক্ষতঘটিত অর্ঘ্যের সহিত জল-পরিপূর্ণ নির্ম্মল তাম্রপাত্র দুই হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক সেই পাত্র মস্তকের নিকট লইয়া গিয়া, সূর্য্যকে ধ্যানকরতঃ, প্রত্যেক নাম উচ্চারণানন্তর অনন্যচিত্ত এবং অনন্যদৃষ্টিতে, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান এবং প্রত্যেক বার নমস্কার করিলে, মনুষ্য কখন দরিদ্র কিম্বা দুঃখভাগী হয় না এবং বিনা ঔষধে, বিনা বৈদ্যে ও বিনা পথ্য-সেবায়, জন্মান্তরার্জ্জিত ঘোরতর ব্যাধিসমূহ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, আর যথাসময়ে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করে। ৭৭-৯১। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! মহাতেজের আলয় এই সূর্য্যলোকের কিয়দংশ মাত্র কথিত হইল, এই লোকের বিস্তৃত বিবরণ কেই বা জানে?

শিবশর্ম্মা এই সমস্ত পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া গমন করিতে করিতে, ক্ষণমধ্যে মহেন্দ্রের পুরী দেখিতে পাইলেন। ৯২-৯৩।

অগস্ত্য কহিলেন, অপ্সরালোক-বর্ণনের সহিত এই সূর্য্যলোক-বর্ণনকথা শ্রবণ

করিলে, মনুষ্য কখন দরিদ্র হয় না এবং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, বেদপাঠের তুল্য পুণ্যফলদায়ক এই উত্তম কথা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই কথা শ্রবণ করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, এই সূর্য্যলোকে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকে। ৯৪-৯৬।

দশম অধ্যায়।

ইন্দ্র ও অগ্নিলোক-বর্ণন।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, এই যে সম্মুখেই অবস্থিত অতি উৎকৃষ্ট এবং নয়নানন্দ-বিধায়িনী পুরী আমার মনকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে, এই পুরীর কি নাম এবং ইহার অধীশ্বরই বা কে? ১। গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! যাবতীয় তীর্থের ফল একমাত্র তুমিই ভোগ করিতেছ বটে! হে মহাভাগ! এই পুরীর অধীশ্বর সহস্রলোচন ইন্দ্র, হে বিপ্র! পুণ্যবান্ জীব এই লোকে অতি আনন্দে কাল অতিবাহিত করেন, বিশ্বকর্ম্মা অতি মহত্তপোবলে, এই পুরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে বিপ্র! এই নগরীস্থিত অট্টালিকারাজি নানাবিধ স্ফটিকাদি ধবল পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত থাকাতে, দিবাভাগেও এই পুরী চন্দ্রকিরণরাজির প্রভাসমূহেই যেন বিরাজিত থাকে বলিয়া বোধ হয়। ২-৩। অমাবস্যার রাত্রিতেও, উজ্জ্বল কান্তিময় সৌধশ্রেণীর প্রভায় আলোকিত এই পুরীকে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, চন্দ্রমা অমাবস্যাতিথিতে স্বয়ং বিলীন হইয়াও নিজকান্তা জ্যোৎস্নাকে এই পুরীতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। ৪।

এই ইন্দ্রপুরীতে গৃহসকলের ভিত্তি অতি বিশদপ্রভ, স্ফটিকাদি পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত থাকাপ্রযুক্ত, মুগ্ধস্বভাবা-স্ত্রী, গৃহ-প্রবেশকালে ভিত্তি-প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ সপত্নী গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে ইহা ভাবিয়া, আর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করে না। ৫। এই বৈজয়ন্তীধামে অনেক অট্টালিকা নীলমণি দ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং ঐ সকল গৃহের নীলবর্ণ প্রভায় এই নগরী সর্ব্বদা বিচিত্র শোভা পাইতেছে, এই সকল নীলবর্ণমণি-নির্ম্মিত অট্টালিকা-শ্রেণী বিলোকন করিয়া বোধ হয় যেন, অন্ধকার দিবাভাগেও স্বীয় নীলকান্তি,

ঐ সকল গৃহে রক্ষা করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে। ৬। এই নগরীতে চন্দ্রকান্ত মণিরাশি হইতে যে সকল নির্ম্মলবারি ক্ষরিত হয়, লোকসমূহ কলসপূর্ণ করিয়া সেই সকল জল গ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের আর নদী প্রভৃতির জলে অভিলাষ থাকে না। ৭। এই পুরীতে তন্তুবায় অথবা স্বর্ণকারসমূহ বাস করে না, কারণ এখানে একমাত্র কল্পবৃক্ষই সকল লোকের বিচিত্র প্রকার চেলবস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করিয়া থাকে। ৮। এই পুরীতে চিন্তাবিদ্যা-বিশারদ গণকসমূহ বাস করেন না, কারণ পুরীর অধিষ্ঠাত্রী চিন্তামণি-দেবতা, এই পুরীস্থিত নিখিল ব্যক্তিরই সর্ব্বপ্রকার শুভ গণনা করিয়া দেন। ৯। এই পুরীতে রসকর্ম্ম-বিচক্ষণ সূপকারগণ বাস করে না, কারণ একমাত্র কামধেনুই এখানে সর্ব্বপ্রকার রস প্রদান করিয়া থাকেন। ১০। সকল অশ্বগণের মধ্যে, যে অশ্বের উন্নত কীর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে বিখ্যাত, সেই পুরুষপ্রমাণ হইতেও উন্নত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈশ্রবাঃ, এই লোকেই অবস্থান করিতেছে। ১১। গমনশীল স্ফটিকরাশির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ চারিটী দন্তদ্বারা শোভমান করিশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, এইখানেই বিরাজমান, সেই ঐরাবতকে দেখিলে বোধ হয় যেন, দ্বিতীয় কৈলাসগিরিই এখানে শোভা পাইতেছে। ১২। বৃক্ষরত্ন পারিজাত এবং স্ত্রীরত্ন উর্ব্বশী এইখানেই বিরাজমান রহিয়াছে, বনরত্ন নন্দনকানন এবং সকল জলাশয়-সমূহের রত্নভূতা মন্দাকিনীও এইখানে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ১৩। বেদে ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটীসংখ্যক যে সকল দেবগণের বিষয় কীর্ত্তিত আছে, সেই সকল দেবগণ প্রত্যহই, এখানে ইন্দ্রের সেবা করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন। ১৪।

স্বর্গমধ্যে ইন্দ্রপদের তুল্য সৌভাগ্যসূচক আর অন্য কোন পদই নাই। ত্রিলোকমধ্যে যতপ্রকার ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে, ইন্দ্রপদের সহিত সেই সকলের তুলনা হইতে পারে না। ১৫। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল বিনিময় করিলে, যে পদলাভ করিতে পারা যায়, সেই ইন্দ্রপদের সদৃশ সমৃদ্ধিশালী এবং পবিত্র পদ আর কি হইতে পারে? ১৬। বহ্নি, যম, নিঋর্তি, বরুণ, বায়ু এবং কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণের, যথাক্রমে অর্চ্চিষ্মতী, সংযমনী, পুণ্যবতী, অমলাবতী, গন্ধবতী ও অলকেশী নামে যে পুরীসকল বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে কোন পুরীই ঐশ্বর্য্যরাশিতে স্বর্গের সমকক্ষ নহে। ১৭।

ওই দেখ, তোমার সম্মুখে সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহাঁরই নাম শতমন্যু এবং ইহাঁকে লোকে দিবস্পতি বলিয়া থাকে। ১৮। অস্ত সাত্তজন

লোকপাল সর্ব্বদাই ইহার সেবা করিয়া থাকেন, এবং নারদাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্ব সময়েই আশীর্ব্বাদের দ্বারা ইহাকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। ১৯।'' এই দেবরাজ ইন্দ্র স্থিরভাবে অবস্থান করিলে, সকল ভুবনই স্থৈর্য্যলাভ করিয়া থাকে, এই মহেন্দ্রের পরাজয় হইলেই ত্রিলোকও পরাজয় প্রাপ্ত হয়। ২০। কত দনুজ, দৈত্য, মানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, এই ইন্দ্রপদের প্রার্থী হইয়া, উগ্রসংযমের সহিত উৎকট তপস্যা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ২১। এই ইন্দ্রপদের ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছায়, সাগরাদি মহীপালগণ, অনন্ত যত্নসহকারে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ২২। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি, নির্ব্বিঘ্নে একশত অশ্বমেধযজ্ঞের সমাপ্তি করিতে সক্ষম হয়েন, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই অমরাবতীতে ইন্দ্রাণীকে লাভ করিতে পারেন। ২৩। যে সকল মহীপাল নির্ব্বিঘ্নে শত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই অমরাবতীতে বাস করিতেছেন, ভূতলে যে সকল ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও দেহান্তে এই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪। যে সকল ব্যক্তি তুলাপুরুষাদি ষোড়শ প্রকার মহাদান করিতে সমর্থ হন, সেই নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিগণ এই অমরাবতী লাভ করিতে পারেন। ২৫। যাঁহারা সত্যবাক্য বলিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহারা ধৈর্য্যশালী, রণক্ষেত্রে যাঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না ও যাঁহারা যথার্থ পরাক্রমশালী, সেই সকল ভূপতিগণ রণক্ষেত্রে দেহত্যাগান্তে এই অমরাবতীতে আগমন করেন। ২৬। এই অমরাবতীতে যজ্ঞকর্ম্ম-বিশারদ যাজ্ঞিকগণ বাস করিয়া থাকেন। এই অমরাবতীর স্থিতি তোমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ২৭।

এই সম্মুখে অর্চ্চিষ্মতী নাম্নী পুরী শোভা পাইতেছে, অগ্নি এই পুরীর অধীশ্বর, যে সকল ব্যক্তি অগ্নির সেবক এবং সুব্রত, তাঁহারাই দেহান্তে এই পুরীতে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। ২৮। যে সকল স্থিরবুদ্ধি এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ অথবা স্ত্রীগণ অগ্নিপ্রবেশ করেন, তাঁহারা সকলেই দেহান্তে অগ্নির ন্যায় কান্তিলাভ করিয়া এই লোকে বাস করিয়া থাকেন। ২৯। যাঁহারা অগ্নিহোত্রযজ্ঞনিরত, যাঁহারা সাগ্নিকব্রহ্মচারী এবং যে সকল ব্রাহ্মণগণ পঞ্চাগ্নিব্রত করেন, তাঁহারা দেহান্তে অগ্নির ন্যায় তেজঃলাভ করিয়া এই অর্চ্চিষ্মতী পুরীতে বাস করেন। ৩০। যে ব্যক্তি শীতকালে ব্রাহ্মণাদির শীত নিবারণার্থে অগ্নিসেকের জন্য কাষ্ঠভার প্রদান করেন, কিম্বা লৌহাদিনির্ম্মিত অগ্নিপাত্র প্রদান করেন, তিনি দেহান্তে এই পুরীতে অগ্নির নিকটেই অবস্থান করিতে পারেন। ৩১। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অনাথ মৃতব্যক্তির অগ্নিসংস্কার করেন, অথবা নিজে অসমর্থ হইলেও অন্যকে সেই কর্ম্মে

প্রেরণ করেন, সেই ব্যক্তি অগ্নিলোকে অতি সম্মানের সহিত কালযাপন করেন। ৩২। যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি, মন্দাগ্নি ব্যক্তির, জঠরাগ্নি বৃদ্ধির নিমিত্ত আগ্নেয় ঔষধ প্রদান করেন, তিনি বহুকাল এই অগ্নিলোকে বাস করিতে পারেন। ৩৩। যে যজ্ঞের সাধক দ্রব্যনিচয় কিম্বা যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ধন, আপনার সামর্থ্যানুসারে প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি দেহান্তে এই অগ্নিপুরীতে বাস করিতে পারেন। ৩৪।

একমাত্র অগ্নিই ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বোত্তম মুক্তির সাধক, অথবা একমাত্র অগ্নি তাঁহাদের গুরু, দেব, ব্রত এবং তীর্থ। একমাত্র অগ্নির সাহায্যে ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩৫। জগতে যত কিছু অপবিত্র পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই একমাত্র অগ্নির সম্পর্কেই পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, এই জন্যই অগ্নির "পাবক" এই নাম হইয়াছে। ৩৬। যে ব্রাহ্মণ সমগ্র বেদার্থ অবগত হইয়াও, অগ্নিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে কখনই বেদজ্ঞ বলা যায় না। ৩৭। এই অগ্নিদেবই প্রাণীগণের সাক্ষাৎ অন্তরাত্মাস্বরূপ, এই অগ্নিদেব স্ত্রীগণের জঠরমধ্যস্থিত ভক্ষিত মাংসকে পাক করেন কিন্তু তাহাদের কুক্ষিস্থিত জরায়ুমধ্যস্থ জীবকে রক্ষাই করিয়া থাকেন। ৩৮। এই অনল-মূর্ত্তি সকলের প্রত্যক্ষ, মহাদেবের অন্যতম তেজোময়ী মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি বিশ্বসংসারের সৃজন, পালন ও লয় করিতে সমর্থ, জগতে এমন কোন্ পদার্থ আছে, যাহা এই অনলরূপা শাম্ভবীমূর্ত্তির অভাব হইলে অবস্থান করিতে পারে?। ৩৯। এই চিত্রভানু (অগ্নি) সাক্ষাৎ ত্রিভুবনেশ্বর ভগবানের নেত্র-স্বরূপ, এই গাঢ় অন্ধকারময় ভুবনে অগ্নি ভিন্ন আর কোন্ পদার্থ, পদার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতে পারে?। ৪০। ঘৃত-প্রদীপ, নৈবেদ্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং গুড়াদি যত কিছু দেবগণের ভোগের বস্তু আছে, তাহা অগ্নিভুক্ত হইলেই দেবগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন, অতএব সকল দেবই অগ্নির অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ৪১।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, এই অগ্নিদেব কে? এবং ইনি কাহার পুত্র, এবং কি প্রকারেই বা ইনি এই আগ্নেয়পদ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমার নিকটে আপনারা কীর্ত্তন করুন। ৪২। গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ শিবশর্ম্মন্! ইনি কে এবং কি প্রকারে এই অর্চ্চিষ্মতী পুরী লাভ করিতে পারিয়াছেন ও ইনি কাহারই বা তনয়, এই সকল বিষয় আমরা যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৪৩।

পুরাকালে নর্ম্মদাতীরে নর্ম্মপুর নামক এক মনোহরপুরীতে বিশ্বানর নামক এক

জন শিবভক্ত ও পুণ্যাত্মা মুনি বাস করিতেন। ৪৪। ঐ বিশ্বানর মুনি, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিষ্ঠাবান্, সর্ব্বদা যজ্ঞনিরত, অতি পবিত্রস্বভাব এবং শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সেই বশী বিশ্বানরমুনি সর্ব্বথাই ব্রহ্মতেজে নিধিরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ৪৫। অখিল শাস্ত্রের বিজ্ঞাতা এবং লৌকিকশাস্ত্রে বিশারদ মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিশ্বানর, এক দিবস বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যানকরতঃ, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, চারিটী আশ্রমের মধ্যে কোন্ আশ্রমটী সজ্জনগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃস্কর এবং কোন্ আশ্রমটীকে সম্যক্ প্রকারে নিষ্পাদিত করিতে পারিলে, ইহকালে এবং পরকালেও সুখলাভ হইতে পারে। ৪৬-৪৭। এইটী শ্রেয়ঃ অথবা এইটী সুখকর অথবা ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর, এইরূপে প্রত্যেকটীর বিষয় আলোচনা করিয়া, পরে বিশ্বানর গার্হস্থ-আশ্রমেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৪৮। বিশ্বানর স্থির করিলেন যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষুক এই চারি প্রকার আশ্রমিগণেরই, গৃহস্থাশ্রমীই আশ্রয়স্থল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৪৯। দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ এবং তির্য্যগ্‌গণ সকলে একমাত্র গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং গৃহাশ্রমী সকল আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৫০।

স্নান, আহুতিপ্রদান এবং বিধিবিহিত দান না করিয়া যে গৃহস্থ ভোজন করে, সেই গৃহস্থ দেবাদির নিকট ঋণী হইয়া অন্তকালে নরকপ্রাপ্ত হয়। ৫১। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সেই ব্যক্তি মল আহার করে, যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সেই ব্যক্তি পূয ও শোণিতাহারী বলিয়া গণ্য, হোম না করিয়া যে গৃহস্থ ভোজন করে, সে গৃহস্থ কৃমিসমূহ আহার করে, যে ব্যক্তি অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি না দিয়াই স্বয়ং আহার করে, সে ব্যক্তি বিষ্ঠাভোজী তাহাতে আর সংশয় নাই। ৫২। গৃহস্থাশ্রমে যে প্রকার প্রতারণাশূন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে, চঞ্চল ব্রহ্মচারীতে তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য হইবার সম্ভাবনা কি ?। ৫৩। হঠাৎ অথবা লোকভয়ে কিম্বা স্বার্থবশতঃই, যদি কোন ব্রহ্মচারী মনে মনে কোন দূষিত বিষয়ের সংকল্পমাত্রও করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য স্খলিত হয়। ৫৪। পরদারপরিত্যাগী এবং ঋতুকালেই স্বদারনিরত থাকা প্রযুক্ত, ধর্ম্মশীল গৃহস্থই ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ৫৫। যে গৃহস্থের কাম বা ক্রোধ নাই, যিনি রাগ-দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যিনি সাগ্নিক এবং সদার, সেই গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইতেও সম্মানের পাত্র। ৫৬। যে ব্যক্তি কথঞ্চিৎ বৈরাগ্য বশতঃ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, মনে মনে গৃহধর্ম্ম সমূহকে আসক্তির সহিত স্মরণ

করে, সে ব্যক্তির উভয়দিকই ভ্রষ্ট হয়, কারণ সে গৃহস্থও নহে এবং বানপ্রস্থও নহে। ৫৭। যে গৃহস্থ অযাচিত বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এবং যিনি, যে কোন পদার্থেই তুষ্ট থাকেন, সেই গৃহস্থ ভিক্ষুক হইতেও সম্মানের পাত্র। ৫৮। যে পদার্থ বর্ত্তমানে দুর্লভ ও ভবিষ্যতেও যাহা দুষ্প্রাপ্য, যতি যদি সেই পদার্থ ভিক্ষা করেন এবং যদি আহারে সন্তোষ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত হইয়া থাকেন। ৫৯।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিশ্বানর মনে মনে এই প্রকার গার্হস্থ্যধর্ম্মের গুণাগুণ বিচার করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে আপনার যোগ্য, সৎকুলোদ্ভবা এক কন্যার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। ৬০।

বিশ্বানর, ঐ দারপরিগ্রহ করিয়া যথাবিধি অগ্নিসেবা এবং পঞ্চযজ্ঞের বিধান করিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন বেদোক্ত ষট্‌কর্ম্মের বিধান করিয়া দেব, পিতৃ ও অতিথিগণের প্রীতিসাধন করিতে লাগিলেন। ৬১। পরস্পর স্ত্রীপুরুষের অসঙ্কোচে এবং উভয়েরই আনুকূল্যে বিশ্বানর, সংযমসহকারে, যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম অর্জ্জনকরতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৬২। কর্ম্মকাণ্ডবিশারদ, বিশ্বানর, পূর্ব্বাহ্নে দেবকর্ম্ম, মধ্যাহ্নে মনুষ্যারাধনা (অতিথি-সেবনাদি) এবং অপরাহ্নে পিতৃকর্ম্ম শ্রাদ্ধাদি করিতেন।

এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিশ্বানরের পত্নী, সুব্রতা শুচিষ্মতী স্বর্গসাধন স্বকীয় সন্ততির অঙ্কুরমাত্রও অবলোকন করিতে না পাইয়া, নিজ স্বামী বিশ্বানরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই মঙ্গলজনক বাক্য বিজ্ঞাপন করিলেন। ৬৪-৬৫। শুচিষ্মতী কহিলেন, আর্য্যপুত্র! প্রাণনাথ! আর্য্যধিষণ! আপনার চরণার্চ্চনার বলে এই সংসারে আমার কোন পদার্থই দুর্লভ নাই। ৬৬। আর্য্যপুত্র! স্ত্রীগণের অভিলষণীয় যে সকল ভোগ আছে, তাহা আপনার প্রসাদে আমি যথেষ্ট প্রকারে অনুভব করিয়াছি। প্রসঙ্গাধীন সেই সকল ভোগ্য বস্তুর বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথা, মনোহর বস্ত্রনিচয়, সুন্দর গৃহ, শোভন শয্যা, উত্তম পরিচারিকা, মালা, তাম্বুল, অন্ন ও পানীর দ্রব্য, স্বধর্ম্মনিরত সধবা, স্ত্রীগণের এই আট প্রকার ভোগ, আপনার কৃপার আমার সম্পূর্ণরূপে লাভ হইয়াছে। ৬৭-৬৮। হে নাথ! কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা বহুদিন হইতেই মনোমধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং ঐ প্রার্থনার বিষয় পদার্থ, গৃহস্থগণের পাওয়া উচিত, সুতরাং আমার এই প্রার্থনার বিষয়টী আপনার প্রদান করিতে হইবে। ৬৯।

বিশ্বানর কহিলেন, অয়ি প্রিয়হিতৈষিণি! সুশ্রোণি! তোমাকে আমি কোন

পদার্থ না দিতে পারি, অয়ি মহাভাগে! তুমি প্রার্থনা কর আমি অবিলম্বেই তাহা প্রদান করিব। ৭০। হে কল্যাণি! সর্ব্বমঙ্গলকারী মহেশ্বরের প্রসাদে, মর্ত্তে কিম্বা স্বর্গে কোন পদার্থই আমার দুর্লভ নহে। ৭১।

পতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টবদনা পতিব্রতা শুচিস্মতী এইরূপ বলিলেন যে, অয়ি নাথ! আমাকে যদি বর প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে এবং আমিও যদি বরলাভের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে আর অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না, কেবলমাত্র আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি মহেশ্বরসদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারি। ৭২-৭৩।

শুচিস্মতীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশ্বানর ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, অহো! এই আমার স্ত্রী কি অতি দুর্লভ পদার্থের প্রার্থনা করিল! হায় এই বিষয় আমার মনোরথ পথ হইতেও দূরবর্ত্তী, অথবা ইহাই হইবে, সেই বিশ্বনাথ সকলই করিতে পারেন। সেই বিশ্বনাথ শম্ভু-বাক্যস্বরূপে ইহার মুখে অবস্থান করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন, এ বিষয় উপেক্ষা করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম, অতএব ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৭৪-৭৬।

এক-পত্নী-ব্রতে অবস্থিত শ্রীমান্ বিশ্বানরমুনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া, নিজ কান্তা শুচিস্মতীকে কহিলেন, "অয়ি কান্তে! তোমার কামনা সফল হইবে"। ৭৭।

এই প্রকারে নিজ পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, বিশ্বানর মুনি যেখানে সাক্ষাৎ কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, সেই কাশীপুরীতে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৭৮। অনন্তর বিশ্বানরমুনি সত্বর বারাণসীতে আগমনকরতঃ মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া, শত জন্মান্তরের অর্জ্জিত ত্রিবিধ তাপহেতু পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ৭৯। তৎপরে বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ শিবলিঙ্গসমূহকে দর্শন এবং সকল বাপী, কূপ ও সরোবর প্রভৃতি পুণ্য-কুণ্ডে স্নান করিয়া, সকল বিনায়কগণ এবং সকল গৌরীকে প্রণামপূর্ব্বক, পাপভক্ষণনামক কালভৈরবকে পূজা এবং দণ্ডনায়কপ্রমুখ গণসমূহকে যত্নের সহিত স্তুতিকরতঃ, আদিকেশবপ্রমুখ কেশব-মূর্ত্তিসমূহকে পরিতোষিত এবং পুনঃ পুনঃ লোলার্কপ্রমুখ সূর্য্যগণকে প্রণাম করিয়া এবং নিরালস্যভাবে সর্ব্বতীর্থে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদানান্তে, বিশ্বানরমুনি সহস্র যতি ও বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন এবং ষোড়শোপচার-পূজার দ্বারা ভক্তিভাবে মহালিঙ্গ সকলকে অর্চ্চনা করিলেন। ৮০-৮৪।

এই প্রকার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া, বিশ্বানর বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "কোন্ শিবলিঙ্গ সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিতে সক্ষম ? এবং কাহার বা উপাসনা করিলে, আমার এই সন্তানকামনার তপস্যা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে ? ৮৫। শ্রীমদোঙ্কারনাথ, কালেশ, বৃদ্ধকালেশ, কলশেশ্বর, কেদারেশ, কামেশ, চন্দ্রেশ, বা ত্রিলোচন অথবা জম্বুকেশ কিম্বা জেষ্ঠেশ অথবা জৈগীষব্যেশ্বর নামক কোন্ শিবলিঙ্গের উপাসনা করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হইবে ? ৮৬। দশাশ্বমেধেশ্বর, ঈশানেশ্বর, দ্রুমিচণ্ডেশ, দৃক্কেশ, গরুড়েশ, গোকর্ণেশ, গণেশ্বর, ঢুণ্ঢ্যাশাগজসিদ্ধ, ধর্ম্মেশ, তারকেশ্বর, নন্দিকেশ, নিবাসেশ, পত্রীশ, প্রীতিকেশ্বর, পর্ব্বতেশ, পশুপতীশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, বিভাণ্ডেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, মহালক্ষ্মীশ্বর, মরুত্তেশ, মোক্ষেশ, গঙ্গেশ, নর্ম্মদেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, মণিকর্ণীশ অথবা রত্নেশ্বর কিম্বা যোগিনী-পীঠ, ইহার মধ্যে কোনটী, শীঘ্র সাধকগণের সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন। ৮৭-৯২। যামুনেশ, লাঙ্গলীশ, শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরপ্রভু, অবিমুক্তেশ্বর, বিশালাক্ষীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, বরাহেশ, ব্যাসেশ, বৃষভধ্বজ, বরুণেশ, বিধীশ, বসিষ্ঠেশ্বর, শনীশ্বর, সোমেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর, স্বর্লীনেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, হরিকেশেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, মহাদেব, উপশান্তিশিব, ভবানীশ, কপর্দ্দীশ, কন্দুকেশ, মখেশ্বর ও মিত্রাবরুণসংজ্ঞক প্রভৃতি অনন্ত শিবলিঙ্গের মধ্যে কাহার উপাসনা করিলে সত্বর পুত্রলাভ হইতে পারে ?"

এই প্রকারে ক্ষণকাল বিচার করিয়া, সুধী বিশ্বানরমুনি নিশ্চয়পূর্ব্বক কহিলেন, ওঃ এতক্ষণ আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার মনোরথ সফল হইবে। সিদ্ধগণ যে লিঙ্গের সেবা করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই লিঙ্গ আমার স্মৃতিপথে উদয় হইয়াছে। ৯৩-৯৮। যে ক্ষেত্র দর্শন বা স্পর্শ করিলে মনঃ পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়, যেখানে দিবারাত্র পূজনাভিলাষী দেবরাজ আগমন করিবেন বলিয়া, স্বর্গদ্বার সর্ব্বদাই উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। যে ক্ষেত্র পঞ্চমুদ্রাময় মহাপীঠ এবং যেখানে সকল প্রাণীই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, যে ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সিদ্ধিরূপিনী বিকটাদেবী বিরাজমানা এবং যেখানে অবস্থিত, ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নরাশিকে নিরাকরণ করিয়া, বিঘ্নবিনায়ক স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে, বারাণসীপুরীতে পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহে বিভূষিত এক পরম সিদ্ধিক্ষেত্র আছে, তাহা সকল প্রকার সিদ্ধিস্থান হইতে উৎকৃষ্ট। ৯৯-১০২।

সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বীরেশ্বর নামক এক পরম সিদ্ধিদায়ক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান

আছেন, তিনি অতি গুহ্যতম, যগুপি এই কাশীপুরীতে এমন এক তিলান্তর পরিমিত ভূমি নাই, যাহা শিবলিঙ্গ বিরহিত, তথাপি এই বীরেশ্বর লিঙ্গসদৃশ শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ অন্য কোন শিবলিঙ্গই বর্ত্তমান নাই। এই বীরেশ্বর যেমন অন্য সিদ্ধি সত্বর প্রদান করেন, সেইরূপ আশু, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। ১০৩ ১০৪।

এই কাশীক্ষেত্রে বীরেশ্বর যে প্রকার সিদ্ধিদ, সে প্রকার আর কোন লিঙ্গই নহেন, ইহা নিশ্চয়। পঞ্চস্বর নামক গন্ধর্ব্ব, এই বীরেশ্বরের উপাসনা করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১০৫। স্বচ্ছবিদ্য নামে বিদ্যাধর, বসুপূর্ণনামক যক্ষরাজ এবং ভক্তিসহকারে নৃত্যকারিণী কোকিলালাপা এক শ্রেষ্ঠ অপ্সরা, এই বীরেশ্বরে সশরীরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে বেদশিরা নামে কোন একজন ঋষি শতরুদ্রী জপ করিতে করিতে এই মন্ত্রজ্যোতির্ম্ময় বীরেশ্বর-লিঙ্গে সশরীরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমৌলি ও ভরদ্বাজনামক পাশুপত-শ্রেষ্ঠদ্বয়ও বীরেশ্বরের অভ্যর্চ্চনা করিয়া, গান করিতে করিতে এইখানে সশরীরে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শঙ্খচূড় নামক সর্পরাজ স্বীয় ফণামণ্ডল দ্বারা ছয় মাস রাত্রিতে এই বীরেশ্বর লিঙ্গের আরতি করিয়া, সম্যক্‌প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, বেণুপ্রিয় নামক স্বকীয় ভর্ত্তার সহিত কোন কিন্নরী অতি সুস্বরে ইহাঁর স্তুতিগান করিতে করিতে পরম নির্ব্বাণপদবী (মোক্ষ) লাভ করিয়াছেন, এই প্রকার অনন্তসহস্র সিদ্ধগণ এইখানে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। ১০৬-১১১। এই সকল কারণে এই সিদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এই বীরেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধলিঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ১১২। এই বীরেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া, বিদেহজ ভ্রষ্টরাজ্য জয়দ্রথনামা নরপতি, পুনর্ব্বার রিপুগণকে বিনাশপূর্ব্বক অস্খলিতভাবে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১১৩। মগধাধিপতি জিতেন্দ্রিয় বিদুরক্ষনামা ভূপতি অপুত্র হইয়াও, বীরেশ্বরের প্রসাদে পুত্রলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১১৪। এইখানে বসুদত্ত নামা কোন বণিক্ একবৎসরকাল বীরেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া, দেবকন্যাসদৃশ রূপ ও গুণশালিনী এক কন্যা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১১৫। আমিও এখানে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা বীরেশ্বরলিঙ্গের উপাসনা করিয়া, স্ত্রীর অভিলাষানুরূপ পুত্রলাভ করিতে পারিব, ইহা আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে। ১১৬।

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ধৈর্য্যশালী কৃতী বিশ্বানরমুনি, চন্দ্রকূপ জলে স্নানপূর্ব্বক তপস্যার জন্য বিশেষ প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিলেন। ১১৭। বিশ্বানর-

মুনি, প্রথম মাসে দিবসে একবারমাত্র আহার আরম্ভ করিলেন, অনন্তর দ্বিতীয় মাসে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, রাত্রিতে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় মাসে রাত্রিতে আহার এবং আহারের নিমিত্ত ভিক্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া, বিনা প্রার্থনায় প্রাপ্ত অতি সামান্য অন্নেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপ তৃতীয় মাস গমন করিলে, চতুর্থ মাসে অন্নাহার পরিত্যাগ করিলেন। ১১৮। পঞ্চমমাসে কেবলমাত্র দুগ্ধাহার করিয়া, ষষ্ঠ মাসে তাহাও পরিত্যাগকরতঃ শাক ও ফল আহার আরম্ভ করিলেন, এই প্রকার ষষ্ঠমাস অতীত হইলে পর, বিশ্বানর মুষ্টিপরিমিত তিল আহারকরতঃ সপ্তম মাস অতিবাহিত করিয়া, অষ্টমমাসে কেবল জলমাত্র আহার কবিয়া, কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ১১৯। পঞ্চগব্যমাত্র ভক্ষণ করিয়া নবমমাস অতিবাহিতকরতঃ বিশ্বানর, দশমমাসে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিলেন। এই প্রকারে একরূপ নিরাহারে দশমমাস অতিবাহিত করিয়া, তিনি একাদশ মাসে দিনান্তে কুশাগ্রভাগস্থ-জলমাত্র পান করিয়া, দ্বাদশ মাসে সর্ব্ব-প্রকার আহারও পরিত্যাগকরতঃ কেবলমাত্র পর্ণাহারী হইয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১২০।

এই প্রকারে দ্বাদশমাস অতিবাহিত হইলে, ত্রয়োদশ মাসে এক দিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী-জলে স্নানপূর্ব্বক তপোধন বিশ্বানর বীরেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, সেই বীরেশ্বরলিঙ্গের মধ্যভাগে একটী অতি রমণীয়াকৃতি অষ্টবর্ষবয়স্ক বালক বিদ্যমান আছেন। বিশ্বানর দেখিলেন ঐ বালকাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির নয়ন আকর্ণবিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধর সুন্দর লোহিতবর্ণ, মনোহর পিঙ্গলবর্ণ জটাকলাপে তাঁহার মস্তক বিভূষিত ও আনন অতি মনোহর হাস্যচ্ছটায় বিমণ্ডিত, ঐ বালকের পরিধানে কোন বস্ত্র ছিল না, তিনি উলঙ্গ। বিশ্বানর আরও দেখিলেন যে, শৈশবকালোচিতবেশধারী অতি মনোহর সেই বালক, অবলীলাক্রমে হাস্যসহকারে, বেদসুক্তসমুহ পাঠ করিতেছেন। ১২১-১২৪।

এই প্রকার অতি মনোহরাকৃতি সেই শিশুমূর্ত্তিকে বিলোকন করিয়া, বিশ্বানর মুনির অঙ্গ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইল। অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদয়ে তাঁহার বাক্য জড়িত-প্রায় হইয়া গেল, তখন তিনি গদ্গদভাবে পুনঃ পুনঃ নমস্কার উচ্চারণকরতঃ সেই অভূতপূর্ব্ব বালক-মূর্ত্তির স্তুতি করিতে আরম্ভ কারলেন। ১২৫।

বিশ্বানর কহিলেন, হে প্রভো! একমাত্র অদ্বিতীয়স্বরূপ সত্যসনাতন ব্রহ্মাই বিদ্যমান আছেন, এই সংসারে নানারূপ বাহ্যপদার্থের বাস্তবিক পরমার্থসত্তা নাই, এক রুদ্রই এ জগতে অদ্বিতীয় পরমার্থ সৎপদার্থ এবং রুদ্রই আনন্দময় ব্রহ্মপদার্থ,

হে প্রভো! সেই রুদ্ররূপী অদ্বিতীয় মহেশ্বরমূর্ত্তি আপনিই, অতএব .আমি আপনারই শরণাগত হইলাম। ১২৬। হে শম্ভো! আপনি এক''হইয়াও, এই নিখিল সংসারের একমাত্র স্রষ্টা, হে প্রভো! এই নানারূপময় সংসারেই আপনি একস্বরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন অথচ বাস্তবিক আপনার কোন রূপই নাই। সূর্য্য একস্বরূপ হইয়াও, যেমন জলসমূহের মধ্যে নানারূপে প্রতীত হন, আপনিও সেইরূপ একাত্মস্বরূপ হইয়াও প্রতি শরীরভেদেই ভিন্ন ভিন্ন জীবস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, হে দেব! আমি, আপনি ভিন্ন অন্য কোনও ঈশ্বর স্বীকার করি না, আমি একমাত্র আপনারই শরণাগত। ১২৭। হে প্রভো!—যে মহেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইলে, এই বিশ্ব-সংসার-রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিকায় রৌপ্যের ন্যায় এবং মরীচিকায় জলরাশির ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; সেই মহেশ্বর-স্বরূপ আপনার শরণাগত হইলাম। ১২৮। হে শম্ভো! আপনি জলমধ্যে শৈত্যরূপে অবস্থিত, আপনি অনলে দাহিকাশক্তি, আপনিই সূর্য্যমধ্যে তাপ ও চন্দ্রমণ্ডলে জ্যোৎস্নারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, হে প্রভো! পুষ্পমধ্যে আপনিই গন্ধরূপে বিরাজমান এবং আপনি দুগ্ধমধ্যে ঘৃতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, হে প্রভো! জগতে যাহা সার বলিয়া পরিগণিত, আপনি তাহা হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন; অতএব আমি আপনার শরণপ্রার্থী হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। ১২৯। হে শম্ভো! আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, অথচ আপনি শব্দ শ্রবণ করেন, হে প্রভো! আপনার নাসিকা নাই, অথচ আপনি গন্ধসমূহের আঘ্রাণ করিতেছেন হে দেব! আপনি পাদহীন হইয়াও বহুদূর গমন করিতেছেন, আপনি চক্ষুহীন হইয়াও সকল পদার্থই দেখিতেছেন, হে ঈশ! আপনি রসেন্দ্রিয়হীন হইয়াও নিখিল প্রকার রসের অনুভবকারী। হে দেব! আপনার তত্ত্ব কোন্ ব্যক্তি অবগত আছেন, এই কারণে, হে প্রভো! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১৩০। হে ঈশ! •সমগ্র বেদও সাক্ষাৎ আপনার তত্ত্ব অবগত নহেন, বিষ্ণু বা অখিল জগতের স্রষ্টা বিধাতাও আপনার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। হে ঈশ! যোগীন্দ্রগণ ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও আপনার যথার্থ স্বরূপ জানেন না। কেবলমাত্র ভক্তই আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন। হে প্রভো! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১৩১। হে ঈশ! আপনার কোন গোত্র নাই, আপনার জন্মও নাই, হে প্রভো! আপনার নাম বা রূপ নাই, হে ঈশ! আপনার কোন প্রকার শীল নাই, হে প্রভো! এই প্রকার রূপাদিহীন হইয়াও আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, হে দেব! আপনার ভজনা করিতেছি, আপনি আমার

সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূরণ করুন। ১৩২। হে স্মরারে! সকল বস্তুরই আপনি কর্ত্তা অথচ আপনিই সকল পদার্থেই অভিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আপনি গৌরীশ্বর, আপনি অতি শান্ত ও উলঙ্গমূর্ত্তি, হে প্রভো! আপনিই বৃদ্ধ, যুবা ও বালস্বরূপ, হে বিভো! জগতে এমন কোন্ পদার্থ আছে, যাহা আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন, হে প্রভো! আমি কায়মনোবাক্যে আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ১৩৩।

এই প্রকারে স্তব করিয়া বিশ্বানর মুনি হৃষ্টান্তঃকরণে যেমন দণ্ডবদ্ভাবে ভূমিতে নিপতিত হইলেন, সেই সময়েই অখিলবৃদ্ধগণের বৃদ্ধ বালক কহিলেন, হে “ভূদেব! তুমি বর গ্রহণ কর”। ১৩৪।

অনন্তর কৃতী বিশ্বানর ভূমি হইতে উত্থান করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে প্রভো! আপনি-সর্ব্বজ্ঞ, কোন্ পদার্থ আপনার অজ্ঞাত আছে? । ১৩৫। হে প্রভো! আপনি ভগবান্ ও সর্ব্বপ্রাণিরই অন্তরাত্মা, আপনি সর্ব্ব স্বরূপ এবং সকল পদার্থই আপনি প্রদান করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি ঈশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া, এই দৈন্যাবস্থাসূচক প্রার্থনাতে আমাকে কেন নিয়োগ করিতেছেন। ১৩৬।

বিশুদ্ধাত্মা পবিত্র-ব্রত বিশ্বানর মুনির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক মূর্ত্তি মহেশ্বর মৃদু হাস্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩৭। বালক কহিলেন, হে পবিত্র-চিত্ত বিশ্বানর! তুমি তোমার স্ত্রী শুচিস্মতীর সন্তানপ্রাপ্তি-বিষয়ে হৃদয়ে যে অভিলাষ করিয়াছ, সত্বরই তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ১৩৮। হে মহামতে! ত্বদীয় পত্নী শুচিস্মতীর গর্ভে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব, সেই পুত্রটী “গৃহপতি” নামে বিখ্যাত হইবে, তাহার স্বভাব বিশুদ্ধ হইবে এবং ঐ পুত্র সকল দেবগণেরই প্রিয় হইবে। ১৩৯। অভিলাষ্টক নামে এই পবিত্র স্তোত্র যাহা তুমি পাঠ করিলে, ইহা এক বৎসর কাল শিব-সমীপে পাঠ করিলে সকল অভিলাষ সফল হয়। ১৪০। এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে যথাসম্ভব পুত্র, পৌত্র ও ধনলাভ হয়, এই স্তোত্র পাঠকারীর সর্ব্বপ্রকারে শান্তি লাভ হয় এবং সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি বিনষ্ট হয়। ১৪১। এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে স্বর্গ, অপবর্গ ও সম্পদ লাভ হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক বিধিমতে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করতঃ এক বর্ষকাল ব্যাপিয়া, প্রতিদিন এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে নিশ্চয়ই অপুত্র ব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে। বৈশাখ, কার্ত্তিক অথবা মাঘমাসে বিশেষ নিয়ম গ্রহণ করিয়া, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রটী পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সকল ফলই লাভ

করিতে সমর্থ হইবে। কার্ত্তিক মাসে বিশেষ নিয়ম গ্রহণ করিয়া, তুমি এই স্তবের দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার পুত্রত্ব স্বীকার করিব। অন্য যে কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্ত্তিক মাসে নিয়ম গ্রহণকরতঃ, এই স্তবটী পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তিও এই প্রকার ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই পবিত্র অভিলাষাষ্টক নামক-স্তোত্র, যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা উচিত নহে। এই মহাবন্ধ্যা প্রসূতিকারী স্তোত্রটী অতি প্রযত্নের সহিত গোপন করিয়া রাখিবে। স্ত্রী অথবা পুরুষ এক বৎসরকাল যদি শিবলিঙ্গ-সন্নিধানে এই স্তবটী পাঠ করিতে পারে, তবে তাহার নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হয়। এই প্রকার বলিয়া সেই বালক অন্তর্হিত হইলেন, অনন্তর সেই বিশ্বানর মুনিও হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৪২—১৪৭।

একাদশ অধ্যায়।

—※—

বৈশ্বানরের উৎপত্তি-কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সুশ্রোণি ও সৌভাগ্যবতি লোপামুদ্রে! বৈশ্বানরের উৎপত্তি-বিষয়ে, পুণ্যশীল ও সুশীলনামক বিষ্ণুর পারিষদদ্বয় শিবশর্ম্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১। বিধিপূর্ব্বক গর্ভাধান-কর্ম্ম নিষ্পাদনের পর কালক্রমে বিশ্বানরের পত্নী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে বিদ্বান্ বিশ্বানর গর্ভস্থ-বালকের পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য, গৃহ্যশাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক পুংসবন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, সন্তানের রূপ ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং প্রসূতির অনায়াসে প্রসব জন্য, অষ্টমাসে সীমন্তোন্নয়ন করিলেন। ২—৪। অনন্তর বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থিত হইলে, শুভলগ্নে শুচিষ্মতীর সূতিকাগার প্রকাশিত করিয়া, সমস্ত অমঙ্গলের নাশকারী ও চন্দ্রতুল্য বদন এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ৫-৬। সেই সদ্যোজাত শিশু, ভূ, ভুব ও স্বর্গলোক বাসী জনগণের সুখপ্রদ হইল। শিশুর জন্ম হইলে, বায়ু দিগঙ্গনামুখে সুগন্ধ বহন করতঃ স্বীয় গন্ধবাহ নাম সার্থক করিতে লাগিল। নিবিড় মেঘরাশি সুগন্ধি পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিল। দেবতাগণ দুন্দুভি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দিক্‌সকল নির্ম্মল হইল, চতুর্দ্দিকে প্রাণিসমূহের মন ও নদী সকল স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, তমোরাশি

বিলয় প্রাপ্ত হইল, রজঃসমূহও অপগত হইল। প্রাণিগণ সত্ত্ব-সমাযুক্ত হইল এবং পৃথিবীও শুভমূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলেরই বাণী কল্যাণরূপে প্রাণিগণকে প্রীত করিতে লাগিল। ৭—১০।

তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, রম্ভা, প্রভা, বিদ্যুৎপ্রভা, সুমঙ্গলা, শুভালাপা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ, সহর্ষে নম্রতার সহিত মুক্তা, কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, কক্কোল, বজ্র ও বৈদুর্য্যময়দীপ, হরিদ্রাচূর্ণ, একরূপ গারুত্মত-মণিসমূহ, শঙ্খ, শুক্তি, দধি, পদ্মরাগ, প্রবাল নামক রত্ন, কুঙ্কুম এবং গোমেদ, পুষ্পরাগ ও ইন্দ্রনীলময় সুচারু মাল্যসমূহে পরিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র নিচয় হস্তে লইয়া এবং অন্যান্য অনেক বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও অমরীগণ চামর ও মাঙ্গল্যদ্রব্য হস্তে এবং গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষগণের পত্নীগণ শুভস্বরে সুললিত গান করিতে করিতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। ১১-১৬। মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, আমি, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, লোমশ, রোমপাদ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভৃগু, গালব, গর্গ, জাতুকর্ণ্য, পরাশর, আপস্তম্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, দক্ষ, বাল্মীকি, মুদ্গল, শতাতপ, লিখিত, শিলাদ, শঙ্খ উঞ্ছভুক্, জমদগ্নি, সম্বর্ত্ত, মতঙ্গ, ভরত, অংশুমান্, ব্যাস, কাত্যায়ন, কুৎস, শৌনক, সুশ্রুত, শুল্ক, ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্ব্বাসা, রুচি, নারদ, তুম্বুরু, উত্তঙ্ক, বামদেব, চ্যবন, অসিত দেবল, শালঙ্কায়ন, হারীত, বিশ্বামিত্র, ভার্গব, সপুত্র, মৃকণ্ডু, দালভ্য, উদ্দালক, ধৌম্য, উপমন্যু ও বৎস প্রভৃতি মুনিগণ এবং মুনিকন্যাগণ সেই বালকের শান্তি-কর্ম্মের জন্য বিশ্বানরের আশ্রমে আগমন করিলেন। এবং বৃহস্পতি ও ব্রহ্মার সহিত গরুড়-বাহন বিষ্ণু, নন্দী, ভৃঙ্গী ও গৌরীর সহিত বৃষধ্বজ মহাদেব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, পাতালবাসী নাগসমূহ, বহুবিধ রত্ন লইয়া, সরিতের সহিত সমুদ্রের অধিষ্ঠাতাগণ এবং নানা প্রকার স্থাবরগণ জঙ্গমরূপ ধারণ করিয়া, তথায় আগমন করিলেন। সেই মহোৎসবে রাত্রিকাল ব্যতিরেকেও জ্যোৎস্নার আবির্ভাব হইল। ১৭—২৬।

ব্রহ্মা স্বয়ং সেই বালকের জাতকর্ম্ম করিলেন এবং তদনুকুল শ্রুতিবিচার করিয়া, একাদশ দিবসে করণীয় নামকর্ম্ম-বিধানের দ্বারা সেই বালকের "গৃহপতি" এই নাম প্রদান করিলেন "এই গৃহপতি নামে গার্হপত্য অগ্নি, প্রজার ও ধনের উত্তমরূপ জ্ঞাতা, হে অগ্নে! হে গৃহপতে! আমাদিগকে অন্ন, যশঃ এবং বল প্রদান কর" ইত্যাদি চতুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ এবং আশীর্ব্বাক্যের দ্বারা বালকের রক্ষাবিধান করিয়া, বিষ্ণু ও মহাদেবের সহিত হংসযানে আরোহণ-করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ২৭-৩১। অনন্তর অন্যান্য সকলে পরস্পর

আহা! বালকটীর কি আশ্চর্য্যরূপ, কি তেজ, কেমন সমস্ত অঙ্গের লক্ষণ, শুচিষ্মতীর ভাগ্যেই স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা মহাদেবের ভক্তজন তাঁহাদের গৃহে মহাদেব আবির্ভূত হইবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কারণ যাঁহারা রুদ্রের সেবক তাঁহারাও সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ, এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশ্বানরের অনুমতি লইয়া, আনন্দের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ৩২—৩৪। বেদেতে উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রের দ্বারা পরলোকসমূহকে জয় করা যায়; এই নিমিত্তই গৃহস্থাশ্রমবাসিগণ পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। ৩৫। পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্যময়, অপুত্র ব্যক্তির উপার্জ্জন নিরর্থক, অপুত্র ব্যক্তির বংশ নির্ম্মূল, সুতরাং পুত্রহীন ব্যক্তি হইতে অপবিত্র আর কিছুই নাই। ৩৬। পুত্র হইতে অধিক আর কিছুই লাভ নাই, পুত্র হইতে অধিক সুখ আর কিছুই নাই, পরকালে ও ইহকালে পুত্র হইতে অধিক বন্ধু আর কেহই নহে। সেই পুত্র জগতে সাত প্রকার:—ঔরস, ক্ষেত্রজ, ক্রীত, দত্তক, প্রাপ্ত, সুতাসুত (দৌহিত্র) এবং আপৎকালে রক্ষিত। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থব্যক্তি ইহার অন্যতম পুত্র অর্জ্জন করিবেক, এই সকল পুত্রের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর পুত্র নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত। ৩৭—৩৯।

গণদ্বয় কহিলেন, অনন্তর চতুর্থমাসে পিতা এই বালককে গৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করিলেন এবং ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও সম্বৎসরে চূড়াকর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। ৪০। তদনন্তর কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞাতা সেই বিশ্বানর-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তকালে, সেই বালকের কর্ণবেধ করিলেন। এবং ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধির জন্য পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন প্রদান করিলেন, অনন্তর উপাকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া, বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। সেই বালক তিন বৎসরে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, গুরু কেবল সাক্ষিস্বরূপে উপদেশমাত্র করিতেন, বালকের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হইত না। শক্তিসম্পন্ন সেই বালক আপনিই বিনয়াদি গুণসমূহে অলঙ্কৃত হইলেন। তদনন্তর কামচারী দেবর্ষি নারদ, বিশ্বানরের কুটীরে আগমন করিয়া, নবমবর্ষে পিতামাতার সেবায় নিরত সেই গৃহপতিকে দর্শনকরতঃ, তথায় অর্ঘ্য ও আসনগ্রহণপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪১-৪৫।

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ বিশ্বানর! এবং হে শুভব্রতে শুচিষ্মতি! এই বালক গৃহপতি কি তোমাদের বাক্য প্রতিপালন করেন? কারণ পিতামাতার বাক্য পালন ভিন্ন, পুত্রের অন্য কোন তীর্থ, দেব বা গুরুসেবা কিম্বা সৎকার্য্য নাই,

পুত্রের নিকট ত্রিজগতে পিতামাতার অধিক আর কেহই পূজ্য নহে, আবার ইহার মধ্যেও মাতা গর্ভে-ধারণ এবং লালন পালন করেন বলিয়া তিনিই শ্রেষ্ঠ, জননীর চরণ-চ্যুত সলিল দ্বারা স্বীয় শরীরকে অভিষিক্ত করিলে, যাদৃশ বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারা যায়, মন্দাকিনীর পবিত্র জলধারা দ্বারাও তাদৃশ বিশুদ্ধতা লাভ হয় না। ৪৬—৪৯। যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা পিতা হইতেও অধিক পূজনীয় এবং জগতে তাঁহাদের অন্য কোন বন্দনীয় ব্যক্তি না থাকিলেও, তাঁহারা আপন জননীকে যত্নের সহিত বন্দনা করিবেন। ৫০। পিতামাতাকে পরিতুষ্ট করার নামই পরম তপস্যা, পরম ব্রত এবং পরম ধর্ম্ম। অতি বিনীত এই বালক গৃহপতি তোমাদিগকে যেরূপ মান্য করেন, আমার বোধ হয়, অন্য কোন গৃহস্থের বালক তাহার পিতামাতাকে তদ্রূপ মান্য করে না। হে বৈশ্বানর! আইস আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে দেখাও, আমি তোমার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করি। ৫১—৫৩। মুনি এই কথা বলিলে, শ্রীমান্ বালক বৈশ্বানর পিতামাতার আজ্ঞা পাইয়া নারদমুনির নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণামকরতঃ, নম্রভাবে উপবেশন করিলেন। তখন নারদমুনি সেই বালকের তালু, জিহ্বা, দন্ত এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, কুঙ্কুমের দ্বারা আরক্ত এবং ত্রিগুণীকৃত সূত্র আনাইয়া শিব, পার্ব্বতী এবং গণপতিকে স্মরণপূর্ব্বক বালককে উত্তরমুখে দণ্ডায়মান করাইয়া, সেই সূত্রের দ্বারা তাহার পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মাপিতে লাগিলেন। ৫৪—৫৬। অনন্তর বিশ্বানরকে বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজ! যাহার দেহের উচ্চতা এবং বিস্তৃতির পরিমাণ একশত অষ্ট অঙ্গুল হয়, সে পৃথিবীর পালক হইয়া থাকে, তোমার এই বালকেরও তাহাই দেখিতেছি। তোমার এই বালকের ন্যায় যাহার ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত এবং অঙ্গুলির পর্ব্বসমূহ এই পাঁচটী সূক্ষ্ম হয়, সে ব্যক্তি দিক্‌পাল হয়। যাহার হস্ত, নেত্র, হনু, জানু এবং নাসিকা এই পাঁচটী দীর্ঘ হয়, সে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া থাকে। এবং যাহার বক্ষঃ কুক্ষি, অলক, স্কন্ধ, কর এবং বক্ত্র এই ছয়টী উন্নত হয়, সে মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে, এই বালকের এ সমস্ত লক্ষণও দেখিতেছি। যাহার হস্ততল, নেত্রের কোণ, তালু, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ এবং নখ, এই সাতটী রক্তবর্ণ হয়, সে রাজ্যসুখ ভোগ করে, এই বালকের তাহাও দেখিতেছি। এই বালকের ন্যায় যাহার ললাট, কটি এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হয়, সে অতুল ঐশ্বর্য্যভাগী হয়, এ বালকও তাহাই হইবে! যে হস্ত কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় কঠিন,

সেই হস্ত কোন ক্লেশকর কর্ম্ম করে না, এবং পাদদ্বয় কোমল হইলে, রাজ্য-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে, এই বালকের তাহাও দেখিতেছি। এই বালকের হস্তে কনিষ্ঠমূল হইতে তর্জ্জনী পর্য্যন্ত অচ্ছিন্ন রেখাও দর্শন করিতেছি, ইহাতে এই বালক দীর্ঘায়ুঃ হইবে। যাহার পাদদ্বয় মাংসল, রক্তবর্ণ, সম, সূক্ষ্ম, সুশোভন, সমগুল্ফ, ঘর্ম্মহীন এবং স্নিগ্ধ, সে বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হয়, এই বালকেরও তাহাই দেখিতেছি। এই বালকের হস্ত রক্তবর্ণ এবং রেখাবিশিষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে এই বালক সর্ব্বদা সুখী হইবে। খর্ব্বাকার এবং কৃশ পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকে, এই বালকও তাহাই হইবে। ৫৭-৬৮। এই বালকের কটীদেশ মাংসল, অতএব মহদাসনের উপযুক্ত এবং দক্ষিণাবর্ত্তও অরুণবর্ণ দেখিতেছি, ইহা মহৎ ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ। মূত্রত্যাগকালীন যদি একটী ধারা দক্ষিণাবর্ত্তিনী হয়, এবং ইহার বীর্য্য যদি মীন ও মধুগন্ধযুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই রাজা হইবে। ইহার স্ফিচদ্বয় বিস্তীর্ণ, মাংসল এবং স্নিগ্ধ, ইহাতে সুখভাগী হইবে। ইহার বামাবর্ত্ত ও লম্বিত হস্তদ্বয় দিক্‌সমূহকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত। ইহার হস্তে শ্রীবৎস, বজ্র, চক্র, পদ্ম, কোদণ্ড এবং দণ্ডরেখা দেখিতেছি, এই সকল রেখা থাকিলে, ইন্দ্রতুল্য হয়। বত্রিশটি দন্ত ইহার আছে, ইহার গ্রীবা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবলিত এবং শঙ্খের ন্যায় ত্রিধারাঙ্কিত এবং ইহার কণ্ঠস্বর ক্রৌঞ্চপক্ষী, দুন্দুভি, হংস এবং মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, তাহাতে এই বালক সর্ব্বেশ্বর হইতেও অধিক হইবে। ৬৯ ৭৩। ইহার নেত্র মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, ইহাতে ইহাকে লক্ষ্মী কোনকালেই পরিত্যাগ করিবেন না। ইহার ললাট পাঁচটী রেখাযুক্ত এবং ইহার উদর সিংহের ন্যায়, ইহা অতি শুভলক্ষণ। ইহার চরণে ঊর্দ্ধরেখাযুক্ত এবং নিঃশ্বাসে পদ্মের ন্যায় গন্ধ, ইহার হস্ত অচ্ছিদ্র ও ইহার নখগুলি অতি সুন্দর। এ সমস্ত অতি ভাগ্যবানের লক্ষণ, কিন্তু সর্ব্বগুণোপেত ও সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে, বিধাতা চন্দ্রের ন্যায় পাতিত করিয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্ন-সহকারে এই বালককে রক্ষা করিও। কারণ বিধাতা বিমুখ হইলে গুণও দোষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৭৪-৭৭। আমার শঙ্কা হইতেছে যেন এই বালকের বার বৎসর বয়ঃক্রমে বজ্রাগ্নির দ্বারা জীবননাশ হইবে, এই কথা বলিয়া, বুদ্ধিমান্ নারদ যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন। ৭৮।

সস্ত্রীক বিশ্বানর নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎই ভাবিলেন, যেন নিদারুণ বজ্রপাত হইল। তখন "হা হতোস্মি" বলিয়া হৃদয়ে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং পুত্রশোকে আকুল হইয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী

শুচিষ্মতীও দুঃসহ দুঃখে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, হাহাকাররবে আর্ত্তস্বরে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হা শিশো! হা গুণনিধে! হা পিতৃবাক্য-পালক! হায়! কেন তুমি এই হতভাগিনীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, হায়! তুমিই আমার একমাত্র পুত্র, তোমা ব্যতিরেকে তোমার গুণসমূহরূপ উর্ম্মিরাশিসঙ্কুল শোক-সমুদ্রে নিপতিত, আমাকে কে আর উদ্ধার করিবে? ৭৯-৮৩। হা বাল! হা বিমল! হা কমললোচন! হা লোক-লোচন চকোরচন্দ্র! হা তাত! হা তাতনয়নান্ধ-দিবাকর! হা মাতৃ-আনন্দবর্দ্ধক! হা সহস্রসুখহেতো! হা পূর্ণচন্দ্র-মুখ! হা সুনখাঙ্গুলীক! হা চাটুকার-বচনামৃতসাগর! কত দুঃখে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম, হা গৃহপতে। তোমার জন্য আমি কি কি না করিয়াছি? হা বৎস! তোমার জন্য আমি কোন্ দেবতার পূজা না করিয়াছি? কোন্ তীর্থেই বা স্নান না করিয়াছি? হা সুকৃতৈক লভ্য! তোমার জন্য কোন্ নিয়ম, কোন্ ঔষধ, কোন্ মন্ত্র বা কোন্ যন্ত্রের সাধন না করিয়াছি? হা সংসার-সাগরতরে! তুমি আমার দুঃখভার হরণ কর। হা সৌখ্য-সিন্ধো! একবার আমাকে তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করাও, হা পুন্নামতীব্র-নরক-সমুদ্রের বাড়াবাগ্নিস্বরূপ! একবার বাক্যরূপ অমৃত সেচনকরতঃ, তোমার পিতাকে পরিতৃপ্ত কর। দেবগণ কি তোমার ভাবি-অমঙ্গল জানিতে পারিয়া, একস্থানে সমস্ত গুণ, শীল, কলাসমূহ ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দর্শন-পূর্ব্বক আনন্দলাভের জন্য তোমার জন্ম-মহোৎসবে সকলে মিলিত হইয়া, আগমন করিয়াছিলেন? । নতুবা একেবারে আসিবার কারণ কি? হে শম্ভো। হে মহেশ! হে করুণাকর! হে শূলপাণে! তোমাকে পণ্ডিতগণ মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া থাকেন, তোমার প্রদত্ত আমার এই বালক সন্তানকেও যদি মৃত্যুগ্রাস করিল, তবে এ জগতে, কাল কাহাকেই বা পতিত না করিবে? হা বিধাতঃ! তুমি বহুবিধ যত্ন-পুরঃসর বিশাল গুণসমুদ্রের সারভূত ও সংসারের তাপহারী এই বালক-রত্ন কেন সৃষ্টি করিয়াছিলে? । ৮৪-৯০। হে কাল! তোমার রাজ্ঞী কি পুত্রবতী নন্? পুত্রের মুখচন্দ্র কি তোমার কালত্ব হরণ করে নাই? মৃণাললতার ন্যায় কোমলাঙ্গ এই বালকের প্রতি, কেন তুমি বজ্রতুল্য নিষ্ঠুর ও কঠোর কুঠারসদৃশ দশনযুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে? শুচিষ্মতী এইরূপে বিলাপকরতঃ উষ্ণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, পুত্রশোক জনিত অনল-তাপে ক্রমশঃ সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে জলধারা বহিয়া, নদীর আকার ধারণ করিল। তাঁহার করুণ বিলাপ-বাক্য শ্রবণে, বৃক্ষ এবং লতাগণও কুসুমবর্ষণরূপ অশ্রুপাতকরতঃ পক্ষিসমূহের কলকলরূপ আর্ত্তস্বরে, পবন-ভরে বারম্বার মস্তক কাঁপাইয়া রোদন করিতে লাগিল।

শুচিষ্মতীর রোদনে গিরিগুহা হইতে উত্থিত প্রতিধ্বনিচ্ছলে সমস্ত দিগঙ্গনাগণও তাঁহার দুঃখে স্তম্ভিত হইয়াছিল। শুচিষ্মতীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে বিশ্বানর ও মোহ-শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থান করিয়া, একি হইল! একি হইল! একি হইল! আমার অন্তরের প্রাণস্বরূপ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বররূপ গৃহপতি কোথায়? এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৯১-৯৫।

অগস্ত্য কহিলেন, তখন বালক গৃহপতি পিতামাতাকে নিতান্ত শোকাকুল দর্শন করিয়া, ঈষৎ হাস্যপুরঃসর বলিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! কি নিবন্ধন আপনারা এতাদৃশ ভীত হইতেছেন? আপনাদের চরণ-ধূলির প্রসাদে স্বয়ং কালও আমাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, চপলস্বভাব সামান্য বিদ্যুৎ হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন, আমি যদি যথার্থ আপনাদের তনয় হই, তাহা হইলে, আমি এমত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব, যাহাতে বিদ্যুৎও আমাকে ভয় করিবে। যিনি কালকূট ভক্ষণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি ভক্তের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন এবং যিনি কালেরও কাল-রূপে বিরাজিত থাকেন, আমি সেই মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনা করিব। ৯৬-৯৯।

বিষম শোকাকুল সেই দ্বিজ-দম্পতী, অকালে অমৃত-বৃষ্টির তুল্য তনয়ের এই বাক্য শ্রবণে, বিগত-তাপ হইয়া বলিতে লাগিলেন, বিনা মেঘে বারিবর্ষণ, দুগ্ধ-সাগর বিনা সুধার উদয় এবং চন্দ্র বিনা জ্যোৎস্নার উদয় তুল্য এই বাক্য, কি নিবন্ধন আমাদিগকে সুখী করিতেছে। বৎস! পুনরায় বল, পুনরায় বল, কি প্রকারে কাল তোমাকে দমন করিতে পারে না, সামান্য বিদ্যুতের ত কথাই নাই, এই কথা বারম্বার বল। আমাদের দুঃখনাশের জন্য, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের আরাধনারূপ তুমি যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। অতএব বৎস! যিনি মনোরথের অতীত বিষয়ও সম্পাদন করেন, কালহারী সেই মহাদেবের শরণ লও। হে বৎস! তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, পুর্ব্বকালে সেই ত্রিপুরহারি মহাদেব, শ্বেতকেতুকে কাল-পাশ হইতে মোচন করিয়াছিলেন এবং অষ্টমবর্ষীয় শিলাদ-তনয়কে মৃত্যুগ্রস্ত দেখিয়া, নন্দীরূপে আপনার নিকট রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মহেশ্বরই সমুদ্র-মন্থনে সমুদ্ভূত প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় তীব্র হলাহল পান করিয়া, ত্রিভুবনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে জালন্ধর নামক দৈত্য মহাদর্পে ত্রিভুবনের সম্পদ অপ-হরণ করিয়াছিল, মহাদেব স্বীয় চরণের অঙ্গুষ্ঠরেখা হইতে সমুদ্ভূত চক্রের দ্বারা তাহাকে বিনাশকরতঃ ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছিলেন। যে ধূর্জ্জটি, পূর্ব্বকালে বিষ্ণুকে

বাণস্বরূপ কল্পনা করিয়া ইষুপতনসঞ্জাত অনলের দ্বারা ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন। যিনি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যলাভে বিমূঢ় অন্ধকনামক অসুরকে শূলের অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া, দশ সহস্র বৎসর তেজের দ্বারা শোষণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি বিশ্ব-বিজয়ে গর্ব্বিত কন্দর্পকে দেবগণের সমক্ষে নেত্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধকরতঃ অঙ্গহীন করিয়াছিলেন। ১০০-১১১। হে বৎস! ব্রহ্মাদি দেবগণেরও একমাত্র কর্ত্তা এবং মেঘবাহন ও বিশ্বের রক্ষামণি সেই দেবদেবের শরণ লও। ১১২।

গৃহপতি পিতামাতার আজ্ঞা পাইয়া, তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণকরতঃ বহুবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া, তথা হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি কাশীতে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। যে কাশী ব্রহ্মা ও নারায়ণ প্রভৃতিরও দুর্লভ, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যে কাশীকে প্রলয়ের সন্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন, যে কাশীর কণ্ঠদেশে বিচিত্র গুণশালিনী ও নীহারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ভাগীরথী হাররূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। যে কাশী বরণা নদীর দ্বারা জীবগণের বহুবিধ সংসারক্লেশ বারণ ও অসিধারার দ্বারা তাহাদিগের পাপসমূহকে ছেদন করিতেছেন। দৃঢ়রূপে অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠানে যে কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়, যে কাশী সম্যক্‌প্রকারে সেই মুক্তি বিকাশ-পূর্ব্বক পণ্ডিতজনকর্ত্তৃক "কাশিকা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। ১১৩-১১৭।

গৃহপতি, সংসারতাপ-সন্তপ্ত ও আকর্ণবিস্তৃত-লোচনদ্বয়ের দ্বারা সেই কাশীপুরী দর্শন করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রথমেই মণিকর্ণিকায় গমন করিলেন এবং তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া, বারম্বার শিবলিঙ্গের প্রতি দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ে বিশেষ প্রীতিলাভ করি-লেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যথার্থই ইহা পরমানন্দের স্থান। ত্রিভুবনে আজ আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কেহ নাই, কারণ আমি ভগবান্ বিশ্বনাথকে দর্শন করিলাম। ১১৮-১২১। ত্রিভুবনের যাবতীয় সারপদার্থ একস্থানে এই লিঙ্গাকারে অবস্থান করিতেছেন, কিম্বা ক্ষীরসমুদ্র হইতে এই পীযূষপিণ্ড উত্থিত হইয়াছে। অথবা ইহা আত্মজ্ঞানস্বরূপ তেজের প্রথম অঙ্কুর, অথবা ব্রহ্মানন্দ সুকন্দ কিম্বা ব্রহ্মরসায়ন, যোগিগণের হৃদয়পদ্ম যাঁহার আলয় এবং যাঁহার কোন আকার নাই, তিনিই কি লিঙ্গচ্ছলে এই আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? অথবা ইহা নানারত্ন-পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, অথবা ইহা মোক্ষ-বৃক্ষের ফল-স্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিম্বা ইহা মোক্ষ-লক্ষ্মীর সুন্দর কুসুমযুক্ত কেশপাশ, অথবা ইহা স্তাবক-গণের অভীষ্টপ্রদ কৈবল্যরূপ মল্লিকার স্তবক, অথবা নিঃশ্রেয়স লক্ষ্মীর ক্রীড়া-কন্দুক, ইহা কি অপবর্গরূপ উদয়াচল হইতে সমুদিত সুধাকর? অথবা সংসার-মোহ-তিমির

বিনাশী ভাস্কর? অথবা ইহা কল্যাণ-স্বরূপা রমণীর বেশভূষার রমণীয় দর্পণ? আঃ! জানিলাম, ইহা অন্য কিছুই নহে, ইনি সমস্ত জীবগণের বহুবিধ কর্ম্মবীজের অদ্ভূত আধার-স্বরূপ। নির্ব্বাণপ্রদ এই শিবলিঙ্গে, যেহেতু সমস্ত জীবগণের কর্ম্মরূপ বীজসমূহ বিলয়প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্তই ইহার নাম "শিবলিঙ্গ"। ১২২-১৩০। আমারই ভাগ্যবলে মহর্ষি নারদ আমাদের কুটীরে আগমন করিয়া, সেই সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। এবম্বিধ আনন্দামৃতরসের দ্বারা গৃহপতি পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর শুভদিনে সকলের হিতপ্রদ একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের দুষ্কর কঠোর নিয়মসমূহ অবলম্বন করিলেন। পবিত্রহৃদয় গৃহপতি, প্রত্যহ বস্ত্রপূত গঙ্গাজল-পূর্ণ অষ্টোত্তর শত ঘটের দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া, নীলোৎপলময়ী মালা সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সেই মালা একসহস্র আটটী পদ্মে নির্ম্মিত হইত। তিনি ছয় মাস ধরিয়া সার্দ্ধ সপ্তদিবস অন্তর, ফলমূল আহার করিয়া রহিলেন। ছয় মাস কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ছয় মাস কেবল বারিবিন্দু পান করিয়া রহিলেন। এইরূপে দুই বর্ষকাল অতীত হইলে, তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল, তখন নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য, ইন্দ্র তাঁহার নিকট আগমনকরতঃ কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার এই সমস্ত পবিত্র আচরণে আমি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি। আমার নাম শতক্রতু, যাহা তোমার অভিলাষ হয়, আমার নিকট প্রার্থনা কর। মহেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিকুমার গৃহপতি ধীরভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে মঘবন্! হে বৃত্রশত্রো! আপনাকে জানি, আপনিই বজ্রপাণি, আমি আপনার নিকট কোন বর প্রার্থনা করি না, মহাদেবই আমাকে বর প্রদান করিবেন। ১৩১—১৪১।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বালক! আমা হইতে অতিরিক্ত কোন মহাদেব নাই, আমিই দেবগণের অধিপতি, তুমি বালকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। ১৪২।

গৃহপতি কহিলেন, হে অহল্যার পতি! হে সাধো! হে গোত্রভিদ্! হে পাকশাসন! আপনি গমন করুন, দেবদেব মহাদেব ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট আমি বর প্রার্থনা করি না। ১৪৩। ইন্দ্র গৃহপতির এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া, বজ্র উদ্যতকরতঃ বালককে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বালক গৃহপতি, শত বিদ্যুতের তেজে পরিপূর্ণ সেই বজ্র নিরীক্ষণকরতঃ নারদের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক ভয়ে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৪৪—১৪৫।

তখন তপোরিপু ভবানীপতি শঙ্কর তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং গৃহপতিকে হস্তের দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক চৈতন্য প্রদান করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি উত্থান কর, উত্থান কর, তোমার কল্যাণ হউক। তখন গৃহপতি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় নয়ন-কমল উন্মীলনকরতঃ উত্থিত হইয়া, সম্মুখে শত-সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শম্ভুকে দর্শন করিলেন। তাঁহার কপালে লোচন, কণ্ঠে কাল, বৃষধ্বজ, বামাঙ্গে সন্নিবিষ্ট হিমাদ্রি-তনয়া, ভালে চন্দ্র, মস্তকে জটাভার, হস্তে কপাল, ত্রিশূল ও অজগর ধনুঃ, কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দেহ এবং পরিধানে গজ-চর্ম্ম দর্শনকরতঃ, গুরুবাক্য এবং শাস্ত্রমতে তাঁহাকে মহাদেব জানিতে পারিয়া, হর্ষে বাষ্পাকুললোচনে কণ্টকিত শরীরে ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, এবং স্তব কিম্বা নমস্কার বা কিছু বিজ্ঞাপন করিতে না পারিয়া, আত্ম-বিস্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এবম্ভূত ভাব দর্শনে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া, শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। ১৪৬-১৫২।

শঙ্কর কহিলেন, হে বালক গৃহপতে! আমি জানিতেছি যে, তুমি বজ্রোদ্যত-কর ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভয় পাইয়াছ, হে শিশো! তোমার কোন ভয় নাই, আমিই ইন্দ্ররূপে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করাইয়াছি। আমার ভক্তের নিকট ইন্দ্র, বজ্র বা যম কোন প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি অগ্নিপদবাচ্য হও, এবং তুমি সমস্ত দেবগণের মুখ-স্বরূপ ও সমস্ত ভূতগণের অন্তশ্চর হইবে, আর তুমি যম ও ইন্দ্রলোকের মধ্যস্থলে দিক্‌পতিরূপে রাজ্যপালন কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ তোমারই নামে "অগ্নীশ্বর" বলিয়া বিখ্যাত হইবে। যাহারা ইহাঁর ভক্ত হইবে, তাহাদের বিদ্যুৎ বা অগ্নি হইতে কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহাদের কখন অগ্নিমান্দ্য বা অকাল-মৃত্যু হইবে না। ১৫৩—১৫৮। কাশীক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিপ্রদ অগ্নীশ্বরের আরাধনা করিয়া, যে ব্যক্তি দৈবাধীন অন্যত্র মৃত হয়, সে ব্যক্তি অগ্নিলোকে বাস করিয়া থাকে এবং প্রলয়কালে পুনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। বীরেশ্বরের পূর্ব্বদিকে ও গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত অগ্নীশ্বরের আরাধনা করিলে, অগ্নিলোকে বাস করিতে পারা যায়। হে দিগীশ! গৃহপতে! তুমি স্বীয় জনক, জননী ও আত্মীয়বর্গের সহিত এই রথে আরোহণ-করতঃ অগ্নিলোকে গমন কর। এই কথা বলিয়া মহাদেব, গৃহপতির বন্ধু ও পিতামাতাকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে গৃহপতিকে দিক্‌পতিত্বে অভিষেক করিয়া, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ১৫৯—১৬২।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! এই তোমায় অগ্নির স্বরূপ বর্ণন করিলাম, তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, তাহা বল, আমরা বলিতেছি। ১৬৩।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিঋ্ঝতি ও বরুণলোক-বর্ণন।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে পুরুষোত্তম-পাদপদ্মসেবক পুরুষশ্রেষ্ঠ গণদ্বয়! যথাক্রমে নৈঋ্ঝত প্রভৃতি লোকসমূহ বর্ণন করুন। ১।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ! সংযমনী পুরীর পশ্চিমভাগে দিক্‌পতি নিঋ্ঝতের এই লোকের বিষয় শ্রবণ কর, এস্থানে পুণ্য-অপুণ্যশীল দ্বিবিধ লোকই বাস করে। যাহারা রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কখন পরের হিংসা করে নাই, এই সেই পুণ্যজনগণ অবস্থান করিতেছে। যাহারা নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রুতি ও স্মৃতির অনুযায়ী আচার অবলম্বনকরতঃ, কখনও অখাদ্য ভোজন করে নাই এবং পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরদ্রোহে পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত এবং ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া, প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিত ও সদা সঙ্কুচিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্ভাষণাদি করিত, স্বামিন্ ইত্যাদি সম্বোধনপুরঃসর ব্রাহ্মণগণের নিকট বস্ত্রদ্বারা বদন আবৃত করিয়া কথা কহিত এবং সতত তীর্থ-স্নান ও দেবপূজাপরায়ণ থাকিত, নিত্য স্বীয় নামকথনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিত এবং সর্ব্বদা আবশ্যকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া, এই উৎকৃষ্ট পুরীতে বাস করিতেছে। দম, দান, দয়া, ক্ষমা, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অস্তেয়, সত্য এবং অহিংসা এই কয়টী সকলেরই ধর্ম্মের কারণ। ২—১০। ম্লেচ্ছ হইয়াও যাহারা আত্মহত্যা করে না ও মুক্তিক্ষেত্র কাশী ভিন্ন অন্য তীর্থে মৃত্যুলাভ করে, তাহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়, এবং সহস্র নরক ভোগকরতঃ, গ্রাম্য-শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আত্মঘাতীর ইহ এবং পরকালে কল্যাণ নাই, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই আত্মহত্যা

করিবে না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা সমস্ত তীর্থের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাভিলাষপ্রদ প্রয়াগধামে যথেচ্ছ-মরণের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। নীচজাতি হইয়াও যাহারা দয়া ও ধর্ম্মমার্গানুসারে পরের উপকারে নিরত থাকিত, তাহারা সাধুশ্রেষ্ঠরূপে এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। ১১—১৫।

এই দিক্‌পতির পূর্ব্বাবস্থা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যপর্ব্বতের বনমধ্যে শবরগণের অধিপতি পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবরশ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তটে বাস করিত। সে অতিশয় বলবান্ ও ক্রুর-কর্ম্মসমূহে পরাঙ্মুখ ছিল এবং দূরে অবস্থিত হইয়াও পথিকগণের পথরোধক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংসজন্তুগণকে যত্নের সহিত বিনষ্ট করিত। ব্যাধ-বৃত্তি তাহার জীবিকা হইলেও, সে অতিশয় দয়ালু ছিল, সে কখন, বিশ্বস্ত, সুপ্ত, ব্যবায়যুক্ত, জলপানে নিরত, শিশু বা গর্ভযুক্ত পশু-পক্ষী হনন করিত না। ১৬—২০। সেই ধর্ম্মজ্ঞব্যক্তি, শ্রমাতুর পথিকদিগকে বিশ্রামস্থান ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিগণকে আহার প্রদান ও যাহাদিগের পাদুকা নাই তাহাদিগকে পাদুকা প্রদান করিত। বস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে কোমল মৃগচর্ম্ম প্রদান করিত। দুর্গম প্রান্তরপথে পথিকগণের অনুগমন করিয়া, তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিত এবং তাহাদিগের নিকট কোন অর্থগ্রহণের প্রত্যাশা রাখিত না এবং বলিয়া দিত যে, বিন্ধ্যাটবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার নাম গ্রহণ করিও, তাহাতে দুষ্ট ব্যক্তি হইতে কোন ভয় থাকিবে না। সে ব্যক্তি পথিকদিগকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করিত, তাহারাও প্রত্যেক তীর্থে গমন করিয়া, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। ২১—২৪।

পিঙ্গাক্ষের এবম্বিধ আচরণে, সেই প্রান্তরভূমি নগরের তুল্য হইয়াছিল, কোন ব্যক্তি ভয়ে পথিকের পথরোধ করিতে পারিত না। ২৫। কোন সময়ে, সন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসী পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য, পথিকগণের মহাকোলাহল শ্রবণকরতঃ, তাহাদের ধন অপহরণ করিবার অভিলাষে, তাহাদিগকে নিধন করিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে পথ অবরোধ করিয়া রহিল। কিন্তু আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই দৈবক্রমে পিঙ্গাক্ষও, সেই দিবস রাত্রিকালে সেই অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া, পথের নিকট অবস্থান করিতেছিল। ২৬—২৮। যাহারা পরের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, তাহাদের সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় না, এই নিমিত্তই বিশ্বপতিকর্ত্তৃক রক্ষিত এই বিশ্ব কুশলে অবস্থান করিতেছে। ২৯। যাহা বিধাতার লিখন, তাহা অবশ্যই হইবে, কাজেই বিজ্ঞব্যক্তি কখন কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, করিলে কেবল পাপভাগীমাত্র হইবে। অতএব যে ব্যক্তি আপনার সুখ ইচ্ছা করিবে,

সে ইষ্ট বা অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, একান্তই তাহাকে যদি চিন্তা করিতে হয়, তবে অন্য চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মোক্ষের উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ৩০—৩১।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, "হে বীরগণ! শীঘ্র মার, পাতিত কর, নগ্ন কর। হে বীরগণ! আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর। আমাদের যাহা কিছু আছে, তোমরা সমস্তই লুণ্ঠন কর। আমরা পথিক ও অনাথ, কিন্তু বিশ্বনাথপরায়ণ, সুতরাং তিনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু তিনিও দূরে অবস্থিত, আমাদের আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। আমরা পিঙ্গাক্ষের ভরসায় সর্ব্বদা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকি, কিন্তু সেও এ বন হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে।" দস্যু ও যাত্রিগণের পরস্পর এইরূপ কোলাহল শ্রবণকরতঃ, দূর হইতে, "ভয় করিও না, ভয় করিও না", বলিতে বলিতে, পথিকগণের বন্ধু পিঙ্গাক্ষ, যাত্রিগণের কর্ম্ম-সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদের জীবন থাকিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল, "আমি জীবিত থাকিতে কোন্ কোন্ দুরাচার আমার প্রাণলিঙ্গ* তুল্য পথিকগণকে প্রাণে মারিয়া লুণ্ঠন করিতে অভিলাষ করিয়াছে"? ৩২—৩৮। পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য, পাপাত্মা তারাক্ষ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধনলোভে পিঙ্গাক্ষের নিধনোপায় চিন্তা করিতে লাগিল যে, "এই কুলাঙ্গার স্বীয় কুলধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ব্যবহার করিতেছে, ইহার নিমিত্ত আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, আজ নিশ্চয়ই ইহাকে বধ করিব"। দুষ্টাত্মা তারাক্ষ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ক্রোধে স্বীয় অনুচরগণকে আজ্ঞা করিল যে, তোমরা অগ্রে পিঙ্গাক্ষকে বধ কর, অনন্তর এই সমস্ত যাত্রিগণের প্রাণ-বধ করিও। ৩৯-৪১। তদনন্তর সেই দুরাচারগণ সকলে মিলিত হইয়া, পিঙ্গাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পিঙ্গাক্ষ একাকী সেই দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, কোন প্রকারে যাত্রিগণকে আপনার বাসস্থানের নিকট আনয়ন করিলেন। ৪১। অবশেষে দস্যুগণকর্ত্তৃক ধনুর্ব্বাণ ও কবচ ছিন্ন হইলে, অস্ত্রাঘাতে বিক্ষতশরীর হইয়া, অন্তিমকালে, "আমি যদি ঈশ্বর হইতাম, তাহা হইলে এই দস্যুগণকে বিনাশ করিতে পারিতাম" এই ভাবিতে ভাবিতে কেবল পরোপকারের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যাত্রিগণও সম্মুখে গ্রামপ্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিল। ৪৩-৪৪। অন্তিমকালে প্রাণিগণের যাদৃশ মতি থাকে, অন্তে

* জঙ্গম নামক ব্যক্তিগণ, কণ্ঠে যে শিবলিঙ্গ ধারণ করে

তদনুরূপ গতিলাভ হয়। এই জন্যই সেই পিঙ্গাক্ষ নৈর্ঋতেশ্বররূপে দিক্‌পতি হইয়া, নৈর্ঋতে অবস্থান করিতেছেন। এই আমরা ইহার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার উত্তরে অতি আশ্চর্য্য বরুণলোক অবস্থিত রহিয়াছে। ৪৫-৪৬।

যাহারা ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের দ্বারা, কূপ, পুষ্করিণী ও তড়াগ নির্ম্মাণ করান, তাঁহারা বরুণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া, এই বরুণলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। যাঁহারা জল-বিহীন প্রদেশে জলদানকরতঃ পরের সন্তাপ হরণ করেন, যাঁহারা অর্থিগণকে বিচিত্র ছত্র ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু দান করেন, যাঁহারা নানাবিধ স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত জলছত্র প্রদান করিয়াথাকেন, যাঁহারা সদ্‌গন্ধযুক্ত বারিপূর্ণ ঘট ধর্ম্মার্থে প্রদান করেন, যাঁহারা অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেচন করেন এবং যাঁহারা পথপার্শ্বে বৃক্ষ-রোপণ করিয়া, জলসেকের দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করেন। শ্রান্ত পথিকজনের বিশ্রামের জন্য যাঁহারা পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, গ্রীষ্মকালে যাঁহারা গ্রীষ্মের উত্তাপ-নিবারক এবং বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছাদির দ্বারা নির্ম্মিত তালবৃন্ত (পাখা) দান করেন। ৪৭-৫১। গ্রীষ্মের সময় যাঁহারা সরস, সুগন্ধি ও শীতল পানীয়সমূহ, লোকের তৃপ্তি পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে ইক্ষুক্ষেত্র এবং নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য প্রদান করেন। যাঁহারা গো-দুগ্ধ প্রদান করেন, যাঁহারা গাভী ও মহিষী প্রদান করেন, যাঁহারা ধারা-মণ্ডপ নির্ম্মাণ এবং যাঁহারা ছায়া-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, যাঁহারা দেবালয়ে সহস্রধার গলন্তিকা (ঝারা) নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, যাঁহারা তীর্থের কর উঠাইয়া দেন, যাঁহারা তীর্থের পথসমূহ পরিষ্কার করান এবং যাঁহারা ভীত ব্যক্তিকে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক অভয় প্রদান করেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিই এই বরুণ-লোকে নির্ভয়ে সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। দুষ্ট ব্যক্তিকর্ত্তৃক রজ্জুতে আবদ্ধ ব্যক্তিকে যাঁহারা মোচন করেন, তাঁহারা অকুতোভয়ে, এই পাশহস্ত বরুণের লোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই বারুণীদিকের অধীশ্বর বরুণই, সমস্ত জলরাশির একমাত্র অধিপতি এবং সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী। এই মহাত্মা বরুণের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। ৫২-৬১।

প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র, শুচিষ্মান্ নামে বিখ্যাত এক মুনি ছিলেন। তিনি বিনয়, স্থিরতা, মাধুর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহে ভূষিত ছিলেন। কোন সময়ে তিনি বালকগণের সহিত অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিতে গমন করেন, তথায় জল-ক্রীড়ায় আসক্ত থাকায়, তাঁহাকে জল-জন্তুতে হরণ করিল। তখন অন্যান্য বালকগণ ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার পিতাকে সেই বিপত্তির কথা জানাইল।

তখন তাঁহার পিতা, সমাধিতে চিত্ত একাগ্র করিয়া, মহাদেবের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বালকগণের মুখে স্বীয় পুত্রের এই বিপদ্ শ্রবণ করিয়াও, তাঁহার মন বিচলিত হইল না, বরং তিনি অধিক একাগ্রতার সহিত সর্ব্বজ্ঞ ত্রিলোচনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মহাদেবের নিকটে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নানাবিধ ভুতগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত নদী, বৃক্ষ, সমুদ্র, অরণ্য, সরোবর এবং নানাপ্রকার দেবতা ও তাঁহাদের নানাবিধ পুরী, বহুতর বাপী, কূপ, তড়াগ, এবং বহুতর পুষ্করিণী দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে কোন একটী সরোবরে বহুতর মুনি-তনয় জলক্রীড়া করিতেছে দেখিতে পাইলেন। কেহ জল হইতে উপরে উঠিতেছে, কেহ বা জলে ডুব দিতেছে, কেহ হস্তের মুষ্টির মধ্যে জল লইয়া ফোয়ারা ছুড়িতেছে। কেহ বা হস্তের দ্বারা সজোরে জল-তাড়ন করিতেছে, তদুত্থিত শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ৬২-৭২। কর্দ্দম মুনি সমাধিবলে সেই বালকগণের মধ্যে আপনার পুত্রকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন এক জলজন্তু তাহাকে আক্রমণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার তনয় অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। ৭৩। হঠাৎ কোন জলদেবী আসিয়া সেই দুষ্ট জল-জন্তুর নিকট হইতে তাঁহার তনয়কে উদ্ধার করিয়া, সমুদ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন। ৭৪। তদনন্তর ত্রিশূল-হস্তে রুদ্ররূপী কোন দেবতা আসিয়া জলধিকে তিরস্কার করিয়া, বলিতে লাগিলেন যে, হে জলাধিপ! তুমি শিবের সামর্থ্য না জানিয়া, কি কারণে শিবভক্ত মহাভাগ প্রজাপতি কর্দ্দমের তনয়কে এতক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়াছিলে? জলধি এই বাক্য শ্রবণে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া, মুনি-তনয়কে নানাবিধ রত্নে ভুষিত করিয়া এবং সেই দুষ্ট জল-জন্তুকে বন্ধন করিয়া, আনয়নপূর্ব্বক শম্ভুর চরণ-কমলের নিকট সমর্পণ করিলেন। এবং মহাদেবকে প্রণামকরতঃ, বলিতে লাগিলেন যে, হে বিভো! হে অনাথ-নাথ! হে বিশ্বেশ! হে বিপদ্বারণ! হে ভক্ত-কল্পতরো! হে শম্ভো! এই দুষ্ট জলজন্তু শিব-ভক্তের তনয়কে আনয়ন করিয়াছে, হে নাথ! আমি ইহাকে আনয়ন করি নাই। ৭৫—৮০। অনন্তর সেই রুদ্ররূপী দেব, অন্তরে মহাদেবের অভিপ্রায় জানিয়া, সেই জলজন্তুকে পাশবদ্ধ-করতঃ, মুনি-তনয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন যে, "ইহাকে গ্রহণ কর, এবং হে বৎস! তুমি স্বীয় গৃহে গমন কর"। সমাধি-সময়ে, উদারবুদ্ধি, প্রজাপতি কর্দ্দম, মহাদেবের আদেশপ্রাপ্ত রুদ্রগণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমাধি-অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন নয়ন উন্মীলনকরতঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন; অমনি সম্মুখে স্বীয় তনয়কে দেখিতে পাইলেন। এবং দেখিলেন যে, পুত্র বহুবিধ

অলঙ্কৃত রহিয়াছেন এবং তাঁহার জল-জন্তুটীও রহিয়াছে। ৮১-৮৪। এবং পুত্রের শিখার অগ্রভাগ জলে আর্দ্র রহিয়াছে। নয়নাঞ্চল কষায়বর্ণ হইয়াছে, ত্বক্ কিছু রুক্ষ-ভাব ধারণ করিয়াছে ও মনঃ ক্ষুব্ধ ও ভ্রান্ত হইয়াছে। মুনিকুমার আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন, তখন কর্দ্দম মুনি তাঁহাকে আলিঙ্গনকরতঃ, তাঁহার মুখ-পদ্ম আঘ্রাণ করিয়া, বারম্বার দর্শন করিয়াও পুনর্জাতের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ৮৫-৮৬। সেই সময়ে মহাদেবের অর্চ্চনায় নিরত কর্দ্দম মুনির সমাধিতে পাঁচশত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই পরিমিত কালকে ক্ষণমাত্রের ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন, ইহার কারণ যে, মহাকালের নিকট কাল আসিতে পারে না। ৮৭-৮৮।

তদনন্তর কর্দ্দমের পুত্র, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য, বারাণসীতে গমন করিলেন। এবং তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি পাঁচ সহস্র বৎসর পাষাণের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া তপস্যা করিলেন। তখন মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে কর্দ্দম-তনয়! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি। ৮৯-৯১।

কার্দ্দমি কহিলেন, হে নাথ! হে ভক্ত-প্রতিপালক! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে সমস্ত জল ও জলজন্তুগণের আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত পদার্থের প্রদানকর্ত্তা প্রভু মহেশ্বর, কার্দ্দ-মির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে অতিশ্রেষ্ঠ বরুণের পদে অভিষিক্ত করি-লেন। এবং বলিলে যে, সমুদ্রজাত যাবতীয় রত্ন, নদী, সরোবর, পল্বল এবং দীর্ঘিকার জলসমূহের ও মেঘসমূহের এবং প্রতীচীদিকের তুমি অধীশ্বর হও, এবং পাশপাণি হইয়া, সমস্ত দেবগণের প্রিয়পাত্র হও। আর সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য, আমি তোমাকে আর একটা বর প্রদান করিতেছি—তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ তোমার নামে "বরুণেশ" বলিয়া, বারাণসীতে বিখ্যাত হইবেন এবং সর্ব্ব-প্রকারে সিদ্ধি প্রদান করিবেন। মণিকর্ণিকেশ্বর মহাদেবের নৈর্ঋতদিকে অবস্থিত এই বরুণেশ্বরের আরাধনা করিলে সর্ব্বপ্রকার জড়তা বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বরু-ণেশ্বরের ভক্ত, তাঁহাদের আমা হইতে কোন ভয় থাকিবে না। এবং তাঁহাদের কোন কালে অগ্নি-ভয়, অপমৃত্যু-ভয়, জল মধ্যে ভয় এবং তৃষ্ণা-ভয় থাকিবে না। ৯২-৯৯। বরুণেশ্বরের স্মরণ করিলে নীরস অন্নসমূহও নিশ্চয়ই সরস হইবে। ১০০। হে দ্বিজ! এই কথা বলিয়া শম্ভু অন্তর্হিত হইলেন এবং বরুণ ও

নিজ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া, তদবধি এই লোকে বাস করিতে লাগিলেন। ১০১। এই আমরা তোমাকে বরুণলোকের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানব কুত্রাপি অপমৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা পীড়িত হয় না। ১০২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বায়ু ও অলকাপুরী-বর্ণন।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ্যনিধে! দ্বিজ! এই বরুণপুরীর উত্তরভাগে অবস্থিত গন্ধবতী নাম্নী বায়ুপুরী শোভা পাইতেছে, বিলোকন কর। ১। প্রভঞ্জন নামক বায়ু মহাদেবের আরধনা করিয়া, এই পুরীতে দিক্‌পালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২।

পুরাকালে পূতাত্মা নামে কশ্যপের এক পুত্র, মহাদেবের রাজধানী বারাণসী-পুরীতে বিপুল তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। সেই মহাত্মা কশ্যপ-তনয় বারাণসী-ধামে পবনেশ্বর নামে পবিত্র লিঙ্গ-স্থাপন করিয়া, দশ লক্ষ বর্ষ তপস্যা করেন। সেই পবনেশ্বর লিঙ্গের দর্শনমাত্রে মনুষ্য পবিত্র-জীবন লাভ করে এবং অন্তকালে পাপকঞ্চুকস্বরূপ দেহ পরিত্যাগকরতঃ পবনপুরীতে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৩—৫।

সেই পবনেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সন্নিধানে অতিশয় উগ্র-তপস্যাকারী সেই কশ্যপ-তনয়ের নিকট, তপস্যার ফল-প্রদাতা জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ মহেশ্বর লিঙ্গ-মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন। ৬। অনন্তর প্রণত কশ্যপ-সুত পূতাত্মাকে সম্বোধন করিয়া, করুণামৃতসাগর প্রসন্নাত্মা ভগবান্ মহেশ্বর কহিলেন যে, হে সুব্রত! পূতাত্মন্! তুমি উত্থান কর, উত্থান কর, এবং তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পূতাত্মন্! তোমার এই উগ্র-তপস্যা ও মদীয় লিঙ্গের আরাধনায়, সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই; যাহা তোমাকে না দেওয়া যাইতে পারে। ৭-৮। পূতাত্মা কহিলেন, হে দেবগণের অভয়প্রদ! দেবদেব! মহাদেব! প্রভো! ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবগণেরও আধিপত্য আপনি প্রদান করিয়া থাকেন। ৯। হে প্রভো! আপনার স্বরূপ কি তাহা বেদ জানেন না। ইহার কারণ, সেই বেদও আপনার তত্ত্ব-বিচার করিতে গিয়া "ইহা নয়,

ইহা নয়” এইরূপ বিচারকরতঃ অনন্তপথে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। ১০। হে প্রমথেশ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং বৃহস্পতিও বাক্যের দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। হে প্রভো! মাদৃশ অকিঞ্চন জন, আপনার স্তব করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? । ১১। হে প্রভো! তথাপি, ভক্তি আমাকে আপনার স্তবের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করিতেছে। হে জগন্নাথ! আমি কি করিব। ইন্দ্রিয়-সকল আমার অধীন নহে। ১২।

হে প্রভো! আপনিই সংসারস্বরূপ, বাস্তবিক এই দৃশ্যমান বিশ্ব হইতে আপনার কোন ভেদ নাই। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বগত, সুতরাং এ ভুবনে আপনি অদ্বিতীয়। হে দেব! আপনি স্তুতি, স্তুত্য এবং স্তোতা এই ত্রিরূপ। হে প্রভো! আপনি সগুণ অথচ আপনি নির্গুণ। ১৩। হে প্রভো! সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনি অদ্বিতীয় এবং রূপ-নামবর্জ্জিতভাবে বিরাজমান ছিলেন। হে দেব! যোগিগণও আপনার পরমার্থতত্ত্ব অবগত নহেন। ১৪। হে প্রভো! হে স্বতন্ত্র! আপনি সৃষ্টির পূর্ব্বে একাকী অদ্বিতীয় থাকিলেও, সেই সময়ে সংসারবিলাসের নিমিত্ত আপনার যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, সেই আশ্রিত ইচ্ছা-শক্তিই আপনার মায়া বলিয়া কীর্ত্তিত। ১৫। হে দেব! আপনি এক হইয়াও শিব ও শক্তিভেদে উভয়রূপ ধারণ করিয়াছেন। হে মহেশ্বর! আপনি জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ এবং আপনার ইচ্ছা, শক্তিস্বরূপিণী। ১৬। শিব ও শক্তি এই উভয় পদার্থই নিজের লীলার প্রভাবে ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই ক্রিয়াশক্তি হইতেই এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ১৭। ভবানীপতিই জ্ঞানশক্তি এবং উমাই সাক্ষাৎ ইচ্ছাশক্তি, আর এই বিশ্বই ক্রিয়াশক্তি। হে প্রভো! অতএব এই ক্রিয়াশক্তি-রূপ বিশ্বের আপনিই কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ১৮। হে প্রভো! বিধাতা আপনার দক্ষিণাঙ্গ, বিষ্ণু আপনার বামাঙ্গ, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি আপনার নয়ন এবং বেদত্রয়ই আপনার নিশ্বাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ১৯। হে জগদীশ! আপনার গাত্র-স্বেদ হইতেই সমুদ্রসকল উৎপন্ন হইয়াছে। সমীরণ আপনার শ্রোত্র, দশদিক্ই আপনার বাহুনিকর এবং ব্রাহ্মণগণই আপনার মুখ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন। ২০। হে প্রভো! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুদ্বয় হইতেই উৎপন্ন। বৈশ্যগণ আপনার উরুদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে ঈশান! আপনারই পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে, হে প্রভো! মেঘ-নিকরই আপনার কেশসমূহ। ২১। হে প্রভো! পুরাকালে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে আপনি এই বিশ্বকে সৃজন করিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চরাচর নিখিল পদার্থই

সেই পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২২। হে জগন্ময়! এই সকল কারণে আমি আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থের সত্তা স্বীকার করি না। হে প্রভো! আপনাতেই সকল ভূত অবস্থান করিতেছে এবং আপনিই সর্ব্ব-ভূতময়। ২৩। হে প্রভো! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে দেব! আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন, আপনার প্রতি আমার মতি স্থিরভাবে অবস্থান করে। ২৪।

পূতাত্মা এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, প্রভু দেবেশ মহাদেব, সেই পূতাত্মার উপর নিজ-মূর্ত্তির আরোপ করিয়া, তাঁহাকে দিক্‌পাল-পদ প্রদান করিলেন। ২৫। অনন্তর মহাদেব কহিলেন, হে পূতাত্মন্! তুমি আমার রূপ ধারণ করিয়া, সর্ব্বগতভাবে অবস্থান করিবে। এবং তোমার দ্বারায় জীবগণের নিখিলতত্ত্বের অববোধ হইবে। এবং তুমিই সর্ব্বত্র সকল জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থান করিবে। ২৬। বারাণসীস্থিত তোমার প্রতিষ্ঠিত এই দিব্য শিবলিঙ্গ, যে সকল মানবগণ অবলোকন করিবে, তাহারা দেহান্তে সর্ব্বপ্রকার ভোগসমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া তোমার লোকে বাস করিতে সমর্থ হইবে। ২৭। যদ্যপি মনুষ্য, জন্মের মধ্যে একবারও এই পবমানেশ্বর-লিঙ্গকে সুগন্ধ বারিদ্বারা স্নান করাইয়া, সুগন্ধ-চন্দনযুক্ত পুষ্পের দ্বারা যথোক্তবিধানে পূজা করে, তবে সেই ব্যক্তি শিবলোকেও সম্মান লাভ করিতে পায়। জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমভাগে এবং বায়ুকুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত পবমানেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিলে, তৎক্ষণাৎ জীব পবিত্রভাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকারে পূতাত্মাকে বর প্রদান করিয়া, মহেশ্বর সেই পবন-লিঙ্গ মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৮-৩০।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! তোমার নিকট গন্ধবতীপুরীর বিবরণ সম্যক্‌প্রকারে নিরূপণ করিলাম। সেই গন্ধবতীপুরীর পূর্ব্বভাগে কুবেরের এই অলকানাম্নীপুরী শোভা-পাইতেছে। ৩১। এই পুরীর অধীশ্বর কুবের, মহাদেবের প্রতি ভক্তিযোগবলে তাঁহার সখা হইয়াছেন এবং পদ্মপ্রমুখ নিধিগণেরও দান ও ভোগ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩২।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, এই পুরীর অধীশ্বর কুবের কে? এবং ইনি কাহারই বা পুত্র এবং যাদৃশ ভক্তির বলে ইনি মহাদেবেরও সখা হইয়াছেন, সেই ভক্তিই বা কি প্রকার? এই সকল বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অভিলাষী। হে গণদ্বয়! আপনাদের বাক্যরূপ সুধাস্বাদের দ্বারা মদীয় মন নিতান্ত স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া, শ্রবণ-বিবরে আসিয়া আপনার বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে। ৩৩-৩৪।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ শিবশর্ম্মন্! বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের উপর তোমারই যথার্থ আধিপত্য আছে এবং তীর্থ-পর্য্যটনের দ্বারা অশেষ জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ। হে শিবশর্ম্মন! তোমার ন্যায় প্রণয়যুক্ত সুহৃদের নিকট কোন্ কথা না বলা যায়? সাধুগণের সহিত আলাপ করিলে, সকলেরই মঙ্গলবুদ্ধি হয়। ৩৫-৩৬।

পুরাকালে কাম্পিল্য নামক নগরে, সোমযাগকারীগণের কুলে উৎপন্ন যজ্ঞদত্ত নামে একজন দীক্ষিত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি নানাবিধ যজ্ঞকর্ম্মে বিশারদ ছিলেন। ৩৭। দীক্ষিত যজ্ঞদত্ত বেদ ও বেদাঙ্গ এবং পদার্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপ জানিতেন এবং বেদোক্ত আচারসমূহে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তৎকালীন রাজা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। তাঁহার নিকট বহু ধন ছিল এবং তিনি লোকে বদান্য ও কীর্ত্তিভাজন ছিলেন। ৩৮। তাঁহার চন্দ্রের ন্যায় অতি মনোহরাকৃতি গুণনিধি নামে এক পুত্র হয়। ঐ পুত্র উপনয়নানন্তর গুরুগৃহে বাসকরতঃ অগ্নি-শুশ্রূষায় নিরত ও বেদপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কালে বহুতর বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, গুণনিধি বিধির বিড়ম্বনায় পিতার বিনানুমতিতে দ্যূতকর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়িল। ৩৯-৪০। দ্যূতক্রীড়ারত পুত্র গুণনিধি, প্রতিদিনই মাতার নিকট হইতে বহু ধন লইয়া গিয়া দ্যূতকারগণকে প্রদান করিতে লাগিল, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ৪১। গুণনিধি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য আচার সকল পরিত্যাগ করিল, সন্ধ্যা ও স্নানে পরাঙ্মুখ হইল। বেদশাস্ত্র প্রভৃতির নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল এবং সর্ব্বদা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের জুগুপ্সা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৪২। এই প্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আচার সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গুণনিধি নাট্যকার, বিড়ালব্রত, পাষণ্ড ও ধূর্ত্তগণের সহিত সর্ব্বদা প্রীতিসহকারে গীত-বাদ্যাদি বিনোদকরতঃ কালযাপন করিতে লাগিল। ৪৩। জননী যখন গুণনিধিকে তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিতেন, তখন সে কোনক্রমেই পিতার সমীপে উপস্থিত হইত না। নানাবিধ গৃহকার্য্যে ব্যস্ত দীক্ষিত স্বীয় পত্নীকে যে সময়ই জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "অয়ে! পুত্র গুণনিধিকে গৃহে দেখিতে পাই না কেন, সে কোথায় যায়? এবং কি কার্য্যই বা করে"? সেই সময়ই দীক্ষিত পত্নী উত্তর করিতেন যে, "হে নাথ! পুত্র গুণনিধি এইমাত্র গৃহ হইতে বহির্গমন করিল। গুণনিধি, স্নানান্তে দেবগণের পূজা সমাপন করিয়া, এইকাল পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস-করতঃ পুনর্ব্বার পাঠ লইবার নিমিত্ত, দুই তিনজন মিত্রের সহিত গুরুগৃহে গমন

করিল"। একটী ভিন্ন আর পুত্র নাই, সেই জন্য অতিশয় স্নেহপ্রযুক্ত জননী প্রায়ই পতি দীক্ষিতের নিকট পুত্রের চরিত্র গোপন করিতেন। ৪৪-৪৭।

এই সকল কারণে দীক্ষিত, পুত্রের কর্ম্ম ও চরিত্রের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। দীক্ষিত এইরূপ অজ্ঞাতভাবে তাহার কেশান্তকর্ম্ম করিয়া, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম উপস্থিত হইলে, স্ব-গৃহ্যোক্ত বিধানে গুণনিধির বিবাহ প্রদান করিলেন।

গুণনিধির স্নেহার্দ্রহৃদয়া জননী প্রতিদিনই তাহাকে অতি মৃদুভাবে শাসন করিতে লাগিলেন যে, "হে বৎস! তোমার পিতা অতি ক্রুদ্ধস্বভাব, তিনি যদি তোমার এই ব্যবহার জানিতে পারেন, তবে তোমাকে এবং আমাকেও তাড়না করিবেন। তোমার এই কুব্যবহার আমি প্রতিদিনই তোমার পিতার নিকট গোপন করিয়া থাকি। তোমার পিতা ধনের জন্য সমাজে মাননীয় নহেন, কেবল-মাত্র সদাচারী বলিয়াই লোকে তাঁহার এত মান্য করে। সদ্বিদ্যাশালী ও সাধুসঙ্গী পুত্রই ব্রাহ্মণগণের ধনস্বরূপ। তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ সৎশ্রোত্রিয়, অনূচান* দীক্ষিত ও সোমযাজী এই সকল গৌরবসূচক খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সেই কুলে উৎপন্ন হইয়া, তোমার এ প্রকার ব্যবহার করা কি উচিত? হে পুত্র! দুর্ব্বৃত্তগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তুমি সাধুসঙ্গনিরত হও। সদ্বিদ্যাসমূহে মন প্রদান কর এবং ব্রাহ্মণের আচার অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ কর। তোমার এই ঊনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে। হে গুণনিধে! তোমার মধুরভাষিণী সাধ্বী-পত্নীও ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তোমার এই পত্নী, রূপ, গুণ, কুল ও বয়ঃ-ক্রমে সর্ব্বথাই তোমার অনুরূপ, অতএব সচ্চরিত্রা ত্বদীয় সহধর্ম্মিণীকে ভজনা কর, এবং পিতৃভক্তিপরায়ণ হও। তোমার শ্বশুরও গুণে শীলে সর্ব্বত্রই মান্য। হে শিশো! তাঁহার কাছে তুমি লজ্জিত হইতেছ না কেন? হে বৎস! এখনও তোমার এই দুর্ব্বৃত্তা পরিত্যাগ কর। হে পুত্র! তোমার মাতুলগণ বিদ্যা, শীল ও কুলাদিতে অতুলনীয়, তাহাদিগের হইতে কি তুমি ভয় পাইতেছ না? হে বৎস! তুমি পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ এই উভয় বংশেই বিশুদ্ধ, তোমার এ প্রকার দুর্ব্বৃত্তা করা কি উচিত?। হে গুণনিধে! প্রতিবেশী ব্রাহ্মণতনয় এবং তোমার পিতার গৃহস্থিত শিষ্যগণের বিনয়োচিত ব্যবহার বিলোকন করিয়া, তোমার দুঃস্বভাব পরি-ত্যাগ কর। হে সুত! তোমার এই কুব্যবহার যখন রাজা শ্রবণ করিবেন, তখনি

* যাঁহারা গুরু-নিকটে সাঙ্গ-বেদ প্রবচন অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে অনূচান কহা যায়।

তোমার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া, তাঁহার বৃত্তিলোপ করিয়া দিবেন। এখন পর্য্যন্তও লোকে বালক বলিয়া, তোমার এই সকল ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা করে। ইহার পরে তাহারা উপহাসপূর্ব্বক বলিবে যে, দীক্ষিতের উপযুক্ত পুত্রই হইয়াছ বটে! ইহার পরে সকল লোকেই তোমাকে, আমাকে এবং তোমার পিতাকে নিন্দা করিবে। ৪৮—৬১। সকল লোকেই এইরূপ দুর্ব্বাক্য দ্বারা আমার নিন্দা করিবে যে, সন্তান জননীর চরিত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব গুণনিধির মাতার স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ। তোমার পিতার ত কোন প্রকার পাপ নাই, তিনি কি শ্রুতি ও স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক নহেন? ৬২। তোমার পিতার চরণে আমার মন সর্ব্বদাই লীন আছে। আমার চরিত্রবিষয়ে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর সাক্ষী। আমি ঋতুস্নান করিয়া, কখনও কোন দুষ্ট ব্যক্তির মুখাবলোকন করি নাই। এই বলবান্ বিধির প্রভাবে আমি তোমার ন্যায় পুত্রকে লাভ করিলাম কি আশ্চর্য্য!

জননী এই প্রকারে প্রতিক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিলেও, সেই দুর্ম্মদ পুত্র সেই সকল দুষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ করিল না। কেনই বা পরিত্যাগ করিবে; যে ব্যক্তি দুর্ব্বোদ ও ব্যসনী, সে কি নিজ দুষ্ট ব্যবহার ছাড়িতে পারে? মৃগয়া, মদ্য, খলতা, বেশ্যাসক্তি, চৌর্য্য, দ্যূত ও পরদাররতি, এই সকল ব্যসনে কোন্ ব্যক্তির চরিত্র অখণ্ডিত থাকে। সেই সুদুর্ম্মতি গুণনিধি, গৃহমধ্যে যাহা কিছু ধন ও বস্ত্রাদি অবলোকন করিত, তাহাই লইয়া গিয়া দ্যূতকারগণকে অর্পণ করিত। এক দিবস তাহার মাতা নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় সে গৃহে প্রবেশ করিয়া, জননীর হস্ত হইতে নিজ পিতৃ-প্রদত্ত নবরত্নময়ী মুদ্রিকা (আংটী) অপহরণকরতঃ দ্যূতকারগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। দীক্ষিত এক দিবস রাজভবন হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালে পথিমধ্যে দ্যূতকারের হস্তে নিজ মুদ্রিকা অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই মুদ্রিকা তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইলে? দীক্ষিত এই প্রকার নির্ব্বন্ধসহকারে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে পর, দ্যূতকার প্রত্যুত্তর করিল যে, আপনি আমাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন, আমি কি চুরি করিয়া আপনার মুদ্রিকা গ্রহণ করিয়াছি? আপনার পুত্রই আমাকে এই মুদ্রিকা অর্পণ করিয়াছে। ৬৩-৭০। পূর্ব্বদিন আপনার পুত্র ত্বদীয় জননীর একখানি শাটী আমাকে দিয়াছে। অদ্য আমি এই অঙ্গুরীয়টী তাহার নিকট হইতে জয় করিয়াছি। সেই গুণনিধি কেবল আমাকেই যে, এই অঙ্গুরীয় অর্পণ করিয়াছে তাহা নহে, এই-রূপে অন্যান্য অনেক দ্যূতকারগণকে সে নানাবিধ রত্ন, সুবর্ণ, বস্ত্র, ভৃঙ্গার প্রভৃতি নানাবিধ ধন প্রদান করিয়াছে। ২১-৭২। সেই গুণনিধি এইরূপে প্রায়ই দ্যূতে

পরাজিত হইয়া, বিজেতাগণকে বিবিধ বিচিত্র কাংস্য ও তাম্রময় পাত্র প্রদান করে এবং দ্যূতকারগণও সেই পরাজিত আপনার পুত্র গুণনিধিকে উলঙ্গ করিয়া বাঁধিয়া রাখে। ৭৩। ভূমণ্ডলে আপনার পুত্রের ন্যায় দ্যূতক্রীড়ারত অন্য কোন ব্যক্তিই নাই। হে বিপ্র! অদ্যাপিও সেই অবিনয় ও অনীতিবিশারদ দ্যূতকর্ম্ম-পরায়ণ সেই গুণনিধির গুণের কথা আপনার কর্ণগোচর হয় নাই? ইহার কারণ কি?

দ্যূতকারের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীক্ষিতের স্কন্ধদেশ লজ্জাভরে বিনম্র ভাব ধারণ করিল। তিনি বস্ত্রের দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ-করতঃ, উপবেশনপূর্ব্বক মহা-পতিব্রতা স্বকীয় পত্নীকে নিকটে আহ্বানকরতঃ বলিতে লাগিলেন। ৭৪—৭৭। অয়ি দীক্ষিতায়িনি! তুমি কোথায়? তোমার পুত্র গুণনিধিই বা কোথায়? অথবা সে যেখানে থাকে থাকুক, তাহাতে আমার কি প্রয়োজন, আমার সুন্দর সেই অঙ্গুরীয়টী কোথায়? আমার শরীর উদ্বর্ত্তনকালে সেই অঙ্গুরীয়টী তুমি আমার অঙ্গুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে; সেই নব-রত্নময়ী শুভকারিণী মুদ্রিকাটী আমাকে অর্পণ কর। ৭৮।

দীক্ষিতের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পত্নী অতিশয় ভয়ের সহিত উত্তর করিলেন যে, অয়ি নাথ! আপনি এইক্ষণে মধ্যাহ্নকালীন ক্রিয়া সকল সম্পা-দন করুন, আমি এখন দেবপূজার জন্য উপহারাদি কর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছি। আপনি অতিথিসেবা করিতে বড়ই ভালবাসেন, ঐ দেখুন অতিথিসেবার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে। আমি এখনই পকান্ন-নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় কোন্ পাত্রে আপনার সেই অঙ্গুরীয়টী রাখিয়াছি, তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। ৭৯-৮১। দীক্ষিত কহিলেন, অয়ি সৎপুত্র-প্রসবকারিণি! সত্যভাষিণি! আমি যে সময়ই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, তোমার পুত্র গুণনিধি কোথায় গিয়াছে, সেই সময়ই তুমি উত্তর দিয়াছ যে, এইমাত্র পুত্র গুণনিধি গৃহ হইতে অধ্যয়ন করিয়া, পুনর্ব্বার পাঠ লইবার জন্য বিপ্রবালকগণের সহিত বহির্গমন করিয়াছে। আমার সেই বহুমূল্য শাটক কোথায়? যে মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত শাটক আমি তোমাকে প্রদান করিয়াছিলাম। এবং যে বস্ত্র বস্ত্রাধারে সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইত, সেই বস্ত্রই বা কোথায়? তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া সত্য কথা বল। ৮২-৮৪। সেই মণিমণ্ডিত ভৃঙ্গার, সেই পট্টসূত্রময়ী ত্রিপটী, যাহা রাজা আমাকে অর্পণ করিয়া-ছিলেন, তাহাও ত এক্ষণে গৃহে দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি?। সেই দক্ষিণদেশীয় কাংস্যপাত্র এবং সেই গৌড়দেশীয় তাম্রঘটীই বা কোথায়? সেই

হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত সুখজনক কৌতুকময়ী মঞ্চিকাই বা কোথায়? পর্ব্বতদেশোৎপন্ন চন্দ্রকান্তশিলানির্ম্মিত অতি উজ্জ্বলমূর্ত্তি উত্থতহস্ত এবং বহুবিধ অলঙ্কার-ভূষিত সেই শালভঞ্জিকা (পুত্তলিকা) কোথায় রাখিয়াছ? ৮৫-৮৭। অয়ি সৎকুলোদ্ভবে! আর নানা কথা কহিয়া কি ফল, তোমার উপর বৃথা কোপ করিয়াই বা কি হইবে? আমি যখন আর একটী পত্নী গ্রহণ করিব, তখনই আহার করিব, অন্যথা আহার করিতেছি না। ৮৮। সেই কুল-দূষক কুপুত্রের অবস্থিতিতে আমি এক প্রকার অনপত্যভাবে রহিয়াছি। যাহার সৎপুত্র নাই সেই ব্যক্তি অপুত্র, ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাও উত্থান কর, কুশ ও জল আনয়ন কর, আমি তাহার উদ্দেশে তিলাঞ্জলি প্রদান করি। ৮৯। কুলপাংশুল পুত্র থাকা অপেক্ষা মনুষ্যের অপুত্রতাই শ্রেয়ঃ। নিজকুলরক্ষার জন্য এক পুত্র অথবা ভার্য্যা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, ইহা প্রাচীনগণের নীতি। ৯০। অনন্তর পত্নীকে এবম্প্রকার তিরস্কার করিয়া, দীক্ষিত স্নানাদি বিধি সমাপ্তকরতঃ সেই দিবসেই কোন একজন শ্রোত্রিয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ৯১।

এ দিকে পিতৃ-কর্ত্তৃক নিজের এবম্প্রকার পরিত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দীক্ষিত পুত্র গুণনিধি, নিজের দুরদৃষ্টের নিন্দাকরতঃ, কোন দিক্ লক্ষ্য করিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গৃহ হইতে নির্গমন করিয়া, গুণনিধি মহৎ চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল যে, আমি কোথায় যাই এবং কি করি, আমি কোন প্রকার বিদ্যাভ্যাস করি নাই, আমার নিকট কিছু ধনও নাই। ৯২-৯৩। যে ব্যক্তির ধন বা বিদ্যা আছে, সেই ব্যক্তিই দেশান্তরে গিয়া সুখে বাস করিতে পারে। ইহার মধ্যে ধনবান্ মনুষ্যের বিদেশে চৌরভয়ে ধনাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, কিন্তু যাহার বিদ্যা আছে, তাহার কোন স্থানেই ভয়ে পীড়িত হইতে হয় না। ৯৪। যাজ্ঞিকদিগের কুলে আমার জন্মই বা কোথায়? আর তাদৃশ দ্যূত-ক্রীড়াদিরূপ দুর্ব্ব্যসনই বা কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয়! বলবান্ বিধি, অবশ্যম্ভাবি কর্ম্মেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, না হইলে আমার এবম্প্রকার মতি কেন হইবে? ৯৫। হায়! আমি ভিক্ষা করিতে জানি না। কোন ব্যক্তির সহিতও আমার পরিচয় নাই এবং আমার নিকটে অল্পও অর্থ নাই, হায়! আমি কাহার শরণ লইব। ৯৬। প্রতিদিনই সূর্য্য উদিত না হইতেই আমার জননী নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য আমাকে প্রদান করিতেন। হায়! অদ্য আমি কাহার নিকট প্রার্থনা করিব, আমার জননী ত এখানে বিদ্যমান নাই। ৯৭।

গুণনিধি এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল রহিয়াছে, এ দিকে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য অস্ত

গমন করিলেন। সেই সময়ে শিবরাত্রিব্রতে উপবাসী একজন শিবভক্ত মনুষ্য শিবপূজার জন্য নানাবিধ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, শিবপূজা করিবার নিমিত্ত নগর হইতে নির্গত হইলেন। ৯৮। ক্ষুধাতুর গুণনিধি পক্কান্নের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া "এই অন্ন মহাদেবের নিকট উপহৃত হইলে পর রাত্রিতে আমি লইয়া আহার করিব" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ৯৯-১০০। এই প্রকার আশা করিয়া, গুণনিধি মহাদেবের মন্দিরের দ্বারে উপবেশন করিয়া, সেই শিবভক্তকৃত শিবপূজা দর্শন করিতে লাগিল। ১০১। এদিকে মহাদেবের পূজান্তে ভক্তজন নানাপ্রকার নৃত্য-গীতাদি করিয়া, যখন ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রাগত হইলেন, সেই সময় নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার জন্য গুণনিধি সেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ১০২। গুণনিধি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, ঐ গৃহস্থিত দীপের তাদৃশ উজ্জ্বল শোভা নাই। তখন সে নৈবেদ্যাদি ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য, নিজ বস্ত্রের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া, বর্ত্তিকা প্রস্তুতকরতঃ সেই দীপটীকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। ১০৩। অনন্তর পক্কান্ন গ্রহণ করিয়া বাহিরে যাইবার সময় তাহার পদাঘাতে একজন জাগরিত হইল, "এ ব্যক্তি কে? এ ব্যক্তি কে? চোর, ধারণ কর, ধারণ কর" এই প্রকার সেই প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চীৎকার শুনিয়া পুররক্ষকগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, সেই পলায়মান গুণনিধিকে বিশেষ প্রকারে প্রহার করিল। অদৃষ্টবশে সেই আঘাতেই গুণনিধি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। গুণনিধির পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল, তাহাতেই সে শিব নৈবেদ্য ভক্ষণ করে নাই। ১০৪-১০৬। গুণনিধির প্রাণান্ত হইলে পর অতি বিকটাকার মুদগরপাণি যমদূতগণ আগমনকরতঃ যমপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিল। ১০৭। সেই সময়েই শিবলোক হইতে শূলহস্ত শিবপারিষদগণ, গুণনিধিকে শিবপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য দিব্য কিঙ্কনীজাল-শোভিত বিচিত্র বিমান লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১০৮। সেই সকল শম্ভুগণকে অবলোকন করিয়া, ভীত যমকিঙ্করগণ প্রণামকরতঃ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল যে, হে শম্ভু-গণসকল! এই ব্রাহ্মণ জীবিতাবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল। এ ব্যক্তি স্বীয় কুলাচারের প্রতিকূল এবং নিজ পিতার বাক্য প্রতিপালন করে নাই। এই দুর্ব্বৃত্ত সত্য এবং শৌচবর্জ্জিত ছিল এবং বিহিত সন্ধ্যা এবং স্নান করিত না। ১০৯-১১০। ইহার অন্যান্য ইতর-কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, এই ব্যক্তি এইমাত্র শিব-নির্ম্মাল্য হরণ করিয়াছে। এই সকল বিষয়ত আপনারা প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন, এই দুষ্টাত্মা ভবাদৃশ পুণ্যাত্মাগণের অস্পৃশ্য। ১১১। যাহারা শিব-নির্ম্মাল্য ভোজন করে, যাহারা

শিব-নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করে বা যাহারা শিব-নির্ম্মাল্য দান করে, তাহাদের স্পর্শ করিলেও পাপ হয়। ১১২। বিষ আলোড়ন করিয়া পান করাও শ্রেয়ঃ, এবং অনশনও শ্রেয়ঃ, তথাপি প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও শিব-নির্ম্মাল্য ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ১১৩। আপনারা যে প্রকার ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত আছেন, আমরা তাদৃশ জানি না। এ ব্যক্তির যদি কোন ধর্ম্মলেশ থাকে, তবে তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনারা তাহা কীর্ত্তন করুন। ১১৪।

যম-কিঙ্করগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেবের পারিষদগণ কহিলেন যে, অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টি পণ্ডিতগণ যে সকল সূক্ষ্ম শিব-ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত আছেন, তোমাদের ন্যায় স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি কি প্রকারে সেই শিব-ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। এই নিষ্পাপ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১১৫-১১৬। এই ব্যক্তি রাত্রিকালে নিজ বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া বর্ত্তিকা নির্ম্মাণকরতঃ, প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া, শিবলিঙ্গের উপরিভাগে নিপতিত দীপচ্ছায়া নিবারিত করিয়াছিল। ১১৭। হে যম-কিঙ্করগণ! ইহার আর একটী প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ভক্তগণ যখন শিবনাম গ্রহণ করিতেছিল, সেই সময়ে এই ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে সেই নাম সকল শ্রবণ করিয়াছিল। এবং ভক্তগণ বিধি-সহকারে যে পূজা করিয়াছিল, এই ব্যক্তি তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিল। এবং অদ্য চতুর্দ্দশীতিথি ছিল, এই ব্যক্তিও উপবাস করিয়াই সেই সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদিত করিয়াছিল। ১১৮-১১৯। এই ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ কলিঙ্গরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তোমরা যেমন আসিয়াছ, সেইরূপ রিক্ত-হস্তেই ফিরিয়া যাও। ১২০।

এই প্রকারে শিব-পারিষদগণ, তাহাকে যম-কিঙ্করগণের হস্ত হইতে মোচন করিয়া দিলে পর, সেই ব্যক্তি অরবিন্দ নামক কলিঙ্গদেশাধিপতির ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিলেন এবং দম নামে পরিচিত হইলেন। ১২১। অনন্তর পিতার মৃত্যু হইলে পর, যুবা দম যথাক্রমে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হে দ্বিজ! দুর্দ্দম দমরাজা, সকল শিবমন্দিরে প্রদীপদানের অতিরিক্ত অন্য কোন ধর্ম্মই জানিতেন না। দমরাজা স্বীয় অধিকারস্থ সকল গ্রামাধিপগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রকার আজ্ঞা দিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ গ্রামে যত শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক শিবালয়েই প্রতি রাত্রে অবিচারিতভাবে দীপ প্রদান করিবে। যিনি এই প্রকার মদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। অধিক কি, আমার এই আজ্ঞা যিনি প্রতিপালন করিবেন না তাহার শিরশ্ছেদন করা যাইবে। ১২২—১২৫।

দম রাজার ভয়ে তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক শিবালয়েই প্রতিরাত্রে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতে লাগিল। সেই দম নৃপতি এবম্প্রকার ধর্ম্মের প্রভাবে যাবজ্জীবন মহতী ধর্ম্মসম্পদ্ ভোগ করিয়া, যথাকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। পূর্ব্বজন্মের দীপদান-বিষয়ে সংস্কারবলে, সেই জন্মে শিবমন্দিরে অনন্ত দীপদান করিয়াছিলেন বলিয়া, দমরাজা জীবনান্তে এই অলকাপুরীর অধিকার লাভ করিয়াছেন। সেই দীপপ্রদানের ফলে এক্ষণে ইঁহার গৃহে, উৎকৃষ্ট রত্নসমূহের প্রভা দীপশিখার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। মহাদেবের উদ্দেশে অল্পও ধর্ম্ম করিলে, কালে তাহা এই প্রকার বহুফল প্রদান করিয়া থাকে। ১২৬—১২৯। এই সকল বিষয় অবগত হইয়া, সুখেচ্ছুগণের সর্ব্বপ্রকারেই মহাদেবের ভজনা করা উচিত। হে শিবশর্ম্মন্! সেই সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত অতি অকিঞ্চন দীক্ষিত-তনয় গুণনিধিই বা কোথায়? আর নিজের স্বার্থের জন্য শিবলিঙ্গের মস্তকের উপর দীপদশা প্রজ্বলিত করিয়া, কলিঙ্গদেশে ধর্ম্মযুক্ত অন্তঃকরণে সর্ব্বসুখময় রাজ্যভোগপূর্ব্বক, পূর্ব্বসংস্কারবশে শিবমন্দিরসমূহে দাপপ্রদানের ফলে, এই দিক্‌পালপদবীপ্রাপ্তিই বা কোথায়? তাদৃশ অকিঞ্চন ব্যক্তিও মহাদেবের প্রসাদে দিক্‌পালপদবী পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইল। এই দেখ এক্ষণও সেই গুণনিধি দেবদুর্লভ অলকাপুরীকে কি সুন্দররূপে ভোগ করিতেছেন। হে শিবশর্ম্মন্! মহাদেবের উদ্দেশেকৃত অল্পমাত্রও কর্ম্ম কত অধিক ফলপ্রদান করে, তাহা তুমি বিচার করিয়া দেখ। ১৩০—১৩১।

গণদ্বয় কহিলেন, এই অলকাপুরাধিপতি কোন্ রূপে মহাদেবের সর্ব্বকালিক সখিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি তুমি একমনে শ্রবণ কর। পাদ্ম নাকক পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের বিশ্রবা নামে এক পুত্র হয়। সেই বিশ্রবার বৈশ্রবণ নামক পুত্র হয়। সেই বৈশ্রবণ অতি উগ্রতপস্যার দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, বিশ্বকর্ম্মার রচিত এই অলকাপুরীর অধিকার লাভ করেন। ১৩২-১৩৪। অনন্তর পাদকল্প অতীত হইলে পর, রৌদ্র-কল্পে অলকাপতি যজ্ঞদত্তের অপত্য রত্ন-প্রদাতা এই গুণনিধি সুদুঃসহ তপস্যা করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞদত্তপুত্র, দীপদানমাত্রেই মহাদেবের প্রতি ভক্তির তাদৃশ বিচিত্র প্রভাব অবগত হইয়া, মহাদেবের নগরী ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী কাশী-পুরীতে উপস্থিত হইয়া, তপস্যার প্রভাবে একটী অদ্ভুত দীপ মহাদেবের উদ্দেশে প্রদান করিলেন। সেই রত্নপ্রদীপটী আর কিছুই নহে, সেইটী তাঁহার হৃদয়। সেই হৃদয়রূপ রত্ন-দীপের বর্ত্তিকা সাক্ষাৎ মহাদেব। মহাদেবের প্রতি অনন্য-সাধারণ ভক্তিই তাহার তৈল হইল। মহাদেবের উজ্জ্বল তেজঃসমূহের ধ্যানেই

সেই হৃদয়-দীপের অন্ধকার দূর হইল। মহাদেবের সহিত অভিন্নতাই সেই দীপের আধার হইল। তপস্যারূপ অগ্নির দ্বারা সেই হৃদয়-দীপ উজ্জ্বলিত হইল। কাম-ক্রোধরূপ বিঘ্নকারী পতঙ্গগণকর্ত্তৃক ঐ হৃদয়-দীপ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জিত হইল। প্রাণবায়ুর অবরোধে সেই দীপ নির্ব্বাত হইল। এবং নির্ম্মল-জ্ঞানের আভায়, সেই দীপ সর্ব্বপ্রকারে নৈর্ম্মল্যলাভ করিল। এই প্রকারে হৃদয়রূপ-রত্নদীপ প্রজ্জ্বলিতকরতঃ, সেই কাশীপুরীতে ভক্তিরূপ কুসুমসমূহের দ্বারা অর্চ্চিত একটী শম্ভুর লিঙ্গস্থাপন করিয়া, যজ্ঞদত্ত-তনয় অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট শরীরে দশলক্ষবর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করিলেন। ১৩৫—১৪০। অনন্তর এক দিবস বিশালাক্ষীদেবীর সহিত স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। মহাদেবের লিঙ্গের প্রতি হৃদয় অর্পণপূর্ব্বক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বর্ত্তমান সেই অলকাপতিকে দর্শন করিয়া, বিশ্বনাথ প্রসন্নভাবে বলিলেন যে, অয়ি অলকাপতে! আমি বর প্রদান করিতে আসিয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর।

দেবদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে সেই তপস্বী অলকাপতি যেমন নেত্র উন্মীলন করিয়া, উদয়কালীন শত-সূর্য্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিশালী শ্রীকণ্ঠ চন্দ্রচূড় সেই বিশ্বনাথকে দেখিলেন, সেই সময়েই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে অলকাপতির লোচন ঝলসিত হইল। তখন তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলনকরতঃ, মনোরথ-পথেরও দূরবর্ত্তী সেই দেবদেবকে বলিলেন যে, অয়ি নাথ! আমি যাহাতে আপনার চরণ দর্শনে সমর্থ হই, সেই প্রকার সামর্থ্য আমার নয়নে প্রদান করুন্। হে নাথ! "আপনি আমার সমক্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং আমি আপনাকে সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিতেছি" হে ঈশ! হে শশিশেখর! ইহাই আমার বর, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বর প্রার্থনা করিব। ১৪১—১৪৬।

অলকাপতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবদেব উমাপতি স্বীয় পাণিতলের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শকরতঃ দর্শন-সামার্থ্য প্রদান করিলেন। ১৪৭। অলকাপতি নয়ন উন্মীলন করিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই উমাকে দর্শনকরতঃ মনে মনে বিস্মিত হইয়া, এই শম্ভুর সমীপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বর্ত্তমানা নারী কে? আমার কৃত তপস্যা অপেক্ষা কোন্ অধিক তপস্যা এই রমণী করিয়াছেন? আহা! কি সুন্দর রূপ, কি সুন্দর ইহাঁর প্রেম, ইহাঁর সৌভাগ্যই বা কি? অহো! কি মনোহর শোভাই এই শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। অলকাপতি এই প্রকার বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণকরতঃ কুটীল দৃষ্টিতে যেমন পার্ব্বতীকে বিলোকন করিতেছেন সেই সময়ে "বামনেত্র কুটিলভাবে বিলোকন করিতেছিলেন বলিয়া" তাঁহার

বামনেত্র স্ফুটিত হইয়া গেল। ১৪৮—১৫০। অনন্তর দেবী বিশালাক্ষী মহাদেবকে কহিলেন যে, এই দুষ্ট তাপস আমাকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, আমার তপঃ-প্রভার প্রতি বারম্বার অসূয়া প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখুন্ এইরূপে বামনেত্রটী ইহার গিয়াছে, তথাপিও দক্ষিণনেত্রের দ্বারা বিলোকনকরতঃ আমার প্রেম, সৌভাগ্য, সম্পৎ ও রূপের প্রতি অসূয়া করিতেছে। ১৫১-১৫২।

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বর হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন যে, হে উমে! এই ব্যক্তি তোমার পুত্র। এ ব্যক্তি কুটিল-চক্ষুতে তোমাকে দেখিতেছে না, কিন্তু তোমার তপঃসম্পত্তির বর্ণনা করিতেছে। এই প্রকার দেবীকে আভাষণ করিয়া, মহাদেব পুনর্ব্বার অলকাপতিকে কহিলেন, হে বৎস! তোমার এই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি নিধিসমূহ ও গুহ্যকগণের ঈশ্বর হও। হে সুব্রত! যক্ষ, কিন্নর ও সকল রাজগণের আধিপত্য তোমায় প্রদান করিলাম। তুমি পুণ্যজনগণের পতি হইলে এবং সর্ব্বজীবগণের তুমিই একমাত্র ধনদাতা হইবে। আমার সহিত অদ্য হইতে তোমার সর্ব্বকালীন সখ্য হইল, এবং আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রীতিবৃদ্ধির জন্য অলকাপুরীতে তোমার নিকটে অবস্থান করিব। হে বৎস! আগমন কর, উমার পাদদ্বয়ে পতিত হও, ইনি তোমার জননী। শঙ্কর এই প্রকার বর প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার্ব্বতীকে কহিলেন যে, "হে দেবেশি! এই তনয়ের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও"। ৫৩-৫৮।

দেবী কহিলেন, হে বৎস! মহাদেবের প্রতি তোমার ভক্তি সর্ব্বদা নিশ্চলা হউক। তোমার বামনেত্র নষ্ট হইয়াছে কি করিবে, এক নেত্রের দ্বারা তোমার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। মহাদেব তোমাকে যে সকল বর প্রদান করিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপ সফল হউক। হে সুত! আমার রূপের প্রতি ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত এখন হইতে জগতে তুমি "কুবের" নামে প্রসিদ্ধি লাভ কর। তোমাকর্ত্তৃক স্থাপিত এই শিবলিঙ্গ তোমারই (কুবেরেশ্বর) নামে বিখ্যাত হইবে। এই লিঙ্গ সাধকগণের সিদ্ধিদান করিবেন এবং ইহাঁর দর্শনে সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইবে। যে মনুষ্য কুবেরেশ্বর লিঙ্গের দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি কখনও ধন, সখা ও অন্যান্য বান্ধবগণের বিয়োগভাগী হইবে না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে কুবেরেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্য কখনই পাপ, দরিদ্রতা বা অসুখসমূহে লিপ্ত হইবে না। এই প্রকার কুবেরকে বর প্রদান করিয়া, মহেশ্বর দেবী পার্ব্বতীর সহিত বিশ্বেশ্বরসম্বন্ধীয় পরমধামে অন্তর্হিত হইলেন। ১৫৯—১৬৪।

গণদ্বয় কহিলেন, এই ধনদ (কুবের) এই প্রকার প্রকৃষ্ট তপস্যার বলে

মহাদেবের সখা হইতে পারিয়াছেন। অলকার অতি নিকটেই মহাদেবের ঐ কৈলাসপুরী বর্ত্তমান রহিয়াছে। যক্ষশ্রেষ্ঠগণের পুরী যে অলকার বিবরণ শ্রবণ করিলে, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে অসংশয়ে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই অলকাপুরীর বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম। ১৬৫—১৬৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—*—

চন্দ্রলোক-বর্ণন।

গণদ্বয় কহিলেন, অলকার পূর্ব্বভাগে ঐ ঈশানপুরী দেখা যাইতেছে। উহাতে রুদ্রভক্ত তপস্বিগণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা শিবব্রতপরায়ণ হইয়া, সর্ব্বদা শিবের স্মরণ ও পূজা করেন এবং সমস্ত কর্ম্ম শিবকে সমর্পণপূর্ব্বক "আমাদিগের স্বর্গভোগ হউক" এই অভিলাষে তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মানবগণ রুদ্ররূপে এই রুদ্রপুরে অবস্থিতি করেন। ১—৩। অজ, একপাদ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র ত্রিশূলহস্তে এইপুরে অবস্থানকরতঃ অসুরগণ হইতে আটটী পুরীর রক্ষাবিধান এবং শিবভক্তগণকে সতত অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। ৪—৫। এই রুদ্রগণও বারাণসীতে ঈশানেশ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। ঈশানেশ্বর মহাদেবের অনুকম্পায়, এই একাদশজনই একত্রচারী ও জটামুকুট-মণ্ডিত হইয়া ঈশানদিকের অধিপতি হইয়া আছেন। ৬-৭। ইহাঁদের ন্যায় ভাল-লোচন, নীল-কণ্ঠ, বৃষধ্বজ ও শুদ্ধদেহ অসংখ্য রুদ্রগণ যাঁহারা ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সর্ব্ববিধ ভোগশালী হইয়া এই ঐশানীপুরীতে অবস্থান করেন। কাশীতে ঈশানেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া, যাহারা দেশান্তরে মৃত হয়, তাহারা সেই পুণ্যবলে এস্থানে আসিয়া, পুরোহিত হইয়া অবস্থান করে। যাহারা অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে ঈশানেশ্বরের পূজা করে, তাহারা ইহ ও পরকালে নিশ্চয় রুদ্র হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে। যাহারা উপবাসযোগ্য কোন রাত্রিতে উপবাস করিয়া, ঈশানেশ্বর মহাদেবের নিকট রাত্রিজাগরণ করে, তাহারা পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। শিবশর্ম্মা

স্বর্গপথে বিষ্ণুগণ-মুখ হইতে এই সমস্ত কথা শ্রবণকরতঃ, গমন করিতে করিতে দিবাতেও সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তপ্রফুল্লকারিনী চন্দ্রের জ্যোৎস্না অবলোকনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া, বিষ্ণুর গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কোন্ লোক ? তখন সেই গণদ্বয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৮-১৪।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ শিবশর্ম্মন্! যাঁহার অমৃতবর্ষী কিরণসমূহের দ্বারা সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত হয়, ইহা সেই কলানিধি চন্দ্রের লোক। হে বিপ্র! পুরাকালে প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্রের পিতা ভগবান্ অত্রিমুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৫—১৬। তিনি দিব্য পরিমাণে তিন সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। সেই সময় তাঁহার রেতঃ সোমরূপে পরিণত ও উর্দ্ধগামী হইয়া, দশদিক্ উজ্জ্বলকরতঃ নেত্রদ্বয় হইতে নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। তখন বিধাতার আদেশক্রমে দশটী দেবী সেই রেতঃ ধারণ করিলেন। যখন তাঁহারা সেই গর্ভ ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাঁহাদের সহিত সেই সোম পৃথিবীতে নিপতিত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সোমকে পতিত হইতে দেখিয়া, লোকসমূহের হিতকামনায় তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন। ১৭-২১। সোম সেই রথে আরূঢ় হইয়া, একবিংশতিবার সাগরান্ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময় সোমের যে সমস্ত তেজঃ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছিল, তাহারা ওষধিরূপে পরিণত হইয়া, জগৎকে পোষণ করিতে লাগিল। ২১-২৩। হে মহাভাগ! তদনন্তর ভগবান্ সোম ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত হইয়া, পরম পবিত্র কাশীক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক, তথায় নিজ (চন্দ্রেশ্বর) নামে শিবলিঙ্গ স্থাপনকরতঃ শতপদ্মসংখ্যা পরিমিত বৎসর তপস্যা করিলেন। তদনন্তর দেবদেব বিশ্বনাথের অনুগ্রহে তিনি যাবতীয় বীজ, ওষধি, জল ও ব্রাহ্মণ-গণের রাজা হইলেন। ২৪-২৬। এবং তিনি সেইস্থানে অমৃতোদ নামে একটী কূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; যাহাতে স্নান এবং যাহার জল পান করিলে, মানব অজ্ঞান হইতে মুক্ত হয়। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া জগতের জীবন-প্রদায়িনী চন্দ্রের একটী কলা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। চন্দ্র পশ্চাৎ দক্ষের শাপে চান্দ্রমাসের অপগমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াও, মহাদেবের মস্তকস্থিত সেই কলার দ্বারাই পুনরায় পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকেন। ২৭-২৯। দেবশ্রেষ্ঠ চন্দ্র, মহাদেবের কৃপায় সেই মহারাজ্য লাভ করিয়া, শত সহস্র দক্ষিণাসহকারে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং হে দ্বিজ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তিনি সেই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষিপ্রমুখ সদস্যগণকে দক্ষিণাস্বরূপ ত্রিভুবন প্রদান করিয়াছিলেন। ৩০-৩১।

সেই যজ্ঞে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি ও ভৃগুমুনি ঋত্বিক্ এবং মুনিগণপরিবৃত ভগবান্ হরি সদস্য হইয়াছিলেন। এবং সিনীবালী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি ও লক্ষ্মী এই নয় জন দেবী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ৩২-৩৩। চন্দ্র সেই যজ্ঞে উমার সহিত রুদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া, সোমমূর্ত্তি মহাদেবের নিকট হইতে "সোম" এই নামমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৪।

চন্দ্র স্বীয় প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের সম্মুখেই দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং সেই স্থানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপর প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ত্রৈলোক্য-দক্ষিণা-প্রদাতা এই সোমই ব্রাহ্মণদিগের রাজা। এবং সেই স্থানেই চন্দ্র দেবদেব ত্রিলোচনের নয়ন-পথে পতিত হন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব এই স্থানেই তাঁহাকে বর প্রদান করেন যে, ত্রৈলোক্যের আনন্দের জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি। সমস্ত জগৎ তোমার উদয়ে সুখী হইবে। সূর্য্য-করে সন্তপ্ত এই চরাচর বিশ্ব তোমার অমৃতবর্ষী কিরণস্পর্শে শীতল হইবে। মহাদেব এই বলিয়া আনন্দ প্রযুক্ত আরও বর প্রদান করিতে লাগিলেন যে, হে দ্বিজরাজ! তুমি এই স্থানে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছ ও তুমি যে যজ্ঞ-ফল আমাতে অর্পণ করিয়াছ এবং তোমার নামে এই যে আমার লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ, তাহার ফলে আমি সর্ব্বত্র সঞ্চারী হইয়াও প্রত্যেক মাসে পূর্ণিমার দিবস, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া, অহোরাত্রকাল তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিব। অতএব পূর্ণিমা তিথিতে এই স্থানে স্বল্পও জপ, হোম, পূজা, ধ্যান, দান ও ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্য করিলে, সেই স্বল্প পূজাও মহা-পূজার তুল্য আমার প্রীতি উৎপাদন করিবে। ৩৫-৪৪। এবং চন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার, তথায় নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির জন্য অর্থব্যয়, ধ্বজ-রোপণাদি কর্ম্ম এবং তপস্বিগণকে পরিতৃপ্ত করিলে, তাহা অনন্তফল প্রদান করিয়া থাকে। ৪৫।

হে কলানিধে! তোমাকে আর একটী গুহ্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ভক্তিহীন ও বেদবিরোধী (নাস্তিক) তাহাদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে। হে সোম! সোমবারে যদি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিবে। শনিবার ত্রয়োদশী নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক প্রদোষ সময়ে চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের পূজাকরতঃ, নক্তব্রত করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে। পরে চতুর্দ্দশীর দিন উপবাস করিয়া, রাত্রিকালে জাগরণ করিবে। অনন্তর সোমবার অমাবস্যা প্রাতঃসময়ে এই চন্দ্রোদ নামক কূপের জলে স্নান করিয়া, সন্ধ্যা-তর্পণাদিক্রিয়াকরতঃ, চন্দ্রোদ তীর্থে অর্ঘ্য ও আবাহনবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ-

বিধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদান করিবে। এই স্থানে শ্রদ্ধার সহিত যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া, বসু, রুদ্র ও আদিত্যস্বরূপ পিতৃপক্ষের তিন পুরুষ এবং মাতামহপক্ষের তিন পুরুষ ও অন্যান্য গোত্রজ, গুরু, শ্বশুর ও বন্ধুগণের উদ্দেশে তাঁহাদের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদান করিবে, সে ব্যক্তি পিতৃগণ প্রভৃতি সকলকে উদ্ধার করিবে। গয়াতে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণ যাদৃশ সন্তুষ্ট হন, এই চন্দ্রোদ-কুণ্ডে শ্রাদ্ধের দ্বারাও পিতৃগণ তদ্রূপ পরিতুষ্ট হন। এবং গয়াতে পিণ্ডদান-করতঃ মানব যেমন পিতৃগণের সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ এই চন্দ্রোদকুণ্ডে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইবে। যখন কোন মানব চন্দ্রেশ্বর দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করে, তখন তাঁহার পূর্ব্বপিতামহগণ, "এ আমাদের উদ্দেশে চন্দ্রোদতীর্থে তর্পণ করিবে এবং আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ যদি তর্পণও না করে, তথাপি সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিলেও আমাদের তৃপ্তি হইবে, যদি মূর্খতানিবন্ধন স্পর্শও না করে, তথাপি দর্শন ত করিবে, তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি হইবে," এই ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। ৪৩-৫৮। এইরূপে চন্দ্রোদতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া চন্দ্রেশ্বরকে দর্শনকরতঃ, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসিগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া তৎপরে স্বয়ং পারণ করিবে। ৫৯। হে চন্দ্র! যে ব্যক্তি কাশীক্ষেত্রে অমাবস্যা-যুক্ত সোমবারে এইরূপে ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, সে ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে ত্রিবিধঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। কাশীবাসিব্যক্তিগণ চৈত্রমাসের পূর্ণিমা দিবসে এই তীর্থে যাত্রা করিবে, তাহাতে তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও ক্ষেত্র-বাসের বিঘ্ন বিদূরিত হইবে। কাশীতে চন্দ্রেশ্বরের পূজা করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অন্যস্থানেও মৃত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিবে। ৬০-৬২। কলিকালে হতভাগ্য ব্যক্তিগণ চন্দ্রেশ্বরের মহিমা জানিতে পারে না। হে নিশাপতে! তোমাকে আরও একটী গুহ্য বিষয় বলি-তেছি শ্রবণ কর। এই স্থানটী সিদ্ধ-যোগীশ্বর নামে একটী মহাপীঠ। এস্থানে সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, রাক্ষস, গুহ্যক, যক্ষ, কিন্নর এবং নরলোকের মধ্যে যে সপ্তকোটী সিদ্ধগণ অবস্থান করিতে-ছেন, তাঁহারা আমারি সম্মুখে এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৬৩-৬৫। যাহারা ছয়মাস কাল নিয়তাহার হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর আরাধনা করে, তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধ-গণকে দেখিতে পায় (অর্থাৎ তাহারাও সিদ্ধ হয়)। সাক্ষাৎ সিদ্ধ যোগীশ্বরী তাহা-দিগকে বর প্রদান করিয়া থাকেন। হে চন্দ্র! তোমারও সিদ্ধেশ্বরী দর্শনে মহতী সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সাধকগণের সিদ্ধিলাভের জন্য জগতে অনেক পীঠস্থান আছে,

কিন্তু এই পীঠের ন্যায় শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ অন্য কোন পীঠ ভূতলে নাই। হে শশিন্! তুমি যে স্থানে চন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ, এই সেই স্থানই সিদ্ধ-পীঠ, অকৃতাত্ম-ব্যক্তিগণ ইহা দেখিতে পায় না। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, স্পৃহা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার পরম শক্তিস্বরূপা এই যোগীশ্বরকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যে সমস্ত মহাত্মারা প্রতি অষ্টমী ও প্রতি চতুর্দ্দশীতিথিতে সিদ্ধ যোগীশ্বরীর পীঠস্থানে, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদির দ্বারা অদৃশ্যরূপা সুভগা, পিঙ্গলা এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি-প্রদায়িনী যোগীশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার দর্শন পান। হে দ্বিজ! ভগবান্ মহেশ্বর চন্দ্রকে এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া, সেই কাশী-ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি চন্দ্র স্বীয় স্নিগ্ধ কিরণরাশির দ্বারা দিক্সমূহ প্রকাশিতকরতঃ, দ্বিজরাজরূপে এই লোকের অধিপতি হইয়া অবস্থান করিতে-ছেন। যাহারা অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রতের অনুষ্ঠান করে এবং যাহারা যজ্ঞে সোমপান করে, সেই সমস্ত মানব চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যানে আরোহণ করিয়া চন্দ্রলোকে আসিয়া বাস করে। যে ব্যক্তি চন্দ্রেশ্বরের উৎপত্তি ও চন্দ্রের কঠোর তপস্যার কথা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। ৬৬-৭৬।

অগস্ত্য কহিলেন, স্বর্গপথে বিষ্ণুর-গণদ্বয় শিবশর্ম্মাকে এই সুখকারিনী ও শ্রম-হারিনী কথা কহিতে কহিতে নক্ষত্রলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৭।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নক্ষত্র ও বুধলোক-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, অয়ি সহধর্ম্মিণি লোপামুদ্রে! শিবশর্ম্মাকে পুনর্ব্বার বিষ্ণু-গণদ্বয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। ১।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে গণদ্বয়! আপনাদের নিকট চন্দ্রের বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম, আপনারা সমস্ত উপাখ্যানই অবগত আছেন, এক্ষণে নক্ষত্রলোকের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ২।

গণদ্বয় কহিলেন, পূর্ব্বকালে সৃষ্টির অভিলাষী ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠের পৃষ্ঠভাগ হইতে,

প্রজাসৃষ্টিতে নিপুণ দক্ষনামে প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা ও সৌন্দর্য্যে-বিভূষিতা রোহিণী প্রভৃতি যাটটী কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যাগণ বিশ্বেশ্বরের নগরীতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা-আচরণকরতঃ, সোমমূর্ত্তি চন্দ্র-শেখরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ৩-৫। মহাদেব তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমনকরতঃ যখন বলিলেন যে, তোমরা আপন আপন অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ বলিতে লাগিলেন যে, হে শঙ্কর! আমরা আপনার নিকট যদি বরলাভ করিবার যোগ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, যে, যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় ভব-তাপ হরণ করিতে সমর্থ এবং আপনার তুল্য রূপবান্, তিনিই আমাদিগের পতি হউন। ৬-৮। সেই কন্যাগণ বরণার সুরম্য-তট-প্রদেশে সঙ্গমেশ্বরের নিকট নক্ষত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপনকরতঃ, সহস্র দিব্য-বৎসর ব্যাপিয়া পুরুষগণের ও দুষ্কর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন সুতরাং মহাদেব সন্তোষপূর্ব্বক সকলেরই এক-রূপ অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। ৯—১০।

শ্রীবিশ্বেশ্বর কহিলেন, পূর্ব্বে কোন অবলাই তোমাদের ন্যায় তপস্যায় কঠোরতা ক্ষান্ত (সহ্য) করে নাই, সুতরাং তোমাদিগের নাম নক্ষত্র হইল। তোমরা পুরুষ-দিগের ন্যায় ক্লেশ সহ্য করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছ, অতএব তোমরা স্ত্রী হইয়াও ইচ্ছাধীন পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবে। তোমরা এই সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া অবস্থান কর। মেষাদি রাশিগণের তোমরা উৎপত্তি-স্থান হইবে এবং যিনি ওষধি, সুধা এবং ব্রাহ্মণগণের পতি, সেই চন্দ্র তোমাদিগের পতি হইবেন। ১১-১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্রেশ্বর নামে এই শিবলিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা অন্তে তোমাদের লোকে গমন করিবে। চন্দ্র-লোকের উপরে তোমাদের লোক হইবে, তথায় তোমরা সমস্ত তারকারাজির মান্য হইয়া অবস্থান করিবে। ১৬-১৬। যাহারা নক্ষত্রের পূজা করে এবং যাহারা নক্ষত্র-ব্রত আচরণ করিবে, তাহারা নক্ষসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট হইয়া, নক্ষত্রলোকে বাস করিবে। এবং যাহারা কাশীতে নক্ষত্রেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিবে, তাঁহাদের কখন নক্ষত্র, গ্রহ এবং রাশি হইতে কোন পীড়া হইবে না। ১৮-১৯।

অগস্ত্য কহিলেন, বিষ্ণুর গণদ্বয়ের মুখে এইরূপ নক্ষত্রলোকের বিবরণ শ্রবণ-করতঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে শিবশর্ম্মার নয়নপথে বুধলোক নিপতিত হইল, তখন শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ২০।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গণদ্বয়! সম্মুখে এই কাহার অনুপম লোক অমৃত-দীধিতিরূপে আমার মনকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে? ২১।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন! এই লোকের উপাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত তাপ ও পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। স্বর্গপথে তোমার সন্তোষের জন্য আমরা এই আখ্যান বর্ণন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা তোমার নিকট যে পরম সুন্দর ও সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত, দ্বিজরাজ চন্দ্রের কথা বলিয়াছি, যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিভুবন দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, যিনি অনন্তকাল কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, যিনি অত্রিমুনির নয়ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পৌত্র, যিনি সমস্ত ওষধি ও জ্যোতিঃসমূহের অধিপতি, যিনি নির্ম্মল কলাসমূহের আধার বলিয়া বিখ্যাত, যিনি নিজকরের দ্বারা পর-সন্তাপকে দূর করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত জগতের সহিত কুমুদিনীকে হর্ষিত করেন, যিনি দিগঙ্গনাগণের সুন্দর বেশ দর্শন করিবার জন্য আদর্শ-মণ্ডলস্বরূপ, সেই চন্দ্রের অধিক গুণ বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ চন্দ্রের একমাত্র গুণেই তাঁহার সমান জগতে কেহ নাই, ইহা বোধ হইতেছে। যে গুণে সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব নিজ উত্তমাঙ্গের আভরণরূপে চন্দ্রের একটী কলা ধারণ করিয়াছেন। ২২-২৮।

সেই চন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া স্বীয় পুরোহিত ও গুরু এবং নিজ পিতৃব্য অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির সৌন্দর্য্যশালিনী তারানাম্নী পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় দেবগণ বারম্বার নিষেধ করিলেও, চন্দ্র তাঁহাদের কথা অবহেলা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দ্বিজরাজ চন্দ্রের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ একমাত্র ভগবান্ ত্রিলোচন ব্যতীত, কন্দর্প আর কাহার মন না অস্থির করিয়াছে? জগতের চতুর্দ্দিকে যে অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া থাকে, বিধাতা তাহার বিনাশের জন্য দীপ, ভাস্কর-রশ্মি প্রভৃতি মহৌষধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে অন্ধকার (অভিমান) রাশি মধ্যে নিপতিত হয়, বিধাতা তাহার কোন ওষধি নির্ম্মাণ করেন নাই। ২৯-৩৩। যেমন তীর্থজলে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি পাষণ্ডগণকে স্পর্শ করেন না, তদ্রূপ দেবগণের হিতবাক্যও আধিপত্য-মদে বিমোহিত ইন্দুকে স্পর্শ করিল না। অধিক ঐশ্বর্য্যে ধিক্, কারণ তাহা ভ্রান্তরূপেই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করায় এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা সুখের আকর বলিয়া বোধ করে, কিন্তু বাস্তবিক উহা বিপদের মূল। কন্দর্প পুষ্পায়ুধ হইলেও, ত্রিভুবনে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট পরাজিত না হইয়াছেন? কে ক্রোধের বশীভূত নহে? লোভ কাহাকে না সম্মোহিত করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি ললনার

কটাক্ষ-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া, বিপদে পদার্পণ না করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি সুন্দর নয়নশালী হইয়াও, রাজ্যপদ লাভকরতঃ অন্ধপদবীর অনুসরণ না করিয়াছে? ৩৪-৩৫। আধিপত্য-লক্ষ্মী অতিশয় চঞ্চলা, তাঁহাকে লাভ করিয়া সর্ব্বদা সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করাই উচিত। ৩৬। চন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় যখন কোন মতে তারাকে বৃহস্পতির নিকট প্রদান করিলেন না, তখন ভগবান্ রুদ্র অজগব নামে স্বীয় ধনু গ্রহণকরতঃ বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া, চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্র মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মশির নামে মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব অনায়াসে সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন অকালে ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয় দেখিয়া বিধাতা ভীত হইলেন। এবং সম্বর্ত্ত নামক অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত রুদ্রকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্তকরতঃ, স্বয়ং চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে বৃহস্পতির নিকট সমর্পণ করিলেন। ৩৭-৪০। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, আমার এই ক্ষেত্রে তোমার এ গর্ভ ধারণ করা কোন প্রকারে উচিত নহে। ৪১। বৃহস্পতি এই কথা বলিলে, তারা কতকগুলি তৃণরাশি মধ্যে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। সেই গর্ভ তৎক্ষণাৎ এক দিব্য বালকমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন দেবগণ সংশয়িতচিত্তে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সত্য করিয়া বল এই তনয় চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির? তারা দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না দেখিয়া, অমিততেজা সেই বালক তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মা সেই বালককে নিবারণকরতঃ, তারাকে সেই পুত্র কাহার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তারা পিতামহ ব্রহ্মাকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন যে, এ পুত্র চন্দ্রের। ৪২-৪৫। তদনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বালকের মস্তক আঘ্রাণকরতঃ, তাহার "বুধ" এই নাম রক্ষা করিলেন। তদনন্তর সমস্ত দেবগণ হইতে অধিক রূপ, তেজ ও বলসম্পন্ন সেই বুধ তপস্যা-অভিলাষে পিতা সোমের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর-পরিপালিত মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে গমন করিলেন। এবং তথায় নিজ নামে বুধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকরতঃ, চন্দ্রশেখর মহাদেবকে হৃদয়ে চিন্তাপূর্ব্বক অযুত বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। তদনন্তর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেই শিবলিঙ্গ হইতে বিশ্বপতি শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। এবং প্রসন্ন হইয়া স্বীয় তেজোময় মূর্ত্তি প্রকাশকরতঃ, সেই বালককে বলিতে লাগিলেন, হে বুধ! তুমি অন্যান্য দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হে মহাবুদ্ধে! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা

কর। ৪৬-৫১। হে মহাসৌম্য! তোমার এই কঠোর তপস্যা এবং এই লিঙ্গসেবা-নিবন্ধন আমি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ৫২। বালক বুধ, মেঘ-গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত, শুষ্ক শস্যের সঞ্জীবনরূপ মহাদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ, নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া, যেমন সম্মুখে দর্শন করিলেন, অমনি স্বীয় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গোপরি শশিশেখর মহাদেবকে দর্শনকরতঃ স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৩-৫৪।

বুধ কহিলেন, পবিত্র আত্মস্বরূপ নমস্কার, হে জ্যোতিরূপ! তোমাকে নমস্কার করি, হে বিশ্বরূপ! তোমাকে নমস্কার, হে সমস্তরূপাতীত! তোমাকে নমস্কার, সকল প্রকার পীড়ানাশক তোমাকে নমস্কার, প্রণতব্যক্তিগণের মঙ্গলস্বরূপ তোমাকে নমস্কার, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার, সকলের কর্ত্তাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার, হে দয়াশীল! তোমাকে নমস্কার। হে ভক্তিগম্য! তোমাকে নমস্কার, তপস্যার ফল প্রদানকর্ত্তা তোমাকে নমস্কার, হে শম্ভো! শিব, শিবাকান্ত, শাস্ত, শ্রীকণ্ঠ, শূলভৃৎ, শশিশেখর, সর্ব্ব, ঈশ, শঙ্কর, ঈশ্বর, ধূর্জ্জটে, পিনাকপাণে, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ, সদাশিব এবং হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার, হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার, হে স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর! আমি কিছুই স্তব করিতে জানি না, হে ঈশ্বর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, "আপনার চরণকমলে আমার একান্ত ভক্তি থাকুক" আমাকে এই বরই প্রদান করুন, হে করুণামৃত সাগর! আমি আপনার নিকট অন্য বর প্রার্থনা করি না। ৫৫-৬১।

মহাদেব, এবম্বিধ স্তুতিবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে রৌহিণেয়! হে মহাভাগ! হে সৌম্য! হে সৌম্যবচোনিধে! নক্ষত্রলোকের উপরে তোমার লোক হইবে এবং সমস্ত গ্রহমণ্ডলের মধ্যে উৎকৃষ্টরূপে সম্মানিত হইবে। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ আরাধিত হইয়া সকলের বুদ্ধি প্রদান করিবেন ও দুর্বুদ্ধি হরণ করিবেন; এবং ভক্তজনকে তোমার লোকে বাস করাইবেন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শম্ভু, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন এবং বুধও দেবদেব মহাদেবের প্রসাদলাভ করিয়া স্বর্লোকে গমন করিলেন। ৬২-৬৫।

গণদ্বয় কহিলেন, যে সমস্ত মানব কাশীতে বুধেশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, তজ্জন্য তাঁহারা অগাধ সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াও নিমগ্ন হন না, এবং তাঁহারা সাধুগণের সমীপে চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর দর্শনীয় হন এবং তাঁহাদের বদন কমনীয় হয় ও তাঁহারা অন্তে বুধলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৬৬। চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বুধেশ্বরের দর্শন করিলে, অন্তিমকালেও জীবগণের

বুদ্ধি বিলোপ হয় না। ৬৭। গণদ্বয় এইরূপে বুধলোকের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের রথ অতি উৎকৃষ্ট শুক্রলোকে যাইয়া উপস্থিত হইল। ৬৮।

ষোড়শ অধ্যায়।

—*—

শুক্রলোক-বর্ণন।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহামতে শিবশর্ম্মন্! এইটী শুক্রলোক, ইহা অতি অদ্ভুত। দানব এবং দৈত্যগণের গুরু শুক্রাচার্য্য এই লোকে অবস্থান করেন। ১। শুক্রাচার্য্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া দুঃসহ কণ-ধূম পানপূর্ব্বক, মহাদেবের নিকট হইতে মৃত্যুসঞ্জীবনীবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব, পার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয় এবং গণেশ ব্যতীত সেই দুর্লভ বিদ্যা দেবগণের আচার্য্য বৃহস্পতিও জানেন না। ২-৩।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, যে শুক্রের এই উৎকৃষ্ট লোক, সেই শুক্র কে এবং তিনি কিরূপেই বা মহাদেবের নিকট হইতে মৃত্যুসঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিলেন, যদি আমার উপর আপনাদের প্রীতি থাকে, তাহা হইলে তাহা কীর্ত্তন করুন। অগস্ত্য কহিলেন, তদনন্তর সেই গণদ্বয় তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের উৎকৃষ্ট কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই কথা শ্রবণ করিলে, মানবের অপমৃত্যু-ভয় কিম্বা ভূত-প্রেত বা পিশাচাদি হইতে কোন প্রকার ভয় থাকে না। ৪-৬।

দুর্ভেদ্য গিরি-ব্যূহ ও বজ্র-ব্যূহের অধিনায়কদ্বয় অন্ধক এবং অন্ধকরিপু উভয়ের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, অন্ধক সেই যুদ্ধ হইতে পলায়নকরতঃ, শুক্রাচার্য্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, রথ হইতে অবতরণকরতঃ শুক্রাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আপনাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা রুদ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে তাঁহাদের অনুচরবর্গের সহিত, তৃণের ন্যায় বোধ করিয়া থাকি। ৭-৯। হস্তী যেমন সিংহকে এবং সর্প যেমন গরুড়কে ভয় করে, হে গুরো! আপনার অনুগ্রহে দেবগণও আমাদিগকে তদ্রূপ ভয় করিয়া থাকে। ১০। সন্তাপিত ব্যক্তি যেমন হ্রদমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ উপস্থিত যুদ্ধে দৈত্য এবং দানবগণ,

প্রমথ-সৈন্যকে কম্পিত করিয়া, অভেদ্য ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হে ব্রাহ্মণেন্দ্র! আপনার কৃপায় আমরা পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিলাম। আমরা দারা এবং পুত্রগণের সহিত দিবানিশি আত্মভাবে আমাদের সুখপ্রদ আপনার চরণকমলের সেবা করিয়া আসিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া, আপনার শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেখুন, দ্রাবিড়দেশীয় ব্যক্তিগণ যেমন চন্দনতরুনিচয়কে বিনষ্ট করিয়া পাতিত করে, তদ্রূপ মৃত্যুভয়-বিবর্জ্জিত ভীম পরাক্রম প্রমথসৈন্যগণ, হুণ্ড, তুহুণ্ড, কুজম্ভ, জম্ভ, পাক, কার্ত্তস্বর, পাকহারি, চন্দ্রদমন এবং শূর প্রভৃতি পরাক্রান্ত দানবগণ, যাহারা অনায়াসে বলবান্ দেবগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়া পাতিত করিয়াছে। ১১-১৬। আপনি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কণ ধূম পানকরতঃ, যে মৃত্যু-সঞ্জীবনী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি সেই বিদ্যাবলে, এই বিনষ্ট দৈত্যগণকে জীবিত করুন, প্রমথ-সৈন্যগণ আপনার মহিমা অবলোকন করুক। ১৭-১৮।

স্থিরমতি ভার্গবমুনি দৈত্যপতি অন্ধকের, এই সবস্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ, কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন। হে দৈত্যরাজ! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই যথার্থ। আমি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া দুঃসহ কণ-ধূম পান-করতঃ, বন্ধুগণের সুখপ্রদ এই বিদ্যা দানবগণের নিমিত্তই উপার্জ্জন করিয়াছি। মেঘ যেমন জল-বর্ষণ করিয়া শুষ্ক ধান্যসমূহকে উত্থাপিত করে, তদ্রূপ আমিও এই বিদ্যার প্রভাবে রণক্ষেত্রে প্রমথ-সৈন্যকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত দানবগণকে উত্থাপিত করিতেছি। হে দানবেশ্বর! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সেই দানবগণকে ক্ষত-রহিত, পীড়া-বিবর্জ্জিত এবং সুস্থশরীর অবলোকন করিবে। তাহাদের বোধ হইবে, যেন তাহারা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াছে। ১৯-২৩। শুক্রাচার্য্য দানবপতিকে এই কথা বলিয়া, বিনষ্ট দৈত্যগণের প্রত্যেকের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক, সেই মহা-বিদ্যার প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। তখন, যেমন সম্প্রদায় উচ্ছেদনিবন্ধন, অনভ্যস্ত বেদ সাধুগণ-কর্ত্তৃক অধীত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, মেঘরাশি যেমন বর্ষার অপগমে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া বর্ষাকালে পুনরায় গগনে উত্থিত হয় এবং শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণ-সমূহে প্রদত্ত অর্থ, যেমন, দাতার বিপদের সময় ফলপ্রদান করিবার জন্য উত্থিত হয়, তদ্রূপ বিনষ্ট-দানবগণও প্রহরণহস্তে পুনরায় উত্থান করিল। তুহুণ্ড প্রভৃতি দানবগণকে পুনরায় জীবিত সন্দর্শন করিয়া, দৈত্যগণ জলপূর্ণ মেঘরাশির ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ২৪-২৬। এ দিকে প্রমথ-সৈন্যগণ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক দানব-

গণকে পুনরায় জীবিত দর্শনকরতঃ, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল যে, এ বিষয় মহাদেবকে জানাইতে হইতেছে। তখন সেই যুদ্ধস্থলে প্রমথগণের আশ্চর্য্যভাব ও শুক্রাচার্য্যের অদ্ভুত কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া শিলাদ-তনয় নন্দী মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। এবং সমস্ত জয়ের-আকর উগ্ররূপ মহাদেবকে "আপনি বিজয়ী হউন" এই বলিয়া অভিবাদনকরতঃ, বলিতে লাগিলেন যে, হে দেব! ইন্দ্রাদি দেবগণও যাহা করিতে অসমর্থ, শুক্রাচার্য্য অনায়াসে তাহা করিয়া, বিনষ্ট দৈত্যগণকে জীবিতকরতঃ, প্রমথগণের যুদ্ধকর্ম্ম ব্যর্থ করিতেছেন। হে ঈশ! তিনি মৃতব্যক্তির জীবনপ্রদায়িনী বিদ্যা দ্বারা প্রত্যেককে জীবন প্রদান করিতেছেন। তাহাতে তুহুণ্ড, হুণ্ড, প্রভৃতি দানবগণ যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমথ-সৈন্যগণকে বিদ্রুত করিয়াছে। ২৭-৩১। হে মহেশ্বর! ইনি এই ভাবে পুনঃপুনঃ যদি বিনষ্ট দৈত্যগণের জীবনদান করিতে থাকেন, তবে আমাদের জয় এবং প্রমথগণেরইবা শান্তির আশা কোথায়? প্রমথগণের শ্রেষ্ঠ নন্দী এই কথা বলিলে, তাঁহার প্রভু দেবদেব মহেশ্বর ঈষৎ হাস্যকরতঃ, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩। হে নন্দিন! তুমি অতি ত্বরায় গমন কর এবং শ্যেনপক্ষী যেমন লাবক নামক ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষকে লইয়া যায়, তদ্রূপ দানবগণের মধ্যস্থল হইতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই শুক্রাচার্য্যকে লইয়া আইস। বৃষধ্বজ মহাদেব এই কথা বলিলে, নন্দী বৃষের ন্যায় স্বরে সিংহনাদকরতঃ, বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যথায় ভার্গবকুলপ্রদীপ শুক্রাচার্য্য অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। এবং যে সমস্ত দানব, পাশ, অসি, বৃক্ষ, উপল, শৈল প্রভৃতি প্রহরণ হস্তে করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, শরভ (হিংস্র জন্তু-বিশেষ) যেমন হস্তীকে লইয়া যায়, তদ্রূপ শুক্রাচার্য্যকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। সেই অবস্থায় শুক্রাচার্য্যের বস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাঁহার ভূষণসমূহ বিচ্যুত হইল এবং কেশরাশি বিমুক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য মহা পরাক্রম দানবগণ সিংহনাদকরতঃ, তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এবং মেঘ হইতে যেমন জল-বর্ষণ হয়, তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নরূপে নন্দীর উপর বজ্র, শূল ও অসি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রনিচয় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ৩৪-৩৮। গণাধিনাথ নন্দী, মুখ-নিঃসৃত অগ্নির দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্র দগ্ধ করিয়া, ভার্গবকে গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যসৈন্যসমূহকে ব্যথিতকরতঃ, মহাদেবের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহাদেবকে বলিলেন যে, হে ভগবন্! "এই সেই শুক্র"। দেবদেব মহাদেব, শুচিব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহারের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যকে

ফলের ন্যায় স্বীয় মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানবকুলে মহা হাহাকারধ্বনি পড়িয়া গেল। ৩৯-৪১। মহাদেব এইরূপে শুক্রকে গলাধঃকরণ করিলে, দানবগণ শুণ্ডহীন করীন্দ্র এবং শৃঙ্গহীন বৃষের ন্যায় জয়াশা বিরহিত হইল। এবং শরীরবিহীন জীব, বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, উদ্যমহীন সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি, ভাগ্য-হীন উদ্যম, পতিহীনা নারী, পক্ষহীন শর, পুণ্যহীন আয়ু, আচারহীন পাণ্ডিত্য, বৈভবশক্তি বিনা ফলহীন ক্রিয়াসমূহের ন্যায় সেই দানবগণ, একমাত্র শুক্রাচার্য্য বিনা বিজয়ের আশায় বিমুখ হইল। ৪২-৪৫। এইরূপে নন্দীকর্ত্তৃক অপহৃত শুক্রাচার্য্যকে মহাদেব ভক্ষণ করিলে, দৈত্যগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, যুদ্ধের উৎসাহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন অন্ধক তাহাদিগকে উৎসাহহীন দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিল যে, নন্দী শুক্রাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক হরণকরতঃ আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। অদ্য নন্দী আমাদিগের দেহ ছাড়িয়া প্রাণহরণ করিয়াছে। এক শুক্রাচার্য্য হৃত হওয়ায় আমাদের ধৈর্য্য, বীর্য্য, গতি, কীর্ত্তি, বল, তেজ, পরাক্রম প্রভৃতি সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। আমাদিগকে ধিক্, যিনি আমাদিগের কুলপূজ্য গুরু এবং সমস্ত বিষয়ে সমর্থ ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমরা তাঁহাকে বিপদ্‌কালে রক্ষা করিতে পারিলাম না! ৪৬-৪৯। অতএব হে দৈত্যগণ! তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, আমি সমস্ত প্রমথ-সৈন্যের সহিত নন্দীকে বিনাশ করিতেছি। যোগিব্যক্তি যেমন কর্ম্মরাশির মধ্য হইতে জীবাত্মাকে মোচন করেন, তদ্রূপ আমি, অদ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত এই প্রমথগণকে বিনষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যকে মুক্ত করিব। ৫০ ৫১। আর যদ্যপি সেই যোগী শুক্রাচার্য্য যোগবলে স্বয়ং মহাদেবের শরীর হইতে নির্গত হইতে পারেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অবশিষ্ট সৈন্যগণকে ত্রাণ করিতে পারিবেন। ৫২।

অন্ধকের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবগণ, "মরিতে হইবে" এইরূপ নিশ্চয়করতঃ, মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে প্রমথ-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। ৫৩। এবং ভাবিতে লাগিল যে, আয়ু যদি নিত্য হইত তাহা হইলে প্রমথগণ কখনই আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, অথচ আয়ু যখন অনিত্য, তখন প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমাদের অন্যত্র গমন করিবারই বা প্রয়োজন কি? ৫৪। যাহারা প্রভুর অনুগ্রহে বহুতর ধন ও মানলাভ করিয়াছে, তাহারা যদি রণক্ষেত্রে প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করে, তাহা হইলে তাহা-দিগকে অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করিতে হয়। ৫৫। এবং যাহারা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, তাহারা অযশরূপ তমোরাশির দ্বারা স্বীয় প্রতিষ্ঠা মলিন

করে এবং ইহ বা পরকালে সুখী হইতে পারে না। ৫৬। পুনর্জ্জন্মরূপ মলের অপহর্ত্তা রণক্ষেত্ররূপ ধরা-তীর্থে যদি স্নান করিতে (মরিতে) পারে, তবে তাহার আর দান, তপস্যা বা তীর্থস্নানে প্রয়োজন কি ? দৈত্য ও দানবগণ পরস্পর এই সমস্ত ভাবিয়া, যুদ্ধে ভেরীধ্বনিকরতঃ প্রমথগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন দানব ও প্রমথগণ পরস্পর, বাণ, অসি, বজ্র, পাষাণ, ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল, শক্তি, ভল্ল, পরশু খট্টাঙ্গ, পট্টিশ, শূল, মুষল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাতকরতঃ, ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। তখন ধনুর আকর্ষণ ও বাণপতন এবং অন্যান্য অস্ত্র-নিক্ষেপের ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। এবং রণভেরীর নাদ ও হস্তী প্রভৃতির চীৎকারে যুদ্ধক্ষেত্র কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তাহার প্রতিধ্বনিতে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল এবং ভীরু ও অভীরুগণেরও রোমোদ্গম হইতে লাগিল। হস্তী ও অশ্বগণের ভয়ঙ্কর শব্দে সৈন্যগণের কর্ণ বধির হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহ বিনষ্ট হইল। উভয় পক্ষেরই সৈন্য রুধির বমনকরতঃ, পিপাসায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল। ৫৭—৬৫। প্রমথসৈন্যকর্ত্তৃক দানবগণকে ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া, দানবপতি অন্ধক রথে আরোহণকরতঃ, প্রমথগণের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার শর ও বজ্র-প্রহারে, প্রমথগণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া বায়ু-কর্ত্তৃক তাড়িত জলহীন মেঘের ন্যায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। যে পলায়ন করিতেছে, যে আসিতেছে, যে দূরে আছে, এবং যে নিকটে আছে, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি রোমকূপ, অন্ধক বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে, বিনায়ক, স্কন্দ, নন্দী, নৈগমেয়, শাখ এবং বিশাখ প্রভৃতি বলবান্ প্রমথগণের ত্রিশূল, শক্তি, বাণ প্রভৃতি অস্ত্র-নিক্ষেপে অন্ধকও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন প্রমথ ও দানবসৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই মহাশব্দশ্রবণে, মহাদেবের উদরমধ্যে অবস্থিত শুক্রাচার্য্য, ছিদ্র অন্বেষণপূর্ব্বক নিরাশ্রয় বায়ুর ন্যায় ভ্রমণকরতঃ মহাদেবের দেহমধ্যে সপ্তলোক, পাতালসমূহ এবং ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র ও অপ্সরাগণের বিচিত্র আলয়সমূহ এবং প্রমথ ও অসুরগণের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৬-৭৩। খলব্যক্তি যেমন পবিত্র ব্যক্তির ছিদ্র দেখিতে পায় না তদ্রূপ শুক্রও, মহাদেবের উদর-মধ্যে শতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াও কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। ৭৪। অনন্তর শুক্র শাম্ভবযোগবলে শুক্র-(বীর্য্য) রূপে নির্গত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন যে, হে ভৃগুনন্দন। তুমি যেহেতু আমার দেহ হইতে শুক্ররূপে নির্গত হইলে, অতএব তোমার নাম "শুক্র" এবং তুমি

আমার পুত্রস্বরূপ হইলে, এক্ষণে গমন কর। ৭৫-৭৬। শুক্র জঠর হইতে নির্গত হইলেন দেখিয়া, "ব্রাহ্মণ উদরের মধ্যে মরে নাই" এই ভাবিয়া মহাদেবও প্রীতি-লাভ করিলেন। ৭৭। শুক্রাচার্য্য মহাদেবকর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, চন্দ্র যেমন মেঘমালার মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দানব-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রোদয় হইলে সমুদ্র যেমন হর্ষে উছলিয়া উঠে, তদ্রূপ দানব-সমুদ্রও শুক্রের উদয়ে হর্ষ-প্রাপ্ত হইল। ৭৮-৭৯। অন্ধক ও অন্ধকরিপুর যুদ্ধকালে সেই ভৃগুনন্দন এইরূপে শুক্রনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। হে সুব্রত! সেই শুক্র, মহাদেবের অনুগ্রহে যে প্রকারে মৃতসঞ্জীবনী নামে উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। ৮০-৮১।

পুরাকালে এই ভৃগুনন্দন শুক্র, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ জীবগণের পরম গতিপ্রদ বারাণসীধামে গমনপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সম্মুখে কূপ-প্রতিষ্ঠাকরতঃ, প্রভু বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় বহুকাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি রাজচম্পক, ধুস্তূর, করবীর, পদ্ম, মালতী, কর্ণিকার, কদম্ব, উৎপল, মল্লিকা, শতদল, সিন্ধুবার, কিংশুক, অশোক, করুণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, মাধবী, পাটলা, বিল্ব, চম্পক, নবমল্লিকা, বিচিকিল, কুন্দ, মুচুকুন্দ, মন্দার, দ্রোণ, মরুবক, বক, গ্রন্থিপর্ণ, দমনক, সুরভূ, চূতপল্লব, বিল্বপত্র, তুলসী, দেবগন্ধারী, বৃহৎপত্রী, কুশাঙ্কুর, তগর, অগস্ত্য, শাল, দেবদারু, কাঞ্চনার, কুরুবক, দূর্ব্বাঙ্কুর, কুরণ্টক প্রভৃতি পুষ্প ও পত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ পত্রের দ্বারা মহারেবের পূজা করিতেন এবং দ্রোণপরিমিত পঞ্চামৃত ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা যত্নসহকারে লক্ষবার মহাদেবকে স্নান করাইতেন ও চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের দ্বারা মহাদেবের অঙ্গলেপন করিতেন। এবং নানাবিধ উপহার, নৃত্য, গীত ও বেদোক্ত স্তুতিপাঠকরতঃ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইরূপে পঞ্চ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও যখন মহাদেবের দর্শন পাইলেন না, তখন শুক্র আরও কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। ৮২-৯৪। তিনি ভাবনাময় বারির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সহিত চিত্তের চাঞ্চল্যরূপ মল ধৌতকরতঃ, সেই নির্ম্মল চিত্তরত্ন মহাদেবকে অর্পণ করিলেন। এবং সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কণ-ধূম পানকরতঃ অবস্থান করিলেন। ৯৫-৯৬। তখন মহাদেব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের তেজে সেই লিঙ্গমধ্য হইতে নির্গত হইয়া, শুক্রকে বলিতে লাগিলেন যে, হে তপোনিধে ভার্গব! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ৯৭-৯৮। তখন কমললোচন ব্রাহ্মণ, মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হর্ষে রোমাঞ্চিত শরীরে মৌলিদেশে অঞ্জলি-

বদ্ধ করিয়া "জয়, জয়" এই বাক্য উচ্চারণকরতঃ মহাদেবের স্তব আরম্ভ করিলেন। ৯৯—১০০।

ভার্গব কহিলেন, হে দেব দিনমণে! তুমি এই সমস্ত তেজের দ্বারা তমোরাশি অভিভবপূর্ব্বক নিশাচরগণের অভিলাষকে বিনাশকরতঃ, ত্রিভুবনের হিত-উদ্দেশে গগনমার্গে দীপ্তি পাইয়া থাক, হে জগদীশ্বর! তোমাকে নমস্কার। হে শশাঙ্ক-রূপিন্! হে পীযুষপূরপরিপূর্ণ! তুমিই প্রতিক্ষণ অমৃতময়-কিরণ বিস্তারকরতঃ, সমুদ্র এবং কুমুদীর হর্ষ উৎপাদন করিয়া থাক, হে দেব! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি পবিত্রমার্গে বায়ুরূপে অবস্থানকরতঃ, জগতের উপাস্য হইয়া আছ, হে ভুবন-জীবন! তোমা বিনা কে জীবনধারণ করিতে পারে? হে স্তব্ধ-প্রভঞ্জন! হে বিবর্দ্ধিত-সর্ব্বজন্তো! হে সর্ব্বগত! তোমাকে নমস্কার। ১০১-১০৩। হে জগদেক পবিত্র! হে অমৃত! তোমার একমাত্র পাবকশক্তি ব্যতিরেকে দেব বা ইন্দ্রিয়গণের কোন কার্য্যই নির্ব্বাহিত হয় না, অতএব হে জগতের অন্তরাত্মা-পাবকরূপি ভগবন্! তোমাকে নমস্কার। হে জলস্বরূপ পরমেশ্বর! হে বিচিত্র-সুচরিত্র! হে জগৎ-পবিত্র! হে বিশ্বনাথ! তোমাকে পান. এবং তোমাতেই অবগাহনকরতঃ, এই বিশ্ব পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইতেছে, অতএব আমি জলস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে আকাশরূপি-ভগবন্! হে ঈশ্বর! হে সদয়! তোমার দ্বারাই অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া, এই দৃশ্যজগৎ স্বাভাবিকরূপে নিঃশ্বাসগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে এবং তোমাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে, অতএব হে দেব! তোমাকে নমস্কার করি। হে ক্ষিতিস্বরূপ! হে বিভো! তুমিই এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছ, হে বিশ্বনাথ! হে তমোরে! তোমা বিনা এ জগতে আর কি আছে? হে হিমজাহিভূষ! তোমাবিনা এ জগতে শমশীল ব্যক্তিগণের স্তবের যোগ্য আর কে আছে? অতএব হে পরাৎপর! তোমাকে নমস্কার করি। হে আত্মস্বরূপ হর! তোমারই এই সমস্ত মূর্ত্তির দ্বারা এই চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব হে সর্ব্বাস্তুনিলয়! হে প্রতিরূপরূপ! হে পরমাত্মতনো! হে অষ্টমূর্ত্তে! আমি সর্ব্বদা তোমাকে নমস্কার করি। ১০৪-১০৮। হে উমাভিবন্দ্য! হে বন্দ্যাতি-বন্দ্য! হে ভব! হে বিশ্বজনীন মূর্ত্তে! হে প্রণত-প্রণীত! হে সর্ব্বার্থসার্থ-পরমার্থ! তোমার এই অষ্টবিধ অনুপম মূর্ত্তিদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে শুক্র ভূমিতে মস্তক আনত করিয়া, এই অষ্টমূর্ত্ত্যষ্টক স্তোত্রের দ্বারা মহাদেবের স্তবকরতঃ বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১০৯-১১০। অমিততেজা ভার্গব-

কর্ত্তৃক এই প্রকারে স্তুত হইয়া, মহাদেব বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলনকরতঃ দর্শনপ্রভায় দিগন্তর প্রদ্যোতিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। তোমার এই কঠোর তপস্যা ও অনন্যসুলভ আচরণ এবং লিঙ্গ-স্থাপন জন্য পুণ্য, লিঙ্গের আরাধনা, নিশ্চল ও পবিত্র চিত্তরত্নোপহার এবং এই অবিমুক্তক্ষেত্রে পবিত্র আচরণের দ্বারা, তোমাকে আমি আমার পুত্র কার্ত্তিকেয় ও গণপতিতুল্য দেখিতেছি, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। তুমি এই শরীরেই আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার পুত্রত্ব লাভ করিবে এবং আরও একটী বর প্রদান করিতেছি যাহা আমার অনুচরগণও পায় নাই, এবং যাহা আমি ব্রহ্মার নিকটও গোপন করিয়াছি, যাহা মৃতসঞ্জীবনী নামে বিদ্যা ও যাহা আমি তপোবলে নির্ম্মাণ করিয়াছি, হে মহাশুচে! সেই মন্ত্ররূপা বিদ্যা আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে তপোনিধে! তুমি সেই বিদ্যা পাইবার উপযুক্ত পাত্র। ১১১-১১৮। তুমি যে যে মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া সেই বিদ্যা প্রয়োগ করিবে, সেই সেই ব্যক্তি পুনরায় জীবন লাভ করিবে। আর তোমার তেজ, সূর্য্য, অগ্নি ও তারাগণ হইতেও অধিক হইবে এবং তুমি গ্রহগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া আকাশমার্গে দেদীপ্যমান থাকিবে। তোমাকে সম্মুখে করিয়া যে সমস্ত নর বা নারী যাত্রা করিবে, তোমার দৃষ্টিপাতে তাহাদের সমস্ত কার্য্য বিনাশ হইবে। হে সুব্রত! তোমার উদয়ে বিবাহাদি ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য সফল হইবে এবং নন্দতিথিসমূহও তোমার সংযোগে শুভ হইবে। আর তোমার ভক্তগণ বহুশুক্র ও বহুপ্রজাশালী হইবে। ১১৯-১২৩। যে সমস্ত মনুষ্য, তোমার স্থাপিত এই শুক্রেশ্বরের পূজা করিবে, তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এবং যাহারা এক বৎসর ব্যাপিয়া নক্তব্রতপর হইয়া শুক্রবারে এই কূপে উদকক্রিয়াসমূহ নির্ব্বাহকরতঃ, শুক্রেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, তাহাদের যে ফল হইবে তাহা শ্রবণ কর। তাহাদের শুক্র অব্যর্থ হইবে ও তাহারা পুত্রবান্ ও অতিরেতা হইবে, এবং তাহারা পুরুষত্ব ও সৌভাগ্যশালী হইয়া সুখী হইবে ও তাহাদের সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে। মহাদেব এই সমস্ত বর প্রদানপূর্ব্বক সেই লিঙ্গমধ্যে বিলীন হইলেন। ১২৪-১২৭।

গণদ্বয় কহিলেন, যাহারা শুক্রেশ্বরের ভক্ত, তাহারা শুক্রলোকে বাস করিয়া থাকে। হে পরন্তপ! বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে শুক্রেশ্বর অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই শুক্রলোকে আসিতে পারা যায়। হে মহামতে! এই তোমাকে শুক্রলোকের বিষয় বর্ণন করিলাম। ১২৮-১২৯।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সধর্ম্মিণি! হে সুব্রতে! সেই ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা এইরূপে

শুক্রলোকের কথা শ্রবণকরতঃ গমন করিতে করিতে সম্মুখে মঙ্গল-লোক দেখিতে পাইলেন। ১৩০।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মঙ্গল, গুরু এবং শনিলোক-বর্ণন।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে দেবদ্বয়! শুক্রলোক-সম্বন্ধিনী অতি শুভকারিণী কথা আমি শ্রবণ করিলাম। এই শুক্র-সম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিয়া, মদীয় কর্ণদ্বয় অতি-শয় তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। ১। এই সম্মুখে কোন্ পুণ্যনিধির নির্ম্মললোক দেখা যাইতেছে, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হউন। ২। আপনারা অনায়াসে যে সকল অমৃতস্বরূপ বাক্য কহিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, ক্রমশই শ্রবণেচ্ছা বলবতী হইতেছে। ৩।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! এই লোকটী মঙ্গলের, ইহা তুমি অবগত হও, এই মঙ্গল কি প্রকারে ভূমিপুত্র হন এবং ইহার জন্মবৃত্তান্তও বলিতেছি। ৪। পুবাকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে মহাদেব উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যাকালে এক দিবস তাঁহার ললাট হইতে একটী স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হইল। ৫। সেই স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হইবামাত্র মহীতল হইতে একটী লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিলেন। ধরণী ধাত্রীরূপে সেই পুত্রটীকে স্নেহের সহিত সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ৬। সেই পুত্রটী "মহীসুত" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। হে অনঘ! সেই মহীসুত মহাদেবপুরী বারাণসীতে উগ্রতপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭। যে কাশীর উভয় প্রান্তে অসি ও বরণা নাম্নী দুইটী নদী স্বর্ণদী উত্তরবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। সর্ব্বগত হইয়াও বিশ্বেশ্বর যেখানে সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যথাকালে পরিত্যক্তশরীর জীবগণের মুক্তি প্রদান করিতেছেন। ৮-৯। যে কাশীতে প্রাণিগণ দেহত্যাগান্তে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে ও যে কাশীতে দেহত্যাগ করিলে পর, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান ও নানাপ্রকার ব্রতাদির সাহায্য ব্যতিরেকে জীবগণ অনায়াসে পুনরাবৃত্তি-রহিত মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১০-১১। সেই ত্রিলোকবিদিত কাশীপুরীতে

পঞ্চমুদ্রাময় মহাস্থানে নিজের নামানুসারে, অঙ্গারকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন-পূর্ব্বক, ভূমিসুত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন! সেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ, কম্বলাশ্বতর নামক নাগদ্বয়ের উত্তরভাগে অবস্থিত। ১২। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর হইতে জ্বলদঙ্গারতুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল, সেই কালপর্য্যন্ত সেই মহাত্মা ভূমিসুত অতি উগ্র তপস্যা করিলেন। ১৩। তাঁহার শরীর হইতে তপস্যা-কালে জ্বলদঙ্গার তুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি লোকসমাজে "অঙ্গারক" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেব তপস্যার প্রভাবে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অতি মহৎ গ্রহ-পদ প্রদান করিয়াছেন। ১৪।

মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থীতিথিতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া, মনুষ্য-গণ যদি ভক্তিভরে অঙ্গারকেশ্বরকে নমস্কার করে, তবে তাহাদিগের আর কোন প্রকার গ্রহভয় থাকে না। মঙ্গলবারে যদি চতুর্থী তিথি যোগ হয়, তাহা হইলে সেই দিন গ্রহণ-দিনের ন্যায় গ্রাহ্য, ইহা কালবেত্তাগণ কহিয়া থাকেন। ১৫-১৬। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে যাহা প্রদান করা যায়, যাহা হোম করা যায় বা যাহা জপ করা যায়, সেই সমস্ত কার্য্য অক্ষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭। মঙ্গলবার যুক্ত চতুর্থীতিথিতে মনুষ্যগণ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বা অশ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে যদি কোন কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে পিতৃগণের সেই কর্ম্মের দ্বারা দশবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তিলাভ হয়। ১৮। পুরাকালে মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে গণেশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে ঐ দিবস পুণ্যসমৃদ্ধিজনক পর্ব্বদিন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১৯। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে একভক্ত ব্রতী হইয়া, গণনাথের পূজা-করতঃ, কিঞ্চিৎ দ্রব্যও তাঁহার উদ্দেশে প্রদান করিলে, মনুষ্য কখনই বিঘ্নসমূহের দ্বারা অভিভূত হয় না। ২০। বারাণসীধামে অঙ্গারকেশ্বর-ভক্ত যে সকল নরশ্রেষ্ঠ-গণ বাস করেন, তাঁহাদের অন্যত্র দেহান্ত হইলে পর, তাঁহারা এই অঙ্গারক-লোক প্রাপ্ত হইয়া, পরম ঐশ্বর্য্য লাভকরতঃ বাস করেন। ২১।

অগস্ত্য কহিলেন, এই প্রকার অতি রমণীয় পুণ্যময়ী কথা কহিতে ভগবদ্গণদ্বয় সম্মুখেই বৃহস্পতিপুরী-দর্শন করিতে পাইলেন। ২২। নয়নানন্দবিধায়িনী সেই বৃহস্পতির পুরী অবলোকন করিয়া, শিবশর্ম্মা গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বিষ্ণু-গণদ্বয়! এই সম্মুখে কাহার পুরী দেখা যাইতেছে? ২৩।

গণদ্বয় কহিলেন, হে সখে! তোমার নিকট নানা প্রকার আখ্যান আমরা পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতেছি। এক্ষণে পথশ্রমের অপনয়নকারিণী এই পুরী-বিষয়িণী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। ২৪। পুরাকালে

ভগবান্ ব্রহ্মা, যখন ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে অভিলাষা হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার অনুরূপ সাতজন মানসপুত্র আবির্ভূত হইলেন। সেই মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্রগণ সকলেই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অঙ্গিরার দেবশ্রেষ্ঠ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। অঙ্গিরার পুত্র পিতৃ-নামানুসারে "আঙ্গিরস" এই নামে বিখ্যাত হইলেন। আঙ্গিরস বুদ্ধিবলে সকল দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই শান্ত ও দমযুক্ত ছিলেন ও কোন বিষয়েই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন না, তাঁহার বাক্য অতি মৃদু এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল ছিল। আঙ্গিরস, বেদ ও বেদার্থতত্ত্বের জ্ঞাতা ও নিখিল কলাতেই পার-দর্শী ছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রেরই যথাই মর্ম্ম অবগত ছিলেন এবং নীতিবেত্তা গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের উপদেশ করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতেন। তিনি রূপবান্ ও শীল-সম্পন্ন ছিলেন। সর্ব্ব প্রকার গুণ তাঁহাতে ছিল এবং তিনি দেশ-কাল-সম্বন্ধে জ্ঞাতা ছিলেন! ২৫-২৯। এই প্রকার সর্ব্বসুলক্ষণবিশিষ্ট গুরুবৎসল, সেই অঙ্গিরার পুত্র কাশীতে মহতী তাপসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অতি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০। মহাতপা আঙ্গিরস কাশীক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, দিব্য পরিমাণের দশ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া, সুদীর্ঘ তপস্যা করিলেন। ৩১। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বভাবন বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, সেই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে তেজো-রাশিরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, "হে আঙ্গিরস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার হৃদয়ে যাহা অভিলাষ আছে, সেই বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি"। বরপ্রদানোদ্যত মহাদেবকে অবলোকন করিয়া, হৃষ্টাত্মা আঙ্গিরস স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩২—৩৩।

আঙ্গিরস কহিলেন, হে শঙ্কর! হে শান্ত! হে শশাঙ্করুচে! হে সর্ব্বদ! হে সর্ব্বশুচে! হে রুচিরার্থদ! হে প্রভো! আপনার জয় হউক। হে দেব! পবিত্রস্বভাব ব্যক্তিগণ আপনার পূজার নিমিত্ত, মহোপহারদ্রব্য প্রদান করিলে, আপনি তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দেব! আপনি ভক্তজন-গণের অতি উৎকট তাপসমূহকে দূর করিয়া থাকেন, আপনার জয় হউক। ৩৪। হে প্রভো! আপনি সকলেরই হৃদাকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনাকে নমস্কার করিয়া থাকেন, আপনি প্রণত জীবগণের সর্ব্বপ্রকার পাপরূপ মহাবনসমূহের দাহ করিয়া থাকেন। আপনি বিবিধ প্রকার চরিত্র ও দেহসমূহের সৃজন করিয়াছেন, আপনি মদনান্তক, হে ধৈর্য্যনিধে! আপনার জয়

হউক। ৩৫। হে দেব! আপনার আদি বা অন্ত নাই, আপনি জনগণের ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি তত্ত্বজ্ঞানাদিগের মনোরথ পূরণ করেন, আপনার বামশরীর গিরিরাজতনয়া কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। হে প্রভো! আপনার শরীরের দ্বারাই এই সমুদয় বিশ্ব পরিপূরিত রহিয়াছে। আপনার স্বরূপ এই জগতেই পরিদৃশ্যমান অথচ আপনার কোন স্বরূপই নাই। হে সুনয়ন! আপনি নেত্র-কোণ সঙ্কোচ-করতঃ, অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, হে ভব! হে ভূতপতে! হে প্রমথৈকপতে! এ সংসারে পতিতগণের প্রতি আপনিই একমাত্র করাবলম্বন প্রদান করেন, আপনার জয় হউক। ৩৬-৩৭। হে প্রভো! সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া আপনি অবস্থান করিতেছেন, আপনি প্রণবধ্বনির গৃহস্বরূপ, হে সুধাংশুধর! হে গিরিরাজ-তনয়ালিঙ্গিততনো! হে পরিতুষ্ট! আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে শিব! হে দেব! হে গিরিশ! হে মহেশ! হে বিভো! হে বিভবপ্রদ! হে গিরীশ! হে শিবেশ! হে মৃড়! হে শশাঙ্কশেখর! হে ভক্তিবিনাশকারীগণের যন্ত্রণাপ্রদ! আপনি ত্রিজগতের সুখ প্রদান করুন। ৩৮-৩৯। হে অমোঘমতে! হে হর! আমি আপনার শরণাগত এ কারণে আমি যমকেও ভয় করি না, আমার সর্ব্ব-প্রকার পাপ বিনাশ করুন। প্রণামকারীগণের শিব-পাদপদ্মে প্রণাম ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মঙ্গল নাই, এই কারণে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৪০। হে প্রভো। এই অখিল জগতের মধ্যে আপনি একমাত্র সুখ-প্রদাতা এবং সর্ব্ববিধ পাপাপহারী। আপনি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণস্বরূপ অথচ আপনি ত্রিগুণবর্জ্জিত। প্রলয়কালে আপনিই বিশ্বের সংহার করেন, সর্পের দ্বারাই আপনার বলয় নির্ম্মিত হইয়াছে। হে ঈশ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ৪১। এই প্রকারে মহাদেবের স্তুতি করিয়া, অঙ্গিরার পুত্র মৌন অবলম্বন করিলেন। তখন আঙ্গিরসের স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বহুবিধ বর প্রদান করিলেন। ৪২।

মহাদেব কহিলেন, হে আঙ্গিরস! এই বৃহৎ তপস্যার ফলে তুমি ইন্দ্রাদিগণের উপর আধিপত্য লাভ কর। হে দ্বিজ! এই বৃহৎ তপস্যার জন্য তোমার নাম "বৃহস্পতি" হইল এবং অদ্য হইতে সকল গ্রহগণের মধ্যে তুমি মাননীয় হইলে। ৪৩। এই লিঙ্গের অর্চ্চনার ফলে তুমি আমার জীবস্বরূপে পরিগণিত হইলে এবং এই কারণে ত্রিলোকমধ্যে তুমি "জীব" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। ৪৪। অতি চাতুর্য্যময় বাক্যপ্রপঞ্চ দ্বারা তুমি নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপ আমার স্তুতি করিতে পারিয়াছ, এই কারণে অদ্য হইতে তুমি বাক্যসমূহের অধিপতিত্ব লাভ কর। ৪৫।

তোমার কৃত এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে, তিন বৎসরের মধ্যে বাক্য বিশুদ্ধ হইবে এবং বাক্যের জড়তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। ৪৬। যাহারা প্রতিদিন এই স্তোত্র পাঠ করিবে, মহাকার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহাদের বুদ্ধি বিকল হইবে না। এই স্তোত্রটীর "বায়ব্য" এই নাম রহিল। ৪৭। অবিবেক-জনগণও, যদি মদীয় লিঙ্গসন্নিধানে এই স্তোত্রটী পাঠ করে, তবে তাহাদিগেরও কখনও অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না। ৪৮। যিনি এই স্তোত্রটী পাঠ করিবেন, তাঁহার কখনও গ্রহপীড়া হইতে ভয় থাকিবে না। সুতরাং জনগণের মদীয় লিঙ্গসমীপে এই স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য। ৪৯। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া যে মানব, এই স্তোত্রটী পাঠ করিবে, আমি তাহার সর্ব্বপ্রকার সুদারুণ বিপত্তি দূর করিব। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া, যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই স্তবটী পাঠ করিবে, তাহার সর্ব্বপ্রকার মনোভীষ্ট লাভ হইবে। ৫০-৫১। এই প্রকারে বৃহস্পতিকে বর প্রদান করিয়া, ভগবান্ শম্ভু ব্রহ্মাকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য প্রতিপালন কর। গুণগৌরবশালী এই বৃহস্পতি মুনিকে তুমি যথোক্তবিধানে সমুদয় ইন্দ্রাদি দেবগণের গুরুপদে অভিষিক্ত কর, এই বৃহস্পতি সর্ব্বকালে আমার প্রীতিলাভ করিবেন।

ব্রহ্মা, মহাদেবের এবম্বিধ আজ্ঞাকে মহান্ অনুগ্রহরূপে স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া, সেইক্ষণেই আঙ্গিরসকে সকল দেবগণের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, যখন মন্ত্রপূত সলিলের দ্বারা বৃহস্পতিকে সুরাচার্য্যপদে বরণ করিলেন, সেই সময়ে দেব-দুন্দুভিসমুহ বাদিত হইল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং সকল দেবগণ, প্রমোদ-বিকসিতমুখে সেই বৃহস্পতির পূজা করিতে লাগিলেন। ৫২-৫৭। অনন্তর মহেশ্বর বৃহস্পতিকে অন্য আরও বর প্রদান করিলেন যে, হে দেবপূজিত কুল-নন্দন ধর্ম্মাত্মন্ আঙ্গিরস! শ্রবণ কর, তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গটী তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ এবং ইহা কাশীক্ষেত্রে "বৃহস্পতীশ্বর" নামে বিখ্যাত হইবে। গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে, সেই দিনে যে মনুষ্য এই বৃহস্পতীশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া, যাহা কিছু জপাদি করিবে, তাহার সেই সমস্তই সিদ্ধ হইবে। এই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মনুষ্যগণ প্রতিভা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কলিযুগে এই বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গকে আমি গুপ্তভাবে রাখিব। চন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণভাগে এবং বীরেশ্বরের নৈঋ্র্তভাগে অবস্থিত, বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্য বৃহস্পতিলোকেও পূজিত হইতে পারে। ছয়মাস কাল এই বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিলে, মনুষ্য গুর্ব্বঙ্গনাগমন-জন্য পাপ হইতেও

মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সূর্য্যোদয় হইলে তমোরাশি যেমন দূর হয়, তদ্রূপ পাপসমূহও এই লিঙ্গের আরাধনায় দূর হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল কারণেই এই মহাপাতক-নাশক বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গকে আমি কলিতে গোপন করিয়া রাখিব। জ্ঞানিগণ সাধারণজনকে এই লিঙ্গের সন্ধান যেন না বলেন। ৫৮-৬৪। এই প্রকারে বৃহস্পতিকে বর প্রদান করিয়া, ভগবান্ মহেশ্বর সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর শুক্র, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা, বৃহস্পতিকে এই পুরীতে অভিষেক করিয়া, ইন্দ্রাদিদেবগণকে গমনে আজ্ঞা প্রদানকরতঃ, বিষ্ণুর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৬৫-৬৬।

অগস্ত্য কহিলেন, অয়ি লোপামুদ্রে! বৃহস্পতির লোক অতিক্রম করিয়া, সেই শিবশর্ম্মা, সম্মুখেই প্রভা-মণ্ডল-মণ্ডিতা সূর্য্যপুরী অবলোকন করিতে পাইলেন। ৬৭। হে শুচিস্মিতে! অনন্তর শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলে পর, বিষ্ণুগণদ্বয় সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সেই সূর্য্যলোক প্রদর্শন করাইয়া, তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬৮। গণদ্বয় কহিলেন, হে দ্বিজ! মরীচির পুত্র কশ্যপ, সেই কশ্যপের স্ত্রী দাক্ষায়ণীর গর্ভে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন, এই সূর্য্যের সংজ্ঞানাম্নী এক পত্নী হন। সংজ্ঞা প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার পুত্রী। ৬৯। অতিশয় তপঃপ্রভাবশালিনী এবং রূপ-যৌবনগুণান্বিতা সংজ্ঞা, ভর্ত্তার অতিশয় প্রিয়তমা ছিলেন। ৭০। সূর্য্যমণ্ডলের তেজমিশ্রিত আদিত্যের কান্তিকে যদিও সংজ্ঞা স্বীয় শরীরে ধারণ করিতেন, কিন্তু তাহাও তিনি অতি ক্লেশেই সহ্য করিতে পারিতেন এবং এই জন্য সংজ্ঞা সর্ব্বদা খিন্নাবস্থায় অবস্থান করিতেন। ৭১।

পুরাকালে কোন দিবস পিতা কশ্যপ, প্রণয়সহকারে উপহাসপূর্ব্বক সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এই সূর্য্য গর্ভেই কেন মৃত হন নাই"। এই কারণে ইহাঁর নাম "মার্ত্তণ্ড" হইয়াছে। ৭২। সূর্য্য যে কিরণরাশির দ্বারা এই ত্রৈলোক্যকে পরিতাপিত করিয়া থাকেন, সেই প্রখর কিরণসমূহকে সংজ্ঞা যথেষ্ট-রূপে সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন না। ৭৩। হে ব্রহ্মন্! তেজোনিধি সূর্য্য, সংজ্ঞার গর্ভে তিনটী অপত্য উৎপাদন করিলেন, তাহার মধ্যে দুইটী পুত্র প্রজাপতি এবং একটী কন্যা। ৭৪। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৈবস্বতমনু ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম যম এবং তৃতীয়া কন্যা যমুনা। সংজ্ঞা যখন সূর্য্যের অতি তেজোময় রূপকে সহন করিতে সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি স্বকীয় শরীর হইতে ছায়ানাম্নী স্বানুরূপা এক মায়াময়ী রমণী নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর ছায়া প্রণামপূর্ব্বক

কৃতাঞ্জলি হইয়া সংজ্ঞাকে কহিলেন যে, হে দেবি। আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী, এক্ষণে আমি কি করিব তাহা আজ্ঞা করুন।

অনন্তর সংজ্ঞা প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি সবর্ণে। সুন্দরি। তুমি শ্রবণ কর, আমি পিতা বিশ্বকর্ম্মার গৃহে চলিলাম, হে কল্যাণি। তুমি আমার আজ্ঞায় এই গৃহে নিঃশঙ্কহৃদয়ে বাস কর। এই মনু, যম ও যমুনা এই তিনটী মদীয় অপত্যকে তুমি নিজ অপত্যের ন্যায় বিলোকন করিয়া প্রতিপালন করিও। হে শুচিস্মিতে। এই সকল বৃত্তান্ত আমার পতির নিকট কদাচ প্রকাশ করিও না। বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ছায়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবি। আপনি যথাসুখে গমন করুন, যে পর্য্যন্ত আমার কেশগ্রহ না হইবে অথবা আমাকে কোন প্রকার শাপ প্রদান না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত আমি বৃত্তান্ত কখনই প্রকাশ করিব না। ৭৫-৮১।

সবর্ণা (ছায়া) এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া "এইরূপ করিব" এইরূপ স্বীকার করিলে পর, সংজ্ঞা পিতার সমীপে গমনকরতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, হে পিতঃ। আমি আর্য্যপুত্র সূর্য্যের তীব্র তেজঃ সহন করিতে সমর্থ হইলাম না। ৮২-৮৩। সংজ্ঞার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে বহুপ্রকার তিরস্কার করিলেন এবং বারম্বার কহিতে লাগিলেন যে, তুমি পুনর্ব্বার পতির নিকট গমন কর। পিতার এবম্বিধ পুনঃপুনঃ নিয়োগে সংজ্ঞা অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন এবং "স্ত্রীগণের চেষ্টাকে ধিক্" এই বলিয়া স্বীয় স্ত্রী-জন্মকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ৮৪—৮৫। সংজ্ঞা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, স্ত্রীগণের কখনই স্বাধীনতা নাই, হায়। পরাধীন জীবনকে ধিক্। শৈশবে পিতার নিকট ভয়, যৌবনে পতির নিকট ভয়, এবং বার্দ্ধক্যে স্বীয় তনয় হইতে ভয়, হায়। স্ত্রীগণের কোন অবস্থাতেই নির্ভয়ে থাকিবার যো নাই। আমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত পতি, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই বিনাশমুখে পতিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আমি পুনর্ব্বার অবিজ্ঞাতভাবে পতিগৃহে গমন করি, তাহাতেও কোন ফলের সম্ভাবনা নাই, কারণ সেইস্থলে সম্পূর্ণমনোরথা ছায়া, এইক্ষণে অবস্থান করিতেছে। পিতা-কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে তিরস্কৃতা হইয়া, যদিও কোন প্রকারে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা, কারণ তাহা হইলে আর্য্যপুত্র জানিতে পারিয়া অতিশয় রুষ্ট হইবেন। তাঁহার রোষে পিতা ও মাতার বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা। অহো। লোকে যে কথায় বলিয়া থাকে যে, "নিজে হস্তে করিয়া তপ্ত অঙ্গার ধারণ" বাস্তবিক তাহা আমার পক্ষে সত্যসত্যই ঘটিয়াছে, কারণ

আমি নিজের ইচ্ছায় এই বিপদ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছি। হায়! মোহবশে আমার পতি-গৃহবাস নষ্ট হইল এবং পিতার গৃহেও কোন মঙ্গল রহিল না। আমার এই প্রথম বয়ঃক্রম, এই ত্রৈলোক্যাকাঙ্ক্ষিত মনোহর রূপ, সকল স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতীব বিমলকুল এবং তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ লোকচক্ষু অন্ধকারনাশক সর্ব্বত্র-সঞ্চারী ও সকল কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ ভর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিতেও, অদ্য আমি কি দুঃখিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি, হায়! কিসে আমার মঙ্গল হইবে? এই প্রকারে চিন্তা করিয়া সংজ্ঞা বড়বা-(ঘোটকী) রূপ ধারণ করিয়া, তপস্যা করিবার জন্য পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ৮৬-৯৩। বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞা, উত্তরকুরুজনপদ প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, "তপস্যার ফলে পতির তেজঃ সহ্য করা যায়"। ৯৪।

এদিকে সেই সবর্ণাকে সংজ্ঞা ভাবিয়া, সূর্য্য তাঁহার গর্ভে সাবর্ণি-নামক অষ্টম মনু, শনৈশ্চর ও ভদ্রা নাম্নী একটী কন্যাকে উৎপাদন করিলেন। সেই ছায়া, সাপত্ন্যপ্রযুক্ত নিজের সন্তানগণের প্রতি অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংজ্ঞার অপত্যগণের প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ প্রকাশ পাইত না। সূর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনু, বিমাতার খাদ্য, অলঙ্কার ও পালন বিষয়ে এই সকল বৈলক্ষণ্য নিজগুণে ক্ষমা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ যম, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের উপর জননীর সেই স্নেহাধিক্য সহন করিতে সমর্থ হইলেন না। এক দিবস অবশ্যম্ভাবী অর্থের গৌরববশতঃই যম, বাল্যসুলভ-বোধবশে সংজ্ঞা-রূপধারিণী সবর্ণাকে পদদ্বারা তাড়না করিলেন। তখন সাবর্ণির জননী অতি দুঃখিতা হইয়া, ক্রোধবশে তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, অয়ি পাপাত্মন্! তুমি আমাকে মারিবার জন্য যে পাদ উঠাইয়াছ, তাহা এখনই পতিত হউক। ৯৫-১০০। যম জননীর শাপভয়ে ব্যাকুল হইয়া, পিতার নিকটে গমনকরতঃ, সেই সকল বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক "হে পিতঃ! আমাকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১০১। যম কহিলেন, হে পিতঃ! সকল সন্তানের প্রতি জননীর তুল্যভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আমি জননীর সেই ভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়া, তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য চরণ উদ্যত করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার দেহে ইহা নিপাতিত করি নাই। বালকতাপ্রযুক্তই হউক অথবা মোহপ্রযুক্তই হউক, আমার এই ব্যবহারটী আপনি ক্ষমা করুন। হে গোপতে! জননীর এই শাপে যেন আমার চরণটী পতিত না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। ১০২-১০৩। সূর্য্য কহিলেন, অয়ি পুত্র! পুত্র সহস্র অপরাধ করিলেও জননী কদাচ শাপ প্রদান করেন না, তোমাকে ত্বদীয় জননী এবম্প্রকার শাপ প্রদান

করিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে নিগূঢ় ব্যাপার আছে, তাহা না হইলে তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রকে তিনি শাপ প্রদান করিবেন কেন ? কোনকালেও কোন ব্যক্তি, মাতৃশাপের অন্যথা করিতে পারে না। যখন তোমার পাদ হইতে কৃমিগণ মাংস মুখে করিয়া ভূতলে গমন করিবে, সেই সময় তুমি এই প্রকার শাপ হইতে রক্ষা পাইবে। ১০৪-১০৬।

এই প্রকারে পুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, সবিতা অন্তঃপুরমধ্যে গমনপূর্ব্বক স্বীয় ভার্য্যা ছায়াকে বিলোকনকরতঃ কহিলেন, অয়ি ভামিনি! তোমার সকল বালকই সমান, তথাপি সাবর্ণি প্রভৃতি কনিষ্ঠ সন্তানগণের প্রতি অধিক স্নেহ কেন প্রকাশ কর ? এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে পরও যখন ছায়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন সবিতা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময় শাপপ্রদানোদ্যত সূর্য্যকে, ছায়া সকল বৃত্তান্ত যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ছায়ার এই প্রকার সত্যবাদিতায়, ভগবান সূর্য্য তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে নিরপরাধিনী ভাবিয়া কোন প্রকার শাপ প্রদান না করিয়া, অতি ক্রোধসহকারে বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গমন করিলেন। ১০৭-১১১। অনন্তর অতি তেজস্বী পারিষদগণ-বেষ্টিত অতি কোপভারদগ্ধ করিতে অভিলাষী গৃহাগত সূর্য্যকে বিলোকন করিয়া, বিশ্বকর্ম্মা ত্বদীয় অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রদানকরতঃ, অতি আনন্দসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, হে সবিতঃ! ত্বদীয় পত্নী সংজ্ঞা তোমার অতি তেজঃপ্রভাবে ভীত হইয়া, উত্তরকুরুজনপদে গমনকরতঃ, ঘোটকীরূপ ধারণপূর্ব্বক বনমধ্যে তৃণসমূহের উপর বিচরণ করিতেছেন। অদ্য সেইস্থলে গমনপূর্ব্বক আপনি আপনার আর্য্য-চারিণী ভার্য্যাকে বিলোকন করিতে পাইবেন। হে সূর্য্য! আপনার সেই পত্নী স্বকীয় তেজোনিয়মে সর্ব্বভূতগণেরই অধৃষ্যা। ১১২-১১৪। অনন্তর সূর্য্যদেবেরই আজ্ঞানুসারে বিশ্বকর্ম্মা, তাঁহাকে ভ্রমিযন্ত্রে আরোপ করাইয়া অতি যত্নসহকারে তাঁহার তেজঃসমূহকে শাণ-ব্যাপারে লঘু করিয়া দিলেন। তখন সূর্য্য অতি সৌম্য-দর্শন হইলেন। ১১৫। অনন্তর সূর্য্য বিশ্বকর্ম্মার আজ্ঞা লইয়া সত্বর কুরুজনপদে গমনকরতঃ, অতি মহৎ তপঃকর্ম্মে নিযুক্তা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী যোগমায়াপ্রভাবে বাড়বানলের ন্যায় জাজ্বল্যমানা, শুষ্ক তৃণসমূহ-ভক্ষণকারিণী বড়বারূপিণী সেই নিজপত্নী সংজ্ঞাকে দেখিতে পাইলেন। ভগবান সূর্য্য, সেই অশ্বারূপধারিণী বিশ্বকর্ম্মার পুত্রীকে পাপরহিতা জানিয়া, অশ্বরূপ ধারণকরতঃ, তাঁহার সহিত

সুরতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞা, পরপুরুষ সম্ভাবনায় সূর্য্যের শুক্রকে ধারণ না করিয়া, নাসিকা বিবর দ্বারা বমন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেই পতিত শুক্র হইতে তৎক্ষণাৎ ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন সূর্য্যও প্রসন্ন হইয়া সংজ্ঞাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। পতিব্রতা সংজ্ঞা, চিত্তসন্তাপহারী অতিমনোহরাকৃতি স্বীয়পতি সূর্য্যকে অবলোকন করিয়া, অতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ১১৬-১২১। তপস্যার প্রভাবে সংজ্ঞা এই প্রকার পরম সুখলাভ করিতে সমর্থ হন। তপস্যাই পরম শ্রেয়ঃ, তপস্যাই পরম ধন এবং তপস্যাই পরম দেবত্বের একমাত্র কারণ। হে শিবশর্ম্মন্! উপর ও অধোভাগে নভোমণ্ডলে চক্রাকারদীপ্তিমৎ যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ভ্রমণ করিতেছে, উহা কেবলমাত্র তত্তদধিষ্ঠাতা দেবগণের সুমহৎ তপস্যার জ্যোতিঃ, ইহা তুমি অবগত হও। ১২২-১২৪। এই প্রকারে সবর্ণার গর্ভে সূর্য্যের শনৈশ্চর নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শনৈশ্চর ত্রিদশপূজিত বারাণসীতে আগমন করিয়া, মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকরতঃ, সুমহৎ তপশ্চরণানন্তর মহাদেবের প্রসাদে এই লোকের আধিপত্য এবং গ্রহপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২৫-১২৬। শনিবারে বারাণসীতে অতি সুশোভন শনৈশ্চরেশ্বরলিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে, জীবগণের আর শনিগ্রহ হইতে ভয় থাকে না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে ও শুক্রেশ্বরের উত্তরভাগে অবস্থিত শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে পর, মনুষ্য অন্যত্র দেহাস্ত হইলেও এই শনিলোকে আগমনকরতঃ সুখভোগ করিতে পারেন।

কাশীনিবাসী সজ্জনগণ যদি শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায়টী শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কখনও গ্রহপীড়া বা কোন প্রকার উপসর্গ-ভয় উৎপন্ন হইবে না। ১২৭—১২৯।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—*—

সপ্তর্ষিলোক-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, মুক্তিপুরীতে কৃতস্নান এবং মায়াপুরীতে ত্যক্তদেহ, সেই মাথুর-ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা এই সমস্ত কথা শ্রবণকরতঃ, অন্তিমকালে বিষ্ণুপুরী সন্দর্শনের ফলে, বিষ্ণুলোকে গমন করিতে করিতে, সম্মুখে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। সেই সময় চারণ ও মাগধগণ আসিয়া শিবশর্ম্মাকে স্তব করিতে লাগিল এবং দেবকন্যাগণ আগমনপূর্ব্বক, "ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন," এই কথা বলিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর "আমরা মন্দভাগ্য, আমাদের নিকট কেন থাকিবেন, ইনি মহাপুণ্যবান্ সুতরাং কোন পুণ্যতম লোকে গমন করিতেছেন" এই বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগকরতঃ দেবকন্যাগণ বিষণ্নভাব অবলম্বন করিতে লাগিল। বিমানারূঢ় শিবশর্ম্মা দেব-কন্যাগণের মুখ হইতে বিনিঃসৃত পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রবণকরতঃ, বিষ্ণুর গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই অনুপম তেজোময় লোক কাহারা? ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গণদ্বয় বলিতে লাগিলেন, হে শিবমতে শিবশর্ম্মন্! প্রজাপতি-কর্তৃক প্রজাসৃষ্টিতে নিযুক্ত, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং বশিষ্ঠ নামে সপ্তঋষি সর্ব্বদা এই লোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং পুরাণশাস্ত্রে সাতটী ব্রহ্মা বলিয়াই ইহাঁরা নিশ্চিত হইয়াছেন।১—৮। সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, স্মৃতি এবং উর্জ্জানাম্নী সাধ্বীগণ, যথাক্রমে ইহাঁদের পত্নী এবং তাঁহারা সমস্ত লোকের মাতৃস্বরূপা।৯। এই সপ্তর্ষির তপোবলেই ত্রিভুবন অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই মহর্ষি-গণকে সৃষ্টি করিয়া, "হে পুত্রগণ! তোমরা যত্নপূর্ব্বক বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি কর", এইরূপ অনুমতি প্রদান করেন। তখন ইহাঁরা ব্রহ্মাকে প্রণামকরতঃ তপস্যা অভিলাষে, মহাদেব সমস্ত জীবগণের মুক্তির জন্য যে অবিমুক্তক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া, স্বয়ং সতত তথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে গমনপূর্ব্বক আপন আপন নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহাদেবের অতিশয় ভক্তিসহকারে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।১০-১৩। অনন্তর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব ইহাঁদিগকে প্রাজাপত্যপদ প্রদান করিলেন। কাশীতে যত্নসহকারে

অত্রীশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, অতি উজ্জ্বল তেজোময়রূপে এই প্রাজাপত্যলোকে বাস করিতে পারা যায়। গোকর্ণেশ সরোবরের পশ্চিমতীরে অবস্থাপিত অত্রীশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কর্কোটবাপীর ঈশানকোণে মরীচিকুণ্ড অবস্থিত। মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে, ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী হয়। হে বিপ্র! সেই স্থানেই মরীচীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব সূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হইয়া, মারীচিলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৭-১৮। স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে পুলহেশ এবং পুলস্ত্যেশ নামে লিঙ্গদ্বয় অবস্থিত আছেন। এই দুই লিঙ্গকে দর্শন করিলে, মানব প্রাজাপত্যলোকে আগমন করিয়া থাকে। হে বিপ্র! রমণীয় হরিকেশবনে অবস্থাপিত আঙ্গিরসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব অতিশয় তেজঃশালী হইয়া এই লোকে বাস করিয়া থাকে। ১৯-২০। রমণীয় বরণাতীরে অবস্থাপিত বশিষ্ঠেশ্বর এবং ক্রত্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, এই লোকে বাস হইয়া থাকে। কাশীতে এই সমস্ত শিবলিঙ্গ হিতৈষী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া, ইহ এবং পরলোকে মনোভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২১—২২।

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ শিবশর্ম্মন্! যাঁহার নাম স্মরণ করিলে গঙ্গা-স্নানের ফললাভ হয়, সেই পতিব্রতপরায়ণা পুণ্যশীলা সুন্দরী অরুন্ধতী, এই লোকে বাস করিয়া থাকেন। যাঁহার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া, দেবদেব নারায়ণ দুই তিনটী পবিত্র-চিত্ত অন্তঃপুরচারীর সহিত একত্রিত হইয়া, আনন্দচিত্তে লক্ষ্মীর সম্মুখে অরুন্ধতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, হে কমলে! পতিব্রতাগণের মধ্যে অরুন্ধতীর আশয় যেমন নির্ম্মল, আর কুত্রাপি কোন নারীর আশয় তাদৃশ নির্ম্মল দেখিতে পাওয়া যায় না। হে প্রিয়ে! অরুন্ধতীর যেমন রূপ, তাঁহার যেমন শীলতা, কৌলীন্য, কলাকুশলতা, পতিসেবা, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, এবং আর্য্য-পরিতোষণ, তদ্রূপ আর কোন পতিব্রতাতে দেখা যায় না। ধন্য সেই সমস্ত শুদ্ধবুদ্ধি ভাগ্যবতী স্ত্রীগণ, যাঁহারা প্রসঙ্গাধীন ও অরুন্ধতীর নাম গ্রহণ করেন। ২৩-২৯। যখনই আমাদের গৃহে পতিব্রতাগণের প্রসঙ্গ উঠে, তখনই এই সতী অরুন্ধতীই সকলের প্রাথমিক রেখা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। অগস্ত্য কহিলেন, বিষ্ণুগণদ্বয়ের মুখে এই মনোহর কথা শ্রবণ করিতে করিতে, শিবশর্ম্মা ধ্রুবলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩০-৩১।

উনবিংশ অধ্যায়।

—*—

ধ্রুবোপদেশ-কথন।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠ গণদ্বয়! নানাবিধ বাত্তময় রজ্জুর দ্বারা আকুল করাঙ্গুলি ও চঞ্চলনেত্র এবং তেজঃসমূহের দ্বারা আবৃত হইয়া, ত্রিভুবন-মণ্ডপের স্তম্ভরূপে এ কোন্ ব্যক্তি একপদে অবস্থান করিতেছেন? বোধ হইতেছে যেন, ইনি সমস্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে তুলাদণ্ডের দ্বারা তুলিত করতঃ, সূত্রধরের ন্যায় আকাশমার্গের বিস্তার মাপিতেছেন। ইহা কি গগণাঙ্গনে ভগবান্ ত্রিবিক্রমের উদ্দণ্ড পাদদণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে? অথবা ইহা আকাশরূপ সরোবরের মধ্যস্থিত যূপকাষ্ঠ? হে গণদ্বয়! ইনি কে? কৃপাপূর্ব্বক তাহা আমাকে বলুন। অগস্ত্য কহিলেন, বিমানচারী সেই বিষ্ণুগণদ্বয়, শিবশর্ম্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে ধ্রুবের আখ্যান বলিতে লাগিলেন। ১—৫।

গণদ্বয় কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ নামে এক নরপতি ছিলেন। হে বিপ্র! তাঁহার দুইটী সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান উত্তম, সুরুচির গর্ভে এবং কনিষ্ঠ সন্তান ধ্রুব, সুনীতির গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। একদা সেই নৃপতি যখন সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সুনীতি, বালক ধ্রুবকে অলঙ্কৃত করিয়া, ধাত্রেয়িকার পুত্রগণের সহিত রাজসেবার জন্য সভাস্থলে প্রেরণ করিলেন। ৬-৮। বালক ধ্রুব রাজসভায় গমন করিয়া, উত্তানপাদ নৃপতিকে প্রণাম করিলেন। এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তমকে, উচ্চ সিংহাসনস্থিত পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া, বাল-সুলভ চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত তাঁহারও পিতার ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি সিংহাসনে উঠিবার উপক্রম করিলেন। ধ্রুবকে সিংহাসনে উঠিতে দেখিয়া, তাঁহার বিমাতা সুরুচি বলিতে লাগিলেন। হে হতভাগ্য বালক! তুমি মহীপতির ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, তুমি অভাগিনী সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যে পুণ্যবলে এই সিংহাসনে আরোহণ করা যায়, তাদৃশ পুণ্য তোমার নাই, যদি তোমার সেই পুণ্যই থাকিবে, তাহা হইলে তুমি কেন অভাগিনী সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। যখন তুমি সেই হত-ভাগিনীর উদরে জন্মিয়াছ, তাহাতেই অনুমান কর যে, তোমার পুণ্যের ভাগ অতি অল্প। নতুবা তুমি রাজার তনয় হইয়াও আমার গর্ভে কেন উৎপন্ন হইলে না?

দেখ, উত্তম কত পুণ্য করিয়া, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে সিংহাসনস্থিত নৃপতির ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছে। যদি তোমার এই উচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, অভাগিনী সুনীতির গর্ভে কেন বাস করিয়াছিলে? ৯-১৬। রাজসভামধ্যে সুরুচিকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, ধ্রুব নেত্র হইতে পতনোন্মুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারণ করিলেন এবং কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। উত্তানপাদ নৃপতিও সুরুচির সৌভাগ্যাধিক্যনিবন্ধন তাঁহার ভয়ে, এ বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন ধ্রুব বালসুলভ চেষ্টাসমূহের দ্বারা মনের দুঃখ গোপন করিয়া, নরপতিকে প্রণামকরতঃ, সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। ১৭-১৮। সুনীতি ধ্রুবের মুখশ্রী দর্শন করিয়াই, সেই নীতি-নিলয় বালক সভামধ্যে অপমানিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন। এবং ত্বরিতপদে ধ্রুবের নিকট আগমনপূর্ব্বক বারম্বার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, সস্নেহে ম্লানমুখ বালককে আলিঙ্গন করিলেন। তখন ধ্রুব মাতাকে অন্তঃপুর-মধ্যে একাকিনী দর্শন করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুক্ষণ তাঁহার সম্মুখে রোদন করিলেন। সুনীতি বাষ্পাকুলনেত্রে সুকোমল বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মৃদুহস্তে বালকের মুখ মার্জ্জন করিয়া দিয়া, নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! তোমার রোদনের কারণ কি তাহা বল। নরপতি তথায় বর্ত্তমান থাকিতে কে তোমার অপমান করিয়াছে? ১৯-২৩। অনন্তর ধ্রুব মাতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হস্তপদাদি ধৌতপূর্ব্বক তাম্বূল গ্রহণকরতঃ, মাতাকে বলিতে লাগিলেন, হে জননি! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। আপনি এবং সুরুচি উভয়েই ক্ষিতিপতির ভার্য্যা। তবে কি নিমিত্ত সুরুচি ক্ষিতিপতির অতিশয় প্রিয়া এবং আপনি কি নিমিত্ত তাঁহার প্রিয়া নহেন? উত্তম ও আমি উভয়েই নৃপতির সন্তান, তথাপি উত্তম কি কারণে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আমি তাহা অপেক্ষা হীন? আপনি কি নিবন্ধন মন্দভাগ্য এবং সুরুচিই বা কি নিবন্ধন সুকুক্ষি? কি নিমিত্ত রাজ-সিংহাসন উত্তমের উপযুক্ত কিন্তু আমার নহে? আমার সুকৃত তুচ্ছ এবং উত্তমের সুকৃত অধিকই বা কিসে? নীতিমান্ শিশুর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুনীতি, সপত্নীজনিত দ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকের ক্রোধশান্তির জন্য স্বাভাবিক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ২৪-৩০।

সুনীতি কহিলেন, হে বৎস! তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, আমি পবিত্র অন্তঃ-

করণে সে সমুদয়ের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া দুঃখিত হইও না। সুরুচি তোমাকে যাহা বলিয়াছে, তৎসমুদয়ই সত্য। সেই যথার্থ নরপতির মহিষী এবং রাজ্ঞীসমূহের মধ্যে তাঁহার অতিশয় প্রিয়তমা। সে জন্মান্তরে যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, সেই পুণ্যের ফলে তাহার প্রতি মহারাজের সুরুচি জন্মিয়াছে। আমার ন্যায় হতভাগিনী যে সমস্ত প্রমদা, তাহারা কেবল কথায় রাজপত্নী, কিন্তু তাহাদের উপর মহারাজের রুচি নাই। ৩১-৩৪। উত্তম, মহাপুণ্যফলে সেই পুণ্যতমার গর্ভে বাস করিয়াছিল, এই নিমিত্তই সে রাজ-সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ৩৫। চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র আতপত্র, শুভ্র চামর, উচ্চ ভদ্রাসন, মদোন্মত্ত মাতঙ্গ, শীঘ্রগামী তুরঙ্গম, পীড়ারহিত জীবন, নিষ্কণ্টক শুভরাজ্য, প্রজাসুখ, হরি ও হরের অর্চ্চন, বিপুল কলাজ্ঞান, পরাজয়হীন বিদ্যা, ইন্দ্রিয়-জয়, স্বাভাবিক সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, কারুণ্য-পরিপূর্ণ দৃষ্টি, মধুরভাষিণী বাণী, কার্য্যসমূহে অনালস্য, গুরুজনে বিনতি, সমস্ত বিষয়ে পবিত্রতা, পরোপকার, মনের তেজস্বিনী বৃত্তি, সর্ব্বদা অদীনবাদিতা, সভামধ্যে পাণ্ডিত্য, রণভূমি মধ্যে প্রগল্‌ভতা, বন্ধুবর্গে সারল্য, ক্রয় এবং বিক্রয়ে কাঠিন্য, স্ত্রীজনে মৃদুতা, প্রজাসমূহে বাৎসল্য, ব্রাহ্মণসমূহ হইতে ভীতি, সর্ব্বদা বৃদ্ধের বৃত্তির অনুকরণ, ভাগীরথীতীরে বাস, তীর্থ কিম্বা রণস্থলে মৃত্যু, অর্থিজনে বিশেষতঃ প্রত্যর্থিজনে অপরাঙ্মুখতা, পরিজনসমূহের সহিত মিলিত হইয়া ভোগ, প্রত্যহ কিছু দান, সর্ব্বদা বিদ্যা-ব্যসন, সতত পিতামাতার অভিপ্রায়ানুরূপ আচরণ, নিত্য যশঃসঞ্চয় ও নিত্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন, স্বর্গ এবং অপবর্গের সিদ্ধি, সর্ব্বদা শীলসম্পত্তি, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ, পিতৃবন্ধুগণের সহিত মিত্রতা, সর্ব্বদা ইতিহাস ও পুরাণশ্রবণ-বিষয়ে মনের উৎকণ্ঠা, অত্যন্ত বিপৎকালেও ধৈর্য্য, সম্পৎ-কালে স্থিরতা, বাক্যবিন্যাসে গাম্ভীর্য্য, ভিক্ষুকগণে উদারতা এবং দেহে কৃশতা, এই সমস্ত অভিলষিত ফল তপোবৃক্ষ হইতেই প্রসূত হইয়া থাকে। অতএব হে বৎস! তোমার এবং আমার পুণ্য অল্পই বলিতে হইবে; নতুবা আমরা রাজার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াও রাজ-সম্পদ্ ভোগের অধিকারী হইলাম না কেন? অতএব বৎস্! স্বকীয় কর্ম্মই মান এবং অপমানের কারণ। বিধাতাও স্বকৃত কর্ম্মের অপনয়ন করিতে সমর্থ হন না অতএব হে বৎস! তুমি শোক করিও না, দৈবই অভীষ্ট বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন। সুনীতির এই সমস্ত নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধ্রুব বলিতে লাগিলেন। ৩৬-৫১।

ধ্রুব কহিলেন, হে জননি! আমি অনাকুলভাবে যে সমস্ত কথা বলিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। আমাকে বালক বলিয়া, আমার কথায় উপেক্ষা করি

বেন না। যদি পবিত্র মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমি যদি উত্তানপাদ নৃপতির ঔরসে আপনার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, হে মাতঃ! তপস্যাই যদি সর্ব্বপ্রকার সম্পদের কারণ হয়, তবে লোকে তপস্যা করিয়া, যে পদ লাভ করিতে পারে না, আপনি জানিবেন, আমি তপোবলে নিশ্চয়ই সেই পদ লাভ করিব। হে মাতঃ! আপনি আমাকে একটীমাত্র সাহায্য করুন, আশীর্ব্বাদ সহকারে আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। ৫২-৫৫। তখন সুনীতি, স্বীয়গর্ভসম্ভূত বালকের পরাক্রম জানিতে পারিয়া, অতিশয় উৎসাহ-সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৫৬। হে উত্তানপাদতনয়! তোমার বয়ঃক্রম এখনও নবম বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তজ্জন্য তোমাকে তপস্যা করিতে যাইতে আমি অনুমতি প্রদান করিতে পারি না, তথাপি আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। বৎস! সপত্নীর বাক্যরূপ ভল্লসমূহের দ্বারা ভিন্ন, আমার হৃদয়মধ্যে তোমার বাষ্পবারিসমূহ অবস্থান করিতে না পারিয়াই, তাহারা আমার নয়ন দিয়া অবিরতধারে নির্গমনকরতঃ, নদীসমূহকে কলুষিত করিবার অভিলাষে প্রবাহিত হইতেছে। ৫৭-৫৯। হে বৎস! তুমিই আমার একমাত্র তনয়, তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আমি জীবনধারণ করিতেছি, তুমিই আমার অঙ্গযষ্টি, তোমার মুখের প্রতি চাহিয়াই আমি দিনপাত কবিতেছি। আমি কত কষ্টে দেবতার আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বৎস! তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে আমার মনোরূপ সমুদ্র আনন্দরূপ দুগ্ধের দ্বারা স্তনদ্বয় পরিপূর্ণকরতঃ উদ্বেলিত হইয়া থাকে। তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া, তোমার স্পর্শজনিত সুখে আমার অঙ্গ শীতল হয়, তাহাতেই আমি পুলকাম্বরে আবৃত হইয়া সুখে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকি। হে সুধাংশু-বদন! তোমার ওষ্ঠ-পুটরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে সমুদ্ভূত সুধাপান করি বলিয়াই, আমি অদ্যাপি গ্লানি প্রাপ্ত হই নাই। তোমার কোমল বচন যখন আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই আমার অন্তরের সপত্নী-বাক্যজনিত কম্প কাঁপিতে থাকে (বিনষ্ট হয়)। তুমি যখন অধিকক্ষণ নিদ্রিতাবস্থায় থাক, তখন আমি ভাবি যে, সূর্য্যের উদয়ে যেমন পদ্ম বিকশিত হয়, তদ্রূপ আমার বৎস কখন নিদ্রাদরিদ্র (জাগরিত) হইয়া প্রফুল্ল হইবে। ৬০-৬৬। হে বৎস! তুমি বালকগণের সহিত ক্রীড়া কারয়া, যখন গৃহে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধপরিপূর্ণ হইয়া, তোমাকে পান করাইবার জন্য উন্মুখ হয়। যখন তুমি গৃহ হইতে বিনির্গত হও, তখন তোমার পদ্মরেখাঙ্কিত চরণ-চিহ্নই আমার জীবনের অবলম্বন হইয়া থাকে। বৎস! অধিক কি বলিব, তুমি যখনই দুই চারিপদ বাহিরে গমন কর, তখনই আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। হে পুত্র!

চন্দ্রের তুল্য তুমি, যখন বাহিরে বিলম্ব কর, তখন আমার চিত্ত-চকোর তোমাকে দেখিবার জন্য অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। ৬৭-৭০। তথাপি, হে বৎস! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি তপস্যা করিতে গমন কর। তোমার অনুপস্থিতিতে আমার কঠিন প্রাণ, ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল কামনায়, কোনরূপে কণ্ঠ-রূপ অটবীর তটে সন্তাপিত ভাবে অবস্থান করিবে। ৭১।

ধ্রুব এইরূপে জননীর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার চরণপঙ্কজে প্রণতিপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। সুনীতিও ধৈর্য্যরূপ সূত্রের দ্বারা নয়ন-পঙ্কজের মালা গ্রন্থনকরতঃ, ধ্রুবকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন এবং পথে তাঁহার কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, এই জন্য তাঁহাকে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ৭২-৭৪। অমিতপরাক্রম বালক ধ্রুব, স্বীয় গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অনুকূল বায়ুকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথের অনুসরণকরতঃ, বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭৫। সেই সময়ে বায়ুকর্ত্তৃক বিচলিত তরু-শাখাগ্র প্রসারণচ্ছলে বনভূমি, যেন আদরের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইল। ধ্রুব, মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও বিশেষরূপে জানেন না এবং চিরকাল রাজভোগেই অতিবাহিত করিয়াছেন। কাননের পথ-বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, সুতরাং তথায় বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৭৬-৭৭। কিছুক্ষণ চিন্তার পর যখন নেত্র উন্মীলনকরতঃ, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি সেই বনমধ্যে অতর্কিতগতি সপ্তর্ষিগণকে দেখিতে পাইলেন। "অরণ্যমধ্যে, রণমধ্যে কিম্বা গৃহমধ্যে, অসহায় ব্যক্তিগণের একমাত্র ভাগ্যই সাহায্য করিয়া থাকে, সুতরাং একমাত্র ভাগ্যই সকলের কারণ। কোথায় এই রাজপুত্র বালক ধ্রুব! আর কোথায়ই বা এই গহন কানন? ভবিতব্যতা, বলপূর্ব্বক সকলকেই আপনার বশে আনয়ন করিয়া থাকে, অতএব হে ভবিতব্যতে! তোমাকে নমস্কার। ৭৮-৮০। যাহার যে স্থানে শুভ বা অশুভ যাহা কিছু অবশ্যম্ভাবী, ভবিতব্যতা রজ্জু, আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে তথায় সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। মানবগণ স্বীয় বুদ্ধিবলে অন্যবিধ আচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিধাতা, ভবিতব্যতার অনুরোধেই বিধানের অন্যথা করিয়া থাকেন। ৮১-৮২। স্বার্থসিদ্ধি-বিষয়ে মানবগণের উদ্যম, বল প্রভৃতি কিছুই নহে, পূর্ব্বজন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মসমূহই সমস্তের কারণ"। ৮৩। অনন্তর ধ্রুব, স্বীয় ভাগ্যবলে সমাগত সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী সেই সপ্তর্ষিগণকে দর্শন করিয়া, বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ধ্রুব দেখিলেন, সপ্তর্ষিগণের ভালদেশ তিলকের দ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহাদের অঙ্গুলিতে কুশের অঙ্গুরি, তাঁহারা যজ্ঞসূত্রে অলঙ্কৃত হইয়া, কৃষ্ণাজিনের উপর

উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাদের করে অক্ষমালা শোভা পাইতেছে, লোচন কিঞ্চিৎ নিমীলিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাঁহারা সুধৌত সূক্ষ্ম কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। বিপদে নিপতিত প্রজাসমূহকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন সপ্তর্ষিগণ সাতটী সমুদ্ররূপে অসময়ে মিলিত হইয়াছেন। তখন ধ্রুব তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক করযোড়ে প্রণতি করিয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৮৪-৮৮।

ধ্রুব কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাকে সুনীতির গর্ভসম্ভূত এবং উত্তানপাদ নৃপতির তনয় বলিয়া জানুন। আমি মানসিক তাপে সন্তাপিত হইয়া, একাকী এই নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের চরণ-কমলই আমার একমাত্র ভরসা। আমি এ যাবৎকাল সুখসম্পদই ভোগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং জগতের অন্য কিছুই আমি অবগত নহি। ৮৯-৯০। সপ্তর্ষিগণ তেজস্বী, মধুরাকৃতি এবং মৃদু ও গম্ভীরভাষী সেই বালককে দর্শন করিরা, বারম্বার বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট আগমনকরতঃ, উপবিষ্ট হইয়া ধ্রুবকে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে বালক! হে বিশাললোচন! হে মহারাজ-কুমার! আমরা ভাবিয়াও তোমার দুঃখের কারণ কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তোমার এই বালক বয়সে কোন প্রকার বিষয়-চিন্তারই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তোমার কোন প্রকার অপমানেরই বা সম্ভাবনা কি? তোমার গৃহে মাতা আছেন, শরীরও রোগহীন এবং তুমি সম্পন্নবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এ সমস্ত ত আর দুঃখের কারণ নহে? যাহারা জগতে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহাদেরই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি সপ্তদ্বীপা বসুমতীর অধিপতি নৃপতি উত্তানপাদের তনয়, তোমার কোন্ অভিলষিত পদার্থ দুষ্প্রাপ্য ছিল? স্বাভাবিক বিভিন্ন প্রকৃতি লোকনিচয় মধ্যে যুবক, বৃদ্ধ বা শিশু কাহারই মনোগত ভাব জানা যায় না, সুতরাং তুমি তোমার দুঃখের কারণ ব্যক্ত কর। মহর্ষিগণের এই সস্নেহবাক্য শ্রবণকরতঃ, শিশু হইয়াও উচ্চ-মনোরথ ধ্রুব বলিতে লাগিলেন। ৯১-৯৬।

ধ্রুব কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! জননী আমাকে রাজ-সেবার জন্য রাজ-সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তথায় রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করায়, আমার বিমাতা সুরুচি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি উত্তমকে এবং আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার জননীকে ধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আমার নির্ব্বেদের কারণ। সপ্তর্ষিগণ

বালকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকনকরতঃ বলিলেন যে, ইহা ক্ষত্রিয়তেজই বটে, এই বালকেরও ক্ষমাগুণ দেখিতেছি না, অনন্তর ধ্রুবকে বলিলেন। (ঋষিগণ কহিলেন) আমরা তোমার কি উপকার করিব, তোমার মনের কি অভিপ্রায়, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ৯৭-১০১।

ধ্রুব কহিলেন, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আমার ভ্রাতা উত্তম, আমার পিতৃদত্ত রাজ-সিংহাসন ভোগ করুন। যে পদ অন্যান্য নৃপতিগণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় নাই, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইন্দ্রাদিদেবগণের পক্ষেও যে পদ অতিশয় দুর্লভ, কি প্রকারে সেই দুর্লভ পদ পাওয়া যায়, আমি বালক, সে সমস্ত কিছুই জানি না, আপনারা আমাকে সেই বিষয় উপদেশ করুন, আমি আপনাদিগের নিকট সাহায্যই প্রার্থনা করিতেছি। আমি পিতৃপ্রদত্ত বিষয় অভিলাষ করি না, যে পদ স্বীয় ভুজবলে অর্জ্জন করিতে পারিব এবং যে পদ আমার পিতারও মনোরথ-পথের অতীত, আমি সেই পদ প্রার্থনা করি। ১০২-১০৫। যাহারা পিতৃসম্পত্তি ভোগ করে, তাহারা প্রায় সংসারে যশোভাগী হইতে পারে না। যাহারা জগতে পিতা হইতেও সমস্ত বিষয়ে আধিক্য প্রদর্শন করাইতে পারে, তাহারাই মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যাহারা পিতার অর্জ্জিত যশঃ প্রভৃতি বিনষ্ট করে, সেই সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিধনই শ্রেয়ঃ। ১০৬-১০৭। সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবের এই প্রকার নীতিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রশংসা করিলেন, অনন্তর মরীচি প্রভৃতি যথাক্রমে বলিতে লাগিলেন। ১০৮।

মরীচি কহিলেন, তুমি যেরূপ পদের অভিলাষ করিতেছ, ভগবান্ অচ্যুতের পদসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সে পদ লাভ করিতে পারা যায় না, ইহা তোমাকে সত্য বলিলাম। ১০৯।

অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি ভগবান্ গোবিন্দের চরণকমল-ধূলির রসাস্বাদন না করিয়াছে, সে ব্যক্তি, মনোরথপথের অতীত পদলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১১০।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবান্ কমলাপতির, কমনীয় চরণ-পঙ্কজে যাহার মতি আছে, তাহারাই সমস্ত সম্পদের উৎকৃষ্টপদ লাভ করিতে পারে। ১১১।

পুলস্ত্য কহিলেন, যাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র সমস্ত পাপ বিলীন হয়, হে ধ্রুব! তিনিই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ১১২।

পুলহ কহিলেন, যাঁহাকে মহাত্মাগণ, পরম-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত এবং যাঁহার মায়ায় এই

সমস্ত আবৃত রহিয়াছে, সেই ভগবান্ অচ্যুতই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ১১৩।

ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞপুরুষ, যিনি বিশ্বব্যাপক জনার্দ্দন, যিনি কেবল বেদবেদ্য এবং যিনি আত্মরূপে এই সমস্ত জগতের মধ্যে অবস্থিত, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কি না প্রদান করিয়া থাকেন। ১১৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নৃপতনয়! যাঁহার কটাক্ষে অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভগবান্ হৃষীকেশ আরাধনা করিলে মুক্তি পর্য্যন্তও পাওয়া যাইতে পারে। ১১৫।

ধ্রুব কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা বিষ্ণুর আরাধনার বিষয় যাহা বলিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য, কিন্তু কি প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। ১১৬।

মুনিগণ কহিলেন, যখন দাঁড়াইয়া থাকিবে, যখন গমন করিবে, যখন নিদ্রা যাইবে, যখন জাগরিত থাকিবে, যখন শয়ন করিবে বা উপবিষ্ট থাকিবে, সেই সমুদয় অবস্থাতেই সর্ব্বদা ভগবান্ নারায়ণকে স্মরণ করিবে। বাসুদেবাত্মক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে জপ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়াছে? ১১৭-১১৮। অতসীপুষ্পের ন্যায় যাঁহার দেহপ্রভা এবং যিনি পীতবসনধারী, সকলের আত্মাস্বরূপ সেই ভগবান্ অচ্যুতকে, ক্ষণকালের জন্যও দর্শন করিয়া, এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ না করিয়াছে? ১১৯। একমাত্র বাসুদেবকে জপ করিলেই, মানব নিঃসংশয়, পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাজ্য, স্বর্গ ও অপবর্গ সমস্ত সম্পত্তিই লাভ করিতে পারে। ১২০। যাহারা বাসুদেবকে জপ করিয়া থাকে, তাহারা পাপী হইলেও, কোনরূপ বিঘ্ন বা দারুণ মূর্ত্তি যমদূতগণ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ১২১। হে ধ্রুব! তোমার পিতামহ বৈষ্ণবপ্রধান মহাত্মা মনুও রাজ্যের অভিলাষে এই মন্ত্র উপাসনা করিয়াছিলেন। তুমিও এই মন্ত্রে বাসুদেবের উপাসনা কর এবং ইহার প্রভাবে শীঘ্রই তোমার মনের অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হও। এইরূপ উপদেশ করিয়া, মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠগণ অন্তর্হিত হইলেন এবং ধ্রুবও তপস্যা করিতে গমন করিলেন। ১২২ ১২৪।

বিংশ অধ্যায়।

—*—

ধ্রুবোপাখ্যান ও ধ্রুবের ভগবদ্দর্শন।

গণদ্বয় কহিলেন, হে দ্বিজ! অনন্তর উত্তানপাদ তনয় ধ্রুব সেই কানন হইতে নির্গত হইয়া যমুনাতটস্থিত অতি বিশাল ও মনোহর, মধুবনে উপস্থিত হইলেন। ১। যাঁহার স্মরণ করিলে জীবগণের সংসারতাপ দূরে যায়, সেই ভগবান্ হরির আত্মস্থান ও পরম পবিত্র সেই মধুবনে গমন করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও নিষ্পাপ হইতে পারে, ইহা নিঃসংশয়িত সত্য। ২। ধ্রুব, সেই মধুবনে গমন করত ধ্যানস্তিমিত লোচনে মনোমধ্যে বসুদেবস্বরূপ নিশ্চল নিরাময় পরমব্রহ্মদর্শনে তৎপর হইলেন। সেই অবস্থায় ধ্রুবের নয়নে নিখিল সংসারই বাসুদেবময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধ্রুব যে দিকে নেত্রপাত করেন সেই দিকেই হরিকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। সূর্য্য, মরীচিতে ধ্রুব হরিরূপ দেখিতে লাগিলেন। শৃগাল, মৃগ, সিংহ প্রভৃতি নিখিল বনজন্তুতেই তিনি হরির সত্তা বিলোকন করিতে লাগিলেন। সকল বনভূমিই ধ্রুবের নেত্রে হরিময়ভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৩-৫।

জলে, শালুক ও কূর্ম্মাদিরূপে ভগবান্ হরি বিদ্যমান রহিয়াছেন, রাজগণের মন্দুরা সমূহেও সেই হরি অশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ৬। পাতালে হরি অনন্তরূপে বিরাজমান, আকাশেও তিনি অনন্তরূপী, হরি এক হইয়াও অনন্তরূপভেদে অনন্তস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি সকল দেবগণের মধ্যে বিরাজমান অথচ দেবগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিরাকার ও নির্লিপ্ত স্বভাব হইয়াও অবিদ্যা প্রভাবেই সর্ব্বভূতেরই অধিষ্ঠাতৃ ভাবে ব্যাপকস্বরূপে বিরাজমান। বিষ্ণুনামাভিধেয় সর্ব্বব্যাপক স্বভাব যে পরমেশ্বরের ব্যাপকার্থক "বিষু" এই ধাতুটী সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ৭-৮। যে পরমেশ্বর নিখিল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন হৃষীকেশ এই নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছেন। ৯। যাঁহার ভক্তগণ মহাপ্রলয়কালেও বিনাশ প্রাপ্ত হন না, এবং এই কারণে যিনি অখিললোকে "অচ্যুত" নামে বিখ্যাত, যিনি এক, সর্ব্বগত ও অব্যয় স্বরূপ। ১০। যিনি স্বকীয় লীলা-প্রভাবে এই অখিলচরাচর বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং স্বকীয় রূপসম্পত্তি দ্বারা ইহাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই কারণ সংসারে যিনি "বিশ্বম্ভর" বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ১১। সেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ

ছাড়িয়া, ধ্রুবের নয়নদ্বয় আর কোন পদার্থই বিলোকন করিত না। শাস্ত্রেও কীর্ত্তিত আছে যে, যথানিয়মে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হরি ভিন্ন অন্য পদার্থই দ্রষ্টব্য নহে। ১২। ধ্রুবের কর্ণদ্বয়ও সেই সময়ে মুকুন্দ, গোবিন্দ, দামোদর, চতুর্ভুজ, এই সকল শব্দ ভিন্ন অপর শব্দ গ্রহণ করিতে বিরত হইল। ১৩। গোবিন্দচরণ-পূজা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম হইতে ধ্রুব বিরত হইলেন। তাঁহার হস্তদ্বয়ও শঙ্খ ও চক্রচিত্র ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বিরত হইল। ১৪। তাঁহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিবিধতাপ-বিনাশকারী সেই হরি-চরণদ্বয় চিন্তায় নিমগ্ন হইল, এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইল। ১৫। সেই বিপুল তপস্যাকারী বিষ্ণুমাত্রশরণ ধ্রুবের চরণদ্বয়, হরি-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া অন্যত্র বিচরণ করিত না। ১৬। ভগবান্ হরির প্রসাদকারী এবং মহাসার তপশ্চারী সেই ধ্রুবের বাণী গোবিন্দগুণ বর্ণনেই প্রমাণীকৃত হইত। ১৭। কমলাকান্ত হরির নামরূপ সুধাস্বাদ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার রসনা অন্যান্য রসে স্পৃগবতী হইত না। দিবারাত্র কেবল হরিনামসুধাস্বাদে তাহা সরসা ছিল। ১৮। শ্রীমুকুন্দের পাদ-পদ্মের গন্ধাঘ্রাণে প্রমোদিত ত্বদীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্থিরতা লাভ করত, অন্যান্য গন্ধ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইল। রাজপুত্র ধ্রুবের ত্বগিন্দ্রিয় মধুরিপুর পাদপদ্মদ্বয়ের স্পর্শ লাভ করিয়া, এককালে সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ-সুখ লাভ করিল। ১৯-২০। শব্দাদি বিষয় সমূহের আধারস্বরূপ পরম সারভূত দামোদরকে লাভ করিয়া, সেই সময়ে ধ্রুবের কৃতার্থতা লাভ করিল। ২১। ধ্রুবের তপস্যারূপ সূর্য্যের উদয় হওয়াতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও অন্যান্য তারাগণের তেজ লুপ্ত হইল, কারণ সেই ধ্রুব-তপস্যারূপ-সূর্য্য এক হইয়া, ত্রিজগৎ প্রদীপিত করিয়াছিল। ২২। সেই সময় ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সমীরণ, কুবের, যম ও নৈঋর্ত-প্রমুখ দেবগণ নিজ নিজ পদের স্থৈর্য্যবিষয়ে শঙ্কিত হইলেন। ২৩। এবং অন্যান্য বৈমানিক ও বসু-প্রমুখ দেবগণও বিশেষ-রূপে শঙ্কিত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলে ধ্রুব হইতে নিজ অধিকার নাশ শঙ্কায় অতিশয় ত্রস্ত হইলেন। ২৪। পৃথিবীতলে যে যে স্থলে ধ্রুব পাদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই অতিভারাক্রান্তা ধরিত্রী নম্র হইতে লাগিল। ২৫। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! সরস জলসমূহও ধ্রুবের গাত্রসঙ্গে জাড্য পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার ভয়ে অন্যত্র সরিয়া যাইত। ২৬। এ জগতে যত প্রকার তেজঃ বিদ্যমান আছে এবং যত প্রকার সিদ্ধরূপ ও গুণসমূহ দেদীপ্যমান আছে, ধ্রুবের তপস্যা সেই সকল একত্রীকৃত তেজোরাশির ন্যায় দেদীপ্যমান ভাবে দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল। ২৭।

অহো তপস্যার কি প্রভাব! বায়ুও অতি দূরদেশান্তরবর্ত্তী সেই ধ্রুবের পরিচর্য্যার নিমিত্ত, নিজগুণস্পর্শকে তাহার ত্বগিন্দ্রিয় গোচর করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮। আকাশও ধ্রুবের আরাধনা করিবার অভিপ্রায়ে, নিজগুণ অতি মনোহর শব্দসমূহকে তাঁহার কর্ণগোচর করিতে আরম্ভ করিল। ২৯। যখন পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই নিজ নিজ গুণসমূহের দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, সে সময়ে তিনি সেই সকল পদার্থে উপেক্ষা করিয়া, তদপেক্ষা উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০। কৌস্তুভোদ্ভাসিতহৃদয় পীতকৌষেয় বস্ত্র শোভিত সেই ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের অনবরত ধ্যান করিতে করিতে রাজতনয় ধ্রুব, নিখিল সংসারকে তেজোময় বিলোকন করিতে লাগিলেন। ৩১। ধ্রুবের এবম্বিধ তপস্যার প্রভাব বিলোকন করিয়া, ইন্দ্র ভয়ে মহাচিন্তাভারগ্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, "এই ধ্রুব যদি আমার পদ প্রার্থনা করেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন। আমার অনুচর অপ্সরোবর্গ উগ্রতপস্যাকারিগণের নিয়ম ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেও, এই বালকে তাহাদের ক্ষমতা কুণ্ঠিত হইবে, কারণ তরুণ ব্যক্তিগণের উপরই তাহাদের অপ্রতিহত প্রভাব। হায়! এই বালকের নিয়ম ভঙ্গ করিবার জন্য আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিব? তপস্বিগণের তপস্যাবিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য কাম এবং ক্রোধ এই দুইটাই আমার প্রধান সাহায্যকারী, কিন্তু কাম বা ক্রোধ কেহই ত এই সংযমী বালকের তপোবিঘ্ন করিতে সক্ষম হইবে না। একটী মাত্র উপায়ই এই বালকের তপোবিঘ্ন করিতে সক্ষম হইবে, সেই উপায় আর কিছুই নহে, আমি এই ক্ষণেই অতি ভীষণাকৃতি ভূতযোনিগণকে ইহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করিব। নিশ্চয়ই এই ধ্রুব বালকতা প্রযুক্ত ভূতগণ হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তপস্যা পরিত্যাগ করিবে।" ইন্দ্র এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গের জন্য ভূতসমূহকে প্রেরণ করিলেন। ৩২-৩৬। তখন ভূতগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিল। কোন ভূত-যোনি হস্তপদাদি ভল্লুকের ন্যায় এবং উষ্ট্রের ন্যায় লম্বমান স্কন্ধদেশ নির্ম্মাণ করিয়া, বিকট দশনপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল প্রজ্বলিত করত, তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। ৩৭। ব্যাঘ্রের ন্যায় বিকট বদন কোন ভূত ভীষণ মুখব্যাদন করিয়া, বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ ভূতের অন্যান্য অবয়ব হস্তীর ন্যায় অতি উচ্চতর। ৩৮। কোন ভূত, বিকট দংষ্ট্রা বিকাশপূর্ব্বক মাংস ও রুধির ভক্ষণ করিতে করিতে রোষসহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অতি বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। ৩৯। কোন ভূত, অতি প্রকাণ্ড বৃষরূপ ধারণ করিয়া, শৃঙ্গাগ্র-

ভাগ দ্বারা অতি উচ্চ তটভূমি বিদারণ করত, খুরাগ্রদ্বারা ভূমিকে বিদলন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং বিকটভাবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৪০। বিস্তৃত ফণামণ্ডলধারী ভীমদর্শন ও চঞ্চল জিহ্বাদ্বয়ে ভীষণ-সর্পরূপ ধারণ করিয়া কেহ বা সেই ধ্রুবের সমীপে অতি ভয়ানক ভাবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৪১। মহিষাকৃতি কোন ভূত, শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা গিরিসমূহকে অগ্রভাগে নিক্ষেপ করত, লাঙ্গুল দ্বারা পৃথিবীকে বিতাড়িত করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাসশব্দে দিক্‌সমূহকে কম্পিত করিতে করিতে অতি বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। ৪২। কেহ বা, দাবানল-জ্বালাবলীতে প্রজ্বলিত খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্করদর্শন উরুদ্বয় ধারণ করত, মুখ-ব্যাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিল। ৪৩। কোন ভূত, অতি কৃশ ও দীর্ঘ উদর ধারণপূর্ব্বক কেশাগ্র দ্বারা মেঘসমূহকে স্পর্শ করত, তাঁহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিল। তাহার পিঙ্গলবর্ণ অতি ভীষণ নেত্রদ্বয় গাঢ়নিমগ্নভাবে দেদীপ্যমান ছিল। ৪৪। ভগ্নমুখ কোন ভূতযোনি, বামহস্তে নর-কপাল ও দক্ষিণ-হস্তে কৃপাণ ধারণপূর্ব্বক অতি প্রচণ্ড ভাবে খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই বালকের প্রতি ধাবমান হইল। ৪৫। দণ্ডধর যমের ন্যায় কোন ভূতযোনি-বিশেষ, শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করত ভীষণ কিলকিলাধ্বনি করিতে করিতে সেই দিকে ধাবিত হইল। ৪৬। অন্ধকার নিচয়ের আবাসস্থানের ন্যায় অতি কৃষ্ণবর্ণ ও কৃতান্ত গৃহের ন্যায় ব্যাঘ্রাকার মুখ ধারণ করত কোন ভূত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। ৪৭। কেহ বা পেচকের রূপ ধারণ করিয়া, হৃদয় কম্পনকারী অতি দারুণ ধুৎকার শব্দে তাঁহার ভয় উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিল। ৪৮। কোন যক্ষিণী কাহারও রোরুদ্যমান শিশুকে আনিয়া, তাহার কোষ্ঠদেশ হইতে রুধির পান করিতে লাগিল এবং মৃণালের ন্যায় অতি কোমল তদায় অস্থিসমূহ চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। ৪৯। এবং সেই যক্ষিণী বলিতে লাগিল যে, অরে ধ্রুব! আমি বড়ই পিপাসিত হইয়া যেমন এই বালকের রুধির পান করিতেছি, এই প্রকার তোরও রুধির পান করিব। ৫০। কোন প্রেতিনী চারিদিক হইতে তৃণ কাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক, সেই খানে বিছাইয়া অতি ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল এবং বাত্যা দ্বারা তাহা আরও বৰ্দ্ধিত করিয়া দিল। ৫১। কোন ভূতযোনি-বিশেষ, অতি বিকটরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গিরি সকল উৎপাটন করত, ধ্রুবকে ভয় প্রদান করিবার নিমিত্ত গগনমার্গ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ৫২। কোন প্রেতিনী ধ্রুব-জননী সুনীতির রূপ ধারণ করিয়া, দুর হইতে তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক অতীব দুঃখার্ত্তভাবে বারম্বার বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ৫৩।

সেই সুনীতিরূপধারিণী প্রেতিনী কারুণ্যপূর্ণ বাৎসল্য প্রকাশপূর্ব্বক নানাবিধ মায়া-পুরঃসর অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল যে, "হে বৎস! এ জগতে তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য কেহই রক্ষক নাই, এই দেখ মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। শরণাগত বৎসল ধ্রুব! গতাসুপ্রায় ত্বদীয় জননীকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। বৎস ধ্রুব! তোমার অন্বেষণে আতুর হইয়া আমি প্রতি গ্রাম, প্রতি পুর, প্রতি পথ, প্রতি কানন, প্রতি আশ্রম এবং প্রতি গিরিতেই শ্রান্তভাবে পর্য্যটন করিয়াছি। হে বৎস! যে দিনে তুমি তপস্যার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছ, সেই দিন হইতেই আমি তোমাকে দেখিবার জন্য এইরূপ অবিশ্রান্তভাবে ভ্রমণ করিতেছি। অয়ি বৎস! সপত্নীর সেই সকল দুর্ব্বাক্যে তুমি যেমন দুঃখ পাইয়াছ, আমিও তাহার বাক্যরূপ-অগ্নি দ্বারা সেইরূপই মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছি। বৎস! আমার নিদ্রা নাই অথচ আমি জাগরণও করিতেছি না। ধ্রুব রে! তুমি যে দিন আমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছ, সেই দিন হইতে আমার স্নান নাই, পান নাই, আমি কেবল একমনে যোগিনীর ন্যায় তোমাকেই চিন্তা করিতেছি। বৎস! আমার দগ্ধ-নয়নে নিদ্রা নাই, সুতরাং সর্ব্বদা আনন্দময় ভুবনমোহন তোমার বদন যে স্বপ্নে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, বাছারে সে আশাও আমার নাই। বৎস! স্নান নাই বলিয়া উদ্‌গ্রথিত অলকসমূহ আমার কর্ণবিবর রোধ করিয়াছে, সেই কারণে তোমার কণ্ঠ-ধ্বনির ন্যায় অতি মনোহর কোকিলের কল-কাকলীও আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। আমার ভাগ্যে তোমার মধুরধ্বনিসদৃশ ধ্বনিও বিধাতা প্রবেশ করাইতে বিমুখ। আমি অতি ক্লেশভাগিনী, তোমার আননের সদৃশ মনোহর উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রকে তাপ পাইবার ভয়ে বিলোকন করি নাই। হে ধ্রুব! তোমার অদর্শন-তাপে অতি ক্ষুব্ধহৃদয়া আমি, তোমার অঙ্গসম্পর্ক-লাভে মধুর বায়ুকেও, নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতেও আলিঙ্গন করিতে পাই নাই। ধ্রুবরে! আমি রাজপত্নী হইয়া তোমার জন্য পাদচারে কোন্ দেশ, কোন্ সরিত এবং কোন্ শৈলই বা লঙ্ঘন করি নাই? বৎস। ধ্রুবহীন এই সংসার দেখিয়া, আমার নয়ন অন্ধ হইয়া গিয়াছে। পুত্র! এক্ষণে অন্ধের যষ্টিস্বরূপ হইয়া, ত্বদীয় অন্ধ জননীকে রক্ষা কর। বৎস! এই অতি কোমল ত্বদীয় অঙ্গ সকলই বা কোথায়, আর এই দুশ্চর তপস্যাই বা কোথায়? বৎস! এই তপস্যা অতি কঠিন এবং কঠিনাঙ্গ পুরুষগণেরই সাধ্য। বৎস! তুমি নিষ্পাপ শরীর, এই দুশ্চর তপস্যা দ্বারা সম্রাটের তনয়ত্ব অপেক্ষা অধিকার কি লাভ করিবে বল? ধ্রুব! তোমার এই সময় সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত পুত্তলিকার দ্বারা ক্রীড়া করাই কর্ত্তব্য, এখন কি

তোমার এই বিষম তপস্যা করা উচিত ? এই প্রকার নানাবিধ ক্রীড়া দ্বারা বাল্যকাল অতিবাহিত করত কৌমারবয়ঃ লাভ করিয়া, তোমায় সকল প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে। বৎস! তোমার চিন্তাশক্তি বড়ই প্রখরা। এইরূপে কৌমার অতিক্রম করিয়া যখন তুমি যৌবন প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় স্ত্রী, মাল্য ও চন্দনাদি নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্যের উপভোগ করিবে। বৎস! যৌবনকালে তোমার ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহকে সফল করিতে হইবে, সেই সময়ে তুমি সংসারাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক অনেক ধর্ম্মবৎসল সদ্‌গুণশালী পুত্রগণ উৎপাদন করত, কালক্রমে তাহাদের উপর রাজ্যলক্ষ্মী অর্পণ করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে এইখানে আসিয়া তপস্যা করিও। মনে ভাবিয়া দেখ, এই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে কত শ্রমভোগ করিতে হইবে ? বিবেচনা কর, পাদাঙ্গুষ্ঠস্থ গোময়লগ্ন-অগ্নি কতকালে মস্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে ? বিপক্ষকর্তৃক যে জন পরাজিত, যাহার কুত্রাপি মান নাই অথবা যাহার রাজলক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারই তপস্যা করা উচিত, তোমার ত ইহার কিছুই হয় নাই, তবে তুমি কেন এই প্রকার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ? ৫৪—৭৩।

যাহার মান সংসারে হৃত হইয়াছে, সংসারে যাহার আদর নাই, তাহারই তপস্যা করা উচিত।" এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধ্রুব দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হৃদয়ে হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৭৪। এই প্রকার জননীরূপধারিণী সেই প্রেতিনীর বাক্যে প্রত্যুত্তর না দিয়া এবং ভূতভয় পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুব পুনর্ব্বার নিবিষ্টহৃদয়ে হরির ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ৭৫। সেই সকল ভূতগণ নানা প্রকার ভীষণ বেশ পরিগ্রহ করিয়া, যখন নানারূপে ভয় প্রদর্শন করত, তাঁহার চারিপার্শ্বে বিচরণ করিতে লাগিল, সেই সময় তাহারা ধ্রুবের নিকট দেখিতে পাইল যে, সুদর্শনচক্র ভ্রমণ করিতেছে। ভূতগণ ভীতভাবে দেখিতে লাগিল যে, সেই হরি-হস্তস্থিত সুদর্শনচক্রের তেজোরাশি চারিধারে সূর্য্যের ন্যায় বিচিত্র মণ্ডলাকারে রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ৭৬—৭৭।

গোবিন্দার্পিত-হৃদয় এবং অতিশয় নিষ্কম্পচেতা সেই ধ্রুবের রক্ষাকারী শিখামালাকুল প্রস্ফুরিত ও তীব্রপ্রতাপ সেই সুদর্শনচক্র বিলোকন করিয়া, ভূতগণও ভয়প্রাপ্ত হইল। তাহাদের বোধ হইল যেন, ধ্রুবের তপস্যা-তেজোরাশির অঙ্কুরস্বরূপ পৃথিবী ভেদ করিয়া উদয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন তাহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, ধ্রুবকে নিত্য ভাবিয়া নমস্কার করত যেমন আসিয়াছিল সেইরূপেই প্রতিগমন করিল। ৭৮-৮০।

মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জনকারী মেঘমালা আকাশে বায়ু-বিতাড়নে চাঞ্চল্যপ্রাপ্ত হইয়া, যে প্রকার ব্যাকুলভাবে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ধ্রুবের তপস্যার স্থৈর্য্য-প্রভাবে ভূতগণও ব্যাকুল হইয়া অদৃশ্য হইল। ৮১। হে দ্বিজ! অনন্তর দেবগণ ও ইন্দ্র অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়া, সকলে মন্ত্রণাপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে শরণ-প্রার্থনায় গমন করিলেন। ৮২। তৎপরে তাঁহারা প্রণামপূর্ব্বক পিতামহের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতামহ আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাঁহারা বাক্যের অবসর বুঝিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন। ৮৩। দেবগণ কহিলেন, হে বিধাতঃ! উত্তানপাদ-তনয় অতি তেজস্বী ধ্রুব তপস্যার দ্বারা ত্রিলোকবাসী সকল জীবগণকে তাপিত করিতেছে। হে তাত! ধ্রুবের কি অভিপ্রায় তাহা আমরা সম্যক্প্রকারে জানিতে পারিতেছি না। এই সুমহাতপা ধ্রুব কাহার পদ হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৮৪-৮৫। এই প্রকারে দেবগণ বিজ্ঞাপন করিলে পর, ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক, ধ্রুব হইতে ভীতমানস সকল দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৬।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! সেই ধ্রুবপদের অভিলাষী ধ্রুব হইতে তোমা-দিগের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তোমরা সকলে নিঃশঙ্ক-অন্তঃকরণে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর, ধ্রুব তোমাদের মধ্যে কাহারও পদ প্রার্থনা করে না। ৮৭। ভগবান্ বিষ্ণুর যে জন ভক্ত, তাহা হইতে কোন কালেও কাহারও ভয় করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইহা নিশ্চয়ই আছে যে, যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা কখনও পরের পরিতাপ প্রদান করেন না। ৮৮। সেই ধ্রুব দেবেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, নিজের অভিপ্রেত পদ লাভ করত, তোমাদের সকলেরই পদকে স্থির করিবে। ৮৯। ব্রহ্মার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ তাঁহাকে প্রণিপাত-করত, হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৯০।

অনন্তর ধ্রুবের একাগ্রচিত্ততা ও অনন্যশরণতা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়া, ভগবান্ গরুড়ধ্বজ তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে সুব্রত মহাভাগ ধ্রুব! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। হে বালক! তুমি এই সুদুশ্চর তপস্যা হইতে বিরত হও, এই তপস্যায় তুমি বড়ই খিন্ন হইয়াছ। ৯২। ভগবানের এই প্রকার বচনামৃত পান করিয়া, ধ্রুব নেত্রদ্বয় উন্মীলন করত, সম্মুখেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব দেখিলেন যে, ইন্দ্রমণিজ্যোতিঃসমূহের ন্যায় দেদীপ্যমান নবীন-প্রফুল্ল নীলোৎপলরাজিতে বিরাজিত পৃথিবী ও গগনের মধ্যপ্রদেশ একটী সুবিস্তৃত

সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষসমূহ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, নীলোৎপলরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ধ্রুব আরও দেখিলেন যে, সেই গগন ও পৃথিবীর মধ্যভাগে উদীয়মান নবীন কাদম্বিনী-মধ্যবর্ত্তী বিদ্যুদ্দাম-সমান কান্তিশোভিত পীতাম্বরধারী ভগবান্ মধুসূদন তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ধ্রুবের বোধ হইল যেন, নভোমার্গস্বরূপ নিকষ-প্রস্তর (কষ্টিপাথর) কাঞ্চনময় সুমেরুরেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে। গগন যেমন চন্দ্রকলার উদয়ে শোভা পায়, ভগবানও পীতবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতেছিলেন। এই প্রকার মনোহর লোকাতীতরূপধারী ভগবানকে বিলোকন করিরা, ধ্রুব দণ্ডবদ্ভাবে প্রণাম ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করত, পিতাকে দর্শন করিয়া, দুঃখিত বালক যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রোদন করিতে লাগিলেন। ৯৩-৯৯। তৎপরে নারদ, সনন্দ, সনক ও সনৎকুমার প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণ ও যোগিগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্, কারুণ্যপ্রযুক্ত সমুদিত বাষ্পনীরে স্বকীয় পুণ্ডরীক নেত্রদ্বয়কে সিক্ত করত, করদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ধ্রুবকে ভূমি হইতে উঠাইলেন। ১০০-১০১। সর্ব্বদা সুদর্শনাদি চক্রধারণে অতি কঠিনতর করদ্বয় দ্বারা ভগবান্, ধূলিধূসরিত ধ্রুবের অঙ্গসকল স্পর্শ করিলেন। সেই দেবদেবের করস্পর্শমাত্রেই ধ্রুবের সুসংস্কৃতময়ী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি সেই বাণীর দ্বারা হরিকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১০২-১০৩।

একবিংশ অধ্যায়।

ধ্রুব-স্তুতি।

ধ্রুব কহিলেন, হে দেব! তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমিই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক প্রপঞ্চসমূহের বিধানকর্ত্তা, তুমিই হিরণ্যরেতা, তুমিই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান প্রদান করিয়া থাক। তুমিই হররূপে সমস্ত ভূতগণকে সংহার করিয়া থাক। তুমি মহাভূতসমূহের আত্মাস্বরূপ, তুমিই ভূতগণের অধিপতি। তুমিই প্রভূত ক্ষমতাশালী বিষ্ণুরূপে সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিতেছ। তুমি জীবগণের তৃষ্ণাহরণ করিয়া থাক, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই কূর্ম্মরূপে জগতের ভাররাশি সহন

করিতেছ। তুমি দৈত্যসমূহরূপ মহারণ্যের পক্ষে প্রবল দাবানলরূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি দৈত্যকুলরূপ বৃক্ষসমূহের ছেদনের কুঠারস্বরূপ। হে শার্ঙ্গপাণে! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। ১-৪। হে দেব-গদাধর! প্রবল-পরাক্রম দানবকুল সংহার করিবার জন্যই, তুমি স্বীয় হস্তে কৌমোদকী নামে গদা এবং নন্দক নামে খড়্গ ধারণ করিয়াছ। তুমিই শ্রীপতি, তুমিই চক্রধর, তুমিই বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ। তুমিই পরমাত্মা, তুমি কমলহস্ত এবং কমলার অতিশয় প্রিয়। তুমিই মৎস্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছ, তোমারই বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভা পাইয়া থাকে। হে বেদান্তবেদ্য! হে শ্রীবৎসধারিন্! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। তুমিই গুণ, তুমিই গুণী এবং তুমিই গুণবর্জ্জিত। তোমার নাভি হইতেই এই ভুবনপদ্ম সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমিই পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ধারণ করিয়া থাক, তুমিই দেবকীতনয়, হে বাসুদেব! তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫-৯। তুমি প্রদ্যুম্ন, তুমিই অনিরুদ্ধ, তুমিই কংসবিনাশন এবং তুমিই চানূর নামক দৈত্যের সংহারকর্ত্তা, তোমাকে শত সহস্রবার নমস্কার। হে দামোদর! হৃষীকেশ, গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, উপেন্দ্র, কৈটভারাতে, অধোক্ষজ, এবং হে নারায়ণ! তুমিই নরক ও পাপের হরণকর্ত্তা। তুমিই বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়াছিলে, তুমিই হরি এবং তুমিই শৌরি। তুমি অনন্ত, তুমি অনন্তশয্যায় শয়িত, তুমিই রুক্মিণীপতি, তুমিই রুক্মি-প্রমথন, তুমিই চৈদ্যহন্তা, তুমি দানব ও দৈত্যগণের রিপু। হে মুকুন্দ! তুমিই পরমানন্দ-স্বরূপ, তুমিই গোপীগণের প্রিয়। হে দনুজেন্দ্রনিসূদন! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। ১০-১৬। হে রাবণারে! তুমি বিভীষণের শরণদাতা, তুমিই অজস্বরূপ। হে রণাঙ্গন-বিচক্ষণ! তুমিই জয়স্বরূপ। তুমিই ক্ষণ প্রভৃতি কালস্বরূপ। হে শার্ঙ্গিন্! তুমি এক হইয়াও নানারূপ। তুমি গদাধর, তুমি চক্রপাণি, তুমি দৈত্যচক্র-বিমর্দ্দন, তুমিই বল, তুমিই বলভদ্র, তুমিই বলারাতি-(ইন্দ্রের) প্রিয়, তুমিই বলির যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছ, তুমিই ভক্তগণের বর প্রদানকর্ত্তা। হে রণপ্রিয়! তুমিই হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া, প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ। তুমিই ব্রহ্মণ্যদেব, তুমিই গো এবং ব্রাহ্মণসমূহের হিতকারী। তুমিই ধর্ম্মরূপ, তুমিই সত্ত্বগুণস্বরূপ, তুমিই সহস্রশিরা, তুমিই পুরুষ, তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমিই সহস্রলোচন, তুমিই সহস্রচরণ, তুমিই সহস্রকিরণ, তুমিই সহস্রমূর্ত্তি। হে শ্রীকান্ত! হে যজ্ঞপুরুষ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। ১৭-২২। তোমার স্বরূপ কেবল বেদবেদ্য, তুমি বেদপ্রিয়, তুমিই বেদ এবং তুমিই বেদ-

বক্তা। তুমিই সৎপথের প্রবর্ত্তক, তুমিই বৈকুণ্ঠস্বরূপ, তুমিই বৈকুণ্ঠবাসী, তুমিই বিষ্টরশ্রবা, তুমি গরুড়গামী, তুমিই বিম্বক্সেন এবং তুমিই জগন্ময়। হে জনার্দ্দন! তুমিই ত্রিবিক্রম, তুমি সত্য এবং তুমিই সত্যপ্রিয়, তুমি কেশব, তুমি মায়ী, তুমিই ব্রহ্মগায়ী। তুমিই তপঃস্বরূপ, এবং তুমিই তপস্যার ফলদাতা, তুমিই স্তুত্য, তুমিই স্তব এবং তুমিই স্তুতিতে রত। তুমিই শ্রুতিরূপ, তুমিই শ্রুত্যাচারপ্রিয়, তুমিই অণ্ডজ, তুমিই স্বেদজ, তুমিই জরায়ুজ এবং তুমিই উদ্ভিজ্জ। দেবগণের মধ্যে তুমি ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে তুমি সূর্য্য, লোকনিচয়ের মধ্যে তুমি সত্যলোক, সিন্ধুগণের মধ্যে তুমি ক্ষীরসমুদ্র, নদীসমূহের মধ্যে তুমি মন্দাকিনী, সরোবর সকলের মধ্যে তুমি মানসসরোবর, শৈলগণ মধ্যে তুমি হিমালয়, ধেনুসমূহ মধ্যে তুমি কামধেনু, ধাতুগণ মধ্যে তুমি সুবর্ণ, প্রস্তরসমূহের মধ্যে তুমি স্ফটিক, পুষ্পরাশি মধ্যে তুমি নীলোৎপল, বৃক্ষনিচয় মধ্যে তুমি তুলসীবৃক্ষ, পবিত্র শিলা-সমূহ মধ্যে তুমি শালগ্রাম, মুক্তিক্ষেত্রসমূহ মধ্যে তুমি কাশী, তীর্থপংক্তি মধ্যে তুমি প্রয়াগ, বর্ণসমূহ মধ্যে তুমি শ্বেতবর্ণ, দ্বিজগণ মধ্যে তুমি ব্রাহ্মণ। হে প্রভো! পক্ষিগণ মধ্যে তুমি গরুড়, ব্যবহার মধ্যে তুমি বাক্য, বেদসমূহের মধ্যে তুমি উপনিষদ্, মন্ত্ররাশি মধ্যে তুমি প্রণব, অক্ষরসমূহের মধ্যে তুমি "অ"কার, যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে তুমি সোমরূপধারী। প্রতাপিগণ মধ্যে তুমি অগ্নি, ক্ষমাশীলগণ মধ্যে তুমি ক্ষমা, ব্যাপকপদার্থ মধ্যে তুমি আকাশ, আত্মগণ মধ্যে তুমি পরমাত্মা। হে দেব! সর্ব্বপ্রকার নিত্যকর্ম্ম মধ্যে তুমি সন্ধ্যোপাসনা, ক্রতুসমূহের মধ্যে তুমি অশ্বমেধ, দানসমূহের মধ্যে তুমি অভয়, লাভসমূহ মধ্যে তুমি পুত্রলাভ, ঋতুগণ মধ্যে তুমি বসন্ত, যুগসমূহ মধ্যে তুমি সত্যযুগ, তিথিগণ মধ্যে তুমি অমাবস্যা। নক্ষত্রসমূহ মধ্যে তুমি পুষ্য, পর্ব্বগণ মধ্যে তুমি সংক্রান্তি, যোগসমূহ মধ্যে তুমি ব্যতীপাত, তৃণরাশি মধ্যে তুমি কুশ। হে প্রভো! সমস্ত উদ্যমের মধ্যে তুমি নির্ব্বাণরূপ। ২৩-৪০। হে অজ! সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির মধ্যে তুমি ধর্ম্মবুদ্ধি, পাদপসমূহের মধ্যে তুমি অশ্বত্থ, লতাগণ মধ্যে তুমি সোমবল্লী, পবিত্র সাধনসমূহের মধ্যে তুমি প্রাণায়াম, সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গের মধ্যে তুমি সাধকের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট-প্রদাতা শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর, মিত্রগণের মধ্যে তুমি কলত্র, সমস্ত বন্ধুর মধ্যে তুমি ধর্ম্ম। হে নারায়ণ! এই চরাচর বিশ্বে তোমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই সুহৃত, তুমিই মহাধন, তুমিই সৌখ্য-সম্পত্তি, তুমিই আয়ু এবং তুমিই জীবনের অধীশ্বর। ৪১-৪৪। যে কথায় তোমার নাম আছে, সেই কথাই যথার্থ কথা। যে মন তোমাতে অর্পিত হইয়াছে, সেই

মনই যথার্থ মন, যে কর্ম্ম কেবল তোমার জন্য করা যায়, তাহাই যথার্থ কর্ম্ম। তোমাকে স্মরণ করার নামই তপস্যা। ধনিগণ তোমার উদ্দেশে যে সমস্ত ধন-ব্যয় করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই তাঁহাদের বিশুদ্ধ ধন। হে জিষ্ণো! যে সময়ে তোমাকে পূজা করা যায়, সেই সময়ই সম্পূর্ণ সময়। যে পর্য্যন্ত তুমি হৃদয়ে অবস্থান কর, সেই পর্য্যন্তই জীবন শ্রেয়স্কর। তোমার পাদোদক পান করিলে, সমস্ত রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়। হে গোবিন্দ! একবার বাসুদেব-নাম কীর্ত্তন করিলে, বহুজন্মার্জ্জিত উৎকট পাপরাশিও বিলয় প্রাপ্ত হয়। অহো! মানবগণের কি মহামোহ! তাহাদের কি প্রমত্ততা! তাহারা বাসুদেবকে অনাদর করিয়া অন্যত্র বৃথাশ্রম করিয়া থাকে। ৪৫-৪৯। দামোদর নাম-কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গলকর, তাহাই যথার্থ ধনোপার্জ্জন এবং জীবনের প্রয়োজন। ভগবান্ অধোক্ষজ হইতে অতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম নাই, নারায়ণ হইতে অতিরিক্ত কোন অর্থ নাই, কেশব হইতে অতিরিক্ত কোন কাম নাই এবং হরি ব্যতিরিক্ত কোন মোক্ষও নাই। ৫০-৫১। বাসুদেবকে স্মরণ না করাই, পরমহানি ও পরম উপসর্গ এবং পরম অভাগ্য। পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজ্য, স্বর্গ ও অপবর্গ পর্য্যন্তের প্রদাতা হরির আরাধনায় কি কি কার্য্য-সাধন না হইয়া থাকে? ৫২-৫৩। ভগবদারাধনায় পাপরাশি বিনষ্ট হয়, ব্যাধিসমূহ ধ্বংস হয়, আধিনিচয় নিয়মিত হয়, ধর্ম্ম বিবর্দ্ধিত হয় এবং অতিশীঘ্র মনোরথ সিদ্ধি হইয়া থাকে। পাপিগণও যদ্যপি প্রসঙ্গাধীন ভগবানের চরণ-পদ্মের সেবা করে, তাহাতেও তাহাদের মঙ্গল হয়। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, পাপিগণের মহাপাতক, উপপাতক প্রভৃতি সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫৪-৫৬। অগ্নি-কণা প্রমাদাধীন স্পৃষ্ট হইয়াও যেমন দগ্ধ করে, তদ্রূপ হরিনামও ওষ্ঠপুটে স্পৃষ্ট হইয়া সমস্ত পাপ হরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, কমলাকান্তে চিত্ত-সংযত করিয়া, ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে; কমলা তাহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন। ৫৭-৫৮। বিষ্ণুর পাদোদক পান করাই, পরম ধর্ম্ম এবং পরম তপ ও পরম তীর্থ। ৫৯। হে যজ্ঞপুরুষ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার প্রসাদ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি পুরোডাশ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। শঙ্খমধ্যে বিষ্ণুর পাদোদক রাখিয়া, সেই জলে যে ব্যক্তি স্নান করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ অবভৃত স্নান করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিই যথার্থ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তুলসাদলের দ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করে, সে ব্যক্তি সুরলোকে পারিজাতকুসুমের মাল্যের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য কোন ব্যক্তিও

যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ। ৬০-৬৩। যে ব্যক্তি ভগবানের শঙ্খচক্রাঙ্কিততনু, তুলসীমঞ্জরীবিশিষ্ট-মস্তক এবং গোপীচন্দনপরিলিপ্ত-দেহ দর্শন করিতে পারে, তাহার আর পাপ কোথায়? যে ব্যক্তি প্রত্যহ দ্বারকাচক্রের সহিত দ্বাদশটী শালগ্রামশিলা পূজা করে, সে অন্তে বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারে। যে গৃহে তুলসীবৃক্ষ পূজিত হয়, তথায় কোনকালে যমদূত আগমন করে না। যাহার মুখে সর্ব্বদা হরিনাম উচ্চারিত হয়, কপালে যাহার গোপীচন্দনের তিলক এবং বক্ষঃস্থলে যাহার তুলসীমালা, তাহাকে কখন যমদূতগণ স্পর্শ করিতে পারে না। ৬৪-৬৭। যাহার গৃহে গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ এবং চক্রের সহিত শালগ্রাম-শিলা অবস্থান করেন, তাহার পাপভয় কোথায়? মানবের যে মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, কাষ্ঠা বা যে নিমেষ বিষ্ণুর স্মরণ ব্যতিরেকে অতিবাহিত হয়, মানব সেই সমস্ত সময়েই যমকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া থাকে। ৬৮-৬৯। হায়! কোথায় জ্বলন্ত অনলকণা সদৃশ দ্ব্যক্ষর হরিনাম, আর কোথায়ই বা তুলারাশি-সদৃশ মহা পাপরাশি! গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদন ব্যতীত আমি আর কাহাকেও জানি না, আর কাহারও উপাসনা বা স্মরণও করি না। হরি বিনা আমি আর কাহাকেও প্রণাম করি না, কাহারও স্তব করি না, কাহাকেও দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পাই না, অন্য কাহারও শরণ লই না এবং কাহারও নাম গান করি না। জলে, স্থলে, পাতালে, অনিলে, অনলে, অচলে, বিদ্যাধরে, সুরে, অসুরে, কিন্নরে, বানরে, নরে, তৃণে, স্ত্রৈণে, পাষাণে এবং তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তোমার শ্রীবৎসচিহ্নিত শ্যামলতনু অবলোকন করিতেছি। ৭০-৭৪। হে দেব! তুমি সকলের হৃদয়ে অবস্থানকরতঃ, সাক্ষীরূপে সমস্ত দেখিতেছ। আমি অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বব্যাপী তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না। ৭৫। গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া ধ্রুব বিরত হইলেন, তখন প্রসন্নদৃষ্টি-ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৭৬।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অয়ি বিশাললোচন-ধ্রুবমতে-বালক-ধ্রুব! হে নিষ্পাপ! আমি তোমার মনোগত অভিলাষ জানিতে পারিতেছি। ৭৭। অন্ন হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, সেই অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বৃষ্টিরও কারণ সূর্য্য, হে ধ্রুব! তুমি সেই সূর্য্যেরও আধার হও। যে সমস্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল আকাশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তুমি সেই সমস্তের আধার হইবে। তুমি এই সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের বন্ধনস্তম্ভরূপে অবস্থানকরত, বায়ুপাশে নিয়ন্ত্রিত এই সমস্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে পরিভ্রমণ করাইয়া, প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। ৭৮-৮০।

আমি পূর্ব্বকালে মহাদেবের আরাধনা করিয়া, এই পদ লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাকেই এই পদ প্রদান করিলাম। হে ধ্রুব! কেহ চারিযুগ অবস্থান করিবেন, কেহ এক মন্বন্তর অবস্থান করিবেন, কিন্তু তুমি এক কল্প পরিমিত কাল এই পাদ শাসন করিবে। ৮১-৮২। হে ধ্রুব! মহাত্মা মনুও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই, অন্য মানবের ত কথাই নাই, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও যাহা দুর্লভ; আমি তোমাকে সেই পদ প্রদান করিলাম। এবং তোমার স্তবে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি; তজ্জন্য তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি। তোমার জননী সুনীতিও তোমার নিকটে অবস্থান করিবেন। ৮৩-৮৪। যে মানব প্রত্যহ ত্রিকালীন তোমার কৃত এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। আর লক্ষ্মী কখন তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবেন না, এবং তাহার কদাপি মাতৃবিয়োগ ও বন্ধুকলহ হইবে না। ধ্রুবকৃত এই পবিত্র স্তোত্র মহাপাতকসমূহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ইহা পাঠ করিলে ব্রহ্মহত্যাকারীও ব্রহ্মবধ জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন অন্যান্য পাপিগণের ত কথাই নাই। এই স্তব পাঠ করিলে অতিশয় পুণ্যলাভ হয় এবং পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে সমস্ত বিঘ্ন ও ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে পবিত্রচিত্ত-ব্যক্তির আমাতে অতিশয় ভক্তি আছে, আমার প্রীতিকর ধ্রুবকৃত এই স্তব পাঠ করা তাহার কর্ত্তব্য। ৮৫-৮৯। মানবগণ সমুদয় তীর্থে স্নান করিয়া যে ফললাভ করে, হে ধ্রুব! ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিলে সেই ফললাভ করিতে পারে। হে ধ্রুব! আমার প্রীতিকর অন্যান্য অনেক স্তোত্র আছে, কিন্তু সেই সকল স্তোত্র তোমার কৃত স্তোত্রের ষোড়শ কলার এক কলাও নহে। মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, পুণ্যভাগী হইতে পারে। হে ধ্রুব! তোমার কৃত এই স্তব পাঠ করিলে পুত্রহীন ব্যক্তির পুত্রলাভ হয়, ধনহীন ব্যক্তি ধনপ্রাপ্ত হয় এবং ভক্তিহীন জনও ভক্তিলাভ করিয়া থাকে। বহুতর দান ও নানাবিধ ব্রত করিয়া, মানব যে ফললাভ করিয়া থাকে; এই স্তবের প্রসাদেও তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। সমস্ত কার্য্য ও সমস্ত মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও সর্ব্বকামপ্রদ এই স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য। ৯০-৯৫।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ধ্রুব! অবধান সহকারে শ্রবণ কর, আমি তোমার হিতকর বিষয় বলিতেছি; যাহাতে তোমার এই পদ সম্যক্‌রূপে স্থায়ী হইবে। আমার বারাণসীতে যাইবার ইচ্ছা আছে, যথায় ভগবান্ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং জীবগণের কর্ণে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া, অন্তিমকালে প্রাণিগণকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি

প্রদান করিয়া থাকেন। ৯৬-৯৮। সেই কাশীক্ষেত্রই সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবদায়ী এই সংসার-দুঃখের একমাত্র নিবারণের উপায়। "ইহা রমণীয়, ইহা নহে" এই প্রকার বুদ্ধিই সেই দুঃখরূপ মহাতরুর বীজ। সেই বীজ কাশীরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে দুঃখের আর সম্ভাবনা কোথায়? যেখানে যথার্থ প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়, যেখানে পুনরায় শোকাকুল হইতে হয় না; সেই আনন্দকানন কাশীই পরম সুখের আলয়। যে ব্যক্তি অমৃতের আধার মহাদেবের আনন্দকানন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করে, তাহার আর সুখের সম্ভাবনা কোথায়? কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া, চণ্ডালের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করাও ভাল, কিন্তু অন্যত্র নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কিছুই নহে। ৯৯-১০৩। আমি প্রত্যহ বৈকুণ্ঠ হইতে ভগবৎ-পূজ্য মহাদেবকে আরাধনা করিবার জন্য কাশীতে গমন করিয়া থাকি। আমাতে যে ত্রিভুবন রক্ষার উপযুক্ত শক্তি আছে, তাহার কারণ কেবল মহেশ্বর; তিনিই আমাকে সুদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছেন। পুরাকালে মহাদেব পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের রেখা হইতে এই চক্র সৃজন করিয়া, আমারও অবধ্য জালন্ধর নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আমি নেত্রপদ্মের দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া, তাঁহারই নিকট হইতে এই সুদর্শনচক্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূতগণের বিদ্রাবণ সেই সুদর্শনচক্র তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি প্রথমে প্রেরণ করিয়াছি; তদনন্তর আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। ১০৪-১০৮। এক্ষণে আমি বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে কাশীতে গমন করিব, আজ তথায় কার্ত্তিকী-যাত্রা, এই দিনে তথায় গমন করিলে বহুতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ১০৯। কার্ত্তিক মাসে চতুর্দ্দশী তিথিতে উত্তরবাহিনী-গঙ্গায় স্নান করিয়া, যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বর দর্শন করে; তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ১১০। এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ধ্রুবের সহিত গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণকরত, ক্ষণমধ্যে বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং ধ্রুবের মঙ্গল-কামনায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে ধ্রুব! তুমি এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, তাহাতে তোমার ত্রৈলোক্য-স্থাপনের তুল্য অক্ষয় পুণ্য-লাভ হইবে। অন্যস্থানে নিযুত সংখ্যক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে যে পুণ্য হয়, এখানে একটীমাত্র শিবলিঙ্গ স্থাপনে সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ১১১-১১৫। এই কাশীক্ষেত্রে কালবশে ভগ্ন-দেবালয়সমূহের যে ব্যক্তি জীর্ণোদ্ধার করে, তাহার পুণ্য প্রলয়কালেও ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, তাহার সুমেরুদানের ফললাভ হইয়া থাকে। ১১৬-১১৭। যে ব্যক্তি এই স্থানে যথাশক্তি কূপ, বাপী এবং তড়াগ নির্ম্মাণ করায়,

তাহার অন্য স্থান অপেক্ষা কোটীগুণ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেব-পূজার জন্য এই ক্ষেত্রে রমণীয় পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, তাহার প্রত্যেক পুষ্পে সুবর্ণকুসুমের অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। ১১৮-১১৯। এই স্থানে ব্রহ্মপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া, বর্ষভোগ্য অশনের সহিত সেই গৃহ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার যে পুণ্য হয়; তাহা শ্রবণ কর। সমুদ্রের জলরাশি শুষ্ক হইয়া যায় এবং পার্থিব ত্রসরেণুসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শিবলোকনিবাসী সেই মহাত্মার পুণ্য কখন ক্ষয় হয় না। ১২০-১২১। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মঠ-নির্ম্মাণ করাইয়া, জীবনোপায়ের সহিত সেই মঠ তপস্বিগণকে দান করে; তাহারও পূর্ব্বোক্ত ফললাভ লইয়া থাকে। এই কাশীক্ষেত্রে বহুতর পুণ্য অর্জ্জন করিয়া, যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করে; তাহাকে আর পুনরায় এই ঘোর সংসার-সাগরে আগমন করিতে হয় না। ১২২-১২৩। লোকে আমাকে অনন্ত বলিয়া থাকে, কিন্তু আমিও কাশীর গুণসমূহের অন্ত পাই না। অতএব হে ধ্রুব! কাশীতে যত্নপূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এই স্থানে উপার্জ্জিত পুণ্যসমূহের ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। ১২৪—১২৫।

গণদ্বয় কহিলেন, ধ্রুবকে এইরূপ আদেশ করিয়া, ভগবান্ গরুড়ধ্বজ তথা হইতে গমন করিলেন। তদনন্তর ধ্রুব বৈদ্যনাথের নিকট শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং বৃহৎ প্রাসাদ ও সম্মুখে কুণ্ড স্থাপনকরত, বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় কৃতকৃত্য হইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ধ্রুবেশ্বরের অর্চ্চনা করে এবং ধ্রুবকুণ্ডে উদকক্রিয়া করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া অন্তে ধ্রুবলোকে বাস করিয়া থাকে। ১২৬—১২৮। ধ্রুবের এই উপাখ্যান যে ব্যক্তি পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া, বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় হয়। মানব যদি প্রসঙ্গাধীনও ধ্রুবচরিত্র স্মরণ করে, তবে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মহাপুণ্য লাভ হয়। ১২৯—১৩০।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—*—

কাশী-প্রশংসা।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে গণদ্বয়! মহাপাতকরাশির বিনাশকারী এবং পুণ্যজনক ধ্রুবের এই আশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ১।

অগস্ত্য কহিলেন, শিবশর্ম্মা এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই বিমান বায়ুবেগে স্বর্লোক হইতে পরম অদ্ভুত মহর্লোকে যাইয়া উপস্থিত হইল। ২। তখন শিবশর্ম্মা তেজঃসমূহের দ্বারা সমাবৃত সেই লোক দর্শনকরত, বিষ্ণুগণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্মুখে অতি মনোহর ইহা কোন্ লোক? তখন গণদ্বয় বলিতে লাগিলেন যে, হে মহামতে! শ্রবণ কর, ইহা স্বর্লোক হইতেও অতি অদ্ভুত সেই মহর্লোক। ৩-৪। তপস্যা দ্বারা বিধূতকল্মষ এবং কল্পায়ু মহাত্মাগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর স্মরণে যাঁহাদের ক্লেশরাশি ক্ষয় হইয়াছে এবং মহাযোগ-বলে যাঁহারা সমস্ত জগৎ তেজোময় দর্শন করিয়াছেন; সেই সমস্ত দেবশ্রেষ্ঠগণও এই লোকে বাস করেন। (অগস্ত্য কহিলেন) হে প্রিয়ে! বিষ্ণুগণদ্বয় এই সমস্ত বিষয় বলিতেছেন, ইত্যবসরে ক্ষণকাল মধ্যে সেই বিমান তাঁহাদিগকে জন-লোকে লইয়া উপস্থিত করিল। যে স্থানে সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই যোগিশ্রেষ্ঠ এবং ঊর্দ্ধরেতা। এবং অন্যান্য যোগিগণ যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য স্খলিত হয় নাই ও যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত ও নির্ম্মলচিত্ত; সেই মহাত্মাগণও এই জনলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৫-৯। অনন্তর তাঁহারা সেই বিমানে আরূঢ় হইয়া, জনলোকের পর তপলোক দর্শন করি-লেন। যে স্থানে দাহবর্জ্জিত বৈরাজদেবগণ অবস্থান করেন। যাঁহাদের মন বাসু-দেবে ন্যস্ত আছে, যাঁহারা বাসুদেবেই সমস্ত ক্রিয়া অর্পণ করেন এবং কামনারহিত হইয়া তপস্যা দ্বারা কেবল ভগবান গোবিন্দের সন্তোষ-সাধন করেন; সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণও এই তপোলোকে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। ১০-১২। যাঁহারা শীলোঞ্ছবৃত্তি, যাঁহারা দন্তোলূখলিক, যাঁহারা অশ্মকুট্ট এবং যাঁহারা শীর্ণপর্ণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মুনিগণ এই তপোলোকে বাস করেন। ১৩। যাঁহারা গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিসেবা করেন, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলে শয়ন করেন এবং পৌষ ও মাঘ মাসে জলে অবস্থানকরত রাত্রিযাপন করেন, যে সমস্ত তপস্বিগণ অতিশয়

পিপাসিত হইয়াও কুশের অগ্রভাগে যে জল অবস্থান করে, কেবল তাহাই পান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াও কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল পাদাঙ্গুষ্ঠ ভর করিয়া পৃথিবীতে দণ্ডায়মান থাকেন, যাঁহারা উর্দ্ধবাহু, যাঁহারা এক দৃষ্টিতে সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া থাকেন, যাঁহারা একপদে দণ্ডায়মান হইয়া, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেন। যাঁহারা সমস্ত দিন কুম্ভক করিয়া অবস্থান করেন, যাঁহারা একমাস ব্যাপিয়া কুম্ভক করিয়া অবস্থান করেন। যাঁহারা মাসোপবাস-ব্রত করেন, যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করেন, যাঁহারা এক ঋতু অন্তর জলপান করেন, যাঁহারা ছয় মাস উপবাস করেন, যাঁহারা এক বৎসর অন্তর চক্ষুর নিমেষপাত করেন। যাঁহারা কেবল মেঘনিপতিত বারি পান করেন, তপস্যা করিতে করিতে যাঁহাদের দেহ স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া, মৃগগণের কণ্ডুয়নের স্থান হইয়াছে। যাঁহাদের জটামধ্যে পক্ষিগণ নীড় প্রস্তুত করিয়াছে, যাঁহাদের দেহ বল্মীকময় হইয়াছে, যাঁহাদের দেহের অস্থিনিচয় কেবল স্নায়ুর দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহাদের দেহ লতাসমূহে বেষ্টিত হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের দেহে শস্য-সমূহ নির্গত হইয়াছে, কঠোর তপস্যায় যাঁহাদিগের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে; সেই সমস্ত তপোধনগণ ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করত, অকুতোভয়ে এই তপোলোকে বাস করিয়া থাকেন। ১৪-২১। শিবশর্ম্মা গণদ্বয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছেন ইতিমধ্যে মহোজ্জ্বল সত্যলোক তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তখন বিষ্ণুর গণদ্বয়, শিবশর্ম্মার সহিত সত্বর বিমান হইতে অবরোহণ করত, ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত বলিতে লাগিলেন। ২২-২৩।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে গণদ্বয়! এই ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে অতিশয় পারদর্শী, স্মৃত্যুক্ত আচারসমূহে অত্যন্ত নিপুণ এবং পাপকর্ম্মসমূহের অতিশয় প্রতিকূল। (অনন্তর ব্রহ্মা শিবশর্ম্মাকে বলিলেন) হে মহাপ্রাজ্ঞ শিবশর্ম্মন্! আমি তোমাকে ভালরূপে অবগত আছি। হে বৎস! তুমি সুতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছ। ২৪-২৫। তুমি যে এই সমস্ত দর্শন করিয়া আসিলে, এ সমুদয়ই সত্বরনশ্বর। আমি দৈনন্দিন প্রলয়ের অনন্তর পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত সৃজন করিতেছি। ২৬। ভগবান্ মহেশ্বর বৈরাজলোক পর্য্যন্ত সংহার করেন, মশকতুল্য মানবগণ সম্বন্ধে ও কথাই নাই। কর্ম্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত সেই প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিসমূহের মধ্যে মানবগণের একটী মাত্র মহদ্গুণ দেখিতে পাওয়া

যায় এই যে, তাহারা মনের সহিত চপল ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজয় করত, সমস্ত গুণরাশির পরম শত্রু লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক, ধর্ম্ম ও অর্থের অপহরণকর্ত্তা এবং বার্দ্ধক্যসম্পাদক কামকে বিচারপূর্ব্বক বিজয় করিয়া, ধৈর্য্য-সহকারে, যশঃ, লক্ষ্মী ও শরীরের অপহর্ত্তা এবং তামসীগতির নেতা ক্রোধকে জয় করিয়া, একমাত্র প্রমাদের নিলয় ও সম্পদের নিবর্ত্তক মদকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্বত্র লঘুতার হেতু অহঙ্কার ত্যাগ করত এবং স্বজনসমূহেও দোষারোপণ করিতে যত্নশীল ও মহাদ্রোহের আরোপক মতিঘাতী এবং অন্ধ-তামিস্র নামক নরকের দর্শক মোহ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে উক্ত এবং মহাজনগণ কর্ত্তৃক সেবিত ধর্ম্মরূপ সোপান আরোহণে এই সমস্ত স্থানে অনায়াসে আগমন করিয়া থাকে। ২৭-৩৫। হে দ্বিজ! সমস্ত দেবগণই কর্ম্মভূমির অভিলাষ করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা সকলেই সেই কর্ম্মভূমিতে অর্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলেই স্বর্গ প্রভৃতি লোকসমূহে আগমন করত, ভোগভাগী হইয়া থাকেন। ৩৬। হে বিপ্র! আর্য্যাবর্ত্তের তুল্য দেশ, কাশীর তুল্য পুরী এবং বিশ্বেশ্বরের তুল্য শিবলিঙ্গ, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন স্থানেই নাই। নানাবিধ স্বর্গ আছে, যেখানে দুঃখমাত্র নাই এবং যেখানে পুণ্যশীলগণ সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্বর্গলোক হইতে অধিক রমণীয় আর কোন স্থান নাই, সকলেই তপস্যা, দান ও ব্রতাদি করিয়া স্বর্গের জন্যই যত্ন করিয়া থাকে। ৩৭-৩৯। সেই স্বর্গ হইতে অধিক রমণীয় পাতালভূমি, এই কথা স্বয়ং নারদ পাতাল হইতে সমাগত হইয়া, দেবগণের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। যে পাতালে আহ্লাদজনক শুভ্র মণিসমূহ প্রভা বিস্তার করিয়া, নাগসমূহের অঙ্গের আভরণরূপ শোভা পাইয়া থাকে; সেই পাতালের তুল্য স্থান আর কৈ? ইতস্ততঃ দৈত্য ও দানবগণের কন্যাগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত সেই পাতালে কোন্ বিমুক্ত পুরুষেরও প্রীতি না জন্মিয়া থাকে? ৪০-৪২। তথায় দিবসে সূর্য্যরশ্মি কেবল প্রভা বিতরণ করিয়া থাকে কিন্তু আতপ বিতরণ করে না, এবং রাত্রিকালে চন্দ্ররশ্মি কেবল জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু শীত-কিরণ বিতরণ করে না। যে স্থানে কাল গত হইলেও দনুজগণ তাহা জানিতে পারে না। যেখানে রমণীয় বন, নদী, উৎকৃষ্ট জলাশয়, সম্পূর্ণ কলাবিদ্যা, পুংস্কোকিলালাপ, পবিত্র বস্ত্র, অতি রমণীয় ভূষণ, গন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ অনুলেপন, শ্রুতিহারী বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির ধ্বনি এবং হাটকেশ নামে সর্ব্বপ্রকার কামদ শিবলিঙ্গ এই সমস্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ রমণীয় ভোগসমূহ পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও উরমুগসহ কর্ত্তৃক

ভুক্ত হইয়া থাকে। ৪৩-৪৭। হে দ্বিজ! ইলাবৃত নামক বর্ষ পাতাল লোকসমূহ হইতেও রম্য, এই ইলাবৃত সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিক আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ৪৮। হে দ্বিজ! পুণ্যাত্মাগণ এই ইলাবৃতবর্ষে সর্ব্বপ্রকারে ভোগ্য পদার্থের উপভোগ করত, অবস্থান করেন এবং স্ত্রীগণ এই স্থানে সর্ব্বদা নব যৌবনে ভূষিত থাকেন। ৪৯। এই ইলাবৃতকে ভোগভূমি বলা যায়, ইহা অন্যত্রকৃত পুণ্যকর্ম্মের বিনিময়ে অর্জ্জিত হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় যাঁহারা তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই ইলাবৃতে নানা প্রকার ভোগলাভ করিতে পারেন। ৫০। যাঁহারা সত্যবাদী, যাঁহারা পুত্র, কলত্র প্রভৃতি রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং যাঁহারা পরোপকার করিবার জন্য সুখ, আয়ু ও ধনসমূহকে ক্ষয় করিয়া থাকেন; তাঁহারাই এই ভোগভূমিতে নানা প্রকার উপভোগ করিতে পারেন। ৫১। যদিও সমুদ্রের অন্তরে অন্তরে অনেক দ্বীপ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এই জগতীতলে জম্বুদ্বীপের ন্যায় মনোহর অন্য কোন দ্বীপ বর্ত্তমান নাই। ৫২। সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যেও নয়টী বর্ষ বিদ্যমান আছে, সেই নয়টী বর্ষের মধ্যে আবার ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া খ্যাত এবং ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। ৫৩। কিম্পুরুষ প্রভৃতি অন্যান্য যে নয়টী বর্ষ জম্বুদ্বীপের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, সেই সকল কেবলমাত্র ভোগভূমি। ঐ সকল বর্ষ দেবগণেরই ভোগ্য, এই সকল স্থানে স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া, দেবগণ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৫৪।

এই ভারতবর্ষ নয়সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহা সুমেরুর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ৫৫। ভারতবর্ষের মধ্যেও হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূভাগই পরম পুণ্যপ্রদ, তন্মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্য ভূভাগই পরম উৎকৃষ্ট ও সেই ভূভাগকে অন্তর্বেদী বলা যায়। ৫৬। কুরুক্ষেত্রই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ক্ষেত্র হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও নৈমিষারণ্য নামক স্থান পরম স্বর্গ-সাধন। ৫৭। নিখিল ক্ষিতিমণ্ডলে নৈমিষারণ্য এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার তীর্থ হইতেও তীর্থরাজ প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। ৫৮। তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত প্রয়াগক্ষেত্র স্বর্গ, মোক্ষ, এবং সর্ব্বপ্রকার অভিলাষানুরূপ ফল প্রদান করিতে সমর্থ। ৫৯। হে দ্বিজ! পূর্ব্বকালে কোন দিবস আমি তুলাযন্ত্রের এক দিকে সকল যজ্ঞ এবং এক দিকে সেই পরম রমণীয় কামনাপূরক তীর্থরাজকে সন্নিবেশিত করত, তোলন করিয়াছিলাম কিন্তু দক্ষিণাদির সহিত বর্ত্তমান নিখিল যজ্ঞ হইতেও সেই তীর্থভার অধিক, ইহা আমি সেই ক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং ইহা অবলোকন

করিয়া হরি, হর এবং অন্যান্য সকল দেবগণই ঐ তীর্থরাজের "প্রয়াগ" (যাগসমূহ হইতেও প্রকৃষ্ট) এই নাম প্রদান করিয়াছেন। ৬০-৬১। যে তীর্থরাজ প্রয়াগের নাম মাত্র গ্রহণ করিলেও স্মরণকারীর দেহে কদাচিৎ কোন পাপ অবস্থান করিতে পারে না; সেই প্রয়াগের অধিক আর কি বর্ণন করা যাইতে পারে? ৬২। পাপ হইতে পরিত্রাণকারী জগতে অনেক তীর্থই বিদ্যমান আছে বটে কিন্তু তাঁহারা পাপ হইতে পরিশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু এই প্রয়াগতীর্থ পাপ-পরিশুদ্ধি দ্বারা স্বর্গাদি দুর্লভফলও প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৩। সহস্র জন্মান্তরেও যে সকল পাপ অর্জ্জিত হয় এবং যে সকল পাপ অনন্ত ব্রত, তপঃ, দান ও জপসমূহের দ্বারা ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সেই সকল পাপও তীর্থ-রাজ প্রয়াগ গমনোদ্যত তাদৃশ পাপীজনের শরীরে ভয়ে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় অতি-শয় কম্পমান হইতে থাকে। ৬৪-৬৫। অনন্তর যখন সেই ব্যক্তি অর্দ্ধপথ অতি-ক্রমণ করত, নিজ চিত্তকে প্রয়াগ গমনের জন্য আরও দৃঢ় করেন, সেই কালেই সেই সকল পাপ সেই ব্যক্তির শরীর হইতে পদান্তর পলায়নের চেষ্টা করিয়া থাকে। অনন্তর যদি অতিশয় শুভাদৃষ্টবশে সেই ব্যক্তি তীর্থরাজ প্রয়াগের দর্শনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই দর্শনক্ষণেই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার সমূহের ন্যায় তাহার শরীর হইতে পাপসমূহ সত্বর দূরে পলায়ন করে। ৬৬-৬৭। ত্বক্, মাংস প্রভৃতি সপ্ত-ধাতুময় দেহে যত প্রকার পাপ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেই সকল পাপ, বাস্তবিক জীবগণের কেশসমূহেই অবস্থিতি করে, এই কারণে এই প্রয়াগক্ষেত্রে কেশবপন করিলে নিরাশ্রয় পাপগণ জীবদেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করে। ৬৮। এই প্রকারে কেশ বপন করিয়া নিষ্পাপ হইলে পরে, এই প্রয়াগক্ষেত্রে মনুষ্যের গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে স্নান করা বিধেয়। প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে যাহা অভিলাষ করিয়া স্নান করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। ৬৯। এই প্রকারে বিধিপূর্ব্বক প্রয়াগে স্নান করিলে বিপুল পুণ্যরাশি লাভ করিয়া, তাহার ফলে নানা প্রকার পবিত্র ভোগ উপভোগ করত সেই অর্জ্জিত পুণ্যবলেই অন্তে নিষ্পাপ হইয়া, মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৭০। যে ব্যক্তি অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার কাম পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মোক্ষের অভিলাষে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করেন; তিনি সর্ব্বকামপ্রদ তীর্থরাজ প্রসাদাৎ মোক্ষফলও লাভ করিতে পারেন, ইহা নিঃসংশয়। ৭১। ভারতাখ্য মহাবর্ষে তীর্থরাজ প্রয়াগ ছাড়িয়া, যে ব্যক্তি অন্য কোন স্থান হইতে অভিলষিত কামনা করেন; নিশ্চয়ই তাঁহার সেই কামনা সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হয় না। ৭২। হে দ্বিজ! আমি সত্যলোক এবং প্রয়াগে কোন ভেদই

দেখিতে পাই না, সেই প্রয়াগক্ষেত্রে যাঁহারা শুভকর্ম্ম করেন; তাঁহারা দেহান্তে আমার এই লোকে বাস করিতে পারেন। ৭৩। পৃথিবীমণ্ডলে যাঁহারা তীর্থসেবা করিতে অভিলাষী, তাঁহারা যেন এই তীর্থরাজ প্রয়াগ ছাড়িয়া, অন্য কোন তীর্থের সেবা করেন না। ৭৪। হে বিপ্রেন্দ্র! ভূপতি এবং ইতর কিঙ্করে যেমন প্রভেদ, সেই প্রকারে তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং অন্যান্য যাবতীয় তীর্থের অন্তর, ইহা নিশ্চয় জানিও। ৭৫। যে কোন প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি এই তীর্থরাজ প্রয়াগক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার অপঘাত মৃত্যুদোষ হয় না, প্রত্যুত সে ব্যক্তি মরণান্তে অভীপ্সিত ফল লাভ করিতে পারে। ৭৬। হে দ্বিজ! যে ভাগ্যবান্ জীবের অস্থিনিকরও অদৃষ্টবশে এই প্রয়াগক্ষেত্রে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তির কোন জন্মেও দুঃখলেশ বিদ্যমান থাকে না। ৭৭। ব্রহ্মহত্যাদি দুরপনেয় পাপসমূহ হইতে যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের বাক্যানুসারে যেন বিধিবৎ তীর্থরাজ প্রয়াগেরই সেবা করে; তাহাতেই সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, ইহা নিঃসংশয়। ৭৮। হে বিপ্রেন্দ্র শিবশর্ম্মন্! আর অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি মহতী উন্নতি প্রার্থনা করে, তাহাকে সর্ব্বথা এই সিতাসিত তীর্থের (প্রয়াগের) উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কারণ জগতীতলে এই প্রকার প্রকৃষ্ট তীর্থ আর নাই। ৭৯। তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং নিখিল ভূমণ্ডলে অন্যান্য যত কিছু তীর্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা অবিমুক্তপুরী বারাণসী অনায়াসে মুক্তিদায়িনী এই কারণে ঐ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৮০। অবিমুক্তক্ষেত্র প্রয়াগ হইতেও রমণীয় এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই, কারণ সেই বারাণসীক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বনাথ, সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন। ৮১। সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র হইতে অধিক রমণীয় স্থান ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অন্য কুত্রাপিও বর্ত্তমান নাই। ৮২। এই পঞ্চ-ক্রোশ-পরিমিত অবিমুক্তক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ডগোলক মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া গণনীয় নহে। ৮৩। প্রলয়কালে একাকার সমুদ্রও যেমন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ভগবান্ বিশ্বনাথ, সেই প্রকারে স্বকীয় ত্রিশূলাগ্র দ্বারা অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে উর্দ্ধে উঠাইয়া থাকেন। ৮৪। হে দ্বিজ! অবিমুক্তক্ষেত্র মহাদেবের ত্রিশূলাগ্র ভাগে শূন্যে অবস্থান করিতেছে। ঐ ক্ষেত্র বাস্তবিক ভূমিতে অবস্থিত নহে, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি ইহা দেখিতে পায় না; জ্ঞানিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ৮৫। এই কাশীতে সর্ব্বদাই সত্যযুগ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এই কাশীক্ষেত্রে সর্ব্বকালেই মহোৎসব বিদ্যমান। বিশ্বনাথের পবিত্র আশ্রম অবিমুক্ত ক্ষেত্রে কখনও গ্রহগণের অস্ত অথবা উদয় জন্য কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হয়

না। ৮৬। কাশীপুরীতে সর্ব্বদাই উত্তরায়ণকাল, সর্ব্বকালেই সেই স্থলে মহোদয় হইয়া থাকে। সেই বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত পুরীতে সর্ব্বদাই সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল বিদ্যমান রহিয়াছে। ৮৭। ভূমিতলে যেমন সহস্র নারী বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ কাশীও একটী সাধারণ নগরীমাত্র ইহা বিবেচনা করিও না; কারণ কাশীপুরী অনির্ব্বচনীয়রূপা এবং সর্ব্বপ্রকারে অলৌকিকী। ৮৮। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু এই কাশীপুরীকে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর প্রভু সৃজন করিয়াছেন। ৮৯। পুরাকালে যম বহুকাল ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করত ত্রৈলোক্যের সকল জীবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বারাণসী-পুরীতে তাঁহার কোন আধিপত্য নাই। ৯০। নিখিল চরাচরবাসী জীবগণের কৃত শুভাশুভ সকল কর্ম্মই চিত্রগুপ্ত অবগত আছেন, কিন্তু কাশীবাসীগণের কৃত শুভা-শুভ কর্ম্মের বিষয় জানিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। ৯১। হে দ্বিজোত্তম! কাশীপুরীতে যমদূতগণের প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই, মহাদেবের অনুচরগণই বারাণসীপুরীর রক্ষা করিতেছে। ৯২। সেই কাশীপুরীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, স্বয়ং বিশ্বনাথ তাহাদের জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। কাশীপুরীতে যাহারা পাপ করে, প্রাণান্ত হইলে স্বয়ং কালভৈরব, তাহাদের শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যমরাজের সেই সকল লোকের উপরও কোন আধিপত্য থাকে না। ৯৩। সেই কাশীপুরীতে পাপ করা কখনই উচিত নহে, কারণ পাপীগণ সেই স্থানে দারুণ রুদ্রযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। অহো! রুদ্রপিশাচত্ব নরক-যন্ত্রণা হইতেও সুদুঃসহ। ৯৪। "পাপই কর্ত্তব্য" এই প্রকার মতি যদি হয়, তবে কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র পাপ করা কর্ত্তব্য, কারণ পাপ করিবার জন্য বিপুল পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে। ৯৫। অতিশয় কামা-তুর হইলেও জীবগণ যেমন আপনার জননীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অতিশয় পাপী ব্যক্তিরও মুক্তির অভিলাষে একমাত্র কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র পাপ করাই কর্ত্তব্য। ৯৬। যাহারা পরনিন্দা করে, যাহারা পরদার অভিলাষী, তাহাদের কাশীতে থাকা উচিত নহে; কারণ কোথায় সেই পবিত্র কাশী, আর কোথায়ই বা সেই ঘৃণিত পাপকার্য্য? যাহারা প্রত্যহ প্রতিগ্রহ করিয়া, ধনের অভিলাষ করে, এবং যাহারা বঞ্চনাপূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করে, সেই সমস্ত মানব-গণেরও কাশীতে বাস করা উচিত নহে। কাশীতে সর্ব্বদা পরপীড়াকর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। যদি কোন দুরাত্মা এখানে আসিয়াও পরকে পীড়া প্রদান করে, তবে তাহার কাশীবাসে কি ফল হইল? ৯৭-৯৯। যাহারা মহাদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতাকে ভক্তি করে, তাহাদের কোন প্রকারেই মহা-

দেবের রাজধানীতে বাস করা উচিত নহে। ১০০। হে বিপ্র! যে সমস্ত মানব অর্থার্থী বা কামার্থী তাহাদের অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করা উচিত নহে, যেহেতু সেই ক্ষেত্র কেবল মুক্তির জন্য। যাহারা শিবনিন্দাপরায়ণ, যাহারা বেদনিন্দুক এবং যাহারা বেদাচারবহির্ভূত, তাহাদেরও বারাণসীতে বাস করা উচিত নহে। যাহারা পরদ্রোহী, যাহারা পর সম্পদ্ দেখিয়া ঈর্ষা করে এবং যাহারা পরকে ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদের পক্ষেও কাশীবাসে কোন ফল নাই। যে সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ মনোমধ্যেও কাশীর জন্য আনন্দিত না হয়, মুক্তির বার্ত্তাও তাহাদের অতি দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। এই ভূতল মধ্যে কোন স্থানেই জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতরাশি, শ্রদ্ধার সহিত দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তুলাপুরুষ প্রভৃতি দান, যম, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম, পূজা, শরীরশোষণপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা, গুরুদত্ত মহামন্ত্র জপ, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞসেবা, গুরুসেবা এবং নানাবিধ তীর্থযাত্রা করিলেও সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১০১-১০৯। যোগ ব্যতিরেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথার্থ তত্ত্বের অর্থানুশীলনের নামই যোগ। গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পথের অনুসরণ ও সর্ব্বদা অভ্যাসবশেই সেই যোগ সাধিত হইয়া থাকে। সুদূরশ্রবণ প্রভৃতি নানা প্রকার বিঘ্ন সেই যোগের বিরোধ, সুতরাং যোগাভ্যাসপূর্ব্বক এক জন্মে কেহই জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে সুব্রত! তপস্যা, জপ ও যোগ ব্যতিরেকেও এক জন্মই কাশীতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমিও পবিত্র চিত্তে কাশীতে যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, উত্তরকালে তোমার সেই পুণ্যেরও মহাফল রহিয়াছে। ১১০—১১৩। গণদ্বয়ের সমক্ষে শিবশর্ম্মাকে এই সমস্ত বলিয়া, ব্রহ্মা নিরস্ত হইলেন। মহামনা শিবশর্ম্মাও এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১১৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

—*—

চতুর্ভুজাভিষেক-কথন।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে সত্যলোকেশ্বর! সর্ব্বলোকের প্রপিতামহ বিধে! আমি আপনার নিকট কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, যদি কোন ভয় না থাকে; তাহা হইলে সে বিষয় আপনার সমীপে নিবেদন করি। ১।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছুক তোমার মনোগত সেই বিষয়টী আমার অবিজ্ঞাত নহে, তুমি নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, এই বিষ্ণুগণদ্বয় তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিবেন। এ সংসারে এই বিষ্ণুগণদ্বয়ের কোন পদার্থই অজ্ঞাত নাই, ইহাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সকল বার্ত্তাই বিদিত আছেন। ২-৩। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার করত বিদায় প্রদান করিলেন। তাঁহারাও লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ যানে আরোহণ করিয়া, বিষ্ণুলোক লক্ষ্য করত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শিবশর্ম্মা পুনর্ব্বার বিষ্ণুগণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪-৫। শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে গণদ্বয়! আমরা কতদূর আসিয়াছি এবং আর আমাদের কতদূরই বা যাইতে হইবে? হে ভদ্রদ্বয়! আমি অন্যান্য বিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা প্রসন্নচিত্তে তাহা কীর্ত্তন করুন। ৬। কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারবতী, কাশী, অযোধ্যা, মায়াপুরী ও মথুরা এই সাতটী পুরীই মোক্ষ প্রদানকারিণী, ইহা পুরাণে দেখিয়াছি। এইক্ষণে শুনিতেছি যে, ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টা আর ছয় পুরীকে ছাড়িয়া কাশীপুরীতেই কেবল মুক্তি স্থাপন করিয়াছেন, তবে কি সম্প্রতি আমার মুক্তি হইবে না? ৭-৮। এই সকল বিষয়ের যথাযথ উত্তর আপনারা আমার নিকটে প্রদান করুন। শিবশর্ম্মার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, গণদ্বয় আদরপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯। গণদ্বয় কহিলেন, হে অনঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিতেছি। ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই অবগত আছি। ১০। হে বিপ্র! সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যে পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়, সমুদ্র, গিরি ও কানন-বেষ্টিত সেই স্থানকে পৃথিবী বলা যায়, উপরিভাগে তাবৎ পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও বর্ত্তুলাকারমিত অবকাশকে আকাশ কহা যায়। ভূমি হতে লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্য অবস্থান করেন। ১১-১২। হে শিবশর্ম্মন্! সূর্য্য হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে চন্দ্র অবস্থান করেন। চন্দ্র হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। ১৩। হে সৌম্য! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরিভাগে বুধগ্রহ বিরাজমান, বুধ হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরে শুক্র, শুক্র হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরিভাগে মঙ্গলগ্রহ বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৪। মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরিভাগে শনৈশ্চর বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৫। শনৈশ্চর হইতে লক্ষযোজন উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থান করিতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষ-

যোজন উপরে ধ্রুব অবস্থিত। ১৬। ধরণীতলে পাদচারে যে বস্তুর উপর গমন করা যায়, তাহাকে ভূলোক বলা যায়। সমুদ্র, দ্বীপ ও কানন এ সকলকেও ভূলোক বলা যায়। ভূলোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক বলিয়া কীর্ত্তিত। হে বিপ্র! আদিত্য হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক বলা যায়। ১৭-১৮। ক্ষিতি হইতে এককোটি যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক। ভূলোক হইতে দুই কোটি যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক অবস্থান করিতেছে, ইহা পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ জনগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৯। ভূতল হইতে চারিকোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। ক্ষিতি হইতে অষ্টকোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক রহিয়াছে, ইহা শাস্ত্রে কথিত হয়। ২০। যে স্থানে সকল জীবের অভয়দাতা ভগবান্ শ্রীপতি সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন, সেই বৈকুণ্ঠলোক সত্যলোকের উপরিভাগে, ভূতল হইতে ষোড়শকোটি যোজন ঊর্দ্ধে বিরাজমান। সেই বৈকুণ্ঠ হইতে ষোড়শগুণ ঊর্দ্ধে শিবলোক কৈলাস অবস্থিত, সেই কৈলাসে পার্ব্বতীর সহিত মহাদেব, গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও নন্দি প্রভৃতি পারিষদগণে বেষ্টিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের স্থিতি প্রযুক্ত কৈলাস সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২১-২৩। নিজ লীলাবশে নানা প্রকার মূর্ত্তিধারী সেই অদ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের ক্রীড়ার্থেই এই জগৎ সৃষ্ট এবং এই সংসার সেই বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাত পরম ব্রহ্মের আজ্ঞাকারী। ২৪। সেই বিশ্বনাথ সকলেরই শাসক, কিন্তু তাঁহার শাসক কেহ নাই। তিনি স্বয়ং ভূতগণকে সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, আবার প্রলয়কালে বিনাশও করিতেছেন। ২৫। সেই বিশ্বনাথ অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই সর্ব্ব প্রকার উত্তম করিয়া থাকেন। এ সংসারমধ্যে তাঁহার প্রবর্ত্তকও কেহ নাই, নিবর্ত্তকও কেহ নাই। যিনি সাক্ষাৎ অমূর্ত্ত পরমব্রহ্ম অথচ যিনি শ্রুতিকীর্ত্তিত সগুণ সমূর্ত্ত ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, সত্য এবং সর্ব্বথা দ্বৈতবিবর্জ্জিত। ২৭। যিনি সকল কারণ হইতে পরাৎপর ও সর্ব্ব হইতে উৎকৃষ্টরূপ ব্রহ্মস্বরূপ যে পরমেশ্বরের আনন্দই সাক্ষাৎ স্বরূপ, ইহা শ্রুতিসমূহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২৮। বেদচতুষ্টয়, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাঁহার বাস্তবিক তত্ত্ব অবগত নহেন, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। ২৯। যিনি স্বকীয় তত্ত্ব আপনিই অবগত আছেন, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। যিনি যোগিগম্য, যাঁহার কোন নাম নাই অথচ যিনি কেবল প্রমাণমাত্র-গোচর। ৩০। যিনি নানা রূপ অথচ যাঁহার কোন রূপ নাই, যিনি সর্ব্বগত হইয়াও জীবগণের ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, যিনি অনন্ত অথচ যিনি মহাকালরূপী, যিনি

সকল বিষয়ের বেত্তা এবং সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়াবর্জ্জিত। ৩১। সেই ভগবান্ মহেশ্বরের স্বরূপ এই প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, অর্দ্ধচন্দ্র তাঁহার ললাটভূষণ, তাঁহার গলদেশ তমালসদৃশ নীলবর্ণ ও ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র অতিশয় বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ৩২। তাঁহার বামার্দ্ধ স্ত্রী মূর্ত্তিতে শোভা পাইতেছে, অনন্ত নাগ তাঁহার হস্তে ভূষণরূপে বিরাজমান, মন্দাকিনীর তরঙ্গ নিবহের সম্পর্কে তাঁহার জটাজূট সর্ব্বদা প্রক্ষালিত। ৩৩। কামদেবের শরীর দাহে সঞ্জাতভস্মরাজির সম্পর্কে সর্ব্বদা ধূলিধূসরীকৃত অবয়বসমূহে তিনি সর্ব্বদা উজ্জ্বল রহিয়াছেন। অতি মনোহর গাত্রসমূহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্পবিভূষণ ধারণ করিয়া, তিনি বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৪। সুবিশাল বৃষরাজরূপ রথে তাঁহার গতি, অজগব নামক ধনু সর্ব্বদাই তাঁহার হস্তে দেদীপ্যমান, গজচর্ম্মই তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র এবং তিনি পঞ্চবদন। ৩৫। মহামৃত্যুর ও ভয়দায়ী গণসমূহে তিনি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত, শরণাগত অর্থিগণকে তিনি ত্রাণ করিয়া থাকেন এবং তিনি ভক্তজনের নির্ব্বাণ-প্রদাতা। মনোরথপথ হইতেও তিনি অতীত এবং সর্ব্বদা তিনি প্রাণিগণকে বর প্রদানে উদ্যত রহিয়াছেন। ৩৬। হে দ্বিজ! পরাবর রুদ্ররূপে সকল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থানকারী অপরিমেয়স্বরূপ ভগবান্ মহেশ্বরের এই প্রকার স্বরূপ পুরাণাদিতে পরিকীর্ত্তিত আছে। ৩৭।

বাস্তবিক নিরাকার হইলেও মায়াবশে সাকার সেই শিবই জীবগণের ভুক্তি অথবা মুক্তির একমাত্র কারণ, মহাদেব ভিন্ন মোক্ষ প্রদান করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। ৩৮। সেই অনাখ্যেয়স্বরূপ ভগবান্ দৃশ্যাদৃশ্যরূপী জনার্দ্দন, এই অখিল চরাচর বিশ্বকে মহাদেবের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকার মৃড়ানীপতি মহেশ্বরও এই নিখিল জগৎকে ভগবান্ বিষ্ণুর অধীন করিয়া, নিত্য নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ লীলা করিতেছেন। ৩৯-৪০। শিবও যেমন বিষ্ণুও সেই প্রকার। যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব, শিব ও বিষ্ণুর অল্পমাত্রও ভেদ নাই। ৪১। পূর্ব্বকালে মহাদেব এক দিবস নিজের সিংহাসন সদৃশ একখানি বিচিত্র সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর বিষ্ণুকে উপবেশন করাইয়া, তদুপরি বিচিত্র শ্বেতছত্র প্রদান করিলেন। সেই অতি শুভ্রবর্ণ কোটি শলাকাযুক্ত এবং স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ঐ ছত্রের দণ্ড রত্নময় ও স্থূল মুক্তারাজি বিরাজিত এবং তাহার উপরিভাগে বিচিত্র কলশ বিরাজমান ছিল। রত্নময় সেই শুভ্রছত্রটী সহস্রযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই ছত্রের উভয় ভাগেই পট্টসূত্রময় বিচিত্র চামর সকল শোভা পাইতেছিল। অনন্তর মহাদেব, ব্রহ্মাদি দেবগণ, বিদ্যাধর, উরগ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধচারণগণ প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে রাজ্যাভিষেকযোগ্য সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি

দ্রব্য, প্রত্যক্ষ তীর্থজলপূরিত মনোহর পঞ্চকুম্ভ, সিদ্ধাক্ষত, দূর্ব্বা ও স্বয়ং উপস্থিত মন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহাকে নিজেই উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া, আবদ্ধমুকুট অতি রমণীয়কান্তি বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের ঈশ্বরপদে অভিষেক করিলেন। সেই অভিষেক কালে তিথি ও লগ্ন শুভ ছিল, এবং চন্দ্র ও তারাবলান্বিত ছিলেন। অভিষেক কালে বিষ্ণুর শোভা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সেই সময় ভগবান্ মহেশ্বর দেব, ঋষি, সিদ্ধ ও উরগগণ হইতে প্রত্যেকের ষোড়শ ষোড়শটী করিয়া কন্যা আনয়ন করিলেন, তাহারা সকলে মহানন্দে মঙ্গলগীত করিতে লাগিল। সেই সময় আকাশাঙ্গনে বিদ্যাধরগণ বীণা, মৃদঙ্গ, অব্জ, ভেরী, ডমরু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, আনক ও কাংস্যতাল প্রভৃতি বাদ্যনিকরের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল এবং ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে নিঃসৃত পবিত্র বেদধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ হইল। ৪২-৫১। মহেশ্বর এই প্রকারে বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের আধিপত্যে অভিষেক করিয়া, তাঁহাকে অনন্য সাধারণ নিজ ঐশ্বর্য্যসমূহ বিতরণ করিলেন। অনন্তর দেবেশ মহাদেব প্রমথগণের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে তিনি বলিলেন যে "হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণু আমারও বন্দনীয়, অতএব তুমিও ইহাঁকে নমস্কার কর"। ব্রহ্মাকে এবম্প্রকার আদেশ করিয়া ভগবান্ ভবানীপতি গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুকে স্বয়ং প্রণাম করিলেন। ৫২-৫৪। অনন্তর গণাধিপগণ, ব্রহ্মা, মরুদ্গণ, সনকাদি যোগিগণ, সিদ্ধগণ, দেবর্ষিগণ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গুহ্যক, চারণ ও ভূতগণ এবং শেষাদি বাসুকি ও তক্ষক, নাগগণ, পক্ষিগণ, কিন্নরগণ এবং সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমগণ সকলে জয় জয় রব করত, বারম্বার "নমস্কার নমস্কার" এই প্রকার শব্দ করত তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বর দেবগণের সমক্ষে বক্ষ্যমান বাক্যসমূহের দ্বারা, পরম তেজের দ্বারা বিভূষিত হরিকে স্তব করিতে লালিলেন। ৫৫-৫৮।

মহাদেব কহিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, পাতা ও হর্ত্তা, তুমিই সর্ব্বজগতের পূজ্য এবং তুমিই ত্রিজগতের ঈশ্বর। ৫৯। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রদাতা, দুর্ণয়কারীদিগের শাসনকর্ত্তা এবং সংগ্রামে আমারও অজেয় হইবে, অন্যের ত কথাই নাই। ৬০। হে বিষ্ণো! ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই ত্রিবিধশক্তি আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ৬১। হে হরে! যাহারা তোমার প্রতি দ্বেষ করিবে, আমি যত্ন সহকারে তাহাদের শাস্তি প্রদান করিব। হে বিষ্ণো! তোমার ভক্তগণকে আমি নির্ব্বাণ প্রদান করিব। ৬২। যে মায়ার প্রভাব সুরাসুরগণও বিদিত নহেন, এবং যাহার প্রভাবে

সকলেই অবিদিত-তত্ত্বতা-প্রযুক্ত মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিবে, সেই মায়াকেও তুমি গ্রহণ কর। ৬৩। তুমি আমার বাম-বাহু-স্বরূপ এবং ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ-বাহু-স্বরূপ, কিন্তু তথাপি তুমি এই বিধাতার পালক এবং জনক হইবে। ৬৪।

এই প্রকারে হরিকে বৈকুণ্ঠেশ্বরত্ব প্রদান করিয়া, পার্ব্বতীপতি মহেশ্বর স্বয়ং কৈলাসপর্ব্বতে প্রমথগণের সহিত লীলা করিতেছেন। ৬৫। সেই সময় হইতে ভগবান্ শার্ঙ্গপাণি দানবান্তক গদাধর হরি এই অখিল ত্রৈলোক্য পালন করিতেছেন। ৬৬।

হে বিপ্র! এই তোমার নিকট লোকসমূহের পরিস্থিতি সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে তোমার নির্ব্বাণের কারণ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইব। ৬৭। এই পবিত্র আখ্যানটী যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে, সে অন্তে স্বর্লোক প্রাপ্ত হইয়া, পরে কাশীতে নির্ব্বাণপদবী লাভ করিতে পারিবে। ৬৮। যজ্ঞোৎসবে, বিবাহে, অখিল মঙ্গলকার্য্যে, রাজ্যাভিষেক সময়ে, দেবস্থাপন কর্ম্মে, সর্ব্বপ্রকার অধিকার প্রদান ও গৃহপ্রবেশকালে কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই উপাখ্যানভাগটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই আখ্যানটী পাঠ করিলে, অপুত্রব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে, নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্ হয়, রোগী পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করে এবং বদ্ধ ব্যক্তিও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৬৯-৭১। অমঙ্গলসমূহের বিনাশক এবং হরি ও হরের প্রীতিকর এই উপাখ্যানটী মঙ্গলপ্রার্থী জনের সর্ব্বদা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ৭২।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! তোমার ভাবী পুণ্যফলবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তুমি এই বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মার বর্ষপরিমিত কাল অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করত, সুতীর্থে মৃত হইয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার অবশিষ্ট পুণ্যফলে নন্দিবর্দ্ধন নামক নগরে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং তথায় বল ও বাহনসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ, রমণীয় সুবর্ণ ভূষণে বিভূষিত এবং

প্রত্যহ ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানকারী হৃষ্টপুষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সংসেবিত, সর্ব্বদা শস্যসমূহে পরিপূর্ণ ও উর্ব্বরা ক্ষেত্রনিচয়ে পরিব্যাপ্ত, উত্তম দেশ, উত্তম প্রজা, নানাবিধ তৃণ, বহুতর গো-ধন এবং নানা দেবালয়সমূহের দ্বারা সুশোভিত নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিবে। যে রাজ্যের গ্রামসমূহ সুন্দর যূপকাষ্ঠ[১] এবং বহুতর ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, যথায় কৃত্রিম উদ্যানসমূহ নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ এবং যাহার ভূমিসমূহ পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরনিচয়ে পরিবেষ্টিত, যথায় নদীসমূহের জল অতি উৎকৃষ্ট, অথচ যেখানে জনসমূহ দম্ভ বিবর্জ্জিত। যথায় কুলসমূহই কুলীন কিন্তু অন্যায়ার্জ্জিত ধনসমূহ কুলীন[২] নহে। যেখানে নারীগণেই বিভ্রম[৩] কিন্তু পণ্ডিত জনে নহে। যেখানে কৃষ্ণপক্ষে রাত্রিই তমোযুক্ত[৪] কিন্তু মানবগণ নহে। যেখানে স্ত্রীগণই রজোযুক্ত[৫], কিন্তু ধর্ম্মশীল মানবগণ নহে। ১-১০। যেখানে মানবগণের মনই অনন্ধ[৬] কিন্তু ভোজন নহে। যেখানে রথই অনয়[৭] কিন্তু রাজপুরুষ নহে। যে রাজ্যে পরশু, কুদ্দাল, বালব্যজন এবং ছত্রসমূহেই দণ্ড, কিন্তু ক্রোধ বা অপরাধ জন্য নহে। যেখানে আক্ষিক[৮] সমূহ ভিন্ন অন্যত্র পরিদেবন[৯] নাই এবং যেখানে আক্ষিকগণই পাশকপাণি[১০]। যে রাজ্যে জলেতেই জড়তা এবং স্ত্রীগণের মধ্যদেশই দুর্ব্বল। যেখানে সীমন্তিনীগণই কঠোর হৃদয় কিন্তু মানবগণ নহে। যেখানে ওষধিতেই কুষ্ঠ[১১] যোগ আছে কিন্তু মানবগণে নহে। যেখানে রত্নসমূহই বেধ[১২] কিন্তু অন্যত্র নহে এবং মূর্ত্তিকরসমূহেই শূল[১৩] কিন্তু অন্য কাহাতেও নহে। ১১-১৫। যেখানে সাত্ত্বিকভাব হইতেই কম্প উৎপন্ন হয় কিন্তু ভয়াদি হইতে নহে। যে রাজ্যে সংজ্বর[১৪] কাম হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্য কোন কারণে নহে। যেখানে পাপেরই দারিদ্র্য (অভাব) কিন্তু ধনাদির নহে। যেখানে সর্ব্বদা পাপই দুর্লভ কিন্তু অন্য কোন বস্তু নহে। যে রাজ্যে হস্তীসমূহ ব্যতীত অন্য কেহ প্রমত্ত নহে। জলাশয়ে তরঙ্গদ্বয়ের যুদ্ধ

১। যজ্ঞীয় কাষ্ঠবিশেষ।
২। পৃথিবীতে লীন, পক্ষান্তরে সৎকুলবান্।
৩। কামভাব, পক্ষান্তরে অজ্ঞান।
৪। অন্ধকার, পক্ষান্তরে তমোগুণ।
৫। ঋতুকালীন শোণিত, পক্ষান্তরে রজোগুণ।
৬। গর্ব্বরহিত, পক্ষান্তরে অন্ন-বিরহিত।
৭। লৌহরহিত, পক্ষান্তরে নীতিরহিত।
৮। অক্ষক্রীড়াকারী।
৯। দ্যূতক্রীড়া এবং প্রলাপবাক্য।
১০। অক্ষহস্ত এবং রজ্জুবদ্ধহস্ত।
১১। ওষধিবিশেষ, পক্ষান্তরে কুষ্ঠরোগ।
১২। ছিদ্র, পক্ষান্তরে তাড়ন।
১৩। খোদকাস্ত্র, পক্ষান্তরে রোগবিশেষ।
১৪। কামজনিত ক্ষোভ, পক্ষান্তরে সন্তাপ

ব্যতীত যেখানে আর কাহাতেও যুদ্ধ হয় না। যেখানে গজসমূহেই দান[১৫] হানি কিন্তু মানবে নহে এবং যেখানে ভ্রমগণেই কণ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে জনসমূহেই বিহার[১৬] কিন্তু কাহারও বক্ষঃস্থলে নহে। যেখানে বাণেতেই গুণ-বিশ্লেষ এবং পুস্তকেই সুদৃঢ় বন্ধোক্তি। যেখানে সন্ন্যাসীজনেই স্নেহত্যাগ[১৭] এবং দণ্ডবার্ত্তা কিন্তু অন্যত্র নহে। যেখানে চাপেতেই মার্গণ[১৮] এবং ব্রহ্মচারিগণই ভিক্ষুক। যেখানে ক্ষপণকগণই মল ধারণ করিয়া থাকে এবং যে রাজ্যে মধুব্রত-সমূহই প্রায়শঃ চঞ্চল বৃত্তি হইয়া থাকে। ১৬-২১। এতাদৃশ গুণরাশি-বিভূষিত সেই দেশে, তুমি শৌর্য্যাদি গুণসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া, রাজধর্ম্ম অনুসারে প্রজা-পালন করিবে এবং তুমি অতিশয় রূপবান্ ও ঔদার্য্যগুণযুক্ত হইবে। অতিশয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট দশ হাজার নারী তোমার রাজ্ঞী হইবে এবং তাঁহাদের গর্ভে তোমার তিন শত পুত্র হইবে। তোমার নাম বৃদ্ধকাল হইবে ও তুমি অতিশয় তেজস্বী হইবে এবং শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া অনেক যুদ্ধে জয়ী হইবে। এবং বহু অর্থ বিতরণ করত, যাচকগণকে পরিতৃপ্ত করিবে ও বহুতরগুণে পরিপূর্ণ হইবে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার দেহপ্রভা হইবে এবং বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের অন্তে অবভৃত স্নানে তোমার কেশসমূহ ক্লিন্ন থাকিবে ও তুমি রাজগণের শ্রেষ্ঠ হইবে। তুমি প্রজাপালনসম্পন্ন হইয়া, কোষসঞ্চিত ধনরাশির দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিবে এবং হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা গোবিন্দের পদারবিন্দ ধ্যান করত বাসুদেবকথালাপেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিবে। ২২-২৭।

হে দ্বিজ! কোন সময়ে তোমার অদৃষ্টগুণে বারাণসী হইতে কতকগুলি যাত্রী রাজসভায় সমাগত হইয়া, তোমাকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, "সমস্ত জগতের গুরু দেবদেব কাশীপতি শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর তোমার কুমতি অপনয়ন করুন, তিনি স্মরণ মাত্রেও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই কাশীনাথ তোমাকে নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করুন, যে পুণ্যফলে তুমি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই পুণ্যের অবশিষ্ট ফলে তোমার বিশ্বনাথে মতি হউক। যাঁহার কৃপায়, আয়ু, বস্ত্র, পুত্র, স্ত্রী, বহুতর ঐশ্বর্য্য স্বর্গ এবং মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিশ্বনাথ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাঁহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকসমূহ বিলয়-প্রাপ্ত হয়, সেই বিশ্বনাথ তোমার হৃদয়ে অবস্থান করুন"। ২৮-৩৪। তুমি যখন

১৫। মদজল পরিত্যাগ, পক্ষান্তরে দানের অভাব। ১৬। ক্রীড়া, পক্ষান্তরে হার (কণ্ঠভূষণ) শূন্য। ১৭। মমতা-পরিত্যাগ এবং তৈলাদি ত্যাগ। ১৮। বাণ, পক্ষান্তরে প্রার্থনা।

বৃদ্ধকাল নৃপতিরূপে এই সমস্ত আশীর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমাদের কথিত এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবে, তখন তোমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। তুমি কোন প্রকারে আকার গোপন করত যাত্রিগণকে বহুতর ধন প্রদান করিয়া বিদায় করিবে। অনন্তর উত্তম সময় দেখিয়া পুত্রগণে রাজ্যভার প্রদান করত, অনঙ্গলেখা নাম্নী রাজ্ঞীর সহিত তুমি কাশীতে গমন করিবে। এবং তথায় বহুতর অর্থদান করত, অর্থিজনকে সন্তৃপ্ত করিয়া; নিজের নামে নির্ব্বাণের কারণ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবে ও তথায় উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার উপর বিধিমত কলসারোপণাদি করিবে এবং তাহার সম্মুখে এক উৎকৃষ্ট কূপ নির্ম্মাণ করাইবে। এবং তথায় মণি, মাণিক্য, পীতবসন, হস্তী, অশ্ব, গো, মহাধ্বজ-পতাকা, ছত্র, চামর, দর্পণ এবং নানাবিধ দেবোপকরণ দান করিয়া, নিরালস্যভাবে ব্রত, উপবাস, নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে থাকিবে। এক দিবস মধ্যাহ্নকালে তথায় তুমি একটী তপোধন দেখিতে পাইবে। ৩৫-৪১। সেই তপোধনের দেহ অতিশয় জীর্ণ, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, তিনি দেখিতে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এবং সমস্ত জনমনোহর। তুমি তাঁহাকে একটী যষ্টির উপর সমস্ত দেহভার বিন্যাস করিয়া শিবমন্দির হইতে নির্গত হইয়া, রঙ্গমণ্ডপ মধ্যে আগমন করিতে দেখিতে পাইবে। ৪২-৪৩। তিনি তোমার নিকট আগমন করত, উপবিষ্ট হইয়া তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমি কে? এখানে কি নিমিত্ত অবস্থান করিতেছ? (তোমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া) তোমার নিকট এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই বা কে? কে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে? এবং এই লিঙ্গেরই বা কি নাম? আমি বার্দ্ধক্যনিবন্ধন প্রায় কিছুই জানি না, তুমি যদি অবগত থাক, তাহা হইলে বল। ৪৪-৪৫। তুমি সেই বৃদ্ধ তপস্বী কর্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিবে যে," আমি বৃদ্ধকাল নামে দক্ষিণদেশী একজন রাজা, এই সহধর্ম্মিণীর সহিত এস্থানে আগমন করিয়াছি, এবং এই লিঙ্গেরই ধ্যান করিতেছি, আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই। হে জটিল! স্বয়ং মহাদেবই এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এই লিঙ্গের যথার্থ কি নাম, আমি তাহা বিশেষরূপে অবগত নহি"। ৪৬-৪৮। তখন তোমার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই জটাধর বলিবেন যে, "তুমি এই লিঙ্গের নাম জানন৷ ইহা সত্যই বলিয়াছ, আমি সর্ব্বদাই তোমাকে নিশ্চল ভাবে এই স্থানে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছে তাহা অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে, অতএব যদি যথার্থ জান, তাহা হইলে আমাকে বল"। তুমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিবে যে, "মহাদেবই কর্ত্তা এবং তিনিই

কারয়িতা, ইহা কি আমি মিথ্যা বলিতেছি ? অথবা হে বিভো! হে তপস্বিন্! এই সমস্ত কথায়ই বা আমার প্রয়োজন কি ?” এই কথা বলিয়া তুমি মৌন অবলম্বন করিলে পরে, পুনরায় সেই বৃদ্ধ তাপস বলিবেন যে, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে শীঘ্র জল আনিয়া দেও। অনন্তর তুমি সেই কূপ হইতে জল আনয়ন করত তাঁহাকে পান করাইবে। সেই জল পান করিবা মাত্র সেই বৃদ্ধ তপোধন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া, তারুণ্য প্রাপ্ত হইবেন। সর্প যেমন ফণা উন্মুক্ত করত পুনরায় তারুণ্য লাভ করে, তদ্রূপ বৃদ্ধেরও তরুণতা দর্শনে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, “হে ভগবন্! ইহা কোন্ মহিমা, যাহাতে আপনি বার্দ্ধক্য পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষণেই পুনরায় তারুণ্য লাভ করিলেন ? হে তপোধন! যদি আপনার অবকাশ থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ইহা বলুন”। ৪৯-৫৭।

তপোধন কহিলেন, হে রাজন্ বৃদ্ধকাল! হে মহামতে! আমি তোমাকে এবং তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে বিশেষ রূপে জানি। তোমার এই সহধর্ম্মিণী এই জন্মের পূর্ব্বজন্মে তুর্ব্বসু নামক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। তুর্ব্বসু, মহাত্মা নৈধ্রুবের সহিত ইঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা নৈধ্রুব অপ্রাপ্ত যৌবনাবস্থাতেই নিধন প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি শুভাচারে বৈধব্য-ব্রতপালন করত অবন্তীপুরীতে মৃত হন। সেই পুণ্যফলে ইনি এ জন্মে পাণ্ড্য নৃপতির কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তুমি ইঁহার পাণিগ্রহণ কর। ইনি সর্ব্বদা পতিব্রতে রত এবং এখানে পর্য্যন্ত তোমার সহিত আগমন করিয়াছেন, ইহাতে ইনি পরম মুক্তিলাভ করিবেন। ৫৮-৬২। হে নৃপ! অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, দ্বারবতী, কাঞ্চী কিম্বা মায়াপুরীতে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা অতিশয় পাতকী হইলেও, স্বর্গাদি ভোগ করত পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৬৩-৬৪। হে নৃপ! আমি তোমাকেও জানি, তুমি পূর্ব্বজন্মে শিবশর্ম্মা নামে মাথুর ব্রাহ্মণ ছিলে, এবং মায়াপুরীতে দেহত্যাগ করিয়াছিলে; সেই পুণ্যফলে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করত নানাবিধ মনোহর ভোগনিচয় করিয়া, সেই পুণ্যের অবশিষ্ট ফলে নন্দিবর্দ্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে নৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আর সেই পুণ্যেরই অবশিষ্ট ফলে এই কাশীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ এবং উৎকৃষ্ট মুক্তিলাভ করিবে। ৬৫-৬৭। হে রাজেন্দ্র! আরও একটী বিষয় শ্রবণ কর, তুমি যে বলিলে “এই প্রাসাদের কর্ত্তা এবং কারয়িতা মহাদেবই” এ কথা যথার্থ। আপনার সুকৃত কখনই আত্মমুখে খ্যাপন করা উচিত নহে। “আমি করিয়াছি”

এই কথা বলিবামাত্র পুণ্যক্ষয় হয়, অতএব পুণ্য করিয়া তাহা গুপ্তধনের ন্যায় গোপন করিয়া রাখা উচিত। কীর্ত্তন করিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় তাহা ব্যর্থ হয়। ৬৮-৭০। হে অনঘ! তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের প্রেরণায় এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছ, ইহা আমি জানিতেছি। ৭১। হে মহীপতে! তুমি এই লিঙ্গের নাম বৃদ্ধকালেশ্বর বলিয়া জান, ইহা অনাদি সিদ্ধলিঙ্গ, তুমি ইহার নিমিত্ত কারণমাত্র। ৭২। এই বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, নাম-শ্রবণ এবং ইহাকে প্রণাম করিলে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর কালোদকনামে এই কূপ, জরা ও ব্যাধিসমূহ বিনাশ করিয়া থাকে। ইহার জল-পান করিলে সংসারে পুনরায় মাতৃদুগ্ধ পান করিতে হয় না। যে মানব এই কূপের জলে স্নান ও তাহার দ্বারা এই শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে এক বৎসরে মনোভিলষিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৩-৭৫। এই জল পান ও স্পর্শ করিলে, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, রংঘা, বিচর্চ্চিকা, অগ্নিমান্দ্য, শূল, মেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ হয় না। যাহাদের ভৌতিক কিম্বা বিষমজ্বর হয়, তাহারা এই কূপের জল পান করিলে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। ৭৬-৭৮। তোমার সম্মুখেই এই জল পান করিয়া, আমি ক্ষণমধ্যে জরা হইতে বিমুক্ত হইয়া নবীন দেহ লাভ করিলাম। ৭৯। বৃদ্ধকালেশ্বর মহাদেবের সেবা করিলে, দরিদ্রতা, উপসর্গ, রোগ, পাপ কিম্বা পাপ-জনিত ফলভোগ করিতে হয় না। বারাণসীতে যাহারা সিদ্ধির অভিলাষ করিবে, তাহাদের যত্ন-সহকারে কৃত্তিবাসের উত্তরদিকে অবস্থিত বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিয়া সেই তপোধন তোমাকে ও অনঙ্গলেখাকে হস্তে ধারণকরত, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইবেন। মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল, এই নাম কীর্ত্তন করিলে, বহুবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (গণদ্বয় কহিলেন) তুমি বৈকুণ্ঠনগরে বিষ্ণু-দর্শনের অনন্তর বহুবিধ সুখ, ভোগ করিয়া পরে, এইরূপে মুক্তি লাভ করিবে। গণদ্বয়ের মুখে শিবশর্ম্মা এই রূপ স্বীয় ভাবী বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সম্মুখে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিলেন। ৮০-৮৫।

অগস্ত্য কহিলেন, হে লোপামুদ্রে! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই শিবশর্ম্মা, মায়াপুরীতে প্রাণত্যাগজনিত পুণ্যফলে, বৈকুণ্ঠে মনোহর ভোগনিচয় ভোগ করিয়া, তথা হইতে নন্দিবর্দ্ধন নগরে জন্মগ্রহণ করত পৃথিবীর যাবতীয় সুখভোগ করিয়া, সুন্দর পুত্র উৎপাদন করত, তাহাদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক বারাণসীতে আগমন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন। ৮৬-৮৮। বিপ্রবর শিবশর্ম্মার

এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। ৮৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ ও অগস্ত্যের দর্শন।

বেদব্যাস কহিলেন, হে সূত! শ্রবণ কর, আমি অগস্ত্যের বৃত্তান্ত বলিতেছি; যাহা শ্রবণ করিলে, মানব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জ্ঞানভাজন হইতে পারে। ১। অগস্ত্য পত্নীর সহিত শ্রীপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি রমণীয় ও বিস্তৃত স্কন্দ-বন দেখিতে পাইলেন। সেই বন, সমস্ত ঋতুর কুসুমসমূহ এবং নানাবিধ ফলশালী পাদপসমূহে পরিপূর্ণ। বহুতর কন্দমূল ও উত্তম বল্কলবিশিষ্ট মহীরুহগণ-কর্ত্তৃক সেই বনভূমি পরিপূর্ণ। তথায় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নাই, সেই বন ভূমি, নদী ও পল্লীসমূহে আবৃত। স্বচ্ছজলসম্পন্ন গভীর জলাশয়সমূহ তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, বোধ হয় যেন, এই ভূমিই সমস্ত পৃথিবীর সারভূত। সেই বনমধ্যে বহুতর পক্ষী কলরব করিতেছে ও বহু মুনিজন তথায় বাস করিয়া আছেন, দেখিয়াই বোধ হয় যেন, ইহা তপস্যার সঙ্কেতস্থান ও সম্পদের আলয়। ২-৫। তথায় সুমেরুর ন্যায় প্রভাশালী লোহিত নামে এক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে সুন্দর গুহা, প্রস্রবণ, শিখরনিচয় শোভা পাইতেছে। নানা প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ-বিশিষ্ট কৈলাস পর্ব্বতের একটী খণ্ড যেন, তপস্যা করিবার জন্য এই বনমধ্যে সমাগত হইয়া, লোহিত পর্ব্বতরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। ৬-৭। মহাতপা মুনি-শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য তথায় সাক্ষাৎ ষড়াননকে দর্শন করিয়া, লোপামুদ্রার সহিত ভূমিতে দণ্ডবদ্ভাবে প্রণাম করত, করযোড়ে শ্রুত্যুক্ত সূক্তনিচয় ও নিজকৃত স্তুতির দ্বারা পার্ব্বতীনন্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮—৯।

অগস্ত্য কহিলেন, হে দেববৃন্দবন্দ্য! আপনার চরণকমলে নমস্কার করি। সুধার আকরস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, ষড়াননরূপধারী আপনাকে নমস্কার, আপনিই ব্রহ্মানন্দ সমুদ্ভবের কারণ, আপনি প্রণত ব্যক্তিগণের পীড়া হরণ করিয়া থাকেন, আপনিই সমস্ত মনোরথ প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা পরকে

প্রতারণা করে, আপনিই তাহাদের মনোরথসমূহ খণ্ডন করিয়া থাকেন, আপনিই প্রবল-পরাক্রান্ত তারকাসুরকে বধ করিয়াছেন, আপনিই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তস্বরূপ, আপনি সহস্রমূর্ত্তি, আপনিই গুণ ও গুণ্যস্বরূপ, আপনিই পরাৎপর, আপনি অপার পার, আপনিই পরাপর এবং আপনিই শিখিবাহন, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, আপনিই দিগম্বর, আপনিই অম্বরসংস্থিত, আপনি হিরণ্যবর্ণ, আপনি হিরণ্যবাহু, আপনি হিরণ্য এবং আপনিই হিরণ্যরেতা, আপনি তপঃস্বরূপ, আপনিই তপোধন এবং আপনি তপস্যার ফল প্রদান করিয়া থাকেন, আপনি সর্ব্বদাই কুমাররূপ, আপনি কামজেতা, আপনিই সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে তৃণবোধ করিয়া বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছেন, আপনি শরজন্মা, হে বিভো! আপনার দন্তপংক্তি প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ, আপনিই বালস্বরূপ, আপনার পরাক্রম অপরিমিত, আপনিই ষান্মাতুর এবং আপনি অনাতুর, হে প্রভো! সকাম ব্যক্তিগণের তপস্যার ফলপ্রদান কর্ত্তাগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনিই গণপতি ও আপনিই গণস্বরূপ, আপনি জন্ম ও জরা প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত, আপনিই বিশাখ, আপনিই শক্তিহস্ত, আপনি সকলের নাথ মহাদেবের কুমার, আপনিই ক্রৌঞ্চারি, আপনিই তারকাসুরনাশক, হে স্বাহেয়! হে গাঙ্গেয়! হে কার্ত্তিকেয়! হে শৈবেয়। আপনাকে বারম্বার নমস্কার। এইরূপে স্তব করিয়া, অগস্ত্যমুনি দুই তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে, কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে সম্মুখে উপবেশন করিতে বলিলেন, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য পত্নীর সহিত উপবেশন করিলেন। ১০—১৮।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে দেবগণের সাহায্যকারী মুনিবর অগস্ত্য! তোমার কুশল ত? তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, ইহা এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের উন্নতির বিষয় আমি অবগত আছি। যে ক্ষেত্রে মরণকালে মহাদেব জীবগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, ত্রিলোচন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সেই মহাক্ষেত্র কাশীতে সমস্ত মঙ্গল ত? হে মুনে! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, পাতাল কিম্বা কোন উর্দ্ধলোকে আমি আর তাদৃশ ক্ষেত্র দর্শন করি নাই। আমি এই একস্থানে অবস্থান করত, সেই ক্ষেত্রপ্রাপ্তির জন্য বহুতর তপস্যা করিতেছি, কিন্তু হে মুনে! অদ্যাপি আমার মনোরথ সফল হইল না। বহুতর পুণ্য, দান, তপস্যা, জপ এবং বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারাও সে ক্ষেত্রে লাভ করা যায় না, একমাত্র মহাদেবের অনুগ্রহেই তাহা লাভ হয়। ১৯-২৩। হে মুনে! ঈশ্বরের অনুগ্রহাধীনই সেই দুর্লভ কাশীবাস সুলভ হইয়া থাকে, কোটি কোটি পুণ্যের দ্বারাও তাহা সুলভ

নহে। ২৪। কাশী বিধাতার সৃষ্টি হইতে অতিরিক্ত, যেহেতু, স্বয়ং ঈশ্বরও সেই ক্ষেত্রের গুণবর্ণনা করিতে অসমর্থ। অহো! বুদ্ধির কি দুর্ব্বলতা! অহো! কি অভাগ্য, অহো! মোহের কি মাহাত্ম্য যে, লোকে সেই কাশীর সেবা করে না। শরীর প্রতিক্ষণই জীর্ণ হইতেছে, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়গণও প্রতিক্ষণ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এবং ব্যাধ যেমন মৃগকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ মৃত্যু প্রতিক্ষণই আয়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। অতএব সম্পদ্সমূহও বিপদ্সঙ্কুল শরীরকে অনিত্য এবং আয়ুকে চপলার ন্যায় চঞ্চল জানিয়া কাশীকে আশ্রয় করিবে। ২৫-২৮। যে পর্য্যন্ত আয়ুর শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত কাশী পরিত্যাগ করিবে না। কাল, এককলাও গণন করিতে বিস্মৃত হয় না। জরাকাল উপস্থিত হইলে, ব্যাধিসমূহ অতিশয় পীড়া প্রদান করিয়া থাকে, তখনও দেহের নানা প্রকার ব্যাপারে জীবগণ প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তথাপি কাশীর অভিলাষ করে না। ২৯-৩০। অর্থ ব্যতিরেকেও তীর্থস্নান, জপ ও পরোপকারজনক বাক্যের দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং অর্থার্জ্জনের উপায় না করিলেও ধর্ম্ম হইতে আপনিই অর্থ অর্জ্জিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব অর্থচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মই অর্জ্জন করা উচিত। ৩১-৩২। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম এবং কাম হইতে সর্ব্বপ্রকার সুখের উদয় হইয়া থাকে, ধর্ম্মেতে স্বর্গও সুলভ হয়, কিন্তু এক কাশীই দুর্লভ। ৩৩। বিশ্বেশ্বর সমস্ত শাস্ত্রার্থ নিশ্চয় করিয়া, সাধনত্রয়কেই নির্ব্বাণের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৪। তন্মধ্যে প্রথমসাধন পাশুপত-যোগ, দ্বিতীয় প্রয়াগ, তৃতীয় অনায়াস-মুক্তিপ্রদ-অবিমুক্তক্ষেত্র। ৩৫। আর শ্রীশৈল, হিমশৈল প্রভৃতি পর্ব্বতগণ, পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতি নানা দেবস্থান, ত্রিদণ্ডধারণ, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, নানা প্রকার তপস্যা ও ব্রত, যম, নিয়ম, সাগরসঙ্গম, বহুতর পুণ্যারণ্য, মানস ও ভৌমতীর্থসমূহ, ধারাতীর্থ, রেণুকা প্রভৃতি স্থান, নানা পীঠস্থান, বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রসমূহের জপ, অগ্নিতে হবন, বহুবিধ দান, নানা যজ্ঞ, দেবোপাসনা, ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, সাঙ্খ্যযোগ প্রভৃতি তত্ত্বসেবা, এ সমস্তও মুক্তির কারণ এবং বিষ্ণুর আরাধনাও মুক্তির প্রতি শ্রেষ্ঠ কারণ, আর সপ্তবিধপুরীও মুক্তির প্রতি কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬-৪১। কিন্তু এ সমস্তই কাশীপ্রাপ্তির উপায়, জন্তুগণ কাশীপ্রাপ্ত হইয়াই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, অন্য কুত্রাপিও তাহারা মুক্ত হয় না, এই জন্যই সেই কাশীক্ষেত্র অতিশয় পবিত্র। এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর সেই ক্ষেত্রই বিশ্বেশ্বরের সর্ব্বদা প্রিয়, এই জন্যই আমি সেই ক্ষেত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে সুব্রত! এস, তুমি আমাকে

তোমার দেহস্পর্শ প্রদান কর। আমি এখানে আসিয়া, কাশী হইতে সমাগত বায়ুর ও স্পর্শ অভিলাষ করিয়া থাকি, তুমি ত সেই স্থান হইতে আগমন করিতেছ। যাহারা নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া, ত্রিরাত্রও কাশীতে বাস করে, তাহাদেরও চরণরেণু স্পর্শ করিলে পবিত্র হওয়া যায়। তুমি ত সেখানে বাস করিয়াছিলে, তথায় বসিয়া বহুতরপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, উত্তরবাহিনী গঙ্গারজলে স্নাননিবন্ধন তোমার জটাসমূহ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, সেই কাশীক্ষেত্রে তোমার প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশ্বরের নিকট যে কুণ্ড আছে, তাহার জল পান করিয়াও তাহাতে স্নান করত, উদক-ক্রিয়া করিয়া, শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধবিধানে পিতৃগণের পিণ্ড প্রদান করিলে, জীব কৃতকৃত্য হয় এবং বারাণসীর ফললাভ করে। কার্ত্তিকেয় এই কথা বলিয়া, অগস্ত্যের সমস্ত গাত্র স্পর্শ করত, অমৃত সরোবরে স্নানের ন্যায় সুখ লাভ করিলেন এবং "জয় বিশ্বেশ" এই কথা বলিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪২-৫১। অনন্তর স্কন্দ, ধ্যান পরিত্যাগ করত নির্ম্মল মনে প্রসন্নবদনে অবস্থিত হইলে, অগস্ত্য মুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫২।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্ ষড়ানন! পুরাকালে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বারাণসীর যে মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া সে সমস্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন, কারণ সেই বারাণসী আমার অতিশয় রুচিকর। ৫৩—৫৪

স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে! পুরাকালে আমার মাতার নিকট অবিমুক্ত-ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভগবান্ যাহা বলিয়াছিলেন এবং মাতার ক্রোড়ে অবস্থান করত, আমি স্থিরচিত্তে যে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম, কাশীর সেই সকল মহাত্ম্য আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। অবিমুক্তক্ষেত্র গুহ্য হইতে গুহ্যতর, তথায় সর্ব্বদা সিদ্ধি এবং স্বয়ং মহেশ্বর অবস্থান করেন। সেই ক্ষেত্র ভূর্লোকে সম্বদ্ধ নহে, তাহা অন্তরীক্ষেই অবস্থিত, অযোগিগণ তাহা দেখিতে পান না কিন্তু যোগিগণ তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি তথায় বাস করে, সে ত্রিকালীন ভোজন করিলেও; বায়ুভোজীর তুল্য হয়। যে ব্যক্তি এক নিমেষ পরিমিতকাল ব্যাপিয়াও সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভক্তিমান্ হয়, সে ব্যক্তি মহৎ তপস্যার ফল লাভ করে। ৫৫-৬০। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া লঘু আহার করত, একমাস কাল সেই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহার সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, পরধনে স্বীয় দেহ পুষ্ট না করিয়া; পরান্ন পরিত্যাগ করত, পরাপবাদ রহিত ও কিঞ্চিদ্দানপরায়ণ হইয়া সম্বৎসরকাল

তথায় বাস করে, অন্য স্থানে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া মহাতপস্যা করিলে যে ফল হয়, তাহার সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ৬১-৬৩। যে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, জরা ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করত যাবজ্জীবন তথায় বাস করে, সে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্র যোগবলে শতজন্মেও যে গতি লাভ করা যায় না, কাশীতে মহাদেবের কৃপায় অনায়াসে সেই গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মহত্যাকারীও যদি দৈবাৎ বারাণসীতে গমন করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবলে তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিবৃত্তি পায়। ৬৪-৬৬। এবং সে ব্যক্তি যদি যাবজ্জীবন তথায় বাস করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার ত কথাই নাই, প্রকৃতিও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনন্যচেতা হইয়া, সেই ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে; সে ব্যক্তি জরা, মৃত্যু এবং দুঃসহ গর্ভবাস পরিত্যাগ করে। বুদ্ধিমান্ মানব যদি জগতে পুনর্ব্বার আসিতে ইচ্ছা না করে, তবে সে দেবর্ষিগণনিষেবিত-অবিমুক্তক্ষেত্রের সেবা করিবে। ৬৭-৬৯। এবং কখনও সংসার-ভয়মোচন-অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে না, কারণ দেবদেব বিশ্বনাথকে প্রাপ্ত হইয়া সে ব্যক্তির আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কাশীতে সহস্র পাপ করিয়া, রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু শতযজ্ঞের দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গও কিছুই নহে। অন্তিমকালে মানবগণ যখন বাত দ্বারা মর্ম্মে ব্যথা পাইতে থাকে, তখন তাহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া আসে, কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ কালে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহাদের কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ দেন, তাহাতে তাহারা ব্রহ্মময়তা লাভ করিয়া থাকে। এই সমস্ত জাগতিক পদার্থ অনিত্য এবং পাপময় জানিয়া, মানব সংসারভয়নাশন-অবিমুক্তক্ষেত্র আশ্রয় করিবে। যে ব্যক্তি নানা প্রকার বিঘ্নের দ্বারা ব্যথিত হইয়াও কাশী পরিত্যাগ না করে, সে ব্যক্তি নৈঃশ্রেয়সী মুক্তিসম্পদ লাভ করত, দুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭০-৭৫। যে কাশী পাপসমূহকে বিনষ্ট করেন, যিনি পুণ্যরাশি প্রদান করেন, এবং যিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, কোন্ বিজ্ঞব্যক্তি অন্তিমকালে সেই কাশীকে আশ্রয় না করিয়া থাকেন? মেধাবী মানব এই সমস্ত জানিয়া কখনই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে না, কারণ অবিমুক্তের প্রসাদে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি ছয়টী মুখের দ্বারা অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কি প্রকারে বর্ণন করিব, সহস্রবদনও কাশীর মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। ৭৬—৭৮।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

—*—

মণিকর্ণিকাখ্যান-কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্ স্কন্দ! আমার প্রতি আপনার যদি বিশেষ প্রসন্নতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে যে বিষয়টী বহুদিন হইতে অজ্ঞাত রহিয়াছে; আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ১। হে ভগবন্! এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র ভূমণ্ডলে কোন্ সময় হইতে প্রকৃষ্টরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, এই অবিমুক্তক্ষেত্র কি কারণে বা মোক্ষপ্রদ হইয়াছে। ২। এই কাশীপুরীতে মণিকর্ণিকাই বা কি নিমিত্ত সকল সংসার-মধ্যে পূজনীয়া, হে প্রভো! যখন অমরনদী-গঙ্গা ভূমণ্ডলে আগমন করেন নাই, তখনই বা মণিকর্ণিকাতে কি ছিল? ৩। সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কি কারণেই বা "বারাণসী" "কাশী" ও "রুদ্রাবাস" এই সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে? ৪। হে প্রভো! শিখিধ্বজ! অবিমুক্তক্ষেত্র কি কারণেই বা "মহাশ্মশান" বলিয়া বিখ্যাত, এই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমার বহুকাল হইতে অভিলাষ রহিয়াছে, হে প্রভো! আমার সন্দেহ দূর করুন। ৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! তুমি যে সমস্ত অতুলনীয় প্রশ্নসমূহ করিয়াছ, পূর্ব্বকালে কোন দিবস জননী অম্বিকা পিতা মহাদেবের নিকট এই সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব মহাদেব, জগন্মাতা অম্বিকার নিকট যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তৎকালে আমি সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, এইক্ষণে তোমার নিকট সেই সকল যথাশ্রুত-বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ৬—৭।

মহাপ্রলয়কালে সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমপদার্থ নষ্ট হইলে পর, ঘন অন্ধকার সর্ব্বব্যাপকভাবে অবস্থিত ছিল। সেই সময় গগনে সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ এবং তারকারাজি কিছুই বিদ্যমান ছিল না। অহোরাত্র, অগ্নি ও ভূতল প্রভৃতির কোন পদার্থই তৎকালে বর্ত্তমান ছিল না। সেই সময় প্রধান (প্রকৃতি) ব্যক্তভাব পরিহার করিয়াছিল, এমন কি সেইকালে গগন পর্য্যন্তের অব্যক্তপ্রকৃতিতে লয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র আত্মস্বরূপ জ্যোতিই সেইকালে দেদীপ্যমান ছিল। সেই মহাপ্রলয়কালে পরমাত্মপ্রতিবিম্বাশ্রয় বুদ্ধিতত্ত্বের প্রকৃতিতে বিলয়প্রযুক্ত দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি জন্যধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান ছিল না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস

ও গন্ধ এই পঞ্চগুণেরও সত্তা সেইকালে বিলুপ্ত ছিল, দিক্‌সমূহও সেইকালে অব্যক্তভাব ধারণ করিয়াছিল। ৮—১০।

এই প্রকারে সকল পদার্থই নিরন্তর গভীর অন্ধকারময় হওয়ার পর, বেদসমূহে যাঁহার অদ্বিতীয়স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, যিনি মনের গোচর নহেন, বাক্যও যাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ, যাঁহার নাম বা রূপ নাই, যিনি স্থূল বা কৃশ নহেন, যাঁহার হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা নাই, লঘুত্ব বা গুরুত্ব গুণ যাঁহাতে নাই, যিনি সর্ব্বকালেই বৃদ্ধি ও ক্ষয়বিবর্জ্জিত, বেদও, পুনঃপুনঃ চকিতের ন্যায় যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, যিনি সাক্ষাৎ সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ, যাঁহার জ্যোতিঃ পরম আনন্দময়, যিনি অপ্রমেয়, যাঁহার কোন আধার নাই, যিনি বিকাররহিত ও নিরাকার, যিনি নির্গুণ, যোগীগণই যাঁহাকে জানিতে পারে। যিনি সর্ব্বব্যাপী, একমাত্র কারণস্বরূপ এবং নির্বিকল্প, যাঁহার কোন প্রকার আরম্ভ নাই, যিনি মায়ারহিত সুতরাং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবশূন্য। মায়াবশে সমুদিত যে ভগবান্, নানা প্রকার পার্থিব নামাদি দ্বারা বিকল্পিত হইয়া থাকেন। সেই অপ্রমেয়স্বরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পরমব্রহ্মের, দ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হইল। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি-বিরহিত সেই সনাতন ব্রহ্ম, নিজ লীলাপ্রভাবেই স্বকীয় একটী দ্বিতীয় মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। ১১-১৭।

সেই দ্বিতীয়মূর্ত্তি, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যগুণেযুক্ত, তাহাতে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান বিরাজমান, সেই মূর্ত্তি সর্ব্বগামিনী, সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বদর্শনকারিণী ও সর্ব্বনির্ম্মাণ-কর্ত্রী। ১৮। সেই মূর্ত্তি সর্ব্বজীবগণেরই বন্দনীয় এবং নিখিল পদার্থকে সংস্কৃত করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধস্বরূপা ঈশ্বরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সর্ব্বগত অব্যয় পরমব্রহ্ম অন্তর্দ্ধান করিলেন। ১৯। হে পার্ব্বতি! আমিই সেই অমূর্ত্ত পরম-ব্রহ্মের দ্বিতীয় ঈশ্বর-মূর্ত্তি। হে শিবে! আমাকেই পণ্ডিতগণ নবীন ও প্রাচীন ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অনন্তর অদ্বিতীয়স্বরূপ আমি, বিহার করিবার অভিলাষে নিজের শরীর হইতে স্বীয় শরীরের অব্যাঘাতে প্রকৃতিকে সৃজন করিলাম। ২০-২২। পণ্ডিতগণ, সেই প্রকৃতিকে "প্রধান, মায়া, গুণবতী, পরা, বুদ্ধিতত্ত্বের জননী ও বিকারবর্জ্জিতা" এই সকল নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২৩। কালস্বরূপী আদিপুরুষ আমি সেই শক্তির সমকালেই সেই পবিত্র অবিমুক্ত-ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। ২৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহাদেবকথিতা সেই শক্তিকে প্রকৃতি বলা যায় ও সেই আদিপুরুষই পরম ঈশ্বর। হে কুম্ভযোনে! সেই প্রকৃতি ও পুরুষ,

পরমানন্দস্বরূপ সেই কাশীক্ষেত্রে নিজ লীলায় বিচরণ করিয়া থাকেন। হে মুনে! এই পঞ্চক্রোশ পরিমাণ কাশীক্ষেত্র সেই প্রকৃতি ও পুরুষের পাদতল হইতে নির্ম্মিত, প্রলয়কালেও সেই পুরীকে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন না, এই কারণে তাহার "অবিমুক্ত" এই নাম হইয়াছে। ২৫-২৭। যে সময় ভূমণ্ডল ছিল না এবং যখন জল পর্য্যন্তও উৎপন্ন হয় নাই, সেই সময় ভগবান্ নিজের বিহারাভিলাষে সেই পবিত্রক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কাল হইতে এই ক্ষেত্র "অবিমুক্ত" নামে অভিহিত হইয়াছে। হে কুম্ভযোনে! এই পরম পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্র-রহস্য কোন ব্যক্তি অদ্যাবধি জানেন না। হে বিপ্র! চর্ম্মচক্ষুঃ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী) নাস্তিকের নিকট এই রহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে। শ্রদ্ধালু, বিনীত, ত্রিকাল-জ্ঞানচক্ষুঃ, শান্ত, শিবভক্ত ব্যক্তির নিকট এই রহস্য প্রকাশ করা উচিত, অবিমুক্তক্ষেত্র মহাদেব ও পার্ব্বতীর পরম-সুখাস্পদ রমণীয় পর্য্যঙ্কস্বরূপ। ২৮-৩১। যে সকল মূঢ়গণ, মহাদেব ও পার্ব্বতীর অভাবকেও কল্পনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নির্ব্বাণ-কারণ পবিত্রক্ষেত্রের বিনাশ কল্পনা করিয়া থাকে। ৩২। বিশ্বনাথ-মহেশ্বরের অর্চ্চনা না করিয়া এবং মোক্ষভূমি কাশীতে গমন না করিয়া, যোগাদি অনেক উপায়জ্ঞ ব্যক্তিও নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হন না। ৩৩। এই ক্ষেত্র আনন্দদায়ী বলিয়াই পুরাকালে পুরারি ইহার নাম "আনন্দকানন" রাখিয়া, অনন্তর অবিমুক্ত এই নাম রাখিয়াছেন। ৩৪। সেই আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রে ইতস্ততঃ যে সকল শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সকলই আনন্দকানন ক্ষেত্রে আনন্দময়-কন্দবীজ সমূহের অঙ্কুরস্বরূপ, ইহা জানিবে। ৩৫। হে কুম্ভযোনে! কাশীপুরী এই প্রকারে অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে মুনে! সম্প্রতি মণিকর্ণিকা যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৩৬।

হে কলশোদ্ভব! পুরাকালে সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে বিহারকারী ভগবান্ মহেশ্বর ও ভগবতী মহামায়ার এই ইচ্ছা উৎপন্ন হইল যে, "অপর একজন পুরুষ সৃজন করা কর্ত্তব্য, কারণ সেই সৃষ্টপুরুষের উপর সমস্ত সংসারের ভার নিক্ষেপ করিয়া, আমরা স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতে সমর্থ হইব, এবং কেবল এই কাশীক্ষেত্রে পরিত্যক্তপ্রাণ জীবসমূহের নির্ব্বাণপদ প্রদান করিতে থাকিব। ৩৭-৩৮। এমন এক পুরুষকে সৃজন করা যাক্, যিনি সকল সৃজন করিতে পারিবেন এবং তাহা পালন করিতেও সক্ষম হইবেন। সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এক পুরুষ সকল জীব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অন্তকালে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে সংহার করিতে সক্ষম হইবেন। ৩৯। সেই সৃষ্টপুরুষের প্রসাদে আমরা তমোগুণ-

রূপ কুম্ভীরাদিতে পরিপূর্ণ, রজোগুণরূপ বিদ্রুম-লতায় ব্যাপ্ত এবং সত্বগুণরূপ রত্নময় ও চিন্তারূপ প্রচণ্ড তরঙ্গমালায় আন্দোলিত চিত্তস্বরূপ-সমুদ্রকে সুস্থির করিয়া, এই আনন্দকাননে পরমসুখে অবস্থান করিতে পারিব। বিক্ষিপ্তচেতা, চিন্তাতুর ব্যক্তির সুখ হইবার সম্ভাবনা কি ?" ৪০-৪১। জগজ্জননী সর্ব্ব-চৈতন্যরূপিনী মহামায়ার সহিত জগৎপিতা পরমেশ্বর ধূর্জ্জটি এই প্রকার পরামর্শ করিয়া, স্বকীয় বাম অঙ্গের উপর সুধামোচনকারিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অঙ্গ হইতে পরমশান্তাকৃতি এক ত্রৈলোক্যসুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হই-লেন। ৪২-৪৩। সেই সত্বগুণাতিশয়শালী পুরুষ অতিশয় শান্তমূর্ত্তি, তাঁহার গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র পর্য্যন্তও পরাজিত। হে মুনে! সেই পুরুষ অতিশয় ক্ষমাশীল, এ সংসারে কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা দিতে পারা যায় না। ৪৪। সেই পুরুষের কান্তি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ, তিনি অতি শ্রীমান্, তাঁহার নেত্র পুণ্ডরীকের ন্যায় উত্তম ও মনোহর এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রদ্বয় সুবর্ণের ন্যায় মনোহর উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ৪৫। সেই পুরুষের বাহুদ্বয় অতি বিশাল, প্রচণ্ড ও প্রকাশশীল। তাঁহার নাভিরূপ হ্রদমধ্যে একটী পরম সুগন্ধময় ও বিকসিত অরবিন্দ বিরাজমান ছিল। ৪৬। তিনি নিখিল-গুণের একমাত্র আভাসস্থল ও সকল কলার একমাত্র নিধিস্বরূপ। সেই পুরুষ অদ্বিতীয় এবং সকল বস্তু হইতে পরম উৎকৃষ্ট, এই কারণে তিনি একমাত্র পুরুষোত্তমপদের অভিধেয়। ৪৭।

তদন্তে মহামহিম-বিভূষিত সেই মহাপুরুষকে বিলোকন করিয়া, ভগবন্ মহাদেব কহিলেন যে, হে অচ্যুত! তুমি মহাবিষ্ণু হও। ৪৮। বেদচতুষ্টয় তোমার নিঃশ্বাস হইতে আবির্ভূত হইবে, সেই সকল বেদ হইতেই তুমি সকল বিষয় জানিতে পারিবে। হে মহাবিষ্ণো! বেদপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, তুমি যথোচিত বিধান করিও। ৪৯। সেই বুদ্ধিতত্বস্বরূপ পুরুষকে এবম্প্রকার আদেশ করিয়া, ভগবান্ মহেশ্বর মহেশ্বরীর সহিত আনন্দকানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৫০।

অনন্তর মহাদেবের সেই নির্দ্দেশ স্বীয় মস্তকে নিধান করত, ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষণকাল ধ্যানপর হইয়া, তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। ৫১। তদনন্তর তিনি সেইস্থলে স্বীয় চক্রের দ্বারা এক রমণীয় পুষ্করিণী খনন করিয়া, নিজগাত্রোদ্ভব স্বেদ-সলিলসমূহ দ্বারা তাহা পরিপূরিত করিলেন। ৫২। সেই চক্রপুষ্করিণীর তীরে বিষ্ণু পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অতি উগ্র তপস্যা করিলেন। ৫৩। তদনন্তর, তপস্যার প্রভাবে জাজ্বল্যমানাকৃতি নিমীলিত-নেত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে বিলোকনপূর্ব্বক, প্রসন্নাত্মা ভবানীপতি ভবানীর সহিত

সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া, বারম্বার স্বীয় মস্তক আন্দোলন করত, তাঁহাকে কহিলেন যে, "হে বিষ্ণো! তোমার কি মহতী তপস্যা! এবং চিত্তেরই বা কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য! তোমাকে দেখিয়া, আমার বোধ হইতেছে যেন, কাষ্ঠরহিত বহ্নি নিরন্তর দীপ্তি পাইতেছে। হে মহাবিষ্ণো! আর তপস্যায় প্রয়োজন কি? হে সত্তম! তুমি বর প্রার্থনা কর"। ৫৪-৫৬। মহাদেবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক, ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় নেত্রপদ্ম উন্মীলিত করিয়া উত্থান করিলেন। ৫৭।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেশ! দেবদেব! মহেশ্বর! আমার প্রতি যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন, আমি সর্ব্বদাই ভবানীর সহিত আপনার দর্শন করিতে সমর্থ হই। ৫৮। হে ভগবন্! হে শশিশেখর! আমি যাহাতে সকলস্থলেই সর্ব্বকর্ম্মের অগ্রভাগে বিচরণকারী আপনাকে দর্শন করিতে পারি, তাহাই আমার বর, অন্য বর আমি প্রার্থনা করি না। হে ভগবন্! তদীয় চরণপদ্মের মধুপানে উৎসুক মদীয় চিত্তরূপ ভ্রমর সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তি (ভ্রম অথচ ভ্রমণ) পরিত্যাগ করিয়া যেন, সর্ব্বথা নিশ্চলতা লাভ করে। ৫৯-৬০।

শ্রীশিব কহিলেন, হে হৃষীকেশ! জনার্দ্দন! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হউক, আমি তোমাকে ইহা ছাড়া আর যে সকল বর প্রদান করিতেছি, হে সুব্রত! তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৬১। হে বিষ্ণো! তোমার এই মহতী তপস্যার আতিশয্য বিলোকন করিয়া, আমি বিস্ময়-সহকারে যে মস্তক আন্দোলন করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমূহের দ্বারা খচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছে, এই কারণে এই স্থান "মণিকর্ণিকা" নামে বিখ্যাত হইবে। ৬২-৬৩। হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিন্ বিষ্ণো! তুমি স্বকীয় চক্রের দ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া, এই শুভতীর্থ প্রথম হইতে চক্রপুষ্করিণী নামে বিখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে আবার মদীয় মণিকর্ণিকা এইস্থলে পতিত হওয়াতে, ইহা এখন হইতে লোকে "মণিকর্ণিকা" নামে বিখ্যাত হইবে। ৬৪-৬৫।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে পার্ব্বতীপ্রিয়! এই মদীয় তপঃক্ষেত্র আপনার মুক্তাময়-কুণ্ডলপতনপ্রযুক্ত অদ্য হইতে জগতে তীর্থগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিপ্রদ হউক। ৬৬। সেই অনাখ্যের জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর, যে কারণে এই ক্ষেত্রে শোভা পাইয়া থাকেন, হে বিভো! সেই হেতু ইহার, "কাশী" এই নাম সংসারে প্রথিত হউক। ৬৭। হে দেব! হে জগতের ত্রাণকারি-শিব! আমি পরোপকারের জন্যই আরও একটী বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিচারিতভাবেই সেই

বরটী প্রদান করুন। ৬৮। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার ভূতগ্রামের মধ্যে যাহা কিছু জন্তু বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা সমস্তই যেন এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৬৯। হে শম্ভো! এই মণিকর্ণিকা নামক পরম পবিত্র তীর্থে যে কোন মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি, বিপদকে বিপুল ও সম্পত্তিকে অতি ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানে, যদি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন, তর্পণ, পিণ্ডদান, দেবগণের পূজা, গো, ভূমি, তিল, সুবর্ণ, দীপসমূহ, অন্ন ও উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং কন্যাদান অথবা অনেক বাজপেয়াদি যজ্ঞ, ব্রতোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ ও লিঙ্গাদি স্থাপন প্রভৃতি কোন পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের ফলে যেন; তাঁহার পুনরাবৃত্তিরহিত মোক্ষপদবী লাভ হয়। হে জগদীশ্বর! পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ভিন্ন আর আর যাহা কিছু পুণ্য কর্ম্ম আছে, কেবল প্রায়োপবেশন ও জল-প্রবেশাদি দ্বারা জীবন ত্যাগ ব্যতিরেকে তাহার কোনটীও করিলে যেন, সেই কর্ম্মকর্ত্তা মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যে কর্ম্ম করিয়া আর অনুতাপ করা যায় না এবং যাহা স্বীয় মুখে পরের নিকট প্রকাশ করা যায় না, হে ঈশ! আপনার অনুগ্রহে সেই সকল পুণ্যকর্ম্ম এই স্থানে করিলে যেন অক্ষয় ফল প্রসব করে। হে সদাশিব! জীবগণের এই ক্ষেত্রে কৃত ভূত ও ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যত কিছু পুণ্য কর্ম্ম, তাহা আপনার কৃপায় অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হউক। হে প্রভো! আপনার প্রসাদে এই ক্ষেত্রটী জীবগণের শুভসমূহের উদয়কারী হউক। ৭০-৭৭। হে সদাশিব! সংসারে যে প্রকার আপনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ অধিক মঙ্গলপ্রদাতা নাই, সেই প্রকার এই আনন্দকানন-মুক্তিক্ষেত্র হইতে আর কোন স্থানই অধিক শুভপ্রদ না হয়। ৭৮। হে দেব! এই আনন্দকাননে সাংখ্য, যোগ, আত্মসাক্ষাৎকার, ব্রত, তপস্যা ও দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসে মোক্ষলাভ হউক। ৭৯। হে প্রভো! এই পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত, শশক, মশক, পতঙ্গ, তুরঙ্গ, সর্প প্রভৃতি অজ্ঞান জীবগণও যেন মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮০।

এই কাশীর নাম পর্য্যন্তও গ্রহণ করিলে জীবগণের যেন সর্ব্ব প্রকার পাপ দূর হয়। ৮১। হে প্রভো! এই স্থানে যেন সর্ব্বদা সত্যযুগ ও উত্তরায়ণ বিদ্যমান থাকে ও কাশীবাসী সজ্জনগণের যেন সর্ব্বদা মহান্ উদয় লাভ হয়। ৮২। হে ত্রিনয়ন! সদাশিব! শ্রুতিতে যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই কাশী যেন সেই সকল পদার্থ হইতে অধিক পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। ৮৩। হে শম্ভো! চারিবেদ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য হয়, কাশীতে কেবলমাত্র লক্ষ গায়ত্রী

জপ করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৪। অষ্টাঙ্গ-যোগ অভ্যাস করিলে যাদৃশ পুণ্য লাভ হয়, কেবল মাত্র পবিত্র ভাবে কাশীবাস করিলে যেন, জীবগণের ততোধিক পুণ্য লাভ হয়। ৮৫। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিব্রত করিলে যে পুণ্য সমুপার্জ্জিত হইয়া থাকে, এই আনন্দকাননে একটা মাত্র উপবাস করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৬। অন্য স্থানে শতবর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করিলে, যে পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়; এই কাশীক্ষেত্রে একবর্ষকাল ভুমিশয়নমাত্র নিয়ম পালন করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৭। অন্যস্থানে জন্মাবধি মৌনব্রতী থাকিলে যে ফললাভ হয়, এই কাশীতে এক পক্ষকাল সত্যবাক্য বলিলে যেন সেই ফল লাভ হয়। ৮৮। অন্যত্র সর্ব্বস্বদানে যে পুণ্য পরিকীর্ত্তিত আছে, এই কাশীতে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যেন সেই পুণ্যের অযুতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। ৮৯। সকল মুক্তিক্ষেত্রের সেবা করিলে যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, পঞ্চরাত্র মণিকর্ণিকায় বিধিমত বাস করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। শুভপ্রদ প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, শ্রদ্ধাসহকারে একবার মাত্র কাশী দর্শন করিলে জীবগণের যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, এই কাশীতে ত্রিরাত্র বাস করিলেই সংযতচিত্ত-জীবগণ যেন সেই পুণ্যলাভ করিতে পারে। ৯০-৯২। অন্যত্র তুলাপুরুষদানে যে শুভাদৃষ্ট অর্জ্জিত হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসহকারে কাশী দর্শন করিলেই জীবগণের যেন সেই পুণ্যলাভ হয়। ৯৩।

শ্রীবিষ্ণুর এই প্রকার বর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, দেবদেব উমাপতি প্রসন্ন হৃদয়ে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই সফল হইবে। ৯৪।

অনন্তর পুনর্ব্বার শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে মহাবাহো! জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকারিন্ বিষ্ণো! আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তুমি যথাবিধানে বেদোক্ত প্রকারে জগতের সৃষ্টি কর। এবং ধর্ম্মানুসারে সাক্ষাৎ পিতার ন্যায় সর্ব্বভূতের প্রতিপালক হও। যাহারা ধর্ম্মের বিঘ্নকারী, সেই সকল পাপাত্মাগণকে তুমি বিনাশ করিও। ৯৫-৯৬। হে বিষ্ণো! যাহারা অধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে, তুমি তাহাদের সংহারের নিমিত্ত মাত্র হইবে, কারণ তাহারা নিজকর্ম্মফলেই এক প্রকার মৃত হইবে। ৯৭। যে প্রকার শস্যসমূহ পরিপক্ক হইলে আপনা হইতেই স্বীয় বৃন্ত হইতে পতিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার সেই সকল পরিণত পাপ জীবগণ আপনা হইতেই পতিত হইবে। ৯৮। হে হরে! যে সকল জীবগণ নিজ তপোবলে গর্ব্বিত হইয়া, তোমার অবমাননা করিবে; আমি স্বয়ং তাহাদের সংহার

করিব। ৯৯। যাহারা মহাপাতকী কিম্বা যাহারা উপপাতকী, তাহারাও এই কাশীক্ষেত্রে আগমন মাত্রে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ১০০। এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত বারাণসীপুরী আমার অতিশয় প্রিয়ক্ষেত্র, এ স্থলে আমারই আজ্ঞা কার্য্যকারিণী হইবে, অন্য কাহারও এস্থানে শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ১০১।

স্কন্দ কহিলেন, মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট আরও বলিয়াছিলেন যে, "হে শুভলোচনে পার্ব্বতি! আমি পূর্ব্বে এই প্রকারে বিষ্ণুকে বর প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই অত্যুগ্র তেজঃ সমূহের দ্বারা প্রসৃতকান্তি ও ত্রৈলোক্যের বিভ্রমকারী সেই বিষ্ণুকে কহিয়াছিলাম যে, হে বিষ্ণো! অবিমুক্ত ক্ষেত্রনিবাসী পাপী জীবগণের উপর অন্য কাহারও শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, আমিই তাহাদের শাস্তি প্রদান করিব। ১০২-১০৩। যদি কোন ব্যক্তি, শতযোজন দূর হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যদি অতি পাপাত্মাও হয়, তথাপিও তাহার পাপরাশি তাহাকে অভিভব করিতে সমর্থ হইবে না। ১০৪। অতিদূরস্থিত কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে আমার অতিশয় প্রিয় এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রাণপরিত্যাগান্তে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত, বহুবিধ স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবে। এবং সেই কাশী স্মরণ জন্য পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গভোগের পর; সেই ব্যক্তি পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক একেশ্বর রাজা হইয়া নানা প্রকারে সুখ উপভোগ করত, বৃদ্ধ বয়সে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক প্রাণান্তে নির্ব্বাণপদবী পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। ১০৫-১০৭। যদি কোন মনুষ্য বহুকাল বাহ্যেন্দ্রিয় এবং চিত্তকে সংযত করত, এই কাশীক্ষেত্রে বাস কয়িয়া দৈববশে অন্য কোন স্থানে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; তবে সেই ব্যক্তিও কাশীবাস-পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে বহুবিধ ভোগ উপভোগ করত, অবশিষ্ট পুণ্যে মর্ত্তলোকে সম্রাট্ হইয়া; বৃদ্ধাবস্থায় কাশীতে আগমন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করত, মোক্ষপদবী লাভ করিতে পারিবে"। ১০৮-১০৯। হে বিষ্ণো! শুভাশুভ কর্ম্মের বিনাশক্ষম-বারাণসীবাস, দুই অথবা তিন জন মহাভাগ্যশালী মহাত্মাকেই নির্ব্বাণপদবী প্রদান করিতে পারে, কারণ কাশীক্ষেত্রে অস্খলিতধর্ম্মভাবে বাস করিতে কয়জন পুরুষ সমর্থ হইবে? ।১১০।

(কার্ত্তিকেয় কহিলেন, শ্রীশঙ্করের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে বিষ্ণু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন) বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেশ্বর! যে জন এই অবিমুক্তক্ষেত্র যথার্থ-

রূপে জানে না এবং এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, সে জন কাশীক্ষেত্রে মৃত হয়; তবে মরণানন্তর তাহার কি প্রকার গতি হইবে? । ১১১।

মহাদেব কহিলেন, হে সুব্রত! শ্রদ্ধা-বিরহিত অজ্ঞানী মনুষ্য অন্য স্থলে অতি মহান্ পাপসমূহ করিয়া, যদি এই কাশীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে; তবে তাহার মরণান্তে যে গতি হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১১২-১১৩। অজ্ঞান এবং অবিশ্বাসী মনুষ্য, যখন পঞ্চক্রোশীতে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় তাহার পাপসমূহ কাশীর বাহিরে অবস্থান করে, তাহাদের কাশীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য থাকে না। ১১৪। অনন্তর কাশীর বাহিরে তদীয় পাপগণ তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিলে পর, সেই ব্যক্তি সীমাপ্রদেশে বিচরণকারী সকল প্রমথগণের সম্মুখে প্রবেশ করিলে, মুহূর্ত্তমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। অনন্তর সে যদি মণিকর্ণিকায় স্নান করে, তাহা হইলে তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। ১১৫-১১৬। সর্ব্বপ্রকার তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, একমাত্র মণিকর্ণিকায় একবার মাত্র মজ্জন-স্নান করিলে সেই পুণ্য সম্যক্প্রকারে লাভ করা যায়। ১১৭। মৃত্তিকা, গোময় ও কুশাদি এবং স্বশাখোক্ত বারুণমন্ত্র, দূর্ব্বা, অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে এই মণিকর্ণিকায় স্নান ও সর্ব্বপ্রকার দান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়; সেই পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়। ১১৮-১১৯। যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধায় ও যথাবিধানে মণিকর্ণিকায় স্নান করে, তাহারও স্বর্গ-প্রাপ্তিকর পুণ্যলাভ হয়। ১২০। সেই মণিকর্ণিকায় শ্রদ্ধাসহকারে যথোক্তবিধানে স্নান করিয়া, তিল, কুশ ও যব প্রভৃতির দ্বারা দেব ও পিতৃতর্পণ করিলে পর, মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। ১২১। শ্রদ্ধাবান্ ও যথাবিধানে কৃতস্নান মনুষ্য, সেই মণিকর্ণিকায় তর্পণাদি করিয়া, দেবগণের পূজাপূর্ব্বক যদি অভীষ্ট-মন্ত্র জপ করে; তাহা হইলে তাহার সর্ব্বমন্ত্র জপের ফললাভ হয়। ১২২। এইপ্রকারে মণিকর্ণিকায় স্নানপূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মৌনী হইয়া, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে পর; তাহার সর্ব্ব প্রকার ব্রতের ফললাভ হয়। ১২৩। স্নান, দেবপূজা, জপ, মল-মূত্রপরিত্যাগ, দণ্ডধারণ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যে মৌন অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ১২৪।

অনন্তর কৃতস্নান ব্যক্তি বিবিধ উপচার-দ্রব্যের দ্বারা যথাবিধানে বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে পর, যাবজ্জীবন শিবপূজা করিলে যে ফল; তাহারও সেই ফললাভ হয়। ১২৫। এবম্প্রকারে বিশ্বেশ্বরের পূজান্তে সেই ব্যক্তি যদি নিজ ন্যায়োপার্জ্জিত অল্পও ধন অবিমুক্তক্ষেত্রে কোন সৎপাত্রকে প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার আর কোন

জন্মেই দারিদ্র্য হয় না। ১২৬। বিবিধ ধন অর্জ্জন করিয়াও যে মূঢ় ব্যক্তি তাহা অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রদান না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিধন প্রাপ্ত হয় এবং অন্য জন্মে তাহাকে কেবল শোক করিতে হয়। ১২৭। এ জগতে যাহা কিছু গো, গজ, অশ্ব ও অন্যান্য সুবর্ণাদি রত্ন আছে, বিধাতা সে সকলই অবিমুক্তবাসী জীবগণের সুখের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ-লাভেচ্ছায় ন্যায়ানুসারে কাশীক্ষেত্রে ধন অথবা নিধন (মৃত্যু) অর্জ্জন করে, সেই ব্যক্তিই ধন্য ও সেই ধর্ম্মজ্ঞ। ১২৮-১২৯। লিঙ্গরূপধারী যে বিশ্বেশ্বরদেব কাশীপুরীতে সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আমার মঙ্গলময়স্বরূপ। ১৩০। পঞ্চক্রোশী পরিমিত সেই অবিমুক্তপুরীকে মহৎক্ষেত্র বলিয়া জানিবে এবং সেইখানে বিশ্বেশ্বর নামক যে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, তিনিও সাক্ষাৎ জ্যোতির্লিঙ্গস্বরূপ। ১৩১। সূর্য্যমণ্ডল এক এবং একস্থানে অবস্থিত হইলেও, যেমন সকল স্থান হইতেই সকল লোকে তাঁহাকে সমভাবে বিলোকন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিশ্বেশ্বরাভিধ শিবলিঙ্গ একত্রস্থিত হইলেও সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৩২। নানা জন্মে নির্ব্বিঘ্নভাবে বহুকাল জিতেন্দ্রিয়তার সহিত অনন্ত যোগাভ্যাস করিয়া, যোগিগণ যে ফললাভ করিতে পারেন; কাশীতে প্রাণ পরিত্যাগান্তে সাধারণ জীবও সেই গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩৩। বহুকাল জিতেন্দ্রিয়ভাবে সর্ব্বপ্রকার তপস্যা করিলে যে ফললাভ হয়, এই কাশীক্ষেত্রে একরাত্রি বাস করিলে সেই ফল লাভ করিতে পারা যায়। ১৩৪। যে ব্যক্তি কাশীক্ষেত্রের মহিমা অবগত নহে কিম্বা যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার শ্রদ্ধা-বিরহিত, সেও যদি যথাকালে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করে; তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে এবং অন্তে নির্ব্বাণ পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারিবে। ১৩৫। সর্ব্ব প্রকার ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াও কোন ব্যক্তি যদি কাশীক্ষেত্রে সময়ক্রমে ভাগ্যবশে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, অন্তে বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদলাভ পূর্ব্বক মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারে। ১৩৬। আমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি কাশী লাভ করিতে পারে? সূর্য্য ভিন্ন এ জগতে আর কে বা "দিনকর" এইনামে কীর্ত্তিত হইতে পারে?। ১৩৭। কাশীতে আগমন না করিয়া, কোন্ ব্যক্তি নিরন্তর আনন্দভোগ করিতে পারে? কারণ, ব্রহ্মাদি দেবগণও সর্ব্বদা প্রাকৃত গুণময় পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ১৩৮। স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা অতি দৃঢ়তর ত্রিগুণময় চতুর্ব্বিংশতি প্রকার পাশের দ্বারা কণ্ঠদেশে বদ্ধ জীবগণ, কাশীতে না আসিয়া কি মোক্ষলাভ করিতে পারিবে?। ১৩৯। যোগে

নানা প্রকার বিঘ্ন আছে, তপস্যাও অনন্ত ক্লেশসাধ্য, আবার তপস্যা এবং যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলে পুনর্ব্বার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কাশীতে নানাবিধ পাপ করিয়াও মনুষ্য যদি কাশীতে মৃত্যু লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি রুদ্রপিশাচত্ব লাভ করিয়াও মুক্তিপদে বঞ্চিত হয় না এবং তাহার আর গর্ভ-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। ১৪০-১৪১। কাশীতে দুরদৃষ্টবশে যাহারা নানাবিধ পাপ করিয়া থাকে, প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তাহাদের উপরও যমের অধিকার থাকে না, সুতরাং তাহাদের নরকেও পতন হয় না; কারণ, আমিই তাহাদের একমাত্র শাসক। ১৪২। শরীর সর্ব্বদা বিঘ্নসঙ্কুল এবং গর্ভ-যন্ত্রণা অতি কঠোর, এই সকল বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক লোকের সমৃদ্ধ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও নিরন্তর কাশীর সেবা করা উচিত। ১৪৩। "যমদূতগণ অতর্কিত ভাবে আগমন করিয়া, কোন্ সময় পাশের দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক বধ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই" এই সকল চিন্তা করিয়া, সত্বরই কাশীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ১৪৪। যেখানে পাপসমূহ হইতে ভয় নাই বা যম হইতেও জীবগণ যেখানে ভীত নহে ও যেখানে মৃত্যু হইলে আর গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সেই কাশীকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে? । ১৪৫। অদ্য, কল্য বা পরশ্ব একদিন মরণ অবশ্যই হইবে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই মৃত্যু না হয়; সেই সময়ের মধ্যে অন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করত, কাশী আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ১৪৬। জীবগণের মরণ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং জন্মান্তে পুনর্ব্বার মৃত্যু লাভ করিতে হয়, কিন্তু যেখানে মরণ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই কাশীকেই সর্ব্বপ্রকারে বুধগণ অবলম্বন করিবেন। ১৪৭। "আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার বিষয়" এই সকল নানাবিধ মায়া পরিত্যাগ করিয়া, পণ্ডিতগণের সংসারনাশিনী এই কাশীপুরীর আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। ১৪৮।

স্কন্দ কহিলেন, "আমার সবে যৌবনকাল, এক্ষণে মরণের কোন সম্ভাবনা নাই" চিত্তে এই প্রকার নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে এবং সর্ব্বদাই দূর হইতে যমমহিষের ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীত হওয়া উচিত। এবং যুবাবস্থাতেই বার্দ্ধক্যকালের শ্রমসমূহ অনুভব না করিয়াই, সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে জীর্ণ পর্ণকুটীরের ন্যায় অতি তুচ্ছ প্রাসাদাদি পরিত্যাগ করত পটুমতি ব্যক্তির সর্ব্বান্তঃকরণে মহাদেবের পুরীতে গমন করা কর্ত্তব্য। ১৪৯।

ব্যাস কহিলেন, হে সূত! ভগবান্ স্কন্দ, অগস্ত্যের নিকট এই পাপনাশ-কারিণী কাশাকথা কীর্ত্তন করিয়া, পুনর্ব্বার কাশাবিষয়িণী অন্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫০।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

—*—

গঙ্গা মহিমা-বর্ণন ও দশহরা স্তোত্র।

স্কন্দ কহিলেন, সেই ক্ষেত্রের নাম বারাণসী এবং আনন্দকানন কেন হইল, তদ্বিষয়ে দেবদেব যেরূপ বলিয়াছিলেন; আমি তাহা কহিতেছি। ১।

ঈশ্বর কহিলেন, হে ত্রৈলোক্য-সুন্দর! মহাবাহো বিষ্ণো! অবিমুক্তক্ষেত্র যেরূপে "বারাণসী" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। সূর্য্যবংশে সমুৎপন্ন, পরম ধার্ম্মিক ও মহাতেজস্বী ভগীরথ নামক রাজা কপিলের ক্রোধাগ্নির দ্বারা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ সগর নৃপতির তনয়গণের দগ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত গঙ্গার আরাধনা করিতে ইচ্ছা করত তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া, অমাত্যের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করত, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন। ২-৫। হে বিষ্ণো! যাহারা ব্রহ্মশাপাগ্নিতে দগ্ধ হয় এবং যাহারা মহাদুর্গতিগ্রস্ত, গঙ্গা ব্যতীত আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে লইতে পারে? সেই মঙ্গলময়ী জলরূপা গঙ্গা আমারই মূর্ত্তি। তিনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা পরমাপ্রকৃতি, তিনিই শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপা, তিনিই ত্রিশক্তিরূপিণী ও করুণাময়ী, তিনিই আনন্দামৃত-রূপা এবং শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপিণী। সমস্ত বিশ্বের রক্ষার জন্য, ব্রহ্মস্বরূপিণী এই যাঁহাকে, আমি অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছি। ৬-৯। হে বিষ্ণো! ত্রৈলোক্য মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ, যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় এবং দক্ষিণার সহিত সমস্ত যজ্ঞ, তপঃসমূহ, সাঙ্গ-চতুর্ব্বিধ-বেদ, তুমি, আমি, ব্রহ্মা, সমস্ত দেবগণ, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ এবং বিবিধশক্তি, ইঁহারা সকলেই সূক্ষ্মরূপে গঙ্গাতে অবস্থিত আছেন। ১০-১২। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করে, সে সমস্ত তীর্থ স্নানের, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের এবং সমস্ত ব্রত উদযাপনের ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং তাহার সমস্ত তপস্যার, সর্ব্বপ্রকার দানের ও সমস্ত যোগ ও নিয়মের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নায়ী, সেই ব্যক্তি সমস্ত বর্ণাশ্রম, সমস্ত বেদবিদ্, এবং সমস্ত শাস্ত্রপারদর্শীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বহুবিধ মানসিক, বাচিক ও কায়িক দোষসমূহের দ্বারা দূষিত ব্যক্তিও, গঙ্গার দর্শন মাত্রে পবিত্রতা লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩-১৬। সত্যযুগে সর্ব্বত্রই তীর্থ, ত্রেতাযুগে পুষ্করই একমাত্র তীর্থ, দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রই একমাত্র তীর্থ এবং কলিযুগে গঙ্গাই

একমাত্র তীর্থ। হে হরে! জন্মান্তরের অভ্যাস ও বাসনাবশত এবং আমার পরম অনুগ্রহবলে গঙ্গাতীরে বাস হইয়া থাকে। ১৭-১৮। সত্যযুগে একমাত্র ধ্যানই মোক্ষের হেতু, ত্রেতাযুগে ধ্যান ও তপস্যা মুক্তির হেতু, দ্বাপরে ধ্যান, তপস্যা ও যজ্ঞ মুক্তির হেতু এবং কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাই মুক্তির কারণ। যে ব্যক্তি দেহ-পতন পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর পরিত্যাগ না করে, সেই ব্যক্তিই বেদান্তবিদ্, সেই যোগী এবং সেই সদাব্রহ্মচর্য্যব্রতা। ১৯ ২০। কলিকালে মানবগণের চিত্ত কলুষিত ও তাহাদের ক্রিয়াসমূহ বিধিহীন হইবে ও তাহারা পরদ্রব্যে অভিলাষী হইবে, তখন তাহাদের গঙ্গা বিনা আর কোন উপায় থাকিবে না। "গঙ্গা গঙ্গা" এই নাম জপ করিলে, অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি আশ্রয় করিতে পারে না। হে বিষ্ণো! সর্ব্বদা সমস্ত জগতের হিতকারিণী গঙ্গা, সমস্ত জীবগণকে ইহ ও পরকালে ভাবানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২১-২৩। হে হরে! যজ্ঞ, দান, তপঃ, যোগ, জপ, যম ও নিয়ম, ইহারা কলিকালে গঙ্গাস্নানের সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অষ্টাঙ্গ-যোগ, তপস্যা ও যজ্ঞসমূহে প্রয়োজন কি? একমাত্র গঙ্গাবাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ। হে গোবিন্দ! মানব যদি গঙ্গা হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াও, ভক্তির সহিত গঙ্গার মাহাত্ম্য অবগত হয়, তবে সে ব্যক্তি অযোগ্য হইলেও, গঙ্গা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২৪-২৬। শ্রদ্ধাই পরম সূক্ষ্মধর্ম্ম, শ্রদ্ধাই পরমজ্ঞান, শ্রদ্ধাই পরম তপস্যা, শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং শ্রদ্ধাই মোক্ষ, একমাত্র শ্রদ্ধাতেই গঙ্গা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। অজ্ঞান, রাগ ও লোভাদির দ্বারা সম্মূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় না। ২৭-২৮। বহিঃস্থিত জল যেমন নারিকেলের মধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অবস্থিত পরমব্রহ্মরূপ জল, জাহ্নবীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গালাভ হইতে অতিরিক্ত কোন লাভ আর কুত্রাপি নাই, অতএব গঙ্গারই উপাসনা করিবে, গঙ্গাই পরমপুরুষ-স্বরূপা। ২৯-৩০। হে হরে! সমস্ত বিষয়ে সমর্থ, পণ্ডিত, গুণী এবং দানশীল হইয়াও যদি সে ব্যক্তি গঙ্গাস্নানবিহীন হয়, তবে তাহার জন্ম নিরর্থক। কলিকালে যে ব্যক্তি গঙ্গাকে ভজনা না করে, তাহার কুল, বিদ্যা, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান সমস্তই বৃথা। বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাজলে স্নান ও পূজন করিলে যে ফল লাভ হয়, গুণবৎপাত্র পূজা করিলেও তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই গঙ্গা আমার তেজোগ্নিগর্ভা এবং আমার বীর্য্যসম্ভূতা, ইনি সমস্ত দোষকে দগ্ধ এবং সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। বজ্রাহত পর্ব্বত যেমন

শতধা বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ গঙ্গার স্মরণমাত্রেই পাপরাশি শতধা বিদীর্ণ হইয়া থাকে। ৩১-৩৫। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিতে গমন করে এবং যে ব্যক্তি তাহাতে অনুমোদন করে, এই উভয়েরই সমান ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহার কারণ একমাত্র ভক্তি। যে ব্যক্তি গমন, অবস্থিতি, জপ, ধ্যান, ভোজন, জাগরণ, শয়ন এবং কথা কহিবার সময়েও সর্ব্বদাই গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি ত্রিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৩৬-৩৭। যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে মধু, ঘৃত, গুড় ও তিলমিশ্রিত-পায়স গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে, হে হরে! তাহার পিতৃগণ তাহাতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহার বিবিধ মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ৩৮-৩৯। যেমন এক শিবলিঙ্গ পূজা করিলেই সমস্ত দেবতার পূজা করা হয়, তদ্রূপ কেবল গঙ্গাস্নান করিলেই সমস্ত তীর্থে স্নান করা হয়। যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে ব্যক্তি এক জন্মেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অগ্নিহোত্র, অন্যান্য যজ্ঞ, ব্রত, দান ও বহুতর তপস্যাও, গঙ্গাতে শিবপূজার কোটি অংশের একাংশেরও সমান নহে। যখন মানব গঙ্গাগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া শ্রাদ্ধাদি করত গৃহে অবস্থান করে, তখন তাহার শুদ্ধ গঙ্গাগমনসঙ্কল্পেই তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ আনন্দিত হন। এবং তাহার পাপসমূহ "হায়! আমরা কোথায় যাইব" এই ভাবিয়া রোদন করত, লোভ ও মোহাদির সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করে যে, "এ ব্যক্তি যাহাতে গঙ্গায় যাইতে না পারে, আমরা তদনুরূপ বিঘ্ন আচরণ করি, যাহাতে এ ব্যক্তি গঙ্গায় যাইয়া, আমাদের উচ্ছেদ-সাধন করিতে না পারে"। ৪০-৪৫। যখন কোন ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের জন্য গৃহ হইতে নির্গত হয়, তখন পদে পদে তাহার পাপসমূহ নিরাশ হইয়া, তাহার দেহ হইতে পলায়ন করে। হে হরে! পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে লোভাদি পরিত্যাগ করত, নানা প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পুণ্যবান্ ব্যক্তিই গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬-৪৭। কোনরূপ অনুষঙ্গাধীন কিম্বা মূল্য লইয়া, বাণিজ্য বা সেবার জন্য কিম্বা কামাসক্ত হইয়াও মানব যদি গঙ্গায় গমন-করত স্নান করে, তাহা হইলে সেও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। অনিচ্ছা-পূর্ব্বক স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দাহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনিচ্ছাতেও গঙ্গা-স্নান্ করিলে পাপসমূহ বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৮-৪৯। যে পর্য্যন্ত গঙ্গার সেবা না করা হয়, সেই পর্য্যন্তই জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। গঙ্গার সেবা করিলে জীব আর সংসারের ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি নিঃসংশয় হইয়া, গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহার দেহ মনুষ্যচর্ম্মে আবৃত থাকিলেও, সে ব্যক্তি

দেবতার তুল্য হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫০-৫১। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মৃত হয়, তাহারও নিঃসংশয় সম্পূর্ণ গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে; যাহারা গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহারাও অশেষ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, তাহার সন্দেহ নাই। হে বিষ্ণো! যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি, দুরাচার, হেতুবাদী, বহুসংশয়ী এবং মহামোহগ্রস্ত, তাহারাই গঙ্গাকে সামান্য নদীর ন্যায় দর্শন করিয়া থাকে। জন্মান্তরকৃত দান, তপস্যা, নিয়ম এবং ব্রতাদির বলে, ইহজন্মে মানবগণের গঙ্গাতে ভক্তি হইয়া থাকে। যাহাদের গঙ্গাতে ভক্তি আছে, ব্রহ্মা তাহাদের জন্য স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে রমণীয় হর্ম্ম্য ও ভোগনিচয় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ৫২-৫৬। বহুতর সিদ্ধি ও সিদ্ধিলিঙ্গ, নানাবিধ স্পর্শলিঙ্গ, রত্নখচিত প্রাসাদনিচয় এবং চিন্তামণি মণিসমূহ, কলির ভয়ে গঙ্গার জলমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব কলিকালে ইষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িনী গঙ্গার সেবা করা উচিত। সূর্য্যোদয়ে তমঃসমূহ, বজ্রপাতভয়ে পর্ব্বতগণ, গরুড়ভয়ে সর্পগণ, বাতাহত মেঘমালা, তত্ত্বজ্ঞানে মোহ এবং সিংহদর্শনে মৃগগণ যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শনে সমস্ত পাপরাশি দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। দিব্যৌষধে যেমন রোগসমূহ, লোভে যেমন গুণরাশি, হ্রদমজ্জনে যেমন গ্রীষ্মজনিত সন্তাপ এবং অগ্নিকণায় যেমন তুলারাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে, দোষসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৫৭-৬২। ক্রোধে যেমন তপস্যা, কামে যেমন বুদ্ধি, অন্যায়ে যেমন সম্পদ্, অভিমানে যেমন বিদ্যা এবং দম্ভ, কুটিলতা ও মায়াতে যেমন ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। বিদ্যুৎ-সম্পাতের ন্যায় চঞ্চল মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি গঙ্গার সেবা করে; সেই বুদ্ধিমান। যাঁহারা নিষ্পাপ ব্যক্তি, তাহারাই গঙ্গাকে সহস্র সূর্য্যতুল্য পরম জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাহাদের নয়ন পাপের দ্বারা উপহত, সেই সমস্ত নাস্তিকগণই গঙ্গাকে সাধারণ জলে পূর্ণ, সাধারণ নদীর ন্যায় দর্শন করে। ৬৩-৬৭। সংসারমোচক আমিই জনগণের প্রতি দয়া করিয়া, গঙ্গার তরঙ্গরূপ স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। জাহ্নবীর তটে সমস্তকালই শুভ, সমস্ত দেশই পবিত্র এবং সকলেই দানের যোগ্যপাত্র। যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, পর্ব্বতগণের মধ্যে যেমন হিমালয়, ব্রতসমূহের মধ্যে যেমন সত্য, দান-সমূহের মধ্যে যেমন অভয়, তপঃসমূহের মধ্যে যেমন প্রাণায়াম, মন্ত্রগণের মধ্যে যেমন প্রণব, ধর্ম্মরাশির মধ্যে যেমন অহিংসা, কাম্যের মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, বিদ্যা-সমূহের মধ্যে যেমন আত্মবিদ্যা, স্ত্রীগণের মধ্যে যেমন গৌরী এবং হে পুরু-

ষোত্তম! সমস্ত দেবগণের মধ্যে যেমন তুমি, এবং সর্ব্বপ্রকার পাত্রগণমধ্যে শিবভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমস্ত তীর্থের মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ৬৮-৭৩। হে হরে! যে মহামতি ব্যক্তি তোমাতে ও আমাতে ভেদ জ্ঞান করে না, সেই ব্যক্তিই শিবভক্ত ও মহাপাশুপত। এই পুণ্যবাহিনী গঙ্গা, পাপরূপ ধূলিরাশির পক্ষে প্রবল বাত্যাস্বরূপ, পাপরূপ বৃক্ষনিচয়ের পক্ষে কুঠারস্বরূপ এবং পাপরূপবনের পক্ষে দাবানলস্বরূপ। ৭৪-৭৫। পিতৃগণ সর্ব্বদা এইরূপ চর্চ্চা করিয়া থাকেন যে, "আমাদের কুলে এমন কি কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে গঙ্গাস্নায়ী হইবে এবং বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাজলে স্নান করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে দেবতা ও ঋষিগণকে তর্পিত করত, দীন ও দুঃখিত আমাদিগকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। আমাদের বংশে কি এমন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে মহাদেব ও বিষ্ণুকে সমরূপে দর্শন করিবে, ভক্তি সহকারে তাঁহাদের মন্দির নির্ম্মাণ করাইবে এবং স্বহস্তে সেই স্থান পরিষ্কার করিবে"। ৭৬-৭৮। জীব সকাম, অকাম বা তির্য্যগ্‌যোনি হউক, সে যদি গঙ্গায় মৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না। যাঁহারা গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া, গঙ্গাকে শ্রেষ্ঠ না মানিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা করেন, তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়। ৭৯-৮০। যে নরাধম আমার, তোমার এবং গঙ্গার প্রতি দ্বেষ করে, যে স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত নরকগামী হয়। ষষ্টি সহস্র গণ সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করিয়া থাকে, এবং ভক্তিহীন ও পাপী ব্যক্তিগণের গঙ্গাবাসে বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহারা কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ প্রভৃতি নিশিত শরসমূহের দ্বারা পাপীগণের মনকে বিদ্ধ করিয়া, তাহাদের গঙ্গাতীরাস্থিতির অপনয়ন করে। ৮১-৮৩। যে ব্যক্তি গঙ্গাকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তিই মুনি, সেই পণ্ডিত এবং সেই পুরুষার্থচতুষ্টয় কৃতকৃত্যতা লাভ করে। গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তি অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং পিতৃগণের তর্পণ করিলে, নরকার্ণব হইতে তাঁহাদিগের উদ্ধার হইয়া থাকে। যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নিরন্তর একমাস কাল গঙ্গায় স্নান করেন, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্র থাকিবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে পুণ্যশীল নর নিরন্তর এক বৎসর কাল গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি দেহান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করত, সুখে অবস্থান করেন। ৮৪-৮৭। যে মানব যাবজ্জীবন প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত এবং দেহান্তেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। গঙ্গায় তিথি ও নক্ষত্রাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করিবে না; গঙ্গাতে স্নান করিলেই সঞ্চিতপাপ বিনাশ হয়। যে ব্যক্তি সুখসেব্য ভাগীরথীতীর আশ্রয় না করে, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ এবং শক্তিযুক্ত হইলেও শক্তিহীন। ৮৮-৯০। যদি গঙ্গারই সেবা না

করিল, তবে নীরোগ-জীবন, বহুতর সম্পত্তি এবং নির্ম্মল-বুদ্ধিতেই বা কি প্রয়োজন? যে ব্যক্তি গঙ্গা প্রতিমার মন্দির নির্ম্মাণ করায়, সেই ইহলোকে বহুতর ভোগ উপভোগ করিয়া, মরণান্তে গঙ্গার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। ৯১-৯২। যাহারা ধনের দ্বারা কথককে পরিতুষ্ট করত, প্রত্যহ আদরপূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহাদের গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া, যে ব্যক্তি গঙ্গাজলের দ্বারায় শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, তাহার পিতৃগণ মহানরকস্থিত হইলেও তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অষ্টবার মন্ত্র জপ ও বস্ত্রপূত সুগন্ধি গঙ্গাজলের দ্বারা স্নান, ঘৃতস্নান অপেক্ষা অধিক, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সার্দ্ধ দ্বাদশপল পরিমিত তাম্রপাত্রস্থিত গঙ্গাজলের সহিত অষ্টদ্রব্য মিশ্রিত অর্ঘ্য সূর্য্যকে প্রদান করে, সে দেহান্তে স্বীয় পিতৃগণের সহিত অতি তেজস্বী বিমানে আরোহণ করিয়া, সূর্য্যলোকে গমন করে। জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, মধু, গব্যদধি, রক্তকরবীর-পুষ্প ও রক্তচন্দন ইহার নাম অষ্টাঙ্গ-অর্ঘ্য এবং ইহা সূর্য্যের অতিশয় তুষ্টিকর। হে বিষ্ণো! ইহার মধ্যে অন্য জল অপেক্ষা গঙ্গা জল হইলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে গঙ্গাতীরে দেবালয় নির্ম্মাণ করায়, অন্যত্র দেবালয় প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা, তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয় ৯৩-১০০। স্থানান্তরে অশ্বত্থ, বট ও আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ এবং কূপ, বাপী, তড়াগ, প্রপা ও সত্রাদি প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুদ্ধ গঙ্গার দর্শনেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশে পুষ্পোদ্যানাদি নির্ম্মাণ করাইলে যে পুণ্য হয় গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে ততোধিক পুণ্য লাভ হয়। কন্যাদান, গোদান ও অন্নদানে যে পুণ্য, গঙ্গার জল-গণ্ডুষ পান করিলে তাহা হইতে শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। হে জনার্দ্দন! সহস্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠানে যে পুণ্য হয়, গঙ্গাজল পান করিলে তাহা হইতে অধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১০১-১০৪। হে হরে! ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানের ফল আর কি বলিব? তাহাতে অক্ষয় স্বর্গবাস অথবা নির্ব্বাণ হয়। যে মানব, প্রত্যহ গঙ্গার পাদুকাদ্বয় অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি, আয়ু, পুণ্য, ধন, পুত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১০৫-১০৬। হে হরে! গঙ্গার সমান কলিকল্মষনাশন তীর্থ আর নাই এবং অবিমুক্তের তুল্য মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রও আর নাই। সিংহকে দর্শন করিয়া মৃগগণ যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ গঙ্গাস্নানরত মানবকে দর্শন করত, যমকিঙ্করগণ দশদিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ১০৭-১০৮। যাঁহারা গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গার সেবা করেন, তাঁহাদিগকে পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। গঙ্গাতীরে ভক্তি-সহকারে

গো, ভূমি ও সুবর্ণদান করিলে, মানব আর দুঃখময় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। গঙ্গাতীরে বস্ত্রদান করিলে দীর্ঘ-জীবন লাভ করা যায়। পুস্তক দান করিলে জ্ঞান-লাভ হয়, অন্ন দান করিলে সম্পত্তি লাভ হয় এবং কন্যা দান করিলে কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। ১০৯-১১। হে হরে! অন্য স্থানে যে সমস্ত কর্ম্ম, ব্রত, দান, জপ ও তপস্যা করা যায়, সেই সমস্ত গঙ্গাতীরে করিলে কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বিষ্ণো! গঙ্গাতীরে যথাবিধি ধেনু দান করিলে, ধেনুর গাত্রে যত লোম থাকে, মানব তাবৎপরিমিত যুগ সর্ব্ব প্রকার সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১১২-১১৩। গঙ্গাতীরে কামধেনু প্রদান করিলে, মানব নানা প্রকার দিব্যভোগযুক্ত হইয়া আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। এবং বান্ধব, সুহৃদ্ ও পিতৃগণের সহিত সর্ব্বরত্নে ভূষিত হইয়া, দেবগণেরও অলভ্য ভোগসমূহ ভোগ করত, পশ্চাৎ রত্নকাঞ্চন-সম্পন্ন, শীল ও বিদ্যাসমন্বিত এবং ধনধান্যসমাকুল কুলে জন্ম গ্রহণ করে। ১১৪-১১৬। এবং তথায় পুত্রপৌত্রগণে বেষ্টিত হইয়া, বহুতর সম্পত্তি ভোগ করত পূর্ব্বজন্ম-বাসনা-বশে পুনরায় কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করত দেহান্তে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ১১৭-১১৮। যাহারা গঙ্গাতীরে ভক্তি-সহকারে স্বল্পমাত্রও ভূমি দান করে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই ভূমিতে যাবতীয় ত্রসরেণু আছে, তাবৎপরিমিত যুগ, মহেন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি লোকসমূহে মনোভিলষিত ভোগরাশি ভোগ করত সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও মহাধর্ম্মপরায়ণ হইয়া; নরকস্থ পিতৃ-গণকে স্বর্গে আনয়ন এবং স্বর্গস্থিত পিতৃগণকে মোচন করত, অবশেষে জ্ঞানরূপে অসির দ্বারা পাঞ্চভৌতিক অবিদ্যাকে ছেদ করিয়া; পরম বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, উত্তম যোগ অথবা অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, পরমব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে। ১১৯-১২৩। ভাগীরথীতীরে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অশীতি রতি সুবর্ণ দান করে, সে ব্যক্তি সুবর্ণ ও রত্নখচিত শুভবিমানে আরোহণ করত, সমস্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সমস্ত লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী লোকসমূহে নানাবিধ মনোহর বিষয় ভোগ করত, জম্বুদ্বীপের প্রতাপশালী একমাত্র অধীশ্বর হইয়া অন্তে কাশীতে দেহত্যাগ করত, নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকে। ১২৪-১২৭। জন্মনক্ষত্রে ভক্তি পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে, ক্ষণমধ্যে জন্মাবধি সঞ্চিত পাপসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে গঙ্গাস্নান অতিশয় দুর্লভ। অমাবস্যায় গঙ্গাস্নানে শতগুণ ও সংক্রান্তিতে সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। ১২৮-১২৯। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ-কালীন গঙ্গাস্নানে লক্ষগুণ, ব্যতীপাতে অনন্ত, বিষুব সংক্রান্তিতে অযুতগুণ এবং অয়নদ্বয়ে নিযুতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৩০। সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ ও রবিবারে

সূর্য্যগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়, তাহাতে গঙ্গাস্নান করিলে অনন্ত ফললাভ হয়। হে বিষ্ণো! সেই যোগে গঙ্গাতীরে স্নান, দান, জপ ও হোম যাহা কিছু করা যায়, সেই সমুদয়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। ১৩১-১৩২। শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যাকারীও বিশুদ্ধ হইতে পারে, অন্য পাতকীর ত কথাই নাই। গঙ্গাতীরে কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহা মৃত হয় এবং কূল হইতে যে সকল বৃক্ষ পতিত হয়, তাহারাও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩৩-১৩৪। জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে, মানবগণ ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান করিয়া, গঙ্গাতীরে নিশাজাগরণ করিবে এবং দশবিধ পুষ্পাদির দ্বারা দশবার বিধি অনুসারে গঙ্গার পূজা করিবে ও প্রসৃতি পরিমাণ সাজাতিল দশবার গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে এবং বিংশত্যক্ষর গঙ্গামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গুড়মিশ্রিত শক্তুর দশটী পিণ্ড প্রদান করিবে ও ঐ বিংশত্যক্ষর মন্ত্রের দ্বারাই পূজা, জপ ও হোম প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিবে। ১৩৫-১৪০। এবং শক্ত্যনুসারে সুবর্ণ বা রৌপ্যময় গঙ্গা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, বস্ত্রাচ্ছাদিত পূর্ণ কুম্ভের উপর স্থাপন করত, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্চামৃত বিশোধিত সেই মূর্ত্তির পূজা করিবে, এবং অর্চ্চনা-কালে গঙ্গাকে এইরূপে ধ্যান করিবেঃ—তিনি নদী-নদ-নিষেবিতা, ত্রিনেত্র ও চতুর্ভুজা, তাঁহার দেহ অতিশয় সুন্দর, তিনি চারিহস্তে পূর্ণকুম্ভ, শ্বেতপদ্ম, বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। অযুত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার দেহ-প্রভা, তিনি চামর সমূহের দ্বারা বীজ্যমান ও শ্বেতচ্ছত্রে বিশোভিতা। তিনি সুধা দ্বারা ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিতেছেন ও দিব্য গন্ধ লেপন করিয়াছেন। ত্রিভুবনবাসী তাঁহার পদ পূজা করিতেছে এবং দেবর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। হে বিষ্ণো! এই প্রকার ধ্যান করত, উপচারসমূহের দ্বারা গঙ্গার পূজা করিয়া, সেই প্রতিমার সম্মুখে আমাকে, তোমাকে, ব্রহ্মাকে, সূর্য্যকে হিমালয়কে এবং ভগীরথকে পূজা করিবে। অনন্তর সমাদর-পূর্ব্বক দশটী ব্রাহ্মণকে চন্দন ও অক্ষত মিশ্রিত দশপ্রস্থ পরিমিত তিল দান করিবে। ১৪১-১৪৭। চারিপলে এক কুড়ব হয়, চারি কুড়বে এক প্রস্থ হয়, চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক হয় এবং চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়, ধান্য পরিমাণে এইরূপ মান হইয়া থাকে। ১৪৮। অনন্তর যথাশক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রের দ্বারা নির্ম্মিত মৎস্য, কচ্ছপ, মণ্ডূক, মকর, হংস, কারণ্ডব, বক, চক্রবাক, টিট্টিভ ও সারস প্রভৃতি জলচরজন্তু ও পক্ষিগণের প্রতিকৃতিও গন্ধপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া, সেই সমস্ত গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে। বিত্তশাঠ্য না করিয়া যে ব্যক্তি উপবাস করত বিধিপূর্ব্বক এইরূপ অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি দশ-জন্মার্জ্জিত, অদত্ত বস্তুর গ্রহণ,

অবৈধ হিংসা, ও পরদার সেবারূপ তিন প্রকার শারীরিক পাপ, পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বন্ধ-প্রলাপরূপ চারি প্রকার বাচিক পাপ এবং পরদ্রব্যে অভিধ্যান, মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্তা ও বিতথাভিনিবেশরূপ তিন প্রকার মানসিক পাপ, এই দশবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ১৪৯-১৫৪। এবং সেই ব্যক্তি ঊর্দ্ধতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষকে উদ্ধার করে। ১৫৫। অনন্তর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গার সম্মুখে এই স্তব পাঠ করিবে:—হে গঙ্গে! মঙ্গলদায়িনী শিবাস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মমূর্ত্তি ও বিষ্ণুরূপিণী তোমাকে নমস্কার, রুদ্ররূপিণী ও শাঙ্করীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ভেষজমূর্ত্তি ও সর্ব্বদেবস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, সকলের সমস্ত ব্যাধির ভিষক্‌শ্রেষ্ঠস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, স্থাবর ও জঙ্গমসম্ভূত বিষহরণকারিণী তোমাকে নমস্কার, সংসারবিষনাশিনী ও জীবনস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ত্রিবিধতাপহরণকারিণী ও প্রাণেশীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, শান্তি-কারিণী ও পবিত্রমূর্ত্তি তোমাকে নমস্কার, সকলের শুদ্ধ-কারিণী ও পাপের অরিস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ভুক্তিমুক্তি ও ভদ্রদায়িনী প্রদায়িনী তোমাকে নমস্কার, ভোগোপ-ভোগদায়িনী ও ভোগবতীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, মন্দাকিনী ও স্বর্গপ্রদারূপিণী তোমাকে নমস্কার, ত্রিপথা ও ত্রৈলোক্যের ভূষণস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ত্রিশুক্লসংস্থা ও ক্ষমাবতীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ত্রিহুতাশন সংস্থা ও তেজোবতী-স্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, নন্দা, লিঙ্গধারিণী ও সুধাধারস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, বিশ্বমুখী ও রেবতীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, লোকধাত্রী ও বৃহতীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, বিশ্বমিত্রা ও নন্দিনীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, পৃথিবী, শিবামৃতা ও সুবৃষারূপিণী তোমাকে নমস্কার, পরাপরশতাঢ্যা ও তারাস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, পাশ-জালচ্ছেদনকারিণী ও অভিন্নাস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, শান্তা, বরিষ্ঠা ও বরদাস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, উগ্রা, সুখজগ্ধী ও সঞ্জীবনী-স্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মিষ্ঠা, ব্রহ্মদা ও দুরিতহারিণীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, প্রণতার্ত্তিহারিণী ও জগজ্জননীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, সর্ব্বাপৎপ্রতিপক্ষা ও মঙ্গলস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, শরণাগত দীনজনের দুঃখত্রাণপরায়ণ ও সকলের দুঃখহরণকারিণী নারায়ণীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, নির্লেপা, দুর্গহন্ত্রী ও দক্ষারূপিণী তোমাকে নমস্কার, হে নির্ব্বাণদায়িনি গঙ্গে! পরাপররূপিণী তোমাকে নমস্কার, হে গঙ্গে! তুমি আমার সম্মুখে পৃষ্ঠে এবং পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থান কর এবং তোমাতে আমার স্থিতি হউক। ১৫৬-১৭৩। হে গঙ্গে! তুমিই আদিতে, তুমিই অন্তে এবং তুমিই মধ্যে। হে শিবে! তুমিই সমস্ত, তুমিই মূল প্রকৃতি, তুমিই

পরম-পুরুষ। হে গঙ্গে! তুমিই পরমাত্মা এবং তুমিই শিব, হে শিবে! তোমাকে নমস্কার। ১৭৪। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এবং এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে, রোগী রোগ হইতে, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ হইতে, বদ্ধব্যক্তি বন্ধন হইতে এবং ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়। ১৭৫-১৭৬। এবং সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হয় ও মরণান্তে দিব্যবিমানে অবস্থান করত, দিব্যস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক উপবীজিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ১৭৭। এই স্তব লিখিয়া গৃহে রাখিলে বা ধারণ করিলে, অগ্নি, চৌর বা সর্পাদির ভয় থাকে না। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষের দশমী হস্তানক্ষত্র ও বুধবারযুক্তা হইলে ত্রিবিধ পাপ হরণ করিয়া থাকে। সেই দশমীতে যত্ন-সহকারে গঙ্গাপূজা করত, গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ পাঠ করে, সে ব্যক্তি দরিদ্র ও অক্ষম হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঙ্গাপূজা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭৮-১৮১। যিনি গৌরী, তিনিই গঙ্গা, সুতরাং গৌরী পূজার যে বিধি, গঙ্গাপূজার তাহাই। হে বিষ্ণো! যেমন আমি, সেই রূপ তুমি, এবং যেমন তুমি, সেই রূপ উমা এবং যেমন উমা, সেই রূপ গঙ্গা, এই চারিরূপে কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি, বিষ্ণু ও রুদ্রের এবং শ্রী ও গৌরীর এবং গৌরী ও গঙ্গার ভেদ জ্ঞান করে, সে অতিশয় মূর্খ। ১৮২—১৮৪।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—*—

গঙ্গা-মহিমা।

উমা কহিলেন, হে নাথ! হে ত্রিকালজ্ঞ! আমার সন্দেহ অপনয়নের জন্য আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আপনার ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর প্রদান করুন। যে সময়ে বিষ্ণু, চক্রপুষ্করিণীর তটে তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন রাজা ভগীরথ এবং ভাগীরথীই বা কোথায় ছিলেন? ১—২।

শিব কহিলেন, হে বিশালাক্ষি! এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নহে, কারণ শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের কথাই বর্ণিত হইয়া

থাকে, অতএব এ বিষয়ে তুমি ব্যর্থ সন্দেহ করিও না। মহাদেব এই কথা বলিয়া পুনরায় গঙ্গামাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩—৪।

অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ব্বতী-নন্দন! দেবদেব মহাদেব পুনরায় গঙ্গার মহিমা বিষ্ণুর নিকট কিরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে মৈত্রাবরুণে! দেবদেব মহাদেব গঙ্গার মাহাত্ম্য যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬। যে ব্যক্তি গঙ্গায় আগমন করিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে তিলোদকের সহিত পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃগণ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করেন এবং তাঁহাদের শ্রাদ্ধকর্ম্মে মানব যত তিল প্রদান করে, তাবৎ পরিমিত সহস্র বর্ষ তাঁহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। ৭-৮। দেবতা এবং পিতৃগণ সর্ব্বদা গঙ্গাতে অবস্থান করেন, এই নিবন্ধন গঙ্গায় দেব বা পিতৃকার্য্য করিবার সময় তাঁহাদের আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হয় না। পিতৃবংশে, মাতৃবংশে, গুরুবংশে, শ্বশুরবংশে এবং বান্ধববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা মৃত হইয়াছে, যাহারা অজাতদন্তাবস্থাতেই মরিয়াছে, যাহারা গর্ভেই মৃত হইয়াছে, যাহারা অগ্নি, বিদ্যুৎ বা চোর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, যাহারা ব্যাঘ্র বা অন্য হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, যাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যাহারা পতিত হইয়া মরিয়াছে, যাহারা আত্মঘাতী হইয়া, যাহারা আত্মবিক্রয়ী হইয়া, যাহারা অযাজ্যযাজন করিয়া, যাহারা রসবিক্রয়ী হইয়া, যাহারা পাপরোগবিশিষ্ট হইয়া, যাহারা অগ্নিদ, যাহারা গরদ এবং যাহারা গোঘ্ন হইয়া মৃত হইয়াছে, যাহারা অসিপত্রবন নরকে ও যাহারা কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়াছে এবং যাহারা রৌরব, অন্ধতামিস্র ও কালসূত্র নামক নরকে গমন করিয়াছে, যাহারা স্বকর্ম্মদোষে জাত্যন্তর-সহস্রে ভ্রমণ করিতেছে, যাহারা পক্ষি ও মৃগাদি হইয়া জন্মিয়াছে, যাহারা কীট, বৃক্ষ বা লতাদি-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে নিকৃষ্টযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, ভয়ঙ্কর যমদূতগণ কর্ত্তৃক যাহারা যমলোকে নীত হইয়াছে, যাহারা অবান্ধব, যাহারা বান্ধব, যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব ছিল, যাহারা অজ্ঞাতনামা, স্বগোত্রে উৎপন্ন হইয়া যাহারা অপুত্রক হইয়া মৃত হইয়াছে, যাহারা বিষ-ভক্ষণে মরিয়াছে, যাহারা শৃঙ্গিকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, যাহারা কৃতঘ্ন ছিল, যাহারা গুরুহত্যা করিয়াছিল, যাহারা মিত্রদ্রোহ করিয়াছিল, যাহারা স্ত্রী ও বালক হত্যা করিয়াছিল, যাহারা বিশ্বাসঘাতক ছিল, যাহারা অসত্য ও হিংসায় রত ছিল, যাহারা সর্ব্বদা পাপে রত ছিল, যাহারা অশ্ব বিক্রয় করিয়াছিল, যাহারা পরের দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, যাহারা অনাথ ও কৃপণাবস্থাপন্ন এবং মনুষ্য জীবন

লাভ করিতে অক্ষম, মনুষ্য বিধিপূর্ব্বক যদি জাহ্নবীর জলে তাহাদের তর্পণ করে, তবে তাহারাও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, এবং যাঁহারা স্বর্গে আছেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। ৯-২১। এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, যে ব্যক্তি পিতৃ-তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে, তাহাকেই বিধিজ্ঞ বলা যায়। ত্রৈলোক্য মধ্যে যে সমস্ত কামপ্রদ তীর্থ আছেন, সেই সমস্ত, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেবা করিয়া থাকেন। হে বিষ্ণো! গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ অপহরণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র ও পাপনাশিনী আর কিছুই নাই। দেবর্ষি এবং পিতৃগণ সর্ব্বদা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, "কাশীতে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা কি আমাদের নয়ন গোচর হইবেন? যাঁহার জলে সন্তৃপ্ত হইয়া, আমরা তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া; মহাদেবের প্রসাদে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব"। হে হরে! গঙ্গাই সর্ব্বপ্রকারে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, বিশেষতঃ অবিমুক্তক্ষেত্রে; কারণ, তথায় আমি সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকি। কলিযুগকে ঘোরতর জানিয়া গঙ্গাভক্তি অতিশয় গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। মূঢ় মানবগণ তজ্জন্যই মুক্তির কারণ গঙ্গাকে জানিতে পারে না। ২২-২৮। বহুতর জন্ম নানাবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়াও, কোন্ ব্যক্তি গঙ্গাসেবা ব্যতিরেকে নির্বৃতি লাভ করিতে পারে? হে বিষ্ণো! পাপসমূহের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত ও ভবরোগী অল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে গঙ্গাই একমাত্র উৎকৃষ্ট ভেষজ। হে হরে! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে, ভগ্ন ও বিদীর্ণ স্থানের সংস্কার করে, সে চিরকাল আমার লোকে অক্ষয় সুখভোগ করিয়া থাকে। ২৯-৩১। যে ব্যক্তি নিজের জন্য বা অন্যের জন্য গঙ্গায় গমনের উদ্দেশ্য করিয়া, পরে গমন না করে; সে ব্যক্তি স্বীয় পিতৃগণের সহিত নিরয়গামী হয়। হে হরে! গঙ্গাজলের দ্বারা যাহাদের সমস্ত কৃত্য নির্ব্বাহ হয়, সেই সমস্ত মানবগণ ভূমিতে অবস্থিত হইলেও দেবগণের তুল্য। যে ব্যক্তি বহুতর পাপ করিয়াও বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গার সেবা করে, সেও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। গঙ্গার জলমধ্যে যতকাল মানবের অস্থি অবস্থান করে, সে ততকাল স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। ৩২-৩৫।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেব দেব! হে জগন্নাথ! হে জগতের হিতকারক! হে প্রভো! পবিত্র গঙ্গাজলে যদ্যপি অপঘাতে মৃত দুর্বৃত্ত ও দুরাত্মা ব্যক্তির অস্থি দৈবাৎ পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ সদ্গতি লাভ হয়, তাহা বলুন। ৩৬-৩৭।

মহেশ্বর কহিলেন, হে বিষ্ণো! আমি এ সম্বন্ধে বাহীক নামক ব্রাহ্মণের পুরাবৃত্ত বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে কলিঙ্গদেশে বাহীক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। স্নান, সন্ধ্যা ও বেদাক্ষর বিবর্জ্জিত সেই ব্যক্তি, নামে মাত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ লবণ বিক্রয় করিত। কৌবিন্দীনামে এক নবীনবয়স্কা বিধবা তাহার উপপত্নী ছিল। সেই ব্রাহ্মণ কোন সময় দুর্ভিক্ষে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়া, অন্নাভাবে সেই কৌবিন্দীর সহিত দেশ-ত্যাগ করত দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দণ্ডকারণ্যে নরমাংস-প্রিয় ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক সেই ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ নিহত হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণের বামপদ গ্রহণ করত, এক গৃধ্রপক্ষী আকাশে উড্ডীন হইল। সেই সময়ে মাংসাশী আর একটী গৃধ্র আসিয়া আকাশ পথে সেই মাংসের জন্য সেই গৃধ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমিষগ্রহণাভিলাষে যখন সেই গৃধ্রদ্বয় পরস্পর জয়ের জন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন হঠাৎ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ব্যাপাদিত সেই বাহীকের পাদগুল্ফ, গৃধ্রের চঞ্চুপুট হইতে গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইল। ৩৮-৪৫। যে সময়ে সেই ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই সময়েই যমদূতগণ ক্রূর মূর্ত্তিতে আগমন করত, তাহার সূক্ষ্মদেহ দৃঢ়রূপে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া, মর্ম্মভেদী অস্ত্রের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে যমরাজের নিকট লইয়া যায়। তাহাদের কঠোর প্রহারে তাহার মুখ দিয়া অবিরত রুধির বমন হইতে লাগিল। অনন্তর যমের নিকট উপস্থিত হইলে পর, যম চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পরিমাণ বিচার করিয়া শীঘ্র বল। যমকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, সর্ব্বদা জীবগণের সমস্ত কর্ম্মের জ্ঞাতা বিচিত্রবুদ্ধি চিত্রগুপ্ত, যমকে সেই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণের জন্মদিন হইতে অশুভ কর্ম্ম সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ৪৬-৫০।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন, ইহার জন্মের পূর্ব্বে কেহই গর্ভাধানাদি কর্ম্ম করে নাই, এবং ইহার জ্ঞানহীন পিতা ইহার জাতকর্ম্মও করে নাই। গর্ভের পাপ বিনাশের হেতু ও সমস্ত জীবনের সুখদায়ক একাদশদিনে নামকরণও ইহার বিধিপূর্ব্বক হয় নাই। যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হওয়া যায়, ইহার মন্দবুদ্ধি পিতা, চতুর্থমাসে সেই নিষ্ক্রমণক্রিয়াও করে নাই। ইহার জনক শুভ তিথি ও শুভ দিনে, ষষ্ঠমাসে যে অন্নপ্রাশন করিলে বিদেশগমন রহিত হয়; তাহাও করে নাই। যে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বদা মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করে, ইহার পিতা কুলরীতি অনুসারে, ইহার সে চূড়াকরণও করে নাই। ৫১-৫৫। যে কর্ম্ম করিলে, কেশসমূহ স্নিগ্ধ ও কুসুমবর্ষী হয়, এবং কর্ণদ্বয় সুবর্ণের দ্বারা ভূষিত ও সৎকথা শ্রবণের উপযোগী

হয়, ইহার পিতা শুভ সময়ে ইহার সে কর্ণবেধও করে নাই। ব্রহ্মচর্য্য বৃদ্ধি ও ব্রহ্মগ্রহণের হেতু মৌঞ্জীবন্ধনও ইহার অষ্টম বর্ষ অতীত হইলে হইয়াছিল। যে কর্ম্মের অনন্তর শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য আশ্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহার পিতা ইহার সেই মৌঞ্জীমোক্ষণের বার্ত্তাও করে নাই। এবং কোন প্রকারে সেই ব্যভিচারিণী কৌবিন্দীর সহিত এই পরদারাপহারী পাপাত্মার বিবাহ হইয়াছিল। ৫৬-৫৯। এই দুর্বৃত্ত, পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া, নিজের উদর পূরণ করিত। এ ব্যক্তি যখন রুমাতে (স্থানবিশেষ) বাস করিত, তখন এক বার্ষিকী একটী গো ইহার লবণ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে এই পাপাত্মা দৃঢ়তর দণ্ডাঘাতে সেই গোকে হত্যা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি অনেকবার জননীকে পদাঘাত করিয়াছিল এবং কখন পিতার বাক্য প্রতিপালন করে নাই। অনেকবার এ ব্যক্তি কলহ করিয়া বিষপান করিয়াছিল এবং উদর বিদারণ করিয়া বহুতর জনকে এ ব্যক্তি ক্লেশ প্রদান করিত। এই দুর্বুদ্ধি ক্রীড়াতেও কলহ করিয়া, অনেক বার ধূস্তুর, করবীর প্রভৃতি উপবিষসমূহ পান করিয়াছিল। এ ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। হিংস্র জন্তুর কবলে নিপতিত হইয়াছিল এবং অনেক বার শৃঙ্গীকর্ত্তৃক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল। এই পাপাত্মা সর্পকর্ত্তৃক অনেক বার দষ্ট হইয়াছিল এবং শিষ্ট-সমাজে অতিশয় নিন্দিত ছিল। এই পাপিষ্ঠ কাষ্ঠ, ইষ্টক ও লোষ্ট্রের দ্বারা সাধুগণের নানারূপ অনিষ্ট করিত। সাধুগণ সর্ব্বদা যে উত্তমাঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন, এই দুরাত্মা বারম্বার সেই মস্তক আস্ফালন করিত। এই মূর্খ, ব্রাহ্মণ হইয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত জানিত না এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেক মৎস্য, মাংস আহার করিয়াছিল। এ ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য অনেক বার পায়স পাক করিয়াছিল এবং লাক্ষা, লবণ, মাংস, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, বিষ, লোহ, অস্ত্র, দাসী, গো, অশ্ব, কেশ ও চর্ম্ম প্রভৃতির বিক্রয়কর্ত্তা ছিল। এই পাপাত্মা শূদ্রান্নে শরীর পোষণ করিত এবং পর্ব্বদিনেও মৈথুন করিত। এই দুরাত্মা দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে পরাঙ্মুখ ছিল। ইহার দ্বারা শত শত পক্ষী ও মৃগ নিহত হইয়াছে এবং এই কঠোরহৃদয় দুরাত্মা, অকারণ বহুতর বৃক্ষচ্ছেদন করিত। এবং সর্ব্বদা আপন বন্ধুজনেরও উদ্বেগ উৎপাদন করিত। সর্ব্বদা অসত্য বলিত এবং সর্ব্বদা হিংসাপরায়ণ ছিল। ৬০-৭৩। এই পাষণ্ড কখন কাহাকেও কিছুই দান করে নাই, কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ ছিল। হে রবিজ! ইহার বিষয় অধিক আর কি বলিব, এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পাতক। ইহাকে রৌরব, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অতিরৌরব, কালসূত্র, কৃমিভক্ষ, পূয়শোণিতকর্দ্দম, অসিপত্রবন, যন্ত্রপীড়

সুদংষ্ট্রক, অধোমুখ, পূতিগন্ধ, বিষ্ঠাগর্ত্ত, অভোজন, সূচীভেদ্য, সংদংশ, লালাপ এবং ক্ষুরধারক নামক প্রত্যেক নরকে এক এক কল্প অবস্থান করান উচিত। ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তের মুখ হইতে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, সেই দুরাচারকে ভর্ৎসনা করত, দূতগণকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা বাহীককে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দূতগণ, সেই বাহীককে দৃঢ়রূপে বন্ধনকরত, যেখানে সর্ব্বদা পাপীগণের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতেছে; সেই নরকে লইয়া গেল। ৭৪-৭৯।

ঈশ্বর কহিলেন, বাহীক যখন ঘোরতর যাতনাসমূহমধ্যে অবস্থিত হইল, সেই সময়েই গৃধ্রের মুখ হইতে সেই ব্রাহ্মণের পদ, নির্ম্মল গঙ্গাজলে নিপতিত হইল। হে হরে! তৎক্ষণাৎ সুরলোক হইতে ঘণ্টা নিনাদিত ও দিব্যস্ত্রীশতসঙ্কুল এক দিব্যরথ বাহিকের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গায় অস্থিপতন-নিবন্ধন দিব্যবেশ ধারণ করত, সেই বিমানে আরোহণ করিয়া এবং দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া, অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক চামরসমূহের দ্বারা বীজিত হইতে হইতে স্বর্গ-লোকে গমন করিল। ৮০-৮৩।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! এই বস্তুশক্তিবিচার অতি অদ্ভুত। সদাশিবের কোন পরমাশক্তিই জলরূপে বিরাজ করিতেছেন। জগতের উদ্ধারের জন্য, করুণারূপ অমৃতপূর্ণ-দেবদেব-মহাদেব এই গঙ্গাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতে যেমন অন্যান্য বহুতর জলপূর্ণ নদী আছে, এই ভাগীরথীকে সাধুগণ যেন, তৎ-সমুদয়ের সমান বলিয়া গণনা না করেন। হে মুনে! শ্রুত্যক্ষরসমূহ নিষ্পীড়ন করিয়া, করুণা প্রযুক্ত দেবাদিদেব গঙ্গাধর, সেই অক্ষর নিঃসৃত রসসমূহের দ্বারাই এই গঙ্গাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৮৪-৮৭। সমস্ত জন্তুগণের উপর কৃপা করিয়া, ভগবান্ শঙ্কর যোগ এবং উপনিষদ্‌সমূহের সার আকর্ষণ করত, এই নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে দেশে গঙ্গা নাই, সে দেশ চন্দ্রহীন রাত্রি ও পুষ্পহীন পাদপের তুল্য। হে হরে! যে দেশে এবং যে দিকে গঙ্গাজল নাই, সেই দেশ ও সেই দিক্ নীতিবিহীন সম্পদ এবং দক্ষিণাহীন যজ্ঞের তুল্য। ৮৮-৯০। যেমন সূর্য্যবিহীন আকাশ, প্রদীপহীন গৃহ এবং বেদহীন ব্রাহ্মণ, গঙ্গাহীন দিক্-সমূহও তদ্রূপ। যে ব্যক্তি দেহ-শুদ্ধির জন্য সহস্র চান্দ্রায়ণ করে, আর যে ব্যক্তি গঙ্গাজল পান করে, এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপায়ী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শতসহস্র বৎসর একপদে অবস্থান করত তপস্যা করে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর গঙ্গাজল পান করে, এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপায়ীই শ্রেষ্ঠ।

হে হরে! যে ব্যক্তি শতবৎসর ব্যাপিয়া অধোদিকে মস্তক করিয়া লম্বিত হইয়া তপস্যা করে, আর যে ব্যক্তি ভীষ্ম-জননীর তটস্থিত বালুকার উপর শয়ন করিয়া থাকে, এই উভয়ের মধ্যে বালুকাশায়ীই শ্রেষ্ঠ। কলিকালে পাপ ও তাপসমূহে সন্তপ্ত জীবগণের গঙ্গা যেমন পাপ ও তাপ হরণ করে, তদ্রূপ আর কেহই নহে। গরুড়ের দর্শন মাত্রেই সর্পগণ যেমন বিষহীন হয়, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শন মাত্রেই পাপ-সমূহ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকাধারী ব্যক্তিকে দেখিলে বোধ হয় সে যেন, তমোনাশের জন্য সূর্য্যবিম্ব ধারণ করিয়াছে। ব্যসনাভিভূত ও ধনহীন পাপাত্মাগণের গঙ্গাই একমাত্র গতি। গঙ্গা শ্রুত, অভিলষিত, দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, পীত ও অবগাহিত হইয়া, মানবগণের পিতৃ ও মাতৃবংশকে তারণ করিয়া থাকেন। কীর্ত্তন, দর্শন, স্পর্শন, পান ও অবগাহন, ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর এক একটীর অনুষ্ঠান করিলে দশগুণ পুণ্যলাভ হয় ও তৎসংখ্যক পাপনাশ হইয়া থাকে। লোকে গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়া যে পুণ্যলাভ করে, পুত্র, বিত্ত বা অন্যবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হয় না। ৯১-১০১। যাহারা সমর্থ হইয়াও গঙ্গায় স্নান করে না, তাহারা জাত্যন্ধ, পঙ্গু এবং জীবিত হইয়াও মৃত। হে হরে! গঙ্গার মাহাত্ম্য-ভাষিণী শ্রুতি শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে মানব গঙ্গাকে আশ্রয় করিবে। যাহারা ইরাবতী, মধুমতী, পয়স্বিনী, অমৃতরূপা, উর্জ্জস্বতী এবং ত্রিদিব-প্রসূতা গঙ্গাকে আশ্রয় করে, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যাহারা মনের সহিত সর্ব্বপ্রকারে ঋষিগণকর্তৃকসেবিতা, বিষ্ণুপদী, পুরাতনী ও সুপুণ্যধারা গঙ্গার শরণাগত হয়, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। ১০২-১০৫। যিনি সমস্ত গুণোপপন্না জননীর ন্যায় এই লোকসমূহকে সর্ব্বদা স্বর্গে লইয়া যান, যাহারা ব্রহ্মপদের অভিলাষ করে, তাহাদের সর্ব্বদাই সেই গঙ্গার উপাসনা করা উচিত। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি কামনা করিবে, সে ব্যক্তি দেবগণকর্তৃকসেবিতা, ইচ্ছাকারিণী, বিশ্বরূপা, ইরাবতী, গুহ-জননী, অমৃত এবং ব্রহ্মকান্তা গঙ্গার সেবা করিবে। ১০৬-১০৭। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া, বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। অশুভ কর্ম্মসমূহের দ্বারা গ্রস্ত, মহার্ণবে নিমজ্জমান এবং নরকগামী ব্যক্তিগণ, যদি গঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে গঙ্গা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সমস্ত লোকের মধ্যে ব্রহ্মলোক যেমন উত্তম, তদ্রূপ জাহ্নবীও নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। অন্যস্থানে সংকল্পপূর্ব্বক তিন বৎসর তপস্যা করিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গায় ভক্তিপূর্ব্বক অর্দ্ধদণ্ড মাত্র তপস্যা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাত্রিকালে চন্দ্রোদয়

হইলে গঙ্গাতটে যে প্রীতিলাভ হয়, স্বর্গে অক্ষয় সুখভোগী ব্যক্তির তাদৃশ প্রীতি লাভ হয় না। জরা ও রোগসঙ্কুল-দেহ জাহ্নবী-জলে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ-করত, অনায়াসে মনুষ্য স্বর্গে গমন করিতে পারে। যাঁহার বারিসমূহের দ্বারা প্লাবিত হইয়া, শশিমণ্ডল রাত্রিকালে অধিকতর শোভা ধারণ করে, যাঁহার জলে আপ্লুত জীবের সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ মহৎ শ্রেয়ঃলাভ হয়, যাঁহার জলে তর্পণ করিলে পিতৃগণের ত্রৈবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ হয়, ক্ষিতিস্থ মানব, অধঃস্থ সরীসৃপ এবং স্বর্গস্থ দেবগণকে তারণ করেন বলিয়া, যাঁহার নাম "ত্রিপথগা" হইয়াছে। হে বিষ্ণো! সেই গঙ্গাই তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-তীর্থ এবং নদী-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নদী। গঙ্গা মহাপাতকীগণকেও স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন। হে বিষ্ণো! স্বর্গে, মর্ত্তে এবং অন্তরীক্ষে যাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমস্ত গঙ্গাতে অবস্থিত আছে। ১০৮-১১৯। যে ব্যক্তি জ্ঞান-সহকারে গঙ্গাতে মৃত হয়, সে স্বর্গে গমন করে এবং কখন নরক দর্শন করে না, কিন্তু আত্মঘাতী হইলে তাহার স্বর্গ হয় না। গঙ্গাই সমস্ত তীর্থ, গঙ্গাই তপোবন এবং গঙ্গাই সিদ্ধিক্ষেত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ঘটোদ্ভব! যে স্থানে বৃক্ষগণ কামফলপ্রদাতা এবং মৃত্তিকা সুবর্ণময়ী, গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তিগণ সেই স্থানে বাস করেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বাস ও রত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, পয়স্বিনী সুশীলা ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করে, হে মুনে! সেই ধেনু ও তাহার বৎসের যত লোম থাকে, তাবৎ সহস্র বৎসর সেই ব্যক্তি স্বর্গসুখ ভোগ করে। ১২০-১২৪।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

গঙ্গার সহস্র নাম।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! গঙ্গাস্নান ব্যতিরেকে মানবগণের জন্ম নিরর্থক; যাহারা অশক্ত, পঙ্গু, আলস্যযুক্ত এবং গঙ্গা হইতে দূরদেশে অবস্থিত, তাহাদের ত গঙ্গাস্নানের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যাহাতে তাহারা গঙ্গাস্নানের ফল-লাভ করিতে পারে, তাদৃশ কোন দান, ব্রত, মন্ত্র, স্তোত্র, জপ, তীর্থাভিষেক বা দেবতোপাসনারূপ উপায় যদি থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন। হে গঙ্গাগর্ভ-

সমুদ্ভব-স্কন্দ! আপনার অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তিই বিস্তৃতরূপে গঙ্গার মহিমা অবগত নহেন। ১-৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! জগতে অনেক নদী আছে, যাহাদের জল পবিত্র। এবং অনেক তীর্থ আছে, যথায় অনেক জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত তীর্থ সাক্ষাৎ ফলপ্রদানকারী ও মহিমাশালী হইলেও, তাঁহারা গঙ্গার কোটি অংশের তুল্য নহেন। হে অগস্ত্য! তুমি ইহার দ্বারাই গঙ্গার মহিমা অনুমান করিয়া লও, যে, স্বয়ং দেবদেব মহাদেব ইহাঁকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। মানবগণ অন্য তীর্থে স্নান করিবার সময়েও মনে মনে গঙ্গার চিন্তা করিয়া থাকে, কারণ গঙ্গা ব্যতীত আর কে পাপমোচন করিতে সমর্থ হয়? হে মুনে! যেমন দ্রাক্ষাফলের স্বাদ দ্রাক্ষাফলেই অবস্থিত, তদ্রূপ গঙ্গাস্নানেই, তাহার ফল পাওয়া যায়। তথাপি আরও একটী উপায় আছে, যাহার দ্বারা অবিকল গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই উপায়টী অতি গোপনীয়। শিবভক্ত, শান্ত, বিষ্ণুভক্ত, শ্রদ্ধালু, আস্তিক এবং যে ব্যক্তি গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নিকট ভিন্ন, অন্য কাহারও নিকট এই উপায়টী বলা উচিত নহে। গঙ্গার বক্ষ্যমাণ সহস্র-নামই সেই উপায়। এই সহস্র-নাম অতি শ্রেষ্ঠ ও গোপনীয়, ইহা মহাপাতকসমূহকে বিনষ্ট করে এবং মহামঙ্গলজনক ও মনোরথসিদ্ধির উপায়। এই সহস্র-নামে গঙ্গা এবং শিব অতিশয় প্রসন্ন হন এবং ইহা স্তবসমূহের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদ ও উপনিষদের তুল্য জপ্য। মানব পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, পবিত্রচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে এই সহস্র-নাম পাঠ করিবে। ৬-১৬।

স্কন্দ কহিলেন, শ্রীগঙ্গাদেবীকে নমস্কার। প্রণবরূপিণী, অজরা, অতুলা, অনন্তা, অমৃতস্রবা, অত্যুদারা, অভয়া, অশোকা, অলকনন্দা, অমৃতা, অমলা, অনাথবৎসলা, অমোঘা, অম্বুযোনি, অমৃতপ্রদা, অব্যক্তলক্ষণা, অক্ষোভ্যা, অনবচ্ছিন্না, অপরা, অজিতা, অনাথনাথা, অভীষ্টার্থসিদ্ধিদা, অনঙ্গবর্দ্ধিনী, অণিমাদি-গুণা, অধারা, অগ্রগণ্যা, অলীকহারিণী, অচিন্ত্যশক্তি, অনঘা, অদ্ভুতরূপা, অঘহারিণী, অদ্রিরাজসুতা, অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিপ্রদা, অচ্যুতা, অক্ষুণ্ণশক্তি, অসুদা, অনন্ততীর্থা, অমৃতোদকা, অনন্তমহিমা, অপারা, অনন্তসৌখ্যপ্রদা, অন্নদা, অশেষ-দেবতামূর্ত্তি, অঘোরা, অমৃতরূপিণী, অবিদ্যাজালশমনী, অপ্রতর্ক্যগতিপ্রদা, অশেষ-বিঘ্নহারিণী, অশেষগুণগুম্ফিতা, অজ্ঞানতিমিরজ্যোতিঃ, অনুগ্রহপরায়ণা, অভিরামা, অনবদ্যাঙ্গী, অনন্তসারা, অকলঙ্কিনী, আরোগ্যদা, আনন্দবল্লী, আপন্নার্ত্তিবিনাশিনী,

আশ্চর্য্যমূর্ত্তি, আয়ুষ্যা, আঢ্যা, আদ্যা, আপ্রা, আর্য্যসেবিতা, আপ্যায়িনী, আপ্তবিদ্যা, আখ্যা, আনন্দা, আশ্বাসপ্রদায়িনী, আলস্যঘ্নী, আপদহারিণী, আনন্দামৃতবর্ষিণী, ইরাবতী, ইষ্টদাত্রী, ইষ্টা, ইষ্টাপূর্ত্তফলপ্রদা, ইতিহাসশ্রুতীড্যার্থা, ইহামুত্রশুভপ্রদা, ইজ্যাশীলসমিজ্যেষ্ঠা, ইন্দ্রাদিপরিবন্দিতা, ইলালঙ্কারমালা, ইদ্ধা, ইন্দিরারম্যমন্দিরা, ইৎ, ইন্দিরাদিসংসেব্যা, ঈশ্বরী, ঈশ্বরবল্লভা, ঈতিভীতিহরা, ঈড্যা, ঈড়নীয়-চরিত্রভৃৎ, উৎকৃষ্টশক্তি, উৎকৃষ্টা, উড়ুপমণ্ডলচারিণী, উদিতাম্বরমার্গা, উস্রা, উরগলোকবিহারিণী, উক্ষা, উর্ব্বরা, উৎপলা, উৎকুম্ভা, উপেন্দ্রচরণদ্রবা, উদন্বৎ-পূর্ত্তিহেতু, উদারা, উৎসাহপ্রবর্দ্ধিনী, উদ্বেগঘ্নী, উষ্ণশমনী, উষ্ণরশ্মিসুতাপ্রিয়া, উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী, উপরিচারিণী, উর্জ্জংবহন্তী, উর্জ্জধরা, উর্জ্জাবতী, উর্ম্মিমালিনী, উর্দ্ধরেতঃপ্রিয়া, উর্দ্ধাধ্বা, উর্ম্মিলা, উর্দ্ধগতিপ্রদা, ঋষিবৃন্দস্তুতা, ঋদ্ধি, ঋণত্রয়বিনাশিনী, ঋতম্ভরা, ঋদ্ধিদাত্রী, ঋক্‌স্বরূপা, ঋজুপ্রিয়া, ঋক্ষমার্গবহা, ঋক্ষার্চ্চিঃ, ঋজুমার্গপ্রদর্শিনী, এধিতাখিলধর্ম্মার্থা, একা, একামৃতদায়িনী, এধনীয়-স্বভাবা, এজ্যা, এজিতাশেষপাতকা, ঐশ্বর্য্যদা, ঐশ্বর্য্যরূপা, ঐতিহ্য, ঐন্দবীদ্যুতি, ওজস্বিনী, ওষধিক্ষেত্র, ওজোদা, ওদনদায়িনী, ওষ্ঠামৃতা, ঔন্নত্যদা, (ভবরোগি-গণের) ঔষধ, ঔদার্য্যচঞ্চু, ঔপেন্দ্রী, ঔগ্রী, ঔমেয়রূপিণী, অম্বরাধ্ববহা, অম্বষ্ঠা, অম্বরমালা, অম্বুজেক্ষণা, অম্বিকা, অম্বুমহাযোনি, অন্ধোদা, অন্ধকহারিণী, অংশু-মালা, অংশুমতী, অঙ্গীকৃতষড়াননা, অন্ধতামিস্রহন্ত্রী, অন্ধু, অঞ্জনা, অঞ্জনাবতী, কল্যাণকারিণী, কাম্যা, কমলোৎপলগন্ধিনী, কুমুদ্বতী, কমলিনী, কান্তি, কল্পিত-দায়িনী, কাঞ্চনাক্ষী, কামধেনু, কীর্ত্তিকৃৎ, ক্লেশনাশিনী, ক্রতুশ্রেষ্ঠা, ক্রতুফলা, কর্ম্মবন্ধবিভেদিনী, কমলাক্ষী, ক্লমহরা, কৃশানুতপনদ্যুতিঃ, করুণার্দ্রা, কল্যাণী, কলিকল্মষনাশিনী, কামরূপা, ক্রিয়াশক্তি, কমলোৎপলমালিনী, কূটস্থা, করুণা, কান্তা, কূর্ম্মযানা, কলাবতী, কমলা, কল্পলতিকা, কালী, কলুষবৈরিণী, কমনীয়-জলা, কম্রা, কপর্দ্দিসুকপর্দ্দগা, কালকূটপ্রশমনী, কদম্বকুসুমপ্রিয়া, কালিন্দী, কেলিললিতা, কলকল্লোলমালিকা, ক্রান্তলোকত্রয়া, কণ্ডূ, কণ্ডূতনয়বৎসলা, খড়্গিণী, খড়্গধারাভা, খগা, খণ্ডেন্দুধারিণী, খখেলগামিনী, খস্থা, খণ্ডেন্দুতিলকপ্রিয়া, খেচরী, খেচরীবন্দ্যা, খ্যাতি, খ্যাতিপ্রদায়িনী, খণ্ডিতপ্রণতাঘৌঘ, খলবুদ্ধি-বিনাশিনী, খাতৈনঃকন্দসন্দোহা, খড়্গখট্বাঙ্গখেটিনী, খরসন্তাপশমনী, (পীযূষ-জলের) খনি, গঙ্গা, গন্ধবতী, গৌরী, গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া, গম্ভীরাঙ্গী, গুণময়ী, গতাতঙ্কা, গতিপ্রিয়া, গণনাথাম্বিকা, গীতা, গদ্যপদ্যপরিষ্টুতা, গান্ধারী, গর্ভশমনী, গতিভ্রষ্ট-গতিপ্রদা, গোতমী, গুহ্যবিদ্যা, গো, গোপ্ত্রী, গগনগামিনী, গোত্রপ্রবর্দ্ধিনী,

গুণ্যা, গুণাতীতা, গুণাগ্রণী, গুহাম্বিকা, গিরিসুতা, গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসমুদ্ভবা, গুণনীয়চরিত্রা, গায়ত্রী, গিরিশপ্রিয়া, গূঢ়রূপা, গুণবতী, গুর্ব্বী, গৌরববর্দ্ধিনী, গ্রহপীড়াহরা, গুন্দ্রা, গরঘ্নী, গানবৎসলা, ঘর্ম্মহন্ত্রী, ঘৃতবতী, ঘৃততুষ্টিপ্রদায়িনী, ঘণ্টারবপ্রিয়া, ঘোরাঘৌঘবিধ্বংসকারিণী, ঘ্রাণতুষ্টিকরী, ঘোষা, ঘনানন্দা, ঘনপ্রিয়া, ঘাতুকা, ঘূর্ণিতজলা, ঘৃষ্টপাতকসন্তুতি, ঘটকোটিপ্রপীতাপা, ঘটিতাশেষমঙ্গলা, ঘৃণাবতী, ঘৃণনিধি, ঘস্মরা, ঘূকনাদিনী, ঘুসৃণাপিঞ্জরতনু, ঘর্ঘরা, ঘর্ঘরস্বনা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকান্তাম্বু, চঞ্চদাপা, চলদ্যুতি, চিন্ময়ী, চিতিরূপা, চন্দ্রাযুতশতাননা, চাম্পেয়লোচনা, চারু, চার্ব্বঙ্গী, চারুগামিনী, চার্য্যা, চরিত্রনিলয়া, চিত্রকৃৎ, চিত্ররূপিণী, চম্পূ, চন্দনশুচ্যম্বু, চর্চ্চনীয়া, চিরস্থিরা, চারুচম্পকমালাঢ্যা, চমিতাশেষদুষ্কৃতা, চিদাকাশবহা, চিন্ত্যা, চঞ্চচ্চামরবীজিতা, চোরিতাশেষবৃজিনা, চরিতাশেষমণ্ডলা, ছেদিতাখিলপাপৌঘা, ছদ্মঘ্নী, ছলহারিণী, ছন্নত্রিবিষ্টপতলা, ছোটিতাশেষবন্ধনা, ছুরিতামৃতধারৌঘা, ছিন্নৈনাঃ, ছন্দগামিনী, ছত্রীকৃতমরালৌঘা, ছটীকৃতনিজামৃতা, জাহ্নবী, জ্যা, জগন্মাতা, জপ্যা, জঙ্ঘালবীচিকা, জয়া, জনার্দ্দনপ্রীতা, জুষণীয়া, জগদ্ধিতা, জীবন, জীবনপ্রাণা, জগৎ, জ্যেষ্ঠা, জগন্ময়ী, জীবজীবাতুলতিকা, জন্মিজন্মনিবর্হিণী, জাড্যবিধ্বংসনকরী, জগদ্‌যোনি, জলাবিলা, জগদানন্দ, জননী, জলজা, জলজেক্ষণা, জনলোচনপীযূষা, জটাতটবিহারিণী, জয়ন্তী, জঞ্জপূকঘ্নী, জনিতজ্ঞানবিগ্রহা, ঝল্লরীবাদ্যকুশলা, ঝলজ্‌ঝালজলাবৃতা, ঝিণ্টীশবন্দ্যা, ঝঙ্কারকারিণী, ঝর্ঝরাবতী, টীকিতাশেষপাতালা, (পাপরূপ পর্ব্বতের বিদারণ) টঙ্কিকা, টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা, টীকনীয়মহাতটা, ডম্বরপ্রবহা, ডীনরাজহংসকুলাকুলা, ডমড্ডমরুহস্তা, ডামরোক্তমহাণ্ডকা, ঢৌকিতাশেষনির্ব্বাণা, ঢক্কানাদচলজ্জলা, ঢুণ্ঢিবিঘ্নেশজননী, ঢণঢ্ঢুণিতপাতকা, তর্পণী, তীর্থতীর্থা, ত্রিপথা, ত্রিদশেশ্বরী, ত্রিলোকগোপ্ত্রী, তোয়েশী, ত্রৈলোক্যপরিবন্দিতা, তাপত্রিতয়সংহর্ত্রী, তেজোবলবিবর্দ্ধিনী, ত্রিলক্ষ্যা, তারণী, তারা, তারাপতিকরার্চ্চিতা, ত্রৈলোক্যপাবনীপুণ্যা, তুষ্টিদা, তুষ্টিরূপিণী, তৃষ্ণাছেত্রী, তীর্থমাতা, ত্রিবিক্রমপদোদ্ভবা, তপোময়ী, তপোরূপা তপস্তোমফলপ্রদা, ত্রৈলোক্যব্যাপিনী, তৃপ্তি, তৃপ্তিকৃৎ, তত্ত্বরূপিণী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, তুর্য্যা, তুর্য্যাতীতপদপ্রদা, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, ত্রিপদী, তথ্যা, তিমিরচন্দ্রিকা, তেজোগর্ভা, তপঃসারা, ত্রিপুরারিশিরোগৃহা, ত্রয়ীস্বরূপিণী, তন্বী, তপনাঙ্গজভীতিনুৎ, তরি, তরণিজামিত্র, তর্পিতাশেষপূর্ব্বজা, তুলাবিরহিতা, তীব্রপাপতুলতনূনপাৎ, দারিদ্র্যদমনী, দক্ষা, দুষ্প্রেক্ষা, দিব্যমণ্ডনা, দীক্ষাবতী, দুরাবাপ্যা, দ্রাক্ষামধুরবারিভৃৎ, দর্শিতানেককুতুকা, দুষ্টদুর্জ্জয়দুঃখহৃৎ, দৈন্যহৃৎ, দুরিতঘ্নী, দানবারিপদাব্জজা, দন্দশূকবিষঘ্নী, দারিতাঘৌঘসন্তুতি, দ্রুতা,

দেবক্রমচ্ছন্না, দুর্ব্বারাঘবিঘাতিনী, দমগ্রাহ্যা, দেবমাতা, দেবলোকপ্রদর্শিনী, দেবদেবপ্রিয়া, দেবী, দিক্পালপদদায়িনী, দীর্ঘায়ুকারিণী, দীর্ঘা, দোগ্ধ্রী, দূষণবর্জ্জিতা, দুগ্ধাম্বুবাহিনী, দোহ্যা, দিব্যা, দিব্যগতিপ্রদা, দ্যুনদী, দীনশরণা, দেহিদেহনিবারিণী, দ্রাঘীয়সী, দাঘহন্ত্রী, দিতপাতকসন্ততি, দূরদেশান্তরচরী, দুর্গমা, দেববল্লভা, দুর্বৃত্তঘ্নী, দুর্বিগাহ্যা, দয়াধারা, দয়াবতী, দুরাসদা, দানশীলা, দ্রাবিণী, দ্রুহিণস্তুতা, দৈত্যদানবসংশুদ্ধিকর্ত্রী, দুর্ব্বুদ্ধিহারিণী, দানসারা, দয়াসারা, দ্যাবাভূমিবিগাহিনী, দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রাপ্তি, দেবতাবৃন্দবন্দিতা, দীর্ঘব্রতা, দীর্ঘদৃষ্টি, দীপ্ততোয়া, দুরালভা, দণ্ডয়িত্রী, দণ্ডনীতি, দুষ্টদণ্ডধরার্চ্চিতা, দুরোদরঘ্নী, দাবার্চ্চিঃদ্রবৎ, দ্রব্যৈকশেবধি, দীনসন্তাপশমনী, দাত্রী, দবথুবৈরিণী, দরিবিদারণপরা, দান্তা, দান্তজনপ্রিয়া, দারিতাদ্রিতটা, দুর্গা, দুর্গারণ্যপ্রচারিণী, ধর্ম্মদ্রবা, ধর্ম্মধুরা, ধেনু, ধীরা, ধৃতি, ধ্রুবা, ধেনুদানফলস্পর্শা, ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা, ধর্ম্মোর্ম্মিবাহিনী, ধুর্য্যা, ধাত্রী, ধাত্রীবিভূষণ, ধর্ম্মিণী, ধর্ম্মশীলা, ধন্বিকোটীকৃতাবনা, ধ্যাতৃপাপহরা, ধ্যেয়া, ধাবনী, ধূতকল্মষা, ধর্ম্মধারা, ধর্ম্মসারা, ধনদা, ধনবর্দ্ধিনী, ধর্ম্মাধর্ম্মগুণচ্ছেত্রী, ধত্তুরকুসুমপ্রিয়া, ধর্ম্মেশী, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা, ধনধান্যসমৃদ্ধিকৃৎ, ধর্ম্মলভ্যা, ধর্ম্মজলা, ধর্ম্মপ্রসবা, ধর্ম্মিণী, ধ্যানগম্যস্বরূপা, ধরণী, ধাতৃপূজিতা, ধূর, ধূর্জটিজটাসংস্থা, ধন্যা, ধীঃ, ধারণাবতী, নন্দা, নির্ব্বাণজননী, নন্দিনী, নুন্নপাতকা, নিষিদ্ধবিঘ্ননিচয়া, নিজানন্দপ্রকাশিনী, নভোঙ্গনচরী, নুতি, নম্যা, নারায়ণী, নুতা, নির্ম্মলা, নির্ম্মলাখ্যানা, (তাপসমূহের) নাশিনী, নিয়তা, নিত্যসুখদা, নানাশ্চর্য্যমহানিধি, নদী, নদসরোমাতা, নায়িকা, নাকদীর্ঘিকা, নষ্টোদ্ধরণধীরা, নন্দনা, নন্দদায়িনী, নির্ণিক্তাশেষভুবনা, নিঃসঙ্গা, নিরুপদ্রবা, নিরালম্বা, নিষ্প্রপঞ্চা, নির্ণাশিতমহামলা, নির্ম্মলজ্ঞানজননী, নিঃশেষপ্রাণিতাপহৃৎ, নিত্যোৎসবা নিত্যতৃপ্তা, নমস্কার্য্যা, নিরঞ্জনা, নিষ্ঠাবতী, নিরাতঙ্কা, নির্লেপা, নিশ্চলাত্মিকা, নিরবদ্যা, নিরীহা, নীললোহিতমূর্দ্ধগা নন্দিভৃঙ্গিগণস্তুত্যা, নাগা, নন্দা, নগাত্মজা, নিষ্প্রত্যূহা, নাকনদী, নিরয়ার্ণবদীর্ঘনৌ, পুণ্যপ্রদা, পুণ্যগর্ভা, পুণ্যা, পুণ্যতরঙ্গিণী, পৃথু, পৃথুফলা, পূর্ণা, প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জিনী, প্রাণদা, প্রাণিজননী, প্রাণেশী, প্রাণরূপিণী, পদ্মালয়া, পরাশক্তি, পুরজিৎপরমপ্রিয়া, পরা, পরফলপ্রাপ্তি, পাবনী, পয়স্বিনী, পরনন্দা, প্রকৃষ্টার্থা, প্রতিষ্ঠা, পালনী, পরা, পুরাণপঠিতা, প্রীতা. প্রণবাক্ষররূপিণী, পার্ব্বতী, প্রেমসম্পন্না, পশুপাশবিমোচিনী, পরমাত্মস্বরূপা, পরব্রহ্মপ্রকাশিনী, পরমানন্দনিষ্পন্দা, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপিণী, পানীয়রূপনির্ব্বাণা, পরিত্রাণপরায়ণা, পাপেন্ধনদবজ্বালা, পাপারি, পাপনামনুৎ, পরমৈশ্বর্য্যজননী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, পরাপরা, প্রত্যক্ষলক্ষ্মী, পদ্মাক্ষী, পরব্যোমামৃতস্রবা, প্রসন্নরূপা, প্রণিধি, পূতা, প্রত্যক্ষদেবতা,

পিনাকিপরমপ্রীতা, পরমেষ্ঠিকমণ্ডলু, পদ্মনাভপদার্ঘ্যপ্রসূতা, পদ্মমালিনী, পরর্দ্ধিদা, পুষ্টিকরী, পথ্যা, পূর্ত্তি, প্রভাবতী, পুনানা, পীতগর্ভঘ্নী, পাপপর্ব্বতনাশিনী, ফলিনী; ফলহস্তা, ফুল্লাম্বুজবিলোচনা, ফালিতৈনোমহাক্ষেত্রা, ফণিলোকবিভূষণ, ফেণচ্ছল-প্রণুন্নৈনাঃ, ফুল্লকৈরবগন্ধিনী, ফেনিলাচ্ছাম্বুধারাভা, ফুড়ুচ্চাটিতপাতকা, ফাণিত-স্বাদুসলিলা, ফাণ্টপথ্যজলাবিলা, বিশ্বমাতা, বিশ্বেশী, বিশ্বা, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, ব্রহ্মণ্যা, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মিষ্ঠা, বিমলোদকা, বিভাবরী, বিরজা, বিক্রান্তানেকবিষ্টপা, বিশ্বমিত্র, বিষ্ণুপদী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবপ্রিয়া, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিভূতি, বিশ্বতোমুখা, বিপাশা, বৈবুধী, বেদ্যা, বেদাক্ষররসস্রবা, বিদ্যা, বেগবতী, বন্দ্যা, বৃংহণী, ব্রহ্মবা-দিনী, বরদা, বিপ্রকৃষ্টা, বরিষ্ঠা, বিশোধনী, বিদ্যাধরী, বিশোকা, বয়োবৃন্দনিষেবিতা, বহুদকা, বলবতী, ব্যোমস্থা বিবুধপ্রিয়া, বাণী, বেদবতী, বিত্তা, ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী, ব্রহ্মাণ্ডকোটিব্যাপ্তাম্বু, ব্রহ্মহত্যাপহারিণী, ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা, বুদ্ধি, বিভববর্দ্ধিনী, বিলাসীসুখদা, বৈশ্যা, ব্যাপিণী, বৃষারণি, বৃষাঙ্কমৌলিনিলয়া, বিপন্নার্ত্তিপ্রভঞ্জিনী, বিনীতা, বিনতা, ব্রধ্নতনয়া, বিনয়ান্বিতা, বিপঞ্চী, বাদ্যকুশলা, বেণুশ্রুতিবিচক্ষণা, বর্চ্চস্করী, বলকরী, বলোন্মূলিতকল্মষা, বিপাপ্মা, বিগতাতঙ্কা, বিকল্পপরিবর্জ্জিতা, বৃষ্টিকর্ত্রী, বৃষ্টিজলা, বিধি, বিচ্ছিন্নবন্ধনা, ব্রতরূপা, বিত্তরূপা, বহুবিঘ্নবিনাশকৃৎ, বসু-ধারা, বসুমতী, বিচিত্রাঙ্গী, বিভাবসু, বিজয়া, বিশ্ববীজ, বামদেবী, বরপ্রদা, বৃষা-শ্রিতা, বিষঘ্নী, বিজ্ঞানোর্ম্ম্যংশুমালিনী, ভব্যা, ভোগবতী, ভদ্রা, ভবানী, ভূতভাবিনী, ভূতধাত্রী, ভয়হরা, ভক্তদারিদ্র্যঘাতিনী, ভক্তিমুক্তিপ্রদা, ভেশী, ভক্তস্বর্গাপবর্গদা, ভাগীরথী, ভানুমতী, ভাগ্য, ভোগবতী, ভূতি, ভবপ্রিয়া, ভববেষ্ট্রী, ভূতিদা, ভূতি-ভূষণা, ভাললোচনভাবজ্ঞা, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রশমনী, ভিন্নব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপা, ভূরিদা, ভক্তিসুলভা, ভাগ্যবদ্দৃষ্টিগোচরী, ভঞ্জিতোপপ্লবকুলা, ভক্ষ্যভোজ্য-সুখপ্রদা, ভিক্ষণীয়া, ভিক্ষুমাতা, ভাবা, ভাবস্বরূপিণী, মন্দাকিনী, মহানন্দা, মাতা, মুক্তিতরঙ্গিণী, মহোদয়া, মধুমতী, মহাপুণ্যা, মুদাকরী, মুনিস্তুতা, মোহহন্ত্রী, মহা-তীর্থা, মধুস্রবা, মাধবী, মানিনী, মান্যা, মনোরথপথাতিগা, মোক্ষদা, মতিদা, মুখ্যা, মহাভাগ্যজনাশ্রিতা, মহাবেগবতী, মেধ্যা, মহা, মহিমভূষণা, মহাপ্রভাবা, মহতী, মীনচঞ্চললোচনা, মহাকারুণ্যসম্পূর্ণা, মহর্দ্ধি, মহোৎপলা, মূর্ত্তিমৎ, মুক্তিরমণী, মণি-মাণিক্যভূষণা, মুক্তাকলাপনেপথ্যা, মনোনয়ননন্দিনী, মহাপাতকরাশিঘ্নী, মহা-দেবার্দ্ধহারিণী, মহোর্ম্মিমালিনী, মুক্তা, মহাদেবী, মনোন্মনী, মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্যা, মায়াতিমিরচন্দ্রিকা, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধ, মালাধরী, মহোপায়া, মহোরগবিভূষণা, মহামোহপ্রশমী, মহামঙ্গলমঙ্গল, মার্ত্তণ্ডমণ্ডলচরী, মহালক্ষ্মী,

ও আশ্রমোক্ত পথের পথিক এবং কামক্রোধহীন জ্ঞানীব্যক্তি যে পুণ্য লাভ করে, এই স্তব পাঠ করিলে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অযুতসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এই স্তব একবার মাত্র পাঠ করিলে সেই পুণ্য লাভ করা যায়। ১৮৬-১৮৮। কৃতী ব্যক্তি, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, এই স্তব একবার পাঠ করিলেই সেই পুণ্য লাভ হয়। ১৮৯। মানব যাবজ্জীবন গুরুসেবা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করে, এক বৎসর ব্যাপিয়া ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করিলে, সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপবাসপূর্ব্বক স্বীয় শাখোক্ত বেদমন্ত্রসমূহ পাঠ করিলে যে পুণ্য হয়, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করিলে সেই পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গার এই সহস্রনাম-স্তোত্র পাঠ করে, সে মহাদেব বা বিষ্ণুর পরম ভক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরন্তর গঙ্গার সহস্রনাম কীর্ত্তন করে, গঙ্গাদেবী সহচরীরূপে সর্ব্বদা তাহার সমীপে অবস্থান করেন। ১৯০-১৯৩। জাহ্নবীর স্তোত্র পাঠ করিলে মানব সর্ব্বত্র পূজ্য ও বিজয়ী হয় এবং সর্ব্বত্র সুখলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তিকেই সদাচারী এবং সর্ব্বদা পবিত্র রূপে জানা উচিত। এবং সেই ব্যক্তিই সমস্ত দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলে গঙ্গা তৃপ্তা হন, ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব যত্নপূর্ব্বক গঙ্গাভক্ত জনের অর্চ্চনা করিবে। ১৯৪-১৯৬। যে ব্যক্তি দম্ভবর্জ্জিত হইয়া গঙ্গার এই উৎকৃষ্ট স্তব শ্রবণ বা পাঠ করে অথবা গঙ্গাভক্তগণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ এবং পিতৃ, দেব ও ঋষিগণের অতিশয় প্রিয় হয় এবং অন্তে বিমানে আরোহণকরত, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্যভোগ সমন্বিত এবং দিব্যস্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া, দেবতার ন্যায় নন্দনকানন প্রভৃতি স্থানে বিহার করিয়া থাকে। ১৯৭-২০০। শ্রাদ্ধকালে যখন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন, তখন ইহা পাঠ করিলে পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন এবং সেই ভোজ্যে যাবতীয় অন্ন ও জলকণা থাকে, তাবৎপরিমিত বৎসর তাঁহারা স্বর্গে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ২০১-২০২। গঙ্গাতে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ যাদৃশ প্রীতিলাভ করেন, শ্রাদ্ধকালে এই স্তব পাঠ করিলেও তাঁহারা তাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। এই স্তব লিখিয়া গৃহে রাখিয়া যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার গৃহে পাপভয় থাকে না এবং সেই গৃহ সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে। হে অগস্ত্য! এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার সংশয়রহিত বাক্য শ্রবণ কর ; ইহাতে সন্দেহ করা উচিত নহে, কারণ যে ব্যক্তি সন্দেহ করে

তাহার কোন ফল হয় না। মর্ত্তলোকে যে সমস্ত স্তোত্র ও মন্ত্রসমূহ আছে, তাহার কোনটীও গঙ্গার এই স্তোত্রের সমান নহে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন এই স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি কীকটপ্রদেশে মৃত হইলেও আর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে না। ২০৩-২০৭। যে ব্যক্তি নিয়ম অবলম্বন করত প্রত্যহ এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করে, সে অন্যত্র মৃত হইলেও গঙ্গাতীরে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হয়। এই উৎকৃষ্ট স্তব পূর্ব্বে মহাদেব স্বীয় ভক্ত বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন এবং আমি গঙ্গাস্নানের প্রতিনিধি এই স্তোত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তির গঙ্গাস্নান করিতে বাসনা হইবে, সে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে। ২০৮-২১০।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বারাণসী-মহিমা।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! শ্রবণ কর, ব্রহ্মশাপ-দগ্ধ স্বকীয় পিতামহগণের উদ্ধার অভিলাষে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ রাজা ভগীরথ, মহাদেবের আরাধনা করিয়া, অতি মহতী তপস্যার প্রভাবে ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনয়ন করেন। তিনি প্রথমেই মহাদেবের আনন্দকাননে হরির চক্র-পুষ্করিণী মণিকর্ণিকাতেই গঙ্গাকে আনয়ন করিলেন। দিলীপনন্দন ভগীরথ নির্ব্বাণপদ প্রকাশ করেন বলিয়া, যে পুরী কাশী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, অবলীলাক্রমে মোক্ষবিতরণকারী সুক্ষেত্র সেই আনন্দকাননে এই প্রকারে গঙ্গা-দেবীকে আনয়ন করেন। ১-৫। হে মুনে! মহাদেব পূর্ব্বকাল হইতেই কোন সময়েও যে ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেনও না, সেই অতি রমণীয় সুবর্ণময় অবিমুক্তক্ষেত্র যখন হীরক স্বরূপ গঙ্গাপ্রবাহের সহিত সম্মিলিত হইল, তখন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অধিক আর কি বর্ণনা করা যাইতে পারে। ৬-৭। ইহার পর আবার মহাদেবের মণিময় শ্রবণ-ভূষণের সম্পর্কে সেই ক্ষেত্র অধিক-রূপে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আর সংশয় কি?

সেই মহাদেবের আবাসস্থান আনন্দকানন অবিমুক্তক্ষেত্রে মুক্তি, পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি গঙ্গাদেবীর সম্পর্কে তাহা আরও বিশিষ্টতম হইল। যে

দিবস হইতে গঙ্গা সেই কাশীতে মণিকর্ণিকার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই সেই অবিমুক্তক্ষেত্র দেবগণেরও দুর্লভ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য যদি নানাপ্রকার পাপ কর্ম্ম বা পুণ্য কর্ম্ম করিয়া কাশীতে দেহপাত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মরণক্ষণেই সেই সকল কর্ম্মের সমুৎক্ষেপকরত অমৃত-পদবী (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই কাশীক্ষেত্রে বেদান্তবেদ্য পরম-ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন ও সাংখ্যযোগ ব্যতিরেকে জীবগণ বিনায়াসে মরণান্তে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে কুম্ভযোনে! সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহান্তেই সর্ব্ববিধ শুভাশুভ কর্ম্মের নিমুলন হওয়ায়, জীব ঘোরতর অজ্ঞানী হইলেও, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। কাশীস্থিত জন, হেলায় বা শ্রদ্ধায় যথাকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, তারকব্রহ্ম-নামোপদেশ লাভকরত মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। জীব যদি অনন্তজন্মোপার্জ্জিত প্রাকৃত গুণময় রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হয়, তথাপিও কাশীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, অসিনদীরূপ খরতর করবাল সম্পর্কে তাহার গুণময় রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায় ও সেই ব্যক্তি অনায়াসে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই দান, এই স্থানে দেহত্যাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যা। ৮-১৫। নির্ব্বাণরূপ পরম সুখের একমাত্র কারণ, কাশীতে দেহত্যাগই পরম যোগ বলিয়া কীর্ত্তিত। অতি পাপাত্মাও কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গালাভ করিয়া, অবলীলায় অহংজ্ঞানের অযথা আশ্রয় শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অনায়াসে বিষ্ণুর সেই পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইতে পারে। পূর্ব্বকালে যম, ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, সকল ব্যক্তিকেই মুক্তিপথ লাভে সমুৎসুক বিলোকন করিয়া, সেই পুরীর রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন। সেই কালে তাঁহারা পাপীগণের অসম্মতির খণ্ডনকারিণী এবং দুষ্টগণের প্রবেশ প্রতিরোধিনী মহাসিরূপিণী অসি নদীকে অবিমুক্তক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে নির্ম্মাণ করিলেন। এবং কাশীর উত্তরভাগে ক্ষেত্রের বিঘ্ননিবারিণী ও অতি পাপীগণের অনায়াসে মোক্ষপ্রাপ্তি বাসনার প্রতিবন্ধ-কারিণী বরণা নাম্নী নদীকে নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে দেবগণ কাশীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে অনায়াসে মুক্তি প্রদানের বিরোধকারিণী অসি ও বরণানাম্নী নদীদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভগবান্ শশিশেখর, ক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিবার জন্য দেহলী বিনায়ককে স্বয়ং আদেশ করিলেন। কৃপাবান্ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং যাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন, অসি, বরণা এবং দেহলী বিনায়ক তাহাদিগকেই কাশীতে প্রবেশ করিতে দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহা শ্রবণ করিলে কাশীভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া

থাকে। হে কুম্ভযোনে! আমি সেই বিস্ময়জনক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬-২৩।

স্কন্দ কহিলেন, পুরাকালে দক্ষিণ সমুদ্রের তটে সেতুবন্ধের সমীপে কোন জনপদে ধনঞ্জয় নামে এক বণিক্ বাস করিত। সেই ধনঞ্জয় অতিশয় মাতৃভক্ত ছিল। ২৪। ধনঞ্জয়, পুণ্যমার্গে থাকিয়া বহুতর ধন অর্জ্জন করত, সর্ব্বদা যাচক গণকে অভীষ্ট ধন প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিত। যাচকগণ স্বীয় অভীষ্টলাভে পরিতুস্ট হইয়া, সর্ব্বত্র তাহার যশোগান করিয়া বেড়াইত। ধনঞ্জয় অতিশয় কৃষ্ণ-সেবানিরত ছিল। ২৫। ধনঞ্জয় অনন্ত সম্পত্তিতে সমুন্নত হইলেও সর্ব্বদা বিনয়ে অবনতকন্ধার থাকিত। সে অনন্ত গুণের আকর হইয়াও গুণিগণের নিকট আকার গোপন করিত (অর্থাৎ নিজ গুণ কীর্ত্তন করিত না)। ২৬।

ধনঞ্জয়, রূপগুণশালিনী ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার মন কদাপি পরদারবিষয়ক চিন্তা করিত না। তাহারি সর্ব্বপ্রকার কলায় (নৃত্যবাদ্যাদিতে) পারদর্শিতা ছিল ও তাহার উদ্যম সর্ব্বথা কলঙ্করহিত ছিল। ২৭। হে মুনে! সে বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বনকারী হইয়াও সর্ব্বদা সত্য ব্যবহারের আদর করিত। সংসারে হীনবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সে নিত্য সুবর্ণ (ব্রাহ্মণ) গণের বরণীয় ছিল। ২৮। কৃতী ধনঞ্জয়, সর্ব্বদা সদাচরিত মার্গের অনুসরণ করিত এবং সুখকর নৌকাযানা-দিতে তাহার যাতায়াত ছিল। মেধাবী দারিদ্র্যহীন হইলেও তাহার মতি সর্ব্বদাই পাপদরিদ্রতায় যুক্ত থাকিত। ২৯।

এবম্প্রকার সদাচারপরায়ণ ধনঞ্জয়ের জরাতুরা ব্যাধিপীড়িতা জননী কদাচিৎ কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ৩০। ধনঞ্জয়ের জননী পূর্ব্বে মেঘচ্ছায়ার স্থায় অতি চঞ্চল যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়া, বর্ষাকালীন উভয়তটপ্লাবিনী প্রশস্তবক্ষা নদীর ন্যায়, স্বকীয় বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অসৎমার্গ অবলম্বন করত, নিজ পতিকে বঞ্চনা করিয়াছিল। ৩১। অচিরকালস্থায়ী যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, যে নারী মোহ-বশত পতিকে বঞ্চনা করে, সে জীবনান্তে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩২। নারী যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলে তাহার বহুতর পুণ্যশালী পতি স্বর্গগত হইলেও, সেই স্ত্রীর পাপে স্বর্গ হইতে পতিত হয়, এই কারণে কুল-স্ত্রীগণের সর্ব্বথা স্বীয় স্বভাবকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করা উচিত। ৩৩। অসচ্চরিত্রা নারী বিষ্টাগর্ত্তনামক নরকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পতিত থাকে, তদনন্তর গ্রামশূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর শূকরীজন্মান্তে বৃক্ষেতে অধোমুখে উর্দ্ধপদে বিলম্বমানা স্বকীয় মলভক্ষণকারিণী বল্গুলী (বাদুড়) হইয়া, অথবা বৃক্ষকোটর-

বাসিনী দিবান্ধ পেচকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই সকল অতি দুঃসহ ক্লেশরাশি চিন্তা করিয়া, কুলস্ত্রীগণের সুকৃতৈকভাজন নিজ শরীরকে আপাতসুখকর পরপুরুষ সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ৩৪-৩৬। পতিব্রতা এই রক্ত-মাংসময় নিজ শরীর পতির একমাত্র অধীন করিয়া, উদীয়মান সূর্য্যের উদয় পর্য্যন্ত কি রোধ করেন নাই? *। ৩৭। পাতিব্রত্যপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া, পতিভক্তি প্রভাবে সাক্ষাৎ বেদত্রয় স্বরূপ সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসাকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৮। স্ত্রীগণ একমাত্র পাতিব্রত্যের প্রভাবে ইহ-লোকে অনন্ত কীর্ত্তি, পরকালে স্বর্গে বাস ও লক্ষ্মীদেবীর সহিত সখীত্ব লাভ করিতে পারে। ৩৯।

সেই দুশ্চরিত্রা ধনঞ্জয়জননী, সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ-চারিণী হইয়াছিল, সুতরাং দেহান্তে সে নরকে গমন করিল। ৪০। হে মুনে! এতাদৃশ দুর্ব্বৃত্তার সন্তান হইয়াও ধনঞ্জয় নিজ সৌভাগ্যবলে কোন শিবভক্তিমান্ যোগীর সংসর্গ লাভ করত তপোবলে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ৪১।

জননীর মৃত্যু হইলে পর, ধর্ম্মাত্মা মাতৃভক্তিপরায়ণ ধনঞ্জয় জননীর অস্থিসমুহ গ্রহণ করিয়া, কাশীতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য সেতুবন্ধরামেশ্বর হইতে উত্তর দেশ গমনোপযোগী পন্থা অবলম্বন করিল। ৪২। পঞ্চগব্যের দ্বারা সেই অস্থি সমূহকে শোধনান্তে পঞ্চামৃতের দ্বারা পুনর্ব্বার শুদ্ধ করত, কর্পূর ও কুঙ্কুমাদি লিপ্ত করিয়া, নানাবিধ পুষ্পের দ্বারা পূজা করত প্রথমে গৌড়ীয় বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন-পূর্ব্বক অনন্তর পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে পট্টবস্ত্র, সুরস বস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠা বস্ত্র ও নেপাল দেশীয় কম্বলের দ্বারা সুন্দররূপে বেষ্টন করত, বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা তদুপরি লেপ প্রদানপূর্ব্বক একটী তাম্রময় কৌটার মধ্যে সেই সকল অস্থি সুন্দররূপে রক্ষা করিয়া গ্রহণ করত, বণিক্ ধনঞ্জয় পূর্ব্বোদ্দিষ্ট পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। ৪৩-৪৪। পথিমধ্যে সে কোন হীনজাতিকে স্পর্শ করিত না। সর্ব্বদা পবিত্রভাবে অবস্থান করিত এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিত। এই সকল অনভ্যস্থ

* পূর্ব্বকালে কোন পতিব্রতার পতির প্রতি কোন ঋষি এই প্রকার শাপ প্রদান করেন যে, "এই ব্যক্তি সূর্যোদয় হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে" পতির প্রতি প্রদত্ত এই দারুণ শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ পতিব্রতা কহিলেন যে, "আমি যদি পতিব্রতা হই, তাহাহইলে যেন আর সূর্য্যোদয় না হয়" অনন্তর বাস্তবিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যোদয় হইল না তৎপরে যাহা হইল, তৎসমুদয় মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত আছে। অনুবাদক॥

মৃত্তিকা-শয়নাদি করায়, একদিবস তাহার অতিশয় জ্বররোগ উপস্থিত হইল। সেই কালে একাকী দ্রব্যাদি বহন করিয়া পথচলন বড়ই ক্লেশপ্রদ হওয়াতে, সে উচিত বেতন প্রদানপূর্ব্বক, একজন ভারবাহীকে সঙ্গে করিয়া লইল। হে কুম্ভযোনে! এই রূপ কোন প্রকারে সেই ধনঞ্জয় কাশীতে উপস্থিত হইল। ৪৫-৪৭। অনন্তর কাশীতে গমন পূর্ব্বক ধনঞ্জয় নিজ দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য সেই ভারবাহীকে রক্ষা করিয়া আবশ্যকীয় ভোজ্য দ্রব্যাদিক্রয় করিবার জন্য আপণে গমন করিল। ৪৮। এদিকে ভারাবাহী নির্জ্জন স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সকল দ্রব্যাদি অন্বেষণপূর্ব্বক সেই অস্থিপূর্ণ তাম্রাধারটী "মহামূল্য কোন দ্রব্য ইহার ভিতর আছে" এই ভাবিয়া, গ্রহণ করত নিজগৃহে প্রস্থান করিল। ৪৯।

অনন্তর বাসস্থানে আগমনপূর্ব্বক ধনঞ্জয় তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, অতি ত্বরান্বিতভাবে দ্রব্যাদি অন্বেষণপূর্ব্বক তাহার মধ্যে সেই তাম্রাধারটী দেখিতে পাইল না। তখন সে হাহাকার করত, নিজ হৃদয় তাড়নাপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া অতি ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বহুক্ষণ রোদনান্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া, সেই ভার বাহীর অন্বেষণার্থে তদীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ৫০-৫১। ধনঞ্জয় জাহ্নবী-স্নান ও জগৎপতি কাশীনাথকে দর্শন না করিয়াই, অবিলম্বিত-গতিতে যথাকালে সেই ভারবাহীর গৃহে উপস্থিত হইল। ৫২। এদিকে ভারবাহী ও কাশী হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করত, সেই তাম্রাধার উন্মোচন করিয়া, তাহার মধ্যে কতকগুলি অস্থি বিলোকন করত, বিষণ্ণচিত্তে তথা হইতে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। ৫৩। অনন্তর তৃষ্ণায় শুষ্কতালু বণিক্, সেই ভারবাহীর গৃহে উপস্থিত হইয়া একটী ভগ্ন স্তম্ভমধ্যে সেই তাম্রাধারস্থ চেল-বস্ত্রখণ্ড বিলোকন করত কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া, তদীয় পত্নীকে মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে, "অরে! তুই সত্য কথা বল, তোর কোন ভয় নাই, আমি আরও ধন প্রদান করিব। তোর স্বামী কোথায় গিয়াছে, আমার জননীর অস্থিগুলি প্রত্যর্পণ কর। অস্থিগুলি প্রদান করিলে আমি নিশ্চয়ই তোকে ধন প্রদানই করিব। তোদের কোন প্রকার দুঃখ প্রদান করিব না। ৫৪-৫৬। আর তোর পতি লোভবশতঃ না জানিয়া, আমার জননীর অস্থিপূর্ণ পাত্রটী হরণ করিয়াছে, তাহার ইহাতে কিছুই দোষ নাই, আমার জননীর তাদৃশ কর্ম্মের ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। ৫৭। অথবা আমার জননীর কোন দোষ নাই, আমিই তাহার হতভাগ্য পুত্র জন্মিয়াছি। অরে শবরপত্নি! পুত্রের জননীর উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা উচিত, আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই তাহা নাই। ৫৮। আমি যথাসামর্থ্য মাতৃকার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলাম

বটে, কিন্তু আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইল না। তোর পতি নির্ভয়ে সেই অস্থিগুলি দেখাইয়া দিবার জন্য আমার অনুগমন করুক্, তাহার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ৫৯। সে আসিয়া শীঘ্র আমাকে সেই অস্থি সকল দেখাইয়া দিক, আমি তাহাকে অনেক ধন প্রদান করিব। বণিকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই ভারবাহপত্নী নিজ পতিকে আহ্বান করিল। ৬০। অনন্তর সেই বনেচর লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া, তথায় আগমনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করত, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই কানন মধ্যে প্রবেশ করিল। ৬১।

হে মুনে! সেই বনচর ভারবাহী অদৃষ্টবশে সেই স্থানটী বিস্মৃত হইয়াছিল। সে ভ্রান্ত-চিত্তে সেই বনের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই বনচর এ অরণ্য হইতে সে অরণ্যে, আবার সেই অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপ বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বনচরও খিন্ন হইল। অনন্তর সে অরণ্যানী মধ্যে সেই বণিক্‌কে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ পল্লীতে প্রস্থান করিল। ৬২-৬৩। সেই বণিক্‌শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এইরূপে তিন দিবস সেই বনমধ্যে ভ্রমণ করত, অবশেষে ক্ষুধায় পীড়িত এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, ম্লানমুখে হাহাকারধ্বনি করিতে করিতে পুনর্ব্বার কাশীতে প্রত্যাগমন করিল। ৬৪। অনন্তর বণিক্, লোকমুখে জননীর পরপুরুষগামিতা শ্রবণ করিয়া, গয়া ও প্রয়াগ তীর্থ করত, নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ৬৫।

হে অগস্ত্য! সেই দুশ্চারিণীর অস্থিসমূহ কাশীতে প্রবেশ লাভ করিয়াও বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে পুনর্ব্বার কাশী হইতে তৎক্ষণাৎ বহিঃপ্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই প্রকার ধর্ম্মবুদ্ধি বশতঃ যদি পাপী বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রফল প্রাপ্ত হয় না এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে বাহিরে নিষ্কাশিত হয়। এই সকল কারণে ইহাই নিশ্চিত জানা যাইতেছে যে, একমাত্র বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞাই এই কাশীবাসের কারণ। এই কাশীর রক্ষা করিবার জন্য অসি ও বরণা নামে নদীদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে। হে মুনে! সেই দিন হইতেই এই কাশী, বরণা ও অসির সঙ্গম লাভ করিয়া, "বারাণসী" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ৬৬-৬৯।

এই সংসারে বারাণসী দিব্যকরুণাস্বরূপিণী, কারণ এই কাশীক্ষেত্রে জীবগণ দেহত্যাগপূর্ব্বক অনায়াসে বিশ্বনাথাত্মক পরম তেজঃ সাক্ষাৎকার লাভ করত, তাহাতেই বিলীন হইয়া অনায়াসেই কৈবল্যাখ্য পরমপদবী প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭০।

বারণসী সর্ব্বদাই এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, হে জীব! তুমি অনেকবার এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং অনেক তীর্থস্নানাদি করিয়াও মৃত্যুলাভ করিয়াছ কিন্তু কিছুতেই পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হও নাই। তুমি যদি আমাকে আশ্রয় করিয়া দেহত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে অমৃতপদবী লাভে মহাদেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৭১-৭২। অন্যত্র তীর্থসলিলে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণই দেবাদিপদবী লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু এই কাশীতে সেই রূপ হয় না, কারণ এই স্থানে দেহত্যাগ করিলে চণ্ডালও পুনরাবৃত্তি-রহিত মোক্ষ-পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে, ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই। ৭৩। সেই এই কাশীপুরা সংসাররূপ পারাবারের পারস্বরূপা এবং জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি লক্ষণপুর-বিনাশকারিণী এই কাশীপুরাতে অবস্থিত সেই অদ্বিতীয়স্বরূপ ভগবান্ বিশ্বনাথ, কাশীনিবাসি-জনগণের পরম পুরুষার্থসিদ্ধি নিজ অভিলাষানুসারে বিতরণ করিয়া থাকেন। ৭৪। মনুষ্য অনন্ত তীর্থ অবগাহন করিয়া, তাহার ফলে কলুষিত-শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব-শরীর লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু এই বারাণসীক্ষেত্রের কোন স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, জীব সামান্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কামনানুসারে সাযুজ্যলক্ষণে মুক্তিস্বরূপ মহাদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ৭৫। প্রাণিগণের ত্রিবিধ-তাপবিনাশকারিণী এই বারাণসী, জীব ও ব্রহ্মের একতা বিভাবনরূপ যোগ ব্যতিরেকেও, অযোগিগণের দেহান্তে, সেই পরম পবিত্র তারকব্রহ্মনাম কর্ণে উপদেশ করত, সেই পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মে সাক্ষাৎকার হইলে জীবগণের আর সংসারে আসিতে হয় না। ৭৬। বাক্য ও মনের অগোচর সেই ব্রহ্মসারূপ্যাভিলাষী কোন ব্যক্তি, যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কারণস্বরূপা, সুতরাং ইষ্টদায়িনী নিজ তনুকে বারাণসীতে পরিত্যাগ না করিয়াও, হর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কি গুরুতর ভ্রম! কারণ তাহার ইষ্টলাভ ত দূরের কথা, সকল প্রকার অভীষ্ট লাভের মূলহেতুস্বরূপ এই দেহ পর্য্যন্তও তাহাকে হারাইতে হয়। ৭৭। অহো! যাহারা কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র দেহ ত্যাগ করে, তাহারা সেই কপাললোচন অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেব কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই বঞ্চিত হয়, কারণ তিনি তাহাদের পুণ্যভাজন দেহ প্রদান করিয়াও পুনর্জ্জন্মরহিত সেই অপবর্গপদ প্রদান করেন না। ৭৮। এই বারাণসীতে সর্ব্বপ্রকার গুণ, সকল সময়েই প্রকাশ পাইতেছে, অধিক আর কি বর্ণন করিব। এই বারাণসীস্থিত সকল দেহধারীই মহাদেবের ভৃত্যভাব প্রযুক্ত মহাদেবের প্রভাবে গলদেশে গরল ধারণ করেন এবং ললাটে তৃতীয় নেত্র ধারণ

করেন এবং তাঁহারা সকলেই বামাঙ্গ অর্দ্ধগৌরীমূর্ত্তির দ্বারা বিভূষিত হইয়া, ইহলোকে সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় বিচরণ করেন এবং দেহান্তে বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৯। সেই কাশীক্ষেত্র সৃষ্টিকাল হইতেই পরম সুখদ আনন্দকানন, তৎপরে আবার সেই স্থানে চক্রসরসী মণিকর্ণিকা, তৎপরে আবার স্বর্ণদী গঙ্গা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার সেই স্থান সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের আবাস নিকেতন, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখ, এখানে মুক্তির কোন্ কারণটী বিদ্যমান নাই। ৮০। এই বারাণসী অসি ও বরণানাম্নী নদীদ্বয়ের সঙ্গমে অতিশয় গৌরববতী হইয়াছেন, তাহাতে আবার সুরধুনীর বিমল প্রবাহসম্পর্কে ইহার শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রলয়কালেও স্থিরবিশ্রাম ভূমি এবং অমল-মোক্ষ প্রদান করিতে এই কাশীই সমর্থ। হায়! এতাদৃশ কাশীভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়গণ কি কারণে অন্যত্র গমন করে। ৮১। হায়! জীবগণ কি গর্ভবাস যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছে? অথবা তাহারা যমদূতগণের মারণ ও তাড়ন প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়াছে? কারণ তাহারা মহাদেবের অনুগ্রহলভ্য কাশী-পুরাকে প্রাপ্ত হইয়াও করস্থ মুক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক মূঢ়ের ন্যায় অন্যত্র গমন করে। ৮২। অন্যান্য তীর্থসমূহ, পান, অবগাহন, পূজাবিধান ও তনুত্যাগাদি ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনাশ করিয়া থাকে এবং যদি মঙ্গল প্রদান করে, তাহা হইলে স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বারাণসী একেবারে শুভাশুভ কর্ম্মের মূলকারণ দেহবিনাশপূর্ব্বক পরম কৈবল্যপদবী প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৩। কাশীপুরীর পরিসরে জীবগণ দেহ পরিত্যাগ করত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই মূর্ত্তির ভালদেশে তৃতীয় নেত্র দীপ্যমান এবং গলদেশে নীলপ্রভা বিদ্যমান থাকে এবং ঐ শরীরের বামভাগ অর্দ্ধনারী-মূর্ত্তিতে যুক্ত থাকে। মৃত্যুকালে পরিজনকে এবম্প্রকার দুঃখ-সমুদ্রে ভাসাইয়াও আনন্দে বিনায়াসে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। ৮৪। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকার প্রভাব অবগত হইয়া, অশুচি পূয়গন্ধি এই বিনশ্বর মানবদেহ সেইস্থলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি দেহত্যাগান্তেই আত্মজ্ঞানরূপ পরম পবিত্র জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া, কল্প কল্পান্তরে তাহা হইতে পার্থক্য লাভ করে না। ৮৫। যাহাদের মানসেন্দ্রিয় রাগাদিদোষসমূহে পূরিত এবং যাহারা অতুলনীয় এবং দিব্যপ্রভাব-শালিনী এই বারাণসী পুরীকে অন্যান্য তীর্থের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা অতি পাপাত্মা, তাহাদের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করাও কর্ত্তব্য নহে। অরে মূঢ় জন! তুমি মহাদেবের প্রিয়-রাজধানী এই বারাণসীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগ্-

দিগন্তরে কেন ধাবিত হইতেছ ? হায়! তুমি অজাড্যসুলভা মোক্ষলক্ষ্মী পর্য্যন্তও হস্তে প্রাপ্ত হইয়াও কি কারণে তুচ্ছ চঞ্চলস্বভাবা লক্ষ্মীর কামনা করিতেছ ? ৮৭। এ জগতে যে ব্যক্তির উত্তম আছে, তাহার বিত্তা, অশ্ব, ধন, গৃহ, গজ, ভৃত্য, মাল্য, চন্দন এবং নিতান্ত রমণীয় বনিতা, অধিক কি স্বর্গ পর্য্যন্তও অলভ্য নহে। কিন্তু শলভ প্রভৃতি সামান্য জীবও যেখানে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই বারাণসীপুরী সর্ব্বথা জীবগণের পক্ষে দুর্লভ। বিশ্বনাথের কৃপা ব্যতিরেকে কেহই কাশীলাভ করিতে পারে না। ৮৮। পূর্ব্বকালে বিধাতা তুলনা জানিবার জন্য বৈকুণ্ঠপ্রমুখ প্রধান প্রধান লোকসমূহকে একদিকে এবং অন্যদিকে এই কাশীপুরীকে তুলাযন্ত্রে তোলন করিয়াছিলেন কিন্তু সেই সকল বৈকুণ্ঠপ্রমুখ স্থান লঘুত্বনিবন্ধন উপরিভাগে গমন করিয়াছিল এবং অতি গুরুপ্রযুক্ত এই বারাণসী অধঃপ্রদেশে আগমন করিয়াছে। এই কাশীপুরী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের একমাত্র কারণ। ৮৯। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর যাঁহাকে এই কাশীপুরীতে নিবাস করিতে দেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্য অথবা অন্য জন্তু হইলেও তাহাকে অদ্বিতীয় রুদ্রজ্ঞানে পূজা করা কর্ত্তব্য। এবং কাশীবাসী জন নানা প্রকার উপসর্গ ও স্বভাবজাত দুঃখভার যুক্ত হইলেও দেহান্তে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া পরম মোক্ষপদবী লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯০। মোহান্ধ জীবগণ, ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকরবিনাশি জন্ম ও মরণরূপ ক্লেশের আবাসস্থল এই শরীর, কাশীতে পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বিনিময়ে বিনাশদেহরহিত তেজোময় পরমানন্দনিকেতন শরীর পরিগ্রহে কেন যত্নবান্ হয় না। ৯১। যে কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বনাথ, কর্ণে তারক-ব্রহ্ম নাম উপদেশপূর্ব্বক জীবের আত্যন্তিক নির্বৃতি প্রদান করেন, জনগণের সর্ব্বপ্রকার দুঃখধ্বংসকারিণী সেই কাশীপুরী সংসারে বিদ্যমান থাকিলেও মূঢ় মনুষ্যগণ, বিনাশকারণ ধনাদি নাশের একমাত্র হেতু ও অতি মহান্ বিপদ্ভার প্রাপ্ত হইয়া, কি কারণে শোকাতুর হয় ? ৯২। অন্যত্র বানপ্রস্থাদি আশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক আহার করিয়া যাহারা দিনযাপন করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা কাশীবাস মাত্র করিয়া দিবসে দুইবার বা তিনবার ভোজন করে, তাহারাও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। অন্যত্রস্থিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অপেক্ষা, কাশীবাসী স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যও শ্রেষ্ঠ, কারণ বানপ্রস্থ অথবা জিতেন্দ্রিয়ত্ব মুক্তির কারণ নহে, কিন্তু অসদাচারপূর্ব্বকও কাশীবাস মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু বলিয়া পরিগণিত। অহো! সাধারণ পুণ্যাত্মা-জীব হইতে কাশীবাসী পাপীগণেরও কি বৈলক্ষণ্য! ৯৩। কাশীতে দেহ পরিত্যাগের পর পুণ্যশীলগণেরও যে অবস্থা হয়,

পাপীগণেরও সেই অবস্থা হয়; কারণ উভয়েই মোক্ষরূপ অবিশিষ্ট ফলের সমান অধিকারী হয়। ঊষর ভূমিতে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ তাহাদের সকলেরই কর্ম্মজনিত বীজ সকলও মহাদেবের নেত্র সমুত্থিত অগ্নিতে দগ্ধলাভ বাসনাময় ভূমিতে অঙ্কুরাবস্থা করিতে সমর্থ হয় না। ৯৪।

কাশীতে শশক, মশক, বক, কলবিঙ্ক, বৃক, জম্বুক, তুরগ, সর্প, বানর অথবা নরগণের মধ্যে যাহারই দেহপাত হয়, সেই জীব মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৫। (কার্ত্তিকেয় কহিলেন, মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট পূর্ব্বে এই প্রকার কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন) হে গিরীন্দ্রকন্যে! এই কাশীক্ষেত্রে যাহারা সর্ব্বদা বাস করে, তাহারা সকলেই পৃথিবীস্থিত অতি সৌম্যদর্শন, রুদ্রাক্ষমালারূপ ফণীন্দ্রভূষণ ও ত্রিপুণ্ড্রস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রধারী মদীয় পারিষদরূপে গণনীয় হইয়া থাকে। ৯৬। হে গিরিজে! এই কাশীতে জলচর, স্থলচর, মৎস্য, জম্বুক প্রভৃতি যে সকল জীব বাস করে, তাহারা সকলেই জীবিতাবস্থায় রুদ্রদেহ ধারণ করত, অন্তঃকালে আমার কৃপায় আমার সাযুজ্যলক্ষণ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৭। হে দেবি! এই সংসারে বর্ষবাণ নামক যে রুদ্রগণ স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, বাতবাণ নামক যে রুদ্রগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছেন এবং অন্নবাণ নামক যে রুদ্রগণ পৃথিবীতে বিরাজমান রহিয়াছেন, হে প্রিয়ে! পূর্ব্বাদি প্রত্যেক দিকে দশ দশ করিয়া সংখ্যাত যে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন এবং বেদবাদিগণ ঊর্দ্ধস্থিত যে রুদ্রগণের বর্ণন করিয়া থাকেন এবং যে সকল অসংখ্যাত রুদ্রগণ পাতালদেশে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা কাশীতে রুদ্ররূপী যে জীবগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৯৮-১০০। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! এই কারণে সেই অবিমুক্তক্ষেত্র "রুদ্রাবাস" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং এই কারণে কাশীস্থিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয় এবং বর্ণাশ্রম হইতে ইতর অন্যান্য জন্তুগণকে শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্য সকল রুদ্র পূজার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১০১। হে মুনে! সর্ব্বার্থব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণ "শ্ম" শব্দের শবরূপ অর্থ এবং "শান" শব্দে শয়নরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্মশান শব্দের অর্থ শবসমূহের শয়ন স্থান। প্রলয় কালেও মহাভূতগণ শবরূপে এই কাশীতে শয়ন করিয়া থাকেন, এই কারণে এই কাশীকে "মহাশ্মশান" বলা যায়। হে মুনে! কাশীকে মহাশ্মশান বলা যায় কেন, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ১০২-১০৪। সংসারের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রথমেই তুমি জলমধ্যে

বিলয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর জলসমূহও তেজোরাশির ভীষণ অভ্যন্তরে লীন হয়, এবং সেই অগ্নিময় অনন্ত তেজোরাশি বায়ুতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর বায়ুও আকাশে বিলীন হইয়া যায়। তদন্তে আকাশও অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হয়, ষোড়শ বিকার সংযুক্ত সেই অহঙ্কারতত্ত্বও তদনন্তর বুদ্ধিসংজ্ঞক মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়, তদন্তে সেই মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তৎপরে সেই গুণত্রয়ময়ী প্রকৃতি, সেই নির্গুণ পুরুষে বিলীন হইয়া বর্ত্তমান থাকে। সেই পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব, তিনিই জীব, এবং এই দেহরূপ গৃহের তিনিই একমাত্র অধীশ্বর। ১০৫-১০৮।

হে মুনে! ইহাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়। এই সময়ে ব্রহ্মা, রুদ্র অথবা বিষ্ণু কেহই বিদ্যমান থাকেন না। অনন্তর কালমূর্ত্তি পরমেশ্বর, সেই জীবাত্মাকেও আত্মরূপে তিরোহিত করেন। সেই মহাকালমূর্ত্তি পরমেশ্বরকেই পণ্ডিতগণ মহাবিষ্ণু বলিয়া থাকেন, আবার তাঁহাকেই মহাদেব বলা যায়। সেই কালস্বরূপ পরমেশ্বর আদি ও অন্ত বর্জ্জিত, তিনিই শিব, তিনিই শ্রীপতি অথচ তিনিই পার্ব্বতীপতি। ১০৯। দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রলয়কালান বিনষ্ট বহু জীবগণের অস্থিনিকররূপ অলঙ্কারধারী ভগবান্ মহেশ্বর, ত্রিশূলাগ্রভাগে নিজ বিহারপুরী কাশীকে স্থাপন করত, রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে কাশীতে কলিকাল নাই, কারণ কলিকাল অন্ত হইলে তৎকালীন সংসারের প্রলয়কেই দৈনন্দিন প্রলয় কহা যায়, সেই কালেও কাশীর প্রলয় সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এখানে কলিকালেরও প্রভাব নাই। ১১০।

স্কন্দ কহিলেন, হে দ্বিজ! এই প্রকারে পূর্ব্বকালে পিতা মহাদেব, জননী পার্ব্বতী ও মহাবিষ্ণুর নিকট কাশীকে যথাক্রমে বারাণসী, কাশী, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান, আনন্দকানন প্রভৃতি নামে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পিতা মহাদেব, জননী পার্ব্বতীর নিকট কাশীকে যে ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তত্তৎ সমুদয় যথাশ্রুত মহৎ কাশীরহস্য কীর্ত্তন করিলাম। মহাপাতকনাশক এই পবিত্র অধ্যায়টী পাঠপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধানে শ্রবণ করাইলে মনুষ্য শিবলোকে সম্মান লাভ করিতে পারে। হে কলশজ! ইহার পর আর কাশী বিষয়ে কি জানিতে ইচ্ছা কর, কাশী-কথা কীর্ত্তন করিলে আমারও অতিশয় আনন্দ লাভ হয়। ১১১—১১৪।

একত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

কালভৈরব-প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! হে স্কন্দিততারক! হে হৃদয়ানন্দ স্কন্দ! আমি বারাণসীর কথা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করি নাই, অতএব আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে এবং আমি যদি শ্রবণের যোগ্য হই, তাহা হইলে, ভৈরবের কথা কীর্ত্তন করুন। কাশীতে ভৈরব নামে অবস্থিত দেব কে? তাঁহার রূপ এবং কর্ম্মই বা কি প্রকার? এবং নাম সমূহই বা কি? কি প্রকারেই বা আরাধনা করিলে তিনি সাধকগণের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং কোন্ সময়েই বা আরাধনা করিলে সেই ভৈরব শীঘ্র ফল প্রদান করিয়া থাকেন? । ১—৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ! বারাণসীতে তোমার যাদৃশ প্রেম দেখিতেছি, বোধ করি তদ্রূপ আর কাহারও নাই, তজ্জন্যই আমি বিশেষ রূপে, মহাপাতক-নাশন ভৈরবের প্রাদুর্ভাব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫-৬। পাণিদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দৃঢ়-রূপে নিষ্পাড়ন করত, পক্ক রসাল ফলের ন্যায় তাহাকে বারম্বার চোষণ পূর্ব্বক তাহার রসপানে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাণ্ডবলীলায় নৃত্যকারী মহাভৈরব, বিঘ্ন হইতে ত্রিভুবনস্থ জীব নিচয়কে রক্ষা করুন। (অথবা করদ্বয় সদৃশ নির্ভয় অনুভব ও নিত্য জ্ঞানের দ্বারা, মায়ার সহিত ব্রহ্মাণ্ডকে দৃঢ়রূপে সঙ্কুচিত করত, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহার ক্ষরণতা সম্পাদন করিয়া, তাহাকে নিঃশেষ রূপে বিলয় করত, সর্ব্বসংহারী ও কুযোগিগণের ভীতিপ্রদ পরমাত্মা, পক্কাম্ররস সদৃশ সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দানুভব রসে নিমগ্ন হইয়া বিঘ্ন হইতে ত্রিভুবনস্থিত জীব নিচয়কে রক্ষা করুন)। ৭। হে কুম্ভযোনে! বিষ্ণু চতুর্ভুজ এবং ব্রহ্মা চতুর্মুখ হইয়াও মহেশ্বরের মহিমা অবগত হইতে পারেন নাই। হে ভূদেব! ইহাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, কারণ সেই মহেশ্বরের মায়া দুরতিক্রমণীয়া, সেই মায়ার দ্বারা সকলেই মোহিত, সুতরাং কেহই সেই মায়াকে অতিক্রম করিয়া, মায়াতীত সেই মহেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হয় না। ৮-৯। সেই পরমেশ্বরই যদি জানাইয়া দেন, তবেই ব্রহ্মাদি দেবগণ আত্মাকে জানিতে পারেন, নতুবা তাঁহারাও স্বইচ্ছায় আত্মাকে জানিতে পারেন না। সেই স্বাত্মারাম পরমেশ্বর সর্ব্বগামী হইলেও, কেহ

তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এবং মূঢ় ব্যক্তিগণ, মন ও বাক্যের অতীত সেই পরমেশ্বরকে সামান্য দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। ১০-১১। হে বিপ্র! পুরাকালে সুমেরুশৃঙ্গে মহর্ষিগণ, লোকেশ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এক মাত্র কোন্ তত্ত্ব অব্যয়, তাহা বলুন্। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, মহেশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, পরম তত্ত্ব না জানিয়া, আপনাকেই শ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তন কবিতে লাগিলেন। (ব্রহ্মা কহিলেন) আমি জগদ্‌যোনি, আমি বিধাতা, আমি স্বয়ম্ভূ আমিই ঈশ্বর, আমিই অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ। আমার অর্চ্চনা না করিয়া, কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টি ও প্রলয়কর্ত্তা। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহে। ১২-১৫। ব্রহ্মার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, নারায়ণের অংশে উৎপন্ন ক্রতু (যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা) হাস্য করত, রোষকষায়িত-লোচনে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন যে, পরম তত্ত্ব না জানিয়া তুমি ইহা কি বলিতেছ, যোগযুক্ত ব্যক্তি এতাদৃশ অজ্ঞান উচিত নহে। আমিই লোক সমূহের কর্ত্তা, যজ্ঞ ও পরম নারায়ণ স্বরূপ, হে বিধে! আমাকে অনাদর করিয়া জগতের জীবন অসম্ভব। আমি পরম জ্যোতিঃ, আমিই পরাগতি এবং আমা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তুমি এই সমস্ত সৃষ্টি করিতেছ। ১৬-১৯। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জয়াভিলাষে পরস্পর বিরোধী হইয়া, প্রমাণজ্ঞ চারি বেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০।

বিধি ও ক্রতু বলিলেন, হে বেদগণ! আপনারা সর্ব্বত্রই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই, অতএব আপনারা কোন্ পদার্থকে যথার্থ তত্ত্বরূপে অবগত হইয়াছেন, তাহা বলুন। ২১।

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে সৃষ্টিস্থিতিকর-দেবদ্বয়! যদি আমরা আপনাদের মান্য হই (অর্থাৎ আপনারা যদি আমাদের বাক্য মানেন) তাহা হইলে, আপনাদের সন্দেহের অপনয়নকারী প্রমাণ আমরা বলিতেছি। শ্রুতিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, আপনারা যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদের প্রমাণ, অতএব যথার্থ তত্ত্ব কি, তাহা বলুন। (তখন চারি বেদ যথাক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন)। ২২-২৩।

ঋগ্বেদ কহিলেন, নিখিল ভূতগণ যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে, যাঁহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে এবং মহাত্মাগণ যাঁহাকে "পর" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন সেই একমাত্র রুদ্রই যথার্থ তত্ত্ব। ২৪।

যজুর্ব্বেদ কহিলেন, যে ঈশ যজ্ঞসমূহ ও যোগে দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন

এবং যাঁহার দ্বারা আমরা প্রমাণ রূপে লোকে পরিগৃহীত হইয়াছি, সেই একমাত্র সর্ব্বদর্শী শিবই যথার্থ তত্ত্ব। ২৫।

সামবেদ কহিলেন, যাঁহার দ্বারা এই জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, যিনি যোগিগণ কর্ত্তৃক বিচিন্তিত হইয়া থাকেন এবং যাঁহার দীপ্তিতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই একমাত্র ত্র্যম্বকই পরম তত্ত্ব। ২৬।

অথর্ব্ববেদ কহিলেন, ভক্তিশীল মানবগণ, দেবেশকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই একমাত্র কৈবল্যরূপী দুঃখতস্কর শঙ্করকেই, মহাত্মাগণ পরম তত্ত্বরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (স্কন্দ কহিলেন) হে মুনে! শ্রুতিগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ক্রতু ও বিধি ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন যে, শ্মশানক্ষেত্রে ধূলিধূসর হইয়া সতত দিগম্বররূপে শিবার সহিত ক্রীড়ারত, কুৎসিতবেশ, জটাধারী, বৃষবাহন, অহিভূষণ এবং সঙ্গবর্জ্জিত; সেই প্রমথনাথ কেমন করিয়া পরমব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন? তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণবস্বরূপ সনাতন, অমূর্ত্ত হইয়াও মূর্ত্তিমান্ রূপে হাস্য করত তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ২৭-৩১।

প্রণব কহিলেন, লীলাবিগ্রহধারি রুদ্ররূপী ভগবান্ হর, আত্ম হইতে অতিরিক্ত শক্তির সহিত কখন লীলা করেন না। এই ভগবান্ মহেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সনাতন। এই আনন্দরূপা শিবা তাঁহারই শক্তি, ইনি তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কোন আগন্তুক শক্তি নহেন। ৩২-৩৩। প্রণব এইরূপ বলিলেও, শ্রীকণ্ঠেরই মায়ানিবন্ধন, ক্রতু ও ব্রহ্মার অজ্ঞান দূর হইল না। তখন তাঁহাদের মধ্যস্থলে স্বীয় তেজের দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্ত্তী স্থান উদ্ভাসিত করিয়া, জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার দর্শনে কোপ প্রযুক্ত ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মা, "আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে, এই পুরুষাকৃতি তেজ কে" এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হইয়াই, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ত্রিশূলহস্ত ভাললোচন, সর্প ও চন্দ্রভূষণ মহাদেবকে দর্শন করত, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে চন্দ্রশেখর! আমি তোমাকে জানি, তুমি আমার ভালস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে এবং পূর্ব্বে তুমি রোদন করিয়াছিলে এই জন্য আমি তোমাকে "রুদ্র" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলাম, অতএব হে পুত্র! তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। ৩৪-৪০। মহেশ্বর, প্রজাপতির এই গর্ব্বিত-বাক্য শ্রবণ করত, স্বীয় কোপ হইতে একটী ভৈরবাকৃতি পুরুষ সৃজন করিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে কালভৈরব! তুমি এই ব্রহ্মাকে শাসন কর। আর তুমি যেহেতুক কালের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, তজ্জন্য "কালরাজ" নামে বিখ্যাত হইবে। এবং তুমি বিশ্বকে

ভরণ করিতে সমর্থ, এই জন্য তোমার নাম্ "ভৈরব" হইবে। কালও তোমাকে ভয় করিবে, তজ্জন্য তোমার নাম "কালভৈরব" হইবে। তুমি রুষ্ট হইয়া দুষ্টগণকে মর্দ্দন করিবে, তজ্জন্য তোমার সর্ব্বত্র "আমর্দ্দক" নামে বিখ্যাতি হইবে। আর যেহেতুক তত্তৎক্ষণেই ভক্তগণের পাপসমূহকে ভক্ষণ করিবে, এই জন্য তোমার "পাপভক্ষণ" এই নামও হইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার যে কাশীপুরী আছে, হে কালরাজ! তুমি তথায় সর্ব্বদা আধিপত্য করিবে। সেই খানে যাহারা পাপকর্ম্ম করিবে, তুমি তাহাদের শাসন করিবে, কারণ সেই ক্ষেত্রে লোকে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করে, চিত্রগুপ্ত তাহা লিখেন না। ৪১-৪৭। কালভৈরব, মহাদেবের নিকট এই সমস্ত বর লাভ করত, তৎক্ষণাৎ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখের অগ্রভাগ দ্বারা, ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিলেন। যে অঙ্গ অপরাধ করে, সেই অঙ্গেরই শাসন করিতে হয়; এই জন্য ব্রহ্মা যে অঙ্গের দ্বারা নিন্দা করিয়াছেন, কালভৈরব, তাঁহার সেই পঞ্চম-মস্তকই ছেদন করিলেন। তখন ক্রতুরূপী বিষ্ণু শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মাও অতিশয় ভীত হইয়া, শতরুদ্রী জপ করিতে লাগিলেন। ৪৮-৫০। তখন প্রণতবৎসল মহাদেব প্রীত হইয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান করত, স্বীয় মূর্ত্ত্যন্তর সেই ভৈরবকে বলিলেন যে, এই ক্রতুরূপী বিষ্ণু ও এই প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইঁহারা উভয়েই তোমার মাননীয়। হে নীললোহিত! তুমি ব্রহ্মার এই কপাল ধারণ করিয়া থাক এবং ব্রহ্মহত্যা অপনয়নের জন্য, কাপালিক-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক লোকনিচয়ে স্বীয় ব্রত দর্শন করাইয়া, সতত ভিক্ষা করিয়া বিচরণ কর। মহাদেব এই কথা বলিয়া ব্রহ্মহত্যা নামে একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। সেই কন্যা রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রধারিণী, রক্তগন্ধে অনুলিপ্তা ও রক্তমাল্যশোভিনী, তাঁহার বদন দন্তসমূহ অতি ভীষণ, জিহ্বা লক্লক্ করিতেছে, অন্তরীক্ষ দেশে সেই কন্যার একটী পাদ এবং তিনি বহুতর রুধির পান করিতেছেন, তাঁহার হস্তে ভগ্ন করক শোভা পাইতেছে এবং তিনি ভীষণ রবে গর্জ্জন করিতেছেন ও ভৈরবকে ভয় দেখাইতেছেন। ৫১-৫৬। মহাদেব এই প্রকার কন্যাকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, হে ভীষণে! এই কালভৈরব যে পর্য্যন্ত দিব্য বারাণসী পুরীতে গমন না করেন, তাবৎকাল তুমি ইঁহার অনুগমন কর। একমাত্র বারাণসী ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে। মহাদেব, সেই কন্যাকে এই রূপ আদেশ করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই ব্রহ্মহত্যার সংসর্গে কালরাজ ভৈরব কৃষ্ণবর্ণ হইলেন এবং মহাদেবের বাক্যে কাপালিক-ব্রত ধারণ করিয়া, কপালহস্তে ত্রিভুবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সত্যলোক বা বৈকুণ্ঠ কিম্বা মহেন্দ্রাদি পুরী

সমুহেতেও সেই সুদারুণ ব্রহ্মহত্যা কালভৈরবকে পরিত্যাগ করিল না। কালরাজ ও ত্রিজগতের পতি, উগ্রব্রতী ও ত্রিজগতীর ঈশ্বর হইয়াও বহুতর তীর্থপর্য্যটন করিয়াও সেই ব্রহ্মাহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে কলশ-সম্ভব! ইহার দ্বারাই তুমি, ব্রহ্মহত্যানাশিনী কাশীর মহিমা অনুমান করিয়া লও। ৫৭-৬৩। ত্রিভুবন মধ্যে বহুতর তীর্থ আছে, কিন্তু সে সমস্ত কাশীর ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। যে পর্য্যন্ত পাপরূপ অচলের অশনিস্বরূপ কাশীর নাম শ্রুতিগোচর না হয়, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপসমূহ গর্জ্জন করিয়া থাকে। ৬৪-৬৫। অনন্তর কাপালিকব্রতধারী সেই দেব কালভৈরব, প্রমথগণের সহিত ত্রিভুবন পর্য্যটন করত, নারায়ণের আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গরুড়-ধ্বজ, ত্রিনেত্র মহাকালরূপী সর্পকুণ্ডলধারী ও ভীষণাকৃতি মহাদেবের অংশসম্ভূত সেই ভৈরবকে আসিতে দেখিয়া, ভূমিতে দণ্ডবদ্ভাবে প্রণাম করিলেন এবং অন্যান্য দেব-গণ, মুনিগণ ও দেবপত্নীগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কমলা-পতি প্রণত হইয়াই মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করত, বহুতর স্তুতি-বাক্যের দ্বারা সেই ভৈরবের স্তব করিয়া, লক্ষ্মীকে বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রিয়ে! হে কমলনয়নে! হে সুভগে! হে অনঘে! দেখ, তুমি ধন্যা এবং আমিও ধন্য, হে সুশ্রোণি! যে হেতুক আমরা উভয়েই ত্রিজগতের পতিকে দর্শন করিতেছি। ইনিই ধাতা, বিধাতা এবং লোকসমূহের প্রভু ও ঈশ্বর। ইনিই অনাদি, শরণ, শান্ত, পর ও পরাত্মরূপে নির্ণীত। ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বযোগীশ্বর, সর্ব্বভূতের একমাত্র নায়ক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সকলের সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট পদার্থের প্রদান-কর্ত্তা। যোগিগণ নিস্তন্দ্র, শান্ত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া যাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিয়া থাকেন, অদ্য এই তিনি আমাদের সম্মুখে আগমন করিতেছেন, দর্শন কর। সংযত-চিত্ত বেদতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ যাঁহাকে জানিয়া থাকেন, সেই এই সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর অরূপ হইয়াও অদ্য রূপ ধারণ করত, আমাদের নিকট আগমন করিতেছেন। অহো! পরমাত্মস্বরূপ মহাদেবের লীলা বিচিত্র! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে জীবগণ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে, তিনি স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়াছেন! যাঁহাকে দর্শন করিলে মানব আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে না, সেই ভগবান্ শশিভূষণ ত্র্যম্বক এই আগমন করিতেছেন, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত আমার লোচনদ্বয় ধন্য হইল। ৬৬-৮৭। দেবগণের দেবত্বপদকে ধিক্! তাঁহারা এখানে শঙ্করকে দর্শন করিয়াও, যাহাতে সমস্ত দুঃখের শেষ হয়, সেই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারি-লেন না। দেবলোকে দেবত্ব হইতে অশুভ আর কিছুই নাই। যে দেবত্ব নিবন্ধন

আমরা সমস্ত দেবের অধীশ্বরকে দর্শন করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ৭৮-৭৯। আনন্দে পুলকিত শরীর হৃষীকেশ লক্ষ্মীকে এই সমস্ত কথা বলিয়া মহাভৈরবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে সর্ব্বপাপহর! হে অব্যয়! হে বিভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও জগতের বিধাতা হইয়াও, এ কিরূপ আচরণ করিতেছেন! হে দেবেশ-মহামতে-ত্রিলোচন! ইহা কেবল আপনার লীলা মাত্র, হে স্মরান্তক-বিরূপাক্ষ। আপনার এ প্রকার আচরণ করিবার কারণ কি? হে ভগবন্! আপনি পরমা শক্তির পালক হইয়াও কি নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইছেন? হে ত্রৈলোক্যরাজ্যপ্রদ-জগন্নাথ! এই সমস্ত বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ হইতেছে। ৮০-৮৩। বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন যে, হে বিষ্ণো! অঙ্গুলির নখের দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই শুভ ব্রত ধারণ করিয়াছি। ৮৪-৮৫। মহাদেব এই কথা বলিলে পুণ্ডরীকলোচন-বিষ্ণু, মস্তক নত করত কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে ত্রিভুবনের অধীশ্বর! আপনার যদ্রূপ ইচ্ছা, আপনি তদনুরূপ লীলা করুন, কিন্তু হে মহাদেব! আমাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করিবেন না। হে ঈশ! আপনার অনুজ্ঞাবলে আমি নাভিকমল হইতে কল্পে কল্পে কোটি কোটি ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছি। হে বিভো! অজ্ঞানি-ব্যক্তিগণের দুরতিক্রমণীয়া এই মায়া আপনি পরিত্যাগ করুন। হে দেব! শিবাপতে! আমরা আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া, আপনার এই আচরণসমূহকে সত্যবোধ করিতেছি। ৮৬-৮৯। হে হর! সংহার কাল উপস্থিত হইলে, আপনি যখন, সমস্ত দেবতা, মুনি ও বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট লোকনিচয়কে সংহার করিবেন, তখন আপনার ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ কোথায় থাকিবে? হে শম্ভো! আপনি কাহারও অধীন নহেন, এই জন্য যেমন ইচ্ছা আপনি তদ্রূপ লীলা করিয়া থাকেন। ৯০-৯১। কত অতীত ব্রহ্মার অস্থির মালা আপনার গলদেশ শোভা পাইতেছে। হে অনঘ! এই সমস্ত অস্থি ধারণ-কালীন আপনার ব্রহ্মহত্যা কোথায় ছিল?। ৯২। কঠোর পাপ কর্ম্ম করিয়াও যে ব্যক্তি, জগতের আধারস্বরূপ আপনাকে ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহারও সমস্ত পাপ বিলীন হইয়া থাকে, হে ভব! সূর্য্যের সন্নিধানে অন্ধকার যেমন অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ আপনার ভক্তের নিকটও পাপসমূহ অবস্থান করিতে না পারিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯৩। যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আপনার চরণকমল-দ্বয়ের চিন্তা করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপও ক্ষয় হয়। হে জগৎপতে! যে পুরুষের বাক্য আপনার নামে অনুরক্ত থাকে,

তাহার পাপরাশি পর্ব্বত সদৃশ হইলেও, তাহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিতাপদায়ক পাপ কোথায়, আর জনগণের জীবনৌষধ ও ভবরোগহারী আপনার মঙ্গলময় শিবনামই বা কোথায় ? যদি কখনও মানবের ওষ্ঠপুট হইতে, অন্ধকরিপু, শিব, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি নাম বারম্বার উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাহার আর সংসারে জন্ম হয় না। ৯৪-৯৮। অতএব হে পরাত্মন্! হে পরমধাম! হে স্বেচ্ছাবিধৃতবিগ্রহ! এই সমুদয়ই আপনার কুতুহল মাত্র, হে ঈশ! নতুবা ঈশ্বরের পরাধীনতা কোথায়? হে দেবেশ! আজ আমি ধন্য হইলাম, যে অক্ষয় ও জগন্মূল পরমেশ্বরকে যোগিগণেও দর্শন করিতে পারেন না, সেই পরমাত্মাস্বরূপ আপনাকে আমি দর্শন করিতেছি। অদ্য আমার পরম লাভ, অদ্য আমার পরম মঙ্গল। আপনার দৃষ্টিরূপ অমৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া, আজ আমি বৈকুণ্ঠ প্রভৃতিকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিতেছি। ৯৯-১০১। বিষ্ণু এই-রূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে, পবিত্রস্বভাবা লক্ষ্মী, মহাদেবের পাত্রে মনোরথবতী নামে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। তখন মহাদেবও ভিক্ষার জন্য আনন্দে তথা হইতে নির্গত হইলেন। জনার্দ্দন, ব্রহ্মহত্যাকে কালভৈরবের অনুগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন যে, হে ব্রহ্মহত্যে! তুমি ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ কর। ১০২—১০৩।

ব্রহ্মহত্যা কহিলেন, আমিও এই ছলে বৃষধ্বজের সেবা করিয়া আপনাকে পবিত্র করিব, ইহাতে আমার পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এই বলিয়া বিষ্ণুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও, ব্রহ্মহত্যা কালভৈরবের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর শম্ভু সহাস্য-বদনে বিষ্ণুকে বলিলেন যে, হে বহুমানদ গোবিন্দ! তোমার বাক্যামৃত-পানে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অতএব হে অনঘ! আমি বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ১০৪-১০৬। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা করিতে গিয়া সৎকার লাভ করিলে তাহাতে যেমন বিগতশ্রম হইয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, প্রভূততর পবিত্র দ্রব্য ভিক্ষা পাইলেও, তাহারা তাদৃশ আনন্দিত হয় না। ১০৭।

মহাবিষ্ণু কহিলেন, আমার এই বরই যথেষ্ট যে, আমি দেবগণের অধীশ্বর ও মনোরথ পথের অতীত দেবদেব আপনাকে দর্শন করিতেছি। হে হর! সাধুগণের পক্ষে আপনার দর্শন, বিনা মেঘে সুধাবৃষ্টি, বিনা আয়াসে মহোৎসব এবং যত্ন বিনা নিধিলাভের তুল্য। অতএব হে দেব! আপনার চরণ যুগলের সহিত আমার যেন কখন বিয়োগ উপস্থিত না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়; আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। ১০৮-১১০।

শ্রীঈশ্বর কহিলেন, হে মহামতে অনন্ত! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে এবং তুমি সমস্ত দেবগণের বরদাতা হইবে। বিষ্ণুকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া, কালভৈরব, ব্রহ্ম ও ইন্দ্রাদি লোকসমূহে বিচরণ করত, বিমুক্তির জননী বারাণসীনাম্নী পুরীতে গমন করিলেন। ১১১-১১২। ব্রহ্মাদি দেবগণের বিপদ্-সঙ্কুল পদসমূহও, যে কাশীতে অবস্থিত জীবগণের পদের ষোড়শ কলার এক কলার তুল্য নহে। বারাণসীবাসী জটী, মুণ্ডী বা দিগম্বরও ভাল, কিন্তু অন্যত্র রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকাও ভাল নহে। ১১৩-১১৪। বারাণসীতে থাকিয়া ভিক্ষা করাও ভাল কিন্তু অন্যত্র লক্ষপতি হওয়াও ভাল নহে, কারণ অন্যত্র যে ব্যক্তি লক্ষপতি হইয়া আছে, তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি কাশীতে ভিক্ষা করিয়াও অবস্থান করিতেছে, সে দেহান্তে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিবে না। ১১৫। বারাণসীতে ভিক্ষুকগণকে যদি আমলক পরিমিতও ভিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাও তুলনা করিলে, সুমেরু অপেক্ষা অধিক বোধ হয়। যে ব্যক্তি কাশীতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত গৃহস্থকে বৎসরের ভোগ্য ভোজন প্রদান করে, সে ব্যক্তি যত বৎসরের ভোজন প্রদান করে, তৎপরিমিতযুগ স্বর্গবাস করিয়া থাকে। ১১৬-১১৭। বারাণসীতে উপায়হীন ব্যক্তিকে যে, সম্বৎসরের ভোগ্য প্রদান করে, সেই মানবশ্রেষ্ঠ কখন ক্ষুধা বা তৃষ্ণায় দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। বারাণসীতে বাস করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, কোন ব্যক্তিকে তথায় বাস করাইলেও, তদনুরূপ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। যে কাশীর নাম করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপসমূহ পাপিজনকে পরিত্যাগ করে, কাহার সহিত এ জগতে সেই কাশীর তুলনা হইতে পারে? ১১৮-১২০। কালভৈরব ভীষণাকৃতিতে সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র, ব্রহ্মহত্যা হাহাকার করত, পাতালে প্রবেশ করিলেন। এবং ব্রহ্মার কপাল ভৈরবের হস্ত হইতে নিপতিত হইল। তাহা দেখিয়া কালভৈরব সকলের সমক্ষে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১২১-১২২। কালভৈরব বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন কিন্তু কোন স্থানেই সেই কপাল তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কাশীতে আগমন মাত্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল নিপতিত হইয়া গেল। মহাদেবের যে ব্রহ্মহত্যা, অন্য কোন স্থানে অপগত হয় নাই; কাশীতে সেই ব্রহ্মহত্যা ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল, সুতরাং কাশী কেন না দুর্লভ হইবে? ১২৩-১২৪। এই জন্যই কাশীকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। জীব যদি যাবজ্জীবন "বারাণসী ও কাশী" এই মহামন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি দূরদেশে অবস্থিত

হইয়াও, মৃত্যুকালে অবিমুক্তক্ষেত্র স্মরণ করত মৃত হয়, তাহারও পুনর্জ্জন্ম হয় না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা আনন্দকাননস্থ ভৈরবকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের নাম শ্রবণ করিলেই, তাহার আর জন্ম হয় না। ১২৫-১২৮। যে ব্যক্তি নিয়তমানসে সর্ব্বদা রুদ্রাবাসে বাস করে, সে মহৎপাপ আচরণ করিলেও, কালে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে গমন করত দৈবাধীন মৃত হয়, তাহাকে আর কখন শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না। যে সমস্ত মানব কাশীক্ষেত্রস্থ কপালমোচনের স্মরণ করে, তাহাদিগের ইহজন্মের ও জন্মান্তরের পাতক শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ১২৯-১৩১। মানব কাশীতে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করত, দেবতা ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। দেহাদি সমস্ত অনিত্য জানিয়া, যাহারা কাশীতে বাস করে, শঙ্কর তাহাদিগকে মৃত্যুকালে সেই পরম জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! এই কাশীপুরী সাক্ষাৎ মহাদেবের শরীর এবং ইহা অনির্ব্বাচ্য ও পরমানন্দরূপা এবং যাহারা শিবভক্ত নহে, তাহাদের পক্ষে দুষ্প্রাপণীয়া। ১৩২-১৩৪। ইহার তত্ত্ব আমি অবগত আছি এবং শিবভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিও ইহার তত্ত্ব অবগত আছেন। যোগিগণ যোগবলে যে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, জীবগণ এই কাশীতে অনায়াসে তাদৃশ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই কাশী পরম স্থান, এই পুরী পরমানন্দ স্বরূপিণী এবং এই কাশীই পরমজ্ঞান, অতএব মুমুক্ষুব্যক্তিগণ, এই কাশীর সেবা করিবেন। যে মূঢ় ব্যক্তি, কাশীতে বাস করিয়াও, শিবভক্তগণের বিরুদ্ধাচরণ করে বা কাশীর নিন্দা করে, তাহার কাশীতে বা অন্যত্র কোনরূপ গতিলাভ হয় না। ১৩৫-১৩৭। অনন্তর কালভৈরব কপালমোচন তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া, ভক্তগণের পাপসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য, সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি কালভৈরবের সেবা করে, সে শতপ্রকার পাপ করিলেও, তাহাতে তাহার কোন ভয় থাকে না। ১৩৮-১৩৯। এই কালভৈরব, পাপসমূহ ও ইষ্টগণের মনোরথসমূহ সর্ব্বপ্রকারে মর্দ্দন করেন, এই জন্য ইহাঁর একটী নাম আমর্দ্দক, এবং কাশীবাসিজনগণের কলি ও কাল নিবারণ করেন, তজ্জন্য ইনি কালভৈরব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁর ভক্তগণের নিকট, সুদারুণ যমদূতগণ সর্ব্বদা ভীত হয়, এই জন্য ইহাঁর নাম ভৈরব। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে উপবাস করত কালভৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে, মহাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১৪০-১৪৩। মনুষ্যবুদ্ধিতে যে সমস্ত অশুভ কর্ম্ম করা যায়, কালভৈরব দর্শনে সে সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়। জীবগণ অনেক জন্মে যে সমস্ত পাপ

করে, কালভৈরব দর্শন করিলে, সে সমস্ত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। মানবগণ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, বহুতর উপকরণের দ্বারা কালভৈরবের পূজা করিলে, বার্ষিক-বিঘ্ন সকল দূর করিতে পারে। ১৪৪-১৪৬। রবি ও মঙ্গলবারে, অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী তিথিতে কালভৈরবের যাত্রা করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি, কাশীক্ষেত্রবাসী কালভৈরবভক্তগণের বিঘ্ন আচরণ করে, সেই মূঢ় অতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪৭-১৪৮। কাশীতে যাহারা বিশ্বেশ্বরের ভক্ত কিন্তু কালভৈরবকে ভক্তি করে না, তাহারা পদে পদে বিঘ্নসমূহে জড়িত হইয়া থাকে। মানব কালোদকতীর্থে স্নান করিয়া, তথায় তর্পণ করত কালরাজকে দর্শন করিলে, পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে পারে। প্রত্যহ আটবার করিয়া পাপভক্ষণকে প্রদক্ষিণ করিলে মানব, মানসিক, বাচিক ও কায়িক পাপসমূহে লিপ্ত হয় না। ১৪৯-১৫১। সাধক ব্যক্তি সেই আমর্দ্দকপীঠে, ছয়মাস কাল স্বীয় অভীষ্ট দেবতার চিন্তা করিলে, ভৈরবের আজ্ঞায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। বারাণসীতে বাস করিয়া, যে ব্যক্তি কালভৈরবকে অর্চ্চনা না করে, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার পাপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানব নানাবিধ উপহারের দ্বারা কালভৈরবের পূজা করিয়া, যে যে বিষয় কামনা করে, তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাশীতে থাকিয়া প্রতি চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও মঙ্গলবার কালভৈরবের পূজা না করে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার পুণ্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১৫২-১৫৫। ভৈরবের উৎপত্তি ও ব্রহ্মহত্যার অপনোদক এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এবং যে ব্যক্তি বন্ধনাগারে অবস্থিত ও পরম বিপদ্‌গ্রস্ত, সেও এই ভৈরবের প্রাদুর্ভাব শ্রবণ করিলে, সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৫৬-১৫৭।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

দণ্ডপাণি-প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ময়ূরবাহন। এক্ষণে হরিকেশের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করুন। সেই হরিকেশ কে? কাহার পুত্র, কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন

এবং কিরূপেই বা দেবদেবের প্রিয় হইয়াছিলেন? আর দণ্ডনায়কই বা কি প্রকারে কাশীবাসিজনের নিকট বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং সেই মহামতি কিরূপে “অন্নদত্ব” লাভ করিয়াছেন এবং সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামে গণদ্বয়, যাঁহারা কাশীক্ষেত্রের শত্রুগণের সর্ব্বদা ভ্রান্তি উৎপন্ন করিয়া দেন, সেই দুই গণদ্বয়ই বা কিরূপে সেই দণ্ডপাণির অনুগত হইলেন? এই সমস্ত বিষয় আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। ১-৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্র! হে কুম্ভসম্ভব! তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই দণ্ডপাণির বৃত্তান্ত কাশীবাসিজনগণের বিশেষ হিতকর, ইহা শ্রবণ করিলে বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫-৬। পুরাকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সুকৃতিশালী রত্নভদ্র নামে একজন পরম ধার্ম্মিক যক্ষ বাস করিতেন। সেই ব্যক্তি পূর্ণভদ্রনামক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি বহুতর বিষয় ভোগ করত, জিতেন্দ্রিয় হইয়া বৃদ্ধ বয়সে শাম্ভবযোগবলে পার্থিব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার যশস্বী পুত্র পূর্ণভদ্র, সুকৃতোপার্জ্জিত বিভবসমূহের দ্বারা সাংসারিক বিষয় ভোগ সম্পন্ন হইলেও, যাহা স্বর্গের সাধন, গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন পিতৃগণের পরম হিতকর, সংসার-সন্তপ্ত জীবের পক্ষে অমৃতশীকর স্বরূপ, এবং বহুক্লেশসাগরে নিপতিত জনের পোতস্বরূপ, সেই অপত্য-রত্ন ব্যতিরেকে তাঁহার মনোভিলাষসমূহ পরিপূর্ণ হইয়াও, অপূর্ণ অবস্থায় রহিল। তখন তিনি স্বীয় সুসজ্জিত গৃহকেও বালকের কোমল আলাপ বিরহিত, সুতরাং অমঙ্গলময়। এবং দরিদ্রের হৃদয়, জীর্ণ অরণ্য এবং নির্জ্জন প্রান্তরের ন্যায় দর্শন করত, অনপত্যতানিবন্ধন অতিশয় খেদযুক্ত হইলেন। ৭-১৪। হে ঘটোদ্ভব! অনন্তর তিনি স্বীয় পত্নীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কনককুণ্ডলানাম্নী যক্ষিণীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে কান্তে-কনক কুণ্ডলে! এই আমাদের সুখদ অট্টালিকা, যাহা দেখিতে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, মুক্তাসমূহের দ্বারা গবাক্ষ সকল শোভিত রহিয়াছে, চন্দ্রকান্ত-শিলাসমূহে যাহার প্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার অট্টালকনিচয় পদ্মরাগ এবং ইন্দ্রনীলমণিসমূহের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, বিদ্রুম নির্ম্মিত স্তম্ভসমূহ, যাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, যাহার ভিত্তিসমূহ স্ফটিকের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার উপরে পতাকাসমূহ উড়িতেছে, যাহা মণি ও মাণিক্যসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে, নিরন্তর যাহা কৃষ্ণাগুরু ও নানাবিধ ধূপের গন্ধে আমোদিত রহিয়াছে, যাহাতে অমূল্য আসন ও সুন্দর পর্য্যঙ্কনিচয় শোভা পাইতেছে, রম্য অর্গলযুক্ত কপাটসমূহ

যাহার শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার মণ্ডপসমূহ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, যাহার মধ্যে রমণীয় রতিশালা শোভা পাইতেছে, যাহা বাজিরাজিতে বিরাজিত, শত শত দাস দাসীতে যাহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সর্ব্বদা যাহাতে কিঙ্কিণীনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে, নূপুরের ধ্বনিতে উৎকণ্ঠ-চিত্ত ময়ূরগণের কেকারবে যাহা পরিপূর্ণ, যাহাতে পারাবতকুল কূজন করিতেছে, সর্ব্বদা যাহার মধ্যে শুক ও সারীগণ মধুর ধ্বনি করিতেছে, যাহার ইতস্ততঃ মরালমিথুন ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, চকোরপক্ষীগণ যাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, মাল্যগন্ধে সমাহূত মধুকরগণের মধুর গুঞ্জনে সর্ব্বদা যাহা আকুলিত হইতেছে, যেখানে কর্পূর, মৃগমদ প্রভৃতির আমোদে আমোদিত সমীরণ, সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইতেছে, যে স্থানে ক্রীড়ার্থ-নির্ম্মিত মর্কট সমূহের দন্তের অগ্রভাগে মাণিক্যময় দাড়িমসমূহ শোভা পাইতেছে, যেখানে শুকপক্ষীগণ দাড়িম্ববীজ ভ্রমে চঞ্চুপুটের দ্বারা মুক্তানিচয় গ্রহণ করিতেছে এবং যাহা ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া লক্ষ্মী আলয়ের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, পদ্মগন্ধে আমোদিত সেই মনোহর হর্ম্ম্যও আমার সুখকর বোধ হইতেছে না। হে প্রিয়ে! তোমার গর্ভ লক্ষণ ব্যতিরেকে আমি কি প্রকারে পুত্র মুখ দর্শন করিতে পারিব? ।১৫-২৫। যদ্যপি ইহার কোন উপায় তোমার বিদিত থাকে, তবে তাহা বল। হায় পুত্রহীন মনুষ্যের জীবনে ধিক্! একমাত্র পুত্র না থাকা নিবন্ধন, আমার এই দ্রব্যপরিপূর্ণ গৃহ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হে প্রিয়তমে! পুত্র ব্যতিরেকে আমাদের এই গৃহের সৌন্দর্য্যকে ধিক্, এই অর্থসমূহকে ধিক্ এবং আমাদের জীবনকেও ধিক্। ২৬-২৭। পতিব্রতা কনককুণ্ডলা পতিকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, অন্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ২৮।

কনককুণ্ডলা কহিলেন, হে নাথ! আপনি সমস্ত জানিয়াও কি জন্য খিন্ন হইতেছেন? এই পুত্রলাভের যাহা উপায় তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। এই চরাচরমধ্যে উদ্যমশীল মানবগণের পক্ষে কোন্ পদার্থ দুর্লভ! যাঁহারা পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদের মনোরথ সমূহ সত্বরই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। হে কান্ত! কাপুরুষগণই দৈবকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু দৈব পূর্ব্বজন্মের স্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পুরুষকারপূর্ব্বক সেই সমস্ত কর্ম্মের শান্তির জন্য, সমস্ত কারণের কারণ ঈশ্বরের শরণ লওয়া উচিত। ২৯-৩২। মহাদেবে ভক্তি থাকিলে অপত্য, ধন, স্ত্রী, অলঙ্কার, অট্টালিকা, অশ্ব, গজ, সুখ, স্বর্গ এবং মোক্ষও অনায়াসেই লাভ করিতে পারা যায়। হে প্রিয়! যে

ব্যক্তি মহাদেবে ভক্তি করে, তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধি তাহার গৃহদ্বারে অবস্থান করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৩-৩৪। সমস্ত বিশ্বের অন্তরাত্মা ভগবান্ নারায়ণও শ্রীকণ্ঠের সেবা করিয়া, চরাচরের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন। শম্ভুই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণও মহাদেবেরই কৃপায় লোকপাল হইয়াছেন। ৩৫-৩৬। অনপত্য শিলাদমুনি ও মহাদেবের অনুগ্রহে মৃত্যুঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন *। শ্বেতকেতু কালপাশে বদ্ধ হইয়া ও মহাদেবের অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়াছিলেন †। ৩৭। উপমন্যু নামে কোন ব্যক্তি মহাদেবের প্রসাদে ক্ষীর সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্ধক নামক অসুরাধিপতিও তাঁহার কৃপায় গাণপত্য পদের প্রথম ভৃঙ্গীপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ৩৮। দধীচি শম্ভু সেবা করিয়া যুদ্ধে বাসুদেবকে জয় করেন। দক্ষ, মহেশ্বরের পূজা করিয়া প্রজাপতিত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৯। বাক্যও যাহার পরিচয় দিতে অসমর্থ এবং যাহা মনোরথ পথের অতীত, মহাদেব, সম্যক্ প্রকারে দৃষ্টি হইলে, সেই পরম মোক্ষ পদবী পর্য্যন্ত ও অনায়াসে প্রদান করিয়া থাকেন। ৪০। সকল দেহীগণেরই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা মহেশ্বরের আরাধনা না করিলে কোন ব্যক্তি, কোন স্থলেও কোন প্রকার অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা নিশ্চয়। ৪১। হে প্রিয়! তুমি যদি সকল জীবের হিতকারী শুভ পুত্রলাভ বাসনা করিয়া থাক, তবে কায়মনোবাক্যে সেই শঙ্করের শরণ গ্রহণ কর। ৪২।

গীতজ্ঞ যক্ষরাজ শুভব্রত, পত্নীর এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক গীতবিস্তার দ্বারায় মহাদেবের আরাধনা করত, কতিপয় দিবসের মধ্যেই মহাদেব নাদেশ্বরের

* শালঙ্কায়নের পুত্র শিলাদ নামক ঋষি বহুকাল তপস্যা করেন, তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট ইন্দ্র, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তুমি বর প্রার্থনা কর, তদনন্তর তিনি মৃত্যুরহিত ও সুব্রত এক পুত্র প্রার্থনা করেন, তদুত্তরে ইন্দ্র, তাঁহাকে বলেন যে, আমি তোমাকে যোনিজ সুতরাং মৃত্যু সংযুত পুত্র প্রদান করিতে পারি, অন্য প্রকার পুত্র প্রদানের সামর্থ্য আমার নাই, কারণ যাঁহারা অযোনিজ তাঁহাদিগেরও মৃত্যুহস্তে নিস্তার নাই, তবে মহাদেব অনুগ্রহ করিলে তোমার এই মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, তদনন্তর শিলাদ তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, নন্দিকেশ্বর নামক মৃত্যুহীন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিঙ্গপুরাণে দ্রষ্টব্য। অনুবাদক।

† শ্বেতকেতু নামে কোন মুনি অন্তকালে মহাদেবের আরাধনা করিয়া কালহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহারও বিস্তৃত বিবরণ লিঙ্গপুরাণে আছে। অনুবাদক।

প্রসাদে স্বীয় পত্নীর অভিলাষানুরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়া, পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। নাদেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি কোন্ অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত না হইয়াছেন? এই কারণে মনুষ্যগণের কায়মনোবাক্যে নাদেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। ৪৩-৪৫। হে দ্বিজ! অনন্তর গর্ভবতী তদীয় পত্নী যথা-কালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ণভদ্র সেই পুত্রের "হরিকেশ" এই নাম প্রদান করিলেন। ৪৬। সেই পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণ পূর্ণভদ্র, নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিলেন, পুত্রের জননী কনককুণ্ডলাও সেই সময়ে অপরিমিত আনন্দ লাভ করিলেন। ৪৭। অতি প্রিয়দর্শন পূর্ণচন্দ্রানন সেই বালকটীও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় প্রতিদিনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৪৮। বালক হরিকেশ, অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণ হইলেন, এবং প্রতিদিনই তাঁহার হৃদয়ে এই ভাবটী বদ্ধ হইতে লাগিল যে, এ জগতে মহাদেবই এক সর্ব্বেশ্বর। ৪৯। হরিকেশ ধূলাখেলার সময়ও ধূলা দ্বারায় মহাদেব-লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক হরিদ্বর্ণ কোমল তৃণসমূহের দ্বারা অতি কৌতুক-ভাবে পূজা করিতেন। ৫০। হরিকেশ নিজের সকল মিত্রগণকেই পৃথক্ পৃথক্ "চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, মৃত্যুঞ্জয়, মৃড়, ঈশ্বর, ধূর্জ্জটি, খণ্ডপরশু, মৃড়ানীশ, ত্রিলোচন, ভর্গ, শম্ভু, পশুপতি, পিনাকী, উগ্র, শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, ঈশ, স্মরারি পার্ব্বতী-পতি, কপালী, ভালনয়ন, শূলপাণি, মহেশ্বর, অজিনাম্বর, দিগম্বর, গঙ্গাবিচ্ছিন্নকেশ, বিরূপাক্ষ, অহিভূষণ" ইত্যাদি নামের দ্বারা আহ্বান করিতেন। তাঁহার কর্ণদ্বয় মহাদেব নাম ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রবণ করিত না। ৫১-৫৫। মহাদেব মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার পদদ্বয় অন্যত্র গমন করিত না, মহাদেবমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দর্শন করিতে তাঁহার নয়নদ্বয় সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ থাকিত। ৫৬। হরনাম-রূপ অমৃতময় অক্ষর সেবনেই তাঁহার রসনা তৃপ্ত অনুভব করিত। তাঁহার ঘ্রাণ, মহাদেবের চরণ সরোজের সুগন্ধ ভিন্ন অন্য কোন গন্ধ গ্রহণ করিত না। ৫৭। তাঁহার হস্তদ্বয় সর্ব্বদা মহাদেবের কৌতুক কর্ম্মেতেই ব্যাপৃত হইত। তাঁহার মন মহাদেব ভিন্ন অন্য বিষয় চিন্তা করিত না। তিনি যাহা পান করিতেন, তাহা পূর্ব্বে মহাদেবকে প্রদান করিতেন। ৫৮। যতপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য সকলই মহাদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া, তদনন্তর আহার করিতেন। সেই হরিকেশ, সকল স্থলে মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই বিলোকন করিতেন না। ৫৯। গমনকালে, গানকালে, শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে বা জলপানকালে, তিনি সেই ত্রিনয়ন শিবকে বিলোকন করিতেন। তাঁহার হৃদয় তৎকালে অন্য কোন ভাব

গ্রহণ করিত না। তিনি সর্ব্বদাই জগৎ শিবময় বিলোকন করিতেন। ৬০।

সেই বালক হরিকেশ, রাত্রিকালে যখন নিদ্রাগত হইতেন, প্রায় সেই সময়েও, "হে ত্রিলোচন! ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, আমিও আপনার নিকট যাইতেছি", এই প্রকার বহুবিধ তন্ময়ভাবদ্যোতক বাক্য উচ্চারণ করত, হঠাৎ জাগরিত হইতেন। ৬১। পিতা পূর্ণভদ্র, নিজপুত্র হরিকেশের মহাদেব-বিষয়ে এই স্পষ্ট চেষ্টা বিলোকন করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, "হে পুত্র! তুমি গৃহকর্ম্মে নিরত হও। এই দেখ, এই অশ্বশ্রেষ্ঠগণ ও অশ্বশিশুগণ সকলই তোমার। এই সকল বিচিত্র বিচিত্র নানাবিধ বসন, নানাজাতীয় বিশুদ্ধ আকরোদ্ভব অনেক রত্ন, এই স্বর্ণ ও রজতাদি বহুধন, এই সকল অনন্ত গোধন, এই সকল মহার্হ বহুসংখ্য রৌপ্য ও কাংস্যময় পাত্রসমূহ, এই সকল নানাদেশোদ্ভব বহুমূল্য দ্রব্য, এই সকল বিচিত্র চামর, এই অনেক প্রকার গন্ধদ্রব্য, এই সকল অন্যান্য বহুবিধ সুখজনক দ্রব্য এবং এই অপরিমিত ধান্যরাশি, এই সকল বস্তু যাহা চারিধারে সজ্জিত দেখিতে পাইতেছ, ইহা সকলই তোমার। হে পুত্র! তুমি সর্ব্বপ্রকার অর্থোপার্জ্জন, বিদ্যাশিক্ষা করিতে যত্নবান্ হও। ধূলিধূসরিত শরীর দরিদ্রগণের ন্যায় সর্ব্বদা মৃত্তিকা ও অপরিষ্কৃত স্থানাদি সেবন পরিত্যাগ কর। সকল প্রকার বিদ্যা অভ্যাসপূর্ব্বক পরম শোভার উপভোগ করত, অনন্তর যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবে, সেই সময় ভক্তিযোগের উপাসনা করিও"। পিতার নিকট অনেকবার এইরূপ শিক্ষাবাক্য শ্রবণ করিয়াও, বালক হরিকেশ, তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিল। একদিন এই প্রকার পিতার বাক্য অবজ্ঞা করাতে, তিনি অতিশয় ক্রোধে পরুষদৃষ্টি হইয়াছেন দেখিয়া, বালক উন্নতধী হরিকেশ ভীতভাবে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ৬২-৭০।

গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক হরিকেশ বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করত, দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, "হায় মূঢ়বুদ্ধি প্রযুক্ত কেন আমি গৃহত্যাগ করিলাম। আমি এক্ষণে কোথায় যাই, হে শম্ভো! আমি কোথায় যাইলে মঙ্গল লাভ করিতে পারিব? আমি পিতার পরিত্যক্ত পুত্র, হায়! আমি কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বকালে আমার পিতার ক্রোড়ে থাকিয়া, তাঁহার সহিত আলাপকারী কোন সাধুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, মাতা ও পিতা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, নিজ বন্ধুগণও যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ও যাহাদের কোন প্রকার গতি নাই, একমাত্র বারাণসীই তাহাদের গতি। যাহারা সংসারের ভয়ে ভীত, যাহারা

কর্ম্মরূপ বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ এবং যাহাদের কোন প্রকার গতি নাই, একমাত্র বারাণসী তাহাদের গতি। যাহারা যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট, যাহারা তপস্যা ও দানাদি সৎক্রিয়াপরিবর্জ্জিত, সুতরাং তাহারা অন্যত্র উপায় হীন হইলেও, বারাণসী তাহাদের সর্ব্বপ্রকার গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা জরাপীড়িত বা যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত, যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, বারাণসীই তাহাদের গতি। যাহারা প্রতি পদে বিপদরাশির দ্বারা অহর্নিশি আক্রান্ত, তাহাদেরও এই বারাণসী গতি। যাহারা পাপরাশির দ্বারা সমাক্রান্ত, যাহারা দারিদ্র নিবন্ধন সংসারে ঘোর পরাজিত, সেই সকল সর্ব্বপ্রকার গতিহীন জীবগণের বারাণসীই একমাত্র গতি। বন্ধুজনগণের মধ্যে যাহাদের পদে পদে অপমান ভোগ করিতে হয়, মহাদেবের আনন্দকানন বারাণসীই একমাত্র তাহাদের আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ। যে সকল বিশ্বেশ্বরানুগৃহীত মহাত্মা ব্যক্তিগণ, কাশীতে বাস করত, কাশীর প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন; তাঁহারা সর্ব্বদাই আনন্দপ্রদ উদয় লাভ করিতে সমর্থ হন। যে স্থানে বিশেশ্বররূপ বহ্নির সম্পর্কে কর্ম্মবিজ সকল দগ্ধ হইয়া যায়, সেই মহাশ্মশান কাশীক্ষেত্র সকল গতিহীন ব্যক্তির গতি"। ৭১-৮৩।

হরিকেশ এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক বারাণসীপুরীতে প্রস্থান করিলেন। যে অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবগণ পার্থিব-শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাদেবের প্রসাদে পুনর্ব্বার শরীরসম্বন্ধ পরিগ্রহ করেন না, সেই আনন্দবনে প্রবেশ করিয়া, হরিকেশ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৮৪-৮৫।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে পর, একদিবস মহাদেব স্বীয় আনন্দকাননে প্রবেশপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে নিজ আনন্দকাননের শোভা দেখাইতে লাগিলেন। সেই আনন্দকাননে মন্দারবৃক্ষ অনন্ত কুসুমরাশির দ্বারা অনন্তগন্ধ প্রদান করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে সুন্দর কোবিদার বৃক্ষনিবহ অতি শোভা পাইতেছিল। চম্পক ও চুত বৃক্ষের রমণীয়তায় ঐ আনন্দকানন পূর্ণ ছিল, তাহার চারিদিকে অনন্ত মল্লিকারাজি বিকশিত ছিল ও মালতী নিকরের বিকাশে অতি মনোহর হইয়াছিল। বিকশিত করবীর বৃক্ষরাজি অতিশয় শোভা পাইতেছিল। কেতকীবন পূর্ণভাবে বিকশিত ছিল এবং নবোদগত কুসুমরাজিবিরাজিত কুরুবকসমূহ সেই আনন্দকাননে পরম শোভা পাইতেছিল। ৮৬-৮৮। বিকাশশালী বিচকিলের (বৃক্ষবিশেষের) আমোদে ঐ আনন্দকানন আমোদিত ছিল। তথায় অশোকপল্লব সকল অতিশয় বিলাস-প্রাপ্ত হইতেছিল এবং নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকার পরিমললোভে সমাগত মধুকর-নিকরের মনোহর গুঞ্জনে তাহা পরম সুখ প্রদান করিতেছিল। ৮৯। পুন্নাগ বৃক্ষ-

সমুহ বিকশিত হওয়াতে, তাহার গন্ধসমুহে আনন্দকানন আমোদিত হইতেছিল। এবং অতিস্নিগ্ধ পাটল পুষ্পের গন্ধে আনন্দকাননের চারিদিক্ পবিত্র গন্ধে পূর্ণ হইতেছিল। ৯০। সেই আনন্দকাননস্থ কোন কোন ভূমি বিলম্বমান ভ্রমরমালার অবস্থানে, মালাবিশিষ্টের ন্যায় শোভিত ছিল। সেই আনন্দকানন চঞ্চল চন্দন-শাখাগ্রে রমমান কোকিলকুলের কলধ্বনিতে বিরাজিত ছিল। ৯১। অতি বিশাল কালাগুরু বৃক্ষশাখায় বসিয়া, প্রমত্ত উত্তম জাতীয় বিহঙ্গমগণ তথায় সুন্দর গান করিতেছিল। এবং নাগকেশরশাখাস্থিত শালভঞ্জিকা (কৃত্রিম ক্রীড়াপুত্তলিকা) দ্বারা সেই আনন্দকানন শোভিত ছিল। ৯২। সেই আনন্দকাননে সুমেরুর ন্যায় উন্নত রুদ্রাক্ষবৃক্ষনিকরের ছায়ায় বসিয়া, কিন্নরগণ ক্রীড়া করিতেছিল এবং অন্যান্য স্থানে বসিয়া কিন্নরমিথুনগণ মনোহর গান করিতেছিল এবং কিংশুকশাখায় বসিয়া, শুকপক্ষী অতি মিষ্ট স্বর বর্ষণ করিতেছিল। ৯৩। কদম্ববৃক্ষের উপর ভৃঙ্গমিথুন মনোহর গুঞ্জন করিতেছিল। সুবর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বলবর্ণ কর্ণিকার-কুসুম-নিকরে আনন্দকানন বিরাজমান ছিল। ৯৪। তথায় সপ্তচ্ছদের আমোদে দিগন্তর আমোদিত হইতেছিল। কোথায়ও শ্রেণীবদ্ধ খর্জ্জুররাজি বিরাজমান ছিল এবং নারিকেল তরুসমুহের ছায়াকলিত নারঙ্গনিকরের রক্ততা পরম শোভা পাইতে-ছিল। ৯৫। জম্বীরবৃক্ষনিকর ফলযুক্ত ছিল এবং মধুরপুষ্পাস্থত মধুকরমালায় আনন্দকানন শব্দায়মান হইতেছিল। শাল্মলীবৃক্ষগণের অতি বিশাল ছায়াদ্বারা আনন্দকানন পরম স্নিগ্ধ ছিল এবং পিচুমর্দ্দবৃক্ষনিকরে পরিপূর্ণ ছিল। ৯৬। মধুর-গন্ধযুক্ত দমনবৃক্ষসমুহে আনন্দকানন আচ্ছন্ন ছিল এবং পিণ্ডীতকবন সকল তথায় বিরাজিত ছিল। সেই আনন্দকাননে লবলা-পল্লবের আন্দোলনকারী মন্দ মারুত ধীরে ধীরে বহিতেছিল। ৯৭। শবরবধূগণের নৃত্যকালীন গীতধ্বনির অনুকরণকারী ঝিল্লীগণের মনোহর নিনাদে সেই আনন্দকানন শব্দায়মান হইতেছিল। এবং সেই স্থলে কোথায়ও বা সরোবর পারিসরস্থিত ক্রীড়াকারী শূকরগণ বিলাস করিতেছিল। ৯৮।

সেইস্থলে হংসীর কণ্ঠনালাস্থিত মৃণালখণ্ডের প্রতি আসক্ত হংসনিকর শোভা পাইতেছিল। এবং শোকরহিত কোকমিথুনগণের ক্রীড়াকালীন অব্যক্ত মধুর-ধ্বনিতে আনন্দকানন ধ্বনিত হইতেছিল। ৯৯। আনন্দকাননের চারিদিকেই বকশাবকগণ বিচরণ করিতেছিল। সারস-স্ত্রীগণের সহিত সারস পক্ষীগণ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছিল। প্রমত্ত ময়ুরগণের মধুর কেকাধ্বনিতে পরিপূর্ণ সেই বন, কপিঞ্জল নামক পক্ষিগণের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। ১০০।

জীবঞ্জীব নামক পক্ষীগণ সেই আনন্দকাননের মূর্ত্তিমান্ প্রাণের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। কারণ্ডবপক্ষীগণ তথায় মনোহর ধ্বনি করিতেছিল। দীর্ঘিকার শীতল বারিস্রোত মন্দ মারুতের সঞ্চারে সেই কানন, অতিশয় সুখদায়ক ভাব ধারণ করিয়াছিল। ১০১। বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত কহ্লার-কুসুম নিকরের পরাগ সমূহে সেই বন পিঙ্গলাভা ধারণ করিতেছিল। বিকসিত শতদল সেই আনন্দকাননের হাস্যশোভিত মুখের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নীল ইন্দীবর তাহার নয়নের ন্যায় বিরাজমান ছিল। ১০২। উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ তমাল বৃক্ষরাজি সেই আনন্দকাননে করবীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। প্রস্ফুটিত দাড়িম্বফল তাহার দন্তের ন্যায় বিরাজমান ছিল। ভ্রমর শ্রেণীই তাহার ভ্রূস্থানাভিষিক্ত ছিল। শুকগণের নাসাই তাহার নাসিকার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১০৩। বিশাল গভীর কূপদ্বয়ই তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দূর্ব্বা সমূহরূপ শ্মশ্রুরাজিতে আনন্দকানন পরম শোভা পাইতেছিল। কমলগন্ধযুক্ত বায়ুই তাহার নিশ্বাসরূপে প্রতীত হইতেছিল। বিম্বফলই তাহার ওষ্ঠ ও অধরের সাম্য বহন করিতেছিল। ১০৪। শুভ্র পদ্মপত্র নিবহই তথায় বসন শোভা সম্পাদন করিতেছিল। কর্ণিকার বৃক্ষরাজি তাহার ভূষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। কমনীয় শুক্তি নামক বৃক্ষ বিশেষ দ্বারা তাহার কণ্ঠশোভা প্রকাশিত হইতেছিল। শঙ্কর নামক বৃক্ষ সমুদয় তাহার স্কন্ধশোভা বহন করিতেছিল। ১০৫। চন্দনবৃক্ষ সংসক্ত শরীর বৃহৎ সর্প শ্রেষ্ঠরূপ বাহুদণ্ডে সেই আনন্দকানন পরম শোভা পাইতেছিল। অশোক পল্লবসমূহ তাহার অঙ্গুলীর ন্যায় বিরাজমান ছিল। বিকশিত কেতকী পুষ্প সমূহই তাহার নখশোভা বহন করিতেছিল। ১০৬। বিলসমান সিংহই তাহার বক্ষঃকান্তি বহন করিতেছিল। এবং গণ্ডশৈল তাহার উদরবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। সুন্দর জলভূমি তাহার নাভি শোভা ধারণ করিতেছিল। বৃহত্তরুরূপ জঙ্ঘাদ্বয়ে আনন্দকানন পরম শোভা পাইতেছিল। ১০৭। স্থলপ্রদেশ তাহার ললাট ও পদ্মনিবহ চরণরূপে শোভা পাইতেছিল। বিচরণশীল মাতঙ্গ রূপেই সেই আনন্দকানন ভ্রমণ সুখ অনুভব করিতেছিল। বিলসমান কদলীবনের পত্ররাজি তাহার চীনাংশুকের ন্যায় শোভা বহন করিতেছিল। ১০৮। চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত বহুবিধ কুসুম শ্রেণী তার মাল্যশোভা বিতরণ করিতেছিল। সেই আনন্দকানন কণ্টকহীন বৃক্ষসমূহে আচ্ছন্ন ছিল এবং মহিষ ও অন্যান্য শ্বাপদগণে পরিবেষ্টিত ছিল। ১০৯। চন্দ্রকান্তশিলাসমূহে কৃষ্ণবর্ণ মৃগসমূহ শয়ন করিয়া থাকাতে বোধ হইতেছিল যেন, কলঙ্কযুক্ত চন্দ্র তথায় নিভৃতে বাস করিতেছেন। তরুতলে বিকীর্ণ কুসুমরাজির দ্বারা ঐ

আনন্দকানন আকাশের নক্ষত্র মালার শোভা হরণ করিতেছিল। মহাদেব, দেবীকে এই প্রকার পরম রমণীয় ক্রীড়াবনভূমি দেখাইতে দেখাইতে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১১০।

মহাদেব কহিলেন্, হে সর্ব্বসুন্দরি দেবি! তুমি সর্ব্বদা যেরূপ আমার প্রিয়তমা, সেইরূপ এই আনন্দকাননও আমার অতি প্রিয়। ১১১। হে দেবি! এই আনন্দকাননে মৃত প্রাণীগণের শরীর আমার অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! সেই মৃতজীবগণের আর সংসারে আসিতে হয় না। ১১২। এই বারাণসীতে যে জীবগণ দেহ ত্যাগ করে, আমার আজ্ঞা প্রভাবে তাহাদের কর্ম্মবীজ সকল মহাশ্মশানে, জ্বলিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। ১১৩। হে গিরীন্দ্রজে! মহাশ্মশানে যাহারা মহানিদ্রা প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনও গর্ভশয্যায় নিদ্রা যায় না। ১১৪। ব্রহ্মজ্ঞানময় প্রয়াগক্ষেত্রেও ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে প্রাণীগণ কদাচ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১১৫।

আমি, কাশীক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ হইবা মাত্র জীবগণের মোক্ষজনক ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি, তাহারাও তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১১৬। কাশীমৃত জীবগণের প্রতি যাহারা নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা অনন্ত পাপ লাভ করে। আর যাহারা স্তুতি করে, তাহারা পুণ্য লাভ করে এবং আমার কৃপায় পরে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, দেহান্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১১৭। হে দেবি কলিকালে প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কি? এই কারণে আমি কাশীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি। ১১৮। যোগীগণও ঐশ্বর্য্যমদে মোহিত হইয়া, যোগ হইতে ভ্রংশ লাভ করত, পতিত হয় কিন্তু কাশীতে যাহাদের দেহপাত হয়, তাহারা পুনর্ব্বার আর সংসারে পতিত হয় না। ১১৯। এক জন্মে অনন্ত যোগেও মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু কাশীতে শরীরত্যাগরূপ যোগে একমাত্র জন্মেই জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১২০।

হে গিরিজে! আমার কৃপায় জীব যে প্রকার অনায়াসে এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র কাশীতে মুক্তিপদের অধিকারী হয়, সেই রূপ অন্য কোন ক্ষেত্রেই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ১২১। বহুজন্ম যোগাভ্যাস করিয়াও, যোগীগণ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন কি নহেন এবিষয়ে স্থিরতা নাই, কিন্তু এই কাশীতে একজন্মে বিনা যোগে কেবল মাত্র দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই, মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। ১২২। কলিকালে যোগ বা তপস্যা কিছুই সিদ্ধ হয় না। যে মনুষ্য কলি-

কালে স্বীয় ন্যায়োপার্জ্জিত ধন প্রদান করিতে পারে, সেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ১২৩। ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, জপ, দেবপূজা এ সকল কিছুই কলিকালে সিদ্ধ হয় না, একমাত্র দানই কলিকালে মুক্তির হেতু, কারণ দানের ফলে কাশী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২৪। কলিকালে বিশ্বেশ্বরই এক মাত্র দেব এবং বারাণসীই একমাত্র মোক্ষপুরী। কলিতে ভগীরথ-আনীত গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যসরিৎ এবং কলিতে সকল প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে দান ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ১২৫। কাশীস্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গা এবং মদীয় বিশ্বেশ্বরাখ্য লিঙ্গ এই দুইটাই একমাত্র মুক্তির কারণ। কলিকালে এক মাত্র দান ধর্ম্মের প্রভাবে এই মুক্তিকারণ দুইটীকে লাভ করা যায়। ১২৬। পুণ্যবান্ অথবা পাপী, আমার পবিত্র ক্ষেত্র সেবা করিলে, তুল্য মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। হে দেবেশি! এ বিষয়ে সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে। ১২৭। অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে জন্মান্তরশতের অর্জ্জিত পুণ্য বা পাপ, কাশীমৃত ব্যক্তিগণের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। ১২৮। হে দেবেশি! এই সকল কারণে মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ নানা প্রকার ব্যাধি ও উপসর্গ প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইলেও, তাহাদের অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ১২৯। যাঁহারা ক্ষেত্রসংন্যাসপূর্ব্বক এই কাশীতে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত, হে দেবি! আমি স্বয়ং তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন দূর করিয়া থাকি। ১৩০। হে দেবি! কাশীবাসে আমার যে প্রকার অনুরাগ আছে, যোগীগণের হৃদাকাশে, কৈলাসে অথবা মন্দর-পর্ব্বতে বাস করিতে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই। ১৩১। যাহারা কাশীতে বাস করে, তাহারা মদীয় গর্ভেই বাস করিয়া থাকে। আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি; কারণ আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমার গর্ভে যাহারা বাস করিবে, তাহাদের পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ১৩২। হে দেবি! প্রলয়কালে আমি কালস্বরূপ ধারণপূর্ব্বক, তামসী প্রকৃতিকে সহায় করিয়া, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকি, কিন্তু কাশীকে সর্ব্বপ্রকার যত্নে রক্ষা করিয়া থাকি। ১৩৩। হে দেবি! আমার দুইটী অতিশয় আনন্দপাত্র বিদ্যমান আছে, হে তপোধনে! গৌরি! তাহার মধ্যে তুমি এক এবং দ্বিতীয় আনন্দকানন কাশী। ১৩৪।

কাশী ব্যতিরেকে আমার স্থান নাই, কাশী ব্যতিরেকে আমার আসক্তি নাই, হে দেবি! কাশী ব্যতিরেকে নির্ব্বাণের সম্ভাবনাও নাই, ইহা তোমায় সত্য সত্য বলিতেছি। ১৩৫। এই ব্রহ্মাণ্ডগোলকের মধ্যে কাশীতে যে প্রকারে অনায়াসে

মুক্তিলাভ হইতে পারে, এইরূপ বিনা যত্নে অন্যত্র অষ্টাঙ্গ যোগসাধনেও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। ১৩৬।

দেবীকে এই প্রকার বলিতে বলিতে মহাদেব, সেই বনমধ্যে তপস্যানিরত হরিকেশকে বিলোকন করিলেন। মহাদেব দেখিলেন যে, অশোক বৃক্ষের মূলদেশে তিনি তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। ১৩৭। তাঁহার অস্থিসঞ্চয় শুষ্ক স্নায়ুসমূহে কথঞ্চিৎ বদ্ধ রহিয়াছে। হরিকেশ স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলশরীর। বল্মীক কীটসমূহ তাঁহার শিরা সকল হইতে রক্তসমূহ পান করিয়া, তাহা রক্তহীন করিয়াছে। ১৩৮। তাঁহার অস্থিচয় মাংসহীন হইয়া নিশ্চল স্ফটিকোপলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহা হইতে শঙ্খ, কুন্দ, ইন্দু, তুহিন ও মহাশঙ্খের শোভা প্রতীতি হইতেছে। তাঁহার প্রাণবায়ু কেবল অবশিষ্ট আয়ুর বলেই পরিরক্ষিত হইতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারাই তাঁহার জীবনসত্ত্বা অবগত হওয়া যাইতেছে। নিমেষ ও উন্মেষের সঞ্চার দ্বারা তিনি জন্তুগণকে দোষারোপক করিয়াছেন (অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ তাঁহাকে ব্যাধ বলিয়াই বোধ করিতেছে) তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ তারকাযুক্ত নেত্রদ্বয় হইতে নির্গত রশ্মিজালে দিঙ্মুখ প্রদীপিত হইয়াছে। তাঁহার তপোগ্নিরূপ দাবানল সংস্পর্শে ম্লান কাননভূমি তাঁহার দৃষ্টিসুধা-বর্ষণে সিক্ত হইয়া, নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে শোভিত হইতেছে। ১৩৯-১৪২। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন সাক্ষাৎ তপস্যা, নরাকৃতি ধারণ করত নিরাকাঙ্ক্ষভাবে অতুল ভক্তিসহকারে তপস্যা করিতেছেন, দলে দলে হরিণ-শিশুগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ভীষণাস্য সিংহগণ চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। ১৪৩-১৪৪। তাঁহাকে তাদৃশ ভাবে তপস্যা করিতে দেখিয়া দেবী পার্ব্বতী, মহেশ্বরকে বলিলেন যে, হে ঈশ! ঐ নিজভক্ত তপস্বিকে আপনি বর প্রদানে কৃতার্থ করুন। উহার চিত্ত আপনাতেই অর্পিত রহিয়াছে, উহার জীবন আপনারই অধীন। আপনার পরিচর্য্যা ভিন্ন উহার আর কোন কর্ম্ম নাই, উহার দেহ কঠোর তপস্যায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনি বর প্রদানপূর্ব্বক আপনার আশ্রিত ঐ যক্ষের উপর কৃপা প্রদর্শন করুন। ১৪৫-১৪৬। অনন্তর মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত নন্দীর হস্ত অবলম্বন করত, বৃষ হইতে অবরোহণ করিয়া, দয়ার্দ্র হৃদয়ে সমাধিতে সঙ্কোচিত-নেত্রপত্র সেই যক্ষকে স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শে সেই যক্ষ নেত্র উন্মীলন করত, সম্মুখে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ত্রিলোচনকে দর্শন করত, আনন্দে আকুল হইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন। ১৪৭-১৪৮। হে ঈশ! হে শম্ভো! হে গিরিজেশ! হে শঙ্কর! হে ত্রিশূলপাণে! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে শশি-

শেখর! হে কৃপালো! আপনার পাণিপঙ্কজস্পর্শে আমার দেহলতা অমৃতময় হইয়াছে। ১৪৯। মহেশ্বর, যক্ষের এইরূপ কোমল বাণী শ্রবণ করিয়া, সেই তপোনিধি ধীর স্বীয় ভক্তকে আনন্দে বরসমূহ প্রদান করিতে লাগিলেন। (মহেশ্বর কহিলেন) হে যক্ষ! আমার অত্যন্ত প্রিয় এই ক্ষেত্রের তুমি দণ্ডধর হও এবং অদ্যাবধি তুমি এই কাশীস্থ দুষ্টগণের শাসক ও শিষ্টগণের পালক হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান কর। ১৫০-১৫১। তুমি আজ হইতে "দণ্ডপাণি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, আমার আজ্ঞায় উৎকট গণসমূহকে শাসন কর, আর সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে এই গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া থাকিবে। তুমি কাশীবাসী জনগণের গলে সুনীলরেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, বামাঙ্গে বামনয়না, মস্তকে পিঙ্গল-বর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা এবং বাহনার্থ বৃষ প্রদান করত, অন্তিমকালীন বেশ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। ১৫২-১৫৪। কাশীবাসী জনগণের তুমি অন্নদাতা, প্রাণদাতা এবং তুমিই জ্ঞানদাতা হইবে এবং তুমিই আমার মুখনিঃসৃত সুন্দর উপদেশ বলে, তাহাদের মোক্ষদাতা হইয়া, তাহাদিগের সদ্গতি বিধান করিবে। তুমি পাপীগণকে বিঘ্নসমূহের দ্বারা পীড়ন করত, তাহাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করাইয়া, তাহাদিগকে ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিবে এবং দূরস্থিত ভক্তগণকে ক্ষণমধ্যে কাশীতে আনয়ন করত, তাহাদিগকে মুক্ত করাইবে। ১৫৫-১৫৬। হে যক্ষরাট্! তোমার অধীন এই ক্ষেত্রমধ্যে, তোমার আরাধনা না করিয়া কেহই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইবে, সে অগ্রে তোমার পূজা করিয়া, পরে আমার পূজা করিবে। আমার এই পুরীমধ্যে তুমিই অধ্যক্ষরূপে বাসের আজ্ঞা প্রদান করিবে এবং তুমিই দণ্ডনায়ক হইয়া, কাশীর শত্রু দুষ্টাত্মাগণের দণ্ড বিধান করত, আনন্দিত-চিত্তে সর্ব্বদা কাশীপুরীকে রক্ষা কর। ১৫৭-১৫৮। হে পূর্ণ-ভদ্র-সুত! হে দণ্ডনায়ক! হে ত্র্যক্ষ! হে যক্ষ! হে হরিকেশ! হে পিঙ্গল! হে কাশীবাসি জনগণের অন্ন, জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ! তুমি গণশ্রেষ্ঠ হও। আমার ভক্ত হইয়াও যে জন তোমাকে ভক্তি না করিবে, সে কাশীতে বাস করিতে পারিবে না; অতএব হে দণ্ডপাণে! গণসমূহ দেবগণ ও মানব সমূহের মধ্যে তুমিই প্রথম পূজনীয় হও। যে পুণ্যাত্মা, জ্ঞানোদতীর্থে স্নান করিয়া তোমার আরাধনা করিবে, সেই ব্যক্তি আমার অতুল অনুগ্রহবলে কৃতকৃত্যতা লাভ করিবে। হে দণ্ডপাণে! তুমি দুষ্টগণের দণ্ডবিধান এবং ভক্তগণকে অভয় প্রদান করত, আমার সম্মুখে এই দক্ষিণদিকে অবস্থান কর। ১৫৯-১৬২।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্র ! মহেশ্বর, দণ্ডপাণিকে এই সমস্ত বর প্রদান করত, বৃষে আরোহণ করিয়া আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। হে কুম্ভোদ্ভব! তদবধি যক্ষরাট্ দণ্ডনায়ক, মহাদেবের আদেশে ক্রমে সম্যক্‌রূপে বারাণসীপুরীর শাসন করিতেছেন। ১৬৩-১৬৪। আমি কাশীতে বাসকালীন সেই দণ্ডপাণির মর্য্যাদা রক্ষা করি নাই, এই জন্য তাঁহারই কোপে এস্থানে আসিয়া বাস করিতেছি। ১৬৫। হে মুনে! তুমি এতাদৃশ বশী হইয়াও যে, কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ইহার কারণ, সেই দণ্ডপাণিরই প্রতিকূলতা হইবে, ইহাই আমি আশঙ্কা করিতেছি। হে দ্বিজ! হরিকেশ যদি কাহারও কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখেন, তাহা হইলে, তাহার আর কাশীতে অবস্থানই বা কোথায়? এবং সুখই বা কোথায়? কাশীতে দণ্ড-পাণির আরাধনা না করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখলাভ করিতে পারে? আমি কাশীতে প্রবেশ করিব এই অভিলাষে দূরে অবস্থান করিয়াও, সেই দণ্ডপাণিকে ভজনা করিতেছি। ১৬৬-১৬৮। "হে রত্নভদ্রাঙ্গজোদ্ভুত পূর্ণভদ্রসুত! হে উত্তম হে যক্ষ আমার মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাস বিধান করুন। হে মহামতে দণ্ডপাণে! ধন্য সেই যক্ষ পূর্ণভদ্র এবং ধন্যা সেই যক্ষিণী কাঞ্চনকুণ্ডলা; যাঁহাদের সন্তান হইয়া আপনি সমুদ্ভুত হইয়াছেন। হে যক্ষপতে! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে ধীর পিঙ্গললোচন! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে পিঙ্গজটাভার! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে দণ্ডমহায়ুধ! আপনি জয়যুক্ত হউন হে অবিমুক্ত-মহাক্ষেত্র-সূত্রধার! হে উগ্রতাপস! হে দণ্ডনায়ক! হে ভীমাস্য! হে বিশ্বেশ্বরপ্রিয়! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে সৌম্য-জনের সৌম্য-বদন! হে ভীষণ-জনের ভয়ানক! হে ক্ষেত্রপাপিগণের কাল! হে মহাকাল-মহা-প্রিয়! যে প্রাণদ! হে যক্ষেন্দ্র! হে কাশীবাসিজনগণের অন্ন ও মুক্তিপ্রদ! হে মহারত্নরশ্মিচয়চর্চ্চিতবিগ্রহ! হে অভক্তগণের মহাসম্ভ্রান্তিজনক! হে অভক্তগণের মহোদ্ভ্রান্তিপ্রদায়ক! হে ভক্তগণের সম্ভ্রান্তি ও উদ্ভ্রান্তির নাশক! হে প্রান্ত নেপথ্যচতুর! হে জ্ঞাননিধিপ্রদ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে গৌরীপদাব্জালে! হে মোক্ষেক্ষণবিচক্ষণ! আপনি জয়যুক্ত হউন"। ১৬৯-১৭৬। (স্কন্দ কহিলেন) হে মৈত্রাবরুণে! আমি প্রত্যহ ত্রিকালীন, বারাণসী:প্রাপ্তির কারণ এই পবিত্র যক্ষরাজাষ্টক-স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকি। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই দণ্ড-পাণ্যষ্টক পাঠ করিলে কখন বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং কাশীবাসের ফললাভ করিতে পারে। ১৭৭-১৭৮। যে ব্যক্তি দণ্ডপাণির প্রাদুর্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে এবং এই দণ্ডপাণ্যষ্টক-স্তোত্র পাঠ করে, সে অন্যত্র মৃত হইলেও, জন্মান্তরে কাশী লাভ করিয়া থাকে। ১৭৯। দণ্ডপাণির সমুদ্ভব নামক এই পবিত্র

অধ্যায় পাঠ করিলে বা পাঠ করাইলে, কখন বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। ১৮০।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

জ্ঞানবাপী বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! এক্ষণে জ্ঞানোদতীর্থের (জ্ঞানবাপীর) মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, কারণ দেবগণও সেই জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ঘটোদ্ভব! যাহা শ্রবণ করিলে পাপ বিলীন হয়, আমি জ্ঞানবাপীর সেই উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২। হে মুনে! পুরাকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘসমূহ জল বর্ষণ করিত না, নদী সকল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, স্নান বা পান প্রভৃতি কর্ম্মে জলের অভিলাষ ছিল না, যখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রেই জল দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্য সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিত দিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান, স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কাশী নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর ক্ষেত্রস্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ব্ব প্রকার বীজ সমূহের পক্ষে উষরভূমি, যে কাশী মহামোহে সুপ্ত জীবগণের প্রতিবোধক, যাহা সংসার সাগরে আবর্ত্তে নিপতিত জন্তুগণের তরন্তক-(বেলা) স্বরূপ, যাহা সংসারে বারম্বার গমনাগমনে পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, যাহা অনেক জন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্রচ্ছেদনের ক্ষুর স্বরূপ, যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয় ও পরব্রহ্মরসায়ন এবং সুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। জটিল ঈশান, হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া, সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করত মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময়ী মালা-সমূহের দ্বারা বেষ্টিত। দেবতা, ঋষি, গণ, সিদ্ধ ও যোগিগণ নিরন্তর তাঁহার পূজা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার নাম গান করিতেছেন, চারণগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, অপ্সরাগণ নৃত্যের দ্বারা তাঁহার বহুতর সেবা করিতেছেন, নাগকন্যাগণ মণি-

ময় প্রদীপ সমূহের দ্বারা তাঁহার নীরাজনা (আরতি) করিতেছেন। বিদ্যাধরী ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন তাঁহার বেশভূষা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন এবং দেবকন্যাগণ চামররাজির দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। ৩-১৫। সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়া ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলের দ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূলের দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড-বেগে খনন করত, এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। হে মুনে! তখন সেই কুণ্ড হইতে, পৃথিবীর পরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই জলে এই বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। ১৬-১৮। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান, শীতল, জাড্যরহিত এবং পাপধ্বংসকারী ও অন্য দেহধারী কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট, সাধুগণের মনের ন্যায় স্বচ্ছ, আকাশমার্গের ন্যায় নির্ম্মল, জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুজ্জ্বল, শম্ভু নামের ন্যায় পাবন, পীযূষ তুল্য সুস্বাদু, গাভীর গলদেশের ন্যায় সুখস্পর্শ, নিষ্পাপ ব্যক্তির বুদ্ধির ন্যায় গম্ভীর, পাপিগণের সুখের ন্যায় তরল, পদ্ম সুগন্ধি ও পাটলপুষ্পগন্ধি, দর্শকসমূহের নয়ন ও মনোহারী, অজ্ঞান তাপসন্তপ্ত প্রাণিগণের প্রাণের এক মাত্র রক্ষণকারী, পঞ্চামৃতের দ্বারা স্নানাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্পর্শকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে লিঙ্গত্রিতয়ের জনক, অজ্ঞানবিনাশী, জ্ঞানপ্রদ, উমার স্পর্শ-জনিত সুখ হইতেও বিশ্বেশ্বরের অধিকতর স্পর্শসুখকারী এবং মহামহা অবভৃথ স্নান হইতেও অধিক শুদ্ধিবিধায়ক—সেই জলের দ্বারা সহস্রধার-কলস পরিপূর্ণ করত, হৃষ্টচিত্তে সহস্রবার সেই মহালিঙ্গকে স্নান করাইলেন। ১৯-২৬। অনন্তর বিশ্ব-লোচন বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিশ্বেশ, প্রসন্ন হইয়া সেই রুদ্র রূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন যে, হে সুব্রত ঈশান! তোমার এই কর্ম্মের দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর, এবং অদ্যা-বধি এই কার্য্য আর কেহই করে নাই, অতএব হে জটিল! হে ঈশান! হে তপো-ধন! হে মহোদ্যমপরায়ণ! তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। ২৭-২৯।

ঈশান কহিলেন, হে দেবেশ। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমিও যদি বরদানের যোগ্য পাত্র হই, তাহা হইলে, হে শঙ্কর! এই অনুপম তীর্থ আপনার নামেই বিখ্যাত হউক। ৩০।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, ত্রিলোকীমধ্যে যাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। যাঁহারা শিবশব্দের অর্থ চিন্তা করেন, তাঁহারা শিব-শব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এই স্থানে

জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জন্য এই তীর্থ "জ্ঞানোদ" নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদ-তীর্থে স্পর্শ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। স্পর্শ এবং আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩১-৩৪। ফল্গুতীর্থে মানব স্নান করত, পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জ্ঞানোদ-তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ করে। গুরুবার পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত সিতাষ্টমী তিথিতে যদি ব্যতীপাত-যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাতে গয়া হইতে কোটিগুণ অধিক ফল হয়। ৩৫-৩৬। পুষ্কর তীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে তিলের দ্বারা তর্পণ করিলে, তাহা হইতে কোটি-গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্রে রামহ্রদে পিণ্ডদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞানোদ-তীর্থে প্রত্যহ সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের পুত্রগণ এই জ্ঞানতীর্থে পিণ্ডপ্রদান করে, তাহারা প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করিয়া থাকে। মানব অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া প্রাতঃকালে এই তীর্থে স্নান ও এই জল পান করিলে, সে ব্যক্তির অন্তর শিবময় হয়। ৩৭-৪০। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া, ইহার তিন গণ্ডুষ মাত্র জল পান করে, নিঃসংশয় তাহার হৃদয়ে তিনটী শিবলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ সোমবারে যে ব্যক্তি এই ঈশানতীর্থে স্নান ও পিতৃ, ঋষি ও দেবগণের তর্পণ এবং যথাশক্তি দান করত, বহুতর উপহারের দ্বারা বিশ্বনাথের পূজা করে, সেই মানব কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। ৪১-৪৩। সন্ধ্যার উপাসনাকাল অতিক্রম করিলে যে পাপ হয়, এই জ্ঞানোদতীর্থে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে। ইহার নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভজ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ এবং ইহাই নিশ্চয় মোক্ষতীর্থ। এই তীর্থ স্মরণ করিলেও পাপসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দর্শন, স্পর্শন, ইহাতে স্নান এবং ইহার জল পান করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৪-৪৬। এই শিবতীর্থের জল দর্শন করিবামাত্রই ডাকিনী, শাকিনী, ভূত, প্রেত, বেতাল, রাক্ষস, গ্রহ, কুষ্মাণ্ড, ঝোটিঙ্গ, (প্রেতবিশেষ) কালকর্ণী, শিশুগ্রহ, জ্বর, অপস্মার, বিস্ফোট প্রভৃতি সমুদয়ই শান্ত হইয়া থাকে। ৪৭-৪৮। যে সুধী ব্যক্তি জ্ঞানোদ-তীর্থের জলের দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, সর্ব্বতীর্থের জলের দ্বারা স্নান করাইলে যে ফল লাভ হয়, তাহারও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানস্বরূপ আমিই এস্থানে দ্রবমূর্ত্তি হইয়া, জীবগণের জড়তা বিনাশ এবং জ্ঞানোপদেশ

করিতেছি। ৪৯-৫০। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর এই সমস্ত বর প্রদান করত, সেই তীর্থমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই ত্রিশূলধারী ঈশানও আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। অনন্তর সেই জটিল ঈশান, সেই তীর্থের জল পান করিয়া, পরম জ্ঞানলাভ করত সুখী হইলেন। ৫১-৫২।

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোদ্ভব! এই জ্ঞানবাপীতে পূর্ব্বে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছিল, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৩। পুরাকালে কাশীক্ষেত্রে হরিস্বামী নামে বিখ্যাত কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপসম্পন্ন এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ভূতলে সেই কন্যাসদৃশ শীলসম্পন্ন আর কোন কামিনী ছিল না। সেই ব্রাহ্মণতনয়া কলাসমূহে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোকিল স্বরও পরাভূত হইত। মনুষ্য, দেবতা, কিন্নর, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব্ব বা অসুর গণের মধ্যেও তাঁহার সদৃশ কোন কন্যা ছিল না। ৫৪-৫৬। সেই কন্যা, সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার ও সমস্ত লক্ষণের আকর ছিলেন। অন্ধকার যেন সূর্য্যের ভয়ে তাঁহার কেশমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্র যেন অমাবস্যার ভয়ে সেই কন্যার মুখমণ্ডলের শরণ লইয়াছিলেন, তিনি সূর্য্যভয়ে ভীত হইয়া দিবসেও সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেন না। গণ্ডপত্ররূপ লতার অভ্যন্তরে সেই কন্যার ভ্রূদ্বয়, ভ্রমররাজির ন্যায় ঊর্দ্ধ ও অধোগামিনী গতিবিশেষের অভ্যাসভাজন ছিল। তাঁহার সুন্দর নয়ন সমীপে বিচরণশীল খঞ্জনদ্বয় সর্ব্বদাই নিজ ইচ্ছায় শারদীয় প্রীতি লাভ করিত। সেই সুদন্তীর দন্তপংক্তিরূপ পত্রনিকরে কামদেব যাদৃশী কাঞ্চনী রেখা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রেও তাদৃশ রেখা কোথায়? প্রবালের সুন্দর ছায়াকে জয় করিতে সমর্থ তাঁহার শুভ ওষ্ঠদ্বয় দেখিয়া বোধ হইত যেন, মদন-মহীপতির হর্ম্ম্যস্থিত যাবতীয় রত্নরাজিই এই ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ৫৭-৬২। সেই কন্যার কণ্ঠদেশে রেখাত্রয়চ্ছলে কন্দর্প যেন শপথ করিয়া বলিতেছে যে, স্বর্গে, মর্ত্তে বা পাতালে কুত্রাপিও স্ত্রীগণের এতাদৃশ সুন্দর রেখা নাই। তাঁহার স্তনদ্বয় দেখিয়া বোধ হইত যেন, কন্দর্পরাজের অমূল্য রত্নসমূহে পরিপূর্ণ কোষযুক্ত বস্ত্রগৃহদ্বয় (তাঁবু) শোভা পাইতেছে। ৬৩-৬৪। সেই নতভ্রূর দেহস্থ অদৃশ্য কামস্থানের পরিচয়ের জন্য, বিধাতা যেন রোমাবলীরূপ যষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাভিগুহা প্রাপ্ত হইয়া যেন কন্দর্প অনঙ্গত্ব লাভ করিয়াছে এবং পুনরায় সেই অঙ্গসমূহ প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছে। ৬৫-৬৬। গুরুরূপ তাঁহার নিতম্বের দ্বারা মন্মথবিষয়ক দীক্ষার নিমিত্ত কোন্ কোন্ যুবাপুরুষ স্ব স্ব নেত্রের আধীন্য

প্রাপ্ত না হইয়াছিল? সেই কন্যার সুবৃত্ত উরুস্তম্ভের দ্বারা কোন্ মুনির নির্ম্মল মনও স্তম্ভিত না হইত? হে মুনে! সেই মৃগলোচনার পাদাঙ্গুষ্ঠ-নখের জ্যোতির প্রভায় কাহার বিবেকজনিত প্রভাও বিনষ্ট না হইত? ৬৭-৬৯। সেই কন্যা প্রতিদিন জ্ঞানবাপীতে স্নান করত, অনন্যচিত্তে শিবমন্দিরে সম্মার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম করিতেন। কাশীতে যুবাগণের মনোমৃগ, বালুকাদি প্রদেশে প্রতিবিম্বিত সেই কন্যার পদরেখারূপ তৃণাঙ্কুর পরিত্যাগ করত, অন্য কোন স্থানে বিচরণ করিত না। ৭০-৭১। যুবকগণের নেত্রসমূহরূপ অলিমালা, সেই কন্যার বদন-কমল পরিত্যাগ করিয়া, সুগন্ধ পুষ্পযুক্ত অন্য কোন লতারাজি সেবন করিত না। ৭২। সেই কন্যা, সুলোচনা হইয়াও কখন কাহারও বদন নিরীক্ষণ করিতেন না এবং সেই বালা সুশ্রবা হইয়াও, কখন কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেন না। শীলসম্পন্না সুশীলানাম্নী সেই কন্যা, তাঁহার বিরহে আতুর রূপবান্ পুরুষগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও, তাহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে অভিলাষিণী হন নাই। অনেক যুবক তাঁহার পিতাকে বহুতর ধন প্রদান করত, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পিতা কোন প্রকারেই তাঁহাকে তাহাদের হস্তে প্রদান করিতে পারেন নাই; তাহার কারণ, সেই সুশীলা প্রত্যহ জ্ঞানোদতীর্থের সেবা-নিবন্ধন অন্তরে এবং বাহিরে সমস্ত জগৎই শিবময় দর্শন করিতেন। ৭৩-৭৬। কোন সময়ে রাত্রিতে সেই সুশীলা গৃহাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছেন এমত সময়ে, কোন বিদ্যাধর তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে হরণ করত আকাশ-মার্গ অবলম্বনে মলয়পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে তথায় বিদ্যুন্মালী নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস উপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসের কুণ্ডল কপালের দ্বারা রচিত, তাহার সমস্ত শরীর বসা ও রুধিরে পরিলিপ্ত, বদন শ্মশ্রূল, লোচনদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, (সেই রাক্ষস আসিয়া বলিল)। ৭৭-৭৯।

রাক্ষস কহিল, রে বিদ্যাধরকুমার! অদ্য তুমি আমার সম্মুখে পড়িয়াছ, আজ আমি এই কন্যার সহিত তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। ৮০।

রাক্ষসের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সুশীলা, ব্যাঘ্রাঘ্রাতা হরিণীর ন্যায় অতিশয় ভীতা হইয়া, কদলীদলের ন্যায় বারম্বার কাঁপিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস ত্রিশূলের দ্বারা সেই বিদ্যাধরকে আঘাত করিল। তখন মধুরাকৃতি ও মহাবল সেই বিদ্যাধরকুমার, সেই ভীষণ ত্রিশূলাঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া, সেই রাক্ষসকে বজ্রসদৃশ মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। নরমাংস ও বসাসমূহে উন্মত্ত সেই রাক্ষস, তাঁহার মুষ্টিপ্রহারে চূর্ণদেহ হইয়া, বজ্রাহত মহীধরের ন্যায় ভূমিতে

নিপতিত হইয়া মৃত্যুলাভ করিল এবং সেই বিদ্যাধরতনয়ও ত্রিশূলের আঘাতে বিকল হইয়া, ঘূর্ণিতলোচনে গদ্‌গদস্বরে "হে প্রিয়ে! আমি বৃথা তোমাকে হরণ করিয়া আনিলাম, হে সুশ্" এই অর্দ্ধোক্ত কথা বলিতে বলিতেই সুশীলাকে স্মরণ করত, তাঁহার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ৮১-৮৭। সুশীলাও কখন কোন পুরুষের স্পর্শজনিত সুখ লাভ করেন নাই, এই প্রথমমাত্র তিনি বিদ্যাধরতনয়ের স্পর্শ-সুখ বোধ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেই পতিবোধে, তাঁহার মৃত্যুতে আপনার জীবনও অগ্নিসাৎ করিলেন। জ্ঞানবাপীর জলপাননিবন্ধন সুশীলার দেহমধ্যে তিনটী শিবলিঙ্গ অবস্থান করিতেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে মৃত্যুনিবন্ধন সেই রাক্ষস, দিব্যশরীর লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। রণে পরিত্যক্তজীবন সেই বিদ্যাধরতনয়ও, অন্তিমকালে প্রিয়াকে স্মরণ করত, মলয়কেতুর ঔরসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। ৮৮-৯০। সুশীলাও সেই বিদ্যাধরতনয়ের বিরহে তাঁহাকেই চিন্তা করত, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও কর্ণাটদেশে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে মলয়কেতুর অনঙ্গের ন্যায় রূপবান্ সেই পুত্র মাল্যকেতু, কলাবতী নাম্নী সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ৯১-৯২। সেই কলাবতী জন্মান্তরের সংস্কারবলে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় রত থাকিয়া, চন্দন প্রভৃতি পরিত্যাগ করত, বহুমানপূর্ব্বক ভস্মধারণেই প্রীতিবোধ করিতেন এবং স্বভাবসুন্দরী সেই রমণী মুক্তা, বৈদুর্য্য, মাণিক্য ও পুষ্পরাগ প্রভৃতি ধারণ করা অপেক্ষা রুদ্রাক্ষ-ধারণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতেন। ৯৩-৯৪। পতিব্রতা কলাবতী, মাল্যকেতুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সহবাসে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বিষয়ভোগসহকারে তিনটী অপত্য লাভ করিয়াছিলেন। একদা উত্তরদেশস্থ একজন চিত্রকর, নরেশ্বর মাল্যকেতুর নিকট আগমন করত, তাঁহাকে একখানি বিচিত্র চিত্রপট প্রদান করিল। রাজা মাল্যকেতু, সেই চিত্রপটখানি স্বীয় মহিষী কলাবতীকে সমর্পণ করিলেন! কলাবতী সেই রমণীয় চিত্রপট দর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং বারম্বার চিত্রার্পিত স্বীয় প্রাণদেবতা বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে করিতে সমাধিস্থ যোগিনীর ন্যায় আপনাকেও বিস্মৃত হইলেন। অনন্তর ক্ষণমধ্যে নেত্র উন্মীলন করত, চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা আপনাকেই বুঝাইতে লাগিলেন যে, এই সম্মুখে লোলার্কের নিকট সুরম্য অসিসঙ্গম দেখা যাইতেছে, আদিকেশবের পদতলে এই সরিৎশ্রেষ্ঠা বরণা দেখা যাইতেছে। ৯৫-১০০। স্বর্গেতেও দেবগণ, সর্ব্বদা যে উত্তরবাহিনীর জলস্পর্শ অভিলাষ করিয়া থাকেন, এই সেই সুরতরঙ্গিণী উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতেছেন। যে মোক্ষলক্ষ্মী

বেদান্তশাস্ত্রে অলক্ষ্য বলিয়া পরিপঠিত হইয়া থাকেন এবং যিনি মুক্তি প্রদান করেন, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। যে স্থানে মরণই মঙ্গল, যে স্থানে গমন করিলে জীবন সফল হয়, এবং যে স্থানে স্বর্গও তৃণের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১০১-১০৩। যে স্থানে মরণের ইচ্ছায়, সমস্ত সম্পত্তি দান করত, সুকৃতী ব্যক্তি কন্দ-মূলমাত্র ভোজন করত অবস্থান করেন, এই সেই মণিকর্ণিকা। ১০৪। যে স্থানে গঙ্গাধর হর, স্বীয় ললাটস্থিত বাল-চন্দ্রের দ্বারা মার্গ প্রদর্শন করাইয়া, মৃত ব্যক্তি-গণকে দুর্ব্বার সংসারপারে লইয়া যান, যে স্থানে মানবগণ মৃত হইয়াও, মহেশ্বরের কৃপায় অমৃতত্ব লাভ করে, করুণাসাগর মহেশ্বরের উপদেশে যেখানে সংসারের সারমার্গও অতি সুলভ, অনেক জন্মার্জ্জিত প্রভূত পুণ্যবলে মানবগণ, যে স্থানে ভবতাপহারী ভবকে উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং মহাত্মাগণ ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করত, যে স্থানের বলে কৃতান্তকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া থাকেন, এই সেই মণিকর্ণিকা। ১০৫-১০৯। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র, নিজ দেহকে তৃণবোধ করত, যে স্থানে স্ত্রীর সহিত আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই সেই পবিত্রভূমি মণিকর্ণিকা। বৈকুণ্ঠনিবাসীজনগণও যে স্থানের সিকতাময় স্থানকে কোমল-শয্যাবোধে অভিলাষ করিয়া থাকেন, এই সেই মণিকর্ণিকা। ১১০ ১১১। জীবগণ অনেক জন্মজনিত কর্ম্মসূত্র-বন্ধন ছেদন করত, যে স্থানে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। সত্যলোকে অবস্থিত জীবগণও যে স্থানে দীর্ঘনিদ্রার (মুক্তির) জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এই সেই মণিকর্ণিকা। ১১২-১১৩। এই সেই কুলস্তম্ভ, যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রীমান্ কালভৈরব কঠোর যাতনা প্রদান করত, কাশীক্ষেত্রে পাপকারী মানবগণকে শাসন করিয়া থাকেন। অন্যস্থানেকৃত পাপ, কাশীসন্দর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে পাপ করিলে এইরূপ দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। ১১৪-১১৫। এই সেই পবিত্র কপালমোচন-তীর্থ, যে স্থানে ভৈরবের হস্ত হইতে ব্রহ্মার কপাল পতিত হইয়া-ছিল। যে স্থানে স্নান করিয়া মানবগণ ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে, জীবগণের বিশুদ্ধিজনক এই সেই ঋণমোচন-তীর্থ। যে স্থানে প্রণবাখ্য পরম-ব্রহ্ম নিত্য প্রকাশ পাইয়া থাকেন, পঞ্চায়তনযুক্ত সেই অদ্ভুত অঙ্কারেশ্বর এই বিরাজিত রহিয়াছেন, যে স্থানে অকার, উকার, মকার, নাদ এবং বিন্দু এই পঞ্চাত্মক ব্রহ্ম নিত্যই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ১১৬-১১৯। এই সেই রমণীয় মৎস্যোদরী-তীর্থ, যাহাতে স্নান করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে

না। এই ভগবান্ ত্রিলোচন, যিনি কৃপাযুক্ত হইয়া দেশান্তরস্থিত নিজ ভক্ত-জনকেও, ত্রিলোচনত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। ১২০-১২১। এই দেব কামেশ্বর, যিনি সাধুগণের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, ইহাঁরই নিকট দুর্ব্বাসামুনিও স্বীয় মহোচ্চ কামনা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের কামনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য মহেশ্বর স্বয়ং এই লিঙ্গমধ্যে লীন হইয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবদেব শূলীর "স্বর্লীন" এই নাম হইয়াছে। ১২২-১২৩। বারাণসীতে যে ভগবান্ মহাদেব, ক্ষেত্রাভিমানী বলিয়া পুরাণে পরিপঠিত হইয়া থাকেন, এই তাঁহার অদ্ভুত প্রাসাদ চিত্রিত রহিয়াছে। এই দেব স্কন্দেশ্বর, মানব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাঁহাকে দর্শন করিলে, আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১২৪-১২৫। এই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক বিনায়কেশ্বর, যাঁহার সেবা করিলে মানবগণের সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিময়ী বারাণসীদেবী, যাঁহাকে দর্শন করিলে মানব-গণকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১২৬-১২৭। এই পার্ব্বতীশ্বরলিঙ্গের বৃহৎ মন্দির, যেখানে ভগবান্ মহেশ্বর গৌরীর সহিত নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। এই মহাপাতকনাশক শ্রীমান্ ভৃঙ্গীশ্বর, যাঁহার সেবা করিয়া ভৃঙ্গী জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন! এই চতুর্ব্বেদধর চতুর্ব্বেদেশ্বর, যাঁহার দর্শনে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১২৮-১৩০। এই যজ্ঞসমূহকর্ত্তৃক সংস্থাপিত যজ্ঞেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে মানব, সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। এই অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত পুরাণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ, যাঁহাকে দর্শন করিলে, মানব অষ্টাদশ বিদ্যার আধার হইয়া থাকে। ১৩১-১৩২। এই স্মৃতিগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশাস্ত্রেশ্বর, যাঁহাকে দর্শন করিলে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১৩৩। এই সর্ব্বজাড্যবিনাশকারী সারস্বত-শিবলিঙ্গ। এই সদ্যোবিশুদ্ধিজনক সর্ব্বতীর্থেশ্বর শিবলিঙ্গ। ১৩৪। এই ভগবান্ শৈলেশ্বরের অদ্ভুত মণ্ডপ, যাহা সর্ব্বপ্রকার রত্নসমূহে পরম শোভাধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই মনোহর সপ্তসাগরসংজ্ঞক শিবলিঙ্গ, যাঁহাকে দর্শন করিলে সপ্তসমুদ্রে স্নানের ফললাভ হয়। ১৩৫-১৩৬। এই মন্ত্রজাপ্যের ফলপ্রদ শ্রীমান্ মন্ত্রেশ্বর, যিনি সত্যযুগে সপ্তকোটি মহামন্ত্রগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। এই ত্রিপুরেশ্বর-লিঙ্গের সম্মুখে এই মহৎকুণ্ড পরিদৃষ্ট হইতেছে, যাহা ত্রিপুরারির অতিশয় প্রিয় এবং ত্রিপুরস্থ জনসমূহকর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। সহস্রভুজকর্ত্তৃক পূজিত এই বাণেশ্বরলিঙ্গ, যিনি দ্বিভুজ-বাণের সহস্রভুজের হেতু। ১৩৭-১৩৯। এই বৈরোচনেশ্বর, প্রহ্লাদকেশবের পুরোভাগে এই বলিকেশব, এই নারদকেশব,

আদিকেশবের পূর্ব্বভাগে এই আদিত্যকেশব, এই ভীষ্মকেশব, এই দত্তাত্রেয়েশ্বর, দত্তাত্রেয়েশ্বরের পূর্ব্বভাগে এই আদিগদাধর, এই ভৃগুকেশব, এই বামনকেশব, এই উভয়ে নর ও নারায়ণ, এই যজ্ঞবারাহকেশব, এই বিদারনারসিংহ, এই গোপীগোবিন্দ। লক্ষ্মীনৃসিংহের এই রত্নকেতন-প্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যে লক্ষ্মীনৃসিংহের কৃপায় প্রহ্লাদ ঐন্দ্র-পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৪০-১৪৪। মানবগণের অখর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ এই খর্ব্ববিনায়ক, পুরাকালে শেষকর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই শেষমাধব, যাঁহার ভক্তগণ সম্বর্ত্ত নামক বহ্নিদ্বারাও দগ্ধ হন না। এই ভগবান্ শঙ্খমাধব, শঙ্খাসুরকে বিনাশ করিয়া এইস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন। ১৪৫-১৪৬। এই পরব্রহ্মরসায়নস্বরূপ সারস্বতস্রোতঃ, যেখানে মহানদী সরস্বতীর সহিত গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে, যেখানে স্নান করিলে মানবগণ আর ভূতলে জন্ম-গ্রহণ করে না। এই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীমান্ বিন্দুমাধব, মানব শ্রদ্ধাসহকারে যাঁহার সেবা করিলে, আর গর্ভবাস করে না এবং কদাপি দারিদ্র্য ও ব্যাধিসমূহ-কর্ত্তৃক অভিভূত হয় না, যে ব্যক্তি বিন্দুমাধবের ভক্ত, যমও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যিনি প্রণবস্বরূপ, অদ্বিতীয়, নাদবিন্দুস্বরূপ এবং অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম, তিনিই এই বিন্দুমাধব। ১৪৭-১৫১। পঞ্চব্রহ্মাত্মনামক এই পঞ্চনদ তীর্থ, যেখানে স্নান করিলে, আর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। এই সেই মঙ্গলাগৌরী, যাঁহার কৃপায় মানব ইহ ও পরাকালে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তমঃসমূহের অপনয়নকারী ময়ূ-খাদিত্য নামক রশ্মিমালী। ১৫২-১৫৩। দিব্যতেজঃপ্রদ গভস্তীশ নামে এই দিব্য লিঙ্গ, পুরাকালে মার্কণ্ডেয় এই স্থানে স্বীয় নামে আয়ুপ্রদ শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যবিশ্রুত এই কিরণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ, যাঁহাকে একবার প্রণাম করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই ধৌতপাপে-শ্বর নামক লিঙ্গ, ইনি সমস্ত পাতক বিনাশ করিয়া থাকেন। ১৫৪-১৫৬। এই ভক্তগণের নির্ব্বাণের কারণ নির্ব্বাণনরসিংহ। এই মহামণিবিভূষিত মণিপ্রদীপ নামে নাগ, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে, মানব কদাপি নাগকর্ত্তৃক পরিভূত হয় না। এই মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর মহাদেব, ইহাঁকে দর্শন করিলে বানরগণও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, মানবগণের ত কথাই নাই। ১৫৭-১৫৯। এই প্রিয়ব্রতে-শ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে জীবগণ সমস্ত জন্তু-গণের প্রিয় হইয়া থাকে। এই শ্রীমান্ কালরাজের মণিমাণিক্যনির্ম্মিত সুন্দর মন্দির শোভা পাইতেছে, যিনি ক্ষেত্র বিঘ্নকারী পাপাত্মাগণকে শত শত যাতনা

প্রদান করত, পাপভক্ষণরূপে পাপ হইতে স্বীয় ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই রমণীয় মন্দাকিনী, কাশীক্ষেত্রে তপস্যা করিবার জন্য আগমন করিয়া, কাশী-বাসের সুখলাভ করত, স্বর্গের অভিলাষ ত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানেই অবস্থান করিতে-ছেন, এই মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করত, বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে দুষ্কৃতকারী মানবকেও নরক দর্শন করিতে হয় না। ১৬০-১৬৪। কাশীতে যে সমস্ত শিবলিঙ্গ আছে, তাঁহাদের সকলের মধ্যে রত্নভূত এই রত্নেশ্বর নামে শিব-লিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন, এই রত্নেশ্বরের প্রসাদে কোন্ ভক্তজন বহুতর রত্নভোগ-পূর্ব্বক পুরুষার্থমহারত্ন নির্ব্বাণ লাভ না করিয়াছে? এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, মানব দূর হইতে যে প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিয়াই কৃত্তি-বাস-পদ লাভ করিয়া থাকে। এই কৃত্তিবাসেশ্বরই সমস্ত শিবলিঙ্গের মস্তকস্থানীয়, ওঙ্কারেশ্বর শিখাস্বরূপ, ত্রিলোচনেশ্বরই লোচনত্রয়, গোকর্ণেশ্বর ও ভারভূতেশ্বরই কর্ণদ্বয়, বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর এই উভয় দক্ষিণ করদ্বয়, ধর্ম্মেশ্বর ও মণিকর্ণি-কেশ্বর এই উভয় বাম করদ্বয়, কালেশ্বর কপর্দ্দীশ্বর এই উভয় অতি নির্ম্মল চরণদ্বয়, জ্যেষ্ঠেশ্বর নিতম্ব, মধ্যমেশ্বর নাভি, মহাদেব কপর্দ্দ, শ্রুতীশ্বর শিরোভূষা, চন্দ্রেশ্বর হৃদয়, বীরেশ্বর আত্মা, কেদারেশ্বর লিঙ্গ, এবং শুক্রেশ্বরকে শুক্রস্বরূপে মহাত্মাগণ অবগত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য কোটি কোটি যে সমস্ত শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা, নখ, লোম ও শরীরের ভূষণস্বরূপ। এতন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তদ্বয় স্বরূপ এই যে বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর ইহাঁরা উভয়ে, মোহসাগরে নিপতিত জন্তুগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক নিত্য নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভগবতী দুর্গা, এই পিতৃ-লিঙ্গ। ১৬৫-১৭৪। এই চিত্রঘণ্টেশ্বরী, এই ঘণ্টাকর্ণহ্রদ, এই সেই ললিতাগৌরী, এই সেই অদ্ভুতা বিশালাক্ষী, এই আশাবিনায়ক, এই অদ্ভুত ধর্ম্মকূপ, যে স্থানে পিণ্ডদান করিলে মানব পিতৃগণকে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করায়। ১৭৫-১৭৬। এই বিশ্ব-জননী বিশ্বভুজাদেবী, সর্ব্বদা ত্রৈলোক্যবন্দিতা এই সেই বন্দীদেবী, ইনি শৃঙ্খলাবদ্ধ জনগণকেও পাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্যবন্দিত দশাশ্বমেধ-তীর্থ, যে স্থানে তিনটী মাত্র আহুতি প্রদান করিলেই মানব অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে, এই সর্ব্বতীর্থোত্তম প্রয়াগস্রোতঃ, এই অশোকাখ্য তীর্থ, এই গঙ্গাকেশব, এই শ্রেষ্ঠ মোক্ষদ্বার এবং এই স্বর্গদ্বার। ১৭৭-১৮০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

জ্ঞানবাপী-প্রশংসা।

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! সেই তম্বঙ্গী, সেই চিত্রপটে স্বর্গদ্বারের পুরোভাগে পুনরায় শ্রীমতী মণিকর্ণিকাকে সন্দর্শন করিলেন। ১। যে স্থানে ভগবান্ শঙ্কর, সংসাররূপ সর্প কর্ত্তৃক সন্দষ্ট জীবগণকে দক্ষিণহস্তদ্বারা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত, ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। কাপিল বা সাংখ্যযোগ, অথবা বহুতর ব্রতের দ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা, মানবগণকে অনায়াসে সেই গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ২-৩। বৈকুণ্ঠে, বিষ্ণুভবনে, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ, মুক্তির জন্য সর্ব্বদা শ্রীমতী মণিকর্ণিকার ধ্যান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ করিয়াও অন্তিমকালে মুক্তির জন্য যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। ৪-৫। ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক বিধিবৎ ব্রহ্মযজ্ঞে রত হইয়া, মুক্তির জন্য ভূতলে যাঁহাকে আশ্রয় করেন; এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। নৃপতিশ্রেষ্ঠগণও, পর্য্যাপ্ত দক্ষিণার সহিত বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, মুক্তির জন্য অন্তিমকালে মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ৬-৭। সতত পতিব্রতপরায়ণ সীমন্তিনীগণও, মুক্তির জন্য পতির অনুগামিনী হইয়া, অন্তিমকালে মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈশ্যগণও ন্যায়মার্গে অর্থ উপার্জ্জন করত, সেই সমস্ত অর্থ সৎপাত্রে অর্পণপূর্ব্বক, অন্তকালে মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ন্যায়মার্গগামী সৎশূদ্রগণও, নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য পুত্র, কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৮-১০। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করত, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও মুক্তির জন্য অন্তকালে শ্রীমতী মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। পঞ্চযজ্ঞনিরত গৃহস্থাশ্রমবাসিগণ, অতিথিসমূহকে পরিতৃপ্ত করিয়াও অন্তিমকালে এই মণিকর্ণিকাকে পরিত্যাগ করেন না। ১১-১২। বিজিতেন্দ্রিয়, বানপ্রস্থাশ্রমবাসিগণ, নির্ব্বাণের সাধন অবগত হইয়াও, অন্তকালে মণিকর্ণিকার উপাসনা করিয়া থাকেন। বহুতর শাস্ত্রবাক্যে মণিকর্ণিকা ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন সাধন নাই, ইহা অবগত হইয়া মোক্ষাভিলাষী, একদণ্ডিমতাবলম্বিগণ ও মণিকর্ণিকার সেবা করিয়া থাকেন। ১৩-১৪। ত্রিদণ্ডিগণও সতত

মন বাক্য এবং শরীরকে দণ্ডিত করিয়াও মুক্তিলাভের জন্য মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। একদণ্ডব্রতশীলগণ ও সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে নিগৃহীত করিয়াও মুক্তির জন্য মণিকর্ণিকার শরণ লইয়া থাকেন। ১৫-১৬। শিখী, মুণ্ডী, জটী, কৌপীনধারী বা দিগম্বর, ইহাঁদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মুমুক্ষু হইয়া মুক্তিদায়িনী মণিকর্ণিকার সেবা না করিয়া থাকেন। যাহারা তপস্যা করিতে অশক্ত, যাহারা দান করিতে অসমর্থ এবং যাহারা যোগাভ্যাসবিহীন, এই মণিকর্ণিকা তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ১৭-১৮। হে মুনে! মুক্তির বহুতর উপায় আছে, কিন্তু মণিকর্ণিকা যেমন অনায়াসে নির্ব্বাণ প্রদান করেন, তদ্রূপ আর কোন উপায়ই অনায়াসে মুক্তি দান করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অনশন-ব্রতধারী এবং যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাহারী মণিকর্ণিকা, এই উভয়কেই অন্তকালে সমান মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ১৯-২০। এক জন যথাবিধি পাশুপত-ব্রত আচরণ করে এবং একজন কেবল মণিকর্ণিকাকে নিরন্তর অন্তরে স্মরণ করে, মণিকর্ণিকায় দেহ পতন হইলে, এই উভয়েরই সমান গতি হইয়া থাকে; অতএব সমস্ত সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল মণিকর্ণিকার সেবা করা কর্ত্তব্য। ২১-২২। মণিকর্ণিকায় অবগাহন করত, যাহারা স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করে, বিধূতপাপ সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে কখনও স্বর্গ দূরে অবস্থান করে না। স্বর্গদ্বার, স্বর্গভূমি, আর এই মণিকর্ণিকা মোক্ষভূমি, সুতরাং স্বর্গ এবং অপবর্গ, এই স্থান ভিন্ন, উপরে কিম্বা নীচে অবস্থিত নহে। ২৩-২৪। যাহারা মণিকর্ণিকায় অবগাহন করত, বহুতর দান করিয়া, স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহারা কখন নরকে গমন করে না। পণ্ডিতগণ স্বর্গ ও অপবর্গের এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছে :—স্বর্গসুখ এবং অপবর্গ মহাসুখ। মণিকর্ণিকায় উপবিষ্ট সাধুজনের চিত্তে যাদৃশ সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্বর্গের সিংহাসনে সমাসীন শতক্রতুর তাদৃশ সুখ কোথায়? সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধি অবস্থায় যে মহাসুখ লাভ হইয়া থাকে, মণিকর্ণিকায় সেই মহাসুখ সহজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৫-২৮। স্বর্গদ্বারের পূর্ব্বভাগে এবং সুরতরঙ্গিণীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত মণিকর্ণিকা সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যাবৎ পরিমিত বালুকাকণা ভাসিত হইয়া থাকে, সৃষ্টিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত তাবৎ পরিমিত ব্রহ্মা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই মণিকর্ণিকার কিছুই ধ্বংস হয় নাই। ২৯-৩০। মণিকর্ণিকার চতুর্দ্দিকে এত তীর্থ আছে যে, তথায় তিলমাত্র ভূমিও তীর্থবিহীন নাই। যে বংশের কোন ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন, সেই বংশে সমুৎপন্ন ব্যক্তিগণ, মণিকর্ণিকার প্রভাবে দেবগণের মান্য

হইয়া থাকেন। ৩১-৩২। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে, তাহার ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। গঙ্গার মধ্যস্থল, হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপ, গঙ্গাকেশব এবং স্বর্গদ্বারের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থানই মণিকর্ণিকা। ৩৩-৩৪। ত্রিভুবনও এই স্থানের ধূলিকণার তুল্য নহে, কারণ ত্রিলোকস্থ সকল ব্যক্তিই এইস্থান পাইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। ৩৫। কলাবতী এইরূপে বারম্বার সেই চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত জ্ঞানবাপী দেখিতে পাইলেন। ৩৬। দণ্ডনায়ক, সেই জ্ঞানবাপীর জল, দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং সুভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয়, সর্ব্বদা তাহাদিগের গুরুতর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। ৩৭। পুরাণসমূহে মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির বিষয় উল্লিখিত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী সেই অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি। ৩৮। কলাবতী জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলেন, সেই আনন্দজাত-রোমাঞ্চে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। ৩৯। সেইকালে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে তাঁহার অঙ্গ সকল কম্পিত হইতে লাগিল, ললাটফলক হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। এবং তদীয় নেত্রদ্বয় হর্ষসংজাত অশ্রু-নিবহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৪০। গাত্রলতিকা স্তম্ভিত হইল, মুখ বিবর্ণতা ধারণ করিল এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর জড়িত হইয়া আসিল, তখন তাঁহার হস্ত হইতে চিত্রফলক পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া, "তিনি কে এবং কোথায়ই বা আছেন" তাহা জানিতে পারিলেন না। কেবল সুষুপ্তি-দশায় পরমাত্মার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। ৪১-৪২। তাঁহার এবম্ভূত দশা সন্দর্শনে পরিচারিকাগণ ব্যস্তভাবে "কি কি, একি" এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরে সেই সমস্ত চতুরা সখীগণ, তাঁহাকে তাদৃশ অবস্থান্বিত দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীরে সাত্ত্বিকভাবসমূহ নিরীক্ষণ করত, পরস্পর বলিতে লাগিল যে, এই চিত্রপটে ইনি জন্মান্তরের কোন প্রিয়বস্তু দর্শন করত, এই সুখমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন, নতুবা এই সুন্দর চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে অকস্মাৎ কেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সখীগণ তাঁহার মোহের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া, অনাকুলভাবে নানাবিধ উপচারের দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল। ৪৩-৪৭। কেহ কদলীদলের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ পদ্মিনীবলয়ের দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিল, কেহ তাঁহার দেহে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিল, কেহ অশোকপল্লবের দ্বারা তাঁহার শোকাপনয়নের চেষ্টা করিল, কেহ ধারামণ্ডপস্থিত ধারাযন্ত্রনির্গত জলকণার দ্বারা তাঁহার ইষ্টবিরহগ্লপিত

তনুলতাকে সিক্ত করিতে লাগিল। ৪৮-৫০। কেহ জলার্দ্র বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার শরীরকে আচ্ছাদিত করিল, কেহ কর্পূরমিশ্রিত লেপের দ্বারা তাঁহার দেহ লিপ্ত করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার জন্য পদ্মিনীদলসমূহের দ্বারা কোমল শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। কেহ তাঁহার স্তনমণ্ডল হইতে হীরার আভরণ উন্মোচন করিয়া, তথায় মুক্তার হার বিন্যাস করিল। কোন চন্দ্রমুখী, শীতলজলশ্রবণনিবন্ধন অতিশয় শীতল চন্দ্রকান্তশিলাতলে সেই তন্বঙ্গীকে স্নান করাইতে লাগিল। পরিচারিকাগণকে এইরূপে পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া, বুদ্ধিশরীরিণী নামে বুদ্ধিমতী কোন সখী, অতি দুঃখিতভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিল যে, ইহাঁর তাপশান্তির জন্য আমি একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ জানি। ৫১-৫৫। তোমরা সত্বর এই উপচারসমূহ এ স্থান হইতে অপসৃত কর এবং দেখ, আমি এইক্ষণেই ইহাঁকে তাপ হইতে মুক্ত করিতেছি। ইনি এই চিত্রপট দর্শন করিয়াই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এই চিত্রে নিশ্চয়ই ইহাঁর কোন প্রিয় স্থান আছে, সুতরাং এই চিত্রপটের দ্বারাই ইহাঁর পরিতাপ দূর হইবে। পরিচারিকাগণ বুদ্ধিশরীরিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কলাবতীর সম্মুখে সেই চিত্রপট লইয়া গিয়া বলিল যে, হে দেবি! আপনি এই চিত্রপট সন্দর্শন করুন, যাহাতে আপনার আনন্দদায়িনী কোন অভীষ্ট দেবতা অবস্থান করিতেছেন। ৫৬-৫৯। কলাবতী ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণে এবং সম্মুখে চিত্রপট দর্শনে তৎক্ষণাৎ যেন সুধাসিক্ত হইয়া, মূর্চ্ছাবস্থা হইতে, বর্ষাজলসেকে তাপবিশুষ্ক ওষধির ন্যায় পুনরায় উত্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং সেই জ্ঞানবাপী চিত্রগতা হইলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, পূর্ব্বজন্মে তাঁহার যাদৃশ জ্ঞান ছিল, তাদৃশ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং মনে মনে জ্ঞানবাপীর অদ্ভুত মাহাত্ম্যের বিষয় বিচার করিয়া বলিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! এই জ্ঞানবাপীর চিত্র স্পর্শ করিয়াও আমি জন্মান্তরের জ্ঞান লাভ করিলাম! অনন্তর কলাবতী হৃষ্টান্তঃকরণে সখীগণকে জ্ঞানবাপীর প্রভাবজনিত স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ৬০-৬৪।

কলাবতী কহিলেন, আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম। ৬৫। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের নিকটে জ্ঞানবাপীর তীরে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতাম, আমার পিতার নাম হরিস্বামী ও জননীর নাম প্রিয়ম্বদা ছিল। ৬৬। সেই জন্মে আমার নাম সুশীলা ছিল, সেই সময় একদিন নিশীথকালে গৃহাঙ্গন হইতে এক বিদ্যাধর আমাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করেন, প্রস্থান করিবার সময় মলয়পর্ব্বতের নিকট একজন রাক্ষসের সহিত সেই বিদ্যাধরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে উভয়ের নিদারুণ

আঘাতে সেই রাক্ষস ও বিদ্যাধর উভয়েরই প্রাণ বহির্গত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাক্ষস দেহ ত্যাগ করিয়াই এক দিব্য শরীর ধারণ করিল এবং সেই বিদ্যাধরতনয়ও পরে মলয়কেতুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আমিও তৎকালে সেই বিদ্যাধর তনয়ের শোকে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণাটদেশাধিপতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ৬৭-৬৯। জ্ঞানবাপীর চিত্রদর্শনে ক্ষণকালের মধ্যে এই সকল পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। ৭০।

কলাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বুদ্ধিশরীরিণী নাম্নী সেই সখী এবং অন্যান্য পরিচারিকাবর্গ অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং তাহারা সকলে, সেই পুণ্য-স্বভাবা কলাবতীকে প্রণাম করত বলিতে লাগিল যে, কোন্ পুণ্যের বলে সেই জ্ঞানবাপীর দর্শন লাভ করিতে পারা যায়? অহো! সেই জ্ঞানবাপীর কি প্রভাব! যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও জ্ঞানবাপী দর্শন করে না, তাহাদের জন্মকে ধিক্। হে কলাবতি! আপনাকে নমস্কার, আপনি আমাদের অভিলাষটী পূরণ করুন, হে দেবি! আপনি মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া, আমাদিগকে কাশীতে লইয়া চলুন এবং আমাদের জন্ম সফল করুন। ৭১-৭৩। হে দেবি কলাবতি! আমরা সকলেই অদ্য হইতে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে কোন প্রকারে কাশীতে জ্ঞানবাপী দর্শন করিয়া, পরজন্মে অনন্ত সুখ উপভোগ করিব। ৭৪। সেই পবিত্র তীর্থের সর্ব্বথাই "জ্ঞানবাপী" এই নামই হওয়া উচিত, কারণ এই জ্ঞানবাপীর চিত্র দর্শনেই আপনার পূর্ব্বজন্মের সকল জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। ৭৫। কলাবতী, তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালনে সম্মতা হইলেন। অনন্তর যথাসময়ে পতির নিকট বর্ত্তমানা সেই কলাবতী, অতি সলজ্জভাবে স্বীয় পতি রাজার নিকট এই প্রকার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৬। কলাবতী কহিলেন, হে জীবিতেশ্বর! এ জগতে সকল বস্তু হইতে আপনিই আমার প্রিয়তম, মহারাজ! আপনাকে পতিরূপে লাভ করিয়া আমি সর্ব্বপ্রকার মনোরথ লাভ করিতে পারিয়াছি। ৭৭। আর্য্যপুত্র! এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, একটী মনোরথ, আমার অদ্যাপিও পরিপূর্ণ হয় নাই, হে প্রিয়! সেই বিষয়টী সম্পাদিত হইলে আপনারও মহৎহিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ৭৮। হে জীবিতেশ! অধীনতানিবন্ধন লোকের সকল অভিপ্রায়ই অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে, অত্যন্ত কিন্তু আপনার সকল প্রকার মনোরথই সিদ্ধপ্রায় রহিয়াছে, কারণ আপনি কাহারও অধীন নহেন। ৭৯। হে প্রাণেশ্বর! বহুতর বাক্যে কি ফল হইবে, আমার প্রাণে যদি আপনার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আপনাকে মদীয় এই

অভিলাষটী পূরণ করিতে হইবে, যদি আমার এই অভিলাষটী পূরণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ৮০।

প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী কলাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা, আপনার ও তাহার হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮১। রাজা কহিলেন, হে ভামিনি! হে প্রিয়ে! এ জগতে আমি এমন কিছুই দেখি না; যাহা তোমাকে অদেয়। তুমি স্বকীয় শীল ও কলাদিগুণে আমার প্রাণ পর্য্যন্তও ক্রয় করিয়া রাখিয়াছ। ৮২। হে কলাবতি! তোমার কি অভিলাষ হইয়াছে, তাহা বল, ইহা নিশ্চয়ই জান যে, তোমার অভিলাষ পূর্ণই হইয়াছে। তোমার ন্যায় সাধ্বী-গণের এ জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নাই। ৮৩। তোমার আমার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে প্রার্থনার পাত্রই বা কে? কোন্ পদার্থই বা প্রার্থনীয় এবং কেই বা প্রার্থনা করিতে পারে? তোমার এবং আমার ব্যবহার অন্যান্য সাধারণ লোকের সদৃশ ত নহে। ৮৪। হে ভামিনি! আমার রাজ্য, কোষ, বল, দুর্গ ও অন্যান্য যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই তোমার; বাস্তবিক সে সকল তোমারই, আমার কেবল নামে প্রভুতা আছে। ৮৫। হে জীবিতেশ্বরি! সেই প্রভুতা তোমায় ছাড়া আর অন্যত্রই ফলিত হয়। আমি বাস্তবিক তোমার প্রভু নহি, কারণ মদীয় জীবনই তোমার অধীন। হে মানিনি! তোমার বাক্যে আমি রাজ্যকেও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ৮৬। রাজা মাল্যকেতুর এবম্বিধ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই কলাবতী মৃদুমনোহর গম্ভীরভাবে পুনর্ব্বার পতিকে বলিতে লাগিলেন। ৮৭। কলাবতী কহিলেন, হে নাথ! পূর্ব্বকালে প্রজাস্রষ্টা ব্রহ্মা, নানাবিধ প্রজা সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাদের মঙ্গলকামনায় পুরুষার্থ চতুষ্টয় (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) সৃজন করেন। ৮৮। সেই পুরুষার্থহীন মনুষ্যজন্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় বৃথা বলিয়াই জানা উচিত, এই কারণে এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্ততঃ কোন একটীও ইহ এবং পরকালে সুখের নিমিত্ত মনুষ্যের সাধন করা উচিত। ৮৯। যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেইখানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; পুরাবিদ্‌গণ, এই প্রকার যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা মান্য। ৯০। হে নাথ! এই গৃহে আমার ন্যায় আপনার শত দাসী বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমার ভাগ্যবলে, আমার প্রতিই আপনার প্রেম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৯১। যে স্ত্রী আপনার গৃহে দাস্যবৃত্তি করে, তাহারও ভোগ অতুলনীয়। যে স্ত্রী আপনার স্পৃহনীয়-অঙ্কে অবস্থান করিতে পারে, তাহার ভোগবিষয়ে আর কি অধিক বলা যাইতে পারে। তাহার উপর আমি আবার অনন্ত সম্পত্তি লাভ

করিয়াছি এবং আপনি আমার অধীনতাকে ক্লেশকর বিবেচনা করেন না ; ভাবিয়া দেখুন, এ জগতে আমা হইতে কোন্ স্ত্রী সুখিনী ? ৯২। পণ্ডিতগণ যাগাদি-ক্রিয়া করিবার জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তপস্যার জন্য বিঘ্নহীন জীবন ও সন্তান লাভের জন্য স্ত্রী পরিগ্রহ করেন। ৯৩। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার এ একল পদার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে আমার অভিলাষটী যদ্যপি সত্যই আপনি পূরণ করেন, তাহা হইলে আমি এইক্ষণে তাহা বলিতেছি। ৯৪। হে প্রিয়! আমাকে সত্বর বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসীতে প্রেরণ করুন, আমার প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই সেই স্থানে গমন করিয়াছে, এক্ষণে শরীরমাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে। ৯৫।

মাল্যকেতু, কলাবতীর এই প্রকার পরিস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল হৃদয়ে বিচার পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাল্যকেতু কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে কলাবতি! যদি একান্তই তুমি বারাণসীতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছ, তাহা হইলে তোমার বিহনে এই চঞ্চল রাজ্যলক্ষ্মী লইয়া আমার কি ফল হইবে ? । ৯৬-৯৭। হে প্রিয়ে! পণ্ডিতগণ রাজ্যকে রাজ্য বলিয়াই কীর্ত্তন করেন না। তাঁহারা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনীকেই রাজ্যলক্ষ্মী বলিয়া থাকেন। এই সপ্তাঙ্গসম্পন্ন রাজ্য, তোমার বিরহে তৃণবৎ প্রতীয়মান হইবে। ৯৮। আমি রাজ্য শক্রহীন করিয়াছি। নিরন্তর নানাবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া, আমার ইন্দ্রিয় নিবহ ও কৃতার্থ হইয়াছে, হে প্রিয়ে! স্থৈর্য্য ও যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হইয়াছে। ৯৯। আমার অনেক সন্তান ও জন্মিয়াছে, এক্ষণে আমার আর এ রাজ্যে কি কর্ত্তব্য আছে ? অতএব, আমরা দুই জনেই অবশ্য সেই বারাণসী পুরীতে গমন করিব। ১০০।

কৃতনিশ্চয় মাল্যকেতু, এই প্রকারে প্রিয়তমা কলাবতীকে প্রবোধ দান পূর্ব্বক, দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করত উত্তম দিন নির্ণয় করিয়া, প্রকৃতি বর্গকে বহুবিধ সম্মান করত পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ রত্নাদি গ্রহণ করিয়া, রাজ্য হইতে কাশী অভিমুখে স্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ১০১-১০২। অনন্তর যথা সময়ে সস্ত্রীক নরেশ্বর, কাশীতে উপস্থিত হইয়া সেই বিশ্বেশ্বরপুরী বিলোকন করত, পুলকাঞ্চিত শরীর হইলেন এবং স্বকীয় আত্মাকে ভবাম্বুধির পারগত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ১০৩। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার প্রভাবে রাজ্ঞী কলাবতী অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই, নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে সমাগত ব্যক্তির ন্যায় বিনা আয়াসেই সকল অবগত হইয়া ইচ্ছানুরূপ বিচরণ

করিতে সমর্থ হইলেন। ১০৪-১০৫। রাজ্ঞী কলাবতী ভর্ত্তার সহিত মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া, বহুতর ধন প্রদান পূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন সমূহের দ্বারা বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তাহারা সেই স্থলে নানাবিধ রত্ন, গজ, অশ্ব, গাভী, বিচিত্র বস্ত্র, নানাপ্রকার পূজার দ্রব্য, সুবর্ণ ও রৌপ্যময় কলস প্রভৃতি বহুতর সৎ ধন সমূহ প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা, বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের সায়ংকালীন পূজা সমাপন পূর্ব্বক নৃত্যগীত ও বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিলেন। তৎপরে রজনী প্রভাতা হইলে, উত্থান পূর্ব্বক শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, রাজ্ঞী কলাবতী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক রাজা, জ্ঞানবাপীতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা, মহিষী কলাবতীর সহিত সেই স্থানে অতি হৃষ্টান্তঃকরণে স্নান করিলেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিলেন। ১০৬-১১১। তদনন্তর রাজা, সৎপাত্রগণকে অনেক সুবর্ণ ও রৌপ্যাদি প্রদান করত দীন, অনাথ, অন্ধ ও কৃপণগণকে বহুতর রত্ন প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া, তৎপরে পারণ করিলেন। রাজ্ঞী কলাবতী, নানাবিধ মহার্হ রত্নের দ্বারা জ্ঞানবাপীর সোপান পরম্পরা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। তদনন্তর প্রথমে একদিন অন্তর আহার, তৎপরে তিনদিন উপবাসান্তে একদিন আহার, তৎপরে ক্রমে ক্রমে ছয়দিন উপবাসান্তে একদিম আহার, পরে সাত দিন অন্তর, তৎপরে একপক্ষ অন্তর ও তদন্তে একমাস অন্তর একদিন আহার করত, নানাবিধ ব্রত, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত ও পতিশুশ্রূষা দ্বারা, অনেক কালকে ক্ষণবৎ অতিবাহিত করিলেন। এই প্রকারে সেই পুণ্যবতী কলাবতী, স্বীয় পতির সহিত জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সৎকর্ম্মে অতিবাহিত করিলেন। ১১২-১১৬।

অনন্তর একদিবস তাঁহারা দুইজনে প্রাতঃকালে জ্ঞানবাপীতে স্নান করত, উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে একজন জটাধারী আগমন করিয়া, তাঁহাদের হস্তে একটু বিভূতি অর্পণ করিলেন। ১১৭। অনন্তর সেই প্রসন্নবদন জটাধারী, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ বাক্য সমূহের দ্বারা অভিনন্দ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, তোমরা গাত্রোত্থান কর, এবং অদ্য তোমরা উত্তমরূপে বেশভূষা কর। এই স্থানে এই ক্ষণেই তোমাদের তারকোদয় (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, মুক্তি) লাভ হইবে। সেই জটাধারী তাঁহাদের সম্মুখে যেমন এই কথা বলিলেন, সেই সময়েই সকল লোকগণের সম্মুখেই শব্দায়মান কিঙ্কণীজাল মণ্ডিত এক বিমান উপস্থিত হইল এবং সেই বিমান হইতে সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখর অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাদের কর্ণমূলে কি এক অনির্ব্বচনীয় মন্ত্র উপদেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সেই অনাখ্যেয় পরমব্রহ্মাখ্য

অপরিমেয়, জ্যোতিঃস্বরূপে লীন হইয়া গেলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখরও নভোমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় ধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে কুম্ভযোনে! সেই দিন হইতেই এই জ্ঞানবাপী সর্ব্ব প্রকার তীর্থ হইতে বৈলক্ষণ্য লাভ করিয়াছে। হে মুনে! এ জগতে যত তীর্থ আছে, সর্ব্ব প্রকার তীর্থাপেক্ষা এই জ্ঞানবাপী প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদা। এই জ্ঞানবাপী সর্ব্বজ্ঞানময়ী ও সর্ব্বলিঙ্গময়ী এবং সর্ব্বশুভ প্রদায়িনী। এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী সাক্ষাৎ শিবময়ী মূর্ত্তি, এ জগতে সত্তঃপবিত্রতাকারী অনেক তীর্থগণ বর্ত্তমান আছে বটে, পরন্তু তাহার মধ্যে কোনটিই জ্ঞানবাপীর ষোড়শ ভাগের এক ভাগ স্বরূপও নহে। যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে এই জ্ঞানবাপীর সমুৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, তাহার মৃত্যুকালেও জ্ঞানভ্রংশ হয় না। এই মহাখ্যান পরম পবিত্র ও মহাপাতক-নাশন, এবং এই আখ্যানটী মহাদেব ও পার্ব্বতীর পরম আনন্দবর্দ্ধন। যে ব্যক্তি জ্ঞানবাপীর এই পবিত্র ইতিহাসটী শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি স্বর্গেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১১৮—১২৭।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সদাচার কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! অবিমুক্ত ক্ষেত্রই নির্ব্বাণের কারণ এবং উহাই পুণ্যক্ষেত্র নিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, মঙ্গল সমূহের মধ্যে পরম মঙ্গল, শ্মশান সমূহের মধ্যে পরম শ্মশান. পীঠ সমূহের মধ্যে পরম উষর, ধর্ম্মাভিলাষি ব্যক্তিগণের পরম ধর্ম্মকর, অর্থার্থিগণের পরমার্থ-প্রকাশক, কামীজনের কাম-জনন এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের মোক্ষপ্রদ। যে যে স্থানে এই অবিমুক্তের নাম শ্রবণ করা যায়, সেই সেই স্থানেই ইহা পরম অমৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ১-৪। হে গৌরীহৃদয়নন্দন! এই ক্ষেত্রের একদেশবর্ত্তিনী জ্ঞানবাপীর এই উৎকৃষ্ট আখ্যান শ্রবণ করিয়া, আমার বোধ হইতেছে যে, কাশীক্ষেত্র বিকাশিনী অনুপ্রমাণ ভূমিও অতি মহৎ এবং সিদ্ধি বিধায়িনী, ইহার কোন স্থলই ব্যর্থ নাই। ৫ ৬। অখিল ভূমণ্ডলে কতই তীর্থ আছে, কিন্তু তুলনায়, কাশীক্ষেত্রের রজোমাত্রেরও সমতা সেই সমস্তে কোথায়?

এই জগতে কতই নদী প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের কাহাতেও, কাশীতে অবস্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গার সমতা দেখা যায় না। ৭-৮। হে ষড়ানন! পৃথিবীতে কতই মোক্ষক্ষেত্র আছে, কিন্তু আমি বোধকরি, সে সমস্ত কাশীর কোটি অংশের একাংশও নহে। যে স্থানে গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর এবং কাশী অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে জীবগণ অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? । ৯-১০। মানবগণ, বিশেষতঃ কলিকালে চঞ্চলেন্দ্রিয় মানবগণ, কি প্রকারে, এই ত্রয়ীকে লাভ করিতে পারে ? কারণ কলিকালে মানবগণের তাদৃশ তপস্যা, যোগ, ব্রত বা দান কোথায় ? সুতরাং তাহাদের কি প্রকারে মুক্তি হইবে ? । ১১-১২। হে ষড়ানন! আপনি বলিলেন যে, কাশীতে তপস্যা, যোগ, ব্রত বা দান ব্যতিরেকেও মুক্তি হইয়া থাকে। কি কি আচার অনুষ্ঠান করিলে কাশী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলুন। আমার বোধ হয়, সদাচার ব্যতিরেকে কখন মনোরথ সিদ্ধ হয় না ; কারণ, আচারই পরম ধর্ম্ম এবং আচারই পরম তপঃ, আচার হইতেই আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং আচারেতেই পাপক্ষয় হয়। ১৩-১৫। অতএব হে ষড়ানন! দেবদেব মহাদেব আচার সম্বন্ধে আপনার সম্মুখে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আপনি তদনুরূপ আচারই প্রথমতঃ কীর্ত্তন করুন। ১৬।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন! আমি সাধুগণের সেই হিতকর সদাচার কীর্ত্তন করিতেছি, মানব প্রত্যহ যাহা আচরণ করিলে সমস্ত কামনা লাভ করিতে পারে। স্থাবর হইতে কৃমিগণ অধিক ধার্ম্মিক, কৃমি হইতে জলজ জীবগণ, জলজ জীব হইতে পক্ষিগণ, পক্ষী হইতে পশুগণ, পশু হইতে মানবগণ এবং মানব হইতে দেবগণ অধিক ধার্ম্মিক। ১৭-১৮। ইহাদের মধ্যে প্রথম নির্দ্দিষ্ট হইতে উত্তরোত্তর নির্দ্দিষ্টগণ সহস্র অংশে ভাগ্যশালী। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহারা সকলেই সংসারে একই ভাবে যাতায়াত করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিধ ভূতগণের মধ্যে, প্রাণীগণই শ্রেষ্ঠ। হে মুনে! প্রাণিগণের মধ্যেও যাহারা বুদ্ধিজীবী, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণের মধ্যে মানবগণই শ্রেষ্ঠ, সেই মানবগণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। সেই বিদ্বান্গণের মধ্যে আবার যাঁহারা কৃতধী (যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা) তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। ১৯-২১। কৃতধীগণের মধ্যে আবার যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠাতৃগণ মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মতৎপর, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবন মধ্যে তাঁহাদের কেহ অর্চ্চনীয় নাই। ২২। তাঁহাদের মধ্যে তপ এবং বিদ্যার অবিশেষ নিবন্ধন, তাঁহারাই পরস্পর পরস্পরের অর্চ্চক, যে হেতুক, ব্রহ্মা সর্ব্ব-

ভূতেশ্বররূপে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণই জগৎস্থিত সমস্ত পদার্থের অধিকারী। যে ব্যক্তি সদাচারী সেই ব্যক্তি ভিন্ন, আচার হীন ব্যক্তি কখন সমস্তের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা সদাচারী হওয়া উচিত। ২৩-২৪। হে মুনে! পণ্ডিতগণ বিদ্বেষ ও আসক্তি রহিত ভাবে যাহার অনুষ্ঠান করেন, সেই সদাচারকে ধর্ম্মমূল বলিয়া, বিদ্বজ্জন সমূহ স্বীকার করিয়া থাকেন। ২৫। যাঁহারা লক্ষণ সমূহে পরিত্যক্ত হইয়া, অসূয়ারহিত চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে সদাচার নিরত থাকেন, তাঁহারা শতবর্ষব্যাপি পরমায়ুঃ লাভ করিতে সমর্থ হন। ২৬। শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহে পরিকীর্ত্তিত স্ব স্ব অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহে, নিরালস্য ভাবে ধর্ম্মমূল সদাচারকে সর্ব্বদাই সেবন করা কর্ত্তব্য। ২৭। যে পুরুষ অসদাচারনিরত, সেই ব্যক্তি লোকে নিন্দাভাজন হয়, সর্ব্বদা রোগ নিবহে জ্বালাতন থাকে। এবং সে অল্পায়ুঃ লাভ করে। ২৮। পরাধীন কর্ম্মকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে এবং সর্ব্বদাই স্বাধীন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ পরের অধীনতা বড়ই ক্লেশপ্রদ, স্বাধীন ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুখভোগ করিতে পারে। ২৯। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, সেই কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, ইহার বিপরীত কর্ম্ম কখনই করিবে না। ৩০।

যম ও নিয়ম, এই দুইটী পদার্থ ধর্ম্মের সর্ব্বস্বস্বরূপ, এই কারণে ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তির সর্ব্বদাই যম ও নিয়ম সমূহে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ৩১। সত্য, ক্ষমা, সরলতা, ধ্যান ও অনৃশংসতা, অহিংসা, দম, প্রসন্নতা, মাধুর্য্য ও মৃদুতা এই দশটী পদার্থকে যম কহা যায়। ৩২। শৌচ, স্নান, তপস্যা, দান, মৌন, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস ও কামেন্দ্রিয় নিগ্রহ, এই দশবিধ নিয়ম। ৩৩। যিনি কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য ও লোভ এই ছয়টী শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ, তিনিই সর্ব্বত্র বিজয়ী। ৩৪। যে প্রকার বল্মীকশৃঙ্গ ক্রমে ক্রমেই সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। পরের পীড়া না করিয়া, এই প্রকারে পরকালের একমাত্র সহায় ধর্ম্মকে সঞ্চয় করিবে। ৩৫। এ সংসারে জীবগণের ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হয়। করী, তুরগ, সেনা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধু প্রভৃতি কেহই বাস্তবিক সহায়তা করিতে পারেন না। ৩৬। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং অন্তে একাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীব, নিজকৃত শুভকর্ম্ম বা অশুভ কর্ম্মের ফল, একাকী ভোগ করিয়া থাকে, অপরে শত চেষ্টাতেও তাহার সাহায্য করিতে পারে না। ৩৭। দেহ, জীবশূন্য হইলে বান্ধবগণ সেই মৃতদেহ পৃথিবীতে অকিঞ্চন কাষ্ঠখণ্ড বা লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমুখভাবে প্রস্থান করে, কিন্তু একমাত্র

ধর্ম্মই সেই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। ৩৮। কৃতী মনুষ্যই ইহকাল এবং পরকালে একমাত্র সহায় ধর্ম্মকে, সঞ্চয় করিয়া থাকেন। জীবগণ ধর্ম্মরূপ মিত্রকে লাভ করিয়া দুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হইতে পারেন। ৩৯। সুধীজন, সর্ব্বদা উত্তমোত্তম পুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে, এবং অধম পুরুষগণের সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক, স্বীয় কুলকে পবিত্র করিবে। ৪০। ব্রাহ্মণ, যদি উত্তম পুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন ও অধমগণকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন; অন্যথাচরণ করিলে তিনি ক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ৪১।

অধ্যয়নবিবর্জ্জিত, সদাচারপরাঙ্মুখ, অলস ও অনবধানপর ব্রাহ্মণকেই মৃত্যু, আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। ৪২। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ, সর্ব্বদাই সদাচারের সেবা করিবে। তীর্থগণও সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সমাগম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৪৩। রজনীর অন্তে প্রায় দুই দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলা যায়। প্রাজ্ঞগণ, সর্ব্বকালেই সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া, আপনার মঙ্গল চিন্তা করিবেন। ৪৪। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই গণপতির স্মরণপূর্ব্বক তৎপরে অম্বিকার সহিত মহাদেবের স্মরণ করিবেন, তদনন্তর ক্রমে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ ও ব্রহ্মাণীর সহিত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিবে। ৪৫। তদন্তে ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ, বসিষ্ঠাদি মুনিগণ, গঙ্গা আদি নদীগণ, শ্রীপর্ব্বতাদি অখিল পর্ব্বতগণ, ক্ষীরোদাদি সমুদ্রগণ, মানসাদি সরোবরসমূহ, নন্দনাদি বননিকর, কামধেনু প্রভৃতি ধেনুগণ, কল্পদ্রুম প্রভৃতি বৃক্ষগণ, স্বর্ণপ্রমুখ ধাতুগণ, উর্ব্বশী প্রভৃতি দিব্যস্ত্রীগণ, গরুড়াদি পক্ষীগণ, অনন্তপ্রমুখ নাগগণ, ঐরাবত প্রভৃতি গজসমূহ, উচ্চৈঃশ্রবা আদি অশ্বনিকর, কৌস্তুভ প্রভৃতি শুভকর মণিনিবহ, অরুন্ধতীপ্রমুখ পতিব্রতাবধূগণ, নৈমিষাদি অরণ্যনিবহ এবং কাশীপুরীপ্রমুখ পুরীগণকে যথাক্রমে স্মরণ করিবে। ৪৬-৫০। তদন্তে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গসমূহ, ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়, গায়ত্রী-প্রমুখ মন্ত্রনিচয়, সনকাদি যোগিগণ, প্রণবাদি মহাবীজ, নারদাদি বৈষ্ণবসমূহ, বাণ প্রভৃতি শিবভক্তগণ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ, দধীচি প্রভৃতি মুনিগণ, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণকে স্মরণ করত, সর্ব্বতীর্থোত্তম জননীরচরণপঙ্কজ ধ্যান করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে পিতা এবং গুরুকে অন্তরে চিন্তা করিবে। তদনন্তর মলত্যাগ করিবার জন্য, গ্রাম হইতে শত ধনুঃ পরিমিত দূরে এবং নগর হইতে তাহার চারিগুণ দূরে নৈঋর্ত দিকে গমন করিবে। তথায় তৃণরাশির দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন এবং বস্ত্রের দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, কর্ণে যজ্ঞোপবীত রক্ষা করত, মৌন হইয়া,

দিবসে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তর মুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া, মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে। ৫১-৫৬। দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। বিপ্র, গো, বহ্নি ও অনিলের সম্মুখীন হইয়া এবং জলে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, পথে ও সেব্যভূমিতে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে না। ৫৭। মল পরিত্যাগ করিয়া তাহা দর্শন করিবে না এবং সেই সময় জ্যোতিশ্চক্র ও নির্ম্মল নভোমণ্ডল দর্শন করিবে না। অনন্তর বাম হস্তে শিশ্ন ধারণ করত, সেই স্থান হইতে সাবধানে উত্থান করিবে। অনন্তর কীট ও কর্কর রহিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, জলের দ্বারা সেই মৃত্তিকা, গুহ্যে একবার, পায়ুতে পাঁচবার, বামকরে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাত বার, উভয় পদে এক এক বার এবং পাণিদ্বয়ে পুনরায় তিন বার লেপন করিয়া, জলের দ্বারা ধৌত করিবে। গৃহী মলগন্ধ ও মৃত্তিকালেপক্ষয় পর্য্যন্ত এই ভাবে শৌচক্রিয়া করিবে। মৃত্তিকা গ্রহণ কালে কদাপি মূষিক বা নকুল কর্ত্তৃক উৎখাত এবং পরের শৌচোচ্ছিষ্ট মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। ৫৮-৬১। ব্রহ্মচারী, গৃহীর দ্বিগুণ শৌচক্রিয়া করিবে এবং বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি, বানপ্রস্থাশ্রমীর দ্বিগুণ শৌচক্রিয়া করিবে। এই প্রকার শৌচক্রিয়া দিবসের জন্য বিহিত হইয়াছে। রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধেক করিবে, পীড়িতাবস্থায় ইহার অর্দ্ধেক করিবে, চৌরাদিভীতিসঙ্কুলপথে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচক্রিয়া করিবে, যোষিদ্‌গণের সেই শৌচক্রিয়ার অর্দ্ধেক বিহিত হইয়াছে। মানব যখন সুস্থ শরীরে থাকিবে তখন যেন যথোক্ত শৌচের ন্যূনতা না করে। ৬২-৬৩। যে ব্যক্তির চিত্তের ভাব দূষিত, সে ব্যক্তি সমস্ত নদীর জল, মৃত্তিকা রাশি ও গোময়সমূহের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে শৌচ করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। শৌচ কর্ম্মে আমলকীফল পরিমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত আহুতির এবং চান্দ্রায়ণব্রতে গ্রাসের পরিমাণও এই প্রকার। ৬৪-৬৫। অনন্তর তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্মরহিত পবিত্র ভূমিভাগে, পূর্ব্বাস্য কিম্বা উত্তরাস্য হইয়া, উত্তম রূপে উপবেশন করত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মতীর্থের দ্বারা অনুষ্ণ, অফেণ, হৃদয়ে গমন করে এমত পরিমিত এবং দৃষ্টিপূত জলের দ্বারা আচমন করিবে। ৬৬-৬৭। ক্ষত্রিয়গণ, কণ্ঠগামি এবং বৈশ্যগণ তালুগামি জলের দ্বারা আচমনে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে এবং স্ত্রী ও শূদ্র, মুখে জলস্পর্শ করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। জলমধ্যে মস্তক ও কণ্ঠ শুষ্ক-বস্ত্রে আবৃত করিয়া বা মুক্ত শিখ হইয়া এবং পাদদ্বয় ধৌত না করিয়া যে ব্যক্তি আচমন করে, তাহার শুদ্ধি হয় না। ৬৮-৬৯। তিনবার জল পান করিয়া বক্ষ্যমাণ নিয়মে ইন্দ্রিয়গণকে বিশোধিত করিবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের দ্বারা দুইবার

ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিবে, অনন্তর তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিনটী অঙ্গুলির দ্বারা পুনরায় মুখ স্পর্শ করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দুইবার নাসিকারন্ধ্র স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দুইবার চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভিরন্ধ্র স্পর্শ করিবে। ৭০-৭২। অনন্তর হস্ততলের দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া, সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে, সর্ব্বত্র স্পর্শ কালীন হস্ত সজল রাখিতে হইবে। রথ্যোপসর্পণ, স্নান, ভোজন ও জলপান করিয়া এবং শুভ কর্ম্মের প্রারম্ভে একবার আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে। ৭৩-৭৪। শয়ন হইতে উত্থান করিয়া, রাত্রিবাস ত্যাগ করত পবিত্র বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া, কোন অমঙ্গল পদার্থ দর্শন করিয়া এবং প্রমদাধীন অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দুইবার আচমন করিলে শুদ্ধ হওয়া যায়। এইরূপে আচমন করিয়া, মুখশোধনের জন্য দন্তধাবন করিবে, দন্তধাবন না করিয়া, আচমন করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায় না। ৭৫-৭৬। প্রতিপদ্, অমাবস্যা, ষষ্ঠী এবং নবমী তিথিতে ও রবিবারে দন্তে কাষ্ঠসংযোগ করিলে সপ্তপুরুষ দগ্ধ হইয়া থাকেন, অতএব ঐ সমস্ত দিনে কাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দিনে বা যখন দন্তকাষ্ঠ পাওয়া না যাইবে, তখন মুখের পরিশুদ্ধির জন্য দ্বাদশগণ্ডূষ জল দিয়া মুখ ধৌত করিবে। ৭৭-৭৮। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সত্বক্ (ছালের সহিত বর্ত্তমান) নিব্র্বণ এবং ঋজু ও সার্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণে সার্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণের স্থানে যথাক্রমে এক এক অঙ্গুলী কম পরিমাণ গ্রহণ করিবে। আম্র, আম্রাতক, আমলকী, কঙ্কোল, খদির, শমী, অপামার্গ, খর্জ্জুরী, শেলু, শ্রীপর্ণী, পীলু, নারঙ্গ, কষায়, কটুকণ্টক, এবং ক্ষীরবৃক্ষ হইতে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। এবং কাষ্ঠের দ্বারা চাপাকৃতি জিহ্বোল্লেখনিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইবে, তাহার দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। ৭৯-৮২। "অন্ন ভক্ষণের নিমিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া, স্থির পংক্তিতে দৃঢ় হও, যে হেতুক রাজা চন্দ্র বনস্পতিতে প্রতিগত হইয়া, আমার মুখ মার্জ্জন করত কীর্ত্তি ও ভাগ্যের দ্বারা তাহা বিশোধিত করিবেন। হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশ, তেজঃ, প্রজা, পশু, বসু, ব্রহ্মপ্রজ্ঞা ও মেধা প্রদান কর"। এই দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, বনস্পতিগত সোম প্রত্যহ, তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৮৩-৮৫। মুখ পর্য্যুষিত থাকিলে মানব অশুচি থাকে, তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন সহকারে প্রত্যহ দন্তধাবন

করিবে। উপবাসেও দন্তধাবন, অঞ্জন, গন্ধ, অলঙ্কার, সবস্ত্র, মাল্য ও অন্যান্য অনুলেপন দূষিত নহে। ৮৬-৮৭। এইরূপে দন্তধাবন করিয়া, বিশুদ্ধ তীর্থে প্রাতঃস্নান করত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। দিবারাত্র নয়টী ছিদ্রের দ্বারা মলস্রাবী এই মলিন-দেহ প্রাতঃস্নানে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাতঃস্নান, মানবগণের উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ সম্পদের প্রবর্ত্তক এবং মনপ্রসন্নতার হেতু, এই জন্য মহাত্মাগণ প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৮৮-৯০। মানব, নিদ্রার অধীন হইয়া স্বেদ, লালা প্রভৃতিক্লেদ সমূহের দ্বারা আপ্লুত হইয়া থাকে; প্রাতঃস্নান করিলে সে ব্যক্তি, মন্ত্র, স্তোত্র এবং জপাদিতে অধিকারী হয়। ৯১। অরুণোদয়কালীন স্নান, প্রাজাপত্য-ব্রতের সমান, এবং উহাতে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্নান মানবগণের পাপ, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অশুচিত্ব এবং দুঃস্বপ্ন বিনাশ করে এবং তুষ্টি ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। ৯২-৯৩। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তিকে কখন দোষসমূহে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাতঃস্নানে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলই লাভ হইয়া থাকে, অতএব মানব অবশ্য প্রাতঃস্নান অনুষ্ঠান করিবে। ৯৪।

হে কলসোদ্ভব! আমি প্রসঙ্গাধীন স্নানের বিধি বলিতেছি, কারণ বিধিপূর্ব্বক স্নান, সাধারণ স্নান অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৯৫। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা, কুশ, তিল ও গোময় গ্রহণ করত, পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়া স্নান করিতে হইবে। প্রথমতঃ কুশ গ্রহণ ও শিখাবন্ধ করত "বরুণরাজ সূর্য্যপন্থা অতি বিস্তীর্ণ করিয়াছেন" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জল আবর্ত্তিত করিয়া, জলমধ্যে প্রবেশ করিবে। ৯৬-৯৭। তদনন্তর "হে বরুণ! তোমার যে সমস্ত যজ্ঞিয় পাশ বিতত আছে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা জলের আমন্ত্রণ করিয়া, "জল ও ওষধিসমূহ, আমাদিগের সৎমিত্ররূপে অবস্থিত হউক" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জলাঞ্জলি প্রদান করত, "জল ও ওষধিগণ, আমার শত্রুর দুষ্ট মিত্ররূপে অবস্থান করুক" ইত্যাদি মন্ত্র শত্রুর উদ্দেশে পাঠ করিবে। ৯৮। তদনন্তর "বিষ্ণু এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক একবার মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক ক্ষালিত করিয়া, দুইবার মৃত্তিকা দ্বারা নাভির উপরিভাগ, তিনবার মৃত্তিকার দ্বারা নাভির অধোভাগ এবং ছয়বার মৃত্তিকার দ্বারা পাদদ্বয় বিশোধিত করিবে। অনন্তর "জল আমাদিগকে বিশুদ্ধ করুন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রবাহাভিমুখ হইয়া মজ্জন করিবে। ৯৯-১০০। অনন্তর, "আমি পবিত্র হইয়া উঠিতেছি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত উন্মজ্জন করিয়া, "আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের হিংসা করিও না" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে গোময় লেপন

করিবে। অনন্তর "হে বরুণ! আমার এই আত্মাকে আপনি এইক্ষণেই সুখী করুন" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি" ইত্যাদি "হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে জানিয়া, বরুণদেবের ক্রোধ অপনয়ন কর" ইত্যাদি, "হে বরুণরাজ! যে যে স্থানে আমরা ভীত হই" ইত্যাদি, "হে বরুণরাজ! আমরা শপথ করিতেছি" ইত্যাদি, "হে, অবভৃথ!" ইত্যাদি এবং "অব্দৈবতা" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিষেক করিয়া, প্রণব উচ্চারণ করত অভিষেক করিবে। তদনন্তর মহাব্যাহৃতি, তদনন্তর গায়ত্রী এবং তদনন্তর "যে হেতুক জলসমূহ" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা অভিষেক করিবে। ১০১-১০৫। এবং "হে জলসমূহ! এই পশুসংজ্ঞপন জন্য পাপ অপনয়ন কর" ইত্যাদি, "হবির সহিত এই জলসমূহ" ইত্যাদি, "হে জলরূপিণী দেবীগণ!" ইত্যাদি, "মধুমতী বিশিষ্টান্নরসবতী" ইত্যাদি, "কাষ্ঠময় পাদুকার দ্বারা যেমন ক্লেশ হইতে পুরুষ মুক্ত হয়" ইত্যাদি, "জল সমূহ আমাদিগের অভিষেকের জন্য" ইত্যাদি, "দেবনাদিগুণ সংযুক্ত বৃষ্টিরূপ জল নিক্ষেপ কর" ইত্যাদি, "এই বায়ু জলের সার" ইত্যাদি এবং "আমাকে পবিত্র করুন" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিষেক করিয়া, অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করত "দ্রুপদাদি" জপ করিবে। অনন্তর বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া, তিনবার প্রণব জপ করিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। এইরূপে স্নান করিয়া, বস্ত্র নিষ্পীড়ন করত ধৌতবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিবে। তদনন্তর আচমন করত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। যে ব্যক্তি, বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যার উপাসনা না করে, সে জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য এবং মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই কুক্কুর হইয়া থাকে। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি, সতত অশুচি ও সমস্ত কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি যে সমস্ত ক্রিয়া করে, তাহার ফলভাগী হয় না। প্রথমতঃ পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রণব স্মরণপূর্ব্বক কুশাসন বিস্তীর্ণ করত, "চতুস্ত্রক্তিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, তদুপরি পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক, বদ্ধচূড় হইয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া জলধারা প্রদানে অভ্যুক্ষণ করত, অনন্যচিত্তে প্রাণায়াম করিবে। ১০৬-১১৪। "আপোজ্যোতিঃ" ইত্যাদির সহিত সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণবযুক্ত গায়ত্রী তিনবার জপ করত, পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে, ইহাই প্রাণায়াম। ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংযম করিয়া প্রাণায়াম করিলে, তৎক্ষণাৎ অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১১৫-১১৬। যে ব্যক্তি, মনঃসংযম করিয়া দশ কিম্বা দ্বাদশবার প্রাণায়াম করে, তাহার মহৎ তপস্যার ফল লাভ হইয়া থাকে। একমাসকাল প্রত্যহ ষোড়শটী করিয়া প্রাণায়াম করিলে, ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১১৭-১১৮।

অগ্নিসংযোগে যেমন পার্থিব ধাতুসমূহের মল দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণায়ামের দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে। বিধিপূর্ব্বক একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে, যে ফল লাভ হয়, শ্রদ্ধাসহকারে দ্বাদশটী প্রাণায়াম করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১১৯-১২০। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণ সতত সেই বেদাদি-প্রণব অভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তি সতত প্রণবাভ্যাস করে, তাহার সপ্তব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীতে কখনও ভয় উৎপন্ন হয় না। হে কলসোদ্ভব! প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামই পরম তপস্যা এবং গায়ত্রীর অতিরিক্ত কোন পবিত্রকর মন্ত্র আর নাই। ১২১-১২৩। রাত্রি-কালে ক্রিয়া, বাক্য ও মনের দ্বারা যে পাপ কৃত হয়, প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রাণায়ামের দ্বারা সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং দিবসে ক্রিয়া, বাক্য ও মনের দ্বারা যে পাপ করা যায়, সায়ংসন্ধ্যায় প্রাণায়ামের দ্বারা সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া সাবিত্রী জপ করত প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবে এবং সম্যক্‌রূপে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপবিষ্ট হইয়া, সবিত্রী জপ করত সায়ংসন্ধ্যা করিবে। ১২৪-১২৬। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যাজপ করিলে নিশাকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং উপবিষ্ট হইয়া সায়ংসন্ধ্যাজপ কবিলে দিবাকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য হইতে বাহির করিয়া দিবে। নির্জ্জনে জলসমীপে গমন করিয়া, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং সমাহিত-চিত্তে গায়ত্রী জপ করিবে, যে হেতুক, গৃহের বাহিরে সন্ধ্যোপসনা করিলে, তাহা গৃহের উপাসনা অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ১২৭-১২৯। ত্রিবেদী হইয়াও যে ব্যক্তি, সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও সমস্ত পদার্থ বিক্রয় করে, তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি, জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেবল গায়ত্রী জপ করে, সে অধিক মাননীয়। সূর্য্য যাঁহার দেবতা, অগ্নি যাঁহার মুখ, যিনি ত্রিপাদ, বিশ্বামিত্র যাঁহার ঋষি এবং অনুষ্টুপ্ যাঁহার ছন্দঃ; সেই গায়ত্রী সর্ব্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। প্রাতঃকালে, "লোহিতবর্ণা, ব্রহ্মদৈবতা, হংসারূঢ়া, অষ্টবর্ষা, রক্তবর্ণ-মাল্যানুলেপনা, ঋক্‌স্বরূপা, অভয়দা, অক্ষমালাবিভূষিতা, মহর্ষিব্যাস কর্ত্তৃক স্তূয়মানা এবং অনুষ্টুপ্‌ছন্দোযুক্তা" গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে গায়ত্রীর এইরূপ ধ্যান করিলে নিশাকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৩০-১৩৪। অনন্তর "সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে এবং "আপোহিষ্টা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা মার্জ্জন করিবে। মার্জ্জনকালীন ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে। আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে। মস্তকে, আকাশে, ভূমিতে নয়বার জলক্ষেপ করিবে।

এস্থানে মার্জ্জনজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ভূমি শব্দে চরণ এবং আকাশ শব্দে হৃদয়কে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৩৫-১৩৭। বারুণ স্নান হইতে আগ্নেয়-স্নান শ্রেষ্ঠ, আগ্নেয়-স্নান হইতে বায়ব্য-স্নান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য-স্নান হইতে ঐন্দ্র-স্নান শ্রেষ্ঠ, ঐন্দ্র-স্নান হইতে মন্ত্র-স্নান শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্র-স্নাম হইতেও ব্রাহ্ম-স্নান শ্রেষ্ঠ। * যে ব্যক্তি ব্রাহ্ম-স্নানে স্নাত হয়, সে ব্যক্তি বাহিরে ও অন্তরে পবিত্র হয় এবং দেবপূজা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়ার অধিকারী হইয়া থাকে। ১৩৮-১৩৯। কৈবর্ত্তগণ দিবারাত্রি জলে স্নান করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে না, তদ্রূপ যাহার চিত্তের ভাব দূষিত, সে ব্যক্তি শতবার স্নান করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, তাহারাই বিভূতিলেপনে পবিত্র হইতে পারে, নতুবা ভস্মধূসরিত রাসভগণ কখন পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে না। ১৪০-১৪১। এ জগতে যাহার চিত্ত নির্ম্মল, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্বপ্রকার মলবর্জ্জিত এবং যজ্ঞশতের ফলোপভোক্তা। হে মুনে! চিত্ত কি প্রকারে নির্ম্মল হয়, তাহা শ্রবণ কর। একমাত্র বিশ্বনাথ যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে। অতএব চিত্তের বিশুদ্ধিতার জন্য কাশীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিবে; তাঁহার আশ্রয়ে মানসিক মলসমূহ নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪২-১৪৪। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মনের মল ক্ষয় হইলে, মানব এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারে। মানবগণের একমাত্র সদাচারই, সেই বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভের প্রতি কারণ, অতএব মানব, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত সদাচার সমূহের অনুষ্ঠান করিবে। ১৪৫-১৪৬। অনন্তর "দ্রুপদাদি" জপ করিয়া বিধিজ্ঞ ব্যক্তি, "ঋতঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অঘমর্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি জলে নিমগ্ন থাকিয়া, তিনবার অঘমর্ষণ জপ করে, অশ্বমেধের অন্তে অবভৃথ-স্নানে যে ফল লাভ হয়, তাহার সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ১৪৭-১৪৮। যে ব্যক্তি জলে অথবা স্থলে অঘমর্ষণ জপ করে, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকাররাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহার পাপসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর "অন্তশ্চরসি" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। কোন কোন আচার্য্য, শাখাভেদে এই মন্ত্রের দ্বারা আচমন ব্যবস্থা করিয়া

* জলের দ্বারা স্নানের নাম বারুণ-স্নান। অগ্নিহোত্রের বিভূতির দ্বারা স্নানের নাম আগ্নেয়-স্নান। বায়ুর দ্বারা নীয়মান গোক্ষুরোত্থিত রজঃ সমূহের দ্বারা স্নানের নাম বায়ব্য-স্নান। মেঘবিনা ঐরাবতের করোজ্ঝিত বারির দ্বারা স্নানের নাম ঐন্দ্র-স্নান। মূল মন্ত্র কিম্বা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা স্নানের নাম মন্ত্র-স্নান এবং সগুণ নির্গুণভেদে হরিহরের চিন্তনের নাম ব্রাহ্ম-স্নান। পণ্ডিতগণ, এই ব্রাহ্ম-স্নানকেই মানস-স্নান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অনুবাদক॥

থাকেন। ১৪৯-১৫০। অনন্তর সপ্রণব মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বক গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া, তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। সেই জলাঞ্জলির নাম বজ্রোদক, তাহার দ্বারা সূর্য্যের শত্রু মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ, বজ্রাহত শৈলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৫১-১৫৩। দ্বিজগণের মধ্যে যে ব্যক্তি, সূর্য্যের সাহায্যার্থ মন্দেহ নামক রাক্ষসগণের নাশের জন্য জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান না করে, সে ব্যক্তি মন্দেহত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য দৃষ্টিগোচর না হন; প্রাতঃকালে সেই পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া, গায়ত্রী জপ করিবে। এবং যে পর্য্যন্ত নক্ষত্র না দেখা যায়; সায়ংকালে উপবিষ্ট হইয়া, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। নিজহিতকাঙ্ক্ষী দ্বিজ, কখন সন্ধ্যার কাল লোপ করিবে না, সুতরাং সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় ও অর্দ্ধাস্তসময়ে বজ্রোদক প্রদান করিবে। ১৫৪-১৫৬। সন্ধ্যার কাল অতীত করিয়া, বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিলেও তাহা বন্ধ্যাস্ত্রী-মৈথুনের ন্যায় বিফল হইয়া থাকে। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক বাম হস্তে জল লইয়া যে সন্ধ্যা আচরিত হয়, তাহার নাম "বৃষলী" তাহার দ্বারা রাক্ষসগণই হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫৭-১৫৮। সূর্য্যোপস্থানে, "উদ্বয়স্তিং" ইত্যাদি, "উদুত্যং" ইত্যাদি, "চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি এবং "তচ্চক্ষু" ইত্যাদি মন্ত্রগণ, সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য্যোপস্থানে, সহস্রবার, শতবার, কিম্বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে, তন্মধ্যে সহস্রবার জপই শ্রেষ্ঠ, শতবার জপ মধ্যম এবং দশবার জপ অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণ, এই ত্রিবিধ জপের অন্যতম প্রকার জপ করে, সে পাপসমূহের দ্বারা লিপ্ত হয় না। ১৫৯-১৬১। অনন্তর, "বিভ্রাড়্" ইত্যাদি অনুবাক বা পুরুষসূক্ত, কিম্বা শিবসঙ্কল্প অথবা ব্রাহ্মণমণ্ডল জপ করিবে। এই সমস্ত উপস্থানমন্ত্র সূর্য্যের অতিশয় প্রীতিকর। অনন্তর রক্তচন্দন মিশ্রিত জল, অক্ষত কুসুম ও কুশের দ্বারা বেদোক্ত বা আগমোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সূর্য্যের অর্চ্চনা করে, তাহার দ্বারা ত্রৈলোক্য অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ১৬২-১৬৪। সূর্য্যদেব অর্চ্চিত হইয়া, অর্চ্চকগণকে পুত্র, পশু, ধন এবং আয়ুঃ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ব্যাধিসমূহ শান্তি করেন ও সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন। এই আদিত্যদেবই রুদ্র, ইনিই বিষ্ণু এবং ইনিই হিরণ্যগর্ভ, এই দিবাকরই ত্রয়ীরূপ। সূর্য্যের পরিতোষে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদিদেবগণ, মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ, মন্বাদি মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ, পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। ১৬৫-১৬৮। এইরূপে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিয়া, তর্পণ করিতে আরম্ভ করিবে। দ্বিজগণ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা নয়টী বা সাতটী কিম্বা পাঁচটী, সাগ্র সমূল অচ্ছিন্ন এবং

গর্ভশূন্য দর্ভ পরিগ্রহ করত, বামহস্তসংলগ্ন দক্ষিণ হস্তের দ্বারা, ষড়্‌বিনায়ক, ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ এবং মরীচ্যাদি মুনিগণকে উদ্দেশ করিয়া চন্দন, অগুরু ও কস্তূরী এবং গন্ধকুসুমযুক্ত পবিত্র জলের দ্বারা "তৃপ্যন্তু" ইহা উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। ১৬৯-১৭১। অনন্তর যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে লম্বিত করিয়া, দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দর্ভসমূহ ধারণ করত, সনকাদি মনুষ্যগণের উদ্দেশে যবমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিবে। তদনন্তর প্রাচীনাবীতী হইয়া, দ্বিগুণ দর্ভ ও তিল-মিশ্রিত জলের দ্বারা কব্যবার, নল প্রভৃতি ও দিব্যপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবে। ১৭২-১৭৩। শ্রেয়োভিলাষী ব্রাহ্মণ, রবিবার, শুক্রবার ত্রয়োদশী, সপ্তমী, নিশাকাল ও সন্ধ্যাদ্বয়ে তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে না; যত্তপি করে, তবে শুক্লতিলের দ্বারা করিবে। অনন্তর চতুর্দ্দশ যমের নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিবে। তদনন্তর বাগ্‌যত হইয়া, সব্য জানু পাতিত করত, স্বীয় গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃতীর্থের দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ১৭৪-১৭৬। দেবগণের তর্পণে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। সনকাদি ঋষিগণকে দুই দুই অঞ্জলি, পিতৃগণকে তিন তিন অঞ্জলি এবং স্ত্রীগণকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈবতীর্থ এবং অঙ্গুলীর মূলে ঋষিতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলে ব্রাহ্মতীর্থ, পাণিমধ্যে প্রজাপতিতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীমধ্যে পিতৃতীর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। "উদীরতা" ইত্যাদি, "অঙ্গিরস" ইত্যাদি, "আয়ান্তুন" ইত্যাদি, "উর্জ্জংবহন্তি" ইত্যাদি, "পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ" ইত্যাদি, "যেতেহ" ইত্যাদি, "মধুবাতা" ইত্যাদি তিনটী, এই নয়টী মন্ত্র এবং "নমোবঃ-পিতর" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত, ভূমিতে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক নিক্ষেপ করিবে। ১৭৭-১৮৪। তর্পণের অনন্তর অগ্নিকার্য্য (হোম) করিয়া, বেদাভ্যাস করিবে। সেই বেদাভ্যাস পাঁচ প্রকার, প্রথম বেদস্বীকার, দ্বিতীয় তাহার অর্থবিচার, তৃতীয় অভ্যাস, চতুর্থ জপ এবং পঞ্চম শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান। অনন্তর লব্ধ-অর্থের প্রতিপালন এবং অলব্ধ অর্থের লাভের জন্য দাতার নিকট গমন করিবে, এবং নিজ গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দ্বিজগণের প্রাতঃকৃত্য কথিত হইল। ১৮৫-১৮৭। যাহারা প্রাতঃস্নান করিতে অসমর্থ, তাহারা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া, আবশ্যক কর্ম্ম সমাপনানন্তর শৌচাচমন করিয়া দন্তধাবন করত, সমস্ত শরীর বিশোধনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। অনন্তর বেদ অভ্যাস করিয়া, মেধাবী ও শুচি শিষ্যসমূহকে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবে। অনন্তর যোগক্ষেমাদি সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের

শরণ লইবে। পরে মধ্যাহ্নকালে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিবে। ১৮৮-১৯১। মধ্যাহ্নসন্ধ্যার সময় গায়ত্রীকে এইরূপে ধ্যান করিবে,—"নবযৌবনের দ্বারা তাঁহার অঙ্গসমূহ বিকাশশীল, তাঁহার রূপ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, তিনি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসমাযুক্তা ও রুদ্রদেবতা, কশ্যপঋষি-সমাযুক্তা, যজুর্ব্বেদস্বরূপিণী ও প্রণবাত্মিকা এবং বৃষভোপরিসমারূঢ়া এবং তাঁহার করে ভক্তগণের জন্য অভয়-মুদ্রা প্রকাশ পাইতেছে"। ১৯২-১৯৩। অনন্তর দেবপূজা করিয়া, নিত্যবিধির অনুষ্ঠান করিবে। পঞ্চাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া বৈশ্বদেব করিবে। ১৯৪। শিম্বী, কোদ্রব, মাষ, কলায়, চণক, তৈলপক্ব, লবণ-সম্বন্ধি সমস্ত সিদ্ধান্ন, তুবরী, মসুর, স্থূলকলায়, বর্বটী এবং ভুক্তশেষ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য সমস্ত বৈশ্বদেবে পরিত্যাগ করিবে। প্রথমতঃ কুশহস্তে আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিবে। "পৃষ্ঠোদিবি" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পর্য্যুক্ষণ (অভ্যুক্ষণ বা জলের দ্বারা অগ্নিবেষ্টন) করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও পর্য্যুক্ষণ করত কুশা বিস্তীর্ণ করিয়া, "এষোহদেব" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সুসম্মুখ করিবে। অনন্তর সাজ্যপুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা বৈশ্বানরের পূজা করিয়া, "ভূরাদি" তিনটী আহুতি প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ, ভূঃ প্রভৃতি তিনটী একত্রে উচ্চারণ করিয়া, অতিরিক্ত একটী আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "দেব কৃতস্য" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ছয়টী আহুতি প্রদান করিবে। ১৯৫-২০০। তদনন্তর মৌনভাবে যমকে একটী আহুতি দিবে। তৎপরে দুইবার স্বিষ্টিকৃৎহোম করিবে এবং বিশ্বদেবগণকে আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর ভূমিতে উত্তরভাগে ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর প্রাচীনাবীতী হইয়া, তাহার দক্ষিণ ভাগে পিতৃগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে ঈশাণ কোণে যক্ষের উদ্দেশে নির্ণেজনোদকান্ন প্রদান করিবে, তদুত্তরে ব্রহ্মাদি দেবগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর নিবীতী হইয়া, সনকাদি ঋষিগণের উদ্দেশে এবং অপসব্যবান্ হইয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। ষোড়শ গ্রাসে এক হন্ত হয়, চারিগ্রাসে পুষ্কল হয়, গ্রাসমাত্র ভিক্ষা গৃহস্থগণের সুকৃতপ্রদা হইয়া থাকে। পথিক, ক্ষীণবৃত্তি, গুরুপোষক, বিদ্যার্থী, যতি এবং ব্রহ্মচারী এই ছয়জন ধর্ম্মভিক্ষুক। পথিক ও শ্রুতিপারগামি ব্যক্তিই যথার্থ অতিথি। ব্রহ্মলোকাভিলাষী গৃহস্থগণের এই দুই-জন মান্য। চণ্ডাল ও কুক্কুরকেও অন্ন প্রদান করিলে, তাহা নিষ্ফল হয় না। ২০১-২০৭। কেহ অন্নার্থী হইয়া আগমন করিলে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অন্নদান করা উচিত। পতিতব্যক্তি, চণ্ডাল ও পাপরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে বাটীর

বাহিরে অন্ন দিবে এবং কুক্কুর, কাক ও কৃমিগণের জন্য বাহিরে অন্ন ছড়াইয়া দিবে। "ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও নৈঋর্ত যে সমস্ত কাক আছে, আমার দ্বারায় ভূমিতে প্রদত্ত এই অন্ন তাহারা গ্রহণ করুক। বৈবস্বতকুলে সমুৎপন্ন, শ্যাম ও সবল নামে যে কুক্কুরদ্বয় আছে, আমি তাহাদিগকে পিণ্ডদান করিতেছি, তাহারা আমার অহিংসক হউক। দেব, মনুষ্য, পশু, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, খগ, দৈত্য, সিদ্ধ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, দানব, তৃণ, তরু, কৃমি ও কীট প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত হইয়া, আমার প্রদত্ত অন্ন অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিতেছি; ইহার দ্বারা তাহারা পরিতৃপ্ত হউক" এই বলিয়া ভূতবলি প্রদান করত গোদোহন মাত্র কাল অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, ভোজনগৃহে প্রবেশ করিবেন। ২০৮-২১৪ বায়সবলি প্রদান না করিয়াই নিত্যশ্রাদ্ধ আচরণ করিবে। নিত্য শ্রাদ্ধে যাহার সামর্থ্য না থাকে, সেই দরিদ্রব্যক্তি, নিজের ভোজ্য অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যথোক্ত বলি প্রদান করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে দেবপক্ষের আবশ্যকতা নাই এবং তাহাতে অন্যান্য শ্রাদ্ধের ন্যায় বিশেষ বিশেষ নিয়মেরও আবশ্যকতা নাই। ২১৫-২১৬। এই নিত্যশ্রাদ্ধ দক্ষিণারহিত, ইহাতে দাতা বা ভোক্তার প্রয়োজন নাই। সুস্থমতি অনাতুর ব্যক্তি এই প্রকারে পিতৃযজ্ঞের বিধান পূর্ব্বক, প্রশস্ত আসনে উপবেশন করত শিশুগণে পরিবৃত হইয়া শোভন গন্ধ ও মাল্য ধারণ পূর্ব্বক, শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রশস্ত অন্তঃকরণে আহার করিবে। ২১৭-২১৮। পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। ২১৯। আপোশন বিধান দ্বারা অন্নের উপরি ও অধোভাগে সম্যক্ প্রকারে অনগ্নত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণের ভোজন করিতে হইবে। ২২০। আপোশন বিধি যথাঃ—প্রথমে ভূমিপতি, তৎপরে ভুবনপতি ও অনন্তর ভূতপতিকে এক এক গ্রাস অন্ন ভূমিতে প্রদান করিবে। ২২১। প্রথমে একবার আচমন করিয়া, জঠররূপ কুণ্ডের অগ্নিতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে পাঁচবার অন্নাহুতি প্রদান করিবে। এই সময় হস্তে কুশা রাখা উচিত এবং চিত্তের প্রসন্নতা আবশ্যক। ২২২। যে ব্যক্তি কুশহস্তে ভোজন করে, তাহার অন্নে কেশ ও কীটাদিপাতজন্য দোষ থাকে না; এই কারণে কুশহস্তে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ২২৩। যাবৎকাল রুচি থাকে, তাবৎ অন্ন ভোজন করিবে এবং আহারকালে অন্নের গুণাগুণ ব্যাখা করিবে না। যাবৎকাল অন্নের গুণ অথবা দোষ কীর্ত্তন না করা যায়, তাবৎকাল পিতৃলোক সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন ২২৪। এই

কারণে যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া আহার করে, সে কেবল অমৃতই আহার করে। তদনন্তর দুগ্ধ, তক্র অথবা অন্য কোন পানীয় দ্রব্য আহার পূর্ব্বক "অমৃতাপিধানমসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত, একগণ্ডূষ জল পান পূর্ব্বক পীতশেষ সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ২২৫-২২৬। সেই পীতাবশেষ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবার মন্ত্র যথা :—যাঁহারা অনন্ত বৎসর রৌরব নামক নরকে বাস করেন এবং যাঁহারা অপ্রক্ষালিতহস্ত-মনুষ্যের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মুল হইতে জল ইচ্ছা করেন, মৎপরিত্যক্ত এই জল তাঁহাদের অক্ষয় হউক। ২২৭-২২৮। মেধাবী জন, পুনর্ব্বার আচমন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া, হস্তে জল গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিবে "যে পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত এবং যিনি অঙ্গুষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, সকল জগতের অধীশ্বর বিশ্বভূক্ সেই ঈশ্বর প্রসন্ন হউন"। ২২৯-২৩০। এই প্রকারে অন্ন আহার করত হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় ধৌত করিয়া, ভুক্তান্ন সমুহের পরিপাকের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবে যথা :—"পবনকর্ত্তৃক প্রেরিত মদীয় জঠরাগ্নি, আমার ধাতুসকলের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আকাশ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অবকাশ লাভ পূর্ব্বক ভুক্ত পদার্থ সকলকে জীর্ণ করুন, তাহাতে আমার সুখ হউক। এই ভুক্ত অন্ন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক শরীরগত বায়ুগণের পরিপুষ্টি সাধন করুন; এবং তাহাতে আমার অপ্রতিহত সুখলাভ হউক। সমুদ্র, বাড়বাগ্নি, আদিত্য ও আদিত্যনন্দন ইহাঁরা সকলে মদ্ভুক্ত অন্ন সকলকে জীর্ণ করুন"। ২৩১-২৩৪। তদনন্তর মুখশুদ্ধি করিয়া, পুরাণ শ্রবণাদির দ্বারা অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করত, সায়ংকালে সন্ধ্যা বন্দনা আরম্ভ করিবে। ২৩৫। গৃহে সন্ধ্যা করিলে যে ফল লাভ হয়, গোষ্ঠে সন্ধ্যা করিলে, তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ করা যায়; নদীতীরে তদপেক্ষা আর ও দশগুণ ফল কীর্ত্তিত হয়। এবং নদীসঙ্গমে সন্ধ্যা করিলে, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু শিবলিঙ্গ সমীপে সন্ধ্যার ফল অনন্তগুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২৩৬। বহিঃপ্রদেশে সন্ধ্যার উপাসনা করিলে, দিবাকৃত মৈথুন জন্য পাপ ও মিথ্যাবাক্য ব্যবহার জন্য পাপ এবং মদ্যগন্ধ আঘ্রাণ জন্য পাপ বিনষ্ট হয়। ২৩৭। সায়ংকালে সন্ধ্যাকে এই প্রকারে ধ্যান করিবে যথা :—তিনি সরস্বতী এবং সামবেদ স্বরূপা, বসিষ্ঠ নামক ঋষিকর্ত্তৃক অনুযুক্তা, তাঁহার বর্ণ অতি কৃষ্ণ এবং পরিধানেও কৃষ্ণবস্ত্র, তাঁহার যৌবন, ঈষৎ স্খলিত হইয়াছে তিনি গরুড়বাহনা ও বিষ্ণুদেবতা, তিনি জগতের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাকেন এবং জগতী নামক ছন্দের সহিত যুক্তা ও পরম একাক্ষস্বরূপা"। ২৩৮-২৩৯। সুধীব্যক্তি, "অগ্নিশ্চ"

ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিয়া, পশ্চিমদিকে মুখ করত, যাবৎকাল নক্ষত্র দর্শন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। ২৪০। সায়ংকালে যদি কোন অতিথি গৃহে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে মধুর বাক্য, ও জল প্রদানের দ্বারা সম্মান পূর্ব্বক আহারাদি করাইবে। সুধী ব্যক্তি, এই প্রকারে রজনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া, অনন্তর শয্যায় গমন করিবে। ২৪১। এই প্রকারে দিবসকর্ম্ম ও বেদাধ্যয়নাদিকর্ম্মের সময় অতিবাহিত করিয়া, এক প্রহর রাত্রের পর এক কাষ্ঠনির্ম্মিত শয্যার উপর যাইয়া, অনতিদৃপ্ত ভাবে শয়ন করিবে। ২৪২। এই আমি অতি সংক্ষেপে তোমার নিকট নিত্যকর্ম্ম বিধান সকল কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ, কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হয় না। ২৪৩।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সদাচার নিরূপণ।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! আমি পুনরায় সদাচারসম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি কহা যায়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জন্ম মাত্রই দ্বিজাতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন এবং অন্য দুই বর্ণের উপনয়নের অনন্তর, তাহারা দ্বিজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ১-২। এই তিন বর্ণের গর্ভাধান হইতে শ্মশানান্ত বৈদিক ক্রিয়াসমূহ বিধান হইয়াছে। সুধীব্যক্তি, মূলা ও মঘা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, ঋতুকালে গর্ভাধান করিবে। অনন্তর গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন করিতে হইবে। অনন্তর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাস গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন করিতে হইবে। অনন্তর পুত্র উৎপন্ন হইলে, জাতকর্ম্ম করিবে। একাদশ দিবসে নামকরণ করিবে। চতুর্থমাসে গৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করিবে। অনন্তর বালক ছয়মাসের হইলে, তাহার অন্নপ্রাশন দিবে। এক বৎসর পূর্ণ হইলে, অথবা স্বীয় কুলপ্রথামত বালকের চূড়াকর্ম্ম করিবে। ৩-৫। এই সমস্ত ক্রিয়া করিলে, বীজ এবং গর্ভজনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীগণের এই সমস্ত ক্রিয়া অমন্ত্রক করিবে। কেবল তাহাদের

বিবাহ মন্ত্র পূর্ব্বক হইয়া থাকে। সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রদান করিবে এবং ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যথাক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষে কিম্বা স্ব স্ব কুল-প্রচলিত সময়ে উপনয়ন প্রদান করিবে। ৬-৭। ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধির অভিলাষী বিপ্র, পঞ্চম বর্ষে এবং বলার্থী ক্ষত্রিয় ও ধনার্থী বৈশ্য যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া থাকে। গুরু, শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার করিয়া, তাহাকে মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচারে নিযুক্ত করিবেন। ৮-৯। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শৌচ ও আচমন করিয়া, দন্ত ও জিহ্বাদির মল বিশোধন পূর্ব্বক "অম্বুদৈবত" মন্ত্র সমূহের দ্বারা স্নান করত, প্রাণায়াম পূর্ব্বক সন্ধ্যাদ্বয়ে সূর্য্যের উপ-স্থান করিয়া, অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করত "অমুক গোত্র আমি, অমুক (নিজনাম) আপনাকে অভিবাদন করি" এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করিবে। ১০-১২। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও বৃদ্ধগণের সেবা করে, প্রত্যহ তাহার আয়ু, যশ, বল, ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গুরু কর্তৃক আহূত হইয়া, বিদ্যাধ্যয়ন করিবে এবং প্রত্যহ যাহা পাইবে, তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিবে। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার হিত আচারণ করিবে। যাহারা সাধু, আপ্তজ্ঞান বা বিত্তদাতা, শক্ত, কৃতজ্ঞ, শুচি, অদ্রোহক এবং অনসূয়ক তাহাদিগকে ধর্ম্মত অধ্যয়ন করান উচিত এবং তাহাদিগের নিকট কোন প্রকার অর্থের আশা করা উচিত নহে। ব্রহ্মচারী হইয়া দণ্ড, মেখলা, উপবীত ও অজিন ধারণ করিবে এবং নিজ উদর পূর্ত্তির জন্য অনিন্দিত ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে। ১৩-১৬। ব্রাহ্মণগণ, "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" ইহা বলিয়া, ক্ষত্রিয়গণ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" ইহা বলিয়া, এবং বৈশ্যগণ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" ইহা বলিয়া, ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। গুরু-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অন্নকে কুৎসিত বোধ না করিয়া, তাহা ভক্ষণ করিবে। এক স্বামিক অন্ন ভোজন করিবে না, কিন্তু শ্রাদ্ধে বা আপদ্-কালে একজনের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। গুরুতর ভোজন পীড়াজনক এবং উহা অনায়ুষ্য, অস্বর্গ্য, অপুণ্য ও লোকবিদ্বিষ্ট; অতএব অতিরিক্ত ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ১৭-১৯। ব্রাহ্মণ, কদাচ দিবসে দুইবার ভোজন করিবে না। ব্রাহ্মণ, অগ্নিহোত্রবিধানবেত্তা হইয়া, প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভোজন করিবে। মধু, মাংস, প্রাণিহিংসা, ভাস্করাবলোকন, অঞ্জন, স্ত্রী, পর্য্যুষিত ও উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং লোকনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। ২০-২১। ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যগণের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল থাকে। এই সময়ের মধ্যে ইহাদিগের উপনয়ন প্রদান না করিলে ইহাদিগের সংস্কার-

যোগ্যতা থাকে না এবং ইহারা ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া, পতিত হয়। তখন ব্রাত্যস্তোম-যজ্ঞ করিয়া ইহাদিগের উপনয়ন প্রদান করিতে হয়। ২২-২৩। যাহাদের উপনয়-নের কাল অতিক্রান্ত হইয়া, পাতিত্য সম্পাদিত হইয়াছে; তাহাদের সংসর্গ করিবে না। ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া, এণ নামক মৃগ বিশেষের চর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রুরু নামক মৃগ বিশেষের চর্ম্ম এবং বৈশ্য ছাগচর্ম্ম ব্যবহার করিবে। এবং ইহারা তিনজনে যথাক্রমে শাণ, ক্ষৌম ও মেষরোমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে। ব্রাহ্মণের মেখলা মৌঞ্জী, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী এবং বৈশ্যের শণতন্তুনির্ম্মিত; এবং এই মেখলা ত্রিবৃৎ (সমান সূত্রত্রয়যুক্তা) করিতে হয়। ২৪-২৫। যদি মুঞ্জা-তৃণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কুশ, অশ্মন্তক অথবা বল্বজ নামক তৃণ বিশেষের দ্বারা ব্রাহ্মণের মেখলা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ঐ মেখলাতে এক, তিন অথবা পাঁচটী গ্রন্থি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে, কার্পাস, শণ ও অজলোম দ্বারা উপবীত নির্ম্মাণ করিবে। সেই উপবীতে প্রত্যেক সূত্রে তিনগাছি করিয়া সূত্র থাকিবে। আয়ুর্বৃদ্ধি বিষয়ে অভিলাষ থাকিলে, তিনগাছি হইতেও অধিক সূত্রে নির্ম্মাণ করা যায়। ২৬-২৭। ব্রাহ্মণের বিল্ব ও পলাশের দণ্ড বিহিত। ক্ষত্রিয়ের ন্যগ্রোধ ও খদিরের দণ্ড বিহিত। বৈশ্যের গুড়ফল ও উডুম্বর দণ্ডই প্রশস্ত। ২৮। ব্রাহ্মণের মস্তক প্রমাণ উচ্চ, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যের নাসা পর্য্যন্ত দীর্ঘ দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দণ্ডের কোন অংশ অগ্নিদূষিত হইবে না এবং উত্তম ত্বক্‌যুক্ত হইবে। ২৯। ব্রহ্মচারী, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও সূর্য্যোপস্থান করিয়া, দণ্ড, অজীন ও উপবীতে শোভিত হইয়া, ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইবে। ৩০। ভিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে প্রথমে মাতার নিকটেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, তদভাবে মাতৃষসা, তদভাবে পিতৃষসার নিকটে ভিক্ষা করিবে। ইহাঁদের মধ্যে যদি কেহই বর্ত্তমান না থাকেন, তাহা হইলে, যে স্ত্রী ভিক্ষা বিষয়ে অবমান না করে, তাহারই নিকটে প্রথমে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। ৩১। বেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্যকালীন, ব্রতের (গুরুসেবা প্রভৃতির) অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যত কাল বেদপাঠ সমাপ্ত না হয়, ততদিন এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে; তদন্তে বেদ পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, বিধিস্নান পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। ৩২।

ব্রহ্মচারী, পূর্ব্বোক্ত আচারসমূহ প্রতিপালন পূর্ব্বক বেদপাঠান্তেও যদি গুরু-শুশ্রূষায় রত হইয়া, দেহপাত পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করেন; তাহা হইলে তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বলা যায়, তাঁহাকে আর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না। যিনি একবার গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কারয়া আবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি গৃহস্থও নহেন

এবং যতিও নহেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বাশ্রম পরিত্যক্ত, সুতরাং অতি নিন্দনীয়। দ্বিজ, ক্ষণকালও অনাশ্রমী হইয়া থাকিবে না, কারণ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থানকারী, প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। ৩৩-৩৫। আশ্রমভ্রষ্ট ব্যক্তি, যদি জপ, হোম, ব্রত, দান, স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণাদি করে, তথাপিও সেই ব্যক্তি ঐ সকল কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। ৩৬। মেখলা, অজিন ও দণ্ড, এই তিনটী ব্রহ্মচারীর চিহ্ন। বেদ ও যজ্ঞাদিই গৃহীর চিহ্ন। নখ ও লোম এই দুইটী বাণপ্রস্থাশ্রমীর চিহ্ন এবং ত্রিদণ্ড ধারণাদি সন্ন্যাসীর লক্ষণ। যে ব্যক্তি এই সকল লক্ষণশূন্য অর্থাৎ আশ্রমভ্রষ্ট, সেই ব্যক্তি সর্ব্বথা প্রায়শ্চিত্তার্হ। ৩৭-৩৮। উপবীত, কমণ্ডলু, দণ্ড ও অজিন যদি পুরাতনত্বনিবন্ধন অব্যবহার্য্যপ্রায় হয়, তাহা হইলে জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই সেই দ্রব্য নূতন মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। ৩৯। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে ব্রাহ্মণের কেশান্ত সংস্কার করিবে। ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যথাক্রমে দ্বাবিংশ ও চতুর্ব্বিংশবৎসর বয়ঃক্রমে, ঐ কেশান্ত-সংস্কার বিহিত হইয়াছে। ঐ কেশান্ত-সংস্কার করার পর, গার্হস্থ লাভ করিবার যোগ্যতা হয়। ৪০। তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দানাদি শুভকর্ম্ম অপেক্ষা এক শ্রুতিই ব্রাহ্মণগণের নৈশ্রেয়সী-সম্পত্তির অদ্বিতীয় কারণ। ৪১। বেদপাঠের আরম্ভে ও অবসানে সকল সময়েই প্রণব যোগ করিবে, প্রণবরহিত বেদপাঠ করিলে কোন ফলোদয় হয় না। ৪২। প্রণবাদি তিন মহাব্যাহৃতিযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রীই বেদের মুখস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৪৩। যে ব্যক্তি একমাস নিয়মসহকারে প্রতিদিন এই গায়ত্রীকে কিঞ্চিদধিক তিনসহস্রবার জপ করিতে পারে, সে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি এক বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া প্রতিদিন জপ করে, সে অতি বিশুদ্ধাত্মা এবং সর্ব্বপ্রকার উপাধিহীন হইয়া, পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ৪৪-৪৫। ব্রহ্মা, ত্রিবর্ণাত্মক প্রণব, মহাব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর পাদত্রয়কে তিন বেদ হইতে সাক্ষাৎ দোহন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৬। বিপ্র, এই প্রণবরূপ অক্ষর ও ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা পাদত্রয়াত্মিকা গায়ত্রীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা-সময়ে জপ করিলে সমস্ত বেদপাঠের ফল লাভ করিতে পারে। ৪৭। বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ হইতে, বিধিপূর্ব্বক জপ দশগুণ ফল প্রদান করে ; সুতরাং বিহিত যজ্ঞ হইতেও জপযজ্ঞ দশগুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪৮। পূর্ব্বোক্তপ্রকার জপ হইতে অস্পষ্ট জপ, শতগুণ ফল প্রদান করে কিন্তু মানস-জপ সহস্রগুণ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৪৯। যে ব্রাহ্মণ, শক্তি অনুসারে বেদত্রয়,

বেদদ্বয় বা এক বেদও যথাবিধি অধ্যয়ন করিতে পারে, সে সুবর্ণপূর্ণ ধরণী দানের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫০।

ব্রাহ্মণ তপস্যা করিবার জন্য সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করিবে, বেদাভ্যাসই ব্রাহ্মণগণের পরম তপঃ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫১। যে ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শাস্ত্রপাঠে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পয়স্বিনী ধেনুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রাম্যশূকরীকে দোহন করিতে ইচ্ছা করে। ৫২।

যিনি, শিষ্যের উপনয়ন প্রদান করিয়া, তাহাকে কল্প ও রহস্যের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। ৫৩। যিনি, বেতন গ্রহণপূর্ব্বক বেদের একাংশ অথবা বেদাঙ্গ সকল পাঠ করাইয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া থাকেন। ৫৪। যিনি বিধি অনুসারে গর্ভাধানাদিসংস্কার করিয়া থাকেন ও অন্নদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন, সেই পিতাকে গুরু বলা যায়। ৫৫। যিনি, যে ব্যক্তির নিকট বরণ লাভ করিয়া, অগ্ন্যাধান, পাকযজ্ঞ ও অগ্নিস্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তিনি সেই ব্যক্তির ঋত্বিক্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন। ৫৬। আচার্য্য, উপাধ্যায় হইতে দশগুণ মান্য, পিতা আচার্য্য হইতে শতগুণ মান্য এবং পিতা হইতে মাতা সহস্রগুণে মাননীয়া। ৫৭। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, তিনি শ্রেষ্ঠরূপে মাননীয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বীর্য্যবান্‌কেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। বৈশ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি, অধিক ধন-ধান্যশালী তিনিই জ্যেষ্ঠ, শূদ্রগণের মধ্যে বয়সেই জ্যেষ্ঠতা হইয়া থাকে। ৫৮। যে প্রকার কাষ্ঠময় হস্তী এবং যে প্রকার চর্ম্মময় মৃগ, কেবল নামমাত্রই ধারণ করে, কোন কার্য্যেই লাগে না, সেইরূপ অধ্যয়নবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণও নামমাত্রেই ব্রাহ্মণ, তাহার দ্বারা কোন ফলই সাধিত হয় না। ৫৯। ব্রহ্মচারী, যদি অকামে ও স্বপ্নাবস্থায় রেতঃক্ষরণ করে, তাহা হইলে তাহার স্নান করিয়া সূর্য্যোপাসনান্তে, "পুনর্মাং" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ৬০। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত এবং বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি কর্ম্মে সর্ব্বদা আসক্ত, তাঁহাদেরই গৃহে, প্রযত ব্রহ্মচারী প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ৬১। ব্রহ্মচারী, যদি সুস্থ থাকিয়াও ভিক্ষাচরণ ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সপ্তরাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৬২। গুরুর সম্মুখে অবস্থান কালে শিষ্যের চপলতা পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং অসমক্ষে বিশেষণহীন গুরুনাম মুখে আনিবে না (অর্থাৎ আচার্য্যাদি বিশেষণের সহিত তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে)। ৬৩। যেস্থলে গুরুর বাস্তবিক বিদ্যমান দোষসমূহ কীর্ত্তিত হয় অথবা যেখানে মিথ্যা দোষারোপ পূর্ব্বক গুরুনিন্দা প্রবর্ত্তিত

হয়, শিষ্যের তত্তৎস্থানে কর্ণ আচ্ছাদন করা উচিত অথবা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। ৬৪। গুরুর দোষ কীর্ত্তন করিলে গর্দ্দভ হইতে হয়, এবং গুরুর নিন্দা করিলে কুক্কুর হইয়া জন্মিতে হয়। যে গুরুর প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, সে ক্ষুদ্র কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি, গুরুর আহারের অগ্রে আহার করে, সেই ব্যক্তি কৃমি হয়। ৬৫। যুবা-গুণ ও দোষের জ্ঞাতা ব্রহ্মচারী, যুবতী সতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিবেন না। স্ত্রীগণের স্বভাব প্রায়ই চঞ্চল; পুরুষগণও প্রায়ই স্ত্রীবিষয়ে বিশ্বাস পূর্ব্বক স্খলিতস্বভাব হইয়া থাকেন; এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ কখনই স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করেন না। ৬৬-৬৭। স্ত্রীগণ, পণ্ডিত অথবা অপণ্ডিত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় নিজবশে আনয়ন করিয়া থাকে, ইহা স্ত্রীগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ৬৮। জননী, ভগিনী অথবা দুহিতার সহিত এক স্থানে নির্জ্জনে অবস্থান করিবে না, কারণ অতি বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও প্রমত্ত করিয়া থাকে। ৬৯। যে প্রকার অতি যত্নের সহিত খনন করিলে ভূমি হইতে জল লাভ করিতে পারা যায়, সেই প্রকার অনন্ত সেবা করিয়া গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা-রত্ন লাভ করিতে হয়। ৭০। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয় অথবা সূর্য্যাস্তকালে প্রমাদপ্রযুক্ত যদি শয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ৭১। সন্তানের জন্ম ও লালন-পালনে জননী ও পিতা যে ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, শতবর্ষ সেবাদ্বারাও সেই ক্লেশের প্রতিদান হয় না। ৭২। এই সকল কারণে পিতা, মাতা ও আচার্য্যের অতি আগ্রহ সহকারে সেবা করা কর্ত্তব্য; এই তিন জনকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, সকল প্রকার তপস্যার ফল লাভ হয়। তাঁহাদের আজ্ঞা অতিক্রম পূর্ব্বক কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় না। এই তিন জনের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭৩-৭৪। এই তিন জনের সেবা করিতে পারিলে, তিন লোককে জয় করিতে পারা যায়। ইহাঁদের তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে সুধীজন, স্বর্গে দেবতার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। ৭৫। মাতৃভক্তিতে ভূলোক, পিতৃভক্তিতে ভুবর্লোক এবং আচার্য্যভক্তিতে স্বর্লোক জয় করিতে পারা যায়। ৭৬। শুশ্রূষা দ্বারা এই তিন জনের সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলেই মনুষ্যের চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। ইহাদের সেবা ভিন্ন আর যত কিছু ধর্ম্ম আছে, সে সকলকেই উপধর্ম্ম বলা যায়। ৭৭।

দ্বিজাতিগণ, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিপালন্ করত বেদত্রয়, বেদ দ্বয় বা একটী বেদ ও সাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া, পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। ৭৮।

ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ প্রভাবেই অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে পারা যায়। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কিছুতেই কাশী লাভ হইতে পারে না। ৭৯। কাশী প্রাপ্তিতেই জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নির্ব্বাণের সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিগণ, একমাত্র নির্ব্বাণ সম্পদ্ লাভ করিবার জন্যই সদাচার প্রতিপালনে যত্নবান হন। ৮০। গৃহস্থাশ্রমে যাদৃশ নিয়মিত ভাবে সদাচার প্রতিপালন করিতে হয়, অন্যান্য আশ্রম সমূহে তাদৃশ ভাবে করিতে হয় না; এই কারণে সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ৮১। পত্নী যদি বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে আর কোন আশ্রমই তুলনা লাভ করিতে পারে না; কারণ স্বামী ও স্ত্রীর যদি পরস্পর অনুকূলতা থাকে, তাহা হইলে এই গৃহস্থাশ্রমে ত্রিবর্গ সাধিত হয়। ৮২। যদি কলত্রে অনুকূলতা থাকে, তাহা হইলে স্বর্গেতেই বা কি প্রয়োজন? এবং সংসারে স্ত্রী যদি প্রতিকূলা হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র নরকভোগই বা কেন?। ৮৩। সুখের জন্যই গৃহস্থাশ্রম, এবং গৃহস্থাশ্রম সুখের এক মাত্র কারণ অনুকূলদয়িতা। আবার সেই ভার্য্যা যদি সম্যক্ প্রকারে বিনয়শালিনী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম করতলগত হইয়া থাকে, ইহাতে আর সংশয় কি?। ৮৪। মন্দবুদ্ধিগণই স্ত্রীলোকের জলৌকার সহিত উপমা দিয়া থাকে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, জলৌকা এবং প্রমদাগণের পরস্পর অতিশয় বিসদৃশতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কারণ অল্পপ্রাণা জলৌকা কেবল মাত্র শরীর হইতে রুধির শোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীগণ পুরুষগণের হৃদয়, ধন, বল, ও সুখপর্য্যন্ত সকলই হরণ করিয়া থাকে। ৮৫—৮৬।

স্ত্রী যদি গৃহকর্ম্মকুশলা, তনয়াবতী, সাধ্বী ও প্রিয়বাক্য প্রতিপালিকা হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্ত্রীরূপধারিণী লক্ষ্মী বলিয়াই জানা উচিত। ৮৭। ব্রত এবং বেদ পাঠ সমাপন পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুসারে বিহিত স্নান করিয়া, সাধুলক্ষণসম্পন্না সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। ৮৮। যে কন্যা পিতৃগোত্রজাতা নহে এবং মাতার অসপিণ্ডা, দ্বিজাতিগণের ঈদৃশ কন্যা, ধর্ম্মবুদ্ধির জন্য বিবাহ ক্রিয়ার উপযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৯। ক্ষয়, অপস্মার ও শ্বিত্ররোগবিশিষ্ট কুল হইতে উৎপন্না কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ৯০। রোগরহিতা ভ্রাতৃমতী ও নিজের অপেক্ষা অল্পবয়স্কা, মনোহরবদনা ও মৃদুভাষিণী কুমারীকে দ্বিজগণ ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন। ৯১। পর্ব্বত, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী ও দাসীত্বজ্ঞাপক নামযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। এই সকল নাম পরিত্যাগ করিয়া, সৌম্যনামযুক্তা কন্যাকে

বিবাহ করিবে। ৯২। অতিরিক্তাঙ্গী বা হীনাঙ্গী বা অতি দীর্ঘাঙ্গী কিম্বা অতি কৃশাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। লোমরহিতা, অতিলোমযুক্তা এবং কঠিন ও স্থূল কেশযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ৯৩। মোহ প্রযুক্ত কখনও কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। হীনকুলে বিবাহ করিলে সজ্জনগণেরও সন্তানসমূহ হীনস্বভাব হইয়া থাকে। ৯৪। প্রথমে কন্যার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিয়া, পরে বিবাহ করিবে; কারণ সুলক্ষণসম্পন্না ও সদাচারনিরতা পত্নী, পতির আয়ুঃবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ৯৫। হে কলসোদ্ভব! তোমার নিকটে ব্রহ্মচারীগণের সদাচার সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে প্রসঙ্গ ক্রমে স্ত্রীলক্ষণ সকল কীর্ত্তন করিতেছি। ৯৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলক্ষণ বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন, গৃহস্থব্যক্তির স্ত্রী যদি লক্ষণান্বিতা হয়, তাহা হইলেই গৃহী সর্ব্বদা সুখী হইতে পারে; অতএব সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীর লক্ষণ সমূহ পরীক্ষা করিবে। ১। বুধগণ বলিয়া থাকেন যে শরীর, আবর্ত্ত, গন্ধ, ছায়া, সত্ত্ব, স্বর, গতি এবং বর্ণ, এই আট প্রকার লক্ষণ প্রধান। ২। হে মুনে! পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণ আছে, তৎসমুদয় আমি ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। পাদতল, পাদরেখা, পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গুলী, পাদনখ, পাদপৃষ্ঠ, গুলফদ্বয়, পার্ষ্ণিদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, রোমসমূহ, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, কটিদ্বয়, নিতম্ব, স্ফিক্দ্বয়, জঘন, বস্তি, নাভি, কুক্ষিদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, উদর, মধ্য, বলিত্রয়, রোমপংক্তি, হৃদয়, বক্ষস্থল, বক্ষোজদ্বয়, চুচুকদ্বয়, জত্রু, স্কন্ধ, অংশ, কক্ষদ্বয়, ভুজদ্বয়, মণিবন্ধ, করদ্বয়, পাণিপৃষ্ঠ, পাণিতল, রেখা, অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলী, নখ, পৃষ্ঠি, কৃকাটিকা, কণ্ঠ, চিবুক, হনুদ্বয়, কপোলদ্বয়, বক্ত্র, অধর, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, ঘণ্টিকা, তালু, ক্ষুত, চক্ষুর্দ্বয়, পক্ষ্ম, ভ্রূ, কর্ণ, ভাল, মৌলি, সীমন্ত এবং কেশ, এই ষড়ধিক ষষ্টিতম অবয়বযুক্তা নারীই শুভাশুভ অঙ্গলক্ষণসমূহের উত্তম আকর। ৪-৯। স্ত্রীলোকের পাদতল, স্নিগ্ধ, মাংসল, কোমল, সম, স্বেদরহিত, উষ্ণ এবং অরুণবর্ণ

হইলে, তাহা বহু ভোগের পরিচায়ক হইয়া থাকে। এবং রুক্ষ, বিবর্ণ, কঠোর এবং বালুকায় গমন করিলেও যাহার প্রতিবিম্ব খণ্ডিত হইয়া যায়, স্ত্রীলোকের এতাদৃশ পাদতল হইলে সে দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। ১০-১১। যে স্ত্রীর পাদতল চক্র, শঙ্খ, স্বস্তিক, পদ্ম, ধ্বজ, মীন এবং আতপত্র চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত থাকে, সে রাজপত্নী হয়। পাদতলে মধ্যমাঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত যদি ঊর্দ্ধরেখা থাকে, তাহা হইলে তাহা অখণ্ড ভোগের সাধন হইয়া থাকে। এবং পাদতলে মূষিক, সর্প, এবং কাক-চিহ্ন থাকিলে দুঃখিনী এবং দরিদ্রা হইতে হয়। ১২-১৩। পাদাঙ্গুষ্ঠ উন্নত, মাংসল এবং বর্ত্তুল হইলে, তাহা অতুল ভোগের সাধক এবং বক্র, হ্রস্ব ও চিপিট হইলে তাহা সুখ ও সৌভাগ্যের নাশক হইয়া থাকে। পাদাঙ্গুষ্ঠ দীর্ঘ ও বিপুল হইলে দুর্ভগা ও বিধবা হইয়া থাকে। কোমল, ঘনাবৃত্ত ও সমুন্নত অঙ্গুলি-সমূহই প্রশস্ত। অঙ্গুলি সমস্ত দীর্ঘ হইলে কুলটা এবং কৃশ হইলে অতিশয় দরিদ্রা হইয়া থাকে। এবং সেই সমস্ত হ্রস্ব হইলে আয়ু অল্প হয় ও কুটিল হইলে কুটীল ব্যবহারিণী হইয়া থাকে। অঙ্গুলি সমস্ত চিপিট হইলে দাসী ও বিরল হইলে দরিদ্রা হইতে হয়। যে স্ত্রীর পাদাঙ্গুলিসমূহ পরস্পর সমারূঢ়, সে বহুতর পতি বিনাশ করিয়া পরপ্রেষ্যা হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর, পথে গমনকালীন ভূমি হইতে ধূলি উত্থিত হয়, সেই পাংশুলা স্ত্রী কুলত্রয়বিনাশিনী। যে স্ত্রীর গমনকালীন পাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমি স্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী পতিকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে। যাহার অনামিকা ভূমিস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী দুইটী পতিকে হত্যা করে এবং যাহার মধ্যমা ভূমিস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী তিনটী পতিকে বিনাশ করে। যে স্ত্রীর অনামিকা ও মধ্যমা হীন হয় বা দুই অঙ্গুলি যাহার ন্যূন হয়, সে পতিহীনা হইয়া থাকে। ১৪-২১। যাহার প্রদেশিনী অঙ্গুষ্ঠের সহিত সম্বদ্ধ থাকে, সেই স্ত্রী কন্যকাবস্থাতেই কুলটা হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ ও বৃত্ত পাদনখনিচয় মঙ্গলকর হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর পাদপৃষ্ঠ সমুন্নত, স্বেদহীন, মসৃণ, মৃদু, মাংসল এবং শিরাযুক্ত নহে, সে রাজপত্নী হইয়া থাকে। ২২-২৪। পাদপৃষ্ঠ মধ্যস্থলে নম্র হইলে দরিদ্রা হয় এবং শিরাল হইলে সর্ব্বদা অধ্বগামিনী হইয়া থাকে। পাদপৃষ্ঠ রোমযুক্ত হইলে দাসী হইতে হয় এবং উহা মাংসহীন হইলে দুর্ভগা হইয়া থাকে। গুল্ফদ্বয়, অশিরাল, সুবর্ত্তুল ও গূঢ় হইলে মঙ্গলকর হয় এবং উহা নিম্ন, শিথিল ও অগূঢ় হইলে দুর্ভাগ্যের সূচক হইয়া থাকে। ২৫-২৬। স্ত্রীলোকের পার্ষ্ণিদ্বয় সমান হইলে শুভকর হয় এবং স্থূল হইলে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। যাহার পার্ষ্ণিদ্বয় উন্নত, সে কুলটা হয় ও যাহার পার্ষ্ণিদ্বয় দীর্ঘ

সে দুঃখিনী হইয়া থাকে। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় রোমরহিত, সম, স্নিগ্ধ, শিরাহীন, মনোহর এবং ক্রমশঃ বর্ত্তুল, সে রাজপত্নী হইয়া থাকে। ২৭-২৮। যে স্ত্রীর রোমকূপসমূহ এক একটী রোমাবৃত, সে রাজপত্নী হইয়া থাকে। যাহার রোমকূপসমূহ দুই দুইটী রোমাবৃত, সে সুখভাগিনী হইয়া থাকে এবং যাহার রোমকূপসমূহ তিন তিনটী রোমের দ্বারা আবৃত, সে বিধবা ও দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। বৃত্ত ও মাংসল জানুদ্বয় প্রশস্ত। যাহার জানু নির্ম্মাংস, সে স্বৈরচারিণী হইয়া থাকে এবং যাহার জানু বিশ্লথ, সে দরিদ্রা হইয়া থাকে। ২৯-৩০। যাহার উরুদ্বয় শিরাহীন, করভাকার, মসৃণ, ঘন, সুবৃত্ত এবং রোমরহিত, সে রাজপত্নী হয়। যাহার উরুদ্বয় রোমযুক্ত, সে বিধবা হয়। যাহার উরুদ্বয় চিপিট, সে দুর্ভগা হয়। যাহার উরুদ্বয় শিরাল, সে মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং যাহার উরুদ্বয় কঠিন, সে দরিদ্রা হইয়া থাকে। ২১-৩২। স্ত্রীগণের সমুন্নত নিতম্বযুক্ত চতুরস্র এবং চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিপরিমিত কটি প্রশস্ত এবং উহা বিনত, চিপিট, দীর্ঘ এবং নির্ম্মাংস হইলে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। নারীর কটি হ্রস্ব ও রোমযুক্ত হইলে সে দুঃখিনী ও বিধবা হইয়া থাকে। ৩৩-৩৪। স্ত্রীলোকের নিতম্ব উন্নত, মাংসল এবং স্থূল হইলে মহা ভোগদায়ক হইয়া থাকে এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহা দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। স্ফিক্‌দ্বয়, কপিত্থ ফলের ন্যায় বৃত্ত, মৃদুল, মাংসল, ঘন এবং বলিবিরহিত হইলে রতি-সৌখ্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। ৩৫-৩৬। * * *

* * * *। ৩৭—৪৩। * * * *

* * * * * * * * * *

বিপুল, অল্প উন্নত এবং কোমল বস্তিই প্রশস্ত এবং উহা রোমশ, শিরাল ও রেখাঙ্কিত হইলে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত নাভি, সুখ ও সম্পদের দ্যোতক এবং উহা বামাবর্ত্ত, উচ্চ এবং ব্যক্তগ্রন্থি হইলে অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৪৪-৪৫। যে নারীর কুক্ষি পৃথু, সে সুখী হয় এবং অনেক তনয় প্রসব করে। ভেকের উদরের ন্যায় যাহার কুক্ষি, সে ক্ষিতীশ পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। আর যাহার কুক্ষি উন্নত সে বন্ধ্যা হয়; যাহার কুক্ষি বলিযুক্ত সে প্রব্রজিতা হয় এবং যাহার কুক্ষি আবর্ত্তযুক্ত, সে দাসী হইয়া থাকে। ৪৬-৪৭।

* এই কয়টী শ্লোকের অনুবাদ অতি ব্রীড়াব্যঞ্জক ও তাদৃশ উপযোগী নহে; এই কারণে পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা এই বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সামুদ্রিক গ্রন্থে স্ত্রীলক্ষণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। প্রকাশক।

স্ত্রীলোকের পার্শ্বদেশ সম, মাংসল, মগ্নাস্থি ও কোমল হইলে, সৌভাগ্য এবং সুখ লাভ হইয়া থাকে এবং যাহার পার্শ্বদ্বয় দৃশ্যশিরা, উন্নত ও রোমযুক্ত হয়, সে অনপত্য ও দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। ৪৮-৪৯। যাহার উদর তুচ্ছ, শিরাহীন ও মৃদুত্বক্, সে ভোগাঢ্য হয় এবং বহুতর মিষ্টান্ন সেবন করে, এবং উহা কুম্ভ, কুষ্মাণ্ড, মৃদঙ্গ ও যবাকার হইলে সেই উদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না ও দরিদ্র হইতে হয়। ৫০-৫১। যাহার উদর অতিশয় বিশাল, সে অনপত্য ও দুর্ভগা হয়; যাহার হৃদয় লম্বমান, সে শ্বশুর ও দেবরকে বিনষ্ট করে। মধ্যদেশ কৃশ হইলে সৌভাগ্যবতী হয় এবং তাহা ত্রিবলীযুক্ত হইলে বিশেষ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। রোমাবলী ঋজু ও সূক্ষ্ম হইলে বিশেষ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫২-৫৩। স্ত্রীগণের রোমাবলী, কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল এবং বিচ্ছিন্ন হইলে চৌর্য্য, দৌর্ভাগ্য ও বৈধব্য বিধান করিয়া থাকে। যাহার হৃদয় রোমহীন, সম এবং নিম্নত্ববিরহিত, সে ঐশ্বর্য্যবতী ও পতিপ্রেমভাগিনী হয় ও বিধবা হয় না। ৫৪-৫৫। যাহার হৃদয় বিস্তীর্ণ, সে অতিশয় নির্দ্দয় ও পুরুষান্তরগামিনী হইয়া থাকে। যে নারীর হৃদয়ে অধিক রোম নির্গত হয়, সে নিশ্চয়ই পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। অষ্টাদশ অঙ্গুলি-পরিমিত, পীবর ও উন্নত বক্ষঃস্থলই সুখজনক এবং উহা রোমশ, বিষম ও পৃথু হইলে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ৫৬-৫৭। ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও সম স্তনদ্বয়ই প্রশস্ত এবং উহা স্থূলাগ্র, বিরল ও শুষ্ক হইলে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। যাহার স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, সে পুত্রবতী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় এবং যাহার স্তন বামে উন্নত হয়, সে সৌভাগ্যসুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। ৫৮-৫৯। স্তনদ্বয় অরঘট্টস্থিত (ঘটীযন্ত্রস্থ) ঘটীতুল্য হইলে দুঃশীলতার পরিচায়ক হইয়া থাকে এবং উহা পীবরাস্য, সান্তরাল ও স্থূলোপান্ত হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহার স্তনমূল স্থূল ও ক্রমশঃ কৃশ হইয়া আসিয়াছে ও যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই নারী প্রথমতঃ সুখভাগিনী হইয়া, পশ্চাৎ অতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ৬০-৬১। সুদৃঢ়, শ্যামবর্ণ ও সুবর্ত্তুল চুচুকদ্বয়ই প্রশস্ত এবং উহা অন্তর্মগ্ন দীর্ঘ ও কৃশ হইলে, অতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। জত্রুদ্বয় পীবর হইলে বহুতর ধন-ধান্য ভোগ হইয়া থাকে এবং উহা শ্লথাস্থি, বিষম ও নিম্ন হইলে, দুঃখিনী হইতে হয়। ৬২-৬৩। স্কন্ধদ্বয় অবক্র, অনত, অদীর্ঘ ও অকৃশ হইলে শুভকর হয় এবং উহা বক্র, স্থূল ও রোমযুক্ত হইলে বৈধব্য ও দাসীত্বের কারণ হইয়া থাকে। নিগূঢ়াস্থি, স্রস্তাগ্র ও সুসংহত অংশদ্বয় শুভকর এবং উহার অগ্রভাগ উচ্চ হইলে বৈধব্য ও নির্ম্মাংস হইলে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়া

থাকে। ৬৪ ৬৫। কক্ষদ্বয়, সূক্ষ্মরোমবিশিষ্ট, তুঙ্গ, স্নিগ্ধ ও মাংসল হইলে শুভকর হইয়া থাকে এবং উহা গম্ভীর, শিরাল, স্বেদযুক্ত ও মেদুর হইলে দুঃখ-জনক হয়। হস্তদ্বয়, গূঢ়াস্থি, গূঢ়গ্রন্থি, কোমল, বিশিরা, রোমহীন ও সরল হইলে শুভকর হয় এবং উহা স্থূলরোমযুক্ত ও হ্রস্ব হইলে বৈধব্য ও দুর্ভাগ্যের সূচক হইয়া থাকে। নারীগণের হস্তের শিরাসমূহ প্রকাশিত থাকিলে, তাহাতে বহু ক্লেশ ভোগ হয়। ৬৬-৬৮। মৃগাক্ষীগণের হস্ত (মণিবন্ধ হইতে অগ্র পর্য্যন্ত) পদ্মমুকুলাকার ও সম্মুখাঙ্গুলি হইলে, তাহা বহুতর ভোগের সাধন হইয়া থাকে। হস্ততল কোমল, মধ্যোন্নত, রক্তবর্ণ, অরন্ধ্র এবং প্রশস্ত ও স্বল্পরেখাযুক্ত হইলে শুভকর হয়। হস্ততল বহুরেখাযুক্ত হইলে বিধবা হইতে হয়; রেখাহীন হইলে দরিদ্র হইতে হয় এবং শিরাযুক্ত হইলে ভিক্ষুক হইতে হয়। ৬৯-৭১। পাণিপৃষ্ঠ, রোম ও শিরাহীন এবং সমুন্নত হইলে শুভকর হয় এবং উহা শিরা ও রোমযুক্ত এবং নির্ম্মাংস হইলে বৈধব্যের হেতু হইয়া থাকে। কররেখা রক্তবর্ণ, ব্যক্ত, গভীর, স্নিগ্ধ, বর্ত্তুল ও পূর্ণ হইলে, শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২-৭৩। স্ত্রীলোকের বামহস্ততলে মৎস্যাকার রেখা থাকিলে, সে ভাগ্যবতী হয়; স্বস্তিক-রেখা থাকিলে ধনশালিনী হয় এবং পদ্মাকার রেখা থাকিলে সে রাজপত্নী হইয়া, রাজমাতা হয়। রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষীর পাণীতলে প্রদক্ষিণ স্বস্তিকরেখা দেখা গিয়া থাকে। হস্তে শঙ্খ, আতপত্র এবং কমঠাকার রেখানিচয় নৃপমাতৃত্বের সূচক হইয়া থাকে। ৭৪-৭৫। হস্তে তুলা ও মীনাকৃতি রেখা থাকিলে, সে বণিকের পত্নী হয়। স্ত্রীলোকের হস্তে গজ, বাজি, বৃষ, প্রাসাদ এবং বজ্রাকার রেখা থাকিলে, সে তীর্থকর—(যে বহুতর তীর্থ ভ্রমণ করে) পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যাহার হস্তে শকট ও লাঙ্গলাকৃতি রেখা থাকে, সে কৃষীবলের পত্নী হইয়া থাকে। ৭৬-৭৭। যাহার হস্তে চামর, অঙ্কুশ ও কোদণ্ড রেখা থাকে, সে রাজপত্নী হয়। যে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নির্গত হইয়া, একটী রেখা কনিষ্ঠার মূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরি-ত্যাগ করিবে। যাহার হস্তে ত্রিশূল, অসি, গদা, শক্তি এবং দুন্দুভির ন্যায় রেখা থাকে, সে পৃথিবীতে দানের দ্বারা বহুতর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের হস্তে কঙ্ক, জম্বুক, মণ্ডূক, বৃক, বৃশ্চিক, সর্প, রাসভ, উষ্ট্র ও বিড়ালাকৃতি রেখা থাকিলে, সে সমস্ত অতিশয় দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। ৭৮-৮০। সরল, বৃত্ত, বৃত্তনখ এবং কোমল অঙ্গুষ্ঠ হইলে, তাহা শুভকর হইয়া থাকে এবং শোভন পর্ব্বযুক্ত, দীর্ঘ, বৃত্ত এবং ক্রমশঃ কৃশ অঙ্গুলিনিচয় শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং

উহারা চিপিট, সঙ্কুচিত, রুক্ষ এবং পৃষ্ঠে রোমযুক্ত হইলে অশুভকর হয়। ৮১-৮২। অঙ্গুলিসমূহ অতিশয় হ্রস্ব, কৃশ, বক্র এবং বিরল হইলে বহুতর রোগের হেতু হইয়া থাকে। অঙ্গুলিনিচয় বহু পর্ব্বযুক্ত হইলে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। নখসমূহ অরুণবর্ণ, সশিখ এবং তুঙ্গ হইলে অশুভকর হয় এবং নিম্ন, বিবর্ণ, শুক্ত্যাভ ও পীতবর্ণ হইলে দরিদ্রতার হেতু হইয়া থাকে। ৮৩-৮৪। যে সমস্ত স্ত্রীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহারা প্রায় স্বৈরিণী হইয়া থাকে এবং পুরুষগণেরও এইরূপ নখ থাকিলে তাহারা দুঃখী হইয়া থাকে। ৮৫। পৃষ্ঠের বংশদণ্ড অন্তর্নিমগ্ন ও মাংসল হইলে শুভকর হয় এবং উহা রোমযুক্ত হইলে বৈধব্যের হেতু হইয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন, বিনত এবং শিরাযুক্ত হইলে দুঃখভাগিনী হইতে হয়। কৃকাটিকা সরল, সমাংস ও সমুন্নত হইলে শুভকর হয় এবং শুষ্ক, শিরাযুক্ত, রোমাঢ্য, বিশাল এবং কুটিল হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। মাংসল, বর্ত্তুল এবং চতুরঙ্গুলিপরিমিত কণ্ঠদেশ প্রশস্ত। ৮৬-৮৮। রেখাত্রয়াঙ্কিতা, অব্যক্তাস্থি এবং সুসংহত গ্রীবাই প্রশস্ত এবং উহা মাংসহীন, চিপিট, দীর্ঘ ও সঙ্কুচিত হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। যাহার গ্রীবা অতিশয় স্থূল, সে বিধবা হয়। যাহার গ্রীবা বক্র, সে কিঙ্করী হয়। যাহার গ্রীবা চিপিট সে বন্ধ্যা হয় এবং যাহার গ্রীবা হ্রস্ব সে পুত্র প্রসব করে না। ৮৯-৯০। বৃত্ত, পীন, সুকোমল এবং অঙ্গুলিদ্বয়-পরিমিত চিবুকই প্রশস্ত এবং উহা স্থূল, দ্বিধাবিভক্ত, আয়ত এবং রোমযুক্ত হইলে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। হনু, চিবুকের সহিত সংলগ্ন, নির্লোম ও সুঘন হইলে শুভকর হয় এবং বক্র, স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব এবং রোমশ হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। ৯১-৯২। কপোলদ্বয় বৃত্ত, পীন ও সমুন্নত হইলে শুভকর, হইয়া থাকে এবং উহা রোমযুক্ত, পরুষ, নিম্ন ও নির্ম্মাংস হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকগণের বদনই সম, সমাংস, সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধযুক্ত, বর্ত্তুল এবং পিতৃবদনানুকারী হইয়া থাকে। ৯৩-৯৪। যাহার অধর, পাটলবর্ণ, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ এবং মধ্যস্থলে রেখা বিভূষিত, সে নৃপতিপত্নী হইয়া থাকে এবং উহা কৃশ, প্রলম্ব, স্ফুটিত এবং রুক্ষ হইলে দুর্ভাগ্যের সূচক হয়। স্ত্রীলোকের অধরোষ্ঠ শ্যাব ও স্থূল হইলে সে বিধবা ও অতিশয় কলহকারিণী হইয়া থাকে। ৯৫-৯৬। উত্তরোষ্ঠ মসৃণ, মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত এবং রোমরহিত হইলে উত্তমভোগপ্রদ হইয়া থাকে এবং ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল প্রদান করে। দন্তসমূহ গোদুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, দ্বাত্রিংশৎপরিমিত, উপরনীচে সমানভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত হইলে শুভকর হয় এবং পীতবর্ণ, শ্যাব, স্থূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্ত্যাকার ও বিরল

হইলে তাহা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে। ৯৭-৯৯। নিম্নপংক্তিতে অধিক দন্ত থাকিলে, সে নিশ্চয় মাতাকে ভক্ষণ করে এবং বিকট দন্ত থাকিলে পতিহীনা হয় ও দন্তসমূহ বিরল হইলে নারী কুলটা হইয়া থাকে। শোণ ও অসিতবর্ণ এবং কোমল জিহ্বায় অভীষ্ট মিষ্টদ্রব্য ভোগ হইয়া থাকে এবং উহা মধ্যস্থলে সঙ্কীর্ণ ও পুরোভাগে বিস্তীর্ণ হইলে বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ১০০-১০১। যাহার জিহ্বা সিতবর্ণ, জলে তাহার মৃত্যু হয়। যাহার জিহ্বা শ্যামবর্ণ, সে অত্যন্ত কলহপ্রিয় হয়। যাহার জিহ্বা মাংসল, সে দরিদ্র হয়; যাহার জিহ্বা লম্বিত, সে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং যাহার রসনা বিশাল, সে অতিশয় প্রমাদভাজন হয়। স্নিগ্ধ, কোকনদতুল্য এবং কোমল তালুই প্রশস্ত। তালু সিতবর্ণ হইলে বৈধব্য, পীতবর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অপত্যবিয়োগ সহ্য করিতে হয় এবং উহা রুক্ষ হইলে বহুকুটুম্বিনী হইয়া থাকে। ১০২-১০৪। কণ্ঠঘণ্টা অস্থূল, সুবৃত্ত, ক্রমতীক্ষ্ণ, সুলোহিত ও অপ্রলম্ব হইলে শুভকর হয় এবং উহা স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। যে হাস্যে দন্তনিচয় অলক্ষিত হয়, যাহাতে লোচনদ্বয় নিমীলিত থাকে এবং যাহাতে কপোলদ্বয় কিঞ্চিৎ ফুল্ল হয়, রমণীগণের তাদৃশ হাস্যই প্রশংসনীয়। ১০৫-১০৬। সমবৃত্ত ও সমপুট এবং স্বল্পচ্ছিদ্রবিশিষ্ট নাসিকা শুভকর এবং উহা স্থূলাগ্র, মধ্যনম্র এবং সমুন্নত হইলে, অশুভকর হইয়া থাকে। নাসিকার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত ও অরুণবর্ণ হইলে বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নাসিকা চিপিট ও হ্রস্ব হইলে পরপ্রেষ্যা হয় এবং উহা দীর্ঘ হইলে কলহপ্রিয় হইতে হয়। ১০৭-১০৮। যে নারীর ক্ষুত (হাঁচি) সজোরে ও এককালীন তিন চারটী হয়, সে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। মধ্যে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ তারকাযুক্ত, গোক্ষীরের ন্যায় বিশদ, সুস্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্মযুক্ত লোচন-দ্বয় শুভকর হইয়া থাকে। যে উন্নতাক্ষী সে অল্লায়ু হয়। যাহার চক্ষু বৃত্ত, সে কুলটা হইয়া থাকে। যাহারা মেষাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেকরাক্ষী, তাহারা দুঃখ-ভাগিনী হয়। যাহার চক্ষু গাভির ন্যায় পিঙ্গ, সে অতিশয় কামুকী হয়। যে পারাবতাক্ষী, সে দুঃশীলা হয়। যে রক্তাক্ষী, সে পতিঘাতিনী হয়; যে কোটরাক্ষী, সে অতিশয় দুষ্টা হয়, যে গজনেত্রা, সে মঙ্গলভাগিনী হয় না। ১০৯-১১২। যাহার বামচক্ষু কাণ হয়, সে পুংশ্চলী হইয়া থাকে এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণ হয়, সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে। যাহার লোচন মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সে ধন-ধান্য-শালিনী হইয়া থাকে। পক্ষ্মসমূহ সুঘন, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম হইলে ভাগ্যবতী হয় এবং উহারা কপিলবর্ণ, বিরল এবং স্থূল হইলে ক্লেশপ্রদ হইয়া থাকে। ১১৩-

১১৪। সুবর্ত্তুল, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অসংহত, মৃদু রোমযুক্ত এবং চাপাকৃতি ভ্রূদ্বয়ই প্রশস্ত এবং খররোমযুক্ত, বিকীর্ণ, মিলিত এবং পিঙ্গলবর্ণ ভ্রূদ্বয় অমঙ্গলকর হইয়া থাকে। ১১৫-১১৬। লম্ব এবং শুভাবর্ত্ত কর্ণদ্বয়ই সুখকর ও শুভপ্রদ হইয়া থাকে এবং উহা শষ্কুলীরহিত, শিরাযুক্ত, কুটিল ও কৃশ হইলে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে। শিরাবিহীন, নির্লোম, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অনিম্ন এবং অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত ভালদেশ সৌভাগ্য এবং আরোগ্যের কারণ হইয়া থাকে। ১১৭-১১৮। ললাটে স্বস্তিক-রেখা থাকিলে রাজ্য-সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। যাহার মস্তক প্রলম্ব, সে নিশ্চয় দেবরঘাতিনী হয় এবং উহা রোমশ, শিরাল ও উন্নত হইলে রোগিণী হইয়া থাকে। ১১৯-১২০। সরল সীমন্তদেশই প্রশস্ত এবং সমুন্নত গজকুম্ভাকার ও সুবৃত্ত মৌলি সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। যাহার মস্তক স্থূল, সে বিধবা হয়, যাহার মস্তক দীর্ঘ সে বেশ্যা হইয়া থাকে এবং যাহার মস্তক বিশাল সে হতভাগিনী হইয়া থাকে। ১২১-১২২। কেশসমূহ অলিকুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, কোমল ও উহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইলে শুভকর হয় এবং উহারা পরুষ, স্ফুটিতাগ্র, বিরল, পিঙ্গলবর্ণ, লঘু ও রুক্ষ হইলে দুঃখ, দারিদ্র্য এবং বন্ধের কারণ হইয়া থাকে। ১২৩-১২৪। স্ত্রীলোকের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে মশকরেখা থাকিলে, তাহা রাজ্যের সূচক হয়। বাম কপোলে শোণবর্ণ মশক-রেখা থাকিলে, তাহাতে বহুতর মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ে তিলক কিম্বা পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ বা ত্রিশূলাদি-চিহ্ন থাকে, সে সৌভাগ্যবতী হয়। যাহার দক্ষিণ স্তনে শোণবর্ণ তিলক বা পদ্মাদি-চিহ্ন থাকে, সে চারিটী কন্যা এবং তিনটী তনয় প্রসব করে। যাহার বাম স্তনে তিলক বা পদ্মাদি চিহ্ন থাকে, সে একটী তনয় প্রসব করিয়া বিধবা হয়। যাহার গুহ্যের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকে সে ক্ষিতি-পতির পত্নী হয় ও ক্ষিতিপতনয় প্রসব করিয়া থাকে। যে রাজমহিষী হয়, তাহারই নাসিকার অগ্রভাগে শোণবর্ণ মশক-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ১২৫-১২৯। যাহার নাসিকার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ মশক-চিহ্ন থাকে, সে পতিঘাতিনী ও পুরুষান্তর-চারিণী হইয়া থাকে। নাভির নিম্নে তিলক, মশক ও পদ্মাদ্যাকর চিহ্ন থাকিলে, সে সমস্ত শুভকর হইয়া থাকে। গুল্ফদেশে মশক বা তিলক-চিহ্ন থাকিলে, তাহা দরিদ্রতার কারণ হয়। কর, কর্ণ, কপোল ও বামকণ্ঠে তিলক, মশক বা পদ্মাদ্যাকার চিহ্ন থাকিলে নারী প্রথমগর্ভেই পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যাহার ভালদেশে ত্রিশূল-চিহ্ন থাকে, সে বহুতর স্ত্রীর উপর আধিপত্য লাভ করে। যে স্ত্রী নিদ্রাবস্থায় দন্তসজ্বর্ষণ করে বা প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করে, সে সুলক্ষণাক্রান্ত

হইলেও তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে। হস্তের রোমসমূহ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত হইলে শুভকর হয় এবং বামাবর্ত্ত হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। ১৩০-১৩৪। নাভি, কর্ণ ও বক্ষঃস্থল দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে শুভকর হইয়া থাকে। পৃষ্ঠবংশের দক্ষিণে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিলে সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার পৃষ্ঠের মধ্যস্থল নাভির ন্যায় বর্ত্তুলাকার, সে দীর্ঘায়ু ও পুত্রবতী হইয়া থাকে * * *

* * * * * * * *

। ১৩৫-১৩৭। পৃষ্ঠাবর্ত্তদ্বয় যদি উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে শুভকর হয় না, পরন্তু, সেই একটী আবর্ত্তের বলে পতিঘাতিনী হইয়া, অন্যটীর বলে পুংশ্চলী হইতে হয়। দক্ষিণাবর্ত্ত কণ্ঠগামী হইলে দুঃখ ও বৈধব্যের কারণ হয়। যাহার সীমন্তে কিম্বা ললাটে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিবে, তাহাকে দূর হইতেই যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিবে। ১৩৮-১৩৯। যাহার কৃকাটিকার মধ্যস্থলে বামাবর্ত্ত বা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমরাজি থাকে, সে সম্বৎসরের মধ্যে পতিকে বিনষ্ট করে। ১৪০। যাহার মস্তকে একটী এবং বামভাগে দুইটী বামাবর্ত্ত হয়, সে দশদিনের মধ্যেই পতি-ঘাতিনী হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার কটিতে আবর্ত্ত থাকে, সে কুলটা হয়; যাহার নাভিতে আবর্ত্ত থাকে, সে পতিব্রতা হয় এবং যাহার পৃষ্ঠের আবর্ত্ত থাকে সে ভর্ত্তৃঘ্নী অথবা কুলটা হইয়া থাকে। ১৪১-১৪২।

স্কন্দ কহিলেন, যে স্ত্রী সুলক্ষণা হইয়া দুঃশীলা হয়, সে কুলক্ষণশিরোমণিরূপে গণ্য হইয়া থাকে এবং যে স্ত্রী কুলক্ষণসমূহে আক্রান্ত হইয়াও সাধ্বী হয়, সেই স্ত্রী সমস্ত সুলক্ষণের আধাররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে, সুল-ক্ষণাক্রান্তা, সুচরিত্রা, স্বাধীনা ও পতিব্রতা স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে। ১৪৩-১৪৪। যে সমস্ত স্ত্রী পূর্ব্বজন্মে নানাবিধ অলঙ্কার সমূহের দ্বারা সুবাসিনীগণকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে সুরূপা হইয়া থাকে। যাহারা পূর্ব্বজন্মে কোন পুণ্য তীর্থে স্নান বা দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে সুন্দরী ও সুলক্ষণা হইয়া থাকে। ১৪৫-১৪৬। যাহারা পূর্ব্বজন্মে জগন্মাতা অম্বিকার অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহারাই সুন্দর চরিত্রযুক্ত ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা হইয়া থাকে। স্বাধীনভর্ত্তৃকা ও সুশীলা মৃগলোচনাগণ, সুলক্ষণের ফলে এই স্থানেই স্বর্গ ও অপবর্গ-সুখ লাভ করিয়া থাকে। ১৪৭-১৪৮। প্রমদাগণ, স্বীয় শোভনচরিত্র এবং সুলক্ষণসমূহের গুণে স্বল্পায়ু পতিকেও দীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি, প্রথমেই লক্ষণমূহ পরীক্ষা করিয়া,দুর্লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুলক্ষণ

যুক্ত স্ত্রীকেই বিবাহ করিবে। ১৪৯-১৫০। হে ঘটোদ্ভব! আমি গৃহস্থগণের সুখের জন্য স্ত্রীলক্ষণসমূহ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বিবাহের কয় প্রকার ভেদ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫১।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সদাচার প্রসঙ্গে বিবাহাদি কথন।

স্কন্দ কহিলেন, কলসোদ্ভব। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ পরিকর্ত্তিত আছে। ১। বরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক, বিধিপূর্ব্বক অলঙ্কৃতা প্রদান কন্যাকে করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলা গিয়া থাকে; এই প্রকার বিধি অনুসারে প্রদত্তা কন্যার পুত্র জন্মিলে, সেই পুত্র, এক বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে। ২। যজ্ঞ-কর্ম্মনিরত ঋত্বিককে বিনা আহ্বানা-দিতে কন্যা প্রদান করিলে তাহাকে দৈব-বিবাহ বলা যায়; এই দৈববিধি অনুসারে বিবাহিতা কন্যার পুত্র, চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। বরের নিকট ধেনুদ্বয়গ্রহণ করিয়া কন্যাপ্রদত্ত হইলে, তাহাকে আর্ষ-বিবাহ বলা যায়; আর্ষবিধি অনুসারে বিবাহিত কন্যার পুত্র ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। ৩। বর যদি নিজে প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে "এই কন্যা ও তুমি পরস্পর মিলিত হইয়া ধর্ম্ম আচরণ কর" এই প্রকার আদেশ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে তাহাকে প্রাজা-পত্যবিধি বলা যায়; এই প্রাজাপত্যবিধি অনুসারে বিবাহিত কন্যার পুত্র ও ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। ৪। এই চারি প্রকার বিবাহই ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মার্হ, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হয়। ধনাদি দ্বারা কন্যা ক্রয় পূর্ব্বক বিবাহের নাম আসুর-বিবাহ। বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগে গোপনে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বলা যায়। ৫। বলপূর্ব্বককন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ করা যায়, তাহাকে রাক্ষস-বিবাহ বলা যায়; এই রাক্ষস-বিবাহ সজ্জনগণের নিন্দনীয়। কোন ছলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করার নাম পৈশাচ-বিবাহ, এই বিবাহ সমাজে বড়ই নিন্দনীয়। ৬। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সম্বন্ধে প্রায়ই আসুর, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস-বিবাহ বিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই অতি পাপকারী অষ্টম পৈশাচ-বিবাহ,

পাপিষ্ঠগণের মধ্যেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। ৭। ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ কালে ব্রাহ্মণকন্যা, পতির হস্ত ধারণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যা একটী বাণ গ্রহণ করিবে, বৈশ্য-কন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিবে। অসবর্ণ বিবাহ স্থলেই এই প্রকার বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সবর্ণ বিবাহস্থলে সকল জাতীয় কন্যারই নিজ নিজ পতির গ্রহণ করিতে হইবে। ৮-৯। ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের ফলে শতবর্ষজীবী ও ধার্ম্মিক সন্তানগণই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং উক্তরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত বিবাহ করিলে ক্ষীণায়ু, অল্পভাগ্য ও দরিদ্র সন্তান উৎপন্ন হয়। ১০। ঋতুকালে নিজ পত্নীতে গমনই গৃহীগণের পরম ধর্ম্ম, কিন্তু স্ত্রীগণের অভিলাষানুসারে পর্ব্বদিন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক; মৈথুন করিলে কোন অহিত সম্ভাবনা নাই। ১১। দিবাভাগে মৈথুন করিলে পরমায়ুঃ ক্ষয় হইয়া থাকে; বুদ্ধিমান্ মনুষ্য, শ্রাদ্ধের দিন এবং সকল পর্ব্বদিন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদারসঙ্গ করিবেন। ১২। পর্ব্বদিনে এবং শ্রাদ্ধাহে মৈথুন করিলে পুরুষ, স্বীয় ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়। ১৩। যে ব্যক্তি ঋতুকালেই গমন করে এবং স্বদারনিরত হয়, সে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিলেও ব্রহ্ম-চারীস্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৪। ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের ঋতু প্রবৃত্ত থাকে, ইহার চারি রাত্রিই গমনানর্হ; যুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে সন্তান জন্মে এবং অযুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ১৫। চন্দ্রগ্রহণ, মঘা, পৌষ্য ও পুরুষনামক নক্ষত্রযুক্ত সময় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া, নিজ পত্নীতে গমন করিবে। এই প্রকার গমনেই পত্নী, ধর্ম্ম ও অর্থ সাধক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ১৬। পূর্ব্বে আর্ষ-বিবাহ প্রকরণে যে ধেনুদ্বয় গ্রহণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও প্রশস্ত নহে, কারণ কন্যাশুল্ক, অল্প হইলে ও তাহা সম্পূর্ণ কন্যাবিক্রয়পাপের হেতু হইয়া থাকে। ১৭। যে ব্যক্তি অপত্যবিক্রয় করে, সে এক কল্প পর্য্যন্ত বিট্‌কৃমি-ভোজন নামক নরকে বাস করিয়া থাকে; এই কারণে পিতার, কন্যাসম্বন্ধি ধন অল্প ও ভোগ করা উচিত নহে। ১৮। যে সকল বান্ধবগণ, মোহপ্রযুক্ত স্ত্রাধনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারাই যে কেবল নরকে গমন করে এমত নহে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও নরকে নিপতিত হয়। ১৯। যে সংসারে স্ত্রী, স্বামীর অনুরাগিণী এবং পতি নিজ স্ত্রীর প্রতি পরিতুষ্ট, সে সংসারে নিশ্চয়ই নারায়ণের সহিত মহালক্ষ্মী বাস করিয়া থাকেন। ২০। বাণিজ্য, রাজসেবা বেদা-নধ্যাপন, কুবিবাহ এবং ক্রিয়ালোপ এই কয়টী পদার্থই ব্রাহ্মণ কুলের পতনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ২১। বৈবাহিক অগ্নিতেই প্রতিদিন ব্রাহ্মণ, গৃহ্যকর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়া ও দৈনন্দিন পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ২২।

উদূখল-মুষল, পেষণী (যাঁতা) চুল্লী, জলকুম্ভ ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটী দ্রব্যই গৃহস্থের প্রতিদিন বীজাদি হিংসার একমাত্র কারণ রইয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার হিংসাজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তই গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে; এই পঞ্চযজ্ঞ কেবল পাপনাশকারী এমত নহে, ইহা করিলে গৃহী পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন। ২৩-২৪। অধ্যাপনকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যায়, তর্পণ, পিতৃযজ্ঞ; হোম, দৈবযজ্ঞ; বলি, ভূতযজ্ঞ ও অতিথি পূজাকে নরযজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ২৫। পিতৃলোকের পরমপ্রীতির উদ্দেশে গৃহস্থের ফল, মূল, দুগ্ধ, জল ও অন্নের দ্বারা প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ২৬। বিধিপূর্ব্বক সৎপাত্রে গোদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, গৃহাগত ভিক্ষুককে সৎকার পূর্ব্বক ভিক্ষা দান করিলে তাদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ২৭। তপস্যা ও বিদ্যারূপ সমিৎপ্রদীপিত ব্রাহ্মণের মুখরূপ অগ্নিতে হুত অন্নাদি, দাতাগণকে অতি দুস্তর পাপ সমুদ্র ও নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। ২৮। কাহার গৃহে অতিথি ভগ্ন মনোরথ হইয়া, যদি প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই গৃহী ক্ষণকালমধ্যেই স্বকৃত নিখিল পুণ্য হইতে বঞ্চিত হয়। ২৯। গৃহী, অভ্যাগত ব্যক্তির পরিতুষ্টির জন্য মধুর বাক্য, শয্যার্থ ভূমি, আসন ও পাদ্য-জল প্রদান করিবে। ৩০। যে গৃহস্থ, পরপাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে ব্যক্তি, পরের পশুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ যে জন পরান্নপুষ্ট-শরীর, তাহার কৃত সকল পুণ্যই অন্নপ্রদাতা হরণ করিয়া থাকে। ৩১। সূর্য্যাস্ত-কালে যদি অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিধিপূর্ব্বক যত্ন সহকারে সৎকার করিবে, কারণ অসৎকৃত অতিথি প্রতিগমনকালে গৃহস্থকে অনন্ত পাপ প্রদান করিয়া গমন করিয়া থাকে। ৩২। অতিথিকে ভোজন করাইয়া, অবশিষ্ট অন্নভোজনকারী গৃহস্থ, আয়ুঃ ও ধনভাগী হয়; অতিথিকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অন্ন আহার করিলে গৃহাশ্রমী পাপভাগী হয়। ৩৩। বৈশ্বদেববলি সমাপ্ত হইলে বা আদিত্য অস্তগত হইলে অভ্যাগত ব্যক্তিকেই অতিথি বলা যায়। পূর্ব্বকালেই আগত বা পূর্ব্বপরিচিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অতিথি বলা যায় না। ৩৪। গৃহস্থ, যখন ভূতগণকে বলি প্রদানের জন্য হস্তে অন্ন গ্রহণ করে, সেই সময় যদি অন্য অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বলি প্রদান না করিয়াই অতিথিকে সামর্থ্যানু-সারে অন্ন প্রদান করিবে। ৩৫। বালক, সুবাসিনী, গর্ভিণী ও রোগাতুর পরিবার-বর্গকে অতিথির প্রথমেই ভোজন করিতে দিবে, ইহাতে অন্য কোন বিচার করিবে না। ৩৬। পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণকে অন্ন প্রদানান্তে ভোজন করিলে ভোজনের অমৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে উদর পরায়ণ ব্যক্তি, কেবল নিজের আহারের জন্য

অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপমাত্র ভোজন করিয়া থাকে। ৩৭। মধ্যাহ্নকালীন বৈশ্যদেববলি, গৃহস্থ নিজেই সম্পাদন করিবে; কিন্তু সায়ংকালের বৈশ্যদেববলি গৃহস্থপত্নী, মন্ত্র ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ন দ্বারা সম্পাদন করিবে। ৩৮। গৃহস্থাশ্রমে ইহার নামই সায়ংকালীন বৈশ্যদেববলি বলা যায়; এই প্রকার প্রযত্ন সহকারে প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন বৈশ্যদেববলি নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ৩৯। যাহারা বৈশ্যদেববলি প্রদান করে না বা যাহারা অতিথি সেবায় পরাঙ্মুখ, সেই সকল অধীতবেদ, দ্বিজাতি গৃহস্থগণকেও শূদ্র বলিয়াই জানা উচিত। ৪০। যে দ্বিজাধমগণ বৈশ্যদেববলি প্রদান না করিয়া আহার করে, ইহলোকে তাহারা অন্নহীন হয় ও পরজন্মে অধম কাকযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪১। গৃহস্থ, আলস্যশূন্য হইয়া বেদোদিত নিজ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, কারণ সেই সকল কর্ম্ম যথাশক্তি সম্পাদন করিতে পারিলে, অন্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়। ৪২। যষ্ঠী ও অষ্টমী তিথিতে সর্ব্বকালেই তৈল ও মাংসে পাপ বাস করিয়া থাকে, এই প্রকার পঞ্চদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও ক্ষুরে পাপ বাস করিয়া থাকে; এই কারণে সেই সেই তিথিতে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ৪৩। উদয়কালীন বা অস্তকালীন এবং গগণমধ্যগত সূর্য্য বিলোকন করিবে না। রাহুগ্রস্ত অথবা জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য দর্শন করিবে না। ৪৪। জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না, বৃষ্টির সময় দৌড়িবে না, বৎসবন্ধনরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না এবং উলঙ্গ হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিবে না। ৪৫। দেবতায়ন, ব্রাহ্মণ, ধেনু, মধু, মৃত্তিকা, ঘৃত, জাতিবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, তপস্বী, অশ্বত্থ-বৃক্ষ, চৈত্য-বৃক্ষ (চতুষ্পথ মধ্যস্থ বৃক্ষ) গুরু, জলপূর্ণ ঘট, সিদ্ধান্ন, দধি, সর্ষপ, এই সকল পদার্থকে গমনকালে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ৪৬-৪৭। রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করিবে না, স্ত্রীর সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, একবাসা হইয়া ভোজন করিবে না, এবং উৎকট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিবে না। ৪৮। তেজস্কামী ব্রাহ্মণ, কখন আহারনিরতা স্ত্রীকে অবলোকন করিবে না। পিতৃগণ ও দেবগণকে তৃপ্ত না করিয়া, কখনও কোন নূতন অন্ন ভোজন করিবে না। ৪৯। যিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও লড্ডুকাদি পক্কান্ন ও মাংস, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া ভোজন করিবেন না; গোচরণস্থানে, বল্মীক বা ভস্মের উপর কখনও মূত্রত্যাগ করিবে না। ৫০। প্রাণিযুক্ত গর্ত্তসমূহে প্রস্রাব করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়া বা গমন করিতে করিতে প্রস্রাব করিবে না। গো, বিপ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, নদ্যাদি ও গুরু এই সকলের মধ্যে কোন একটী

পদার্থ বিলোকন করিতে করিতে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। লোষ্ট্র, কাষ্ঠ বা তৃণাদির দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন পূর্ব্বক বস্ত্রের দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু রাত্রিকালে বা দিবসে, বৃক্ষাদির ছায়ায় বা অন্ধকারে যথা অভিরুচি যে কোন দিকে মুখ করিয়া, মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে; ভয় বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যথা অভিরুচি মলাদি পরিত্যাগ করিবে। মুখের দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, এবং উলঙ্গ স্ত্রীলোক দর্শন করিবে না। ৫১—৫৪।

অগ্নিতে পাদদ্বয় তাপিত করিবে না এবং তাহাতে অপবিত্র কোন বস্তু নিক্ষেপ করিবে না, প্রাণিহিংসা করিবে না, প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবে না। ৫৫। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবে না এবং কোন কালেই পশ্চিম বা উত্তরদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিবে না। জলে মূত্র বা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিবে না, এই সকল নিষিদ্ধ আচরণে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। ৫৬। ভক্ষণকারী গাভীকে কিছু বলিবে না, কাহাকেও অঙ্গুলি দ্বারা ইন্দ্রধনুঃ দেখাইবে না, কোন শূন্য গৃহে একাকী শয়ন করিবে না এবং নিদ্রিত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ করিবে না। ৫৭। একাকী পথ গমন করিবে না, অঞ্জলি করিয়া জল পান করিবে না, দিবা অথবা রাত্রিতে উদ্ধৃত-সার দধি ভক্ষণ করিবে না। ৫৮। ঋতুমতী নারীকে অভিবাদন করিবে না, রাত্রি-কালে পূর্ণ-আহার করিবে না, গীত-বাদ্যাদিতে আসক্ত হইবে না, কাংস্যপাত্রে পাদধৌত করিবে না। ৫৯। যে মূঢ়ব্যক্তি, নিজে শ্রাদ্ধ করিয়া, পরকীয়শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ব্যক্তি পাপভাগী হইবে এবং তাহার সহিত দাতাও শ্রাদ্ধফলে বঞ্চিত হইবে। ৬০। অন্য পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না, অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা ব্যবহার করিবে না, ভগ্ন পাত্রে আহার করিবে না, অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা দূষিত স্থানে উপবেশন করিবে না। ৬১। যে ব্যক্তি, দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে, তাহার গো-পৃষ্ঠে আরোহণ, শ্মশান-ধূমসেবা, নদী-সন্তরণ, নবীন রৌদ্র ও দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করা উচিত। ৬২। স্নান করিয়া গাত্রবস্ত্র বা হস্তের দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিবে না, পথমধ্যে কেশাদি পরিত্যাগ করিবে না, করদ্বয় অথবা মস্তক কম্পিত করিবে না এবং চরণের দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। ৬৩। দন্তের দ্বারা কখনও লোম বা নখ উৎপাটন করিবে না, নখের দ্বারা নখ ও তৃণের ছেদন করিবে না। ৬৪। যে কর্ম্ম উত্তর কালে শুভপ্রদ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। সম্মুখ দ্বার পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবহৃত প্রবেশ মার্গের দ্বারা নিজের এবং পরের বাটীতে প্রবেশ করিবে না। ৬৫। অক্ষক্রীড়া করিবে না, ধর্ম্মঘ্ন ব্যক্তি ও রোগীগণের সহিত

একত্রে অবস্থান করিবে না। কখনও উলঙ্গাবস্থায় শয়ন করিবে না, এবং এক হস্তে রাখিয়া অপর হস্তের দ্বারা কোন পদার্থ ভোজন করিবে না। ৬৬। আর্দ্রপাদ, আর্দ্রকর এবং আর্দ্রমুখ হইয়া ভোজন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়। আর্দ্রপাদে নিদ্রা যাইবে না এবং উচ্ছিষ্টমুখে গৃহ হইতে কোথায়ও গমন করিবে না। ৬৭। ব্রাহ্মণ, শয্যায় উপবেশন করিয়া, আহার, পান বা জপ করিবে না, পাদুকাবদ্ধ-পাদ হইয়া আচমন করিবে না এবং ভৃঙ্গারের নলনির্গত জলধারা পান করিবে না। ৬৮। সুখাভিলাষী ব্যক্তি, সায়ংকালে কেবলতিলনির্ম্মিত পদার্থ ভোজন করিবে না। বিষ্ঠা ও মূত্র দর্শন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট হস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে না। ৬৯। তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, কেশ বা কপালখণ্ডে অধিষ্ঠান করিবে না, পতিতগণের সহিত সম্পর্ক, পতনেরই কারণ হইয়া থাকে। ৭০। শূদ্রকে কখনও বৈদিক-মন্ত্র শ্রবণ করাইবে না, এই প্রকার করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত হয় এবং শূদ্রও ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। ৭১। শূদ্রগণকে বেদোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ করিলে নিজেরই মঙ্গলের হানি হয়, দ্বিজাতির শুশ্রূষাই শূদ্রগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭২। করদ্বয় দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করা শুভকর নহে, এই প্রকার করদ্বয়ে তাড়ন বা আক্রোশ কিম্বা কেশ উন্মোচনও শুভপ্রদ নহে। ৭৩। শাস্ত্রবিগর্হিতাচারী লুব্ধ নৃপতির নিকট প্রতিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মণ সপরিবারে একবিংশতি নরকে গমন করিয়া থাকে। ৭৪। অকালে মেঘগর্জ্জন বা বর্ষাকালে ধূলিবৃষ্টি হইলে, রাত্রিতে মহাবাতশব্দ শ্রুত হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৫। উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দিগ্দাহ, মধ্যরাত্রি, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল, শূদ্রের সমীপে, রাজার অশৌচ এবং সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ এই সকল কালে অনধ্যায় হইয়া থাকে। ৭৬। অমাবস্যা, অষ্টকা ও চতুর্দ্দশীতে অধ্যয়ন করিবে না, শ্রাদ্ধে আহার করিয়াও অধ্যয়ন করিবে না। ছয় দণ্ডকাল প্রতিপদ থাকিলে, সেই দিনে অধ্যয়ন করিবে না, হস্তী অথবা উষ্ট্র যদি পাঠকালে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৭। গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও শৃগাল চীৎকার করিলে, তৎকালে পাঠ বন্ধ করিবে, বহুলোক মিলিয়া যখন রোদন করে, সেই সময়েও পাঠ বন্ধ করিবে। উপাকর্ম্ম ও বিন্মূত্র পরিত্যাগ কালে, কুৎসিত বর্ত্মে, বৃক্ষোপরি বা জলমধ্যে অধ্যয়ন করিবে না। ৭৮। আরণ্যক অধ্যয়নান্তে, বাণশব্দ বা সামগানশব্দ শ্রুত হইলে অনধ্যায় হয়, এই সকল অনধ্যায়কালে দ্বিজ, কখনও অধ্যয়ন করিবে না। ৭৯। ভেক, মূষিক, কুক্কুর, সর্প ও নকুল প্রভৃতির দ্বারা যখন কোন বিঘ্ন উপস্থাপিত হয়, তৎকালেও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী,

অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবাস্যা তিথিতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে (অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় হইবে)। ৮০। শত্রুর সেবা ও পরদারগমন আয়ুক্ষয়কর, এই জন্য যত্ন সহকারে এই দুইটী পরিত্যাগ করিবে। ৮১। পুরুষ, পূর্ব্বসম্পদ্‌হীন হইলেও আত্মাবমাননা করিবে না, কারণ যাহারা সর্ব্বদা উত্তমপরায়ণ, তাহাদের সম্পদ্‌ বিত্তা দুর্লভ নহে। ৮২। হে কুম্ভযোনে! প্রিয় ও সত্য বাক্যই বলিবে কদাচ অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিবে না, কিন্তু ইহা বলিয়া যে মিথ্যা প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে তাহাও নহে ; কোন প্রকার মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিবে না, ইহাই সনাতন-ধর্ম্ম। ৮৩। নিত্য প্রিয়বাক্যই বলিবে এবং প্রিয়-চিন্তা করিবে। ভদ্র ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ করিবে ; অভদ্রগণের সহিত কদাচ সম্পর্ক রাখিবে না। ৮৪। রূপ, বিত্ত ও কুলহীন ব্যক্তিগণকে, সুধী ব্যক্তি, কখনও নিন্দা করিবে না। অপবিত্র অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য বা জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবে না। ৮৫। বাক্য, জিহ্বা ও মনের বেগকে প্রতিরোধ করিবে। উৎকোচ, দ্যূত, দৌত্য অথবা পীড়িত জনের সম্বন্ধী অর্থ গ্রহণ করিবে না। ৮৬। উচ্ছিষ্ট-পাণির দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না ; কোন কারণ না থাকিলে সুস্থ ব্যক্তি নখ অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিবে না। ৮৭। গুহ্য-লোম সকলও স্পর্শ করিবে না, কারণ ঐ সকল স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়। পাদধৌত জল, মূত্র এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জল স্পর্শ করিবে না। ৮৮। নিষ্ঠীবন ও শ্লেষ্মাকে গৃহের বাহিরেই ত্যাগ করিবে। দ্বিজাতিগণ, দিবারাত্রি শ্রুতি-জপ, সদাচার-নিষেবণ ও পরের অদ্রোহকর বুদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল নিজ পূর্ব্বজন্মসমূহের বৃত্তান্তই স্মরণ করিতে চেষ্টা করিবে। ৮৯। বৃদ্ধগণকে যত্নের সহিত সেবা করিবে এবং তাঁহাদিগকে নিজের আসনে বসাইয়া সম্মান করিবে ; তাঁহাদের প্রতিগমনকালে বিনয়াবনতভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। ৯০।

বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, রাজা, সাধুব্যক্তি, তপস্বী ও পতিব্রতাস্ত্রীর কদাচও নিন্দা করিবেন না। ৯১। মনুষ্যের স্তুতি করিবে না, কখন আত্মাবমাননা করিবে না ; উৎসাহী মনুষ্যের উৎসাহ প্রতিরোধ করিবে না, পরমর্ম্ম ব্যথিত করিবে না। ৯২। অধর্ম্ম আচরণ করিলে প্রাণী, প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শত্রুসমূহকেও জয় করিতে পারে ও নানা প্রকার মঙ্গলও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শেষে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ৯৩। পরনির্ম্মিত জলাশয়ে স্নানকালে তাহা হইতে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া, পরে তাহাতে স্নান করিবে। যদি পাঁচটা মৃৎপিণ্ড উদ্ধার না করিয়াই পর জলাশয়ে স্নান করে, তাহা হইলে স্নানকারী জলাশয় প্রতিষ্ঠাতার পাপসমূহের

চতুর্থাংশের একাংশভাগী হয়। ৯৪। উপযুক্ত দেশে ও উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্র লাভ করিয়া, তাহাকে যদি স্বল্পও দান করা যায়, তাহা হইলে সেই অল্প দানও অনন্ত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৯৫। যে ভূমিপ্রদান করে, সে মণ্ডলাধীশ হয়; অন্নপ্রদানকারী জনগণ সর্ব্বত্রই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে জল প্রদান করে, সে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকে; রৌপ্য প্রদান করিলে পরজন্মে পরম রূপবান্ হয়। ৯৬। প্রদীপপ্রদাতা, বিমল নেত্র লাভ করে; গো-প্রদানকারী সূর্য্যালোকে গমন করিতে পারে; সুবর্ণ দান করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়; তিল-প্রদাতা সুসন্তান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৭। গৃহপ্রদান করিলে উৎকৃষ্ট সৌধের ঈশ্বর হওয়া যায়; বস্ত্রপ্রদাতা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। অশ্বপ্রদ ব্যক্তি উত্তম উত্তম যান লাভ করিতে পারে; বৃষভপ্রদাতা ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৮। শিবিকা প্রদান করিলে সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করিতে পারা যায় এবং সুন্দর পর্য্যঙ্ক প্রদান করিলে সুন্দরী স্ত্রীলাভ হয়; সামর্থ্যবান্ জন, যদি অভয়প্রদ হয়, তাহা হইলে সে সর্ব্বদা ধান্যরাশির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ৯৯। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম, (অর্থাৎ বেদজ্ঞান) প্রদান করে, সে সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; ব্রহ্মপ্রদ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকেও মাননীয় হয়। যে ব্যক্তি কোন প্রকার উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রদান করাইয়া থাকে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মলোকে সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১০০।

শ্রদ্ধাসহকারে দান ও প্রতিগ্রহ করিলে দাতা ও গৃহীতা উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু অশ্রদ্ধায় দান বা প্রতিগ্রহ করিলে উভয়েই অধোগামী হয়। ১০১। মিথ্যাবাক্যে যজ্ঞ ক্ষরিত হয়; গর্ব্বিত জনের তপস্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; দানপূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করিলে দানফল বিনষ্ট হয়; ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয়। ১০২। গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শয্যা, শাক, মাংস, দুগ্ধ, দধি, মণি, মৎস্য, গৃহ ও ধান্য এই সকল পদার্থ অযত্নোপনত হইলে অবশ্য গ্রহণ করিবে। ১০৩। মধু, উদক, ফল, কাষ্ঠ, অভয়-দক্ষিণা, এই সকল পদার্থ নিকৃষ্ট জাতি হইতেও গ্রহণ করিবে। ১০৪। শূদ্রগণের মধ্যে স্থলবিশেষে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধহালিক ব্যক্তির ও অত্যন্ত ভক্তের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আহার করা যাইতে পারে। ১০৫।

এই প্রকারে দেব, পিতৃলোক ও ঋষিগণের ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, তনয়ের প্রতি গৃহভার অর্পণ পূর্ব্বক ঔদাসীন্য পরিগ্রহ করিবে। ১০৬। বার্দ্ধক্যে গৃহেতেও জ্ঞানাভ্যাস করা যাইতে পারে অথবা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাদৃশ ব্যক্তির

কাশীকে আশ্রয় করাই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এক সম্যক্‌প্রকার জ্ঞানবলেই মুক্তি হয় অথবা কাশীতে শরীর ত্যাগ করিতে পারিলেই মুক্তি হয়; এই দুইটী ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন কারণান্তর বিদ্যমান নাই। ১০৭। এক জন্মে পুরুষগণের সম্যক্‌প্রকার আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু বারাণসীতে শরীরত্যাগমাত্রেই মুক্তি নিশ্চিত রহিয়াছে। ১০৮। অদ্য হউক, কল্য হউক বা শতবর্ষ পরে হউক না কেন, এই দেহ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং দেহান্তে পুনর্ব্বার দেহ-ধারণও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কাশীতে এই নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে জীব অমৃতপদবী প্রাপ্ত হয়, তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না। ১০৯। কেবল সদাচারনিরত ব্যক্তিই সেই কাশীকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, এই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি অন্তঃকরণেও সদাচার বিলঙ্ঘন করিবে না। ১১০।

অগস্ত্য, এই প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার কার্ত্তিকেয়কে কহিলেন যে, "হে ভগবন্ কার্ত্তিকেয়! সদাচারের দ্বারা যে কাশীকে লাভ করিতে পারা যায়, সেই কাশীর বিষয় আপনি আমার নিকট বারম্বার কীর্ত্তন করুন। ১১১। হে স্কন্দ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বারাণসীতে কোন্ কোন্ শিবলিঙ্গ সকল জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন; আপনি ইহার সম্যক্‌প্রকার উত্তর প্রদান করুন। ১১২। কাশীবিরহে আমার প্রীতি নাই, কাশীবিনা আমার কোন পদার্থেই আসক্তি নাই। হে ষড়ানন! কাশীর বিরহে আমি চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। ১১৩। আমি নিদ্রিত নহি অথচ যে জাগরিত আছি, তাহাও নহে; কাশীর বিরহে আমি অন্নাহার করি না, অন্য কি বলিব আমি জল পর্য্যন্তও পান করি না। আপনার মুখ হইতে নির্গত 'কাশী' এই অক্ষররূপ অমৃত পান করিয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি"। ১১৪।

মৈত্রাবরুণিকর্ত্তৃক কথিত এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কার্ত্তিকেয় পুনর্ব্বার অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১১৫।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

অবিমুক্তেশ্বর বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! মুক্তিক্ষেত্র-অবিমুক্তবিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ কর। যিনি নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাত্মক, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, অব্যক্ত, স্থূল ও সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, জীবগণকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য অন্যত্র না থাকিয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করত জীবগণকে কেন মুক্ত করিয়া থাকেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্যস্থানে কেহ যদ্যপি মহৎ যোগানুষ্ঠান করে বা নিষ্কাম হইয়া মহাদান করে কিম্বা বহুতর কঠোর তপস্যা করে, তবেই মহাদেব তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু কাশীতে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য তিনি কাহারও মহৎ যোগানুষ্ঠান বা মহাদান কিম্বা কঠোর তপস্যার অপেক্ষা করেন না। কারণ কাহারও মহান্ উপসর্গ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে কাশী হইতে বিযুক্ত করেন না। ১-৬। এইস্থানে বাস করার নামই মহাযোগ; এস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাহারই নাম মহাদান। কাশীক্ষেত্রে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করত মুক্তিমণ্ডপে আগমন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করার নামই মহতী তপস্যা। কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষুককে আদর পূর্ব্বক ভিক্ষা দান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তুলাপুরুষ দান সেই ভিক্ষার ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। ৭-৯। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত থাকিয়া হৃদয়ে তাঁহাকে চিন্তা করত ক্ষণকাল নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া অবস্থান করাই উত্তম যোগ। ১০। ক্ষুধা ও তাপ প্রভৃতি গ্রাহ্য না করিয়া, ইন্দ্রিয় সমূহের চাঞ্চল্য নিবারণ করত কাশীক্ষেত্রে বাস করাই কঠোর তপস্যা। ১১। অন্যস্থানে মাসে মাসে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, কাশীতে চতুর্দ্দশী তিথিতে নক্ত-ভোজন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যস্থানে মাসোপবাস-ব্রত করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একটীমাত্র উপবাস করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১২-১৩। অন্যস্থানে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে একাদশীর উপবাস করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অন্যস্থানে ছয়মাস অন্ন ত্যাগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে

শিবরাত্রির উপবাস করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৪-১৫। অন্যস্থানে ব্রতশীল হইয়া এক বৎসর উপবাস করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, হে মুনে! কাশীতে ত্রিরাত্রমাত্র উপবাস করিলে অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অন্যস্থানে মাসে মাসে কুশাগ্রস্থিত জল পান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে উত্তরবাহিনীর জল এক গণ্ডূষমাত্র পান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৬-১৭। যে স্থানে মুমূর্ষু জীবগণের কর্ণে স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, সেই কাশীক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? শম্ভু তথায় ম্রিয়মাণ জীবগণের কর্ণে সেই পরম অক্ষর উপদেশ করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া জীবগণ মৃত হইয়াও অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে অগস্ত্য! স্বয়ং শঙ্করও কোন সময়ে মন্দর পর্ব্বতে অবস্থিত হইয়া, তোমারই ন্যায় বারম্বার কাশীকে স্মরণ করত কাশীপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ দুঃখ পাইয়াছিলেন। ১৮-২০।

অগস্ত্য কহিলেন, হে প্রভো! স্বকার্য্যনিপুণ কঠোরহৃদয়, দেবগণই আমাকে কাশী পরিত্যাগ করাইয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং মহেশ্বর কি নিমিত্ত কাশী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? দেবদেব পিনাকীও কি আমার ন্যায় পরাধীন? নতুবা কেন তিনি নির্ব্বাণভূমি কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন? ২১-২২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণতনয়! মহেশ্বর যে প্রকারে ব্রহ্মার প্রার্থনায় কাশী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। হে মুনে! তুমি যেমন দেবগণকর্ত্তৃক পরোপকারের জন্য প্রার্থিত হইয়াছিলে, তদ্রূপ ভগবান্ রুদ্রও বিধাতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছিলেন। ২৩-২৪।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! কৃপানিধি ভগবান্ রুদ্র, বিধাতা কর্ত্তৃক কি প্রকারে এবং কি নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ২৫।

স্কন্দ কহিলেন, পুরাকালে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে পাদ্মকল্পে, সমস্ত ভূতগণের হৃদয়কম্পনকারিণী অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ষষ্টি বৎসরব্যাপী সেই অনাবৃষ্টিতে নিখিল প্রাণিনিচয় উপদ্রুত হইয়া, কেহ সমুদ্রতীরে, কেহ গিরিদ্রোণীতে, কেহ বা মহানিম্ন পর্ব্বতপ্রান্তভূমিতে মুনিগণের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। পৃথিবী, গ্রাম ও নগর শূন্য হইয়া ক্রমশঃ মহারণ্যে পরিণত হইল। নগর ও পুর সমূহে মাংসাশীগণ ও গগণস্পর্শি শুষ্ক বৃক্ষ নিচয় মাত্র পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ২৬-২৯। ইতস্ততঃ চৌরগণ ও মহাচৌরগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; প্রাণরক্ষি প্রাণিগণ কেবল মাংসের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বত্রেই অরাজকতা সমুপস্থিত হইল এবং তাহাতে জীবগণ সর্ব্বদা অত্যন্ত অনিষ্ট ভয়ে ব্যাকুল

হইয়া উঠিল। সেই সময় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সৃষ্টি-সম্বন্ধে সমস্ত যত্নই ব্যর্থ হইতে লাগিল। ৩০-৩১। প্রজাক্ষয় দর্শন করিয়া বিধাতা অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন, এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ, প্রজাসমূহের ক্ষয়-নিবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহের ক্ষয়ে যজ্ঞভুক্ দেবগণও সংক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তদনন্তর বিধাতা চিন্তা করিতে করিতে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিয়া, তপস্যায় নিশ্চলেন্দ্রিয় মনুবংশপ্রভব বীর সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মস্বরূপ ও পরপুরঞ্জয় রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ রিপুঞ্জয়কে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, "হে মহামতে রিপুঞ্জয়! তুমি এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন কর। নাগরাজ বাসুকি, তোমাকে বিবাহের জন্য অনঙ্গমোহিনী নাম্নী শীলসম্পন্না নাগকন্যা প্রদান করিবেন। ৩২-৭৭। এবং হে মহারাজ! দেবগণও আপনার প্রজাপালনে সন্তুষ্ট হইয়া, স্বর্গ হইতে আপনাকে বহুতর রত্ন ও কুসুমরাশি প্রদান করিবেন, তজ্জন্য তুমি দিবোদাসনামে বিখ্যাত হইবে। হে নৃপতে! আমার বরে তুমি দিব্য সামর্থ্য লাভ কর। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষিসত্তম রিপুঞ্জয়, ব্রহ্মার বহুতর স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন। ৩৮-৪০।

রাজা কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! এই জনাকীর্ণ ভূমণ্ডলে অন্যান্য বহুতর নৃপতি আছেন; তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি আমাকে কেন এ প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন? ৪১।

ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি রাজ্যপালন করিলে দেবগণ বারিবর্ষণ করিবেন। কোন পাপিষ্ঠ রাজা হইলে তাঁহারা বারিবর্ষণ করিবেন না। ৪২।

রাজা কহিলেন, হে ত্রিলোকীসৃষ্টিক্ষম মহামান্য পিতামহ! আমি আপনার আজ্ঞা মহাপ্রসাদের ন্যায় মস্তকে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি যদি আমার জন্য তাহা করেন, তাহা হইলেই আমি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে পারি। ৪৩-৪৪।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রাজন্! তোমার যাহা মনোগত ভাব, তাহা শীঘ্র ব্যক্ত কর এবং তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জান। হে মহাবাহো! তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। ৪৫।

রাজা কহিলেন, হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আমি যদি পৃথিবীনাথ হই, তবে দেবগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করত স্বর্গেতে অবস্থান করুন। দেবগণ স্বর্গে এবং আমি পৃথিবীতে থাকিলে, প্রজাসমূহ শত্রুহীন-রাজ্য নিবন্ধন সুখ লাভ করিতে পারিবে। ৪৬-৪৭। (স্কন্দ কহিলেন) ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত

হইলে, দিবোদাস রাজা হইয়া পটহ দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, "দেবগণ স্বর্গে গমন করুন, নাগগণও নাগলোকে গমন করুন, আমার রাজ্যে মনুষ্যগণ সুখী হউক এবং দেবগণও সুস্থ হউন"। ৪৮-৪৯। এদিকে ব্রহ্মা তথা হইতে বিশ্বনাথের নিকট আগমন করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার উপক্রম করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন যে, "হে লোকপতে! কুশদ্বীপ হইতে মন্দর পর্ব্বত সমাগত হইয়া এইস্থানে দুষ্কর তপস্যা করিতেছে; আইস আমরা তাহাকে বর প্রদান করিতে যাই"। এই বলিয়া পার্ব্বতীপতি, নন্দী ও ভৃঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া বৃষে আরোহণ করত যথায় মন্দর তপস্যা করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, "হে ধরোত্তম! উঠ, উঠ, তোমার কল্যাণ হউক এবং তুমি বর প্রার্থনা কর"। মন্দর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া দেবদেব মহেশ্বর ত্রিলোচনকে প্রণতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, "হে লীলাবিগ্রহধারিন্! হে শম্ভো! হে প্রণতৈককৃপানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি আমার মনোভিলাষ জানিতে পারিতেছেন না? হে শরণাগত-পালক! হে সর্ব্ববৃত্তান্তকোবিদ! হে সর্ব্বহৃদয়ানন্দ। হে শম্ভো! হে সর্ব্বগ! হে সর্ব্বকৃৎ! হে প্রণতার্ত্তিহরণ! অতিশয় হীনাবস্থা ও যাচক এবং স্বভাবতঃ পাষাণময় আমাকে আপনি যদি বর প্রদান করিতেছেন, তবে আমার ইচ্ছা এই যে, আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের সমান হইব। আপনি সগণে উমার সহিত আমার শিখরে বাস করিয়া, অদ্য হইতে কুশদ্বীপে অবস্থান করুন; ইহাই আমার অভিলষণীয় বর"। ৫০-৫৯। ভগবান্ শম্ভু মন্দরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, যেমন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে ব্রহ্মা অবসর বুঝিয়া, তাঁহার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন। ৬০।

"ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিশ্বেশ! হে জগন্নাথ! আপনিই প্রসন্ন হইয়া আমাকে চারি প্রকার সৃষ্টি করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার আজ্ঞায় আমিও বহুযত্নে সেই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু পৃথিবীতে ষষ্টিবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টিতে সেই সৃষ্টি প্রজাহীনা হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল। ৬১-৬২। এবং অরাজকতা নিবন্ধন জগতের অতিশয় দুরবস্থা হইতেছিল; এইজন্য আমি মনুবংশোৎপন্ন রাজর্ষি রিপুঞ্জয়কে প্রজাপালন করিবার জন্য এই ধরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। এবং সেই মহাতপা ও মহাবীর্য্য নৃপতিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "যদি দেবগণ ও নাগগণ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে ও পাতালে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার আদেশমত রাজ্য পালন করিব" আমিও তাহাই হইবে বলিয়া

তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার সেই বাক্য প্রমাণীকৃত করুন। হে কৃপানিধে! আপনি মন্দরকে বর প্রদান করিতেছেন, অতএব রিপুঞ্জয় নৃপতির প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য এইক্ষণেই মন্দর পর্ব্বতের এই মনোরথ পূর্ণ করুন। আমার দুইদণ্ড কালমাত্র শতক্রতুও রাজ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং নিমেষার্দ্ধ কালস্থায়ী মানবগণেরত গণনাই নাই, অতএব আপনি কৃপা করিয়া স্বল্প কালের জন্য মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ ও আমার বাক্য সত্য করুন"। দেবদেব মহেশ্বর মন্দরপর্ব্বতের গুহা সমুহকে সুন্দর বাসস্থান বিবেচনা করিয়া, বিধির গৌরব রক্ষা করত তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। ৬৩-৬৯। জম্বুদ্বীপে কাশী যেমন সর্ব্বদা নির্ব্বাণ-পদ প্রদান করিয়া থাকেন, কুশদ্বীপে মন্দরপর্ব্বতও বহুদিন তদ্রূপ ছিল। মহাদেব কাশী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, ব্রহ্মারও অজ্ঞাতসারে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকগণের সর্ব্বপ্রকার-সিদ্ধিপ্রদ ও মৃতজীবগণের মুক্তিপ্রদ, নিজ মূর্ত্তিময়, একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ৭০-৭২। দেবদেব মহাদেব স্বয়ং মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াও কাশীক্ষেত্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া, সেই ক্ষেত্রকে আপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত করেন নাই; এই জন্যই সেই ক্ষেত্রের "অবিমুক্ত" এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই ক্ষেত্র আনন্দকানন নামে বিখ্যাত ছিল এবং মহাদেব কর্ত্তৃক লিঙ্গস্থাপনাবধি ইহা জগতে অবিমুক্তক্ষেত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। ৭৩-৭৪। দেবদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এবং কাশীক্ষেত্র, এই উভয়েরই নাম অবিমুক্ত; এই উভয়কেই প্রাপ্ত হইয়া, আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। অবিমুক্তক্ষেত্রে, অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত জগৎ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে; বিশ্বকর্ত্তা সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং মুক্তিপ্রদায়ক অবিমুক্তেশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। পুরাকালে কেহই কাহারও লিঙ্গ স্থাপন করিত না এবং লিঙ্গের আকৃতি কি প্রকার, তাহাও কেহই জানিত না। ৭৫-৭৮। মহাদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবিমুক্তেশ্বরের আকৃতি দর্শন করিয়া পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এবং বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই অবিমুক্তেশ্বরই সকলের আদিলিঙ্গ; ইহাঁর পরে অন্যান্য লিঙ্গসমূহ ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছেন। মানব যদি অবিমুক্তেশ্বরের নামমাত্র গ্রহণ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯-৮১। দুরে অবস্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি দুই জন্মের সঞ্চিত পাপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অবিমুক্তক্ষেত্রে

অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ত্রিজন্মজনিত পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যময় হইয়া যায়। ৮২-৮৩। পাঁচ জন্মে অজ্ঞান বশতঃ যে সমস্ত পাপকর্ম্ম করা যায়, অবিমুক্তেশ্বরকে স্পর্শ করিলে, নিশ্চয়ই সেই সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মানব, মহালিঙ্গ অবিমুক্তেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া কৃতকৃত্য হয়, এবং পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৮৪-৮৫। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে যথাশক্তি আরাধনা ও প্রণাম করে এবং যথামতি তাঁহার স্তব করে, সে ব্যক্তি সকলেরই পূজ্য, নমস্য ও স্তবযোগ্য হইয়া থাকে। কাশীক্ষেত্রে মুক্তিলাভের জন্য যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এই অবিমুক্তেশ্বরের আরাধনা করা উচিত। পুণ্যায়তনসমূহে বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলেই মাঘী চতুর্দ্দশীতে এই অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন। ৮৬-৮৮। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে অবিমুক্তেশ্বরের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে, বিগতনিদ্র-যোগিগণের ন্যায় উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। নানাস্থানস্থিত লিঙ্গসমূহ চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা হইয়াও মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে অবিমুক্তেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। ৮৯-৯০। মানব যদি অবিমুক্তেশ্বরের ভক্তিরূপ বজ্রধারী হয়, তাহা হইলে সে কি আর পাপরূপ পর্ব্বত হইতে ভীত হয়? অহো! কোথায় চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা মহালিঙ্গ অবিমুক্তেশ্বর, আর তাঁহার নামস্মরণমাত্র বিলয়ী পাপিগণের পাপরূপ ক্ষুদ্র শৈলই বা কোথায়!!! যাহারা অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অবিমুক্তেশ্বর নামক অনুত্তম শিবলিঙ্গ দর্শন করে নাই, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়। ৯১-৯৩। যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করেন, তাঁহাকে দেখিলে স্বয়ং দণ্ডধর যমও দূর হইতে করযোড়ে প্রণতি করিয়া থাকেন। ধন্য তাহার সেই নেত্রদ্বয়; যাহার দ্বারা সে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়াছে এবং ধন্য তাহার সেই করদ্বয়, যাহার দ্বারা সে অবিমুক্তেশ্বরকে স্পর্শ করিয়াছে। ৯৪-৯৫। যে ব্যক্তি সংযত ও শুচি হইয়া ত্রিসন্ধ্যা অবিমুক্তেশ্বরকে জপ করে, সে ব্যক্তি দূরদেশান্তরে মৃত হইলেও কাশী-মৃত্যুর ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাত্রাকালীন অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়া গ্রামান্তরে গমন করে, সে ব্যক্তি ঝটিতি তথায় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। ৯৬-৯৭।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

গৃহস্থ-ধর্ম্ম-কথন।

স্কন্দ কহিলেন, আমি তোমার নিকট এই অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা বল, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ১।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে আমার কর্ণদ্বয় কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও পরিতৃপ্ত হই নাই, এক্ষণে অবিমুক্তেশ্বর-লিঙ্গ ও অবিমুক্ত-ক্ষেত্র এই উভয়ের প্রাপ্তির কি উপায় তাহা বলুন। ২-৩।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামতে কুম্ভজ! যে প্রকারে মোক্ষপ্রদ এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র ও অবিমুক্তেশ্বর মহালিঙ্গকে পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিপ্র! পুণ্যবলেই অভীষ্টার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই পুণ্যও বেদপ্রতিপাদ্য পন্থার সেবা করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে! যে কলি ও কাল ছিদ্র পাইলেই জীবগণকে বিনষ্ট করে; শ্রুতিমার্গগামী পুরুষের সংস্পর্শে সেই কলি ও কাল উভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪-৬। নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত কর্ম্মের অকরণনিবন্ধন ছিদ্র পাইয়া, কলি ও কাল ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ আমি তোমার নিকট নিষিদ্ধ আচরণ কীর্ত্তন করিতেছি, মানব দূর হইতে সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে নরকগামী হইতে হয় না। ৭-৮। পলাণ্ডু (প্যাজ), গ্রাম্যশূকর, শ্লেষ্মাতক ফল, লশুন, গৃঞ্জন (গাজর), গোপীযূষ, তণ্ডুলীয় (বিষ্ঠাতে উৎপন্ন দ্রব্য) ছত্রাক, ছেদনপ্রভব বৃক্ষ-নির্য্যাস, দেবতা বা পিতৃগণের উদ্দেশে অদত্ত পায়স, পিষ্টক ও শষ্কুলী (তৈলপক্কবিশেষ) এবং মাংস ভক্ষণ করিবে না। বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ, যে সমস্ত পশুর খুর যোড়া, তাহাদের দুগ্ধ এবং উষ্ট্র ও মেষের দুগ্ধ পান করিবে না। রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না এবং দিবসে নবোদ্ধৃত নবনীত ভক্ষণ করিবে না। ৯-১১। টিট্টিভ (পক্ষিবিশেষ) কলবিঙ্ক (চড়াই পক্ষী) হংস, চক্রবাক, জলকুক্কুট, বক, মাংসাশী পক্ষীসমূহ, সারস, কুক্কুট, শুক, জালপাদ (হংসবিশেষ) খঞ্জন এবং যে পক্ষী ডুবদিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে ব্যক্তি মৎস্য

ভক্ষণ করে, সে প্রকারান্তরে সর্ব্বপ্রকার মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্বদা মৎস্য ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। ১২-১৩। কেবল দেবগণ ও পিতৃগণকে নিবেদন করিয়া পাঠীন (বোয়াল মৎস্য) ও রোহিত মৎস্য ভক্ষণ করা যাইতে পারে। যাহারা মাংসাশী, তাহারা শশক, শল্লক, কচ্ছপ, গোধা এবং শিষ্টপরম্পরা ভক্ষ্য বলিয়া প্রচলিত মৃগ ও কপিঞ্জল পক্ষি প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে। যাহারা দীর্ঘজীবনকামনা এবং স্বর্গকামনা করিবে তাহারা যত্ন সহকারে মাংস পরিত্যাগ করিবে। ১৪-১৫। যজ্ঞের জন্য যে পশুহিংসা করা যায়, তাহাতে কোন পাপ হয় না; এতদ্ভিন্ন হিংসামাত্রেই পাপ হইয়া থাকে। পর্য্যুষিত ও একেবারে স্নেহবর্জ্জিত মাংস ভোজন করিবে না। ১৬। প্রাণাত্যয়ে, যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে, ভেষজে ও ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় লোভী না হইয়া মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হইতে হয় না। যাহারা লোভ বশতঃ মাংস ভোজন করে, তাহাদের যাদৃশ পাপ হয়, মৃগয়া করিয়া মাংসভোজীর তাদৃশ পাপ হয় না। ১৭-১৮। যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা, পশু, দ্রুম, মৃগ ও ওষধি সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং যজ্ঞেতে পশুবধ করিলে ব্রাহ্মণ হিংসাকারী হয় না এবং পশুরও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। পিতৃকর্ম্ম, দেবকর্ম্ম, যজ্ঞ ও মধুপর্কের জন্য যে হিংসা, তাহা হিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় না, কিন্তু এতদতিরিক্ত হিংসা করিলে তাহাতে পাপী হইতে হয়। ১৯-২০। যে মূঢ় ব্যক্তি নিজদেহ পুষ্ট করিবার জন্য পশুহিংসা করে, সেই দুরাচারের ইহ ও পরকালে কুত্রাপি সুখ হয় না। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তাহাতে অনুমোদন করে, যে ব্যক্তি মাংস সংস্কার করে, যে ব্যক্তি ক্রয় করে, যে ব্যক্তি বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি হিংসা করে, যে ব্যক্তি পশু আহরণ করে এবং যে ব্যক্তি হিংসা করায়, সেই আট জনই হিংসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ২১-২২। যে ব্যক্তি শতবৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যেক বর্ষে এক একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হয়। সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ আপনাকে যে ভাবে দেখিবেন, পরকেও তাঁহাদের সেই ভাবে দেখা উচিত; কারণ আপনার সুখ ও দুঃখ যেরূপ, পরের সুখ দুঃখও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে। ২৩-২৪। পরকে যে সমস্ত সুখ বা দুঃখ প্রদান করা যায়, পশ্চাৎ সেই আপনাকেই ভোগ করিতে হইয়া থাকে। ক্লেশ ব্যতিরেকে অর্থ উপার্জ্জন হয় না, অর্থ ব্যতিরেকে কোন সৎক্রিয়া করা যায় না, সৎকর্ম্ম ব্যতিরেকে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সকলেই সুখের ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেই সুখ ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত

হওয়া যায়, অতএব চাতুর্ব্বর্ণেরই যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম অর্জ্জন করা উচিত। ২৫-২৭। ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থের দ্বারায় পারলৌকিক ক্রিয়া করা উচিত, এবং তাদৃশ অর্থই যথাকালে শ্রদ্ধা সহকারে বিধিপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করা উচিত। যে ব্যক্তি অবিধিপূর্ব্বক এবং অসৎপাত্রে দান করে, তাহার দান ব্যর্থ হয় এবং তাহার পরকালও নষ্ট হইয়া থাকে। ২৮-২৯। মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য, কুটুম্বভরণের জন্য এবং এক জনকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে অর্থ দান করা যায়, ইহকালে এবং পরকালে তাহার অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ অর্থব্যয়ে পিতৃ-মাতৃহীন বালকের উপনয়ন প্রদান করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়। ৩০-৩১। একজন ব্রাহ্মণকে বৃত্তি প্রদান করত প্রতিপালন করিলে যে ফল লাভ হয়, মানব বহুতর অগ্নিহোত্র ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রদান করে, সে ইহলোকে সুখভাগী হইয়া দেহান্তে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ৩২-৩৩। যে কন্যা, বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে রজস্বলা হয়, সেই কন্যার "বৃষলী" এই সংজ্ঞা হয় এবং তাহার পিতাকে ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অজ্ঞান বশতঃ যে ব্যক্তি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহাকে বৃষলীপতি কহা যায়। সেই ব্যক্তির সহিত এক পংক্তিতে ভোজন বা তাহার সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে। ৩৪-৩৫। কন্যা ও বরের দোষাদির অনুসন্ধান লইয়া, পরে উভয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করা উচিত; নতুবা পিতাকে (পিতা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ সম্বন্ধ-কর্ত্তাকে) দোষভাগী হইতে হয়। স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই পবিত্র; ইহারা কিছুতেই দূষিত হয় না, মাসে মাসে ঋতুকালীন রজঃ তাহাদের দুষ্কৃত সমূহকে অপনয়ন করিয়া থাকে। ৩৬-৩৭। স্ত্রীলোকসমূহ প্রথম বয়সে সুরগণ, সোম, গন্ধর্ব্ব এবং অগ্নি কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া, পশ্চাৎ মানবগণ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে। ভোগকালে সোম ইহাদিগকে শৌচ প্রদান করেন; অগ্নি সর্ব্বমেধ্যতা প্রদান করেন; গন্ধর্ব্বগণ কল্যাণী-বাণী প্রদান করেন; এই নিমিত্ত স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে এবং কিছুতেই তাহারা দূষিত হইতে পারে না। ৩৮-৩৯। অগ্নি, রজঃকালে কন্যাকে ভোগ করিয়া থাকেন। লোম নির্গত হইলে চন্দ্র তাহাকে ভোগ করেন এবং স্তনোদ্গমন হইলে গন্ধর্ব্বগণ ভোগ করেন, অতএব এই সমস্ত হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ প্রদান করা উচিত। দৃশ্যরোমা কন্যা পুত্রঘাতিনী হয়; উদ্গতস্তনা কন্যা কুলঘ্নী হয়, এবং দৃষ্টরজা কন্যা পিতৃঘাতিনী হইয়া থাকে, সুতরাং এই সমস্ত কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নহে। ৪০-৪১। যে ব্যক্তি কন্যাদানের ফল অভিলাষ

করে, সে অনগ্নিকা (সোমাদি কর্ত্তৃক অভুক্তা) কন্যাকে দান করিবে। অন্যথা দাতা ফলভাগী হইতে পারে না এবং প্রতিগ্রহকারীও অধঃপতিত হইয়া থাকে। সোমাদি কর্ত্তৃক অভুক্তা কন্যাকে দান করিলেই দাতা কন্যাদানের ফলভাগী হয়। দেব ভুক্তা কন্যা দান করিলে, দাতা স্বর্গে গমন করিতে পারে না। ৪২-৪৩। শয্যা, আসন, যান, কুণপ (খড়গনির্ম্মিত পাত্র) স্ত্রীলোকের মুখ, কুশ এবং যজ্ঞপাত্র সমূহকে পণ্ডিতগণ কোন অবস্থাতেই দূষিত বোধ করেন না। গোদোহন সময়ে গোবৎসের মুখ পবিত্র ; ফলপাতনকালে কাকাদিপক্ষীগণের চঞ্চুপুট পবিত্র ; রতিপ্রয়োগসময়ে নারীগণ পবিত্র এবং মৃগয়াব্যাপারে কুক্কুরও পবিত্র হইয়া থাকে। ৪৪-৪৫। অজ ও অশ্বের মুখ পবিত্র ; গোরুর পৃষ্ঠদেশ পবিত্র ; ব্রাহ্মণের পাদদেশ পবিত্র এবং স্ত্রীগণের সমস্ত অঙ্গই পবিত্র। দয়িতা স্ত্রী, কাহারও দ্বারা বলপূর্ব্বক উপভুক্তা বা চৌরাদি কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ কুত্রাপি তাহাদের পরিত্যাগ বিধান হয় নাই। ৪৬-৪৭। অম্লরসের দ্বারা তাম্রের শুদ্ধি হয়, ভস্মের দ্বারা কাংসের শুদ্ধি হয় ; রজঃ দ্বারা নারীগণের শুদ্ধি হয় এবং বেগের দ্বারা নদী সমূহের শুদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৮। যে স্ত্রী মনেতেও পুরুষান্তরের চিন্তা করে না, সে ইহকালে কীর্ত্তিভাক্ হইয়া দেহান্তে উমার সহিত মিলিত হইয়া সুখভোগ করিয়া থাকে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য (জ্ঞাতি) এবং জননী, ইঁহারাই সুস্থ অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে যথাক্রমে পরপর ব্যক্তি, কন্যা দান করিতে পারেন। ৪৯-৫০। ইঁহারা যদ্যপি কন্যাকে যথাকালে পাত্রে অর্পণ না করেন, তাহা হইলে মাসে মাসে প্রত্যেক ঋতুতে ইঁহাদিগকে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। দানকর্ত্তার অভাবে কন্যা স্বয়ং স্বয়ম্বর করিতে পারে। হৃতাধিকারা, মলিনা, পিণ্ডমাত্রোপজীবিনী ও তিরস্কৃতা করিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে শয্যার বাহিরে অবস্থান করাইবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে ঋতুকালে তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে। স্ত্রী যদি পরপুরুষসংসর্গে গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে এবং সে যদি গর্ভ বা ভর্ত্তৃঘাতিনী বা মহাপাতকযুক্ত হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৫১-৫৩। শূদ্র, শূদ্রাকেই বিবাহ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্য, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে ; এবং ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, শূদ্রার সহিত সংসর্গ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করিলে, তাহার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫৪-৫৫। ব্রাহ্মণ যদি কোন প্রকারে শূদ্রাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে দেবগণ,

পিতৃগণ বা অতিথিগণ তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন না এবং সে স্বর্গে গমন করিতে পারে না। আত্মীয় স্ত্রীগণ যে গৃহে অপ্রতিপূজিত হইয়া শাপ প্রদান করেন, অভিচার-নিহতের ন্যায় সেই গৃহ পশ্বাদির সহিত নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৫৬-৫৭। অতএব কুশলাভিলাষী ব্যক্তিগণ, সতত ভূষণ ও আচ্ছাদনাদির দ্বারা সুবাসিনী-গণকে পরিতুষ্ট করিবে। যে গৃহে নারীগণ ভূষণাদির দ্বারা পরিতুষ্ট থাকে, সেই গৃহে দেবগণ বিরাজমান থাকেন এবং তথায় সমস্ত ক্রিয়াই সফল হইয়া থাকে। ৫৮-৫৯। যে গৃহে স্ত্রী, পতির দ্বারা পরিতুষ্ট হয় এবং পতি স্ত্রীর দ্বারা পরিতুষ্ট হয়, সেই গৃহে পদে পদে মঙ্গল হইয়া থাকে। অহুত, হুত, প্রহুত, প্রাশিত এবং ব্রাহ্মহুত এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ শুভকর হইয়া থাকে। জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতবলির নাম প্রহুত, পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নাম প্রাশিত এবং ব্রাহ্মণ সেবার নাম ব্রাহ্মহুত। ৬০-৬২। ব্রাহ্মণ এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কখনও অবসন্ন হয় না। এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিলে পঞ্চসূনা নামক পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সমাগম সময়ে, ব্রাহ্মণকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে সুখ ও শূদ্রকে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিবে। ৬৩-৬৪। বালক যে পর্য্যন্ত অষ্টমবর্ষবয়স্ক হইয়া উপনীত না হয়, তাবৎ তাহার ভক্ষ্যাভক্ষ্য-ভোজন নিবন্ধন দোষ হয় না। পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিলে ইহকাল ও পরকালে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়; অতএব যত্নসহকারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করা উচিত। ৬৫-৬৬। মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, অপত্য, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি এবং অগ্নি, এই নয়টী পোষ্যবর্গ। যে বহু পরিজন লইয়া বাস করে, সেই পুরুষই যথার্থ জীবন ধারণ করে; আর যে কেবল আপনার উদরভরণ করে, তাহাকে জীবন্মৃত বলা যায়। ৬৭-৬৮। যে ব্যক্তি স্বীয় উন্নতি কামনা করে, তাহার দীন, অনাথ ও বিশিষ্টব্যক্তি সমূহকে যথাশক্তি দান করা উচিত। যাহারা পূর্ব্বজন্মে কোন প্রকার দান করে নাই, তাহারাই পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বিভাগ, সদাচার, দয়া ও ক্ষমাযুক্ত এবং দেবতাতিথিভক্ত গৃহস্থ-ব্যক্তিই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ৬৯-৭০। যে ব্রাহ্মণ রাত্রির মধ্যম যামদ্বয়ে নিদ্রা যায় এবং হুতাবশিষ্ট হবিঃ ভোজন করে, সে কখন অবসন্ন হয় না। অভ্যাগতব্যক্তির প্রতি গৃহস্থের সর্ব্বদা এই নয়টী ব্যবহার করা উচিত। যথা "মধুর বাক্যে কুশল প্রশ্ন, সৌম্য-বাক্য প্রয়োগ, স্বীয় চক্ষুঃ, মন ও বদনের সৌম্যতা, অভ্যুত্থান, স্নেহপূর্ব্বক স্বাগত-প্রশ্ন, উপাসনা (পাদ-সম্বাহনাদি) এবং অনুগমন," এই নয়টী গৃহস্থের উন্নতির

হেতু। এবং যথাশক্তি আসন, পাদশৌচ, ভোজন, স্থান, শয্যা, তৃণ, জল, অভ্যঙ্গ ও দীপ এই নয়টী পদার্থ; অভ্যাগত জনকে প্রদান করিলে গৃহস্থ ব্যক্তি সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি পৈশুন্য, পরদারসেবা, দ্রোহ, ক্রোধ, মিথ্যা-কথন, অপ্রিয় বাক্য, দ্বেষ, দম্ভ এবং মায়া এই নয়টী গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; কারণ ইহারা স্বর্গের অর্গলস্বরূপ। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতাপূজা, বৈশ্বদেব, পিতৃতর্পণ এবং অতিথিসেবা, এই নয়টী আবশ্যকীয় কর্ম্ম করা উচিত। হে মুনে! এ সংসারে যে নয়টী বিষয় গোপন করা উচিত তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭১-৭৮। জন্মনক্ষত্র, মৈথুন, মন্ত্র, গৃহচ্ছিদ্র, বঞ্চনা, আয়ু, ধন, অপমান এবং স্ত্রী, এই নয়টীকে কোন প্রকারেই কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। নির্জ্জনকৃত পাপ, অকুৎসিতবৃত্তি, প্রায়োগ্য, ঋণ-পরিশোধ, বংশ-মর্য্যাদা, ক্রয়, বিক্রয়, কন্যাদান ও গুণোৎকর্ষ এই নয়টী প্রকাশ করিবে। ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে। ৭৯-৮০। সৎপাত্র, মিত্র, বিনীত, দীন অনাথ, উপকারী, মাতা, পিতা ও গুরু, এই নয়জনকে যে বক্ষ্যমাণ নয়টী বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে এবং বাচাল, স্তুতিপাঠক, তস্কর, কুবৈদ্য, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, শঠ, মল্ল ও তোষামোদকারী, এই নয়জন ব্যক্তিকে দান করিলে, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৮১-৮২। আপৎকালেও বক্ষ্যমাণ নয়টী পদার্থ কাহাকেও কোন প্রকারে প্রদান করিবে না:—যথা বংশ থাকিতে সর্ব্বস্ব, দারা, শরণাগত ব্যক্তি, ন্যাস, (নিহিত পরদ্রব্য) বন্ধকদ্রব্য, কুলবৃত্তি, নিক্ষেপ (বহুকালের জন্য নিহিত পরদ্রব্য), স্ত্রীধন, এবং পুত্র। যে ব্যক্তি এই সমস্ত দান করে, সেই মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৮৩-৮৪। এই নয়টীর নবক সংজ্ঞা, ইহাতে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সমস্ত জনের স্বর্গপ্রদ আরও একটী নবক বলিতেছি:—যথা সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, দান, দয়া, দম, অস্তেয়, এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইহারা স্বর্গের সাধন হইয়া থাকে। ৮৫-৮৬। গৃহস্থ ব্যক্তি, স্বর্গ-মার্গের প্রদীপক ও সাধুগণের অভিমত এবং পুণ্যজনক এই নবতি অভ্যাস করিলে, কদাপি অবসন্ন হয় না। যাহার জিহ্বা, ভার্য্যা, তনয়, ভ্রাতা, মিত্র, দাস এবং আশ্রিতজন বিনয়ী হয়, সে সর্ব্বত্র গৌরব লাভ করিয়া থাকে। ৮৭-৮৮। মদ্যপান, দুর্জ্জনের সহিত সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, পর্য্যটন, অন্যের গৃহে বাস এবং শয়ন, এই ছয়টী নারীগণের দোষকর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অল্পমূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া, বহুমূল্যে তাহা বিক্রয় করে, তাহাকে "বার্দ্ধুষিক" কহা যায়; তাহার অন্ন ভোজন করিবে

না। ৮৯-৯০। পিতৃগণ, অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও অন্তে বার্দ্ধুষিককে দর্শন করিলে, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। যে নারী ব্যভিচারিণী, তাহাকে মহিষী কহা যায়; যে ব্যক্তি সেই দুষ্টা নারীকে ভজনা করে, তাহাকে মাহিষিক বলা যায়। ৯১-৯২। যে নারী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে অভিলাষিণী হয়, তাহাকেই বৃষলী কহা যায়; শূদ্রীকে বৃষলী বলা যায় না। ৯৩। যে পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যে পর্য্যন্ত মৌনভাবে ভোজন করা যায় এবং যে পর্য্যন্ত হবির্গুণ সমূহ উক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহে সমাগত হইলে, "আমরা উত্তম গতি লাভ করিব" এই আশায় গৃহীর অন্নাদি আনন্দযুক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। ৯৪-৯৫। শৌচ-ব্রত ও আচারভ্রষ্ট, এবং বেদবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণে দীয়মান অন্ন "আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি" এই ভাবিয়া রোদন করিয়া থাকে। যাহার অন্ন কোষ্ঠগত হইয়া বেদাভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়, সে ব্যক্তি অন্নদাতা ও নিজের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৯৬-৯৭। স্ত্রীগণের বপন (কেশমুণ্ডন) করিবে না। গোপালন-বৃত্তি অবলম্বন করিবে না; রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস এবং বেদপাঠ করিবে না। সধবা স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন আবশ্যক হইলে, তাহার সমুদয় কেশ একত্র করিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমাণ কেশের অগ্রভাগ ছেদন করিবে, ইহাতেই তাহাদের মুণ্ডন হইবে। ৯৮-৯৯। রাজা বা রাজপুত্র কিম্বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ হইলে, তাহাদিগকে মুণ্ডন না করাইয়াই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিবে। ১০০। প্রায়শ্চিত্তকালে যদি কোন ব্যক্তি মুণ্ডন না করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। ১০১। যে ব্যক্তি বিবাহাগ্নি গ্রহণ না করিয়া, গৃহস্থ বলিয়া অভিমান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না; কারণ তাদৃশ ব্যক্তির পাক, শাস্ত্রে বৃথা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, তাহাকে পরিবেত্তা ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবিত্তি কহা যায়। ১০২-১০৩। পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, তাহার পত্নী, কন্যাদাতা ও পুরোহিত এই পাঁচ জনই নরকে গমন করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি ক্লীব, দেশান্তরস্থ, মূক, প্রব্রজিত, জড়, কুব্জ, খর্ব্ব, বা পতিত হয় তাহা হইলে, পরিবেদনে কোন দোষ হয় না। ১০৪-১০৫। বেদের যতগুলি অক্ষর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নিয়োগ করা যায়, বেদবিক্রয়কারীর তাবৎপরিমিত ভ্রূণহত্যা-পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া মৈথুন আচরণ করে, সে ষষ্টি-

সহস্র বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া বাস করে। ১০৬-১০৭। শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক, শূদ্রের সহিত একাসন এবং শূদ্র হইতে কোনরূপ বিদ্যাগ্রহণ, তেজস্বী ব্যক্তিকেও নিরয়গামী করিয়া থাকে। ১০৮। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রের নিকট হইতে চরু প্রভৃতি আহরণ করিয়া পাক করে, তাহারা ব্রহ্মতেজ বর্জ্জিত হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। কেবল হস্তদ্বারাদত্ত, মধু, ফাণিত, শাক, দুগ্ধ, লবণ এবং ঘৃত ভোজন করিলে একদিন উপবাস করিতে হয়। ১০৯-১১০। হস্তদত্ত স্নেহদ্রব্য, লবণ এবং ব্যঞ্জনাদি, দাতার ফলোপদায়ক হয় না এবং তৎসমুহের ভোক্তা পাপ ভোজন করিয়া থাকে। লৌহময় পাত্রে অন্ন প্রদান করিলে, ভোক্তার পক্ষে সেই অন্ন পুরীষতুল্য হয় এবং দাতাও নরকগামী হয়। ১১১-১১২। তর্জ্জনী অঙ্গুলীর দ্বারা দন্তধাবন, প্রত্যক্ষ লবণ ও মৃত্তিকাভক্ষণ, গো-মাংসভক্ষণ-তুল্য হইয়া থাকে। হস্তদত্ত জল, পায়স, ভৈক্ষ, ঘৃত এবং লবণ গ্রহণ করিলে, গো-মাংসভক্ষণতুল্য হয়। ১১৩-১১৪। মুর্খ ব্যক্তি সম্মুখে এবং গুণান্বিত দূরে থাকিলেও গুণান্বিত ব্যক্তিকেই দান করা উচিত; কারণ বেদবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণাতিক্রম দোষ হয় না; জগতেও দেখা যায় যে, কেহ জ্বলন্ত অনল পরিত্যাগ করিয়া ভস্মেতে আহুতি প্রদান করে না। ১১৫-১১৬। যে ব্যক্তি সম্মুখে বেদপাঠী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে দান প্রদান করে বা ভোজন করায়, সে নিজ সপ্তকুল দগ্ধ করিয়া থাকে। গোরক্ষক, বাণিজ্যব্যবসায়ী, কারুজীবী, নটবৃত্তি, প্রেষ্য এবং বার্দ্ধুষিক ব্রাহ্মণগণের প্রতি শূদ্রতুল্য ব্যবহার করিবে। ১১৭-১১৮। দেব-দ্রব্যগ্রহণ, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও ব্রাহ্মণের অপমান করিলে শীঘ্রই বংশ নষ্ট হইয়া থাকে। গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণবিষয়ে যে ব্যক্তি "দিওনা" এই কথা বলে, সে তির্য্যগ্‌যোনি ভোগ করিয়া চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১১৯ ১২০। বাক্যের দ্বারা যাহা স্বীকার করিয়া, কার্য্যতঃ সম্পাদন না করা যায়, তাহা ইহ ও পরকালে ধর্ম্মসঙ্গত ঋণস্বরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যহ বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে; যজ্ঞশেষের নাম অমৃত ও ভুক্তশেষের নাম বিঘস। ১২১-১২২। যাহার বাম অংশ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র পরিভ্রষ্ট হইয়া নাভিদেশে ব্যবস্থিত হয়, তাহাকে একবাসা কহা যায়; তাদৃশ ব্যক্তির দৈব ও পিত্র-কর্ম্মে অধিকার থাকে না। ব্রাহ্মণ স্নানানন্তর জলের দ্বারা যে পিতৃতর্পণ করে, তাহাতেই সে, সমস্ত পিতৃযজ্ঞ ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৩-১২৪। যে ব্যক্তি ভোজনোত্তর হস্ত-ক্ষালনের অনন্তর গণ্ডূষজল পান করে, সে ব্যক্তি দৈব, পৈত্র্য ও আপনাকে উপহত করিয়া থাকে। গণান্ন (অনেকের দ্বারা একত্র পক্ব-অন্ন) বেশ্যার অন্ন, গ্রাম-

যাজকের অন্ন এবং স্ত্রীগণের সীমন্তোন্নয়নাদিতে অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ১২৫-১২৬। পক্ষ বা মাসমধ্যে যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন করে না, তাহার অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে। যাজ্ঞিক, দীক্ষিত, যতি, ব্রহ্মচারী এবং যজ্ঞেব্রতী ঋত্বিক্‌গণের অশৌচ হয় না। ১২৭-১২৮। অজীর্ণ হইলে, বমন করিলে, ক্ষৌর-কর্ম্ম করিলে, মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে এবং দুর্জ্জনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। চৈত্যবৃক্ষ, চিতা, যূপ, শিবনির্ম্মাল্য-ভোজী ও বেদবিক্রয়ীকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত জলে অবগাহন করিবে। ১২৯-১৩০। অগ্নিশালায়, গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সন্নিধানে, অধ্যয়ন সময়ে এবং ভোজন ও পান-সময়ে পাদুকা ব্যবহার করিবে না। খলক্ষেত্রগত ধান্য, কূপ বা বাপীস্থিত জল এবং গোষ্ঠস্থ দুগ্ধ, অগ্রাহ্যের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে পারা যায়। ১৩১-১৩২। বস্ত্রাদির দ্বারা মস্তক বেষ্টিত করিয়া বা দক্ষিণামুখ হইয়া কিম্বা পাদুকা পরিয়া যাহা ভক্ষণ করা যায়, রাক্ষসগণ তাহা ভোজন করিয়া থাকে। মণ্ডল না করিয়া অন্ন আহার করিলে, ক্রূরকর্ম্মশীল যাতুধান ও পিশাচ প্রভৃতি সেই অন্নের রস হরণ করিয়া থাকে। ১৩৩-১৩৪। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণের মণ্ডলই উপজীব্য, সুতরাং মণ্ডল অবশ্য করা উচিত। ব্রাহ্মণ চতুরস্র, ক্ষত্রিয় ত্র্যস্র, বৈশ্য বর্ত্তুল মণ্ডল করিবে এবং শূদ্র অভ্যুক্ষণমাত্র করিবে। ১৩৫-১৩৬। উৎসঙ্গে, পাণিতে, কর্পটে, আসনে এবং শয্যায় ভোজন করিতে নাই এবং মলপীড়িত হইয়াও ভোজন করিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথে আরূঢ় এবং বেদস্বরূপ খড়্গধারী ব্রাহ্মণগণ, ক্রীড়াচ্ছলেও যাহা বলেন, তাহাও পরমধর্ম্ম। ১৩৭-১৩৮। ধর্ম্মাভিলাষীজন রাত্রিকালে লাজ ও দধিযুক্ত ভক্ষ্য ভোজন করিবে না। যদ্যপি উহা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে ধর্ম্মহানি এবং ব্যাধিকর্ত্তৃক পীড়িত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ কেবল হস্তদ্বারা ফাণিত, দুগ্ধ, জল, লবণ, মধু এবং কাঞ্জিক প্রদান করিলে, চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে। ১৩৯-১৪০। যে ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি গন্ধ, আভরণ ও মাল্য প্রদান করে, সে যে যে স্থানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই সুগন্ধ ভোগ করে এবং সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকে। দূর হইতে নীলীবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়াকালীন শয্যায় উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৪১-১৪২। নীলীর পালন, উহার বিক্রয় বা নীলী ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়, এবং কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ করিলে পুনরায় পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নীলীবস্ত্র পরিধান করে, সে মহাজ্ঞানী হইলেও তৎকৃত স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃতর্পণ

প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হইয়া থাকে। ১৪৩-১৪৪। ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গে নীলীবস্ত্র ধারণ করিলে, সেই বস্ত্রে যত তন্তু থাকে, সে নিশ্চয়ই তৎসঙ্খ্যক নরকে বাস করে। নীলীবস্ত্র পরিধান করিলে, দিবারাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারা যায়। ১৪৫-১৪৬। নীলীবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ন প্রদান করিলে, ভোক্তার পক্ষে সেই অন্ন বিষ্ঠাতুল্য হয় এবং দাতা নরকে গমন করে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধতুল্য, বৈশ্যের অন্ন অন্নসমান এবং শূদ্রের অন্ন রুধির তুল্য জানিবে। ১৪৭-১৪৮। ব্রাহ্মণের অন্ন বৈশ্বদেব, হোম, দেবার্চ্চন, জপ এবং বেদমন্ত্র সমূহের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া থাকে এই জন্য উহা অমৃত সমান। ন্যায্য ব্যবহারে প্রজাপালনের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের অন্ন অর্জ্জিত হইয়া থাকে এই জন্য উহা দুগ্ধ তুল্য। ১৪৯-১৫০। এক প্রহর কালমাত্র আবদ্ধ বৃষের দ্বারা লাঙ্গলাদি-বিধানে বৈশ্যের অন্ন অর্জ্জিত হয় এই জন্য উহা সুসংস্কৃত অন্ন, এবং অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও মদ্যপানরত শূদ্রের অন্ন বেদমন্ত্র বিবর্জ্জিত বলিয়া উহা রুধিরসমান। ১৫১-১৫২। মানব, স্বল্প বিষয়ের জন্য কখনও বৃথা শপথ করিবে না; কারণ বৃথা শপথ করিলে ইহ ও পরকালে ইষ্টনাশ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নিকটে, বিবাহে, গোভুক্তে, ধনক্ষয়ে এবং ব্রাহ্মণের অভ্যুপপত্তিতে শপথ করিলে পাপ হয় না। ১৫৩-১৫৪। ব্রাহ্মণকে সত্যের দ্বারা শপথ করাইবে। ক্ষত্রিয়কে বাহন ও আয়ুধের দ্বারা, বৈশ্যকে গো, বীজ ও কাঞ্চনের দ্বারা এবং শূদ্রকে সমস্ত পাতকের শপথ করাইবে। শূদ্রকে শপথ করাইবার সময় অগ্নিস্পর্শ করাইবে বা জলে নিমগ্ন করাইবে অথবা তাহার পুত্রাদির মস্তক স্পর্শ করাইবে। ১৫৫-১৫৬। বস্তুতঃ যমকে যম কহা যায় না, কিন্তু আত্মাকেই যম বলা যায়; যাহার আত্মা সংযত হইয়াছে, যম তাহার কি করিতে পারে ?। তীক্ষ্ণ খড়গ, সর্প বা নিত্য-সংক্রুদ্ধ শত্রু ও অসংযত আত্মার ন্যায় দুরতিক্রমণীয় নহে। ১৫৭-১৫৮। ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের একটী মাত্রও দোষ হইলে, তাহাকে লোকে অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। শব্দশাস্ত্রাভিরত বা রমণীয় গৃহপ্রিয় বা ভোজনাচ্ছাদন-তৎপর কিম্বা বিত্তগ্রাহী ব্যক্তির মোক্ষ হয় না। কিন্তু উহারা যদি একান্তশীল, সর্বেবন্দ্রিয় প্রীতি-নিবর্ত্তক, স্বাধ্যায় ও যোগবলে বিগত-মানস ও অহিংসক হয়, তাহা হইলে মুক্তি-লাভ করিতে পারে। মানবগণের একান্তশীলতাই বা কোথায়, তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রীতির নিবৃত্তিই বা কোথায়, তাহাদের যোগই বা কোথায় এবং দেবতাপূজাই বা কোথায় ? (অর্থাৎ কিছুই নাই)। সুতরাং কাশী ব্যতিরেকে সহজে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। বিশ্বেশ্বরের সেবা করাই যোগ, বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বাস করাই তপস্যা

এবং উত্তরবাহিনী নদীতে স্নান করার নামই ব্রত, দান, যম এবং নিয়ম। ১৫৯—১৬৩।

স্কন্দ কহিলেন, যে গৃহস্থ ব্যক্তি ন্যায়মার্গে অর্থ উপার্জ্জন করে এবং যে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ ও অতিথিপ্রিয়, শ্রাদ্ধকারী এবং সত্যবাদী, সেই ব্যক্তিই এস্থানে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্যক্তি, দীন, অন্ধ ও কৃপণ প্রভৃতি যাচকগণকে অন্ন প্রদান এবং গৃহোক্ত কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াই শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে। ১৬৪-১৬৫। যাহারা এইরূপ আচরণ করে, কাশীনাথ তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং বিশ্বনাথের প্রসাদে কাশী তাহার মুক্তিদায়িনী হয়। এইরূপে যে ব্যক্তি কাশীর সেবা করে, সে সমস্ত তীর্থে সুস্নাত, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত এবং সর্ব্ববিধ দান প্রদাতারূপে গণ্য হইয়া থাকে। ১৬৬—১৬৭।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

যোগ-কথন।

স্কন্দ কহিলেন, এই প্রকার সদাচার সকল প্রতিপালন করত গৃহে অবস্থান করিয়া গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে, তাঁহার দেহ-মাংস লোল হইয়াছে, মস্তক পরিপক্ককেশে শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, সেই সময় তিনি তৃতীয় (বানপ্রস্থ) আশ্রম অবলম্বন করিবেন। ১। পুত্রের পুত্র বিলোকনান্তে গ্রাম্যাহার সকল পরিত্যাগ করত উপযুক্ত পুত্রের হস্তে পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিন্যাস করিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহস্থ বনবাস আশ্রয় করিবেন। ২। এই সময় চর্ম্মচীর পরিধান করিবেন ও স্বকীয় হোমীয় অগ্নির রক্ষা করিবেন। বানপ্রস্থী, মুনিজনোচিত অন্নেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, এই সময়ে মস্তকে জটাভার বহন করিতে হয় এবং সায়ং ও প্রভাতকালে স্নান করিতে হয়। বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক আর নখ, লোম বা শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিবেন না। ৩। শাক, মূল বা ফলের দ্বারাও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না এবং জল, মূল ও ফলাদির দ্বারা সমাগত ভিক্ষুক বা অতিথিকে সম্মানিত করিবেন। ৪। বানপ্রস্থাশ্রমী কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিবেন না, কাহাকেও কোন বস্তু সংকল্প পূর্ব্বক দানও করিবেন না।

সর্ব্বদা দান্ত, স্বাধ্যায়তৎপর থাকিবেন, এবং বিধি অনুসারে স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নিতে প্রতিদিন আহুতি প্রদান করিবেন। ৫। নিজের আহৃত ফলমূলাদির দ্বারাই হবনীয় ঘৃতের কার্য্য সম্পাদন করিবেন; এবং স্বয়ংকৃত লবণ, ফলোদ্ভব স্নেহ-দ্রব্যই ভক্ষণ করিবেন। ৬। বানপ্রস্থাশ্রমী সর্ব্বপ্রকার মাংসহার হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং পূর্ব্বসঞ্চিত শাক-মূল-ফলাদিও সম্বৎসরান্তে আশ্বিন মাসে পরিত্যাগ করিবেন। গ্রাম্য ফল, মূল এবং কর্ষণজাত অন্ন ব্যবহার করিবেন না। দন্তোলুখলিক বা অশ্মকুট্টী হইয়াই দিনযাপন করিবেন। প্রতি দিনের অন্ন প্রতিদিন সঞ্চয় করিবেন কিম্বা একমাসোপযোগী অন্ন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। কেহ বা স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে ভাবী তিন মাস কিম্বা ছয়মাসের উপযোগী ফল-মূলাদি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চয় করিবেন। ৭-৯। রাত্রিতে আহার, এক দিন অন্তর আহার, তিন দিনান্তে আহার, চান্দ্রায়ণ-ব্রত অথবা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করিবেন। ১০। অথবা বৈখানস-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শাক, ফল বা মূল আহার করিয়া দীর্ঘ তপস্যার দ্বারা নিজ দেহকে শুষ্ক করিবেন; এবং পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি উৎপাদন করিবেন। ১১। শ্রৌত-অগ্নি সাঙ্গ করিয়া বিচরণ করিবেন, কোন স্থানে নির্দ্দিষ্টরূপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন না; প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বনবাসী তপস্বীগণের নিকট ভিক্ষা করিবেন। ১২। অথবা বনবাস করিয়া কেবল মাত্র আহারকালে গ্রামে গমন পূর্ব্বক অষ্টগ্রাস মাত্র অন্ন ভিক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহাই ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী এই প্রকারে আশ্রম-ধর্ম্ম সমূহ প্রতিপালন করিতে পারিলে তিনি ব্রহ্মলোকেও পূজা লাভ করিতে সমর্থ হন। ১৩।

এই প্রকারে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহন পূর্ব্বক আয়ুর চতুর্থ ভাগের প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। ১৪। দেব, পিতৃ ও মনুষ্যগণের ঋণশোধ না করিয়া সন্তান উৎপাদন না করিয়া কিম্বা যজ্ঞসমূহ না করিয়া, যে ব্যক্তি জ্ঞানেচ্ছায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করে। ১৫। যে ব্যক্তির দ্বারা প্রাণিগণের স্বল্পমাত্রও ভয় উৎপন্ন হয় না, সমস্ত প্রাণিগণই সর্ব্বদা তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকে। ১৬। অগ্নি ও গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান সিদ্ধির জন্য একাকী অসহায় অবস্থায় সতত বিচরণ করিবেন। কেবল অন্নের জন্য গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিবেন। যতি, কখন জীবন বা মৃত্যুর কামনা করিবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালমাত্রের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। ১৭-১৮। মুক্তির অভি-

লাষী হইয়া সর্ব্বত্র মমতারহিত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন এবং বৃক্ষমূলে বাস করিবেন। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনসেবা এই চারি প্রকার কর্ম্ম ব্যতীত যতিগণের আর পঞ্চম কর্ম্ম কিছুই নাই। ১৯-২০। বৎসরের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্যে যতি কোন স্থানে কখনই গমন করিবেন না, কারণ ঐ সময়ে যাতায়াত করিলে তাহাতে বহুতর বীজাঙ্কুর ও জীবগণের হিংসা হয়। গমন করিবার সময় জন্তুগণকে পরিহার করিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবেন। বস্ত্রশোধিত জল পান করিবেন, অনুদ্বেগকর বাক্য ব্যবহার করিবেন এবং কখন কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইবেন না। ২১-২২। কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিরাশ্রয়, অধ্যাত্মনিরত ও আত্মমাত্র সহায় হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন এবং নখ ও কেশ ছেদন করিবেন না ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান ও দণ্ড ধারণ করিবেন, এবং খ্যাতির অভিলাষহীন হইয়া ভিক্ষা করত ভোজন করিবেন। ২৩-২৪। অলাবু, দারু, মৃত্তিকা ও বেণুর দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করিবেন। ভিক্ষুক ব্যক্তি কদাচ তৈজস পাত্র গ্রহণ করিবেন না। যতি, যদি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে দিন দিন তাঁহার সহস্র গো-বধের পাপ হয়; ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যদি কদাপিও কামুক হইয়া হৃদয়ে প্রমদাকে ধারণ করেন, তাহা হইলে তুই কোটি ব্রহ্মকল্প পরিমিত কাল কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করিবেন। দিবারাত্রির মধ্যে একবারমাত্র ভিক্ষা করিবেন, তাহাতেও অধিক পাইবার আশা রাখিবেন না। গৃহস্থের গৃহ যখন পাকধূমরহিত, সন্নমুসল ও জ্বলদঙ্গার হীন হইবে এবং সমস্ত পরিজনের আহারান্তে শরাবাদি বাহিরে নিক্ষেপ করিবে, যতি, প্রত্যহ সেই সময় ভিক্ষা করিবেন। ২৫-২৮। যতি হইয়া যিনি অল্প আহার ও নির্জ্জনে অবস্থান করেন এবং রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করেন, তিনিই মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। ২৯। যাহার আশ্রমে যতি মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করেন, সে ব্যক্তি কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি, আজীবন যে পাপ সঞ্চয় করে, যতি তাহার গৃহে একরাত্রি বাস করিলে তাহার সেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৩০-৩১। যে কোন আশ্রমবাসীরই শরীরের বার্দ্ধক্য, অসহ্য রোগযন্ত্রণা, শরীর পরিত্যাগ, পুনরায় গর্ভপ্রবেশ, গর্ভে দারুণ ক্লেশ, নানাবিধ যোনিতে নিবাস, প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয়জনের সহিত মিলন, অধর্ম্ম নিবন্ধন নানা প্রকার তুঃখ, নরকবাস, নরকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা মানবগণের কর্ম্মদোষ জন্য নানা প্রকার গতি ও শরীরের অনিত্যতা প্রভৃতি ক্লেশসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া এবং একমাত্র পরমাত্মাকেই নিত্য জানিয়া সর্ব্বথা মুক্তির জন্য

যত্ন করা উচিত। ৩২-৩৫। যে সমস্ত যতি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করিয়া করপাত্রী বলিয়া বিখ্যাত হন, তাঁহাদের দিন দিন শতগুণ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি, এইরূপে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের সেবা করিয়া দ্বন্দরহিত ও সঙ্গত্যাগী হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৩৬-৩৭। কুবুদ্ধি মানবগণের অসংযত আত্মা কেবল বন্ধেরই কারণ হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংযত হইয়া সেই আত্মাই নির্ব্বাণ-পদ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ্, সূত্র, ভাষ্য এবং অন্যান্য যাহা কিছু বেদানুযায়ী বাক্য আছে, সেই সমস্তের বিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং স্বতন্ত্রতা ইহারা আত্মজ্ঞানের প্রতিকারণ। একমাত্র আত্মাই সমস্ত আশ্রমবাসির জিজ্ঞাস্য, এবং সেই আত্মাই তাহাদের শ্রোতব্য, মন্তব্য ও যত্ন সহকারে দ্রষ্টব্য। ৩৮-৪১। আত্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে, যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না; সেই যোগও বহুকালে অভ্যাস-বলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অরণ্য আশ্রয় করিলেই যোগ সিদ্ধ হয় না এবং নানাবিধ শাস্ত্রচিন্তা, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, পদ্মাদি নানা প্রকার আসন, নাসাগ্রদর্শন, শৌচ, মৌন বা বহুতর মন্ত্রের আরাধনায়ও যোগ সিদ্ধ হয় না। ৪২-৪৪। কেবল অধ্যবসায়, সর্ব্বদা অনুষ্ঠান, একান্ত দৃঢ়তা ও বারম্বার অবৈতৃষ্ণ্যনিবন্ধনই যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আত্মার সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধ করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করত সতত আত্মাতেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাঁহারই অদূরে যোগসিদ্ধি অবস্থান করে। এই সংসারে যে ব্যক্তি আত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রকার বস্তুন্তর দর্শন না করেন, আত্মজ্ঞানী সেই যোগিশ্রেষ্ঠই ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৪৫-৪৭। পণ্ডিতগণ আত্মার সহিত মনের সংযোগকেই যোগ বলিয়া থাকেন; কেহ কেহ প্রাণ ও অপান বায়ুর মিলনকে (কুম্ভককে) যোগ বলিয়া উল্লেখ করেন। অপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকেই যোগ বলিয়া থাকে; এই সমস্ত বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মুক্তি অনেক দূরে অবস্থিত। ৪৮-৪৯। যে পর্য্যন্ত দুর্নিবার্য্য চিত্তবৃত্তি নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ যোগের নিকটবর্ত্তিনী কিম্বদন্তীরও সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি মানসিকবৃত্তি সমুহ রোধ করিয়া মনকে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত করেন, সেই ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারই নাম যোগী। ৫০-৫১। স্বভাবতঃ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখ করিয়া তাহাদিগকে মনেতে লীন করিবে; তৎপরে সেই মনকে জীবাত্মায় লীন করিবে, অনন্তর সর্ব্বপ্রকার ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিবে; ইহারই নাম ধ্যান এবং ইহাই যোগ;

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যার্থাভিধায়ী শাস্ত্রনিচয় কেবল বাগাড়ম্বরমাত্রে পর্য্যবসিত। ৫২-৫৩। সমস্ত লোক যাহা নাই বলিয়া জানে, পরমাত্মার সহিত জীবের ঐক্য আছে ইহা বলিতে গেলে লোকবিরুদ্ধ অর্থ কথন করা হয়; সুতরাং তাহা লোকের হৃদয়ে সহসা স্থান প্রাপ্ত হয় না। সেই ব্রহ্মকে কেবল পুণ্যবলেই নিজে জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অবিবাহিতা নারী যেমন অন্যান্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক ভর্ত্তৃসঙ্গজনিত সুখ কি প্রকার তাহা অভিহিত হইয়াও বস্তুতঃ সেই সুখ কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারে না; তদ্রূপ যে সেই পরব্রহ্মে আত্মসংযোগ না করিয়াছে, সে কখনই সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। এবং জন্মাবধি অন্ধ ব্যক্তির বর্ত্তিকাজ্ঞানের ন্যায় সেই পরমাত্মা অযোগিগণের চিরদিনই অজ্ঞাত থাকেন। ৫৪-৫৫। সর্ব্বদা যোগাভ্যাসনিরত ব্যক্তির সেই পরমাত্মা বিজ্ঞেয় হইয়া থাকেন; কারণ অতিশয় সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন সেই পরব্রহ্মসনাতনকে হঠাৎ কোন প্রকারে লক্ষ্য করা যায় না। বাতাহত জলের ন্যায় মানবচিত্ত সততই চঞ্চল; সুতরাং চিত্তকে কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। ৫৬-৫৭। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত প্রাণবায়ুর নিরোধ করিতে হইবে। বায়ু নিরোধের নিমিত্ত ষড়ঙ্গযোগ অভ্যাস করিবে। আসন, প্রাণায়াম. প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ছয়টী যোগের অঙ্গ। জগতে যত প্রকার জীবযোনি আছে, তত প্রকার আসন হইয়া থাকে। মেঢ্রের উপরিভাগে বাম পাদের গুল্‌ফ বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি দক্ষিণ পাদের গুল্‌ফ নিবিষ্ট করত উপবেশনের নাম সিদ্ধাসন; এই আসন যোগিগণের যোগসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে এবং নিত্য ইহা অভ্যাস করিলে শরীর দৃঢ় হয়। ৫৮-৬১। যোগী বাম উরুর উপর দক্ষিণচরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বামচরণ বিন্যাস করিয়া উপবেশন করিবে, এই আসনের নাম পদ্মাসন। ৬২। পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া পশ্চাৎভাগ দিয়া কর-দ্বয়ের দ্বারা উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিলে বদ্ধপদ্মাসন হইয়া থাকে; এই আসন অভ্যাস করিলে শরীর দৃঢ় হয়। অথবা যোগীর যে আসনে উপবেশনে সুখ বোধ হইবে, স্বস্তিকাদি আসন নিচয়ের মধ্যে সেই কোন একটী আসনে আবদ্ধ হইয়া যোগী যোগ অভ্যাস করিবেন। ৬৩-৬৪। জল বা অগ্নির সন্নিকটে, জীর্ণ অরণ্য বা গোষ্ঠে, দংশ বা মশকাকীর্ণ স্থানে, গ্রামস্থ পূজ্য বৃক্ষমূলে, প্রাঙ্গণ ভূমিতে, কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার বা অস্থি প্রভৃতির দ্বারা দূষিত স্থানে এবং পূতি-গন্ধময় বা বহুজনাকীর্ণ স্থানে বসিয়া যোগ অভ্যাস করিবে না। ৬৫-৬৬। যে স্থান সর্ব্ব প্রকার বাধারহিত এবং যে স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখে অবস্থিত হইবে, মনঃ-প্রসন্নতাজনক, মাল্য ও ধূপ প্রভৃতির গন্ধে আমোদিত তাদৃশ স্থানে, গুরুতর

আহার না করিয়া বা ক্ষুধার্ত্ত না থাকিয়া মল ও মুত্রের বেগ রোধ না করত, যোগী যোগ অভ্যাস করিবেন। পথশ্রান্ত বা চিন্তাপীড়িত অবস্থায় যোগাভ্যাস করিবে না। ৬৭-৬৮। চরণদ্বয় ঊরুদ্বয়ের উপরে উত্তানভাবে অবস্থাপিত করিয়া সব্য ঊরুর উপর বাম কর বিন্যাস করত অপর হস্ত উন্নত করিয়া বক্ষঃস্থলের সহিত বদন সংযোগ করিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করত সত্ত্বসংস্থ হইয়া দন্তে দন্ত স্পর্শ না করাইয়া, জিহ্বাকে তালুতে নিশ্চল রাখিয়া সংবৃতাস্য হইয়া সুনিশ্চল ভাবে ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া অনতি নিম্ন বা অনতি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, উত্তম, মধ্যম ও লঘুভেদে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ৬৯-৭১। অনিল যখন চঞ্চল থাকে তখন সমস্তই চঞ্চল হয়; এবং উহা যখন নিশ্চল হয়, তখন সমস্তই নিশ্চল হইয়া যায়; সুতরাং বায়ু রোধ করিলে যোগী স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু দেহে অবস্থান করে, সেই পর্য্যন্তই লোকে জীবিত বলিয়া থাকে, দেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইলেই মরণ হয়; অতএব যত্নসহকারে প্রাণবায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিবে। যে পর্য্যন্ত শরীরমধ্যে প্রাণবায়ু আবদ্ধ থাকে, যে পর্য্যন্ত চিত্ত বাহ্য বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে এবং যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট থাকে, সে পর্য্যন্ত কাল হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ৭২-৭৪। কালভয়েই ব্রহ্মা সতত প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। যোগিগণ সম্যক্‌রূপে প্রাণায়াম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। দ্বাদশ মাত্রা পরিমিত প্রাণায়ামের নাম লঘু প্রাণায়াম; হ্রস্ব অক্ষরকে মাত্রা কহা যায়, চতুর্ব্বিংশ মাত্রা পরিমিত প্রাণায়ামকে মধ্যম এবং ষট্‌ত্রিংশ মাত্রা পরিমিত প্রাণায়ামকে উত্তম কহা যায়। ৭৫-৭৬। এই প্রাণায়াম স্বেদ, কম্প ও বিষাদ উৎপন্ন করিয়া থাকে। লঘু প্রাণায়ামে স্বেদ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে তাহার দ্বারা স্বেদ জয় হইয়া থাকে। মধ্যম প্রাণায়ামে কম্প উৎপন্ন হয়, তাহারই অভ্যাসবলে সেই কম্প জয় হইয়া থাকে এবং উত্তম প্রাণায়ামে বিষাদ উৎপন্ন হইয়া, তাহারই অভ্যাসবলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে যোগীর প্রাণ ক্রমশঃ নিশ্চল হইলে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তখন যোগী যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া যায়। ৭৭-৭৮। হঠাৎ এই প্রাণবায়ুকে রোধ করিলে ইহা রোমকূপ সমূহ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে এবং দেহকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে; অতএব বন্যহস্তীর ন্যায় ক্রমশঃ ইহাকে বশে আনিতে হয়। বন্যহস্তী বা সিংহ যেমন ক্রমশঃ মৃদু হইয়া, শাসকের আজ্ঞা লঙ্ঘন না

করিয়া তাহা প্রতিপালন করে, তদ্রূপ প্রাণবায়ু ক্রমশঃ যোগবলে নিরুদ্ধ হইয়া যোগীর আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। ৭৯-৮১। এই বায়ু ইড়া ও পিঙ্গলানাম্নী নাড়ীদ্বয়ের মধ্যদিয়া ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে; এই জন্য এই বায়ুর নাম "প্রাণ"। যখন সমস্ত নাড়ীচক্র অনাকুলভাবে বিশুদ্ধতা লাভ করে, তখনই যোগী প্রাণবায়ুর নিরোধে সমর্থ হন। ৮২-৮৩। প্রথমতঃ আসনসিদ্ধ হইয়া চন্দ্রদৈবত নাড়ীর (ইড়ার) দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, অনন্তর সূর্য্যদৈবত নাড়ীর (পিঙ্গলার) দ্বারা সেই বায়ুকে রেচন করিবে, ইহারই নাম প্রাণায়াম। যোগী চন্দ্রবীজ সমন্বিত গলিতামৃতধারা-রাশি চিন্তা করত কুম্ভকাখ্য প্রাণায়ামের দ্বারা তৎক্ষণেই বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ৮৪-৮৫। সূর্য্যদৈবত নাড়ীর দ্বারা বায়ুকে আকর্ষণ করত জঠরগুহা পরিপূর্ণ করিয়া, ক্রমশঃ কুম্ভক পূর্ব্বক অনন্তর চন্দ্র নাড়ীর দ্বারা বায়ুকে রেচন করিবে। জ্বলদগ্নিরাশিতুল্য সূর্য্যকে হৃদয়ে চিন্তা করত এই যাম্যাবাম্য প্রাণা-য়ামের দ্বারা যোগিশ্রেষ্ঠ, সুখভাগী হইয়া থাকেন। ৮৬-৮৭। এইরূপে তিন মাস প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে যোগীর নাড়ীচক্র সমূহ বিশুদ্ধ হয় এবং তাঁহার প্রাণবায়ু সিদ্ধ হইয়া থাকে। নাড়ীচক্র সমস্ত বিশুদ্ধ হইলে, ইচ্ছানুসারে প্রাণ ধারণ করিতে পারা যায়, এবং জঠরানল প্রদীপ্ত, নাদধ্বনির অভিব্যক্তি ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। ৮৮-৮৯। দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ; সেই প্রাণঘটিত যে এক শ্বাসময়ী মাত্রা, তাহাকেই প্রাণায়াম কহা যায়। অধম প্রাণায়ামে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, মধ্যম প্রাণায়ামে শরীরে কম্প হয় এবং বদ্ধপদ্মাসন হইয়া উত্তম প্রাণায়াম সিদ্ধ করিতে পারিলে, দেহ ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। ৯০-৯১। প্রাণায়ামের দ্বারা শারীরিক দোষ সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। ধারণা বলে মন ধীরতা অবলম্বন করে; ধ্যানবলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, সমাধিবলে শুভাশুভ কর্ম্মনির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় এবং আসন বলে শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে; এই ছয়টীই যোগের অঙ্গ। ৯২-৯৩। দ্বাদশটী প্রাণায়ামে একটী প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশটী প্রত্যাহারে একটী ধারণা হয়, দ্বাদশটী ধারণায় একটী ধ্যান হয়; এই ধ্যানকালেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয় এবং দ্বাদশটী ধ্যানে সমাধি হইয়া থাকে। সমাধির উত্তরকালে অনন্ত ও স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; সেই জ্যোতিঃ দর্শন হইলেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও সংসারে যাতায়াত নিবৃত্ত হইয়া যায়। ৯৪-৯৬। প্রাণবায়ু যখন আকাশমার্গে অবস্থিত হয়, তখন ঘণ্টা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যের ধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়া থাকে; তদনন্তরেই

সিদ্ধি লাভ হয়। ৯৭। যথাবিধি প্রাণামের অনুষ্ঠানে সর্ব্ব প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং অবিধিপূর্ব্বক উহা অভ্যাস করিলে সর্ব্ব প্রকার ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে। ৯৮। প্রাণবায়ুর ব্যতিক্রম হইলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, এবং মস্তকে, কর্ণে ও নেত্রে বেদনা প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব পরিমাণরূপে বায়ু পরিত্যাগ, পরিমাণ রূপে বায়ুর পূরণ ও পরিমাণরূপে বায়ুকে আবদ্ধ করিতে পারিলেই যোগী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ৯৯-১০০। বিষয় সমূহে যথেচ্ছা সঞ্চরণশীল ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করার নামই প্রত্যাহার। কূর্ম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গ সমূহকে প্রত্যাহৃত করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রত্যাহারবিধানের সাহায্যে স্বীয় ইন্দ্রিয়নিচয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন; তিনি নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। ১০১-১০২। চন্দ্রমা তালুদেশে অবস্থান করত অধোমুখে সুধা বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য নাভিদেশে অবস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই অমৃত গ্রাস করিয়া থাকেন। এমত কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে নাভির সহিত সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে ও তালুর সহিত চন্দ্রমাকে নিম্নে স্থাপিত করিয়া সেই সুধাভাগী হইতে পারা যায়; বিপরীতাখ্য সেই কার্য্য কেবল যোগাভ্যাসবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১০৩-১০৪। প্রাণায়ামবিধানজ্ঞ যোগী কাকচঞ্চুতুল্য স্বীয় মুখের দ্বারা ধীরে ধীরে অত্যন্ত শীতল প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারেন। ঊর্দ্ধমুখ তালুবিবরে রসনা অবস্থাপিত করিয়া অমৃত পান করত ছয় মাসের মধ্যেই দেবত্ব লাভ করিতে পারা যায়; তাহার কোন সন্দেহ নাই। ১০৫-১০৬। যে যোগী, স্থিরভাবে জিহ্বাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া অমৃত পান করিতে পারেন, তিনি এক পক্ষ মধ্যেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা জিহ্বার মুল ভাগস্থ ছিদ্র স্পর্শ করিয়া সুধাময়ী দেবীকে চিন্তা করিলে ছয় মাসের মধ্যে কবি হইতে পারা যায়। ১০৭-১০৮। যে যোগীর দেহ অমৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, দুই তিন বর্ষ মধ্যেই তিনি ঊর্দ্ধরেতা ও অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকেন। সতত যে যোগীর দেহ অমৃতে পরিপূর্ণ থাকে, তক্ষক দংশন করিলে ও তাঁহার দেহে বিষ সঞ্চারিত হইতে পারে না। ১০৯-১১০। আসনসিদ্ধ, প্রাণায়াম সংযুক্ত ও প্রত্যাহারসম্পন্ন হইয়া যোগী ধারণা অভ্যাস করিবেন। মনকে স্থির করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চভূতের ধারণাকেই ধারণা বলা গিয়া থাকে। ১১১-১১২। হৃদয়মধ্যে হরিতালনিভা, লকারযুক্তা, ব্রহ্মদৈবতা চতুষ্কোণ ভূমিকে চিন্তা করিবে; ইহার নাম ক্ষিতিধারণা। কণ্ঠে অর্দ্ধচন্দ্র সন্নিভ, বিষ্ণু দৈবত, বকার সংযুক্ত, কুন্দের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অম্বুতত্ত্বের ধ্যান করিয়া, অম্বু জয়

করিতে পারা যায়। ১১৩-১১৪। তালুস্থিত, বর্ষাকালীন দৃশ্যমান ইন্দ্রগোপ নামক কীট বিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, রকারযুক্ত, রুদ্রদৈবত তেজ চিন্তা করিলে, বহ্নিকে জয় করিতে পারা যায়। ভ্রূমধ্যে, অঞ্জনসন্নিভ, বৃত্ত, যকারযুক্ত, ঈশদৈবত, বায়ু-তত্ত্বের চিন্তা করিলে, বায়ুকে জয় করিতে পারা যায়। ১১৫-১১৬। মরীচিবারি সদৃশ, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত, সদাশিব সংযুক্ত, শান্ত, হকারযুক্ত, আকাশতত্ত্ব চিন্তা করত, তথায় পঞ্চ ঘটিকা পরিমিতকাল প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলে যে ধারণা হয়, তাহা মোক্ষের কপটস্বরূপ বিঘ্নরাশিকে বিপাটন করিতে অতিশয় পটু হইয়া থাকে। ভূতগণের ধারণা, স্তম্ভনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামণী এবং শমনী এই পাঁচ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১১৭-১১৮। "ধ্যৈ" ধাতুর অর্থ চিন্তা, যথার্থ তত্ত্বে চিত্তের স্থিরতার নামই চিন্তা; সুতরাং সেই ধ্যৈ ধাতুনিষ্পন্ন ধ্যানশব্দে তাদৃশ চিন্তাই উক্ত হইয়া থাকে। সগুণ এবং নির্গুণভেদে সেই চিন্তাও দুই প্রকার। বর্ণভেদে চিন্তার নামই সগুণচিন্তা এবং কেবল চিন্তার নামই নির্গুণ চিন্তা; সমন্ত্র চিন্তাকে সগুণ এবং মন্ত্রবর্জ্জিত চিন্তাকে নির্গুণ চিন্তা বলিয়া জানিবে। ১১৯-১২০। সুখে আসনে সমাসীন হইয়া চিত্তকে অন্তরে ও চক্ষুকে বাহিরে অবস্থাপিত করিয়া শরীরের সমতা সম্পাদনের নাম ধ্যানমুদ্রা; ইহা অতিশয় সিদ্ধিপ্রদ। স্থিরাসন যোগী একটী ধ্যান করিয়া যে পুণ্য লাভ করিতে পারেন, অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সে ফল লাভ করা যায় না। ১২১-১২২। যে পর্য্যন্ত কর্ণাদিতে শব্দাদি তন্মাত্রা অবস্থান করে, সেই পর্য্যন্তই ধ্যানাবস্থা থাকে; তদনন্তর সমাধি অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। পাঁচদণ্ড পরিমিত কাল চিত্তের স্থিরতার নাম ধারণা; যষ্ঠিনাড়ী পরিমিত কাল চিত্তের স্থিরতার নাম ধ্যান এবং দ্বাদশদিন চিত্তের স্থিরতাকে যোগশাস্ত্রে সমাধি বলিয়া থাকে। ১২৩-১২৪। জল ও সৈন্ধব যোগ করিলে যেমন একাকার হইয়া যায়, তদ্রূপ আত্মা ও মনের ঐক্যকে সমাধি বলা গিয়া থাকে। যখন প্রাণ সংক্ষীণ হইয়া আইসে এবং মনও বিলীন হইয়া যায়, সেই সময় চিত্তের যে সমরসতা তাহাকেই সমাধি কহা যায়। ১২৫-১২৬। যে অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতা হইয়া মনের সমস্ত সঙ্কল্প বিলীন হইয়া যায় সেই অবস্থাকেই যোগিগণ সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সমাধিস্থ যোগী স্বীয় দেহে শীত, গ্রীষ্ম এবং সুখ বা দুঃখ কিছু জানিতে পারেন না। ১২৭-১২৮। এবং কালের দ্বারা কলিত হন না, কর্ম্ম সমূহের দ্বারা লিপ্ত হন না বা শস্ত্র কিম্বা অস্ত্রের আঘাতেও ব্যথিত হন না। পরিমিত আহার ও বিহারশীল, কর্ম্ম সমূহে পরিমিত চেষ্টাশীল এবং পরিমিত নিদ্রা ও অবরোধশীল যোগীই তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ১২৯-১৩০। হেতু ও

দৃষ্টান্তরহিত এবং বাক্য ও মনের অগোচর, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ তত্ত্ব বলিয়া জানেন। যোগী ষড়ঙ্গযোগের অভ্যাস বলে নিরালম্ব, নিরাতঙ্ক এবং নিরাময় সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যেমন ঘৃতমধ্যে ঘৃত নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা ঘৃতের সহিত মিলিয়া যায়, এবং ক্ষীর মধ্যে ক্ষীর নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা তন্ময়ই হইয়া যায়, তদ্রূপ যোগীও সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৩১-১৩৩। বিভূতি প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্যর দ্বারা শরীর মর্দ্দন করিবে; অত্যন্ত উষ্ণদ্রব্য ও লবণ ভোজন করিরে না, সর্ব্বদা ক্ষীরভোজী হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাম, ক্রোধ ও মৎসর প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগাভ্যাস করিয়া এক বৎসরেই যোগী হইতে পারিবে। ১৩৪-১৩৫। যে যোগী, মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা উড্ডীয়মান জলন্ধর এবং মূলবন্ধ পরিজ্ঞাত হন, তিনিই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। নাড়ীচক্রের বিশোধন, ইড়া ও পিঙ্গলার সংঘটন, এবং সম্যক্‌প্রকারে রস সমুহের শোষণকেই মহামুদ্রা বলা যায়। ১৩৬-১৩৭। বামপাদের দ্বারা শিশ্ন আপীড়ন করত বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন করিয়া, দুই হস্তের দ্বারা প্রসৃত (লম্বিত) দক্ষিণ পাদ ধারণ পূর্ব্বক প্রাণবায়ুর দ্বারা উদর পূর্ণ করত পশ্চাৎ সেই বায়ু রেচন করিবে, ইহারই নাম মহামুদ্রা; ইহা অভ্যাস করিলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৩৮-১৩৯। প্রথমত ইড়াতে এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া, পরে পিঙ্গলাতে অভ্যাস করিবে; এই রূপে যখন পূরক, কুম্ভক ও রেচকে উভয়ের সংখ্যা তুল্য হইবে, তখন মুদ্রা বিসর্জ্জন করিবে। এই মুদ্রা অভ্যস্ত হইলে যোগীর পথ্যাপথ্যের কোন নিয়ম না থাকিলেও ক্ষতি হয় না। তখন বিকারের হেতুভূত রস সমুহ ও নীরস পদার্থের তুল্য হয়, এবং সেই অবস্থায় যোগী কঠোর বিষ পান করিয়াও অমৃতের ন্যায় তাহা জীর্ণ করিয়া থাকেন। ১৪০-১৪১। যে ব্যক্তি মহামুদ্রা অভ্যাস করে, তাহার ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ থাকিলে, সেই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। জিহ্বাকে বিপরীত গামিনী করিয়া কপাল কুহরে প্রবেশ করাইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিন্যাস করিয়া অবস্থানের নাম খেচরীমুদ্রা। এই খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করিলে, শর সমুহের আঘাতে কদাপি পীড়া প্রাপ্তি হয় না এবং কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত বা কাল কর্ত্তৃক বাধিত হয় না ১৪২-১৪৪। এই মুদ্রার অভ্যাস কালে চিত্ত ও জিহ্বা খে (শূন্যে) বিচরণ করিয়া থাকে, এই জন্য ইহার নাম খেচরীমুদ্রা; যোগিগণ সাদরে ইহার সেবা করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত দেহ মধ্যে বিন্দু অবস্থান করে সে পর্য্যন্ত মৃত্যুভয় থাকে না এবং যে পর্য্যন্ত এই খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করা যায়,

সে পর্য্যন্ত দেহ হইতে বিন্দু নির্গত হয় না। ১৪৫-১৪৬। মহাপ্রাণ দিবারাত্র উড্ডীন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সেই মহাপ্রাণে যে বন্ধ তাহাকে উড্ডীয়ান বলা যায়। হস্ত দ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা প্রসারিত পাদদ্বয়ের মধ্যভাগ, জঠরে ও নাভির ঊর্দ্ধদেশে অবস্থাপিত করিলে উড্ডীয়ান-বন্ধ হইয়া থাকে; এই বন্ধ অভ্যাস করিলে মৃত্যুভয় থাকে ন। ১৪৭-১৪৪৮। যে বন্ধবলে নাড়ী সমূহ অধোগামী জলরাশিকে কণ্ঠস্থলে ধারণ করিয়া রাখে, তাহারই নাম জলন্ধর-বন্ধ; ইহাতে সর্ব্ব প্রকার দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কণ্ঠ সঙ্কোচলক্ষণ জালন্ধর-বন্ধ অভ্যাস করিলে ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিচ্যুত অমৃত আর জঠরাগ্নিতে নিপতিত হয় না এবং শরীরস্থ বায়ুও প্রকুপিত হইতে পারে না। ১৪৯-১৫০। পাষ্ণিভাগের দ্বারা উপস্থ আপীড়ন করত পায়ুকে সঙ্কুচিত করিয়া অপানবায়ুকে উৰ্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া, প্রাণ-বায়ুর সহিত মিলিত করিলে মূলবন্ধ হইয়া থাকে। এই বন্ধবলে প্রাণ ও অপান-বায়ুর ঐক্য সম্পাদন করিলে মূত্র ও পুরীষ ক্ষয় হইয়া যায় এবং সতত এই মূলবন্ধ অভ্যাস করিলে বৃদ্ধও অল্পকাল মধ্যে যুবার ন্যায় দৃঢ় হইতে পারে। ১৫১-১৫২। প্রাণ ও আপন বায়ুর বশবর্ত্তী হইয়াই জীব, দক্ষিণ ও বামমার্গের দ্বারা (ইড়া ও পিঙ্গলার দ্বারা) চঞ্চল ভাবে ঊৰ্দ্ধ ও অধোভাগে গমন করিয়া স্থিতিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। রজ্জুতে আবদ্ধ পক্ষী যেমন উড়িয়া যাইলেও আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় আগমন করে, তদ্রূপ সত্বাদিগুণ সমূহে আবদ্ধ জীব ও প্রাণায়ামের দ্বারা দেহ মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যোগী, ঊৰ্দ্ধ ও অধঃস্থিত বায়ুদ্বয়কে ঐক্য করিয়া জীবের স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব, পুরুষবীজ হকারের দ্বারা বাহিরে নির্গত হয় এবং প্রকৃতিবীজ সকারের দ্বারা পুনরায় দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; এইরূপে জীব নিরন্তর “হংস” এই মন্ত্র জপ করিতেছে। ১৫৩-১৫৬। দিবা রাত্র ব্যাপিয়া জীব, ষট্ শতাধিক একবিংশতি সহস্রবার এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। এই মন্ত্রের নাম অজপা গায়ত্রী, ইহা যোগিগণের মোক্ষদায়িনী; এবং ইহার সঙ্কল্প মাত্রেই মানব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৫৭-১৫৮। যোগীকে যোগ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য তাঁহার বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে:— অত্যন্ত দূরগত বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হয়, দূরস্থিত পদার্থ সম্মুখে পরিদৃষ্ট হয়, নিমেষার্দ্ধ-কালের মধ্যে শতযোজন দূরে গমন করিবার শক্তি হয়, কদাপিও যে শাস্ত্রের বিষয় চিন্তা করা যায় নাই; সেই সমস্ত শাস্ত্র কণ্ঠগত হয়। অতিশয় ধারণাশক্তি হয়, গুরুভার লঘু হইয়া যায় শরীর ক্ষণে কৃশ, ক্ষণে স্থূল, ক্ষণে অল্প ও ক্ষণে মহান্

হয়। পরদেহে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য হয় ; তির্য্যক্ জাতিগণের ভাষা বোধ হয়। শরীরে দিব্যগন্ধ হয়, দিব্যবাণী ব্যবহারের শক্তি হয় এবং বপুঃ ধারণ করিয়া দেবকন্যাগণ কর্ত্তৃক যোগী প্রার্থিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত বিঘ্ন যোগসিদ্ধির সূচক হইয়া থাকে। ১৫৯-১৬৩। যোগীর মন এই সমস্ত বিঘ্নের দ্বারা আক্ষিপ্ত না হইলেই উত্তরকালে ব্রহ্মাদিদেবগণের দুর্লভ সেই পরমপদ (মুক্তি) লাভ হইয়া থাকে। যে পদ লাভ করিয়া পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না এবং যে পদ প্রাপ্ত হইলে কোন শোক পাইতে হয় না ; হে কলশোদ্ভব! ষড়ঙ্গযোগবলে সেই পদ লাভ হইয়া থাকে। ১৬৪-৯৬৫। কিন্তু একজন্মে এই প্রকার যোগ সিদ্ধি লাভ করা দুর্ঘট এবং যোগসিদ্ধি ব্যতিরেকেইবা কি প্রকারে মুক্তি লাভ হইতে পারে? হে কুম্ভজ! কাশীতে তনুত্যাগ কিম্বা এতাদৃশ যোগানুষ্ঠান, এই দুইটী মাত্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায়। মানবগণের ইন্দ্রিয় সমূহ অতিশয় চঞ্চল। তাহাদের চিত্তের বৃত্তিসমূহ কলিকালে অতিশয় মলিন এবং পরমায়ু ও অতি অল্প, সুতরাং তাহাদের এতাদৃশ কঠিন যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা কোথায়? এই নিবন্ধনই করুণাসাগর বিশ্বেশ্বর জীবগণের মুক্তিপ্রদরূপে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। ১৬৬-১৬৯। কাশীতে জীবগণ যেরূপ সুলভে মুক্তিলাভ করিতে পারে, অন্য স্থানে যোগাদির অনুষ্ঠানে তাদৃশ সুলভে মুক্তিলাভ করা যায় না। ১৭০। কাশীতে দেহ-সংযোগেই সম্পূর্ণ যোগ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে ; এই যোগবলেই সত্বর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, অন্য যোগের অনুষ্ঠানে সত্বর মুক্তি লাভ করা কঠিন। বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, কালভৈরব, ঢুণ্ঢিরাজ এবং দণ্ডপাণি, ইহাই যোগের ছয়টী অঙ্গ। কাশীক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সতত এই ষড়ঙ্গযোগের সেবা করে, সে দীর্ঘ যোগনিদ্রা লাভ করিয়া মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। ১৭১-১৭৩। ওঙ্কারেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর, ত্রিবিষ্টপেশ্বর, বীরেশ্বর এবং বিশ্বেশ্বর এই ছয়টীও যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। অসি ও বরণাসঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ এবং ধর্ম্মকূপ এই ছয়টীও সেই যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। ১৭৪-১৭৫। হে নরোত্তম! বারাণসীতে এই ষড়ঙ্গের সেবা করিলেও জীব পুনরায় জননী জঠরে প্রবেশ করে না। উত্তরাহিনী গঙ্গাতে স্নানই মহামুদ্রা, ইহাতেই সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এই মুদ্রার অভ্যাসবলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ১৭৬-১৭৭। কাশীর পথসমূহে সঞ্চরণের নামই খেচরীমুদ্রা ; এই খেচরীমুদ্রার অভ্যাসে নিশ্চয়ই খেচরত্ব (দেবত্ব) লাভ হইয়া থাকে। নানাদেশ হইতে উড্ডীন হইয়া বারাণসীতে গমনের নামই উড্ডীয়ানবন্ধ; ইহাতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের স্নানজ জল মস্তকে ধারণের নামই

জলন্ধরবন্ধ; ইহা সমস্ত দেবগণেরও দুর্লভ। ১৭৮-১৮০। সুধীব্যক্তি শত প্রকার বিঘ্নের দ্বারা আকুল হইয়াও কাশীকে যে পরিত্যাগ করেন না, তাহাই মূলবন্ধ নামে অভিহিত হয়; এই বন্ধবলেই দুঃখ সমূহের মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে মুনে! জীবগণের মুক্তির জন্য শম্ভু কর্তৃক ভাষিত মুদ্রা ও ষড়ঙ্গের সহিত এই দুই প্রকার যোগ তোমাকে বলিলাম। ১৮১-১৮২। মানবের যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের বৈক্লব্য উপস্থিত না হয়, যে পর্য্যন্ত ব্যাধি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ না করে এবং এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যুর বিলম্ব থাকে, তাবৎকাল যোগে রত থাকা উচিত। এই দুই প্রকার যোগের মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, এই যোগ অভ্যাস করিলে অনায়াসেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ পরম যোগ লাভ করিতে পারা যায়। ১৮৩-১৮৪। মৃত্যুর হেতুভূত ও আধি-ব্যাধিসহায়িনী জরার দ্বারা মৃত্যুকে নিকটস্থ জানিয়া কাশী-নাথকে আশ্রয় করিবে। কাশীনাথকে আশ্রয় করিলে মানবগণের আর কালভয় কোথায়? কারণ, কাল ক্রুদ্ধ হইয়া জীবনকে হরণ করিবেন, তাহাও কাশীতে মঙ্গলেরই বিষয়; কৃতী ব্যক্তি অতিথি-অর্চ্চনার কালে যেমন অতিথির প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কাশীতে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। ১৮৫-১৮৭। কলি, কাল এবং কৃতকর্ম্ম এই তিনটাই কণ্টক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; আনন্দকানন নিবাসী জীবগণের উপর এই তিনটারই প্রভুতা থাকে না। ১৮৮। অন্য স্থানেও কাল, অতর্কিত ভাবে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে, যে ব্যক্তির কাল হইতে ভীত না হইবার ইচ্ছা হইবে; সে কাশীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ১৮৯।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মৃত্যুর লক্ষণ কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে হরনন্দন! কি প্রকারে মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানা যায়, তাহার কতকগুলি লক্ষণ আমাকে বলুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! প্রাণিগণের মৃত্যু সন্নিকট হইলে যে সমস্ত চিহ্ন

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তির দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্র নিশ্বাস বহে, তাহার অখণ্ড আয়ুঃ থাকিলেও সে ব্যক্তি তিন বৎসরের অধিক কাল বাঁচে না। ২-৩। দুই দিন বা তিন দিন দিবা রাত্র দক্ষিণ নাড়ী দিয়া যাহার নিশ্বাস বহিতে থাকে, তাহার এক বৎসর মাত্র জীবনকাল পরিগণিত হইয়া থাকে। দশদিন নিরন্তর যাহার নাসাপুটদ্বয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মধ্যেই উৎক্রান্তি হয়, সে তিনদিনমাত্র জীবিত থাকে। ৪-৫। নিঃশ্বাসবায়ু নাসাপুট পরিত্যাগ করিয়া যাহার মুখ হইতে প্রবাহিত হয়, সে দুই-দিনের মধ্যেই পথিমধ্যে মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। যে কালে মৃত্যু অকস্মাৎ হয়, মৃত্যু হইতে ভীত ব্যক্তির সেই কালকে বিশেষরূপে চিন্তা করা উচিত। যখন সূর্য্য সপ্তমরাশিস্থ এবং চন্দ্র জন্মনক্ষত্রস্থ হন, এবং যে সময়ে দক্ষিণনাসাপুটে নিঃশ্বাস বহন করে, সূর্য্যাধিষ্ঠিত সেই কালকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত। ৬-৮। সেই কালে যে ব্যক্তি, অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পুরুষকে দর্শন করে এবং তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে অন্যরূপ দর্শন করে, সে দুইবৎসরমাত্র বাঁচিয়া থাকে। যাহার বীজ, মল, ক্ষুত এবং মূত্র এককালীন নিপতিত হয়, সে এক বৎসরমাত্র বাঁচিয়া থাকে। ৯-১০। যে ব্যক্তি আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল ইন্দ্রনীলনিভ নাগবৃন্দ দেখিতে পায়, সে ছয় মাসও জীবিত থাকে না। যে ব্যক্তি মুখে বারি লইয়া দিবাকরের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া নির্ম্মল আকাশে ফুৎকারপ্রদান করত ইন্দ্রচাপ-দর্শন করিতে না পায়, সে ছয়মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যাহার মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে, সে অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃমণ্ডল দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগের নাম ধ্রুব, ভ্রূমধ্যে বিষ্ণুপদ এবং নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমণ্ডল কহা যায়। ১১-১৪। যে ব্যক্তি নীলাদি বর্ণ ও কটু ও অম্ল প্রভৃতি রস সমূহকে রোগাদিব্যতিরেকে অন্যথা রূপে অবগত হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যাহার ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যু হইবে, তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুষ্ক হইয়া থাকে এবং উহারা বিবর্ণ হইয়া যায়। ১৫-১৬। যে ব্যক্তির রেতঃ, হস্তের অঙ্গুলী এবং নেত্রের কোণ নীলবর্ণ হইয়া যায়, সে ছয় মাসের মধ্যেই যমপুরীতে গমন করে। মৈথুনসময়ে এবং তাহার পরক্ষণে যে ব্যক্তি হাঁচিয়া থাকে সে পাঁচ মাসের মধ্যেই যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। ১৭-১৮। বর্ণত্রয়বিশিষ্ট সরট (কৃকলাস) যাহার মস্তকে দ্রুত আরোহণ করিয়া চলিয়া যায়, ছয় মাসেই তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তির স্নানের অনন্তরই হৃদয়, চরণদ্বয় ও করদ্বয়

শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিনমাসমাত্র জীবনধারণ করে। ১৯-২০। ধূলি বা কর্দ্দমে যাহার পাদের চিহ্ন খণ্ডিতাকৃতি হইয়া পতিত হয়, সে পাঁচ মাসের অধিক বাঁচে না। দেহ নিশ্চল থাকিলেও যাহার দেহের ছায়া চঞ্চল হয়, চতুর্থমাসে যমদূতগণ তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। ২১-২২। যে ব্যক্তি, নির্ম্মল দর্পণাদিতে স্বীয় প্রতিবিম্বে মস্তক দেখিতে পায় না, সে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। বুদ্ধির বিভ্রম, বাণীস্খলন, আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই ইন্দ্রচাপ দর্শন, রাত্রিকালে চন্দ্রদ্বয় ও দিবাতে সূর্য্যদ্বয় দর্শন, দিবাতে তারকা ও রাত্রিতে তারকাহীন গগনমণ্ডল দর্শন, এককালীন চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রচাপমণ্ডল ও বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতাগ্রে গন্ধর্ব্বনগরালয় দর্শন এবং দিবাতে পিশাচনৃত্য সন্দর্শন, এই সমস্ত শীঘ্র মৃত্যুর সূচক হইয়া থাকে। ২৩-২৬। এই সমস্ত চিহ্নের মধ্যে যদি একটী চিহ্নও লক্ষিত হয়, তাহা হইলে মাসমধ্যেই মৃত্যু নিশ্চয় হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণ রুদ্ধ করিয়া কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে না পায় এবং স্থূল হইয়াও হঠাৎ কৃশ, এবং কৃশ হইয়াও হঠাৎ স্থূল হয়, সে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। ২৭-২৮। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, অসুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধ্র, শৃগাল, খর, শূকর, রাসভ, উষ্ট্র, বানর, শ্যেনপক্ষী, অশ্বতর বা বক কর্তৃক পৃষ্ঠে আরোপিত করিয়া নীত বা ভক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি এক বৎসর পরেই যমলোকে গমন করিয়া থাকে। ২৯-৩১। যে ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় শোণবর্ণ শরীরকে গন্ধ, পুষ্প বা বস্ত্রের দ্বারা ভূষিত দর্শন করে, সে আট মাসকালমাত্র জীবিত থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ধূলিরাশিতে, বল্মীকরাশিতে কিম্বা যূপদণ্ডে আরোহণ করে, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে রাসভারূঢ়, তৈলাভ্যক্ত, মুণ্ডিত বা যমালয়ে নীয়মান দর্শন করে এবং স্বীয় মৃত পূর্ব্বপুরুষগণকে ও স্বীয় মস্তক কিম্বা তনুতে তৃণ বা কাষ্ঠরাশি দর্শন করে, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুলাভ করে। ৩২-৩৫। যে ব্যক্তি, সম্মুখে লৌহদণ্ডধর, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবসনাবৃত পুরুষ দর্শন করে, সে তিন মাসের মধ্যেই মৃত হয়। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণা কুমারী বাহুপাশের দ্বারা যাহাকে বন্ধন করে, সে এক মাসের মধ্যেই শমনভবন সন্দর্শন করিয়া থাকে। ৩৬-৩৭। স্বপ্নেতে যে ব্যক্তি বানরে আরূঢ় হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, সে পাঁচ দিনের মধ্যেই যমালয়ে গমন করে। কৃপণ যদি হঠাৎ বদান্য (দাতা) হয় এবং বদান্য ব্যক্তি যদি হঠাৎ কৃপণ হয় এবং অন্য প্রকারেও যদি স্বভাব হঠাৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে। ৩৮-৩৯। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুতর কালচিহ্ন আছে, সেই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, মানব যোগাভ্যাস

অথবা কাশীকে আশ্রয় করিবে। হে মুনে! গর্ভের অবরোধক কাশীপতি মৃত্যুঞ্জয় ব্যতিরিক্ত, কালকে বঞ্চনা করিবার অন্য উপায় আমি জানি না। মানব যে পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের শরণ না লয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার জন্য পাপসমূহ ও যমরাজ গর্জ্জন করিয়া থাকেন। ৪০-৪২। কাশীক্ষেত্রে বাস, উত্তরবাহিনী গঙ্গার জলপান এবং বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গকে স্পর্শ করিয়া জগতে কোন্ ব্যক্তি সকলের পূজনীয় না হয়? যে কাশীতে অন্তিমকালে শিব স্বয়ং জীবগণের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ করিয়া থাকেন, তথায় কাল, জীবগণের কি করিতে পারে? ৪৩-৪৪। বাল্য ও কৌমার অবস্থা যেমন অল্পদিনেই চলিয়া যায়, তদ্রূপ যৌবন এবং বার্দ্ধক্যও অল্পদিনেই গমন করিয়া থাকে। অতএব যে পর্য্যন্ত জরা আক্রমণ না করে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিকলতা প্রাপ্ত না হয়, তাহারই মধ্যে পণ্ডিতব্যক্তি অকিঞ্চিৎ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীকে আশ্রয় করিবেন। ৪৫-৪৬। হে কলশোদ্ভব! অন্যান্য কালচিহ্ন পড়িয়া থাকুক, জরাই কালের প্রথম চিহ্ন, সেই জরাকেও কেহই ভয় করে না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। যে ব্যক্তি জরার দ্বারা পরাভূত হয়, সে ব্যক্তি, তারুণ্য-হীন ধনশূন্য ব্যক্তির ন্যায় সকলের দ্বারাই পরাভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জরার দ্বারা আক্রান্ত হয়, পুত্রগণ তাহার বাক্য প্রতিপালন করে না, পত্নী তাহার প্রেম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং বান্ধবগণ তাহাকে আর গ্রাহ্য করে না। জরাতুর ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া প্রণয়িনী কামিনীও পরস্ত্রীর ন্যায় শঙ্কিতা হইয়া পরাঙ্মুখী হইয়া থাকে। ৪৭-৫০। জরার তুল্য ব্যাধি বা দুঃখ আর কিছুই নাই; জরা মানবগণকে অপমানিত করে এবং জরাই তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিপাতিত করিয়া থাকে। কাশীবাসে যেমন অল্পকালমধ্যে কালকে জয় করিতে পারা যায়, তপস্যা বা যোগবলে তাদৃশ অল্পসময়মধ্যে কালকে জয় করিতে পারা যায় না। ৫১-৫২। বহুতর যজ্ঞ, দান, ব্রত ও জপাদিজনিত পুণ্যরাশি ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি কাশী-প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়? কাশীপ্রাপ্তিই যোগ, কাশীপ্রাপ্তিই জপ, কাশীপ্রাপ্তিই দান এবং কাশীপ্রাপ্তিই শিবৈকতা। বারাণসীকে যদি আশ্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার নিকট কলিই বা কে, কালই বা কে, জরাই বা কে, দুষ্কৃতই বা কি, রোগই বা কে এবং বিঘ্নই বা কাহারা? (অর্থাৎ কেহই তাহার কিছুই করিতে পারে না)। ৫৩-৫৫। যাহারা কাশীকে আশ্রয় না করে, কলি তাহাদিগকেই ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; কাল তাহাদিগকেই গ্রাস করিয়া থাকে এবং পাপরাশি তাহাদিগকেই ক্লেশপ্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৫৬। যাহারা কাশীর আশ্রয় গ্রহণ এবং বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা অন্তকালে তারকজ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মপাশ

হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৫৭। কাশীতে নিধন প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ অক্ষয় সুখ লাভ হইয়া থাকে, ধনী মানবগণ কদাপিও তাদৃশ সুখপ্রাপ্ত হয় না। ৫৮। কাশীতে যে ব্যক্তি যথাবিধি অবস্থিতি করেন, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কিন্তু স্বর্গপদে সমাসীন ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ নহেন; কারণ, কাশীবাসী ব্যক্তি দুঃখের অবসান লাভ করেন, কিন্তু স্বর্গবাসী ব্যক্তিকে সুখের অবসান লাভ করিতে হইয়া থাকে। ৫৯। ভগবান্ মহেশ্বরও দিবোদাস নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা কাশী ব্যতিরেকে, মন্দর পর্ব্বতের মনোরম গুহাতে অবস্থান করিয়াও প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। ৬০।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দিবোদাস নৃপতির প্রতাপ-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! ভগবান্ ত্রিলোচন কি প্রকারে দিবোদাস নৃপতিকে কাশী ত্যাগ করাইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা মন্দরপর্ব্বত হইতে পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপালনের জন্য মন্দর-পর্ব্বতের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, কাশী পরিত্যাগ করত যথাকালে মন্দরপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত সমস্ত দেবগণও তথায় উপস্থিত হইলেন; ভগবান্ বিষ্ণুও বৈষ্ণবক্ষেত্রনিচয় পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে যে স্থানে দেবদেব পার্ব্বতীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই মন্দরপর্ব্বতে গমন করিলেন। গণেশও গাণপত্য স্থানসমূহ পরিত্যাগ করত তথায় গমন করিলেন এবং আমিও তথায় উপস্থিত হইলাম। ২-৫। সূর্য্যও সৌরক্ষেত্রনিচয় পরিত্যাগ করত তথায় গমন করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণও পৃথিবীতে আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত দেবগণ পৃথিবী হইতে গমন করিলে, প্রতাপান্বিত পৃথিবীর অধিপতি দিবোদাস নির্দ্বন্দ্বে রাজ্য করিতে লাগি-লেন। ৬-৭। মহামতি দিবোদাস বারাণসীকে রাজধানী করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা-গণকে পালন করত, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণের হৃদয় ও নেত্রে তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং সুহৃদ্গণের

মানসে ও আত্মীয়জনসমূহে তিনি চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ৮-৯। অখণ্ড ইন্দ্রধনুতুল্য কোদণ্ডটঙ্কার করত সেই নৃপতি, রণক্ষেত্রে পলায়মান শত্রুসৈন্যরূপ বলাহকগণ কর্ত্তৃক বারম্বার পরিদৃষ্ট হইতেন। অদণ্ডনীয় ব্যক্তিগণকে সৎকৃত এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণকে দণ্ডিত করত, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচক সেই নৃপতি, ধর্ম্মরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সেই নৃপতি, ধনঞ্জয়ের ন্যায় বহুবার শত্রুরূপ অরণ্যনিচয় দগ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং পাশীর (বরুণের) ন্যায় বিদূরে অবস্থান করিয়াও বৈরিচক্রকে বন্ধন করিয়াছিলেন। ১০-১২। রিপুস্বরূপ রাক্ষসগণের বর্দ্ধক (ছেদক পক্ষান্তরে বৃদ্ধিকারক) সেই নৃপতি, পুণ্যজনগণের (ধার্ম্মিকগণের পক্ষান্তরে রাক্ষসগণের) অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জগৎপ্রাণনতৎপর সেই নৃপতি, জগৎপ্রাণ (সমীরণ) সদৃশ ছিলেন। সমস্ত সাধুগণের ধনপ্রদাতা সেই নৃপতি, রাজরাজ (কুবের) তুল্য ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে রিপুগণ তাঁহাকে রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিত। ১৩-১৪। তপস্যাবলে সেই নৃপতি, সমস্ত দেবগণেরই রূপধারণ করিয়াছিলেন ; এইজন্য যাবদীয় দেবগণ তাঁহাকে স্তব ও ভজনা করিতেন। দেবগণও তাঁহার মহিমা অবগত হইতেন না ; এবং তিনি বসুতে বসুগণ হইতেও অধিক ছিলেন। গ্রহগণ অনিষ্ট করিলে তিনি তাহাদের সহিত সংগ্রাম করত, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন এবং তিনি অশ্বিনীকুমার হইতেও অধিক রূপবান্ ছিলেন। ১৫-১৬। তিনি মরুদ্‌গণকে গণনা না করিয়া তৃষিত জনসমূহকে গুণের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সমস্ত বিদ্যাধরজনমধ্যেও সর্ব্ব বিদ্যাধররূপে বিরাজিত থাকিতেন। তিনি স্বকীয় গীতবিদ্যার দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। যক্ষ ও রাক্ষসগণ সতত স্বর্গতুল্য তাঁহার দুর্গ রক্ষা করিত। ১৭-১৮। নাগগণ, নাগতুল্য বলবান্ সেই নৃপতির কখন কোন অনিষ্ট করিত না এবং দনুজগণ সেই মনুজাকার নৃপতিকে সতত সেবা করিত। গুহ্যকগণ (দেবযোনি বিশেষ) গুহ্যচর হইয়া, সতত সেই নৃপতিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং অসুরগণ, "আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে পারেন না সুতরাং আমরা স্বস্ব বিভবানুসারে সতত আপনার সেবা করিব" বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিত। ১৯-২০। আশুগ (বায়ু) পাবমান পথে (অশ্বগতি শিক্ষাশাস্ত্রে বা আকাশ-পথে) অবস্থিত হইয়া, তাঁহার অশ্বগণকে আশুগামিত্ব শিক্ষা করাইত এবং সেই নৃপতির পর্ব্বত অপেক্ষা স্থূলদেহ পার্ব্বত্য হস্তিসমূহকে অজস্র দানশীল (মদস্রাবি, পক্ষে দাতা,) দর্শন করিয়া অন্যান্য সকলেও দানশীল হইয়াছিল। ২১-২২। সভাস্থলে সেই নৃপতির পণ্ডিতগণ এবং রণক্ষেত্রে যোদ্ধৃগণ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কদাপিও শাস্ত্র

বা শস্ত্রের দ্বারা পরাজিত হয় নাই। সেই নৃপতির রাজ্যস্থ প্রজা, বিপদান্বিত ও পরকর্তৃক দ্বেষ্য রূপে কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্বর্গেও দেবগণের মধ্যে এক জন মাত্র কলানিধি আছেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে সমস্তজনই কলার আধার ছিলেন। ২৩-২৫। স্বর্গেতে একজন মাত্র কামদেব আছেন, তিনিও আবার অনঙ্গ (অঙ্গ-বর্জ্জিত) কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত বহুতর কামই বিরাজিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে কেহ গোত্রভিৎ (কুলঘ্ন) আছে বলিয়া কেহ কখন শ্রবণ করে নাই; কিন্তু স্বর্গবাসীগণের অধীশ্বরও গোত্রভিৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ২৬-২৭। স্বর্গেতেও নিশানাথ পক্ষে পক্ষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে কেহ ক্ষয়ী বলিয়া শ্রুত হয় নাই। স্বর্গেতে নব গ্রহ আছেন কিন্তু তাঁহার রাজ্যে কোন গ্রহই ছিল না। স্বর্লোকে একজনই হিরণ্যগর্ভ বিরাজমান থাকেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে সমস্ত পুরবাসীর ভবনই হিরণ্যগর্ভ (সুবর্ণপূর্ণ) ছিল। ২৮-৩০। স্বর্লোকে একমাত্র অংশুমান্ সপ্তাশ্ব নামে বিখ্যাত আছেন, কিন্তু তাঁহার পুর, সদংশুক ও বহুবশ্ব বলিয়া বিখ্যাত ছিল। স্বর্গভূমি যেমন অপ্সরাসমূহে মণ্ডিত, তদ্রূপ সেই নৃপতির পুরীও অপ্সরাগণে শোভিত ছিল। বৈকুণ্ঠে একমাত্র পদ্মা আছেন কিন্তু তাঁহার রাজ্যে শত শত পদ্মাকর বিরাজমান ছিল। ৩১-৩২। সেই নৃপতির রাষ্ট্রসমূহ ঈতি (অনাবৃষ্টি প্রভৃতি) হীন ছিল এবং কোন গ্রামই রাজপুরুষ হীন ছিল না। স্বর্গে একমাত্র অলকাপতি ধনদ নামে বিখ্যাত আছেন কিন্তু তাঁহার রাজ্যে গৃহে গৃহে ধনদগণ বিরাজ করিতেন। দিবোদাস নৃপতির এইভাবে রাজ্য করিতে করিতে আট অযুতবর্ষ একদিনের ন্যায় গত হইল। অনন্তর দেবগণ, ধর্ম্মমার্গানুসারী সেই নৃপতির অপকার করিবার অভিলাষে বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ৩৩-৩৫। হে মুনে! আপনার ন্যায় ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণকেই দেবগণ নানাবিধ বিপদে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। দেখ এই ধরাপতি দিবোদাস বহুতর দুষ্কর যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞভুক্ দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা ইঁহার সুহৃদ্ হইলেন না। দেবগণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না; নতুবা বলি, বাণ এবং দধীচি প্রভৃতি, দেবগণের কি অপরাধ করিয়াছিলেন? ৩৬-৩৮। ধর্ম্মেরও পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে, তথাপি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ধন, ধান্য ও সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; কিন্তু সেই অধর্ম্মেই অন্তকালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করে। ৩৯-৪০। রিপুঞ্জয় নৃপতি, নিজ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা

পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজ্যপালনে তিনি স্বল্পমাত্রও অধর্ম্ম করেন নাই।৪১। দেবগণ, ষাড়্গুণ্যবেদি, ত্রিশক্তিমান্, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়বেত্তা সেই নৃপতির কোনই ছিদ্র পাইলেন না। বিপ্রতীকার করিতে সমুদ্যত দেবগণ, সেই নৃপতির অপকার করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ৪২-৪৩। সেই নৃপতির রাজ্যস্থ যাবদীয় পুরুষই একপত্নী-ব্রতশীল ও যাবদীয় মহিলাই পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই মূর্খ, কোন ক্ষত্রিয়ই বলহীন ও কোন বৈশ্যই অর্থোপার্জ্জনোপায়ে অনভিজ্ঞ ছিল না, এবং শূদ্রগণ অনন্যবৃত্তি হইয়া দ্বিজগণের শুশ্রূষায় রত থাকিত। তাঁগার রাজ্যে ব্রহ্মচারীগণ, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যে গুরুকুলের অধীন হইয়া বেদাধ্যয়নে তৎপর থাকিতেন। ৪৪-৪৭। গৃহস্থগণ, আতিথ্যধর্ম্মে প্রবণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং সতত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর ছিলেন। সেই নৃপতির রাজ্যে তৃতীয়াশ্রমীগণ, বনবাসবৃত্তিতে কৃতাদর ও গ্রামবার্ত্তাসমূহে নিস্পৃহ হইয়া সতত বেদমার্গে নিরত থাকিতেন এবং যতিগণ, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, বাক্য, মন ও শরীরের দণ্ড বিধান করত নিস্পৃহভাবে অবস্থান করিতেন। ৪৮-৫০। এবং অন্যান্য অনুলোমজাত ব্যক্তিগণও পরম্পরা পরিদৃষ্ট আপন আপন কুলমার্গ পরিত্যাগ করিত না। তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তিই পুত্রহীন, ধনহীন, অবৃদ্ধসেবী বা অকালমৃত্যুভোগী ছিল না। ৫১-৫২। তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ চঞ্চলস্বভাব, বাচাল, বঞ্চক, হিংসক, পাষণ্ড, ভণ্ড, রণ্ড, বা শৌণ্ডিক ছিল না। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্রই বেদধ্বনি, পদেপদে শাস্ত্রালাপ, সর্ব্বত্রই সদালাপ ও মঙ্গলগীতি হইত। এবং সতত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যনিচয়ের মধুর শব্দ শ্রুতিগোচর হইত। যজ্ঞেতে সোমপান ব্যতিরিক্ত তাঁহার রাজ্যে আর কোন পানগোষ্ঠী শ্রুতিগোচর হয় নাই। ৫৩-৫৫। এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে পুরোডাশ-যজ্ঞ ব্যতিরিক্ত আর কোন কালে কেহ মাংস ভোজন করিত না। তাঁহার রাজ্যে কেহ দুরোদরী, অধমর্ণ বা তস্কর ছিল না। পিতার পদসেবা, দেবপূজা, উপবাস, ব্রত, তীর্থ, এই সমস্তই প্রজাগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। স্ত্রীগণের স্বামীপদসেবা ও স্বামীর বাক্য প্রতিপালন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম ছিল না। মানবগণ, স্বীয় অগ্রজের পূজায় সতত তৎপর থাকিত। ভৃত্যগণ, আনন্দিত চিত্তে প্রভুর পদবন্দনা করিত। হীনবর্ণব্যক্তি কর্তৃক উৎকৃষ্টবর্ণ ব্যক্তিগণ গুণগৌরব-সহকারে বর্ণিত হইত। সকলেই কাশী ও কাশীস্থ দেবগণের অর্চ্চনা করিত। সকলেই ভক্তিসহকারে বিদ্বানগণের সৎকার করিত, এবং বিদ্বান্‌গণ তপস্বীগণের, তপস্বীগণ জিতেন্দ্রিয়গণের, জিতেন্দ্রিয়গণ জ্ঞানীগণের, এবং জ্ঞানীগণ শিবভক্ত-

গণের পূজা করিতেন। দিবারাত্র ব্রাহ্মণগণের মুখাগ্নিতে মন্ত্রপূত, মহার্হ, বিধিযুক্ত ও সুসংস্কৃত ঘৃত হবন হইত। ৫৬-৬২। তাঁহার রাজ্যে অনেকেই বহুতর দ্রব্যের সহিত বাপী, কূপ, তড়াগ ও আরাম-নিচয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যস্থ সমস্ত জাতিই হৃষ্টপুষ্ট ছিল এবং ব্যাধ ও পশুঘাতক ব্যতিরিক্ত সকলেরই ক্রিয়া অনিন্দনীয় ছিল। ৬৩-৬৪। দেবগণ, অনিমিষনেত্রে বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও তাদৃশ গুণশালী ও পবিত্রকর্ম্মা সেই নৃপতির কোনও ছিদ্র দর্শন পাইলেন না। অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি অপকার করিতে সমুৎসুক দেবগণকে, সেই ধর্ম্মিষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও মন্ত্রবিৎ নৃপতির বিষয় বলিতে লাগিলেন। ৬৫-৬৬।

বৃহস্পতি কহিলেন মন্ত্র, বিগ্রহ, প্রয়াণ অবস্থান, সংশ্রয় এবং ভেদ সেই নৃপতি যেমন জানেন, তদ্রূপ আর কেহই জানে না। সাম, দান, দণ্ড ও ভেদের মধ্যে আমি একমাত্র ভেদ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি না; কিন্তু তপোবল সমন্বিত সেই নৃপতির উপর তাহাও সিদ্ধ হইবে কি না বলিতে পারি না। ৬৭ ৬৮। যদিও সেই নৃপতি পৃথিবী হইতে সমস্ত দেবগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তথাপি, তথায় দেবগণের পক্ষপাতী অনেকেই এখন ও অবস্থান করিতেছেন। যাঁহাদিগকে বিনা, একনিমিষ মাত্র কালও সেই নৃপতির এবং আমাদেরও সুখে অতিবাহিত হয় না, তাঁহারা সকলেই মান্য হইয়া অন্তশ্চর ও বহিশ্চররূপে সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সকলে এস্থানে আগমন করিলেই, তোমাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে। ৬৯-৭১। দেবগণ, বৃহস্পতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত, ইহার অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া বৃহস্পতিকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন যে, এইরূপই হইবে। অনন্তর ইন্দ্রপুরঃস্থিত অনলকে আহ্বান করত বহুমান পূর্ব্বক মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, হে হব্যবাহন! আপনার যে মূর্ত্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আছে, আপনি সত্বর সেই মূর্ত্তিকে সেই নৃপতির রাজ্য হইতে অপসৃত করুন। আপনার সেই মূর্ত্তি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত হইলে প্রজাগণের অগ্নি বিনষ্ট হইবে; তাহা হইলে তাহারা হব্যকব্যক্রিয়াহীন হইয়া রাজার উপর বিরক্ত হইবে। রাজ্যপক্ষে কাম্যধেনুস্বরূপ প্রজাগণ বিরক্ত হইলে বহুকষ্টে অর্জ্জিত রাজশব্দও অপদার্থ (ব্যর্থ) হইয়া যাইবে; প্রজাগণের রঞ্জননিবন্ধন সেই নৃপতি রাজা বলিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রজারঞ্জন বিনষ্ট হইলেই, তাহা এবং তাঁহার রাজ্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৭২-৭৭। কারণ প্রজাসমূহ বিরক্ত হইয়া যদি রাজাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই রাজা; কোষ, দুর্গ ও বলসম্পন্ন হইলেও নদীকূলে অবস্থিত বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। মহীপতির ত্রিবর্গসাধনের

প্রধান হেতুই প্রজা; সেই প্রজা ক্ষীণ হইলে, নৃপতির ত্রিবর্গও আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৮-৭৯। ত্রিবর্গ ক্ষয় হইলে, ইহলোকে ও পরলোকে দুর্গতি লাভ করিতে হয়। ৮০। অগ্নি, ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরায় পৃথিবী হইতে যোগবলে স্বীয় মূর্ত্তিকে আকর্ষণ করিলেন। অগ্নি, ইন্দ্রের অনুরোধে আহবনীয়, গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নিরূপ ত্রিবিধ মূর্ত্তির উপসংহার করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; অধিকন্তু তিনি স্বীয় দাহিকাশক্তির সহিত জঠরাগ্নিকেও আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ৮১ ৮২। এইরূপে অগ্নি স্বর্লোক গমন করিলে, মধ্যাহ্নকালে দিবোদাস নৃপতি, মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা সাঙ্গ করিয়া, ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন পাচকগণ, বারম্বার কাঁপিতে কাঁপিতে নৃপতি ক্ষুধার্ত্ত হইলেও তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিল। ৮৩-৮৪।

পাচকগণ কহিল, হে সূর্য্যাধিক তেজঃশালিন্! হে নৃপতে! হে প্রতাপবিজিতানল! হে রণপণ্ডিত! যদি আমাদিগকে আপনি অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে এই সময়ে বলিবার অবসর না হইলেও আমরা করজোড়ে আপনার নিকট কিছু নিবেদন করি। (স্কন্দ কহিলেন) অনন্তর প্রশস্তবদন নৃপতি ভ্রূবিক্ষেপের দ্বারা তাহাদিগকে বলিতে আদেশ করিলে; তাহারা বিনীতবদনে বলিতে লাগিল যে, হে রাজন্! আপনার প্রতাপভয়ে ভীত হইয়া অথবা অন্য কোন গতিকে আপনার মহিমানভিজ্ঞ অনল পাকশালাদি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। ৮৫-৮৮। অগ্নি না থাকিলে কি প্রকারে পাক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়? তথাপি আমরা সূর্য্যতাপে কিছু অন্ন পাক করিয়াছি আপনি অনুমতি করিলে তাহাই আনয়ন করি, এবং বোধ করি সে পাক অতি উত্তমই হইয়াছে। ৮৯-৯০। মহাসত্ব ও মহামতি নরপতি পাচকগণের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই দেবগণের কার্য্য, অনন্তর তিনি ক্ষণকাল স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া তপোবলে দেখিলেন যে, অগ্নি কেবল তাঁহার পাকশালা ও জঠরগুহা পরিত্যাগ করিয়া যান নাই; তিনি একেবারে পৃথিবী পরিত্যাগ করত স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। ভাল! অগ্নি গমন করিলেন, ইহাতে আমাদের আর কি হানি? আমি ত আর অগ্নির বলে এই সমস্ত রাজ্য অর্জ্জন করি নাই; ব্রহ্মাই ইহা আমাকে গৌরবের সহিত প্রদান করিয়াছেন বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অগ্নির গমনে দেবগণেরই হানি হইয়াছে। নৃপতি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন তাঁহার পুরদ্বারে জানপদসমূহের সহিত পুরবাসীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর দ্বারপাল আসিয়া নৃপতির আজ্ঞা গ্রহণ করত তাহাদিগকে পুরমধ্যে প্রবেশ

করাইল। ৯১-৯৬। পুরবাসীগণ রাজার সম্মুখে স্বস্বসামর্থ্যানুরূপ উপহার রক্ষ করত তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতে লাগিল। রাজা কাহারও সহিত মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন, কাহারও প্রতি সহর্ষদৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কাহাকেও হস্ত-সঞ্চালন দ্বারা সমাদার করিলেন। অনন্তর রাজার আদেশে পৌর ও জনপদবাসী জনগণ বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিল। তখন নৃপতি তাহাদের মুখের আকার দর্শনে তাহাদের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, হে পুরবাসিগণ! তোমরা ভীত হইও না। ৯৭-১০০। যদিচ দেবগণ আমার অপকার করিবার জন্য পৃথিবী হইতে অনলকে লইয়া গিয়াছেন, তথাপি ইহাতেই আমি তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইব না। হে পুরবাসিগণ! আমি পূর্ব্বেই এসম্বন্ধে কিছু করিব, আমার এরূপ অভিলাষ ছিল, তাহা আমি প্রায় উপেক্ষাই করিয়াছিলাম; অনেক দিন পরে দেবগণ আবার তাহা স্মরণ করিয়া দিলেন। ১০১-১০২। অনল গমন করিয়াছেন ভালই হইয়াছে, বায়ুও এস্থান হইতে প্রস্থান করুন, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত বরুণ ও পৃথিবী হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করুন, আমি তপোবলে ইন্দ্র হইয়া জানপদ সমূহের হর্ষের জন্য শস্যসমূহ উৎপন্ন করিব। আমি তপোযোগবলে আপনাকে বহ্নিরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া পাক, যজ্ঞ ও দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন করিব। ১০৩-১০৫। আমি অন্তর্বহিশ্চর বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইব, এবং আমিই সমস্ত জীবের জীবনরূপিণী জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণের জীবন রক্ষা করিব, এই সমস্ত জড় পদার্থের আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। ১০৬-১০৭। যখন চন্দ্র বা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, তখন তাঁহাদের বিনা আমরা কি জগতে জীবনধারণ করি না? ক্ষয়ী এবং কলঙ্কী নিশানাথ জগতে নাই বা থাকিলেন, আমিই চান্দ্রমসী আকৃতি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে আহ্লাদিত করিব। আমাদের বংশের মূলভূত তপনদেব আমার মাননীয়, তিনিই কেবল এস্থানে থাকুন এবং সুখে যাতায়াত করুন। কারণ তিনিই একমাত্র জগতের আত্মভূত, বিশেষত আমাদের কুলদেবতা, তিনি কাহারও অপকার করিতে জানেন না; ইহাই তাঁহার এক মাত্র ব্রত। পুরবাসীগণ শ্রুতিপুটের দ্বারা নরপতির এই সমস্ত বাক্য সুধারস পান করিয়া দুঃখনির্ম্মুক্ত চিত্ত হইয়া প্রসন্নবদনে নৃপতিকে অভিবাদন করত নিজ নিজ ভবনে গমন করিল। দিবোদাস নৃপতিও তপোবলে সেই সমস্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্নি প্রভৃতি হইতে অধিক তেজোময় হইয়া দেবগণের হৃদয়ে শল্যস্বরূপ হইয়া উঠিলেন, হায়! ত্রিজগতে তপস্যার অসাধ্য কি আছে? ১০৮—১১৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

যোগিনী-প্রয়াণ।

স্কন্দ কহিলেন, মন্দর পর্ব্বতের গুহামধ্যস্থিত অত্যুজ্জ্বল কান্তিময় রত্নরাজির অসাধারণ রশ্মিনিকরে সমুদ্ভাসিত, অনন্তসুরগণনিষেবিত, অতি সমুচ্চ মন্দিরে বিরাজমান দেবদেব; অর্দ্ধচন্দ্রভাসিতভালদশে মহেশ্বর, কাশী বিরহে কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, কাশীবিয়োগজ্বরে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। ১-২। বিরানলের তীব্র সন্তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি সর্ব্বদাই শরীরে চন্দনপঙ্ক লেপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সার্দ্রীকৃত অদ্রিচন্দন তাঁহার শরীর তাপে ধূলির ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগিল। ৩। বিরহানল-শান্তির নিমিত্ত মহেশ্বর অতি শীতল ও কোমল পদ্মিনীমৃণালদল নিজ হস্তে কঙ্কণের ন্যায় ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহ্যতে তাঁহার তাপ শান্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া খেদপূর্ব্বক সেই সকল মৃণালনিবহকে "ইহা মৃণাল নয় কিন্তু সর্প" এই বলিয়া যে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে বাস্তবিক সেই মৃণালনিচয় সর্পরূপ ধারণ করত অধুনা ও তাঁহার হস্তে সর্প কঙ্কণরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে আহা! ঈশ্বরের ইচ্ছার কি প্রভাব! ৪। দেবগণ দুগ্ধসমুদ্র মন্থন করিয়া, অতি কোমল ও শীতল পূর্ণচন্দ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন; কাশীবিরহ-কাতর মহাদেবের সন্তপ্ত ভালদেশ আশ্রয় করিয়া সেই পূর্ণচন্দ্র কঠোর উত্তাপে সঙ্কুচিত শরীর হইয়া এখনও কলামাত্রেই অবশিষ্ট রহিয়াছে। ৫। কাশীবিরহবিধুর মহেশ্বর তাপশান্তির জন্য মস্তকে জটাসমূহরূপ নিকুঞ্জের মধ্যে যে সুরধুনী ধারণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপিও তাঁহাকে আশঙ্কাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৬। সেই দুরন্ত ও অতি মহান্ বারাণসী বিরহের বশীভূত হইয়া মহেশ্বর স্বকীয় তাদৃশ বিয়োগ-ব্যথাকে সর্ব্বদাই এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতেন যে, তাঁহার সভাগত দেবগণ ও তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারিতেন। ৭। ইহা বড়ই বিস্ময়-জনক যে, ত্রিজগৎপতি মহাদেব, কাশী বিয়োগকালে নিজেরই মূর্ত্তি বিশেষ সন্তাপময় অগ্নির দ্বারা নিজেই বিশেষরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। ৮। যে কলানিধির কলাদ্বারা মহাদেব নিজ ভালদেশ অলঙ্কৃত করেন; সেই চন্দ্রই সেই মহাদেবকে

তাপ প্রদান করিতে লাগিল, হায়! আশ্রিত বিধুর এই ব্যবহার কি বিপরীত!। ৯। যাঁহার গলদেশে সর্ব্বদা অবস্থিত গরল অল্পমাত্রও তাপ প্রদানে সমর্থ হয় না সেই নীলকণ্ঠ, কাশী বিরহে শিরঃস্থিত সুধাংশুর তুষারময় রশ্মির সম্পর্কে ও অত্যন্ত তাপ ভজনা করিতে লাগিলেন; আহা! কাশী বিরহের কি অনির্ব্বচনীয়তা! ১০। সর্ব্বদা শরীরস্থিত সর্পগণের বিস্তৃত ফণামণ্ডলের বিষময় নিঃশ্বাস সম্পর্কেও যাঁহার অনুমাত্রও ক্লেশ উৎপন্ন হয় না সেই অনির্ব্বাচ্যবিভব দেবদেব মহেশ্বর কাশীবিরহ-কালে তাপ শান্তির নিমিত্ত হৃদয় নিহিত সাদ্রীকৃত হরিচন্দনপঙ্কসম্পর্কেও সন্তাপ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১১। সংসারে যত প্রকার ভ্রম আছে; যাঁহার কৃপা কটাক্ষে সেই সকল প্রকার ভ্রম বিলয় প্রাপ্ত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় তৎকালে সেই মহাদেবও বিরহ তাপ শান্তির নিমিত্ত পরিধৃতকোমলপুষ্পমালাতে সর্পভ্রম করিতে লাগিলেন। ১২। যাঁহার স্মরণ মাত্রেই জীবগণের ত্রিবিধ তাপ ক্ষয় হয়, সেই জগদীশ্বর ও কাশীবিরহে সন্তপ্তহৃদয়ে একাকী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া প্রলাপীর ন্যায় অস্ফুট এই সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেন যে “হায়! আমার এই গভীর সন্তাপ কাশী হইতে সমাগত বায়ু কখন শান্ত করিবে, কারণ ইহা যে হিমরাশির মধ্যেও অবগাহন করিলে শান্ত হইবার নহে। দক্ষালয়ে দাক্ষায়নীর দেহ ত্যাগ নিবন্ধন আমার যে তীব্রতাপ উৎপন্ন হইয়াছিল, জীবনের সঞ্জীবনৌষধিরূপা হিমাদ্রি তনয়া যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে ঐ তাপ কোন প্রকারেই শান্ত হইত না; কিন্তু দাক্ষায়নী শরীর ত্যাগ করিলেও আমার হৃদয় এতাদৃশ দুঃখিত হয় নাই, যে প্রকার অবিমুক্তক্ষেত্র বিরহ জন্য মহাসন্তাপে ইহা তীব্রতর ব্যথিত হইয়াছে। অয়ি! কাশী! আমার এমন দিন কখন উপস্থিত হইবে; যে দিন আমি তোমার অঙ্গসঙ্গমজনিত সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এই তীব্র সন্তাপে দগ্ধ প্রায় স্বীয় অঙ্গ-নিচয়কে শীতল করিতে পারিব? হে জীবগণের নিখিলপাপবিনাশকারিণি! হে কাশী! তোমার বিরহজাত অগ্নি, চন্দ্রকলা হইতে উৎপন্ন অমৃত কিরণেও প্রতি নিয়ত ঘৃতসম্পর্কে বর্দ্ধমান বহ্নির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা বড়ই বিস্ময়-জনক! পূর্ব্বে দাক্ষায়নীর বিরহজাত তীব্র সন্তাপ হিমাদ্রিতনয়ারূপ সঞ্জীবনৌষধ লাভে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই কাশী বিরহজাত সন্তাপ সত্বর কাশীদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই শান্ত হইবার নহে”। ১৩-১৯।

বিবুধগণসন্নিধানে কোন প্রকারে কাশী বিরহ সন্তাপ গোপন করিয়া, নির্জ্জন স্থান আশ্রয় পূর্ব্বক মহেশ্বর মনে মনে যখন এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন; সেই সময় এই সকল অন্যের অবিদিত হইলেও নিখিল জনের সাক্ষি-

স্বরূপিণী জগদম্বিকা, মনে মনে অবগত হইলেন যে, প্রিয়তম নিশ্চয়ই কাহারও বিরহে কাতর হইয়াছেন। ২০। দেবদেব, স্বীয় বিরহাবস্থা এরূপ ভাবে গোপন করিয়াছিলেন যে, শরীরার্দ্ধরূপিণী দেবী হিমাদ্রিতনয়া কোনরূপে বিয়োগ নিবন্ধন তাঁহার আন্তরিক ব্যথা জানিয়াও এই বিয়োগের প্রকৃত কারণ কি তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে পারিলেন না, সেই সময় তিনি একদিন নানা মনোহর বাক্যে তাঁহার পরিতোষ উৎপাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে প্রভো! আপনার অধীন সকল পদার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনার বিভূতি, ব্রহ্মাদিদেবগণের ঐশ্বর্য্যদায়িনী, সকলপ্রকার বিপদের বিনাশকারিণী ও নিখিলপ্রাণিনিবহের রক্ষাবিধায়িনী। হে প্রভো! সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও আপনি কাহার বিরহে এরূপ কাতর হইয়াছেন? । ২২। হে দেব! আপনি যদি ক্ষণকাল অবলোকন না করেন, তাহা হইলে সমুদয় জগৎ অতিশোচনীয় প্রলয় প্রাপ্ত হয়, হে নাথ! সৃষ্টি ও স্থিতিক্ষম ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও যদি আপনার সেবকরূপে পরিগণিত না হন, তাহা হইলে তাঁহারাও নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য হইতে ক্ষণকালেই বিচ্যুত হইবেন। ২৩। হে ত্রিনয়ন! ইন্দু, দিবাকর বা অগ্নি এই তিন পদার্থ হইতেও আপনার পরিতাপের সম্ভাবনা নাই, কারণ এ তিনটী বস্তু ত্রিনেত্র রূপে সর্ব্বদাই আপনার শরীরে অবস্থান করিতেছে। হে প্রভো! অনন্তজলময়ী গঙ্গা আপনার জটামধ্যে বিরাজমানা; তথাপি আপনার এ অচিন্তনীয় উৎপাত কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ২৪। হে নীলকণ্ঠ! যদ্যপিও আপনার ভুজদেশে সর্ব্বদাই ভুজগনিবহ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তথাপিও তাহারা আপনার শরীরে, বিষ সংক্রান্ত করিতে সমর্থ নহে। হে বামদেব! আপনার বামভাগে আমি সর্ব্বদাই মনের সহিত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অতএব হে দেব! সন্তাপের কোন কারণ না থাকিলেও আপনি কেন এই প্রকার অসহ্য তাপ বহন করিতেছেন; তাহা কি আমাকে প্রকাশ করিবেন? ২৫।

সংসারের আদিকারণেরও কারণস্বরূপিণী ভগবতীকর্ত্তৃক এইপ্রকার মঙ্গলময় বাক্যসমূহ অভিহিত হইলে পরে ভগবান্ মহেশ্বরও এই প্রকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬।

শ্রীমহেশ্বর কহিলেন, হে কাশি! অষ্টমূর্ত্তিতে অষ্টবিধ প্রমাণস্বরূপ জগৎ কারণ মহাদেবও তোমার বিরহে হৃতমনাঃ হইয়াছেন, এ কথা অদ্য পার্ব্বতীও অবগত হইতে পারিয়াছেন, আহা! তোমার বিরহের কি মহীয়সী উন্মাদকতা! ২৭।

মন্দরপর্ব্বতীয় তত্তৎকাননসম্ভূত লতাগণও যাঁহার বালসখীর ন্যায় আচরণ করিত, সেই পার্ব্বতী, মহাদেবের বাক্যেই তাঁহার বারাণসী বিয়োগজন্য গভীর তাপ অনুভব করিতে পারিয়া, স্বয়ংই কাশীবিষয়ক প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৮।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে শশিশেখর! যে সময় সমুদ্রনিবহের জলরাশি উচ্ছলিত ভাবে আকাশতল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সর্ব্বসংহারী প্রলয়-কালেও যে কাশী মৃণালদণ্ডোপরিস্থ কুবলয়শোভাকে বিড়ম্বিত করিয়া, আপনার ত্রিশূলাগ্রভাগে বিরাজমানা থাকেন, আমরা সত্বরই সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে গমন করিতে পারিব। ২৯। হে ধূর্জ্জটে! এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরের ভূমি অতি সুন্দর হইলেও ইহাতে আমার চিত্ত সে প্রকার সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না; যে প্রকার পৃথিবীস্থ হইয়াও পৃথিবীমধ্যে অপরিগণিতা সকল পুরীগণের শীর্ষস্থানীয়া সেই বারাণসীতে সুখলাভ করিতে সমর্থ হইত। ৩০। যেখানে কলি-কাল হইতে ভয় নাই, যেখানে মৃত্যু হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না ও যেখানে পাপ হইতেও জীবের কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই, হে প্রভো! সেই সর্ব্বরমণীয় কাশীপুরী কোন্ দিন আমাদের নয়নাতিথি হইবে? ৩১। হে প্রভো! এই মলয়পর্ব্বতে আমাদের সম্মুখে প্রতিপদে কি সর্ব্বসমৃদ্ধিময় ভূমি অবস্থিত নাই? কিন্তু হে শিব! আমি আপনার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে কাশী-সদৃশ সর্ব্বগুণশালিনী কোন পুরীই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ৩২। হে পুরারে! হে সংসারভয়হারিন্! অনন্তবিস্ময়রসের জন্মভূমির ন্যায় শতসংখ্যক পুরী কি ত্রিভুবনে বিদ্যমান নাই? কিন্তু আপনার পুরী বারাণসীর একাংশের সহিত তুলনা করিতে গেলে, তাহারা সকলেই তৃণের ন্যায় হেয় হইয়া যায়। ৩৩। কাশীবিরহজাত তীব্র জ্বর আমাকে যে প্রকার পীড়া প্রদান করিতেছে; আপনাকে কখনই তাদৃশ পীড়িত করিতেছে না, হে প্রিয়! আমার এই তীব্রতাপ শান্তির দুইটীমাত্র উপায় দেখিতে পাইতেছি, এক সেই হৃদয়হারিণী বারাণসীপুরী, অথবা আমার জন্মভূমি সেই হিমালয়। ৩৪। হে প্রভো! সমস্ত সন্তাপের একমাত্র বিনাশকারিণী সর্ব্বশান্তিপ্রদায়িনী কাশীভূমিকে লাভ করিয়া পূর্ব্বে আমার জন্ম-ভূমিবিরহজাত তীব্রসন্তাপও শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু এখানে কাশী পরিত্যাগ করিয়া আমার দুইটী বিরহ যন্ত্রণা এককালেই সমুপস্থিত হইয়াছে। ৩৫। এ সংসারে অন্য কুত্রাপিও কোন ব্যক্তি, কোন কালে মুক্তিসম্পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী কাশী, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী-

মুক্তিলক্ষ্মীরূপে দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। ৩৬। অন্য যত স্থান আছে; কুত্রাপিও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবিরহিত ব্রহ্মসমাধানরূপসমাধি প্রভৃতি, অনন্ত যজ্ঞ অথবা ব্রহ্মজ্ঞানেও তাদৃশ সুখ ও মুক্তিলাভ হয় না; যেপ্রকার কাশীতে কেবল শরীরমাত্র পরিত্যাগে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ৩৭। বারাণসীপুরীতে সম্পদ্‌বিহীন অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যে অসুলভ সুখভোগে সমর্থ হয়, স্বর্গে অথবা অতি সুন্দর রসাতলে অবস্থিত জীবগণেরও তাদৃশ সুখের সম্ভাবনা নাই, ক্ষণভঙ্গুর দুঃখবহুল মর্ত্ত্যভূমিতে সুখবিষয়িনী কথাও হইতে পারে না। ৩৮। হে ত্রিশূলিন্! মোক্ষলক্ষ্মীকর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিষেবিত আপনার পবিত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্রের কথা কোন মনুষ্য যদি একবারও স্মরণ করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ষড়ঙ্গযোগের ফলভোগ করিতে সমর্থ হয়। ৩৯। হে শিব! বারাণসীতে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণকাল যে জীব আপনাতে মনঃস্থির করিতে পারে; তাহার যাদৃশী শরীরবিষয়িণী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, অন্যত্র সম্যক্ প্রকারে ষড়ঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করিলেও জীবনিবহের তাদৃশী শরীরসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা নিঃসংশয়। ৪০। কাশীতে বুদ্ধিবৈভববিবর্জ্জিত তির্য্যক্‌জন্ম লাভ করাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বারাণসীদর্শনরূপমহাপুণ্যের অনুষ্ঠানহীন অতএব নিষ্ফল মনুষ্যজন্মও শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ এবম্বিধ মনুষ্যজন্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণিক ও নিতান্ত নিষ্ফল। ৪১। সেই নেত্রদ্বয়ই সার্থক; যাহা কাশীদর্শনে সমর্থ হইয়াছে, সেই শরীরই কৃতার্থ; যাহা কাশীতে নিবাস করিতে পারিয়াছে, যে মন কাশীকে আশ্রয় করিয়াছে; সেই মনই সার্থক এবং যে মুখ কাশীর সাম্মুখ্য লাভ করিতে পারিয়াছে সেই মুখই সার্থক। ৪২। মণিকর্ণিকাভূমিকে প্রণাম করিবার কালে মনুষ্যের ললাটদেশসংলগ্ন কাশীর সেই পবিত্র রজঃই শ্রেষ্ঠ, কারণ ঐ শশিপ্রভার তুল্য সমুজ্জ্বল রজঃ দেবগণেরও বহুমাননীয়, পবিত্র রজ ও তমোগুণের বিনাশকারী। ৪৩। যে মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ কালে শ্রবণেন্দ্রিয়, পরমব্রহ্মস্বরূপ রসায়নের একমাত্র আধারস্বরূপ হইয়া থাকে, সেই মণিকর্ণিকার সহিত দেবলোক, সত্যলোক, বা নাগলোকও সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৪৪। সেই মণিকর্ণিকাস্থলী মহাতেজোরাশির আধারভূতা, কারণ সেইস্থলে গমন করিলেই জীবগণের তমোরাশি সুদূরে পলায়ন করে। অনন্তজন্মের তপস্যার দ্বারা অর্জ্জিত সেই মণিকর্ণিকাকে সূর্য্য, অগ্নি বা ইন্দুর রশ্মিসমূহও পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। ৪৫। আমার বোধ হয় যেন, সেই মণিকর্ণিকাভূমি নির্ব্বাণপদের ভদ্রপীঠ অথবা মোক্ষলক্ষ্মীর অতিমৃদুল শয্যা কিম্বা আনন্দময়কন্দনিবহের জন্মভূমি। ৪৬। যে মণিকর্ণিকায় দেহপাতরূপ পরমমহোৎসবের অভিলাষী জীবগণ,

উজ্জ্বলদ্যুতি তত্রস্থিত বালুকারাশির দ্বারা, অতীত মুক্ত জীবগণের সংখ্যা করিয়া থাকে, সেই মণিকর্ণিকার শোভা কি অনির্ব্বচনীয়! ৪৭।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! জননী পার্ব্বতী এই প্রকারে বারাণসীপুরীর বর্ণনা করিয়া; পুনরায় কাশীপ্রাপ্তির জন্য মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রমথনাথ! হে সর্ব্বেশ! হে নিত্যস্বাধীনবৃত্তে! হে বরপ্রদ! হে প্রভো! আমি যাহাতে পুনর্ব্বার আনন্দবনে যাইতে সমর্থ হই তাহার বিধান করুন। ৪৯। সুধামাধুর্য্যতিরস্কারিণী কাশীস্তুতিবিধায়িনী মনোহারিণী এই বাণী শ্রবণপূর্ব্বক মহাদেব, অতি আনন্দে পার্ব্বতীকে প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫০।

শ্রীমহাদেব কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে গৌরি! তোমার বাক্যসুধা পান করিয়া আমি অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। এই ক্ষণেই আমি কাশীতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি। ৫১। হে দেবি! আমার মহৎ একটী ব্রত আছে যে, অন্যব্যক্তি কর্ত্তৃক উপভুক্ত কোন বস্তুই আমি উপভোগ করিব না, ইহা তুমিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ। ৫২। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দিবোদাস মহীপতি, এক্ষণেও ধর্ম্মের সহিত সেই পুরীকে পালন করিতেছে; সে ব্যক্তির অধীনে আর আমি কাশী যাইতে পারিতেছি না, অতএব এক্ষণে কাশী যাইবার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে? ৫৩। ধর্ম্মিষ্ঠ ও প্রজাপালনতৎপর সেই রাজা দিবোদাসকে কোন্ উপায়ে কাশী হইতে বিযুক্ত করা যাইতে পারে? ৫৪। অধর্ম্মপরায়ণ হইলেই কাশীনিবাসে বিঘ্নলাভ করিতে হয়, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ হইলে কাহাকেও কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। এক্ষণে এমত কোন্ ব্যক্তিকে কাশীতে প্রেরণ করি; যে ব্যক্তি দিবোদাসকে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত করত কাশী হইতে নিষ্কাশিত করিতে সমর্থ হইবে। ৫৫।

হে প্রিয়তমে! ধর্ম্মমার্গানুসারীগণের বলপূর্ব্বক বিঘ্ন উৎপাদন করিলে তাহাদিগের কিছুই হয় না; প্রত্যুত বিঘ্নকর্ত্তাকেই অনিষ্টভাগী হইতে হয়। ৫৬। হে প্রিয়ে শিবে! কোন ছিদ্র না পাইলে আমি তাহাকে কাশী হইতে নিষ্কাশিত করিতে পারিতেছি না, কারণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠগণকে আমি সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকি; তাহাদিগকে বিনা দোষে কোন প্রকারেই উৎসাদন করিতে পারি না। ৫৭। এই সংসারে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে স্বকীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহাকে জরা আক্রমণ করিতে পারে না, মৃত্যু তাহার বিনাশে অসমর্থ এবং কোন প্রকার ব্যাধিও তাহাকে দুঃখ দিতে সমর্থ নহে। ৫৮।

মহাদেব এই সমস্ত ব্যক্ত করিতে করিতে পুরোভাগে মহাকার্য্যের সাধনক্ষম অতিপ্রৌঢ় যোগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। ৫৯। হে মহামুনে! অনন্তর দেবী গিরিজার সহিত পরামর্শ করিয়া দেবদেব হর, যোগিনীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক এই প্রকার আদেশ করিলেন যে, "হে যোগিনীগণ! তোমরা সত্বর যেখানে রাজা দিবোদাস ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছে; সেই বারাণসী পুরীতে গমনপূর্ব্বক যে প্রকারে সেই রাজা দিবোদাস স্বধর্ম্ম-বিচ্যুত হইয়া কাশী হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে, সেই উপায় সত্বর অবলম্বন কর, এই কার্য্য তোমাদিগের অসাধ্য নহে, কারণ তোমরা সকলেই যোগবলে মায়ারূপী। হে যোগিনীগণ! যেপ্রকারে আমি পুনর্ব্বার বারাণসীপুরীকে নবীনভাবে নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে গমন করিতে পারি, তোমরা তাহার বিধান কর"। ৬০-৬৩।

ভগবান্ মহেশ্বরের এবম্বিধ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক যোগিনীগণ মহাদেবকে প্রণাম করত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৬৪। সেই যোগিনীগণ অতি হর্ষসহকারে পরস্পর আলাপ করিতে করিতে নভোমার্গ অবলম্বন করত মন হইতে অধিকবেগে বারাণসী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৬৫। পথে যাইতে যাইতে যোগিনীগণ এই প্রকারে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, অদ্য আমরা কৃতার্থ হইলাম; কারণ দেবদেব মহাদেব স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আনন্দকাননে প্রেরণ করিয়াছেন। ৬৬। অদ্য আমাদের অতি দুর্লভ দুইটী মহালাভ হইল; একটী মহাদেবের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ, দ্বিতীয়টী বারাণসীদর্শন। ৬৭। এই প্রকারে প্রমুদিতহৃদয় যোগিনীগণ, মন্দরাদ্রিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া আকাশমার্গে অতিদ্রুততর গতি অবলম্বনপূর্ব্বক, অচিরাৎ দূর হইতে ত্রিনেত্রনগরী বারাণসী দেখিতে পাইলেন। ৬৮।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

কাশীতে চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর আগমন।

স্কন্দ কহিলেন, অনন্তর সেই যোগিনীবৃন্দ দূর হইতে নেত্র প্রসারণ করিয়া কাশী সন্দর্শন করত আপনাদের নেত্রের বিস্তৃততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১।

কাশীস্থ দিব্য-প্রাসাদসমূহের উপর উড্ডীয়মান পতাকানিচয় সন্দর্শনে তাঁহাদের বোধ হইল যেন, উহা দূর হইতে পান্থগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছে এবং প্রাসাদস্থিত রত্ননিচয়ের সুবিমল জ্যোতিতে সুনীল গগনতলও নির্ম্মলরূপ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ২-৩। অনন্তর যোগিনীগণ মায়ার দ্বারা স্বস্ব দেবমূর্ত্তি তিরোহিত করিয়া ধূর্ত্ত বেশ ধারণ করত কাশীতে প্রবেশ করিলেন। কেহ যোগিনীর, কেহ তপস্বিনীর, কেহ সৈরিন্ধ্রীর বেশ ধারণ করিলেন এবং কেহ বা মাসোপবাসব্রতিনী হইলেন, কেহ মালিনী সাজিলেন, কেহ বা নাপিতপত্নীর বেশ ধারণ করিলেন, কেহ সূতিকর্ম্মে দক্ষা, কেহ বা ভৈষজ্যনিপুণা, কেহ বা ক্রয়বিক্রয়চতুরা বৈশ্যার বেশ ধরিলেন, কেহ ব্যালগ্রাহিনীর বেশ ধরিলেন, কেহ ধাত্রী, কেহ বা দাসী হইলেন, কেহ নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিলেন, কেহ গায়িকা হইলেন, কেহবা বেণুবাদ্যে কুশলা সাজিলেন, কেহবা উৎকৃষ্ট বীণা ধারণ করিলেন, কেহ মৃদঙ্গ-বাদনজ্ঞা হইলেন, কেহ বশীকরণ কর্ম্মে পটু সাজিলেন, কেহ মুক্তামালাগ্রথিকা হইলেন, কেহ গন্ধবিভাগবিধিজ্ঞা, কেহ বা কলাবিদ্যায় দক্ষা হইলেন, কেহ আলাপোল্লাসকুশলা, কেহ বা ভিক্ষুকী সাজিলেন, কেহ রজ্জুমার্গে বংশাধিরোহণে নিপুণা সাজিলেন, কেহ ছিন্নবস্ত্রধারিণী হইয়া পথিমধ্যে বাতুলের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কেহ বা অপুত্রগণের পুত্রদা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কেহ গণকপত্নীরূপে লোকের হস্ত ও পদের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ লক্ষণ বলিতে লাগিলেন, কেহ চিত্রকার্য্যনিপুণা সাজিয়া জনগণের মন হরণ করিতে লাগিলেন, কেহ বশীকরণমন্ত্রজ্ঞা সাজিয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, কেহ গুটিকাসিদ্ধিদা, কেহ বা অঞ্জনসিদ্ধিদা সাজিলেন, কেহ ধাতুপরীক্ষায় বিদগ্ধা, কেহ বা পাদুকাসিদ্ধিদা হইলেন, কেহ অগ্নিস্তম্ভন, কেহ জলস্তম্ভন এবং বাক্যস্তম্ভন শিক্ষায় নিপুণা হইলেন, কেহ খেচরত্ব, কেহ বা অদৃশ্যত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ আকর্ষণ বিদ্যা কেহ বা উচ্চাটন বিদ্যা প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ বা আপনার শরীরলাবণ্যে যুবাগণের চিত্তবিমোহিনী হইলেন, কেহ চিন্তিতার্থপ্রদা কেহ বা জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিতা সাজিলেন, এইরূপ নানাবিধ বেশ ও ভাষার দ্বারা বহুমূর্ত্তি ধারণ করত যোগিনাগণ প্রত্যেক পুরবাসীর গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও তাঁহারা দিবোদাস নৃপতির বিঘ্ন করিবার উপযোগী কোন ছিদ্র পাইলেন না, তখন ব্যর্থমনোরথ হইয়া সকলে পরামর্শ করত মন্দরপর্ব্বতে গমন না করিয়া কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪-১৯। সভায় ক্রিয়াদক্ষ বলিয়া সম্মানিত কোন্ ব্যক্তিই বা প্রভুর কার্য্য সম্পাদন না

করিয়া প্রভুসন্নিধানে অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? হে মুনে! যোগিনীগণ আর একটী চিন্তা করিয়াছিলেন যে, প্রভু ব্যতিরেকেও আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিব, কিন্তু কাশী ছাড়িয়া আমাদের জীবন ধারণ কঠিন। ভৃত্য, নিজে সাধু হইলে প্রভু রুষ্ট হইয়া তাহার জীবিকামাত্র উচ্ছেদ করিতে পারেন; কিন্তু কাশী করভ্রষ্ট হইলে পুরুষার্থচতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়া যাইবে এই ভাবিয়া, হে মুনে! যোগিনীগণ সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত কাশী পরিত্যাগ না করত ত্রিভুবন সঞ্চারিণী হইয়াও কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন। ২০-২৩। যে দুর্ম্মতি একবার কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা উপেক্ষা করে, বাস্তবিকই তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ উচ্ছেদ হয়। কোন্ দুর্ম্মতি মোক্ষনিক্ষেপকলসী শ্রীমতী কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরে গমনের অভিলাষ করে? ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিমুখ হইলেও আমরা কাশী সন্দর্শন করিয়াছি, সেই পুণ্যবলে ঈশ্বর আমাদের প্রতিকূল হইবেন ইহাতেই, হে মুনে! আমরা উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়াছি। ২৪-২৬। কতিপয় দিবসের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ত্রিলোচনও কাশীতে আগমন করিবেন, যে হেতু কাশী ব্যতিরেকে অন্যস্থানে তাঁহার প্রীতি নাই। এই কাশী ভগবান্ শম্ভুরই কোন অদ্ভুত শক্তিবিশেষ, ইহাকে কেহই দেখিতে পায় না, কেবল মহেশ্বরই ইহার পরমসুখ অনুভব করিতে পারেন। ২৭-২৮। যোগিনীগণ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোন মায়াবিশেষে আবৃত হইয়া শম্ভুর আনন্দকাননেই বাস করিতে লাগিলেন। ২৯।

ব্যাস কহিলেন, অগস্ত্য মুনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া পুনরায় ষড়াননকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে প্রভো! সেই যোগিনীসমূহের কি নাম, কাশীক্ষেত্রে তাঁহাদের আরাধনায় কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন্ পর্ব্বদিনে কি প্রকারে তাঁহাদের পূজা করা উচিত তাহা বলুন। ৩০-৩১। পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ অগস্ত্যের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে মুনে! বলিতেছি; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩২।

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! আমি যোগিনীগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি; যাহা শ্রবণে ক্ষণমধ্যে পাপসমূহ বিলীন হইয়া থাকে। ৩৩। গজাননা, সিংহমুখী, গৃধ্রাস্যা, কাকতুণ্ডিকা, উষ্ট্রগ্রীবা, হয়গ্রীবা, বরাহী, শরভাননা, উলূকিকা, শিবারাবা, ময়ূরী, বিকটাননা, অষ্টবক্ত্রা, কোটরাক্ষী, কুব্জা, বিকটলোচনা, শুষ্কোদরী, লোলজিহ্বা, শ্বদংষ্ট্রা, বানরাননা, ঋক্ষাক্ষী, কেকরাক্ষী, বৃহত্তুণ্ডা, সুরাপ্রিয়া, কপালহস্তা, রক্তাক্ষী, শুকী, শ্যেনী, কপোতিকা, পাশহস্তা, দণ্ডহস্তা, প্রচণ্ডা, চণ্ড-

বিক্রমা, শিশুঘ্নী, পাপহন্ত্রী, কালী, রুধিরপায়িনী, বসাধরা, গর্ভভক্ষা, শবহস্তা অন্ত্রমালিনী, স্থূলকেশী, বৃহৎকুক্ষী, সর্পাস্যা, প্রেতবাহনা, দন্দশূককরা, ক্রৌঞ্চী, মৃগশীর্ষা, বৃষাননা, ব্যাত্তাস্যা, ধূমনিংশ্বাসা, ব্যোমৈকচরণা, উর্দ্ধদৃক্, তাপনী, শোষণী দৃষ্টি, কোটরী, স্থূল নাসিকা, বিদ্যুৎপ্রভা, বলাকাস্যা, মার্জ্জারী, কটপূতনা, অট্টাট্টহাসা, কামাক্ষী, মৃগাক্ষী, মৃগলোচনা। এই চতুষষ্ঠি নাম যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা জপ করে; তাহার দুষ্টবাধা শান্তি হয়। যে ব্যক্তি এই সকল নাম পাঠ করে; ডাকিনী, শাকিনী, কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ তাহাকে কোন রূপ পীড়া প্রদান করিতে পারে না ৩৪-৪৩। এই সমস্ত নাম, শিশুগণের শান্তিকারক, গর্ভশান্তিকর এবং রণে, রাজকুলে ও বিবাদে জয় প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যোগিনীপীঠের সেবা করে, সে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করে। যোগিনীপীঠে মন্ত্রান্তর জপ করিলেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। ৪৪ ৪৫। বলি, পূজা, উপহার, ধূপ ও দীপ সমর্পণ করিলে যোগিনীগণ সত্বর প্রসন্ন হইয়া মনোরথ সকল পূর্ণ করিয়া থাকেন। শরৎকালে বিধিপূর্ব্বক যোগিনীপীঠে মহাপূজা করিয়া ঘৃতহোম করিলে মহতী সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। ৪৬-৪৭। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের শুভ প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত যোগিনীগণের পূজা করিলে অভীষ্ট অর্থ লাভ হইয়া থাকে। নব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া যোগিনী পীঠে রাত্রি জাগরণ করিলে মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৪৮-৪৯। মানব ভক্তি সহকারে প্রত্যেক নামের আদিতে প্রণব যুক্ত করিয়া, নামের অন্তে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক নিশাকালে প্রত্যেক মন্ত্রে সূক্ষ্মবদরী ফল প্রমাণ ঘৃত যুক্ত গুগ্‌গুলুর দ্বারা হোম করিলে মনোভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ৫০-৫১। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে পুণ্যকৃৎ জনের ক্ষেত্রবিঘ্ন শান্তির জন্য চতুঃষষ্টিযোগিনীর যাত্রা করা উচিত, যে ব্যক্তি অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৎসরান্তে ঐ দিনে চতুঃষষ্টিযোগিনীর যাত্রা না করে, যোগিনীগণ সেই কাশীবাসির বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকেন, যোগিনীগণ মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীতে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে মানব বিঘ্নের দ্বারা পীড়িত হয় না। ৫২-৫৩।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

লোলার্ক বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! যোগিনীবৃন্দ কাশীতে গমন করিলে দেবদেব মহেশ্বর, কাশীর বার্ত্তা জানিবার ইচ্ছায় পুনরায় তথায় সূর্য্যকে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১॥

দেবদেব কহিলেন, হে সপ্তাশ্ব! তুমি শীঘ্র শুভ বারাণসীধামে যেখানে ধর্ম্ম মূর্ত্তি দিবোদাস মহীপতি রাজ্য করিতেছেন, তথায় গমন কর। সেই নৃপতির অধর্ম্মে যাহাতে সেই ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ত্বরায় তাহা কর, কিন্তু সেই নৃপতির অবমাননা করিও না। ২-৩। কারণ যে ব্যক্তি ধর্ম্মমার্গনিরত, তাহার যাহা অবমাননা করা যায় নিশ্চয়ই সে সমস্ত নিজেরই অবমাননা হয় এবং তাহাতে গুরুতর পাপ হইয়া থাকে। তোমার বুদ্ধিবলে যদি কোন প্রকারে সেই মহীপতি স্বধর্ম্মচ্যুত হন, তাহা হইলে তুমি দুঃসহ কিরণ জালে সেই নগরীকে উত্তাপিত করিবে। ৪-৫। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মৎসর ও অহঙ্কার ইহাদের কাহারও সেই নৃপতির উপর প্রসর নাই, সুতরাং স্বয়ং কালও তাঁহাকে জয় করিতে অসমর্থ। ৬। হে রবে! যে পর্য্যন্ত মতি ও মন ধর্ম্মে স্থির থাকে সে পর্য্যন্ত বিপদকাল উপস্থিত হইলে ও মানবগণের বিঘ্ন কোথায়? হে ব্রধ্ন! এ জগতে তুমি সকলেরই চেষ্টিত অবগত আছ; অতএব হে জগচ্চক্ষুঃ! তুমি কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্বর গমন কর। ৭-৮। (স্কন্দ কহিলেন) সূর্য্য, দেবদেবের এই আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, নভোমার্গ-গামিনী নিজের আর একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া দিবারাত্র ব্যাপিয়া কাশীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালীন কাশীসন্দর্শনলালসায় সূর্য্যের মন অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি স্বয়ং সহস্রপদ হইয়াও বহুপদতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ৯-১০। কাশী সন্দর্শনাভিলাষে নিরন্তরগমনশীল সেই সূর্য্যের "হংস" * এই নামটী সেই সময় সার্থক হইয়াছিল। ১১। অনন্তর অন্ত-র্বহিশ্চর রবি কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়া, সেই নৃপতির স্বল্পমাত্রও অধর্ম্ম দেখিতে

* সর্ব্বদা যিনি গমন করেন, তাঁহাকে হংস কহা যায়; সূর্য্যের একটী নাম হংস। অনুবাদক।

পাইলেন না। তিনি এক বৎসরকাল নানা রূপে কাশীতে বাস করিয়াও কিছুতেই সেই ধার্ম্মিক নৃপতির কোন প্রকার ছিদ্র পাইলেন না। ১২-১৩। কোন দিবস সূর্য্য অতিথির বেশ ধারণ করিয়া দুর্লভ পদার্থ প্রার্থনার অভিলাষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে কোন পদার্থই দুর্লভ দেখিতে পাইতেন না, কোন দিন যাচকের বেশ ধারণ করিতেন কোন দিন বহুদাতা হইতেন, কখন দীন-বেশে, কখন বা গণকবেশে বিচরণ করিতেন, কোন সময়ে লোক মধ্যে বেদবহির্ভূত ক্রিয়া প্রতিপাদন করিতেন, কোন সময়ে নাস্তিকের বেশে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু মাত্র প্রতিপন্ন করিতেন, কোন সময়ে জটাধারী হইতেন কখন বা দিগম্বর রূপে বিচরণ করিতেন। কোন সময়ে বিষবিদ্যানিপুণ জাঙ্গলিক সাজিতেন, কখন সমস্ত পাষণ্ড-ধর্ম্মের জ্ঞাতা কখন বা ব্রহ্মবাদী হইতেন, কোন সময়ে ঐন্দ্রজালিক সাজিয়া জন-নিচয়কে মোহিত করিতেন, কোন সময়ে দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক নানাবিধ ব্রতোপদেশ ও কথাচ্ছলে পতিব্রতা স্ত্রীগণের চিত্তসাগরকে ক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, কোন সময়ে কাপালিক সাজিতেন ; কখন বা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিতেন, কখন ব্রহ্ম-জ্ঞানী কখন ধাতুবাদী, কখন রাজপুত্র, কখন বৈশ্য কখন বা শূদ্র সাজিতেন, কখন গৃহী-বেশে, কখন ব্রহ্মচারীবেশে কখন বা বনচরবেশে বিচরণ করিতেন, কখন যতি, কখন সর্ব্ববিদ্যা নিপুণ এবং কখন বা সর্ব্বজ্ঞ সাজিয়া জনসমূহকে মোহিত করিতেন। ১৪-২২। গ্রহেশ্বর সূর্য্য এই প্রকার নানা রূপে কাশীক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও কোন সময়েই কোন ব্যক্তির কোন রূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি চিন্তা-ন্বিত হইয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরপ্রেষ্যতাকে ধিক্! যাহাতে কোন দিনই যশোলাভ হয় না। ২৩—২৪।

সূর্য্য কহিলেন, যদি আমি এক্ষণে মন্দর পর্ব্বতে গমন করি ; তাহা হইলে মহেশ্বর সামান্য ভৃত্যের ন্যায় আমার উপর তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইবেন, কারণ আমি কাশীতে আসিয়া তাঁহার কার্য্যের কিছুই করিতে পারিলাম না, তাঁহার কোপ ও স্বীকার করিয়া যদি তথায় গমন করি ; তাহা হইলেও তাঁহার সম্মুখে মূঢ় ভৃত্যের ন্যায় কি প্রকারেই বা অবস্থান করিব ? । ২৫-২৬। তাঁহার সেই অপমান ও স্বীকার করিয়া যদি কোন রূপে তথায় গমন করি ; তাহা হইলে ভগবান্ ত্রিলোচন যদি ক্রোধভরে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবেত আমাকে তখন বিষপানই করিতে হইবে, হরকোপানলে যদি পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হই ; তাহা হইলে স্বয়ং বিধাতা ও তখন আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ২৭-২৮। অতএব আমি এই ক্ষেত্র কখনই পরিত্যাগ করিব না, ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক এই বারাণসীতেই

আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করি। মহাদেবের নিকট তাঁহার কার্য্য বৃত্তান্ত নিবেদন না করিয়া এস্থানে অবস্থান করিলে যে পাপ হইবে, কাশী অবশ্যই সে পাপ হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করিবেন। অন্যান্য গুরু, লঘু যাবদীয় পাপই কাশাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়। আমি কিছু বুদ্ধি পূর্ব্বক এ পাপ উপার্জ্জিত করিতেছিনা, মহাদেবই আজ্ঞা করিয়াছেন যে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে। এই বিনশ্বর দেহেতে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার দ্বারা ত্রৈলোক্য রক্ষিত হয়, কাম ও অর্থের সুরক্ষাবিধানে কি প্রয়োজন? যদি কামই রক্ষণীই হইবে, তাহা হইলে বহুতর প্রাণীর সুখকারী সেই, কাম, কামারিকর্ত্তৃক কেন ক্ষণমধ্যে অনঙ্গতা প্রাপ্ত হইল? অর্থও যদি রক্ষণীয় হইত তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কেন বিশ্বামিত্র হইতে স্বীয় অর্থ রক্ষা করেন নাই? ২৯-৩৫। কিন্তু দধীচিপ্রমুখ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ এবং শিবি প্রভৃতি নৃপতিগণ শরীরব্যয় করিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। কাশীর সেবাজনিত সেই ধর্ম্মই আমাকে মহেশ্বরের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবে ইহাতে সংশয় নাই। ৩৬-৩৭। দুষ্প্রাপ্য কাশীক্ষেত্র লাভ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করে? কোন্ সচেতন ব্যক্তি করস্থরত্ন পরিত্যাগ করিয়া কাচগ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়? যে ব্যক্তি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের অভিলাষ করে, সে ব্যক্তি অমূল্য নিধির উপর পদাঘাত করিয়া ভিক্ষার দ্বারা অর্থ অভিলাষ করিয়া থাকে। ৩৮-৩৯। প্রতিজন্মেই এ জগতে পুত্র, মিত্র কলত্র, ক্ষেত্র, এবং ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল একমাত্র কাশীই পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যোদ্ধরণক্ষমা কাশী লাভ করিতে পারে; সে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যরাশির দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য মহাসুখ লাভ করিয়া থাকে। ৪০-৪১। মহাদেব রুষ্ট হইয়া আমার তেজেরই হানি করিবেন কিন্তু আমি কাশীতে থাকিলে আত্মজ্ঞান জনিত বিমল তেজ লাভ করিতে পারিব। যে পর্য্যন্ত কাশী জনিত তেজঃ প্রকাশ না পায়, তাবৎ পর্য্যন্তই খদ্যোতসদৃশ অন্যান্য তেজঃ সমূহ দীপ্তি পাইয়া থাকে। ৪২-৪৩। কাশীর প্রভাবজ্ঞ ও তমঃসমূহের অপনয়নকারী সূর্য্য এই সমস্ত চিন্তা করত আপনাকে দ্বাদশ রূপে বিভক্ত করিয়া কাশীতেই অবস্থিতি করিলেন। কাশীপুরেতে লোলার্ক, উত্তরার্ক সাম্বাদিত্য, দ্রুপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য এবং যমাদিত্য এই দ্বাদশআদিত্য সর্ব্বদা পাপীগণ হইতে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ৪৪-৪৭। কাশীসন্দর্শনে সূর্য্যের মন অতিশয় লোল হইয়াছিল এইজন্য কাশীতে সেই সূর্য্যের লোলার্ক এই নাম হইয়াছে। দক্ষিণদিকে অসিসঙ্গমের নিকট লোলার্ক অবস্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বদা কাশীবাসি জনের মঙ্গল

করিয়া থাকেন। ৪৮-৪৯ অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে, মানব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মানব সম্বৎসরাবধি যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম করে, ষষ্ঠী যুক্ত রবিবারে লোলার্কদর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। মানব অসিসঙ্গমে স্নান করত তথায় বিধি পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। লোলার্ক সঙ্গমে স্নান, দান, হোম ও দেবতার্চ্চনা প্রভৃতি যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করা যায়; তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। ৫০-৫৩। সূর্য্যগ্রহণ কালীন লোলার্কে যাহা কিছু দানাদি ক্রিয়া করা যায় তাহাতে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ কালীন দানাদি অপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, মাঘমাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গা ও অসির সঙ্গমস্থলে লোলার্কে স্নান করিলে মানব সপ্তজন্মকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৫৪-৫৫। যে শুচিব্যক্তি প্রতি রবিবারে লোলার্ক সন্দর্শন করে, তাঁহার ইহলোকে কোন প্রকার দুঃখ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিরবিবারে লোলার্কদর্শন ও তাঁহার পাদোদক সেবা করে; তাহার কখন কোন রূপ দুঃখ, দদ্রুণামা, (রোগবিশেষ) ও বিচর্চ্চিকা হয় না। ৫৬-৫৭। যে ব্যক্তি বারাণসীতে বাস করিয়াও লোলার্কের সেবা না করে; সে নিরন্তর ক্ষুধা ও ব্যাধিসম্ভূত ক্লেশনিচয়ে পীড়িত হইয়া থাকে। লোলার্ক কাশীস্থ যাবদীয় তীর্থের মস্তক স্বরূপ, সেই লোলার্কের জলের দ্বারা প্লাবিত অন্যান্য তীর্থ নিচয় তাহার অঙ্গ সমুহ স্বরূপ। ৫৮-৫৯। পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদয় তীর্থই অসিসঙ্গম তীর্থের ষোড়শকলার এককলার ও তুল্য নহে। ৬০। সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়; গঙ্গা ও অসির সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে মানব অবিকল সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। হে মুনে! ইহা অর্থবাদ ও নহে, স্তুতি বাদ ও নহে, ইহা যথার্থ বাক্য, সাধুগণের আদরসহকারে এই বাক্যের উপর শ্রদ্ধা করা উচিত। ৬১-৬২। যে স্থানে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও স্বর্গতরঙ্গিণী বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই স্থানে কেবল আত্মাভিমানী তার্কিকগণই এই সমস্ত বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। কুতর্কবলে দর্পিত যে সমস্ত মূঢ়ব্যক্তি কাশীর এই সমস্ত বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া কল্পনা করে; তাহারা যুগে যুগে বিষ্ঠার কীট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। হে মুনে! ত্রৈলোক্যমণ্ডপ ও অপূর্ব্ব মহিমায় কাশীর তুল্য নহে। ৬৩-৬৫। যাহারা নাস্তিক, যাহারা বেদবহির্ভূত আচরণ করে, যাহারা কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ, এবং যাহারা অন্ত্যজাতি, তাহাদের সম্মুখে কাশীর কথা বর্ণন করিবে না। লোলার্কের কিরণের দ্বারা সন্তপ্ত এবং অসিধারাকর্ত্তৃক বিখণ্ডিত মহামলনিচয়, কাশীর দক্ষিণদিকে প্রবেশ

করিতে পারে না। মানব লোলার্কের মহিমা শ্রবণ করিলে দুঃখসাগর সংসারের মধ্যে কোন প্রকারে দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। ৬৬-৬৮।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

উত্তরার্ক বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন বারাণসীর উত্তরদিকে, অর্কনামক একটি কুণ্ড বর্ত্তমান আছে সেই কুণ্ডে উত্তরার্কনামক সূর্য্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ১। সেই উত্তরার্কনামক মহাতেজাঃ সূর্য্য, দুঃখসমূহকে বিদুরিত করত সাধুগণের আত্যন্তিক তৃপ্তি উৎপাদন পূর্ব্বক সর্ব্বদা কাশীকে রক্ষা করিতেছেন। ২। এই সূর্য্যসম্বন্ধে যে অতীত ইতিহাস আছে, হে সুব্রত অগস্ত্য! তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবধান তৎপর হও। পূর্ব্বকালে আত্রেয়বংশজ শুভব্রত নামক কোন ব্রাহ্মণ কাশীতে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই শুভব্রত যে প্রকার শুভাচারনিরত ছিলেন তাঁহার অতি-মনোহারিণী শুভব্রতানাম্নী পত্নীও তদনুরূপ ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ৩—৪। শুভব্রতপত্নী পতির শুশ্রূষা ও করণীয়গৃহকর্ম্মসমূহে সর্ব্বদাই ব্যাপৃতা থাকিতেন। সেই ব্রাহ্মণীগর্ভে শুভব্রতের ঔরসে, মূলানক্ষত্রের প্রথমপাদে ও কেন্দ্রস্থিতবৃহস্পতি-মিত কালে এক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। সেই কন্যা শুক্লপক্ষীয়-চন্দ্রমার ন্যায় পিতৃগৃহে প্রতিদিন অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৫-৬। কাল-ক্রমে প্রাপ্তবয়স্কা সেই রূপবতী ও জনকজননীর প্রিয়কারিণী কন্যা গৃহকর্ম্মনিবহে সাতিশয় নিপুণতা লাভ করিতে লাগিল। ৭। সেই কন্যা পিতৃমন্দিরে যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহার জনক ও জননী সেইরূপ অতি মহান্ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন; তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাবিতেন যে এই পরমরমণীয়া সুলক্ষণা নাম্নী কন্যাকে আমি কোথায় বিবাহ দিব এবং এই প্রকার দিব্য কন্যার যোগ্য পাত্রই কোথায় পাইতে পারিব। ৮-৯। কুল, বয়ঃক্রম, শীল, বিদ্যা ও অর্থযুক্ত কোন্ অনুরূপ বরকে লাভ করিয়া মদীয় কন্যা সুখভাগিনী হইতে পারিবে? ১০।

এই প্রকার চিন্তায় সর্ব্বদা আসক্তি প্রযুক্ত শুভব্রত, একদিন অতিদারুণজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। জীবগণের চিন্তানামক যে জ্বর তাহা ঔষধ প্রয়োগে শান্ত হয়

না। সেই কন্যার মূলানামক নক্ষত্রে জন্ম প্রযুক্তদোষ ও এই প্রকার দারুণ চিন্তা-স্বরে অভিভূত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ, অর্থ, গৃহ ও পরিবার, সকলই পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ১১-১২। শুভব্রতের দেহান্ত হইলে পর সেই কন্যার জননীও তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয়পতির অনুগমন করিলেন। ১৩।

পতিব্রতা স্ত্রীর ইহাই পরমধর্ম্ম যে, পতি জীবিত হউন বা মৃত হউন, স্ত্রী, কোন অবস্থাতেও তাহা হইতে বিযুক্ত থাকিবে না। অপত্য, পিতা, মাতা বা অপর কোন বান্ধবই স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে না, এক মাত্র পতিচরণসেবাই পতিব্রতাস্ত্রীকে সকল প্রকার আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। ১৪-১৫। অনন্তর শুভব্রতের সুলক্ষণা নাম্নী সেই কন্যা, অতি দুঃখসহকারে মৃত জনক ও জননীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক অতিশোকে কোন প্রকারে দশদিন অতিবাহিত করত অবশেষে আপনাকে দরিদ্রা ও অনাথা বিলোকন করিয়া মহতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি পিতা ও মাতার অভাবে একাকিনী হইয়া এই দুস্তর সংসার-সমুদ্রে কি প্রকারে পারলাভে সমর্থা হইব। কারণ স্ত্রীজন্মগ্রহণে সর্ব্বপ্রকার অভিভব লাভ করিতে হয়। আমার জনক বা জননী আমাকে কোনও পাত্রে অর্পণ করিয়া যান নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের অদত্তা হইয়া আমি কি প্রকারে আপনার ইচ্ছানুসারে কোন পাত্রকে বরমাল্য অর্পণ করিব। যদি বা কাহাকেও বিবাহ করি; কিন্তু সেই বিবাহিত ব্যক্তি যদি গুণবান্ বা সৎকুলোদ্ভব না হয় কিম্বা আমার মনের সহিত তাহার হৃদয়ের একতা না হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহিত ব্যক্তিকে লইয়া আমি কি করিব? এই প্রকারে সর্ব্বদা মহাচিন্তানিরতা, সর্ব্বগুণান্বিতা সেই সুলক্ষণা, প্রতিদিন বহুতর যুবজনের দ্বারা প্রার্থিত হইয়াও নিজ হৃদয়ের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না। ১৬—২১।

অসময়ে পিতা ও মাতার মৃত্যুদর্শনে শোকাকুলা সুলক্ষণা জনক ও জননীর তাদৃশ বাৎসল্য স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বদাই এইপ্রকারে সংসারের নিন্দাপূর্ব্বক আপনাকে নিন্দা করিতেন যে, হায়! যাঁহারা আমাকে জন্ম প্রদান করিলেন, আমাকে প্রতিপালন করিলেন, সেই আমার মাননীয় পিতা ও মাতা আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিলেন, হায়! সংসারে জীবের অনিত্যতায় ধিক্ থাকুক্। আমার সম্মুখে আমার জনক ও জননীর দেহ যে প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার এই বিনশ্বর দেহ এই ক্ষণেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, অতএব আমি এই তুচ্ছ বিষয়ভোগ উপেক্ষা করিয়া এই বিনশ্বর দেহের বিনিময়ে অবিনশ্বর ধর্ম্মসম্পদ্ অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইব। জিতেন্দ্রিয়া ও বশীকৃতহৃদয়া সেই বালা

সুলক্ষণা এই প্রকার মনে মনে নিশ্চয় করিয়া দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্ব্বক উত্তরার্ক-নামক সূর্য্যের নিকট অতি স্থিরমানসে উগ্র তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২-২৫। সুলক্ষণা এইপ্রকার উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে পর প্রতিদিন এক ক্ষীণকায়া ছাগী সেইখানে আগমনপূর্ব্বক স্থিরভাবে তাঁহার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া থাকিত। ২৬। সেই ছাগী নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ তৃণপর্ণাদি ভক্ষণ করিয়া সায়ংকালে সেই অর্ককুণ্ড হইতে জলপানপূর্ব্বক, পুনরায় নিজ পালকের গৃহে গমন করিত, আবার প্রাতঃকালে আসিয়া সেইপ্রকার সুলক্ষণার নিকটে স্থিরভাবে প্রায় সমস্তদিন অবস্থান করিত। ২৭। এই প্রকার অবস্থায় পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর অতীত হওয়ার পর একদিবস মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত স্বেচ্ছাবিচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ মহেশ্বর সেইস্থানে আগমন করিয়া তপস্যায় কৃশাঙ্গী, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলশরীরা, উত্তরার্কের নিকট অতিউগ্রতপস্যানিরতা সেই সুলক্ষণাকে অবলোকন করিলেন। ২৮-২৯। অনন্তর অতিকরুণহৃদয়া দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন যে, হে প্রভো! বান্ধবহীনা এই সুমধ্যমা সুলক্ষণাকে বরপ্রদানপূর্ব্বক অনুগৃহীতা করুন। ৩০। অনন্তর পার্ব্বতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপানিধি মহেশ্বর সমাধিনিমীলিতাক্ষী সেই সুলক্ষণাকে বর-প্রদানেচ্ছায় কহিলেন যে "হে সুব্রতে সুলক্ষণে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি তুমি বর গ্রহণ কর, দীর্ঘ তপস্যায় তুমি বড়ই খেদ প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার কোন্ পদার্থে অভিলাষ আছে"? ৩১-৩২। শঙ্করের এবম্প্রকার সুখপীযুষবর্ষিণী ও মহাসন্তাপ-হারিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সুলক্ষণা নেত্র উন্মীলন করিলেন। ৩৩। নেত্র উন্মীল-নান্তে অগ্রভাগেই প্রত্যক্ষ বরদানোন্মুখ ত্রিলোচনকে ও তাহার বামভাগস্থ দেবী পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া সুলক্ষণা কৃতাঞ্জলিভাবে নমস্কার করিলেন। ৩৪। "এক্ষণে কি বর প্রার্থনা করিব" এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে সুলক্ষণা পুরো-বর্ত্তিনী সেই বরাকী ছাগীকে বিলোকন করিলেন এবং এই প্রকার চিন্তা করিলেন যে, এই সংসারে আত্মপ্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতেছে না? কিন্তু যে ব্যক্তি পরের উপকারের জন্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই জীবন সার্থক বলিয়া গণনীয়। এই বরাকী ছাগকন্যা আমার তপস্যার সাক্ষিস্বরূপে বহুকাল সেবা করিয়াছে, অতএব আমি ইহার জন্যই জগৎপতির নিকট বর প্রার্থনা করিব। ৩৫-৩৭। এই প্রকার মনে মনে পরামর্শ করিয়া সুলক্ষণা ত্রিলোচনকে কহিল যে "হে কৃপানিধে মহাদেব! যদি আপনি আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন; তাহা হইলে প্রথমে এই অতিহীনা ছাগশাবীকে অনু-

গৃহীতা করুন। আমার সেবাপরায়ণা এই ছাগসুতা পশুত্বনিবন্ধন স্বয়ং কোনরূপে কোন কথা কহিতে জানে না। ৩৮-৩৯। পরোপকারশালিনী সুলক্ষণার বাণী শ্রবণ করিয়া প্রণতগণের পীড়াহারী মহেশ্বর; তাহার উপর অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন যে, হে দেবি! গিরীন্দ্রজে! সাধুগণের পরোপকার-নিরতা বুদ্ধি এই প্রকার মহত্বযুক্তাই হয়, ইহা তুমি দর্শন কর। সংসারের মধ্যে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ, যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে পরের উপকারের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। আর আর সকল বস্তু সঞ্চয় করিলে কোনটীও চিরকাল অবস্থান করে না; কিন্তু হে প্রিয়ে! পরোপকাররূপ মহৎ পুণ্য সুচিরকাল বর্ত্তমান থাকে। হে প্রিয়ে এই সুলক্ষণা সর্ব্বপ্রকারে ধন্যা এবং অনুগ্রহের সুযোগ্যা পাত্রী, হে দেবি! এইক্ষণে সুলক্ষণাকে এবং ছাগীকে কোন্ বর প্রদান করা যাইবে তাহা তুমি বল। ৪০-৪৪। পার্ব্বতী কহিলেন, হে সকল-সৃষ্টিকর্ত্তাগণেরও কর্ত্তৃভূত! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে প্রণতার্ত্তিহারিন্। এই শুভোদ্যম-পরায়ণা সুলক্ষণা আমার সখীরূপে পরিগণিতা হউক, কর্পূরতিলকা, গন্ধধারা, অশোকা, বিশোকা, মলয়গন্ধিনী, চন্দননিশ্বাসা, মৃগমদোত্তমা, কোকিলালাপা, মধুরভাষিণী, গদ্যপদ্যনিধি, অনুক্তজ্ঞা, দৃগঞ্চলেঙ্গিতজ্ঞা, কৃতমনোরথা, ও গানচিত্ত-হরা সখীগণ সর্ব্বদা যেমন আমার অভীষ্ট সাধনে আনন্দ প্রদান করে এবং আমি তাহাদের যেমন ভালবাসি, এই সুলক্ষণাও তাহাদের ন্যায় আমার প্রীতির পাত্রী হউক। এই সুলক্ষণা আবাল্য ব্রহ্মচারিণী এইকারণ এই মর্ত্ত্যশরীরেই সুলক্ষণা দিব্যভূষণ, দিব্যবস্ত্র, দিব্যগন্ধ, দিব্যমাল্য ও দিব্যজ্ঞান দ্বারা বিভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা আমার নিকটে বর্ত্তমান থাকুক, এবং এই ছাগী কাশীরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্থানে নানাবিধ বিষয়ভোগপূর্ব্বক যেন অন্তকালে অত্যুত্তম মুক্তি-পদবী লাভ করিতে সমর্থা হয়। হে প্রভো বিশ্বেশ্বর! এই ছাগী, পৌষমাসের রবিবারে, শীতজন্য পীড়া উপেক্ষা করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই অর্ককুণ্ডে স্নান করিয়াছে; এই পুণ্যে ও আপনার বরদানের প্রভাবে, এই ছাগী শুভলোচনা রাজপুত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। হে প্রভো! অদ্য হইতে এই অর্ককুণ্ড বর্করী-কুণ্ডনামে সংসারে অভিহিত হউক। এবং এই ছাগীর প্রতিমা অদ্য হইতে সংসারে জনগণের পূজনীয়া হউক। হে প্রভো! পৌষমাসে রবিবারে কাশীফলপ্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রণতভাবে এই অর্ককুণ্ডে উত্তরার্কদেবের যাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৪৫-৫৭।

বিশ্বব্যাপী প্রভু মহেশ্বর, পার্ব্বতীর কথানুসারে বরপ্রদান করিয়া অন্যের অতর্কিতভাবে নিজ অধিষ্ঠানমন্দিরে পার্ব্বতীর সহিত প্রবেশ করিলেন। ৫৮।

স্কন্দ কহিলেন, হে দ্বিজ! হে মহাভাগ! এই তোমার নিকট লোলার্ক ও উত্তরার্কের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সাম্বাদিত্যের ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। ৫৯। হে অগস্ত্য! লোলার্ক এবং উত্তরার্কের এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, জনগণ ব্যাধিদ্বারা পীড়িত হয় না এবং দারিদ্র্যও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ৬০।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

সাম্বাদিত্য মাহাত্ম্য-কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে! শ্রবণ কর, পূর্ব্বে পৃথিবীর ভারহরণার্থে দানবগণবধের নিমিত্ত অগ্নির ন্যায় অতিপ্রতাপশালী স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব, যদুকুলে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১-২। সূর্য্যের ন্যায় অতিতেজস্বী সেই ভগবান্ বাসুদেবের অশীতিলক্ষসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের ন্যায় সুশীল বালক স্বর্গেও দুর্লভ, হে কুম্ভযোনে! তাঁহাদের মধ্যে সকলেই অতি মনোহর রূপসম্পন্ন ও অতি বীর্য্যবলান্বিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই শুভলক্ষণসম্পন্ন ও বহুবিধশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। ৩-৪। একদিন ব্রহ্মার পুত্র তপোনিধি, বল্কলকৌপীনধারী, কৃষ্ণচর্ম্মাম্বরশোভী, গৃহীতব্রহ্মদণ্ড, মুঞ্জানির্ম্মিতকটিসূত্রধারী, বক্ষঃস্থলস্থিততুলসীমালালঙ্কৃতশরীর, গোপীচন্দনচর্চ্চিতদেহ, অতিদীর্ঘতপস্যায় কৃশাঙ্গ, মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, অম্বরবিহারী দেবর্ষি নারদ, সেই সকল বাসুদেবতনয়গণকে বিলোকন করিতে; বিশ্বকর্ম্মার কৌশলময়শিল্পের ফলস্বরূপা স্বর্গপুরীর সৌন্দর্য্যহারিণী দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। ৫-৮।

সেই দেবর্ষিনারদকে বিলোকন করিয়া যাদবনন্দনগণ, বিনয়াবনতকন্ধরে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করত অতিবিনীতভাবে নমস্কার করিলেন। ৯। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শরীরসৌন্দর্য্যে অতিগর্ব্বিত সাম্ব; নারদের রূপসম্পদকে উপহাস-পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন না। ১০। মহামুনি নারদ, সাম্বের সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া মৌনভাবে ধীরে ধীরে কৃষ্ণমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ১১।

নারদ আগমন করিতেছেন দেখিয়া, ভগবান্ বাসুদেব অতি আদরের সহিত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদানদ্বারা পূজা করত আসনে উপবেশন করাইলেন। ১২। অনন্তর নারদ, বাসুদেবের সহিত নানাবিধ বিচিত্র কথালাপ-পূর্ব্বক যখন দেখিলেন যে ভগবান্ নির্জ্জনস্থিত হইয়াছেন, সেই সময় তাঁহার কর্ণে সাম্বের চেষ্টা এইপ্রকার বিজ্ঞাপন করিলেন যে "হে যশোদানন্দবর্দ্ধন! সাম্বের এপ্রকার চরিত্রে এবং তাহার রূপসম্পদে স্ত্রীগণের বিলক্ষণ পাতিব্রত্যস্খলনের সম্ভাবনীয় আভাস পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রায় তাহা অসম্ভাব্য বলাই উচিত, অথবা এবিষয়ে আশ্চর্য্যই বা কি? কারণ স্ত্রীগণের পক্ষে অসম্ভব কি? মুগ্ধাক্ষীগণ; কুল, শীল, বিদ্যা বা ধন কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহারা কামবিমোহিত হইয়া কেবল রূপমাত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ত্রিভুবনস্থিত সকল যুবকগণের মধ্যে সাম্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্! স্বভাবচঞ্চলাক্ষী স্ত্রীগণেরও চিত্তবৃত্তি অতি-চঞ্চলা। হে প্রভো! আপনি নিশ্চয় ইহা অবগত নহেন যে, আপনার প্রধান আটটী মহিষী ব্যতিরিক্ত আর সকল যাদবকুলনারীগণই এই সাম্বের প্রতি কামাসক্ত। ১৩-১৭। স্ত্রীগণের চঞ্চল স্বভাব ও দেবর্ষি নারদের এবম্বিধ বাক্যে, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ এ বিষয়টী সত্য বলিয়াই মানিয়া লইলেন। ১৮। যাবৎকালপর্য্যন্ত নির্জ্জনস্থানে কোন প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর সহিত একত্র অধিবাস না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্তই স্ত্রীগণের ধৈর্য্য ও চিত্তের বিবেচনাশক্তি বিদ্যমান থাকে। ১৯। ভগবান্ কৃষ্ণ, মনে মনে এই প্রকার বিবেচনাপূর্ব্বক বিবেকরূপ সেতুর দ্বারা ক্রোধরূপ-নদীর বেগকে প্রতিরোধ করিয়া নারদকে বিদায় প্রদান করিলেন। ২০। দেবর্ষি নারদ গমন করিলে পর ভগবান্ বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুসন্ধান করিয়াও সাম্বের কোনরূপ দোষ দেখিতে পাইলেন না। ২১। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর দেবর্ষি নারদ, পুনরায় আগমন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্ বাসুদেব লীলাবতী যাদববধূগণের মধ্যে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত আছেন, তখন তিনি বাহিরে ক্রীড়াতৎপর সাম্বকে আহ্বানপূর্ব্বক, তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে "হে সাম্ব! তুমি এইক্ষণেই একবার কৃষ্ণসমীপে গমন কর। ২২-২৩। সাম্বও তৎকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যাই কি না যাই; কারণ স্ত্রীমণ্ডল-বেষ্টিত নির্জ্জনস্থিত পিতার নিকট যাওয়া কিপ্রকারে হইতে পারে, আবার ব্রহ্মচারী দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিরূপে না যাইব। এই দেবর্ষির সমুদয় অবয়বই প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় অতি প্রদীপ্তভাবে লক্ষিত হইতেছে, পূর্ব্বে কোন দিন এই ঋষি উপস্থিত হন; সেই সময় সকল যদুকুমারগণ ইহাঁকে প্রণাম করিয়াছিল,

কিন্তু আমি তাহা না করাতে একে পূর্ব্ব হইতেই ইঁহার নিকট অপরাধী আছি, এখন যদি এই মহামুনির বাক্য শুনিয়াও আমি পিতৃমন্দিরে না যাই; তাহা হইলেই আমার এই বিশেষরূপ অপরাধদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতি সুবিষম অত্যাহিত আচরণ করিবেন। আমার প্রতি এক্ষণে পিতার সম্ভাব্যমান কোপও শ্লাঘ্য বলিয়াই জানিতে হইবে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণের কোপে পড়িলে কোনমতেই আমার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, কারণ শাস্ত্রে এইপ্রকার শুনা গিয়া থাকে যে "ব্রহ্মকোপাগ্নি-দগ্ধকুলে আর কখনই অঙ্কুরের সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু অপরের কোপরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও দাবানলদগ্ধ বনের ন্যায় তাহাতে পুনর্ব্বার অঙ্কুরের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে"। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সাম্ব; অবশেষে নিজ পিতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কিতচেতা সাম্ব, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীমণ্ডলপরিবেষ্টিত ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া যেমন নারদাগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে যাইবেন; ইতিমধ্যেই দেবর্ষিনারদ স্বকীয় কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে সাম্বের পশ্চাতেই সেই বাসুদেবের মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৪-৩০। কৃষ্ণও দেবর্ষিকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পীতকৌশেয়বস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করি-লেন, এদিকে দেবকীসূনু ভগবান্ জনার্দ্দনকে তাদৃশ ভাবে উঠিতে দেখিয়া কৃষ্ণপত্নী-গণ সকলেই অতি বিলজ্জিতভাবে স্বস্ব বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব, অতি সমাদরপূর্ব্বক মহামুনিকে হস্তে ধারণ করত স্বকীয় মহার্হ শয্যায় উপবেশন করাইলেন দেখিয়া সাম্বও অবনতমস্তকে সেই মন্দির হইতে নির্গত হইয়া স্বীয় ক্রীড়াস্থানে প্রতিগমন করিলেন। কৃষ্ণলীলায় দ্রবীভূতাবয়বা সেই সকল কৃষ্ণপত্নীগণের সাম্বদর্শনে তাদৃশ বিলজ্জিত ভাব বিলোকন করিয়া, মহামুনি নারদ ভগবান্‌কে কহিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি বিলোকন করুন, আমি পূর্ব্বে সাম্বসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা সত্য কিনা? এই দেখুন্ না কেন, সাম্বের এতাদৃশ লোকবিমোহন অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া এই যাদব-বধূগণ সকলেই জননীবিরুদ্ধ লজ্জিতভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান কৃষ্ণ, দেবর্ষি নারদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসাই সাম্বকে আহ্বান করিয়া অতিকোপে শাপ প্রদান করিলেন, কিন্তু বাস্তবিক এবিষয়ে সাম্বের কোন অপরাধ ছিল না; কারণ তিনি তৎকালে সেইসকল কৃষ্ণপত্নীগণকে স্বীয়জননী জাম্ববতীর ন্যায়ই বিলোকন করিয়াছিলেন। ৩১-৩৬। ভগবান্ সাম্বকে এইপ্রকার শাপ প্রদান করিলেন যে, রে সাম্ব! তোমার রূপ বিলোকন করিয়া এই সকল ত্বদীয়

জননীগণ যেকারণ স্খলিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কারণে তোমার অসময়ে আগমনজন্য দুষ্কর্ম্মের ফলে তুমি এইক্ষণেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হও। ৩৭। এই প্রকার দারুণ শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাব্যাধিভয়ে কম্পমানশরীরে সাম্ব, স্বীয় পাপশান্তির জন্য নানাপ্রকারে ভগবানের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮। কৃষ্ণও নিজপুত্র সাম্বকে বাস্তবিক নিরপরাধী জানিয়া তাহার কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাহাকে কহিলেন যে, হে বৎস! তুমি বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসীতে গমন কর, সেইস্থানে সূর্য্যের বিহিতরূপে উপাসনা করিয়া তুমি শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, বারাণসী ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। যে কাশীতে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও সেই স্বর্গঙ্গা প্রতিনিয়ত-কাল শোভা পাইতেছেন, সেই বারাণসীতে; মুনিগণও যে সকল পাপের নিষ্কৃতির উপায় জানেন না, সেই সকল পাপ ও অনায়াসে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেবল মাত্র স্বকৃত পাপ হইতেই যে, বারাণসীতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহা নহে; সেই কাশীতে বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা প্রভাবে জীবগণ, প্রকৃতি-কার্য্য পাপরূপ সংসার হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারে ও করিতেছে। পুরাকালে ভগবান্ পুরারি, পরিত্যক্তদেহ জীবগণের বিমুক্তির জন্য কৃপাপরবশ হইয়া সেই অবিমুক্তক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানে দেহত্যাগ করিতে পারিলে জীবের আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। হে সাম্ব! মহাদেবের সেই আনন্দবনেই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে, অতএব সত্বর তুমি সেই স্থানে গমন কর; অন্য কুত্রাপি তোমার এই পাপ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ৩৯—৪৪।

সর্ব্ব প্রকার শুভাশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্তচেষ্ট, কৃত্যকৃত্য নারদ ও কৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশমার্গ অবলম্বন করত প্রস্থান করিলেন। ৪৫। অনন্তর সাম্বও বারাণসীতে আগমন করিয়া একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভগবান্ সূর্য্যের আরাধনা করত সম্পূর্ণরূপে নিজ শাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন। ৪৬। সেই দিন হইতে সাম্বকর্ত্তৃক আরাধিত, বারাণসীস্থ সাম্বাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ, সমস্ত ভক্তগণকে বাধাবিপত্তিরহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পদ্ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ৪৭। রবিবারে অরুণোদয়কালে সাম্বকুণ্ডে স্নানান্তে ভক্তিভাবে সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে মনুষ্য কখনও ব্যাধিদ্বারা অভিভূত হয় না। ৪৮। সাম্বাদিত্যের সেবা করিলে নারী কখনও বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না। এবং ইহাঁর উপাসনার প্রভাবে বন্ধ্যা স্ত্রীও বিশুদ্ধ ও রূপগুণসমন্বিত পুত্র লাভ করিতে পারে। ৪৯। হে দ্বিজ! মাঘমাসে রবিবারে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে একটী শুভকর রবিপর্ব্ব (সূর্য্যগ্রহণ) তুল্য মহাপর্ব্বদিন

শাস্ত্রে সমাখ্যাত হইয়াছে। সেই পর্ব্বদিবসে অরুণোদয়কালে সাম্বকুণ্ডে স্নান করত সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে অতি উৎকট মহারোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারা যায় ও তাহাতে বিপুল ধর্ম্মসম্পদ্‌ও লাভ করা যায়। ৫০-৫১। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-গ্রহণসময়ে পুণ্যজলাশয়ে স্নান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, মাঘমাসে সপ্তমী তিথিতে কাশীক্ষেত্রে সাম্বকুণ্ডে স্নান করিলেও তাদৃশ পুণ্য অর্জ্জিত হয়। ৫২। মাঘমাসের রবিবারে সেই সাম্বকুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা হইয়া থাকে ; সেই যাত্রাদিনে বিধানানুসারে সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া অশোক পুষ্পসমূহের দ্বারা সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে মনুষ্য কখনও কোন প্রকার শোকে অভিভূত হয় না এবং তৎক্ষণেই সম্বৎসরকৃত পাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। ৫৩—৫৪।

বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে মহাত্মা সাম্ব, সম্যক্ প্রকারে অতি শুভপ্রদ আদিত্য-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছিলেন। ৫৫। হে অগস্ত্য! আমি তোমার নিকট ভবিষ্যৎ এই সূর্য্যমূর্ত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম ; সেই মূর্ত্তির উপাসনা, নমস্কার ও আটবার প্রদক্ষিণ করিলে, মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া সমগ্র কাশীবাসের ফললাভ করিতে পারিবে। হে মহামতে! সাম্বাদিত্যের মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ; এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করিলে মনুষ্যকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না। হে অনঘ! এইক্ষণে আমি তোমার নিকট দ্রৌপদাদিত্যের বিষয় কীর্ত্তন করিব ; এই দ্রৌপদাদিত্যের সম্যক্‌প্রকার উপাসনা করিলে ভক্তগণ সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৬—৫৮।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদাদিত্য ও ময়ূখাদিত্য-বর্ণন।

সূত কহিলেন, হে মুনে পারাশর্য্য! স্কন্দ যখন অগস্ত্যকে এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন ; তখন দ্রুপদ-নন্দিনী কোথায় ছিলেন? ১।

ব্যাস কহিলেন, হে সূত! পুরাণশাস্ত্র ত্রিকালের ঘটনাকেই বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সুতরাং এবিষয়ে তোমার সন্দেহ করা উচিত নহে, কারণ পুরাণশাস্ত্রের অগোচর কিছুই নাই। ২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! শ্রবণ কর; পুরাকালে জগতের হিতকর দেবদেব পঞ্চাননই স্বয়ং পঞ্চরূপে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জগদ্ধাত্রী উমাও পরমাসুন্দরীরূপে যজ্ঞশীল নৃপতির বহ্নিকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৩-৪। পাণ্ডু নৃপতির পাঁচটী তনয়ই, সাক্ষাৎ রুদ্রের তেজ ধারণ করত দুষ্টগণকে সংহার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্তব্যক্তিগণের শাসনকর্ত্তা ও সদ্বৃত্ত ব্যক্তিগণের স্থিতিকারক ভগবান নারায়ণও সেই পঞ্চপাণ্ডবের সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৫-৬। প্রতাপান্বিত সেই পাণ্ডুতনয়গণ পৃথক্‌পৃথক্‌রূপে যথাসময়ে সম্পদের উদয় ও বিপদের অনুদয় লাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে সেই মহাবীরগণ, জ্ঞাতি কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত মহতী বিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন; সেই সময়ে তাঁহাদের পত্নী ধর্ম্মজ্ঞা পাঞ্চালী পতিগণের বিপত্তিতে ব্যথিতা হইয়া সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। ৭-৯। দ্রুপদনন্দিনীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য তাঁহাকে দর্ব্বী (হাতা) ও পিধানের সহিত অক্ষয় স্থালিকা প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রসন্ন হৃদয়ে সেই পবিত্রচিত্তা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন যে, :—"হে মহাভাগে! যে পর্য্যন্ত তোমার ভোজন না হইবে, তাবৎ যত ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া আগমন করিবে, তাহাদের সকলেরই এই স্থালীসম্ভূত অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ হইবে। ইহা ইচ্ছাধীন ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিবে কিন্তু তোমার আহারের পর এই রসবৎ দ্রব্যপরিপূর্ণ স্থালী শূন্য হইয়া যাইবে"। হে মুনে! কাশীতে সূর্য্যের নিকট পাঞ্চালী এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারই নিকট তিনি আরও একটী বর লাভ করিয়াছিলেন। ১০—১৪।

সূর্য্য কহিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে তোমার সম্মুখে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি আরাধনা করিবে, তাহার ক্ষুধাজনিত পীড়া বিনষ্ট হইবে। হে পতিব্রতে! ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে যে একটী বর প্রদান করিয়াছেন, তাহাও তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৫-১৬। (বিশ্বেশ্বর কহিয়াছেন) "হে রবে! যে ব্যক্তি প্রথমে তোমার পূজা করিয়া পরে আমাকে দর্শন করিবে, তুমি নিজ করসমূহের দ্বারা তাহার দুঃখতিমির অপনয়ন করিও" হে ধর্ম্মপ্রিয়ে! বিশ্বেশ্বরের এই বর লাভ করিয়া, তদবধি আমি কাশীস্থ জন্তুগণের পাপরাশি নাশ করিতেছি। যে সমস্ত মানব, এই স্থানে আমাকে ভজনা করিবে, আমি তাহাদের অভিলষিত বিষয় প্রদান করিব। ১৭-১৯। এবং বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে দণ্ডপাণির নিকটে আমার সমীপে অবস্থিত তোমার এই মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে যে নর

বা নারী পূজা করিবে, তাহাদের কদাপিও প্রিয়জনের বিরহ জনিত ক্লেশ উৎপন্ন হইবে না এবং হে ধর্ম্মপ্রিয়ে! হে অনঘে! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে কাহারও ব্যাধিজনিত, ক্ষুধাজন্য বা তৃষ্ণাসম্ভূত ক্লেশ উৎপন্ন হইবে না। ২০-২২।

সাধুগণের সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত-বিষয়-প্রদানকারী সূর্য্যদেব, পাঞ্চালীকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া শম্ভুর আরাধনায় নিযুক্ত হন এবং দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করেন। দ্রৌপদী কর্ত্তৃক আরাধিত আদিত্যদেবের এই উপাখ্যান যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। ২৩—২৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! এই আমি সংক্ষেপতঃ দ্রৌপদাদিত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ময়ূখাদিত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৫। পুরাকালে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, ত্রিলোকবিখ্যাত পঞ্চনদ-তীর্থে গভস্তীশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও ভক্তগণের মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলাগৌরী নামে ভগবতীর এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করত সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। ২৬-২৮। হে মুনে! দিব্যপরিমাণে লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া শশিশেখর মহাদেবকে আরাধনা করিতে করিতে স্বভাবতই ত্রিভুবনকে তাপিত করিতে সক্ষম তপনদেব, তপস্যাতেজে অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তখন ত্রৈলোক্য দহন করিতে সমর্থ সেই কিরণ সমূহে স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যভাগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেবগণ, পতঙ্গতেজে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে আকাশ-মার্গে গমনাগমন পরিত্যাগ করিলেন। কদম্ব পুষ্পের যেমন কেবল কলিকাগুলিই পরিদৃষ্ট হয় তদ্রূপ চতুর্দ্দিকেই কেবল সূর্য্যের কিরণ নিচয়ই পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময় তেজোরাশি ও তপোরাশি সেই তপন দেবের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত হইতে লাগিল। ২৯-৩৩। "সূর্য্যই সমস্ত জগতের আত্মা বলিয়া বেদে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; তিনিই যখন আমাদিগকে তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন এ জগতে কে আর আমাদিগকে রক্ষা করিবে? এই সূর্য্যই জগচ্চক্ষু এবং এই ভাস্করই জগদাত্মা, যে হেতুক প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইনিই মৃতপ্রায় জগৎকে প্রবোধিত করিয়া থাকেন। ৩৪-৩৫। ইনিই প্রতিদিন উদিত হইয়া স্বকীয় কররাশি প্রসারিত করত অন্ধকারকূপে নিপতিত প্রাণিসমূহকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইনিই উদিত হইলে আমরা উদয় লাভ করি এবং ইনিই অস্তমিত হইলে আমরাও অস্তমিত হইয়া থাকি, অতএব আমাদের উদয়ের ও অভ্যুদয়ের একমাত্র কারণই রবি"। ৩৬-৩৭। লোক সমূহ এইরূপে আক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, বিশ্বত্রাতা বিশ্বেশ্বর, সূর্য্যকে বর প্রদান করিতে গমন করিলেন। ভগবান্ শম্ভু, ময়ূখমালীকে সুনিশ্চল ও সমাধি-বিস্মৃতাত্ম সন্দর্শন করত তাঁহার তপস্যায় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর প্রণতার্ত্তিহর

শ্রীকণ্ঠ, প্রসন্নচিত্তে কহিলেন যে হে তেজোনিধে সূর্য্য! আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, বর প্রার্থনা কর। সূর্য্য, ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি রোধ করত সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন; সুতরাং মহাদেব দুই তিনবার উক্তরূপ বলিলেও সেই বাক্য বধিরের ন্যায় তাঁহার কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইল না। ৩৮-৪১। তখন মহাদেব তাঁহাকে কাষ্ঠ স্বরূপ জানিতে পারিয়া কঠোরতপস্যাজনিত সন্তাপপক্ষে অমৃতবর্ষী পাণিযুগলের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তখন প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণে পদ্মিনী যেমন মুকুলিত হয়, তদ্রূপ মহাদেবের করস্পর্শে বিশ্বলোচন সূর্য্যদেবও নয়ন উন্মীলন করিলেন। ৪২-৪৩। এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বিশুষ্ক তৃণ যেমন মেঘবর্ষণে উল্লসিত হয়, তদ্রূপ মহাদেবের করস্পর্শে তিনিও বিগত তাপ হইয়া উল্লাসিত হইলেন। তখন সূর্য্য, সম্মুখে ত্রিলোচনকে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৪—৪৫।

রবি কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে বিভো! হে ভর্গ! হে-ভীম! হে ভব! হে চন্দ্রভূষণ! হে ভূতনাথ! হে ভবভীতিহারক! হে বাঞ্ছিত-প্রদ! হে চন্দ্রচূড়! হে মৃড়! হে ধূর্জ্জটে! হে হর! হে ত্র্যক্ষ! হে দক্ষযজ্ঞ-বিধ্বংসন! হে শান্ত! হে শাশ্বত! হে শিবাপতে! হে শিব! হে নীললোহিত! হে সমীহিতার্থদ! হে ত্রিলোচন! হে বিরূপলোচন! হে ব্যোমকেশ! হে পশু-পাশনাশন! হে বামদেব! হে শিতিকণ্ঠ! হে শূলভৃৎ! হে চন্দ্রশেখর! হে-ফণীন্দ্রভূষণ! হে কামকৃৎ! হে পশুপতে! হে মহেশ্বর! হে ত্র্যম্বক! হে ত্রিপুর-সূদন! হে ঈশ্বর! হে ত্রাণকৃৎ! হে ত্রিনয়ন! হে ত্রয়ীময়! হে কালকূটদলন! হে অন্তকান্তক! হে শর্ব্বরীরহিত! হে শর্ব্ব! হে সর্ব্বগ! হে স্বর্গমার্গ! হে-সুখদ! হে অপবর্গদ! হে অন্ধকাসুররিপো! হে কপর্দ্দভৃৎ! হে শঙ্কর! হে উগ্র! হে গিরিজাপতে! হে পতে! হে বিশ্বনাথ! হে বিধিবিষ্ণুসংস্তুত! হে-বেদবেদ্য! হে বিদিতাখিলেঙ্গিত! হে বিশ্বরূপ! হে পর! হে রূপবর্জ্জিত! হে ব্রহ্মন্! হে জিহ্মরহিত! হে অমৃতপ্রদ! হে বাঙ্মনোবিষয়দুর! হে দুরগ! আমি বারবার আপনাকে প্রণাম করিতেছি। সূর্য্যদেব, মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করত এইরূপ স্তব করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শিববামার্দ্ধহারিণী গৌরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৬-৫৪।

রবি কহিলেন, হে দেবি! যে প্রণতিপ্রবীণ ব্যক্তি, আপনার চরণাম্বুজরেণুর দ্বারা শুভ্রীকৃত ভালস্থল বহন করে, চন্দ্রের চারুলেখা জন্মান্তরেও সেই ব্যক্তির ভালদেশ শোভিত করিয়া থাকে। হে শ্রীমঙ্গলে! হে সকলমঙ্গলজন্মভূমে! হে

সকল কল্মষতূলবহ্নে! হে সকলদানবদর্পহন্ত্রি! আপনি এই বিশ্বকে রক্ষা করুন। হে বিশ্বেশ্বরি! আপনিই বিশ্বজনের কর্ত্রী ও পালয়িত্রী এবং আপনিই প্রলয়কালে তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। আপনার নামকীর্ত্তনরূপ পবিত্র স্রোতস্বিনী, পাতকরূপ কূলবৃক্ষনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে। ৫৫-৫৭। হে মাতর্ভবানি! হে ভব-তীব্রদুঃখ হারিণি! জগতে আপনি ভিন্ন আর কেহই শরণ্য নাই। যে সমস্ত ব্যক্তির উপর আপনার শুভদৃষ্টি পাত হয়, জগতে তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই মাননীয় হইয়া থাকেন। প্রণতজনের মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপা ও কাশীপুরীতে অবস্থিতা সহজপ্রকাশরূপিণী আপনাকে যাঁহারা স্মরণ করেন, বিশুদ্ধমতি ও নির্ব্বাণরক্ষণের বিচক্ষণপাত্রভূত সেই সমস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং স্মরহর স্মরণ করিয়া থাকেন। ৫৮-৫৯। হে মাতঃ! আপনার বিমল চরণযুগল যাহার হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহার সমস্ত ভুবনই করগত হয়। হে মঙ্গলগৌরি! যে ব্যক্তি সতত আপনার নাম জপ করে, অষ্টবিধ সিদ্ধি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করে না। হে দেবি! আপনিই বেদজননী ও প্রণবরূপিণী, আপনিই দ্বিজাতিগণের কামধেনুস্বরূপা গায়ত্রী, আপনিই ব্যাহৃতিত্রয়, আপনিই সকল কর্ম্মসিদ্ধির জন্য দেবগণের তৃপ্তির হেতু স্বাহা; এবং আপনিই পিতৃগণের পরিতৃপ্তিজনক স্বধাস্বরূপিণী। আপনি মহাদেবের অঙ্কে গৌরীরূপে, বিধাতার ক্রোড়ে সাবিত্রীরূপে, বিষ্ণুর অঙ্কে লক্ষ্মীরূপে এবং কাশীতে মোক্ষলক্ষ্মীরূপে অবস্থান করিতেছেন। হে মাতঃ মঙ্গলগৌরি! আপনিই আমার শরণ্য। ৬০-৬২। এই মঙ্গলাষ্টক নামক মহাস্তোত্রের দ্বারা সূর্য্যদেব স্মরহরের শরীরার্দ্ধশোভিনী ভগবতীকে স্তব করিয়া, দেবী এবং দেবকে বারম্বার প্রণাম করত তাঁহাদের সম্মুখে মৌন হইয়া রহিলেন, তখন দেবদেব বলিতে লাগিলেন। ৬৩।

দেবদেব কহিলেন, হে মহামতে সূর্য্য। উঠ উঠ, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমার নেত্রগ হইয়া এই চরাচর পরিদর্শন কর। হে সূর্য্য! তুমি আমারই মূর্ত্তি, তুমি সমস্ত তেজোরাশি, সমস্ত কর্ম্মবিৎ, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বত্রগামী হও; আর সমস্ত ভক্তজনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবারণ কর। তুমি আমার চতুঃষষ্টিনাম সংযুক্ত যে অষ্টক-স্তোত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছ; সেই স্তব পাঠ করিলে, মানব আমার ভক্তি লাভ করিবে এবং মঙ্গলাষ্টকনামে মঙ্গলাগৌরীর যে স্তব করিয়াছ, তাহার দ্বারা মঙ্গলাগৌরীর স্তব করিলে মানব মঙ্গল লাভ করিবে। এই চতুঃষষ্টিনামাত্মক-স্তোত্র ও মঙ্গলাষ্টক-স্তোত্র অতি শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্ব্বপাতকনাশন। মানব দূরদেশে অবস্থিত হইয়াও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাতে বিশুদ্ধচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করিলে

দুর্লভ কাশীলাভ করিতে পারে। মনুষ্য, প্রত্যহ এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিলে তাহার দৈনন্দিন পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার দেহে কদাপিও কোন পাপ অবস্থান করিতে পারে না। ৬৪-৭১। যে ব্যক্তি ত্রিকালীন এই শুভ স্তোত্রদ্বয় পাঠ করে, ক্ষণিকসৌভাগ্যপ্রদ অন্যান্য বহুতর স্তোত্রে তাহার কি প্রয়োজন ? কাশীতে এই স্তোত্রদ্বয় নৈঃশ্রেয়সী লক্ষ্মী প্রদান করিয়া থাকে; অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ, অন্যান্য স্তোত্রনিচয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন সহকারে এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিবেন। এই সমস্ত চরাচরই আমাদের দুইজনের প্রপঞ্চ ; সুতরাং উভয়ের এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিলে মানব নিষ্প্রপঞ্চ হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে মানব, পুত্রপৌত্রবতী মহতী সমৃদ্ধি লাভ করত অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। হে গ্রহরাজ ! আরও একটী কথা শ্রবণ কর। তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই গভস্তীশ্বর নামক লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইবে। চাম্পেয়াম্বুজকান্তি গভস্তিমালার দ্বারা তুমি ভক্তিসহকারে আমার এই লিঙ্গ পূজা করিয়াছ, এইজন্য এই লিঙ্গ "গভস্তীশ্বর" নামে বিখ্যাত হইবে। মানব, পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া গভস্তীশ্বরের পূজা করিলে, তাহার সমস্ত পাপ বিধূত হইয়া যায় এবং সে পুনরায় জননীজঠরে প্রবেশ করে না। এবং নারী বা নর, চৈত্রমাসের শুক্লাতৃতীয়াতে উপবাস করত বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি বহুতর উপচার সমূহের দ্বারা এই মঙ্গলাগৌরীর পূজা করিয়া নিশীথে নৃত্যগীতাদি করত জাগরণ করিয়া, প্রাতঃকালে আচ্ছাদনাদির দ্বারা দ্বাদশটী কুমারী পূজা করিয়া, তাহাদিগকে পরমান্নাদি ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করত অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও দক্ষিণা প্রদান করিয়া "জাত বেদস" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলমিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা অষ্টোত্তর-শত আহুতি প্রদান করিয়া, সংসারী ব্রাহ্মণকে একটী গোমিথুন দক্ষিণা দান করত শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজদম্পতীকে ভূষণসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, "মঙ্গলা ও ঈশ্বর প্রীত হউন" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পরমান্নাদি ভোজন করাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে পারণ করে, সে কদাপি দুর্ভাগ্য বা দারিদ্র্য লাভ করে না। ৭২-৮৬। এবং কখনও তাহার সন্তানোচ্ছেদ বা ভোগোচ্ছেদ হয় না। স্ত্রী, বৈধব্যভাগিনী হয় না ও পুরুষ, স্ত্রীবিয়োগভাগী হয় না ; পাপসমূহ বিলীন হইয়া যায় এবং পুণ্যরাশি লাভ হইয়া থাকে। এই মঙ্গলাব্রত করিলে বন্ধ্যাও প্রসূতা হয় এবং এই ব্রত করিলে কখন কুরূপ হইতে হয় না। কুমারী, এই ব্রত করিলে রূপ ও গুণবান্ পতি লাভ করে ; কুমারও এই ব্রত করিলে উৎকৃষ্ট স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে। জগতে অনেক ব্রত আছে ; যাহাদের

অনুষ্ঠানে বহুতর অর্থ ও কামনা লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সে সমস্ত ব্রত কখনই মঙ্গলা-ব্রতের তুল্য নহে। কাশীবাসী ব্যক্তিগণ, সমস্ত বিঘ্নশান্তির জন্য চৈত্রমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে ইহাঁর বার্ষিকী যাত্রা করিবে। হে দ্যুমণে! আরও একটী কথা তোমাকে বলিতেছি। তপস্যাকালীন তোমার ময়ূখনিচয়ই আকাশমার্গে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তোমার শরীর পরিদৃষ্ট হয় নাই; এইজন্য তোমার নাম "ময়ূখাদিত্য" হইল। তোমাকে অর্চ্চনা করিলে মানবগণের কোন ব্যাধি হইবে না এবং রবিবারে তোমাকে দর্শন করিলে কখন দারিদ্র্য হইবে না। মহাদেব, ময়ূখাদিত্যকে এইরূপ বহুতর বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং সূর্য্যও তথায় অবস্থান করিলেন। দ্রৌপদাদিত্যের উপাখ্যানের সহিত ময়ূখাদিত্যের এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব কখন নিরয়গামী হয় না। ৮৭-৯৬।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

গরুড়েশ্বর ও খখোল্কাদিত্য বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোদ্ভব! বারাণসীতে অন্যান্য যে সকল সর্ব্বপাপ-বিনাশন আদিত্যগণ বিদ্যমান আছেন, আমি অতিশয় প্রীতিসহকারে তাঁহাদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১। ত্রিলোচনস্থানের উত্তরভাগে খখোল্ক নামে যে ভগবান্ আদিত্য বিরাজমান আছেন; তাঁহার উপাসনা করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। এইস্থানে ভগবান্ আদিত্যের "খখোল্ক" এই নাম কেন হইল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। পুরাকালে দক্ষ-প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতানামে কন্যাদ্বয় মরীচিতনয় কশ্যপের পত্নী হন। হে মুনে! এক দিবস তাঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ২-৪।

কদ্রু কহিলেন, হে বিনতে! আকাশমণ্ডলে তোমার গতি অপ্রতিহত। আমি তোমাকে ঐ নভোমার্গবিচরণকারীগণেরই সম্ভবতঃ জ্ঞেয় একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি সেই বিষয়টী অবগত থাক তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। এই যে সবিতার রথে উচ্চৈঃশ্রবানামে অশ্ব আছে বলিয়া শুনা যায়,

হে শুভে ! তুমি কি বলিতে পার তাহার বর্ণ শ্যাম অথবা ধবল ? ৫-৬। হে বিনতে ! কোন পণবন্ধ পূর্ব্বক তুমি এই সূর্য্যাশ্বের ধাবল্য বা কৃষ্ণত্ববিষয়ে একটী নিশ্চিতপক্ষ অবলম্বন কর, আমিও সেই পণবন্ধে তাহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করি ; কারণ এইরূপ কোন প্রকার ক্রীড়া না করিলে আর দিনও অতিবাহিত হয় না। হে কল্যাণি ! তোমার যে প্রকার অভিরুচি তদনুসারেই পণবন্ধ কর ; এই প্রকার ক্রীড়া ব্যতিরেকে কাল অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য। ৭।

বিনতা কহিলেন, হে ভগিনি ! এ বিষয়ে আর পণ করিবার প্রয়োজন কি ? আমি বিনাপণেই বলিতে স্বীকৃত আছি। এই বিষয়ে আমার পরাজয় হইলেই বা তোমার কি প্রীতিলাভ হইবে অথবা আমার জয়লাভ হইলেই বা আমার কি অধিক কি সুখলাভ হইবে ? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্নেহাভিলাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার পণ করা উচিত নহে ; কারণ এই প্রকার পণানন্তর একের বিজয় হইলে অন্যের নিশ্চয়ই ক্রোধ উৎপন্ন হইবে। ৮-৯। কদ্রু কহিলেন, হে ভগিনি বিনতে ! ইহা সামান্য ক্রীড়ামাত্র, ইহাতে কোন প্রকার ক্রোধের কারণ বিদ্যমান নাই ; ইহা ক্রীড়া-ব্যবহারমাত্র যে, ক্রীড়া করিতে হইলে কোন প্রকার পণের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ১০। বিনতা কহিলেন, হে ভগিনি ! তোমার যাহাতে অভিরুচি হয়, সেই প্রকারই পণবন্ধ কর। বিনতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুটিলমানসা কদ্রু বলিলেন, এইস্থলে এই প্রকার পণবন্ধ করা গেল যে, যে এই ক্রীড়াতে পরাজয় প্রাপ্ত হইবে, সে পরাজয়কারিণীর দাসী হইয়া অবস্থান করিবে। এই পণে আমাদের সহচারিণী এই সখীগণ সাক্ষীরূপে পরিগণিত হইল। ১১-১২। সর্পিণী কদ্রু ও পক্ষিণী বিনতা, এই প্রকার পণে বদ্ধ হইলে পর কদ্রু কহিলেন, আমি বলিতেছি যে সূর্য্যাশ্ব কর্ব্বুর বর্ণ ; বিনতা কহিলেন, আমি বলিতেছি উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতবর্ণ। এই প্রকার বলিয়া পরস্পর ইহার মধ্যে কাহার কথা সত্য ইহার পরীক্ষার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন সমুচ্চ স্থানে গমন করত "ইহা উভয়কেই বিলোকন করিতে হইবে" এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা উভয়ে স্বস্ব ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিনতা স্বভবনে প্রস্থান করিলে পর কদ্রু নিজ সন্তান সর্পগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রকার আদেশ করিলেন যে, হে পুত্রগণ ! তোমরা আমার বচনানুসারে সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান ও মন্দর পর্ব্বতক্ষুব্ধ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত সূর্য্যাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের নিকট গমন কর। দেখ ইহা নিশ্চয়ই আছে যে, কার্য্যমাত্রেই উপাদান কারণের গুণপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুদ্রজাত উচ্চৈঃশ্রবা নিশ্চয়ই শুভ্রবর্ণ। হে পুত্রগণ !

তোমরা তথায় গমনপূর্ব্বক সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেল। তাহার পুচ্ছদেশে অবস্থান করত, তোমরা তাহার কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হও। এই প্রকার তোমাদের বিষফুৎকার দ্বারা সেই অশ্বের গাত্রে যত রোম আছে, তাহা সকলই কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দাও। ১৩-১৮। অতি কুৎসিতাকার কদ্রু-সন্তানগণ, জননীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই জননীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল। ১৯। নাগগণ কহিল, হে জননি! আমরা সকলেই ক্রীড়ানিরত ছিলাম, পরে আপনার আহ্বানে "কোন প্রকার উত্তম খাদ্য,' জননী আমাদিগকে দিবার জন্য ডাকিতেছেন" এই ভাবিয়া আপনার নিকট ক্রীড়া পরিত্যাগ করত উপস্থিত হইয়াছি। ২০। পরন্তু মিষ্টান্ন পাইবার কথা দূরে থাক্, আপনি বিষ হইতেও অধিক কটুবাক্য বলিলেন; কারণ ইহা মন্ত্র বা ঔষধে উপশমিত হয় না। ২১। হে জননি! আমরা যাহা কখন ভাবি নাই বা ভাবিবও না; তাহাই আপনার বাক্যপ্রসাদে আমাদের হইতে চলিল; অতএব হে মাতঃ! আপনি কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য দিতে পারেন ত আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনার এবংবিধ আদেশ আমরা প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ। সেই ক্রূরমতি সর্পগণ, এই প্রকার জননীর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিল। ২২।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অন্যান্য যাহারাও এই প্রকার কুটিলমতি, পর-রন্ধ্রপ্রবেশী, ক্রূরহৃদয় ও কর্ণরহিত হয়; তাহারাও এবম্প্রকার জনক বা জননীর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহাদিগকে লজ্জা প্রদান করিয়া থাকে। ২৩। যে সকল দুরহঙ্কারীগণ, জনক বা জননীর বাক্য প্রতিপালন না করে, তাহারা অতি অশুভ লাভ করিয়া অল্প কালের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪। স্বকীয় বাক্যের উলঙ্ঘনকারী সুতরাং অতিশয় অপরাধী নাগগণকে, সেই সময় অতিক্রুদ্ধা কদ্রু এই শাপ প্রদান করিলেন যে, "অরে! আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন পাপে তোরা গরুড়ের ভক্ষ্য হইবি ও সর্পিণীগণ জাতমাত্র স্বীয় সন্ততিবর্গকে ভক্ষণ করিবে"। ২৫-২৬। জননীর এবম্প্রকার শাপানলে ভীত হইয়া প্রায় সকল সর্পই পাতালে প্রস্থান করিল এবং কোন কোন দুই এক জন সর্প, জননী-শাপ হইতে জীবন রক্ষা করিবার আশায় তদীয় বাক্য প্রতিপালনার্থ প্রবৃত্ত হইল। ২৭। তখন সেই সকল অবশিষ্ট মহাবুদ্ধি সর্পগণ, আকাশমার্গে, উচ্চৈঃশ্রবার পক্ষ আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় ফুৎকার বিনিঃসৃত তীব্র বিষজ্বালা দ্বারা সেই অশ্বের অঙ্গ কর্ব্বুর বর্ণ করিয়া ফেলিল। মাতার বাক্য প্রতিপালনজন্য ধর্ম্মের প্রভাবে সেই সকল সর্পগণ সূর্য্যের প্রখর কিরণেও দগ্ধ হইল না। ২৮-২৯।

তদনন্তর কদ্রু, বিনতার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ পূর্ব্বক গগণমার্গ অলঙ্কৃত করত, অত্যুচ্চে আরোহণ করিয়া অনন্তরশ্মিময় দিনকরমণ্ডল অবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০। এই প্রকার উর্দ্ধে গমন করিতে করিতে সূর্য্যের প্রখর কিরণজালে তাপিতহৃদয়া কদ্রু বিনতাকে কহিলেন যে, হে বিনতে! তুমি নিরপেক্ষ ভাবে এখান হইতে গমন কর; কারণ তপনের তাপকারী কিরণনিবহে আমার দেহ অতিশয় তাপিত হইতেছে, এ প্রকারে অপেক্ষিত গতিতে আমার উপরে যাওয়া বড়ই ক্লেশকর হইতেছে, অথচ তুমি সাপেক্ষভাবে উর্দ্ধমুখে উপরে উঠিতেছ; হে বিনতে! তুমি স্বভাবে পতঙ্গী আর এই সহস্ররশ্মিও স্বভাবত পতঙ্গ, সুতরাং তোমার উর্দ্ধগমনে তাপজন্য কোন প্রকার বাধার সম্ভাবনা নাই। এই সূর্য্য আকাশরূপ সরোবরে হংসস্বরূপ, আর তুমিও হংসগামিনী; কাযেকাযেই চণ্ড-রশ্মির প্রতাপাগ্নি তোমাকে পীড়িত করিতেছে না। কদ্রুর এবম্বিধ বাক্যে প্রতি-নিবৃত্ত না হইয়া, বিনতা যখন আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, তখন ব্যাকুলমতি কদ্রু পুনর্ব্বার কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, হে ভগিনি! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, চল আমরা আকাশমার্গ ছাড়িয়া নীচে অবতরণ করি। হে বিনতে! আমি তোমার নিকট এত বিনয় করিতেছি তথাপি তুমি আমাকে কেন রক্ষা করিতেছ না। আমি তোমার দাসী হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও তোমার পাদোদক পান করিয়া যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিব। এই প্রকার গদ্গদভাষিণী কদ্রু, "হে সখি! আমার উপর নিশ্চয় উল্কা পতিত হইতেছে" এই প্রকার বলিতে গিয়া, ভয়ে জাড্যপ্রযুক্ত "খখোল্ক পড়িতেছে," এই প্রকার বলিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিনতার পক্ষপুটের উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সম্ভ্রান্তচিত্তা কদ্রু, সেই সময় খখোল্ক এই কথাটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, বলিয়া আদিত্যের "খখোল্ক" এই নাম প্রদান করিয়া বিনতা তাঁহাকে বহু স্তুতি করিলেন। অনন্তর বিনতার স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া দিবাকর কিয়ৎকালের জন্য স্বীয় উষ্ণ কিরণের সঙ্কোচ করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে পর, বিনতা ও কদ্রু সূর্য্যের রথে বদ্ধ সেই অশ্বশ্রেষ্ঠের বর্ণ বিচিত্র কৃষ্ণাভাযুক্ত ইহা বিলোকন করিতে পাইলেন। ৩১-৪০। দূর হইতেই সূর্য্যাশ্ব অবলোকন করিতে পাইয়া, সত্যবাদিনী ভুবনমান্যা বিনতা তাপোপহতনেত্রা কদ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কদ্রো! হে ভদ্রে! এ পণে তোমারই জয় হইয়াছে, কারণ এই উচ্চৈঃশ্রবানামক অশ্ব, শশাঙ্ক-কিরণের ন্যায় ধবল বর্ণ হইয়াও অদ্য আমার অদৃষ্টগুণে কৃষ্ণবর্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। হে ভগিনি উরগি! সর্ব্বথা ভাগ্যই বলবৎ, দেখ কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জয়-

পরাজয় সম্বন্ধে কদাপি ক্রূর ব্যক্তি জয় লাভ করে এবং অক্রূরও পরাজিত হইয়া থাকে। বিনয়ের আধাররূপিণী বিনতা, কদ্রুকে এই প্রকার বলিয়া আকাশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত নিজ আবাস লাভ পূর্ব্বক যথারীতিতে কদ্রুর দাসীত্ব স্বীকার করিলেন। ৪১-৪৪। এই প্রকার দাসীভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহনের পর কোন এক দিবস অশ্রুপূর্ণলোচনা মলিনাকান্তি দীনা ও দীর্ঘ নিশ্বাসবতী বিনতা স্বীয় তনয় গরুড় কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। ৪৫। গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! প্রতিদিনই প্রাতঃকালে আপনি কোথায় গমন করিয়া থাকেন এবং কোথায়ই বা সমস্ত দিন অতিবাহিত করত সায়ংকালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং আসিবার কালে কান্তি, কেন এত মলিন হয় এবং আপনার হৃদয়ই বা কেন এরূপ দীনভাবাপন্ন থাকে। আপনি ক্লীবতনয়া অথবা পতিবিমানিতা নারীর ন্যায় সর্ব্বদাই এরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসই কেন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? হে জননি! আপনি কেন এ প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছেন? তাহা সত্বর প্রকাশ করুন। কালের ভয় প্রদানকারী আমার ন্যায় সন্তান জীবিত থাকিতে আপনার অশ্রুবর্ষণের কারণ কি? হে মাতঃ! সুচরিত্রা নারীগণ কখনই দীর্ঘ অমঙ্গল ভোগ করেন না। সেই সকল পুত্রগণকে ধিক্ থাকুক; যাহারা জীবিত থাকিতে তাহাদের জননী দুঃখ বহন করিয়া থাকেন। সেই জননীর বন্ধ্যা হওয়াই ভাল; পুত্রেরা যাঁহার নিজ মনোরথ সফল করিতে পারে না। ৪৬-৫০।

মাতৃভক্তিসমন্বিত পুত্র গরুড়ের এবম্বিধ তেজঃসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনতা কহিলেন, হে বালক গরুড়! আমি ক্রূরহৃদয়া কদ্রুর দাসী হইয়া কালযাপন করিতেছি, প্রতিদিন কদ্রু ও তাহার পুত্রগণকে আমি নিজ পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকি। ৫১-৫২। প্রতিদিনই তাহার পুত্রগণও তাহাকে পৃষ্ঠে ধারণপূর্ব্বক আমি কখন মন্দর পর্ব্বতে, কখনও বা মলয় পর্ব্বতে, কখনও বা সমুদ্র সকলের অন্তরীপনিবহে বিচরণ করিয়া থাকি। সেই সকল সুদুর্ম্মদ কদ্রুসন্তানগণ আমাকে যেখানে যেখানে যাইতে আজ্ঞা প্রদান করে, আমিও দীনহৃদয়ে কাতরভাবে সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাই। ৫৩-৫৪। গরুড় কহিলেন, হে অনঘে! মাতঃ! আপনি কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির তনয়া, তথাপি আপনার এ প্রকার দাসীত্ব করিতে হয় কেন? গরুড়ের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিনতা, সূর্য্যাশ্বদর্শন হইতে নিজের পণানুযায়ি এবম্বিধ দাসীত্ব হওয়া বিবরণ সম্যক্ প্রকারে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলে পর গরুড় তাঁহাকে কহিলেন যে, হে মাতঃ! আপনি সত্বর সেই স্থানে গমন করিয়া সেই সকল দুর্ব্বৃত্ত কদ্রুপুত্রগণকে এই বাক্য জিজ্ঞাসা

করিয়া আসুন যে, এ জগতে যে পদার্থ তোমাদের অত্যন্ত দুর্লভ ও যাহাতে তোমাদের অতিশয় রুচি হয়, তাহা তোমরা প্রার্থনা কর। আমার দাসীত্বের বিনিময়ে আমি তোমাদের তাহা প্রদান করিব, ইহাতে তোমরা আমার দাসীত্ব মোচন করিবে কি না? ৫৫-৫৮। গরুড়ের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিনতা তৎক্ষণাৎ কদ্রু ও তাহার সন্তানগণের নিকট গমন করিয়া এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে পর, সর্পগণ একত্র পরামর্শ করিয়া হৃষ্ট মানসে তাঁহাকে কহিল যে, যদি তোমার মাতৃ-দাস্য হইতে বিমুক্ত হইবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বর্গের সুধা আনিয়া দেও, তাহা হইলে আমরা তোমার দাসীত্ব বিমোচন করিয়া দিব। অন্যথা যেরূপ ভাবে আছ তাহাই থাক। ৫৯-৬০। বিনতা তাহাদিগের বাক্যেই সম্মতি জ্ঞাপনান্তে কদ্রুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ আবাসে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংহৃষ্টমানস স্বীয় তনয় গরুড়কে সকল কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। ৬১। জননীর ব্যক্য শ্রবণান্তে নাগান্তক গরুড়, চিন্তাব্যাকুলা স্বীয় জননীকে কহিলেন যে, মাতঃ! আমি সুধা আনয়ন করিয়াছি বলিয়াই আপনি অবগত হউন; আপনি আমাকে আহার্য্য প্রদান করুন, আমি এখনই অমৃত লইয়া আসিতেছি। ৬২। গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোমাঞ্চিতশরীরা বিনতা কহিলেন, হে সুপর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সমুদ্রতীরে গমন কর, সেই স্থানে মৎস্যঘাতী বহু নিষাদগণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেই সকল দুর্ব্বৃত্তগণকে তুমি ভক্ষণ কর। যে সকল দুর্ব্বৃত্তগণ পরকীয় প্রাণ হনন করিয়া নিজ প্রাণ পোষণ করে, তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে শাসন করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহাদের শাসনে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। ৬৩-৬৫। হে সুপর্ণ! যাহারা বহু জীবের হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ করিলে স্বর্গ লাভ হয়; কারণ অনন্ত হিংসাকারীর বিনাশে অনন্ত জীব, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। ৬৬। হে পুত্র! সেই সকল নিষাদগণের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে; যেন তাঁহাকে ভক্ষণ করিও না। ৬৭।

গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! নিষাদগণের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্ষণ করা হইবে না আপনি ইহা বলিলেন বটে। কিন্তু হে জননি! আমি কি প্রকারে নিষাদগণমধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে জানিতে পারিব। ৬৮।

বিনতা কহিলেন, হে পুত্রক! যাঁহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র, যাঁহার উত্তরীয়-বস্ত্র সুনির্ম্মল, যিনি সর্ব্বদাই ধৌত অধোবস্ত্র ধারণ করেন, যাঁহার ললাটদেশ তিলক-

লাঞ্ছিত, যিনি হস্তদ্বয়ে কুশ ধারণ করেন, যাঁহার নীবী (কটিসূত্র) কুশময়ী ও মস্তকে গ্রন্থিবদ্ধশিখা, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিও। যে ব্যক্তি ঋক্, যজুঃ অথবা সামবেদের একটী ঋচা উচ্চারণ করেন এবং যিনি কেবল গায়ত্রী-মাত্র মন্ত্রের উপাসনা করেন; অন্য কিছুই জানেন না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিও। ৬৯—৭১।

গরুড় কহিলেন, হে জননি! যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পাপাচার নিরত নিষাদগণের মধ্যে বাস করেন, তাহার ত এই সকল ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক একটীও চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই, অতএব হে মাতঃ! ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক এমত একটী লক্ষণান্তর নির্দ্দেশ করুন; যাহা তাদৃশ ব্রাহ্মণেও সম্ভবপর হয়। আমি সেই লক্ষণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ কণ্ঠগত হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব। ৭২-৭৩। গরুড়ের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে বিনতা কহিলেন. হে পুত্রক! যে ব্যক্তি তোমার কণ্ঠগত হইয়া প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারের ন্যায় তদীয় কণ্ঠ দাহ করিবেন, হে বৎস! তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া সুদূরে পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ জাত্যাচার বিরহিত হইলেও তাঁহাকে বিনাশ করা উচিত নহে; কারণ ব্রাহ্মণজাতিমাত্রকেও হিংসা করিলে হিংসাকারীর দেশ, বংশ, সম্পৎ ও শরীর কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৭৪-৭৫।

শ্রীমান্ গরুড়, জননীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত আকাশ-পথ অবলম্বনে দ্রুত-গতিতে প্রস্থান করিলেন। ৭৬। কিয়ৎকালের মধ্যে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় দূর হইতেই সেই সকল মৎস্যজীবী নিষাদগণকে বিলোকন পূর্ব্বক, পক্ষদ্বয় কম্পিত করত তদুত্থাপিত রজোরাশির দ্বারা গগণমণ্ডল ও ধরণী সমাচ্ছাদিত এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার করিয়া সমুদ্রতীরে উপবেশন করিলেন। গরুড় উপবেশনান্তে স্বীয় মহা-কন্দরসন্নিভ বদন ব্যাদান করিলেন। ৭৭-৭৮। তাঁহার তাদৃশ পক্ষোত্থাপিত ধূলি-রাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড বাত্যাবিক্ষোভিত হইয়াছে বিলোকন করিয়া, নিষাদগণ ব্যাকুলহৃদয়ে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই সকল নিষাদবর্গ তাঁহার কণ্ঠদেশকেই সুবিস্তৃত পলায়ন-বর্ত্ম ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে পর, তাহাদের মধ্যে নিবাসকারী কোন আচারবিহীন ব্রাহ্মণ তাঁহার কণ্ঠে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশ কালে গরুড়ের কণ্ঠ বহ্নিস্পর্শ জন্য দাহ সদৃশ দাহব্যথাসঙ্কুল হইল। অনন্তর গরুড় পূর্ব্ব প্রবিষ্ট নিষাদগণকে স্বকীয় উদর-গহ্বরে স্থান প্রদানপূর্ব্বক সংস্পর্শ মাত্রেই কণ্ঠদাহকারী সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণেই মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া সভয়ে তাহাকে

উদ্গারণ করিয়া ফেলিলেন। ৭৯-৮১। অনন্তর সেই উদ্গীর্ণ মনুষ্যকে বিলোকন করিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় কহিলেন, যে মদীয়কণ্ঠদাহকৃৎ! তুমি কোন্ জাতিতে পরিচিত, ইহা সত্য করিয়া বল। সেই সময় গরুড় কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে কহিলেন যে আমি ব্রাহ্মণ, নিজ জাতিমাত্রকেই উপজীবিকাস্বরূপ করিয়া আমি নিষাদনিবহের মধ্যে বাস করিতেছি। ৮২-৮৩। তদনন্তর পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়, সেই ব্রাহ্মণকে দূরে নিক্ষেপ করত, সেই সকল মৎস্যজীবিগণকে ভক্ষণ করিয়া প্রলয়কালীন ভীষণ বায়ুর ন্যায় তীব্রবেগে নভোমার্গ বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ৮৪। তৎকালে স্বকীয় তেজোরাশির দ্বারা দিঙ্মণ্ডলাচ্ছাদনকারী, অতিতীক্ষ্ণ তেজঃশালী, দাবানল প্রদীপ্ত সুবিশাল পর্ব্বতের ন্যায় আকৃতিধারী ও স্বর্গাভিমুখে ধাবমান সেই গরুড়কে বিলোকন করিয়া দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন। ৮৫। সেই সময় সকল দেবগণই নিজ নিজ বল ও অস্ত্র সজ্জিত করত, বিচিত্র বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব বাহনে ত্বরিতগতিতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন এবং সেই অচিন্ত্যচরিত্র বিশালকায় পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে স্বর্গের অভিমুখে অত্যন্ত বেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া, সকলেই মনে মনে এই প্রকার তর্ক করিতে লাগিলেন যে, এই বক্রগতি প্রদীপ্তপদার্থ কখনই সূর্য্য, অগ্নি অথবা বিদ্যুৎ হইতে পারে না অথচ ইহা সবেগে এদিকে আগমন করিতেছে, ইহা কি? দৈত্যগণের ত ঈদৃশ প্রভা সম্ভপর নহে; ইহা দানবগণেরও আকৃতি হইতে পারে না। এ কোন্ ব্যক্তি, আমাদের হৃৎকম্পপ্রদ ভীতি উৎপাদন করিতেছে। ৮৬-৮৮।

দেবগণ যখন এই প্রকার বিতর্ক করিতেছেন, সেই সময় পক্ষিরাজ মহাবল গরুড়, একবার স্বকীয় পক্ষদ্বয় কম্পিত করিলেন। সেই পক্ষ কম্পন-সঞ্জাত বায়ুবেগে সশস্ত্র সবাহন দেবগণ বিতাড়িত হইয়া বাতাহত তৃণ-পত্রাদির ন্যায় কোন্ দিকে বিলীন হইয়া গেলেন তাহার কোন সন্ধান রহিল না। ৮৯-৯০। অনন্তর দেবগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলে পর গরুড়, অন্বেষণ পূর্ব্বক যেখানে অমৃত আছে তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, অমৃত রক্ষীগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত রহিয়াছে। সেই সময় তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দেখিলেন, অমৃত-ভাণ্ডের উপরিভাগে একটী কর্ত্তরীযন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ৯১-৯২। গরুড় দেখিলেন সেই চক্র, মনঃ ও পবনের তুল্য বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাতে যদি একটী মশক মাত্রও পতিত হয় তাহা হইলে, সেও তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। অনন্তর পক্ষীন্দ্র গরুড়, সেই চক্রের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিব। এই চক্রকে ত স্পর্শ

করাই অশক্য ব্যাপার, কারণ বাত্যাও ইহার নিকটে যাইতে অসমর্থ; হায়! কোন উপায়ই ত দেখিতেছি না, অহো! আমার সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইল। এই স্থলে বলের দ্বারা কোন ফলের সম্ভাবনা নাই বা কোন প্রকার পৌরুষও কার্য্যকারী হইবে না। অহো! দেবগণের অমৃতরক্ষণে কি মহান্ প্রযত্ন। যদি আমার দেবদেব শঙ্করে নিশ্চল ও অনন্যপর ভক্তি থাকে, তবে সেই কৃপাসাগর মহেশ্বর আমাকে মহাবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত করিবেনই। যদি স্বামী শঙ্কর হইতেও আমার মাতৃ-চরণে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে আমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই অমৃত-হরণে সক্ষমা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সেই বিশ্বগত ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ইহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমার এই উদ্যম কখনই স্বার্থসম্পাদনের জন্য নহে। আমি কেবল জননীর দাসীত্ব মোচন করিতে অমৃতের জন্য এই প্রযত্ন করিতেছি। জরাতুর বা অন্য ভীষণব্যাধিসঙ্কুল পিতা, মাতা, অতি শিশু সন্ততি ও সাধ্বী স্ত্রীর প্রতিপালনের জন্য কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিলেও পুরুষ দোষভাগী হয় না। ৯৩-১০০। এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে সেই মহাত্মার একটী উপায় উদ্ভাবিত হইল। তিনি স্বীয় শরীরকে পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম করিলেন। তখন পরমাণুর সহস্র ভাগের তুল্য সেই অদ্ভুতরূপ পরিগ্রহ করিয়া, স্বদেহের লঘুতা প্রযুক্ত সেই কর্ত্তরী-যন্ত্রের নিম্নে প্রবেশ করত ভীত হইয়া, বক্রভাবে স্বীয় দেহ রক্ষা পূর্ব্বক সত্বর মুল উৎপাটন করত অমৃত গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। তখন "অমৃত হরণ করিয়া লইয়া গেল" এই বলিয়া দেবগণ চীৎকার করিতে করিতে বৈকুণ্ঠনাথের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন যে—"হে চক্রিন্! আমাদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদের জীবনস্বরূপ অমৃত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে"। হরি, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া গরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। পুরাকালে শুম্ভ ও দেবীর যুদ্ধের ন্যায় চতুঃষষ্ঠিদণ্ড ব্যাপিয়া গরুড়ের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইলে, সেই যুদ্ধে গরুড়ের বলই অধিক প্রকাশ পাইল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু, গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, হে খগেশ্বর! হে জিতদেববৃন্দ! তোমার কুশল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় হাস্য করত বিশ্বরূপ জনার্দ্দনকে বলিলেন যে, আমিই আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, আপনিই আমার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করুন। ১০১-১০৯। তখন বিষ্ণু, সহর্ষে গরুড়কে কহিলেন যে, হে মহোদার! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে দুইটী বর প্রদান কর। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া পক্ষিরাজ কহিলেন যে, বিলম্বে প্রয়োজন

নাই; আপনার প্রার্থনীয় বরদ্বয় কি তাহা বলুন, আমি তাহা প্রদান করিতেছি। কারণ অলব্ধ পদার্থের লাভ এবং দ্যূতাদিতে বিজয় লাভ হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন না কোন সৎপাত্রে লাভ বা জয় প্রদান করিয়া থাকেন। ১১০–১১২।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি আমার বাহন হও; ইহাই আমার প্রথম বর। হে কাশ্যপ! আমার দ্বিতীয় বর কি তাহা শ্রবণ কর। সর্পগণকে তুমি অমৃত দেখাইয়া মাত্র নিজ জননীর দাসীত্ব মোচন কর, কিন্তু তাহারা যাহাতে অমৃত পান করিতে না পায়, সত্বর তাহার বিধান কর এবং অমৃত দেবগণকে প্রদান কর; ইহাই আমার দ্বিতীয় বর। বিষ্ণুর এতাদৃশ প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিয়া পক্ষিরাজ স্বর্গ হইতে নির্গত হইলেন। ১১৩—১১৫। অনন্তর গরুড় ক্ষণমধ্যে নাগগণের সম্মুখে অমৃতভাণ্ড রক্ষা করিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন। অনন্তর সর্পগণ যখন অমৃত পান করিতে উৎসুক হইল, তখন মহামতি গরুড় তাহাদিগকে কহিলেন যে, হে নাগগণ! আপনাদের পবিত্র হইয়া এই সুধা পান করা উচিত; নতুবা স্নানাদিবর্জ্জিত অশুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, দেবগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এই সুধা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। অশুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্যও স্পৃষ্ট হইলে, দেবগণ সেই ভোজ্য দ্রব্যের রস হরণ করিয়া লন; তাহাতে সেই দ্রব্য নীরস হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া গরুড় সর্পগণের আদেশ ক্রমে কুশাসনে অমৃতভাণ্ড রক্ষা করিয়া স্বীয় জননীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সর্পগণ স্নান করিতে গমন করিল ইত্যবসরে ভগবান্ বিষ্ণু, সেই অমৃত হরণ করিয়া দেবগণকে প্রদান করিলেন। সর্পগণ স্নান করিয়া আসিয়া অমৃতপাত্র দেখিতে না পাইয়া "হায়, আমরা প্রতারিত হইলাম, অমৃত লইয়া গিয়াছে" এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। ১১৬-১২২। এবং সুধাস্পর্শাভিলাষে দর্ভসমূহ লেহন করিতে লাগিল; তাহাতে তাহাদের অমৃত পাওয়া দূরে থাকুক, কেবল সকলের জিহ্বা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ১২৩। যাহারা অন্যায় প্রাপ্ত পদার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের তাহা পরিপাক হয় না অথবা তাহারা তাহা ভোগই করিতে পায় না, দেখ, গরুড় ন্যায়মার্গে অবস্থান করত অতি দুর্লভ সুধা লাভ করিলেন, কিন্তু সর্পগণ অন্যায়পূর্ব্বক তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ জন্য তাহারা দেখিবা মাত্র উহা ক্ষণমধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। ১২৪—১২৫।

বিনতা দাসীত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া গরুড়কে কহিলেন যে, হে পুত্র! দাসীবৃত্তি অবলম্বন নিবন্ধন আমার যে পাতক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পাপ শান্তির জন্য আমি কাশীতে গমন করিব। পুনর্জ্জন্মবিনাশিনী কাশী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অবস্থিত না

হন, সেই পর্য্যন্তই পাপ সমূহ জৃম্ভিত হইয়া থাকে। যে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহবলে গর্ভবাস পর্য্যন্তও বিলীন হইয়া থাকে, সেই কাশীকে স্মরণ করিবামাত্র পাপ বিনষ্ট হয়; ইহাতে আর বিচিত্রতা কি! কারণ তথায় চন্দ্রচূড় বিশ্বেশ্বর, তারকমন্ত্রবলে অনায়াসেই জীবগণকে দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহবলে যাঁহাদের নিখিল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারও কাশীর প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় না। ১২৬-১৩০। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁহাদের মনোবৃত্তি কাশীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য; অপরাপর সকলে মনুষ্যরূপী পশুবিশেষ। যাঁহারা বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কালকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারাই আর কখন জননীর গর্ভে অবস্থান করেন্ না। ১৩১-১৩২। কল্যাণের ভাজন ও দেবগণেরও দুর্লভ মনুষ্যজন্ম, কাশীদর্শন ব্যতিরেকে ব্যর্থ অতিবাহিত করা উচিত নহে। পরমানন্দপ্রদ অবিমুক্তক্ষেত্র দর্শন করিতে পারিলে, কাল বা কলির ভয় কোথায় এবং অনেকবিধ কর্ম্মের ফলভোগই বা কোথায়? যাহারা গর্ভবাসনিবারিণী বরণা ও অসির সেবা না করে, তাহারাই বারম্বার গর্ভে বাস করিয়া থাকে। ১৩৩-১৩৫ বিনতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করত কহিলেন যে, আমিও মহাদেব কর্তৃক অর্চ্চিত কাশীপুরী দর্শন করিতে যাইব। অনন্তর পক্ষীন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মাতার সহিত ক্ষণমধ্যে মোক্ষনিক্ষেপভূমি বারাণসীতে গমন করিলেন। ১৩৬-১৩৭। এবং তথায় পক্ষীন্দ্র, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বিনতা খখোল্ক নামে আদিত্য-মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কাশীক্ষেত্রে শঙ্কর ও ভাস্কর উভয়েই তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গরুড় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হইতে ভগবান্ উমাপতি আবির্ভূত হইয়া, গরুড়কে বহুতর দুর্লভ বর প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাদেব কহিয়াছিলেন) হে খগেন্দ্র! তুমি আমার অতিশয় ভক্ত এজন্য তুমি জ্ঞান লাভ করিবে। দেবগণও যাহা জানিতে পারেন না, তুমি অনায়াসেই আমার সেই রহস্য অবগত হইবে। তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই গরুড়েশ্বর নামক শিবলিঙ্গকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিলে মানবগণ পরম জ্ঞান লাভ করিবে। হে পক্ষীন্দ্র! সম্প্রতি আর একটী তোমার হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই আমিই সেই বিষ্ণু, তাঁহাতে এবং আমাতে তোমার যেন কোনরূপ ভেদদৃষ্টি না হয়। হে পক্ষীন্দ্র! ইহাতে তুমি দৈত্যেন্দ্র-বলহারী সেই বিষ্ণুর বাহন হইয়া সকলের পূজনীয় হইবে। ভগবান্ শম্ভু স্বীয়

ভক্ত গরুড়কে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই লিঙ্গমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন এবং গরুড়ও বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন ও তাঁহার বাহন হইয়া জগতে পূজনীয় হইলেন। ১৩৮—১৪৬।

এদিকে কাশীবাসী জনসমূহের অনেকবিধ পাপক্ষয়কারী মহাদেবেরই মূর্ত্ত্যন্তর খখোল্ক নামক আদিত্য বিনতাকে কঠোর তপস্যা করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে শিবজ্ঞান-সমন্বিত ও পাপহারী বর প্রদান করিয়া "বিনতাদিত্য" নামে বিখ্যাত হইলেন। এইরূপে খখোল্কাদিত্য কাশীবাসীর বিঘ্নরাশি হরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাশীতে পৈশঙ্গিলতীর্থে (পিলি-পিলাতীর্থে) খখোল্কাদিত্য দর্শন করিলে মানব অভিলষিত বিষয় লাভ করে এবং ক্ষণমধ্যে রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। ১৪৭—১৫১।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—*—

অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য এবং যমাদিত্য-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ! হে সর্ব্বজ্ঞাঙ্গভব! হে প্রভো! আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ১। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, কশ্যপপত্নী এবং গরুড়ের জননী সেই সাধ্বী বিনতা, কি নিবন্ধন দাসীত্ব লাভ করিয়াছিলেন ? ২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামতে! সেই তপস্বিনী বিনতা, যে জন্য দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রু, শত পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এবং বিনতাও উলুক, অরুণ ও গরুড় এই তিনটী তনয় প্রসব করিয়াছিলেন। ৩-৪। হে মুনে! বিনতার সেই তিনটী তনয়ের মধ্যে কৌশিক (উলুক) পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার কোন গুণ নাই বলিয়া, সকলে মিলিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল এবং "এ ব্যক্তি ক্রূরাক্ষ, দিবান্ধ এবং বক্রনখ; এই জন্য সর্ব্বদা সকলের অতিশয় উদ্বেগজনক"। এইরূপে পক্ষিগণ তাহার নিন্দা করত অদ্যাপিও অন্য কাহাকে

ও রাজ্যপদে অভিষিক্ত না করিয়া, স্বেচ্ছাধীন বিচরণ করিতেছে। ৫-৭। তৎকালে কৌশিকের এতাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বিনতা, পুত্রদর্শনলালসায় মধ্যম অণ্ডটী ভঙ্গ করিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে যাহা প্রস্ফুটিত হইত; বিনতা ঔৎসুক্য-নিবন্ধন অষ্টশত বৎসরেই সেই অণ্ড বিদীর্ণ করিলেন। তখন অণ্ডস্থ শিশুর উরুর উপরিভাগস্থ সমস্ত অঙ্গমাত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ৮-১০। অণ্ড বিদীর্ণ হইবামাত্র অর্দ্ধনিষ্পন্নদেহ সেই শিশু তাহা হইতে নির্গত হইয়াই, ক্রোধে মুখশ্রী অরুণিত করিয়া মাতাকে শাপ প্রদান করিল যে, "হে জননি! আপনি সপত্নীতনয়গণকে তাহাদের মাতার ক্রোড়ে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, ঈর্ষাবশতঃ এই অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়াছেন, তাহাতেই আমার দেহের অবয়ব সমূহ পুষ্ট হইতে পারিল না; এই জন্য হে বিহঙ্গমে! আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, আপনি সেই সপত্নী পুত্রগণের দাসী হইয়া থাকিবেন"। ১১-১৩। বিনতা পুত্রের এই শাপ-বাক্য শ্রবণে ভয়ে কম্পিতা হইয়া কহিলেন যে, "হে বৎস অনূরো! কিসে তোমার জননীর শাপ বিমোচন হইবে; তাহা বল। ১৪।

অনূরু কহিলেন, হে মাতঃ! আমাকে যেমন অপুষ্টাবস্থায় অণ্ড হইতে বাহির করিয়াছেন, তদ্রূপ অপূর্ণাবস্থায় এই তৃতীয় অণ্ড বিদীর্ণ করিবেন না; তাহা হইলে ইহাতে যে সন্তান হইবে, সেই আপনার দাসীত্ব মোচন করিবে। এই বলিয়া অরুণ আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া, যে স্থানে বিশ্বেশ্বর পঙ্গুজনকেও শুভগতি প্রদান করিয়া থাকেন; সেই আনন্দকাননে গমন করিলেন। ১৫-১৬। হে মুনে! এই তোমাকে বিনতার দাসীত্বের কারণ বলিলাম; এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন অরুণাদিত্যের উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। উরুহীন বলিয়া তাঁহার নাম "অনূরু" এবং ক্রোধে মুখশ্রী অরুণবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম "অরুণ" হইয়াছিল, সেই বিনতানন্দন বারণসীতে তপস্যা করিয়া সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যও তাঁহারই নামে (অরুণাদিত্য নামে) বিখ্যাত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭—১৯॥

সূর্য্য কহিয়াছিলেন, হে বিনতানন্দন অনূরো! জগতের হিতের জন্য অন্ধকার-রাশি বিধ্বংস করত তুমি আমার রথে অবস্থান কর। আর বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের উত্তরদিকে তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মূর্ত্তির যাহারা আরাধনা করিবে; তাহাদের ভয় কোথায়? এই স্থানে অরুণাদিত্যনামে অবস্থিত আমাকে যে সমস্ত মানব অর্চ্চনা করিবে, তাহাদের কোনরূপ দুঃখ, দারিদ্র্য বা পাপ থাকিবে না এবং তাহারা কোন ব্যাধি বা উপসর্গের দ্বারা অভিভূত হইবে না। অরুণাদিত্যের সেবা করিলে

কেহই শোকাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইবে না। ২০-২৩। সূর্য্য এই সমস্ত বলিয়া অরুণকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্তও প্রাতঃকালে সূর্য্যের রথে অরুণ সমুদিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের সহিত অরুণকে নমস্কার করে, তাঁহার দুঃখভয় কোথায়? যে ব্যক্তি অরুণাদিত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, কোন কালেই তাহার কোনরূপ দুষ্কৃত সঞ্চিত হইবে না। ২৪—২৬।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এক্ষণে আমি বৃদ্ধাদিত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণকালেই মানব দুষ্কৃত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই বারাণসীক্ষেত্রে বৃদ্ধহারীত নামে এক মহাতপস্বী, তপস্যা সিদ্ধির জন্য বিশালাক্ষীদেবীর দক্ষিণদিকে সূর্য্যের শুভদ ও শুভলক্ষণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২৭-২৯। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আসিয়া বলিলেন যে, "হে তপস্বিন্! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি বর দান করিতেছি"। অনন্তর সেই তপস্বী কহিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি পুনরায় যুবা হই। আমি বৃদ্ধ, আমার তপস্যা করিবার সামর্থ্য নাই, পুনরায় তারুণ্য লাভ করিয়া কঠোর তপস্যা করিব। কারণ তপস্যাই পরমধর্ম্ম, তপস্যাই পরমধন, তপস্যাই পরমকাম এবং তপস্যাই পরমমুক্তি। তপস্যা ব্যতিরেকে কিছুতেই ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ লাভ হয় না। ধ্রুবপ্রভৃতি তপোবলেই মহৎপদ লাভ করিয়াছেন, অতএব আপনার বরে আমি যৌবন লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকের হিতকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। ৩০-৩৫। যাহা প্রাণিগণকে সকলের বিরক্তির পাত্র করিয়া থাকে, সেই জরাকে ধিক্। ইন্দ্রিয়নিচয় জরাক্রান্ত হইলে নিজ পত্নীও অধীনতা স্বীকার করে না। মৃত্যু হওয়াও ভাল, কিন্তু অতিশয় দুঃখপ্রদ জরা হওয়া উচিত নহে; কারণ মৃত্যুজনিত দুঃখ অল্পক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু জরাজন্য দুঃখ প্রতিক্ষণই ভোগ করিতে হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মানবগণ দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার জন্য দীর্ঘ আয়ুঃ, দান করিবার জন্য ধন, পুত্রের জন্য, কলত্র এবং মুক্তির জন্য সদ্বুদ্ধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৩৬-৩৮। বৃদ্ধের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ সূর্য্য, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বার্দ্ধক্য অপনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে সুন্দর যৌবন প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই বৃদ্ধহারীত বারাণসীক্ষেত্রে সূর্য্যের বর-প্রভাবে যৌবন লাভ করিয়া, কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৩৯-৪০। বৃদ্ধ

তপস্বী হারীত কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া সূর্য্যদেব তাঁহার বার্দ্ধক্য হরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য সূর্য্যের নাম "বৃদ্ধাদিত্য" হইয়াছে। ৪১। হে ঘটোদ্ভব! বারাণসীতে অনেক ব্যক্তি, জরা, দুর্গতি ও রোগহারী বৃদ্ধাদিত্যের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রবিবারে বারাণসীতে বৃদ্ধাদিত্যকে নমস্কার করিলে মানব অভীষ্ট-সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে এবং কদাপি তাহার দুর্গতি হয় না। ৪২-৪৩।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! অতঃপর কেশবাদিত্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর এবং কেশবকে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য যেরূপে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; তাহাও শ্রবণ কর। কোন সময়ে সূর্য্য আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান্ আদিকেশব ভক্তিভাবে মহাদেবের লিঙ্গ পূজা করিতেছেন। ৪৪-৪৫। তখন সূর্য্যদেব কৌতূহলবশতঃ আকাশমার্গ হইতে অবতরণ করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, নিঃশব্দ ও নিশ্চলভাবে হরির সম্মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন যে, হরি পূজা সাঙ্গ করিয়াছেন, তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ হরি, বহুমান পুরঃসর সূর্য্যকে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া নিজের নিকটে উপবেশন করাইলেন। ৪৬-৪৮। সূর্য্য উপবিষ্ট হইয়া অবসর দেখিয়া হরির অনুজ্ঞা লাভ করত, তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৯।

রবি কহিলেন, হে বিশ্বম্ভর! হে জগৎপতে! আপনিই সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা, আপনা হইতেই এই সমস্ত আবির্ভূত হইতেছে এবং আপনাতেই বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে জগন্নিধে! আপনিই এই সমস্ত জগতের একমাত্র পালক, সুতরাং আপনিই জগৎপূজ্য, আপনার আবার পূজনীয় কে আছেন? এই আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়া আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে নাথ! আপনি সংসারের তাপহারী হইয়াও এ কি পূজা করিতেছেন? ৫০-৫২। ভগবান্ হৃষীকেশ, সহস্রাংশুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হস্তসঙ্কেতের দ্বারা তাঁহাকে উচ্চস্বরে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করত বলিতে লাগিলেন। ৫৩।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন; যিনি নীলকণ্ঠ এবং উমাপতি, সর্ব্বপ্রকার কারণের কারণ-ভূত সেই দেবদেব মহাদেবই এস্থানে একমাত্র পূজনীয়। যে মূঢ়ব্যক্তি এইস্থানে ত্রিলোচন ব্যতিরিক্ত অন্য দেবের পূজা করে, সে ব্যক্তি লোচনশালী হইলেও তাহাকে লোচনবর্জ্জিত বলিয়া জানা উচিত। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ই পূজনীয়; তিনিই জীবগণের জন্ম, মৃত্যু ও জরা হরণ করিয়া থাকেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনা করিয়াই শ্বেতকেতু মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। ৫৪-৫৬। কালেরও কালস্বরূপ,

মহাকালকে আরাধনা করিয়াই ভৃঙ্গী কালকে জয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুও শিলাদ-তনয়কে মৃত্যুঞ্জয়ের ভক্ত বলিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি অবলীলাক্রমে একটীমাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন; সেই ভূতনাথের অর্চ্চনা করিলে জগতে কোন্ ব্যক্তি পূজ্যতম বলিয়া পরিগণিত না হন? ৫৭-৫৮। ত্রিভুবনবিজয়ী ও সমস্তের কারণ ত্রিনয়নের আরাধনাই পরম পুরুষার্থপ্রাপ্তির সাধন। হে সূর্য্য! সমস্তের সারভূত স্মরহরকে কে না আরাধনা করিয়া থাকে? যাঁহার অক্ষিপক্ষ্ম সঙ্কুচিত হইলে সমস্ত জগৎ সঙ্কুচিত হয় এবং যাঁহার অক্ষিপক্ষ্ম বিকস্বর হইলে সমস্ত জগৎ বিকসিত হয়; সেই ভগবান্ উমাপতি কাহার না পূজনীয়? মহাদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া মানব অবিলম্বে পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫৯-৬১। এইস্থানে শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া শতজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করা যায়। এইস্থানে শিবলিঙ্গ পূজা করিলে, পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়া যায়? হে সহস্ররশ্মে! আমি একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজা করিয়াই ত্রিভুনের ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি; ইহা তোমাকে বারবার সত্য বলিতেছি। ৬২-৬৪। মহাদেবের লিঙ্গপূজাই পরমযোগ, পরমতপস্যা এবং পরমজ্ঞান। যে সমস্ত ব্যক্তি এইস্থানে একবারও মহাদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়াছে, দুঃখভাজন সংসারে তাহাদের আর দুঃখভয় কোথায়? ৬৫-৬৬। হে দিবাকর! যাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শিবলিঙ্গের শরণাগত হয়, পাপসমূহ তাহাদিগকে আর পীড়া প্রদান করিতে পারে না। হে ভাস্কর! মহেশ্বর যাহাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদেরই শিবলিঙ্গ পূজায় মতি হইয়া থাকে। ৬৭-৬৮। শিবলিঙ্গের আরাধনা ভিন্ন ত্রিভুবনে অপর কোন পুণ্য নাই। শিবলিঙ্গের স্নানজল মস্তকে ধারণ করিলে, সমস্ত তীর্থে অভিষেক করা হয়। অতএব হে অর্ক! তুমিও পরমতেজোময় সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য মহেশ্বরের লিঙ্গ পূজা কর। ৬৯-৭০। সূর্য্য, বিষ্ণুর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্ফটিকময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত তদবধি আজ পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। সেই সময়ে সূর্য্য, আদিকেশবকে গুরু করিয়া, অদ্যাপিও তাঁহার উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। ৭১-৭২। এই নিমিত্ত ভক্তগণের অজ্ঞানাপহারী সেই সূর্য্য কাশীতে "কেশবাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ভক্তজনকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া, তাঁহাদের মনোভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৭৩। বারাণসীতে কেশবা-দিত্যের আরাধনা করিয়া মানব উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; যে জ্ঞানে

সে নির্ব্বাণপদভাগী হয়। কাশীতে পাদোদক-তীর্থে স্নান প্রভৃতি সমস্ত উদকক্রিয়া করিয়া কেশবাদিত্যকে দর্শন করিলে জন্মাবধি সঞ্চিত পাপসমূহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। ৭৪-৭৫। হে অগস্ত্য! রবিবারে রথসপ্তমী (অচলাসপ্তমী) হইলে, ঐদিনে উষাকালে মৌন হইয়া আদিকেশবের নিকট পাদোদক-তীর্থে স্নান করিয়া কেশবাদিত্য পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৭৬-৭৭। "সপ্ত জন্মে জন্মাবধি আমি যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, মাকরীসপ্তমী আমার সেই সমস্ত পাপ, রোগ এবং শোক অপনয়ন করুন। এই জন্মে যে পাপ করিয়াছি, জন্মান্তরে যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে সমস্ত পাপ আমার আছে, হে সপ্ত-সপ্তিকে মাকরিসপ্তমী স্নাননিবন্ধন আমার এই সপ্তব্যাধিযুক্ত সপ্তবিধ পাপ অপনয়ন করুন"। এই তিনটী মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মানব পাদোদক-তীর্থে স্নান করিয়া কেশবা-দিত্যকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ৭৮-৮১। মানব শ্রদ্ধা-সহকারে কেশবাদিত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে কখন পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং শিবভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৮২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! অতঃপর বারাণসীতে হরিকেশবনে অবস্থিত বিমলাদিত্যের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। পুরাকালে পর্ব্বতপ্রদেশে বিমল-নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তিনি সৎপথাবলম্বী হইলেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া, দারা, গৃহ, বন্ধু প্রভৃতি পরিত্যাগ করত বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। ৮৩-৮৫। তিনি নিয়ত, করবীর, জপা, বন্ধুক, কিংশুক, রক্তোৎপল, অশোক প্রভৃতি শুভ পুষ্পনিচয়, পাটলা এবং চম্পক পুষ্পের বিচিত্র মাল্যসমূহ, কুঙ্কুম, অগুরু ও কর্পূর মিশ্রিত রক্তচন্দন, যাহাদের গন্ধে আকাশতল ব্যাপ্ত হইয়াছিল; এতাদৃশ দেববিমোহন ধূপনিচয়, কর্পূরদীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, ঘৃত, পায়স, বিধি-অনুসারে অর্ঘ্যদান ও সূর্য্যের স্তোত্র পাঠ প্রভৃতির দ্বারায় সূর্য্যের আরাধনা করিতেন। তাঁহার এতাদৃশ আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য তাঁহাকে বরপ্রদান করিতে আসিলেন এবং কহিলেন যে, হে অমলচেষ্টিত বিমল! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাহা বল এবং তোমার এই কুষ্ঠরোগ অপগত হউক; তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। সূর্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-দেহ বিমল ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া, ধীরে ধীরে সূর্য্যকে বলিতে লাগিলেন যে, হে জগচ্চক্ষুঃ! হে অমেয়াত্মন্! হে মহাধ্বান্ত-বিধুনন! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে বর প্রদান করিতে

ইচ্ছা করিয়া থাকেন ; তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, যাহারা আপনার ভক্ত, তাহাদের কুলে যেন কুষ্ঠ বা অন্য কোন রোগ না হয় এবং আপনার ভক্তগণ যেন দরিদ্র কিম্বা সন্তাপযুক্ত না হয়। ৮৬-৯৪।

সূর্য্য কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। আমি তোমাকে আরও একটী বরপ্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। হে মহামতে! তুমি কাশীক্ষেত্রে এই যে মূর্ত্তির পূজা করিয়াছ, আমি কোন কালেই এই মূর্ত্তির সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিব না এবং এই মূর্ত্তি তোমারই নামে জগতে "বিমলাদিত্য" নামে বিখ্যাত হইবে এবং সর্ব্বদা ভক্তগণের অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিবিনাশিনী ও সর্ব্ববিধ পাপক্ষয়কারিণী হইবে। ৯৫-৯৭। সূর্য্য এইরূপ বর প্রদান করিয়া, সেই মূর্ত্তিমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন এবং বিমলও নির্ম্মল-দেহ হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। এইরূপে বারাণসীতে শুভপ্রদ বিমলাদিত্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিমলাদিত্যের দর্শনমাত্রেই কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি এই বিমলাদিত্যের উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে নিষ্পাপ হইয়া বিশুদ্ধিতা লাভ করে এবং তাহার মনোমলসমূহ বিদূরিত হয়। ৯৮-১০০।

স্কন্দ কহিলেন, সেই কাশীক্ষেত্রে গঙ্গাদিত্যনামে আরও একটী আদিত্য-মূর্ত্তি বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত আছেন ; তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মানব শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। গঙ্গাদেবী যখন ভগীরথকে অগ্রে করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গাকে স্তব করিবার জন্য সূর্য্য সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও তিনি গঙ্গাভক্তগণের বরপ্রদাতা হইয়া, গঙ্গাকে সম্মুখে করিয়া দিবানিশি সেই স্থানে থাকিয়া গঙ্গার স্তব করিতেছেন। বারাণসীতে গঙ্গাদিত্যের আরাধনা করিলে মানব কখন দুর্গতি বা রোগ ভোগ করে না। ১০১-১০৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ! যাহা শ্রবণ করিলে কখন যমলোক দর্শন করিতে হয় না ; যমাদিত্যের সেই উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। হে মুনে! যমেশ্বরের পশ্চিম এবং বীরেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত যমাদিত্যকে দর্শন করিলে মানব কখন যমলোক দর্শন করে না। ১০৫-১০৬। চতুর্দ্দশীযুক্ত মঙ্গলবারে যমতীর্থে স্নান করিয়া যমেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব সত্বরই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১০৭। পুরাকালে ধর্ম্মরাজ যম, যম-তীর্থে স্নান করিয়া বহুতর তপস্যা করত ভক্তগণের সিদ্ধিপ্রদ "যমেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ এবং যমাদিত্য নামে আদিত্য-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হে কুম্ভজ! যম কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়ার জন্য সেই

আদিত্য "যমাদিত্য" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ভক্তগণের যম-যন্ত্রণা হরণ করিয়া থাকেন। যম-তীর্থে স্নান করিয়া, যমকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যমেশ্বর ও যমাদিত্য দর্শন করিলে, যমলোক দর্শন করিতে হয় না। ১০৮-১১০। ভরণীনক্ষত্র ও চতুর্দ্দশীযুক্ত মঙ্গলবাসরে যমতীর্থে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের নিকট অনৃণী হওয়া যায়। মঙ্গলবার ভরণীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশী যোগ হইলে নরকস্থ পিতৃগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, "কাশীতে আমাদের কুলোৎপন্ন কোন মহামতি কি যম-তীর্থে স্নান করিয়া, আমাদের উদ্ধারের জন্য তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে? এই যোগকালীন কাশীক্ষেত্রে যম-তীর্থে যদি আমরা শ্রাদ্ধভাগী হই, তবে গয়াগমন এবং ভূরি দক্ষিণ শ্রাদ্ধেই বা প্রয়োজন কি"? ১১১-১১৪। যম-তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া যমেশ্বরকে দর্শন এবং যমাদিত্যকে নমস্কার করিলে, পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১১৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই তোমাকে পাপনাশন দ্বাদশ আদিত্যের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; এই সমস্ত শ্রবণ করিলে মানব কখন নিরয়গামী হয় না। হে মুনে! কাশীক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকার্ক প্রভৃতি আরও অনেক আদিত্য আছেন। ১১৬-১১৭। দ্বাদশাদিত্যসূচক এই অধ্যায়নিচয় শ্রবণ করিলে বা অন্যকে শ্রবণ করাইলে মানব কখন দুর্গতিগ্রস্ত হয় না। ১১৮।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—*—

দশাশ্বমেধ-বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! সূর্য্যদেব ত্রিলোকমোহিনী কাশীতে গমন করিলে পরে, মন্দর পর্ব্বতস্থিত ভগবান্ মহেশ্বর পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যোগিনীগণও অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সূর্য্যকে পাঠাইলাম, তিনিও আজ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলেন না; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার পক্ষেও কাশীতে গমন দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। কাশী, আমার চিত্তকেও চঞ্চল করিয়াছে অন্যান্য দেবগণের চিত্ত তাঁহার জন্য চঞ্চল হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ১-৩। আমি

ত্রিভুবনবিজয়ী কন্দর্পকে নেত্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়াছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কাশীবাসনা আমাকেও নিরন্তর তাপিত করিতেছে। কাশীর সংবাদ জানিবার জন্য কাহাকেই বা এস্থান হইতে প্রেরণ করি; চতুরাননের ন্যায় আর কেই বা কাশীর তত্ত্ব জানিতে নিপুণ হইবে? ৪-৫। মহাদেব এই চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মাকে আহ্বান করত বহুমান পুরঃসর তাঁহাকে নিজ সমীপে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "হে কমলসম্ভব! বহুদিন হইতে যোগিনীগণকে এবং তৎপরে ভাস্করকেও প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাঁহারা কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন না; অথচ হে লোকেশ! চঞ্চলনয়না নারী যেমন প্রাকৃত জনের চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই কাশীও আমার চিত্তকে ব্যাকুলিত করিতেছে। ৬-৮। স্বল্প ও অস্বচ্ছ জলশালী ক্ষুদ্র সরোবরে নক্র যেমন প্রীতি লাভ করে না, তদ্রূপ সুন্দর কন্দরশালী মন্দর পর্ব্বতেও আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। কাশীবিরহ-জনিত সন্তাপ আমাকে যেরূপ ব্যথা প্রদান করিতেছে; পূর্ব্বে হলাহল ভক্ষণ করিয়াও আমি তাদৃশ সন্তাপ উপভোগ করি নাই। অহো! শীতরশ্মি চন্দ্রমা আমার মস্তকে অবস্থিত হইয়াও স্বীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণের দ্বারা আমার কাশী-বিরহজনিত সন্তাপকে শীতল করিতে পারেন নাই। ৯-১১। হে বিধে! হে আর্য্য-ধুর্য্য! হে মহামতে! তুমি সত্বর এস্থান হইতে কাশীতে গমন কর এবং আমার হিতের জন্য যত্ন কর। ১২। হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার কাশীত্যাগের হেতু অবগত আছ। মূঢ় ব্যক্তিও কাশী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। যাহারা কাশীর মহিমা অবগত আছে, তাহাদের ত কথাই নাই। হে ব্রহ্মন্! আমি নিজ মায়াবলে আজই কাশীতে কেন গমন করি না? কিন্তু স্বধর্ম্মস্থ দিবোদাসকে আমি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না। ১৩-১৪। হে বিধে! যখন সমস্ত কার্য্যেরই তুমি বিধান কর্ত্তা, তখন "এই এই প্রকার করিতে হইবে" ইহা তোমাকে বলা নিরর্থকমাত্র। তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর, তোমার কাশীযাত্রা শুভ ফল প্রসব করুক"। মহাদেবের এই আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া, ব্রহ্মা আনন্দে বারাণসীতে গমন করিলেন। ১৫-১৬। ব্রহ্মা সত্বর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া, আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, আজ কাশীতে আসিয়া আমার হংসযানের ফল লাভ হইল; কারণ কাশী আসিতে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৭-১৮। "দৃশি" ধাত্বর্থ, আমার নেত্র প্রাপ্ত হইয়া অদ্য সার্থকতা লাভ করিল, যে হেতুক স্বয়ং সুরতরঙ্গিণী স্বীয় পবিত্র সলিলের দ্বারা নিরন্তর যাঁহাকে সেচন করিয়া থাকেন এবং যথায় বৃক্ষরাশি হইতে জীবগণ পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দময় সেই

আনন্দবাটিকা, স্পষ্টই আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইতেছে। ১৯-২০। অন্য স্থানে সঞ্জাত ফলনিচয়ও কাশীতে প্রবেশমাত্রেই আনন্দময় হইয়া থাকে। কাশী সর্ব্বদাই আনন্দভূমি এবং কাশীতে মহেশ্বর সর্ব্বদাই আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন; এই নিবন্ধনই কাশীতে জীবগণ আনন্দরূপ হইয়া থাকে। যে চরণ বিশ্বনাথের নগরীতে বিচরণ করে; কৃতি ব্যক্তির সেই চরণই জগতে বিচরণ করিতে জানে। যে কর্ণ একবারও কাশীর নাম শ্রবণ করিয়াছে, শ্রুতিমান্ ব্যক্তির সেই বহুশ্রুত কর্ণই এ জগতে শ্রবণ করিতে জানে। যে মন সমস্ত প্রমাণভূমি কাশীর চিন্তা করে; এ জগতে মনস্বিগণের সেই মনই সমস্ত মনন করিয়া থাকে। ধূর্জ্জটীর এই পরমধাম, যে বুদ্ধির বিষয় হইয়াছে; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই বুদ্ধিই এ জগতে সমস্ত বিষয় নিশ্চয় করিয়া থাকে। ২১-২৫। বায়ুকর্তৃক আনীত হইয়া, কাশীক্ষেত্রে নিপতিত তৃণ এবং ধান্যও ভাল, কিন্তু কাশীদর্শনহীন মানবগণও কিছুই নহে। আমার পরার্দ্ধদ্বয় পরিমিত আয়ু আজ সফলতা লাভ করিল; যে আয়ুর সত্বা নিবন্ধন আজ আমি দুষ্প্রাপ্য কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৬-২৭। অহো! আমার কি ধর্ম্মসম্পত্তি! অহো! আমার কি ভাগ্যগৌরব, যাহার বলে আজ আমি সুচির-চিন্তিত কাশীকে দর্শন করিলাম। আজ আমার তপোবৃক্ষ, শিবভক্তি-বারি সিক্ত হইয়া, বৃহত্তর মনোরথ ফল প্রসব করিল। আমি অনেক প্রকার সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু এই কাশীর সৃষ্টি অন্যবিধ, ইহা স্বয়ং মহাদেব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৮-৩০। ব্রহ্মা, বারাণসীপুরীদর্শনে এইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দিবোদাস নৃপতির নিকট গমন করিলেন এবং জলার্দ্র অক্ষতযুক্ত হস্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর দিবোদাস, ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলে, তিনি তদুপরি উপবেশন করিলেন। ৩১-৩২। এইরূপে দিবোদাস নৃপতি কর্তৃক অভ্যুত্থান ও আসনাদির দ্বারা সম্মানিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া, ব্রাহ্মণবেশধারী ব্রহ্মা, স্বীয় আগমনের কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভূপাল! আমি বহুকাল অবধি তোমার এই রাজ্যে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে জান না কিন্তু হে শত্রুবিজয়িন্! আমি তোমাকে সবিশেষ অবগত আছি। আমি অসংখ্য ভূপালগণকে দর্শন করিয়াছি; যাঁহারা বহুতর সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছেন, বহুতর দক্ষিণা সহকারে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, বিজিতষড়্‌বর্গ, সুশীল, সত্বশালী, বিদ্যাপারদর্শী, রাজনীতিবিচক্ষণ, দয়া-দাক্ষিণ্যনিপুণ, সত্য-ব্রতপরায়ণ, ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে জিতসাগর, জিতক্রোধবেগ, শূর, সৌম্য ও সৌন্দর্য্যের আকর। হে

রাজর্ষে! এবম্বিধ গুণশালী ও যশোধন নৃপতিগণমধ্যে দুই তিন ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত তোমার ন্যায় সদ্‌গুণশালী নৃপতি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ৩৪-৩৯। হে নৃপতে! তুমি যেমন প্রজা সমূহকে নিজ কুটুম্বরূপে জ্ঞান করিয়া থাক, ব্রাহ্মণ-গণকে দেবতা বলিয়া সম্মান কর এবং তুমি যেমন মহাতপঃসহায়; তদ্রূপ অন্য কোন নৃপতিই নহেন। তুমি ধন্য, মান্য এবং সদ্‌গুণ সমূহের দ্বারা সাধুগণের পূজনীয়, হে দিবোদাস! দেবগণও তোমার ভয়ে বিমার্গগামী হন না। ৪০-৪১। হে নৃপ! আমরা স্পৃহাহীন ব্রাহ্মণ, তোমাকে স্তব করায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু তোমার গুণ সমূহ আমাদিগকে স্বতঃই স্তব করাইতেছে। যাহা হউক্ এই সমস্ত প্রসঙ্গ এখন থাকুক, সম্প্রতি আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি, তাহারই প্রস্তাব করিতেছি। হে রাজন্! আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহাতে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। ৪২-৪৩। হে রাজন্! এই পৃথিবী তোমার স্থিতিতেই রাজন্বতী হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিতে পূর্ণ রহিয়াছে। হে মহারাজ! আমিও তোমার রাজ্যে ন্যায়সাহায্যে মহাধন অর্জ্জন করত বিলক্ষণ সুখে কালাতিপাত করিতেছি। ৪৪। হে নৃপ! তোমার এই রাজধানী বারাণসী, এই কর্ম্মভূমির মধ্যে সকল পুরী হইতে শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! কারণ তোমার এই রাজধানীতে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, প্রলয়কালেও তজ্জন্য অদৃষ্টের ক্ষয় হয় না। ৪৫। সুনীতিস্বরূপ সন্মার্গগামী জনগণ এই কাশীতে ন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত স্বীয় ধন সৎপাত্রে পরিত্যাগ করিবে, কারণ এই প্রকার না করিলে অন্তে কখনও শুভ ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৪৬। হে ভূপতে! ত্বদীয় রাজধানী এই কাশী-পুরীর প্রকৃষ্টরূপ মাহাত্ম্য সর্ব্বজ্ঞান প্রদাতা মহেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই অবগত নহেন। ৪৭। হে মহারাজ! আমি বিবেচনা করিতেছি এসংসারে তুমিই যথার্থ ধন্যতর, কারণ তুমি নিজ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনন্ত সুকৃতের প্রভাবে ইহজন্মে বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মুর্ত্তির ন্যায় এই কাশীনগরীকে প্রতিপালন করিতেছ। ৪৮। এই কাশী ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ইহা বেদত্রয়ের সারস্বরূপে গণনীয়া। হে রাজন্! মহর্ষিগণ ইহাও নিশ্চয় করিয়াছেন যে, এই কাশী ত্রিবর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট-মোক্ষরূপ সারপদার্থদায়িনী সুতরাং সংসারে ইহার ন্যায় আর কোন স্থানই নাই। ৪৯। হে রাজন্! বিশ্বেশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহেই তুমি এই কাশীপুরীকে প্রতিপালন করি-তেছ, কারণ এই কাশীতে একজন ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করিতে পারিলে ত্রিলোক রক্ষা করার ফল লাভ করিতে পারা যায়। ৫০। হে অনঘ! আমি তোমাকে অন্য একটী হিতকর বাক্য বলিতেছি, যদি তোমার ইহা রুচিকর হয় তবে তাহার

সেবা করিলে যে সুখ লাভ হইয়া থাকে, সত্যলোকে বা বিষ্ণুলোকেও সে সুখ কোথায় ? হে মুনে ! ব্রহ্মা, বারাণসীর এই সমস্ত গুণরাশির বিষয় বিবেচনা করিয়া, মন্দর পর্ব্বতে প্রতিগমন করিলেন না। ৮০—৮২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন! কাশীক্ষেত্রস্থ সর্ব্বতীর্থশিরোমণিভূত দশাশ্বমেধের মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতেছি। ৮৩। তীর্থশ্রেষ্ঠ দশাশ্বমেধে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, সন্ধ্যোপাসনা, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সমস্ত সৎকর্ম্ম করা যায়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৮৪-৮৫। দশাশ্বমেধে স্নান করত দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আজন্মকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। ৮৬-৮৭। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে রুদ্রসরোবরে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মদ্বয়-কৃতপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ ঐ পক্ষের দশমী তিথি পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যথাক্রমে তথায় স্নান করে, সে তিথিসংখ্যাপরিমিত জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। ৮৮-৮৯। দশজন্মার্জ্জিত পাপসংহারিণী দশহরা তিথিতে যে ব্যক্তি দশাশ্বমেধ-তীর্থে স্নান করে, তাহাকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে, দশজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৯০-৯১। যে ব্যক্তি দশহরা দিনে, দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দশাশ্বমেধেশ্বরের পূজা করে, তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ ব্যাপিয়া যে ব্যক্তি প্রতিদিন রুদ্রসরোবরের বার্ষিক যাত্রা করে, সে কখন বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হয় না। ৯২-৯৩। দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের অন্তে অবভৃথ স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত দশহরেশ্বরকে নমস্কার করিলে মানব কখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না। ৯৪-৯৫। কাশীতে যে স্থানকে অন্তর্গৃহের দক্ষিণদ্বার কহা যায়, সেই স্থানে অবস্থিত ব্রহ্মেশ্বরকে দর্শন করিলে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৯৬। এইরূপে মহাবুদ্ধি ব্রহ্মা, বিশ্বেশ্বরের আগমন পর্য্যন্ত কাশীতে ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিবোদাস নৃপতিও, কৃতযজ্ঞ ও বৃদ্ধব্রাহ্মণ-বেশধারী ব্রহ্মার জন্য একটী ব্রহ্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ব্রহ্মা সেই স্থানে বেদধ্বনিতে গগণতল নিনাদিত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯৭-৯৯। হে দ্বিজ! তোমার নিকট আমি এই মহাপাপ বিনাশন দশাশ্বমেধ-তীর্থের মহত্তর মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। মানব শ্রদ্ধা সহকারে

এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। ১০০—১০১।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বারাণসী-বর্ণন ও কাশীতে গণ প্রেরণ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনি ব্রহ্মার এই যে উপাখ্যান কহিলেন; ইহা অতি অপূর্ব্ব। ব্রহ্মা কাশীতে অবস্থান করিলে, পরে মহাদেব পুনরায় কি করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! শ্রবণ কর; ব্রহ্মা কাশীতে অবস্থিতি করিলে, পরে মহাদেব অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সেই কাশীপুরী যেমন সাধারণের চিত্তকে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাদৃশ অন্য কোন স্থান প্রায়শঃ আমার নেত্রগোচর হয় নাই। যে ব্যক্তি তথায় গমন করে, সেই সেই-স্থানে অবস্থিত হইয়া যায়। যোগিনীগণ কাশীতে গমন করিয়া আর আমার সহিত মিলিত হইলেন না। সহস্রকরও, কাশীতে গমন করিয়া অকিঞ্চিৎকরতা লাভ করিলেন। বিধি, বিধানদক্ষ হইয়াও আমার কার্য্যবিধানক্ষম হইলেন না। মহেশ্বর এইরূপ চিন্তা করিয়া, গণসমূহকে কাশীতে প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করত কহিলেন যে, "তোমরা শীঘ্র বারাণসীপুরীতে গমন কর। তথায় যাইয়া যোগিনীগণ কি করিতেছেন, সূর্য্য কি করিতেছেন এবং বিধিই বা কি করিতেছেন; তাহা অবগত হও"। ২-৭। মহেশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়া, নামোচ্চারণ করত গণ-সমূহকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। (মহাদেব কহিলেন) হে শঙ্কুকর্ণ! হে মহাকাল! হে ঘণ্টাকর্ণ! হে মহোদর! হে সোম! হে নন্দিন্! হে নন্দিষেণ! হে কাল! হে পিঙ্গল! হে কুক্কুট! হে কুণ্ডোদর! হে ময়ূরাক্ষ! হে বাণ! হে গোকর্ণ! হে তারক! হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দ্রুমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপর্দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক!

হে লাঙ্গলিন্! হে বিরাধ! হে সুমুখ! হে আষাঢ়! স্কন্দ ও হেরম্ব যেমন আমার সন্তান, তোমরাও আমার তদ্রূপ। আমার নিকট যেমন নৈগমেয়, শাখ ও বিশাখ এবং নন্দী ও ভৃঙ্গী, তোমরাও সকল তদ্রূপই। তোমরা সকলে বিদ্যমান থাকিতেও আমি কাশীর, দিবোদাস নৃপতির, যোগিনীগণের, সূর্য্যের বা বিধির কোন সংবাদই জানিতে পারিতেছি না, অতএব তোমাদের মধ্যে কালেরও ভীতিপ্রদ শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল এই দুই জন বারাণসীর সংবাদ জানিবার জন্য গমন কর এবং সত্বর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিও। ৮-১৫। মহেশ্বরের এই আজ্ঞা স্বীকার করিয়া, শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল বারাণসীতে গমন করিলেন এবং এই জগতে বিচক্ষণ ব্যক্তিও যেমন ঐন্দ্রজালিক মায়া দর্শনে ক্ষণমধ্যে মোহিত হন, তদ্রূপ তাঁহারাও কাশীদর্শন করিয়া মহাদেবের বাক্য বিস্মৃত হইয়া ক্ষণমধ্যে মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং "অহো! মোহের কি মাহাত্ম্য! অহো! ভাগ্যের কি বিপর্য্যয়! যাহাতে নির্ব্বাণরাশি কাশীকে প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ অন্যত্র গমন করিয়া থাকে। মহাশীর্ব্বাদ-ভূমি কাশীকে লাভ করিয়া যাহারা তাহা পরিত্যাগ করে, মুক্তি তাহাদের করতলগত হইয়াও ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে উষ্ণ জলের দ্বারা স্নান ও সমস্ত অবভৃথ-স্নান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, কে সেই কাশীকে পরিত্যাগ করে? যে স্থানে শিবলিঙ্গের মস্তকে একটী পুষ্পদানে দশটী সুবর্ণ-পুষ্পদানের পুণ্য হইয়া থাকে, কে সেই কাশীকে পরিত্যাগ করে? যে স্থানে শিবলিঙ্গের সম্মুখে একবার মাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তাহার নিকট ঐন্দ্র-পদ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ১৬-২২। যে স্থানে একটীমাত্র ব্রাহ্মণকে ইচ্ছাধীন ভোজন করাইলে, বাজপেয়-যজ্ঞ হইতেও অধিক পুণ্য লাভ হয়, সেই কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে? যে স্থানে বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকে একটী মাত্র গো-দান করিলে অযুত গো-দানের পুণ্য লাভ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই কাশীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? যে স্থানে একটী মাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে?"। ২৩-২৫। মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দুই জনে দুইটী পুণ্যদ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, অদ্যাপিও তাঁহারা কাশী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শঙ্কুকর্ণ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শঙ্কুকর্ণ" নামক লিঙ্গকে দর্শন করিলে আর কখনই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। বিশ্বেশ্বরের নৈঋর্তদিকে অবস্থিত শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবকে আর এই ঘোর সংসার-সাগরে প্রবেশ করিতে হয় না। ২৬-২৮। এবং যে ব্যক্তি মহাকাল নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

"মহাকালেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গের পূজা, প্রণতি ও স্তুতি করে, তাহার আর কালভয় কোথায়? ২৯।

স্কন্দ কহিলেন, শঙ্কুকর্ণ ও মহাকালের কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বহুতর বিলম্ব হইলে, সর্ব্বজ্ঞনাথ মহেশ্বর তাহাদের অবস্থা জানিতে পারিয়া অপর দুইজন গণকে কাশীতে প্রেরণ করিবার জন্য কহিলেন যে, "হে মহামতে ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর! তোমরা এ দিকে আইস এবং কাশীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সত্বর তথায় গমন কর"। ৩০-৩১। হে অগস্ত্য! মহেশ্বরের এই আদেশে সেই গণদ্বয়ও কাশীতে যাইয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহারা কাশী ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন নাই। ঘণ্টাকর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ তথায় বিধিপূর্ব্বক "ঘণ্টাকর্ণেশ্বর" নামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও সেই লিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্য একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করত লিঙ্গের ধ্যাননিরত হইয়া, কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩২-৩৪। মহোদর নামক গণও তাহার পূর্ব্বদিকে "মহোদরেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া অদ্যাপি সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। হে কুম্ভজ! বারাণসীতে মহোদরেশ্বরকে দর্শন করিলে আর কোনকালে জননীর উদরগুহায় প্রবেশ করিতে হয় না। ৩৫-৩৬। ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব যে স্থানেই মৃত হউক না কেন, তাহার কাশীমৃত্যুর ফল লাভ হইয়া থাকে। ঘণ্টাকর্ণ-তীর্থে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে দুর্গতিগ্রস্ত পূর্ব্বপুরুষগণকেও উদ্ধার করিতে পারা যায়। ৩৭-৩৮। অদ্যাপিও যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইতে পারে, সে বিশ্বেশ্বরের মহাপূজার ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকে। পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, "আমাদের বংশে কি এমত কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবে, যে ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদের বিমল জলে আমাদের তিলোদক প্রদান করিবে"। হে ঘটোদ্ভব! যাঁহারা ঘণ্টাকর্ণ-তীর্থে পিতৃগণকে তর্পিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশোৎপন্ন বহুতর মুনিগণ কাশীতে ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে উদকক্রিয়া করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৩৯-৪১।

স্কন্দ কহিলেন, ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর নামক গণদ্বয় কাশীতে গমন করিয়া আর প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া, স্মরহর অতিশয় বিস্মিত হইয়া, বারম্বার মস্তক আন্দোলন করত পুনঃ পুনঃ অল্প হাস্য পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, হে কাশি! তুমি মহামোহনবিদ্যা ইহা আমি জানি। ৪২-৪৩। পুরাবিদ্‌গণ তোমাকে মহামোহহারিণী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তুমি যে মহামোহন-

তুমি ইহা তাঁহারা জানেন না। আমি যাহাকে প্রেরণ করিব, হে কাশি! তুমি মোহনৌষধিরূপে তাহাকেই মোহিত করিবে, ইহা আমি সম্যক্‌রূপে অবগত আছি; তথাপি আমার যাবদায় পরিজন আছে, আমি তাহাদের সকলকেই প্রেরণ করিব। এ জগতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বীয় সাধ্যায়ত্ত কর্ম্মে কখন উদ্যমহীন হন না। বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন কার্য্যেই উদ্যমহীন হওয়া উচিত নহে; বিধাতা প্রতিকূল থাকিলেও সতত উদ্যম নিবন্ধন অনুকূল হইয়া থাকেন। গমনে কৃতোদ্যম চন্দ্র এবং সূর্য্য, রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও গগনাঙ্গনে অদ্যাপি স্ব স্ব গতি পরিত্যাগ করেন না। ৪৪-৪৮। বিধাতা, প্রতিকূলতা নিবন্ধন একদিকে বারম্বার কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া থাকেন, কিন্তু অতিশয় উদ্যমে তিনিই আবার অনুকূল হইয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকেন। ৪৯। দৈব, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই দৈবকে নিরাকরণ করিবার জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির স্বয়ং যত্ন করা উচিত। পাত্রনিহিত ভোজ্য কখন দৈববলে স্বয়ং মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না; হস্ত ও মুখের উদ্যমাধীনই তাহা জঠরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৫০-৫১। "উদ্যম, দৈবকেও জয় করে"। মহেশ্বর, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল ও কুক্কুট নামক আরও পাঁচজন মহাবেগশালী গণকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। কাশীতে মৃত জীবগণ যেমন সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সেই পাঁচজন গণও অদ্যাপি কাশী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা মহাদেবের সন্তোষের কামনায় নিজ নিজ নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিশ্ব-নির্ম্মাণ-ভূমি কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন। ৫২-৫৪। মানব ভক্তিসহকারে আনন্দবনে সোমনন্দীশ্বরকে দর্শন করিলে সোমলোকে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। তাহারই উত্তরভাগে অবস্থিত নন্দিষেণেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব আনন্দসেনা প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষণকাল-মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে। ৫৫-৫৬। গঙ্গার পশ্চিমোত্তর-ভাগে অবস্থিত "কালেশ্বর" নামক মহালিঙ্গকে প্রণাম করিলে কখনও কালপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। কালেশ্বরের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিলে পিঙ্গলেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়; তাহাতে সাধক তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকে। ৫৭-৫৮। যাহারা কুক্কুটাণ্ডাকৃতি কুক্কুটেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হয়, তাহাদিগকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। ৫৯।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! সোমনন্দী প্রভৃতি পাঁচটী গণই আনন্দকানন প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিত হইলে মহেশ্বর বলিতে লাগিলেন যে, "সম্যক্‌প্রকারে বিবেচনা করিয়া, দেখা যাইতেছে যে, এইরূপে আমারই কার্য্য সিদ্ধি হইতেছে,

এই উদ্দেশে আমার পরিজন সমূহ যাইয়া কাশীতে অবস্থান করুক। ৬৭-৬১। মায়া ও বীর্য্যপ্রধান প্রমথগণ, বারাণসীতে প্রবিষ্ট হইলে আমারই তথায় প্রবেশ করা হইল, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যে আমার আত্মীয় আছে, আমি ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলকেই তথায় প্রেরণ করিব; সকলে তথায় গমন করিলে পরে আমিও যাইব"। ৬২-৬৩। দেবদেব মহেশ্বর, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুণ্ডোদর, ময়ূর, বাণ এবং গোকর্ণনামে আরও চারিটী গণকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মায়াবল আশ্রয় করিয়া, যথাকালে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করত বহুতর উপায়ের দ্বারা নরপতি দিবোদাসের ভ্রান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। অবশেষে সর্ব্বথা তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইয়া, কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং "সহস্র অপরাধ সত্বেও কোন্ কর্ম্ম করিলে ভগবান্ মহেশ্বর পরিতুষ্ট হন" ইহা চিন্তা করিয়া শিবলিঙ্গেরই আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৬৪-৬৭। এবং ভাবিলেন যে, এই কাশীক্ষেত্রে বিধিপূর্ব্বক একমাত্র শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে, ভগবান্ ত্রিনয়ন শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। একবারমাত্র বিধিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা করিলে মহেশ্বর যেমন পরিতুষ্ট হন, বহুতর যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতের দ্বারা তাঁহাকে তাদৃশ পরিতুষ্ট করিতে পারা যায় না। যিনি লিঙ্গার্চ্চনের বিধিসমূহ অবগত আছেন এবং সর্ব্বদা লিঙ্গার্চ্চনে রত থাকেন, সেই মানব দ্বিনয়ন হইলেও তাঁহাকে সাক্ষাৎ ত্রিনয়ন বলিয়া জানা উচিত। ৬৮-৭০। মানবগণ একবারমাত্র শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, শত শত গো-দান বা সুবর্ণদানেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৭১। মনুষ্যগণ, প্রত্যহ শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া যে ফল লাভ করিয়া থাকে, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞসমূহের দ্বারায়ও সে ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের স্নান করাইয়া, তিনবার সেই জল পান করে, শীঘ্রই তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৭২-৭৩। লিঙ্গস্নপন জলের দ্বারা যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকে অভিষেক করে, সেই পাপহীন ব্যক্তির গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। সমর্চ্চিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি একবারও তাঁহাকে প্রণাম করে, সে ব্যক্তি এ জগতে পুনরায় দেহ ধারণ করিবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৭৪-৭৫। যে ব্যক্তি, ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বিশুদ্ধ হইয়া স্বর্গভাগী হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। গণসমূহ, মনে মনে এই সমস্ত বিচার করিয়া, মহাদেবের কোপশান্তির জন্য স্ব স্ব নামে মহাপাতকবিনাশন লিঙ্গসমূহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ৭৬-৭৭। লোলার্কের

সন্নিকটে "কুণ্ডোদরেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। কুণ্ডোদরেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমে অসি-সন্নিকটে অবস্থিত ময়ূরেশ্বরের পূজা করিলে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। ৭৮-৭৯। ময়ূরেশ্বরের পশ্চিমদিকে "বাণেশ্বর" নামক মহৎলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অন্তর্গৃহের পশ্চিমদ্বারে অবস্থিত "গোকর্ণেশ্বর" নামক মহালিঙ্গের পূজা করিলে, কাশীতে কোন প্রকার বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। ৮০-৮১। এবং যে ব্যক্তি গোকর্ণেশ্বরের ভক্ত, যে কোন স্থানে তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইলে; তৎকালে তাহার জ্ঞানভ্রংশ হয় না। ৮২।

স্কন্দ কহিলেন, এই চারিটী গণেরও প্রত্যাগমন বিলম্ব দেখিয়া গণেশ্বর ত্রিলোচন সেই কাশীরই মহত্তর মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। ৮৩। (মহেশ্বর কহিলেন) যাহার প্রভাবে এই অখিল বিশ্ব ভ্রমণ করিতেছে, বিশ্বৈকমোহিনী কাশী নিশ্চয়ই মূর্ত্তিমতী সেই বৈষ্ণবী মায়া। সকলেই সহোদর, দারা, অপত্য, ক্ষেত্র, গৃহ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া, নিধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করত কাশীর উপাসনা করিয়া থাকে। ৮৪-৮৫। যে কাশীতে মৃত্যু হইতে স্বল্পমাত্রও ভয় নাই; গণসমূহ তথায় অবস্থিত হইয়া, কেন আমাকে ভয় করিবে? যথায় মরণই মঙ্গল, বিভূতিই অঙ্গভূষণ এবং কৌপীনই বস্ত্র; সেই কাশীর সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? যথায় নির্ব্বাণরমণী, মৃত্যুশয্যাশায়ী দরিদ্র, ধনী, ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালকেও সমভাবে বরণ করিয়া থাকেন। ৮৬-৮৮। ইন্দ্রাদি দেবগণও, যে কাশীতে মৃত, সুতরাং নির্ব্বাণপদভাগী জীবগণের, কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য নহেন। যে কাশীতে ত্যক্তদেহ জীবকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মস্তকবদ্ধাঞ্জলি হইয়া অতি যত্ন সহকারে প্রণাম করিয়া থাকেন। ৮৯-৯০। যে কাশীতে জীব, শব হইয়াও শুচিতা লাভ করিয়া থাকে এবং এইজন্যই আমি স্বয়ং সেই শবের কর্ণ স্পর্শ করিয়া থাকি। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি দুই তিনবার "কাশী কাশী" এই বাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পবিত্র-পদার্থ হইতেও অধিক পবিত্র হইয়া থাকে। ৯১-৯২। যে ব্যক্তি হৃদয়ে কাশীকে ধ্যান করে এবং যে ব্যক্তি কাশীর সেবা করে, সেই সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃকই আমি সর্ব্বদা ধ্যাত এবং সেবিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে কাশীর সেবা করে, আমি যত্ন সহকারে সর্ব্বদা তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি। ৯৩-৯৪। যে ব্যক্তি স্বয়ং কাশীবাস করিতে অশক্ত হইয়া, অর্থের সাহায্য

করত অন্য এক ব্যক্তিকেও কাশীতে বাস করায়, সে ব্যক্তিও নিশ্চয়ই কাশীবাসের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে সমস্ত ধীরগণ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দৃঢ়তর বিশ্বাস সহকারে কাশীতে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত এবং তাঁহারাই বন্দনীয় ও পূজনীয়। ৯৫-৯৬। মহেশ্বর এইরূপে বারাণসীর গুণসমূহ কীর্ত্তন করিয়া অন্যান্য কতকগুলি গণকে আহ্বান করত প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগকে কাশীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ৯৭। (মহাদেব কহিলেন) হে অতিস্বচ্ছমানস তারক! তুমি এদিকে আইস এবং যথায় ধর্ম্মমূর্ত্তি দিবোদাস রাজ্য করিতেছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরীতে গমন কর। ৯৮। হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দৃমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপর্দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন্! হে বিরাধ! হে সুমুখ! এবং হে আষাঢ়! তোমরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কাশীতে গমন কর। (স্কন্দ কহিলেন) মহেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে মহাভাগ স্বামিভক্ত দৃঢ়ব্রত ও কার্য্যকুশল এই সমস্ত গণ কাশীক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক বহুতর মায়া বিস্তর করত বহুরূপ ধারণ করিয়া, অনিমিষনয়নে দিবোদাস নৃপতির ছিদ্রান্বেষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯৯-১০২। অনন্তর কোন প্রকারেই সেই নৃপতির কোনরূপ ছিদ্র না পাইয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা মলিন হইল দেখিয়া, “আঃ! ইহা কি হইল” এই কথা বলিয়া আপনাদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ১০৩।

গণসমূহ কহিতে লাগিলেন, আমরা এই স্থানে আসিয়া এক ব্যক্তিকেও বশীভূত করিতে পারিলাম না, অতএব প্রভুকর্ত্তৃক বারম্বার সম্মানিত আমাদিগকে ধিক্। ভগবান্ ত্রিলোচন, বহুতর সম্মান, বহুতর দানও অত্যন্ত সৌহার্দ্দের দ্বারা আমাদিগের প্রতি বহুতর কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে আমরা তাঁহার কার্য্য-বঞ্চক হইলাম ; অতএব আমাদিগকে ধিক্! ১০৪-১০৫। হায়! প্রভুর কার্য্যে অনবধান বশতঃ অতঃপর আমাদিগকে নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারময় লোকে বাস করিতে হইবে। যাহারা প্রভুর কার্য্য সম্পাদন না করিয়া, অক্ষতেন্দ্রিয়বৃত্তি থাকিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের পদে পদে দুর্গতি লাভ হইয়া থাকে। ১০৬-১০৭। যে সমস্ত ভৃত্য, প্রভুর নিকট বহুতর সম্মাননা লাভ করিয়া তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করে, তাহাদের মনোরথ সমূহ নিষ্ফল হইয়া থাকে। যাহারা প্রভুর কার্য্য নিষ্পন্ন না করিয়া নির্লজ্জ হইয়া প্রভুর সম্মুখে মুখ প্রদর্শন করায়, এই পৃথিবী তাহাদের দ্বারাই ভারবতী হইয়া থাকেন। যাহারা স্বামিকার্য্য অবহেলা করে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর যত ভার হয় ; পর্ব্বত, সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের দ্বারা পৃথিবীর তাদৃশ ভার

হয় না। ১০৮-১১০। অহো ! আমরা অনিন্দিত পৌরাণিকী-গাথা শ্রবণ করিয়াছি, সেই জন্যই আমরা স্থিরচিত্তে এই বারাণসীতেই অবস্থিতি করিব। শুনিয়াছি যে, যাহাদের কোনরূপ পুণ্য সঞ্চয় নাই, যাহাদের ধন ও আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে ও যাহারা সমস্ত উপায়বিহীন, বারাণসীপুরীই তাহাদের একমাত্র গতি। ১১১-১১২। যাহারা পাপভারে খিন্ন হইয়া সর্ব্বদা অনুতাপ করিয়া থাকে, উদ্দতগতি সেই সমস্ত ব্যক্তির বারাণসীপুরীই একমাত্র গতি। যাহারা স্বামিদ্রুহ, যাহারা কৃতঘ্ন যাহারা বিশ্বাসঘাতক ; বারাণসীপুরী ব্যতিরেকে তাহাদের আর অন্য কোন গতি নাই। প্রমথগণ এইরূপ পৌরাণিক গাথার উপর নির্ভর করিয়া দিবোদাস নৃপতি কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাতস্বরূপ থাকিয়া কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১৩-১১৫। সেই নৃপতি দিবোদাস, বুদ্ধিমান্ হইয়াও মহাদেবের মহিমাবলে বিবিধাকারে বারণসীতে অবস্থিত দেবগণকে জানিতে পারিলেন না, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই ; কারণ যখন চিত্রগুপ্তও বারাণসীস্থিত জীবগণকে জানিতে পারেন না, তখন অন্যান্য মর্ত্ত্যবাসীর তাহাদিগকে জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ? ধর্ম্মরাজও, অবচ্ছিন্ন-প্রভাব অপরিচ্ছিন্ন-তেজ ও কৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠ জীবগণের অন্ত প্রাপ্ত হন না। ১১৬-১১৮। হে মহামুনে ঘটোদ্ভব! এইরূপে সেই প্রমথগণ কাশীতেই অবস্থান করত শিবলিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সুখপ্রদা কাশীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। হে মুনে! তারক নামক গণশ্রেষ্ঠ, মানবগণের জ্ঞানপ্রদ "তারকেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্যাপি তাঁহারই পূজায় নিরত আছেন। ১১৯-১২০। যে সমস্ত মানব তারকেশ্বরের ভক্ত হয়, তাহারা অনায়াসেই তারকজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তিলপর্ণ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিলপ্রমাণ "তিলপর্ণেশ্বর" নামক মহালিঙ্গ দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১২১-১২২। মানব "স্থূলকর্ণেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গের পূজা করিলে কখন দুর্গতিগ্রস্ত হয় না এবং উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। স্থূলকর্ণেশ্বরের পশ্চিমে প্রভাময় "দৃমিচণ্ডেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে কখন পাপের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। ১২৩-১২৪। "প্রভাময়েশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া অন্যস্থানে মৃত হইলেও জীব, প্রভাময় যানে আরোহণ করত শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। হরিকেশবনে "সুকেশেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গের পূজা করিলে, মানব আর পুনঃ পুনঃ ষাট্‌কৌশিক-দেহ ধারণ করে না। ১২৫-১২৬। ভীমচণ্ডীর নিকটে "বিন্দতীশ্বর" নামক শিব-পূজা করিলে, মানব প্রচণ্ড পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শাশ্বত মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। পিত্রীশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সন্নিকটে "ছাগেশ্বর" নামক

মহালিঙ্গকে দর্শন করিয়া কেহই আর পশুর ন্যায় প্রাকৃত পাপে লিপ্ত হয় না। ১২৭—১২৮॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

পিশাচমোচন মাহাত্ম্য-কীৰ্ত্তন।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! আমি অতঃপর কপৰ্দ্দীশ নামক শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ১। পুরাকালে মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় অনুচর কপৰ্দ্দীশ নামক গণশ্রেষ্ঠ, পিত্রীশ নামক শিবলিঙ্গের উত্তরভাগে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়া, বিমলোদক নামক একটী কুণ্ড খনন করেন; সেই কুণ্ডের জলস্পর্শমাত্রেই মানব বিমল চিত্ত লাভ করিয়া থাকে। হে কলশসম্ভব! এই সম্বন্ধে ত্রেতাযুগের এক পবিত্র ও শ্রবণকালে পাপবিনাশক্ষম এক ইতিহাস আছে, আমি তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২—৪।

পূৰ্ব্বে পাশুপতশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি নামক এক মুনি, কপৰ্দ্দীশ নামক লিঙ্গের অৰ্চ্চনা করত সুদুশ্চর তপস্যার আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। হেমন্তকাল অগ্রহায়ণ মাসে, একদিন সেই মুনি মধ্যাহ্নকালে সেই মহাতীর্থ বিমলোদক-কুণ্ডে স্নান করত, কপৰ্দ্দীশ লিঙ্গের দক্ষিণভাগে মাধ্যাহ্নিক-ক্রিয়া সমাপনান্তে পদতল হইতে মস্তক পৰ্য্যন্ত ভস্মের দ্বারা সমস্ত শরীর লিপ্ত করিয়া, মস্তকে উত্তমরূপে পাংশুন্যাস পূৰ্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যাস্মরণানন্তর পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনন্য-পর-চিত্তে মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৫-৮। অনন্তর মনোমুরূপ জপান্তে বামাবর্ত্তে সেই মহেশ্বরলিঙ্গকে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে প্রদক্ষিণ করত, "হুড়ুং হুড়ুং হুড়ুং" এই প্রকার সপ্রসব শব্দত্রয় উচ্চারণ করিয়া, ষড়্জ প্রভৃতি স্বরভেদ-সমন্বিত ভগবদ্‌গুণ গান পূৰ্ব্বক বিপুল আনন্দে হস্ততালের সহিত নৃত্য ও চারণগণের নিয়মানুসারে বিচিত্র মণ্ডলাকার নৃত্যবিশেষ প্রভৃতির দ্বারা সেই লিঙ্গের অৰ্চ্চনান্তে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, ক্ষণকাল সেই সরোবর-তীরে উপবেশন করিলেন। ৯-১১। ক্ষণকাল সেই স্থানে উপবেশন করার পরই তিনি স্বীয় সম্মুখভাগে এক বিকটদর্শন রাক্ষসমূৰ্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই রাক্ষসের কপোলদ্বয় শুষ্ক শঙ্খের ন্যায় কঠোর

দর্শন এবং নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ ও গাঢ়নিমগ্ন; তাহার কেশাগ্র রুক্ষ ও বিদীর্ণপ্রায় এবং কায়া অতীব লম্বমান। সেই ভয়ঙ্করাকৃতি রাক্ষসের ঘ্রাণদ্বয় অতি বিস্তৃত ও ওষ্ঠদ্বয় অতি শুষ্ক এবং তাহার শরীর সর্ব্বস্থলের উন্নত ও অনন্ত মাংসপিণ্ডের দ্বারা ব্যাপ্ত। তাহার অতি বিশাল মস্তকে কেশনিচয় সরলভাবে ঊর্দ্ধগামী; তাহার কর্ণদ্বয় অতি বিস্তৃত ও শ্মশ্রুনিকর গাঢ় পিঙ্গলাভাপ্রযুক্ত অতিশয় ভয়দায়ক। সেই নরান্তক মূর্ত্তির অতিবিলম্বিনী জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছিল ও কৃকাটিকা অতি বিকৃত ছিল। তাহার অস্থি জত্রু সংমহান অতিস্থূল ও স্কন্ধদ্বয় অতি দীর্ঘ এবং দৃশ্যতর বড়ই ভয়জনক। তাহার বাহুমূলদ্বয় ঘোর গভীর, ভুজদ্বয় হ্রস্বাকার, হস্তাঙ্গুলি সকল অতি বিরলাকৃতি ও নখাবলি অতি নিম্ন ও গভীর। সেই রাক্ষসের ক্রোড় শুষ্ক পাংশুল ও উন্নদ্ধ এবং তদীয় উদরত্বক্ পৃষ্ঠের সহিত সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। তদীয় নিতম্বদ্বয় প্রলম্বমান ও উরুদ্বয় অতি দীর্ঘ মাংসরহিত এবং জানুদ্বয়ের অস্থি ও পঞ্জর বিষম স্থূল। তাহার শরীর, অস্থিচর্ম্মাবশেষ ও শিরাজাল দ্বারা আবৃত এবং জঙ্ঘাদ্বয় অতি দীর্ঘ ও স্থূল গুল্‌ফাস্থি প্রযুক্ত অতি ভীষণাকার। দীর্ঘবক্র কৃশাঙ্গুলি অতি বিস্তৃতপাদ তদীয় শরীর, দীর্ঘ ও লম্বমান শিরাসমূহের অবস্থানে বড়ই ভীমদর্শন। ১২-২০। সর্ব্বপ্রাণিভীতিদায়ক মূর্ত্তিমান্ ভয়ানকরসের ন্যায় দাবানল দগ্ধ-দ্রুমসদৃশ ক্ষুধাকাতর অতিলোমশ ভীষণাকার চঞ্চলনেত্র হৃৎকম্পকারী সেই বিকট রাক্ষসকে বিলোকন করিয়া, অতিদীনানন বৃদ্ধ তাপস বাল্মীকি, বিহিতধৈর্য্য সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অহে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার এবম্প্রকার অবস্থাই বা কেন হইয়াছে? হে রাক্ষস! আমি অনুগ্রহ বুদ্ধিতেই তোমাকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি নির্ভয়ে এই সকল কথার উত্তর প্রদান কর। আমাদিগের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় তাপসগণের তোমার ন্যায় নিকৃষ্ট ব্যক্তি হইতে ঈষৎও ভয়ের সম্ভাবনা নাই, ইহা নিশ্চয় জানিও। কারণ আমরা শিব-নামসহস্র পাঠ করিয়া থাকি এবং সেই শিবনাম-সহস্র পাঠের ফলে আমাদিগের শরীর সর্ব্বদা তাদৃশ জনের অভেদ্য বর্ম্ম দারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। ২১-২৪। কৃপালু তাপস বাল্মীকির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই রাক্ষস কৃতাঞ্জলি ভাবে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে এই প্রকার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল যে, হে ভগবন্ তাপসোত্তম! আপনার যদ্যপি বাস্তবিক আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট নিজ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি কিয়ৎকাল ধৈর্য্যসহকারে তাহা শ্রবণ করুন। ২৫-২৬। হে তাপস! গোদাবরীতটে প্রতিষ্ঠান নামক এক জনপদ বিদ্যমান আছে। আমি পূর্ব্ব-

জন্মে সেই দেশে বাস করিতাম এবং তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতে আমার সবিশেষ আসক্তি ছিল। সেই তীর্থে প্রতিগ্রহরূপ পাপকর্ম্মের ফলে আমি এতাদৃশ গতি লাভ করিয়াছি। এই অবস্থাতে জল ও বৃক্ষবিবর্জ্জিত ভয়ানক মরুস্থলে বাস করিয়া আমাকে অনেক কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সেই সময় আমি সর্ব্বদাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গ্রীষ্মকে যে কি ক্লেশে সহ্য করিয়াছি তাহা বর্ণনার অতীত। সেই অনাবৃত ভূভাগে প্রবল বায়ুপ্রণোদিত বর্ষাকালীন মহামেঘ, যখন অবিরতধারে বারিবর্ষণ করিত; সেই সময় আমাকে অনাবৃত মস্তকে অনাচ্ছাদিত শরীরে সেই দুরন্ত বৃষ্ট্যুৎপাত নিরালম্বনভাবে সহ্য করিতে হইয়াছে। যাহারা পর্ব্বদিনে কিছু দান করে না ও তীর্থে প্রতিগ্রহ করে, তাহারা সকলেই মহাদুঃখদায়িনী এই পিশাচ-যোনি গ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মোচিত ফলভোগ করিয়া থাকে। ২৭-৩১। সেই মরুভূমিতে এই প্রকারে বহুকাল অতিবাহিত হইলে পর এক দিবস দেখিলাম, এক জন ব্রাহ্মণতনয় সেইখানে উপস্থিত হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণতনয়, সূর্য্যোদয়-কাল লাভ করিয়া ও সন্ধ্যা-বন্দনা করিত না এবং মূত্র ও পুরীষত্যাগান্তে শৌচ বা আচমন করিত না। ৩২-৩৩। মুক্তকচ্ছ, শৌচরহিত এবং সন্ধ্যাকর্ম্মবিবর্জ্জিত সেই ব্রাহ্মণ-তনয়কে বিলোকন করিয়া, আমি ভোগ-বাসনায় তাহার শরীরে প্রবেশ করিলাম। হে তাপস! আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ কোন বণিকের সহিত অর্থ-লোভে এই বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এইক্ষণে সে বারাণসীর অন্তঃ-পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে মুনিত্তম! সে, যে সময়ে অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করিল, আমাকে সেইক্ষণেই তাহার শরীরের যাবদীয় পাপের সহিত এই বাহিরে অবস্থান করিতে হইতেছে। হে তপোনিধে! মাদৃশ পিশাচযোনি-গণের ও সকল প্রকার পাতকগণের, মহাদেবের আজ্ঞা প্রভাবে বারানসীপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই। ৩৪-৩৭। আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই পাপগণ তাহার বহির্নির্গমের আশা প্রযুক্ত এই বারাণসীর প্রান্ত-সীমাতেই অবস্থান করিতেছে। প্রমথগণের ভয়ে ইহাদের বারাণসীতে প্রবেশ করিবার সাহস হইতেছে না। "অদ্য, কল্য না পরশ্ব সেই ব্রাহ্মণ, নিশ্চয় বারাণসী হইতে নির্গত হইবে" এই আশায় আমরা সকলে আজ পর্য্যন্ত এই আশাপাশ নিয়ন্ত্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছি। হে তপোধন! অদ্যও সে নির্গত হইতেছে না, আমাদের আশাও অদ্যা-বধি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এই প্রকার আশাবদ্ধ হইয়া আমরা নিরা-ধারভাবে বর্ত্তমান আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছি। হে তপস্বিন্! কিন্তু অদ্য এক বিচিত্র ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কারণ এই ব্যাপারটীকে ভাবি

কল্যাণের একমাত্র কারণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি প্রতিদিনই ক্ষুধায় কাতর হইয়া, আহারলাভের প্রত্যাশায় এখান হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকি; কিন্তু কোথায় কিছুই খাদ্যদ্রব্য লাভ করিতে পারি না। সকল দেশে প্রতি কাননেই ফলশালী বৃক্ষনিকর বিদ্যমান আছে। প্রতি ভূমিতে পদে পদে স্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ জলাশয় সমূহও বর্ত্তমান আছে এবং সকল প্রাণিগণের সুলভ নানা প্রকার ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য এই স্থানের মধ্যে পর্য্যাপ্তভাবে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু আমাদের এমতই দুরদৃষ্ট যে, এই সকল দ্রব্যনিচয় আমাদের নয়নগোচর হইবামাত্রই অতিদূরে সরিয়া যায়। হে মুনে! অদ্য দৈববলে আমি একজন কার্পটিককে দেখিতে পাইয়া, ক্ষুধায় পরিপীড়িত হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। "বলপূর্ব্বক ইহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিব" এই ভাবিয়া, ত্বরা সহকারে আমি যেমন তাহাকে ধরিতে যাইব, অমনি তাহার মুখপদ্ম হইতে সকল প্রকার বিঘ্নহারিণী শিবনামময়ী বাণী নির্গত হইল। ৩৮-৪৭। সেই শিবনাম স্মরণের প্রসাদে আমার পাপ মন্দীভূত হইল, তখন অনায়াসেই এই বারাণসীপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলাম। অনন্তর সেই কার্পটিকের সহিত আমি এই অন্তর্গৃহের সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে সেই কার্পটিক অন্তঃপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। ৪৮-৫০। হে মুনে! আপনাকে বিলোকন করিয়া আমি নিজ আত্মাকে বড়ই গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছি। হে কৃপালো! আপনি আমাকে এই সুদারুণ পিশাচযোনি হইতে রক্ষা করুন। ৫১।

এবম্প্রকার প্রেতবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম কৃপাবান্ তপোধন বাল্মীকি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "হায়! স্বার্থান্ধ উদ্যমকারী মনুষ্যগণকে ধিক্ থাকুক। পশু, পক্ষী ও মৃগাদিগণও আপন আপন উদর ভরণ করিয়া থাকে। এ জগতে যে ব্যক্তি পরের জন্য উদ্যম করিয়া থাকে সেই ধন্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫২-৫৩। আমার শরণাপন্ন পাপাতুর এই পিশাচকে আমি অদ্য নিজ অর্জ্জিত তপস্যার বলে প্রেতযোনি হইতে মুক্তি প্রদান করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই"। ৫৪। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া সাধুশ্রেষ্ঠ সেই বাল্মীকি পিশাচকে কহিলেন, অরে পিশাচ! তুমি স্বীয় পাপক্ষয়ের জন্য এই বিমলোদকতীর্থে স্নান কর। হে পিশাচ! এই তীর্থের প্রভাবে মহাদেব কপর্দ্দীশ, ক্ষণকালের মধ্যে তোমার পাপ সকলকে বিনষ্ট করিবেন। ৫৫-৫৬। মুনির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পিশাচ, প্রীতাত্মা হইয়া প্রসন্নচিত্ত সেই মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল যে, হে সত্তম! এই জলাশয়ে পানীয়-গ্রহণ করিবার

সামর্থ্যও আমার নাই, স্নান করাত সুদূরপরাহত; কারণ জলদেবতাগণ এই জলাশয়কে মাদৃশ দুষ্টযোনি হইতে রক্ষা করিতেছেন। হে মুনে! ইহার জল পান করাত দূরের কথা, ইহার জলস্পর্শ করি এ সামর্থ্যও আমার নাই। প্রেতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মুনি অন্তঃকরণে বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন। ৫৭ ৫৯। অনন্তর জগদুদ্ধারণক্ষম মুনি, সেই পিশাচকে কহিলেন যে, অরে পিশাচ! তুমি এই বিভূতি গ্রহণ কর এবং ইহা নিজ ললাটে ধারণ কর। হে প্রেত! এই বিভূতির মাহাত্ম্যে, কুত্রাপি কোন ব্যক্তি, কোন মহাপাতকীরও কোনপ্রকার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না। বিভূতি দ্বারা ধবলীকৃত ভালস্থল বিলোকন করিলে যমকিঙ্করগণ পাশুপতাস্ত্রের ভয়ে পাপীর নিকট হইতেও সুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে। পথিকগণ পথমধ্যবর্ত্তী অস্থিধ্বজের দ্বারা অঙ্কিত জলাশয়কে বিলোকন করিয়া, দস্যুভয়ে যেমন দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করে; সেই জীবগণের ললাট বিভূতির দ্বারা চিহ্নিত দেখিলে যমকিঙ্করগণও দূর হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করে। শিবমন্ত্রের দ্বারা পবিত্রিত বিভূতির গন্ধ পর্য্যন্ত আঘ্রাণ করিলে, আঘ্রাণকারী মনুজশ্রেষ্ঠের নিকট, হিংস্র জন্তুগণ উপস্থিত হইতে পারে না। শিবমন্ত্র-পবিত্রিত ভস্ম, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ললাট, বক্ষঃস্থল ও বাহুমূলে ধারণ করে, হিংস্র জন্তুগণও তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। ৬০-৬৫। এই ভস্ম, ধারণকারী জীবকে সর্ব্বপ্রকার প্রাণি হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকে ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে "বিভূতি" বলা যায়। ৬৬। ইহা ধারণ-কারীকে উদ্ভাসিত করে ও তাহার শত্রুকে তিরস্কার করিয়া থাকে বলিয়া, ইহার নাম "ভস্ম" কহা যায়। পাংসু (পাপ) ক্ষয় করে বলিয়া, ইহাকে "পাংসু" কহা যায়। পাপ সকল ক্ষারিত করে বলিয়া, ইহাকে "ক্ষার" বলা যায়। পণ্ডিতগণ ইহার নামসকলের এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ৬৭। এই বলিয়া সেই মুনি, ভস্মাধার হইতে বিভূতি গ্রহণ করত তাহা প্রেত-করে সমর্পণ করিলেন, পিশাচও তাহা লইয়া অতি আদরের সহিত নিজ ললাটে ধারণ করিল। ৬৮। অনন্তর জলদেবতাগণ, সেই বিভূতিধারী পিশাচকে জলাবগাহনে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, বারণ করিলেন না। ৬৯। সেই জলাশয়ে স্নান ও তদীয় জলপান করিয়া পিশাচ যেমন সেই জলাশয় হইতে নির্গত হইবে, সেই সময়ই তাহার পিশাচ-যোনি মুক্ত হইল ও সে দিব্য-দেহ লাভ করিল। ৭০। তদনন্তর দিব্য মাল্য, অম্বর ও গন্ধাদি ধারণ করত দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় পথে গমন করিতে করিতে দিব্যমূর্ত্তিধর সেই পিশাচ, সেই তপস্বীকে প্রণাম করিয়া অতি উন্নতস্বরে এই

কথা বলিতে লাগিল যে, "হে অনঘ! হে ভগবন্! আপনি সেই কদর্য্য-যোনি হইতে আমাকে বিমুক্ত করিলেন, এই দেখুন আপনার অনুগ্রহফলে এই তীর্থবারি-স্পর্শে আমি এই দিব্যদেহ ধারণ করিতে পারিয়াছি। অদ্য হইতে এই তীর্থের "পিশাচমোচন" নাম হইল। হে মুনে! ইহাতে স্নানমাত্রেই আমার ন্যায় সকল পিশাচই পিশাচত্ব হইতে বিমুক্তি লাভ করিবে। এই পিশাচমোচন-তীর্থে যে সকল মানবগণ, স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণ পূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে, দৈবাৎ যদি তাহার পিতৃগণের মধ্যে কেহ পিশাচ-যোনিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াসে স্বীয় পিশাচত্ব পরিত্যাগান্তে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে তপোনিধে! অদ্য শুক্লা চতুর্দ্দশী; অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তীর্থে স্নানাদি করিলে, আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিরও পিশাচত্ব খণ্ডিত হইবে। এই দিনে পিশাচমোচন-তীর্থে যাহারা সাংবৎসরিক যাত্রা করিবে, তাহারা সকলেই তীর্থ-প্রতিগ্রহজন্য পাপ হইতে সর্ব্বথা বিমুক্তি লাভ করিবে। পিশাচমোচন-তীর্থে স্নানান্তে "কপর্দ্দীশ" নামক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া কিছু অন্নাদি দান করিলে মানবের অন্য কোন স্থানেই ভয় লাভ করিতে হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে কপর্দ্দীশ্বরের নিকট এই তীর্থে স্নান করিয়া, পরে যদি মানবের কোন জঘন্য স্থানেও মৃত্যু হয়, তথাপিও তাহার কখন পিশাচ-যোনি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। ৭১-৮০। এই সকল কথা বলিয়া সেই মহাভাগ দিব্যপুরুষ, বারম্বার সেই তপোধনকে নমস্কার করিতে করিতে দিব্যপথের পথিক হইল। তপোধন বাল্মীকিও সেই মহাশ্চর্য্য বিলোকনান্তে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে পূর্ব্বের ন্যায় কপর্দ্দীশলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পর কপর্দ্দীশ মহাদেবের প্রসাদে পরম নির্ব্বাণ-পদবী লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ৮১-৮২। হে মহামুনে! সেইদিন হইতেই এই সর্ব্বপাপবিনাশকর তীর্থ, জগতে "পিশাচমোচন" এই পরম খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই পিশাচমোচন-তীর্থে কোন শিবভক্ত যোগীকে ভোজন করাইলে, সম্যক্ প্রকারে কোটিসংখ্যক তাদৃশ যোগীকে ভোজন করাইবার ফল লাভ করা যায়। ৮৩-৮৪। যে ব্যক্তি প্রযত্নচিত্তে এই পরম পবিত্র অধ্যায়টী শ্রবণ করিবে, সে কখনই কোন প্রকার ভূত, প্রেত বা পিশাচাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হইবে না। ৮৫। বালগ্রহাদি কর্ত্তৃক অভিভূত বালকদিগের দুরন্ত ব্যাধি-প্রশমনকারী এই পবিত্র পিশাচমোচন উপাখ্যানটী, বালকদিগের হিতের ইচ্ছায় প্রযত্নের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ৮৬। হে কলশোদ্ভব! দেশান্তরে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মানব, যদি

এই পবিত্র উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা হইলে বিদেশে কোনপ্রকার চৌর, ব্যাঘ্র বা পিশাচাদি হিংস্র জীব, তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিতে সমর্থ হয় না। ৮৭।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—*—

কাশী-বর্ণন ও গণেশ প্রেষণ।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! অন্যান্য যে সমস্ত গণ সেই কাশীক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয়ও বলিতেছি; শ্রবণ কর। কপর্দ্দীশ্বরের উত্তরদিকে পিঙ্গল নামক গণ, "পিঙ্গলেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই লিঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। বীরভদ্রেশ্বর নামক গণ, "বীরভদ্রেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি অদ্যাপিও মহাপ্রীতি সহকারে নিশ্চলভাবে সেই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া থাকেন; সেই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই বীরসিদ্ধি হইয়া থাকে। ১-৪। অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত বীরভদ্রেশ্বরের পূজা করিলে, মানব কদাপিও রণে পরাজিত হয় না। হে মুনে! বীরভদ্র, স্বয়ং বীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিমুক্তক্ষেত্রনিবাসী জীবগণের বিঘ্ননিচয় সংহার করিয়া থাকেন। ৫-৬। বীরভদ্রপত্নী ভদ্রকালী-দেবীর সহিত যে ব্যক্তি বীরভদ্রেশ্বরের পূজা করে, সে কাশীবাসের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকে। কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে কিরাত নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "কিরাতেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ আছেন; তিনি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। ৭-৮। চতুর্ম্মুখ নামক গণ, বৃদ্ধকালেশ্বরের নিকট "চতুর্ম্মুখেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, অদ্যাপিও নিশ্চলভাবে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেই চতুর্ম্মুখেশ্বরের ভক্তগণ স্বর্গে সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া, সুরনিচয় কর্ত্তৃক চতুরাননের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকেন। ৯-১০। কুবেরেশ্বরের নিকটে নিকুম্ভ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিকুম্ভেশ্বরকে দর্শন করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিলে, তথায় কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং অন্তে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। ১১। বিশ্বনাথের দক্ষিণভাগে "পঞ্চাক্ষেশ" নামক মহালিঙ্গের পূজা করিলে,

মানব জাতিস্মর হইয়া থাকে। ভারভূত নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অন্তর্গৃহের উত্তরদ্বারে অবস্থিত "ভারভূতেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গের পূজা করিলে, শিবপুরে বাস করা যায়। ১২-১৩। কাশীক্ষেত্রে যাহারা ভারভূতেশ্বরকে দর্শন না করে, তাহারা ফলহীন বৃক্ষসমূহের ন্যায় কেবল পৃথিবীর ভারমাত্র। ১৪। হে কুম্ভজ! ত্রিলোচনেশ্বরের পুরোভাগে ত্র্যক্ষনামক গণ, "ত্র্যক্ষেশ্বর' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, অদ্যাপি তাঁহার পূজা করিতেছেন। ১৫। সেই শিবলিঙ্গের ভক্তগণ, দেহাবসানে ত্রিনয়ন হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষেমক নামক গণাধিপ, কাশীতে স্বয়ং মুর্ত্তিধর হইয়া অদ্যাপি নিশ্চলভাবে সর্ব্বগত বিশ্বনাথের চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। ১৬-১৭। বারাণসীতে যে ব্যক্তি "ক্ষেমক" নামক গণশ্রেষ্ঠের পূজা করে, তাহার বিঘ্ন সমুহ বিলীন হইয়া যায় এবং পদে পদে মঙ্গল হইয়া থাকে। ১৮। কোন ব্যক্তি দেশান্তরে গমন করিলে তাহার আগমন কামনায়, ক্ষেমক নামক গণের পূজা করা উচিত; তাহাতে সে ব্যক্তি সত্বর কুশলের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। লাঙ্গলী নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বরের উত্তরভাগে লাঙ্গলীশ্বরকে দর্শন করিলে মানব কখন রোগ ভোগ করে না এবং একবারমাত্র লাঙ্গলীশ্বরের পূজা করিলে, পাঁচটী লাঙ্গল দানের অবিকল সর্ব্বসম্পৎকর ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৯-২১। বিরাধ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিরাধেশ্বরের আরাধনা করিলে সর্ব্বাপরাধযুক্ত ব্যক্তিও কোনস্থানে অপরাধী হয় না। কাশীবাসিগণ কর্ত্তৃক দিন দিন যে অপরাধ কৃত হয়, বিরাধেশ্বরের পূজা করিলে সেই অপরাধ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২২-২৩। দণ্ডপাণির নৈর্ঋতদিকে বিরোধেশ্বরকে যত্ন সহকারে প্রণতি করিলে, মানব সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৪। সুমুখ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সুমুখেশ্বর" নামক মহালিঙ্গকে দর্শন করিলে, মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া সুমুখেশ্বরকে দর্শন করিলে, ধর্ম্মরাজকে সতত সুমুখ ভিন্ন কখন দুর্ম্মুখ দর্শন করিতে হয় না। মানব, ভক্তিসহকারে আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে আষাঢ়ী নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আষাঢ়ীশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৫-২৭। আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ভারভূতেশ্বরের উত্তরদিকে অবস্থিত আষাঢ়ীশ্বরকে দর্শন করিলে, কোনরূপ পাপের দ্বারা পরিতপ্ত হইতে হয় না এবং আষাঢ় মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী অথবা পূর্ণিমা তিথিতে আষাঢ়ীশ্বরের সাম্বৎসরিক যাত্রা করিলে, মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ২৮-২৯।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এই গণ সমূহও বারাণসীতে গমন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের পরিতুষ্টির জন্য স্ব স্ব নামে শিবপ্রতিষ্ঠা করত তথায় অবস্থিত হইলে, বিশ্বনাথ কাশীর সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে —"কোন্ হিতৈষী ব্যক্তিকেই বা প্রেরণ করিয়া আমি সুখী হইব ? যোগিনী-গণ, সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি গণনিচয় বারাণসী হইতে সিন্ধুগামিনী নদীর ন্যায় আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। ৩০-৩২। যাহারা কাশীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা নিশ্চয়ই আমার উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে, এই জন্যই প্রদীপ্ত অনল হইতে ঘৃত যেমন পুনরায় বহির্নির্গত হয় না, তদ্রূপ তাহারাও আর কাশী হইতে বিনির্গত হয় না। ৩৩। শিবলিঙ্গ-পূজানিরত যে সমস্ত মহাত্মাগণ কাশীতে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার জঙ্গম (গতিশীল) লিঙ্গ ; তাহার কোন সন্দেহ নাই। কাশীতে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ যাহা কিছু চেতন ও অচেতন আছে, সে সমস্তই আমার লিঙ্গ ; দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণই তাহাদের প্রতি দ্রোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩৪-৩৫। যাঁহাদের মুখে সর্ব্বদা "বারাণসী" এই চারিটী অক্ষর উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং যাঁহাদের কর্ণে সতত বিশ্বেশ্বরসম্বন্ধিনী কথা প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত মহাত্মাই কাশীর শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ ; আমার ন্যায় তাঁহাদিগেরও পূজা করা উচিত। ৩৬। যাঁহাদের মুখ হইতে "বারাণসী", "কাশী", "রুদ্রাবাস" এই সমস্ত শব্দ স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাঁহাদের উপর যমের আধিপত্য থাকে না। যাঁহারা আনন্দ-কাননে থাকিয়া মনে মনে অন্য কোন নিরানন্দ স্থানে গমনের অভিলাষ করে, তাহারা কাশীতে থাকিয়াও নিরানন্দ ভোগ করে। মৃত্যু আজ বা বহুকাল পরে হইবে, সন্দেহ নাই অতএব যাহারা কলি এবং কালকে ভয় করে, তাহাদের কখন কাশী পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ৩৭-৩৯। অবশ্যম্ভাবী ভাবনিচয় পদে পদেই উপস্থিত হইয়া থাকে ; তথাপি লোকে কোন্ বুদ্ধিতে লক্ষ্মীর আবাসভূমি কাশী পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? ৪০। কাশীতে থাকিয়া যদি পদেপদে বহুতর বিপত্তি সহ্য করিতে হয়, তাহাও সহন করা উচিত ; কিন্তু অন্যত্র নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইলেও কাশী পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইবার অভিলাষও করা উচিত নহে। জগতে ঐশ্বর্য্যভোগজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণের জন্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কাশীতে ইহকাল ও পরকালে নিরন্তর সুখ ভোগ হইয়া থাকে। স্বয়ং বিশ্বনাথ আমি, মুক্তি-দায়িনী কাশী এবং সুধাতরঙ্গিণী গঙ্গা, এই তিনজন কি না প্রদান করিয়া থাকি ? । ৪১-৪৩। পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই পুরী আমার তনু, ইহা অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের আধার এবং ভক্তগণের নির্ব্বাণের কারণ। সতত যাতায়াত করিয়া যাহারা

সংসারভারে নিপীড়িত হইতেছে, নিশ্চয়ই আমার কাশীপুরী সেই সমস্ত জীবগণের একমাত্র বিশ্রাম-স্থান। ৪৪-৪৫। সংসার-পথগামী জীবগণের পক্ষে আমার এই কাশী মনোরথরূপ ফলনিচয়ে পরিপূর্ণ ও কল্পলতা সমূহের মণ্ডপস্বরূপ। এই কাশী নির্ব্বাণরাজচক্রবর্ত্তী বিশ্বেশের, শূলোচ্চদণ্ডে নিহিত, সর্ব্বপ্রকার সন্তাপহারী বিচিত্র ছত্রস্বরূপ। ৪৬-৪৭। যে সমস্ত পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ নিরন্তর সুখপ্রাপ্তির জন্য অনায়াসে নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর কামনা করেন, তাঁহাদের কখনও কাশী পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমার আনন্দবনে যাঁহারা নিরন্তর বনবাসী হইয়া থাকেন, তাঁহারা সুস্বাদু মোক্ষ-ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৪৮-৪৯। মমতা ও মোহরহিত আমাকেও যিনি মোহিত করিতেছেন, বিশ্ববিমোহিনী সেই কাশীকে কে না স্মরণ করিয়া থাকে? ৫০। যাঁহার "কাশী" "কাশী" এই মধুর নামও পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, কোন্ পুণ্যবান্ ব্যক্তি সেই কাশীর নাম জপ না করিয়া থাকেন? যাঁহারা নিরন্তর কাশীনাম-সুধা পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পৃথিবী-ময়ই বর্ত্মনিচয় সুন্দর ধামস্বরূপ হইয়া থাকে। যাহারা কাশীনাম জপ করে, তাহারাই সর্ব্বাত্মরূপী ও মমতারহিত আমার আত্মীয়স্থানীয়। ৫১-৫৩। বারাণসীর এই সমস্ত মহিমা জানিতে পারিয়াই যোগিনীগণ, সূর্য্য, ব্রহ্মা ও আমার গণসমূহ সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন; তথা হইতে না আসিবার আর কোন কারণ নাই। অন্যথা সেই যোগিনীগণ, সেই সূর্য্য, সেই বিধাতা এবং আমারই সেই গণসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন তথায় অবস্থিতি করিবেন? ৫৪-৫৫। তাঁহারা তথায় আছেন ভালই হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও ত রাজ্যমধ্যে কালে ভেদ উৎপন্ন করিতে পারিবে। এবং আমারই মূর্ত্ত্যন্তর তাঁহারা যখন তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, তখন যাহাতে আমার তথায় গমন হয়, তজ্জন্য তাঁহারা অবশ্যই যত্ন করিবেন। আমার আর আর যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পরিজন আছেন, আমি তাঁহাদিগকেও তথায় প্রেরণ করি, তৎপরে নিজে গমন করিব"। ৫৬-৫৮। মহেশ্বর এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গণেশকে আহ্বান করত কহিলেন যে, "হে পুত্র! তুমি এস্থান হইতে কাশীতে গমন কর এবং তথায় গণসমূহের সহিত অবস্থান করত নির্ব্বিঘ্নে আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্ন কর এবং দিবোদাস নৃপতির বিঘ্ন আচরণ কর"। ৫৯-৬০। মহেশ্বরের এতাদৃশ আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, স্থিতিজ্ঞ গণাধীশ মহাদেবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্বর কাশীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬১।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

—※—

গণেশ-মায়া কথন।

স্কন্দ কহিলেন, অনন্তর মহাদেবের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করত, তাঁহার কাশী-গমনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে, গণপতি, মন্দরপর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিলেন। ১। তিনি ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত, সুন্দর মাঙ্গলিক গণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, সত্বরই বারাণসীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বৃদ্ধ নক্ষত্রপাঠকের (গণকের) বেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রতি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত সকলের ভাগ্য-গণনা দ্বারা পৌরজনগণের প্রীতি উৎপাদন করত বারাণসীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২-৩। গণপতি, রাত্রিকালে নিজেই পুরবাসী জনগণকে বিচিত্র বিচিত্র স্বপ্ন প্রদর্শন করাইয়া, প্রাতঃকালে তাহার গৃহে গমন করত সেই সকল স্বপ্রদর্শিত স্বপ্নের বলাবল এই প্রকারে কীর্ত্তন করিতেন যে, অহে গৃহস্থগণ! অদ্য রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বিষয় অবলোকন করিয়াছ, আমি তোমাদের কৌতুকোৎ-পত্তির নিমিত্ত তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই প্রকার কহিলেন যে, অহে! বিগত রাত্রিতে চতুর্থ প্রহরের সময় তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ যে, "তুমি এক অতি গভীর মহাহ্রদে প্রায় মগ্ন হইতে হইতে কোনপ্রকারে তটে উপস্থিত হইয়াছ এবং সর্ব্বদা সেই হ্রদের বারি নিবহের সম্পর্কে অতি পিচ্ছিল ও কুত্রাপি পঙ্কময় তট-ভূমিতে অনেকবার তুমি, সেই স্বপ্নাবস্থায় মগ্ন হইয়াছ ও বহুক্লেশে পুনর্ব্বার কথঞ্চিৎ উঠিতে পারিয়াছ" অহো! তোমার এই দুঃস্বপ্নের পরিণাম বড়ই ভয়প্রদ। ৪-৭। অপর কাহাকেও বা তিনি এইরূপ বলিতেন যে, "অহে! অদ্য স্বপ্নযোগে তুমি কাষায়বসনধারী যে মুণ্ডিতমুণ্ড পুরুষ বিলোকন করিয়াছ, সেই দর্শনে তোমার বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে"। ৮। কাহাকেও কহিলেন, "তুমি রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিয়াছ ও তদনন্তর ইন্দ্রধনুর্দ্বয় অবলোকন করিয়াছ" এই সকল দর্শন তোমার পক্ষে শুভকর নহে। ৯। অন্যান্য স্বপ্ন বিলোকনকারী লোকগণকে আহ্বান করিয়া, প্রত্যেককে এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, "অহে! তুমি স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়াছ যেন, পশ্চিমদিকে সূর্য্য উদিত হইয়া, নবীন চন্দ্রমাকে বলপূর্ব্বক আকাশ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছেন" ইহা নিতান্ত রাজ্যের

ভীতিসূচক। অপরকে বলিলেন যে, "কল্য রাত্রিতে স্বপ্নকালে তুমি দেখিয়াছ যেন, দুইটী কেতু পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে" ইহাও বড় শুভলক্ষণ নহে; ইহা নিশ্চয় রাষ্ট্রভঙ্গের সূচক জানিও, "অহো! মহামতে গৃহস্থ! তুমি রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছ যে, তোমার কেশ ও দশন বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও তোমাকে কোন ব্যক্তি দক্ষিণদিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে" ইহা তোমার পক্ষে বিশেষরূপ হানিজনক, ইহাতে সন্দেহ নাই। "অহো! তুমি যে রাত্রি-শেষে দেখিয়াছ, তোমার কুটুম্বের প্রাসাদের উন্নত ধ্বজ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে" ইহা রাজ্যক্ষয়ের চিহ্নস্বরূপ এবং ইহা দ্বারা বিশেষরূপ উৎপাতের সম্ভাবনা আছে। "অহে! তুমি যে রাত্রিশেষে বিলোকন করিয়াছ যেন, এই নগরী ক্ষীরসমুদ্রের লহরীমালায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে" ইহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিন অথবা চারি পক্ষের মধ্যে এই পুরবাসীগণের অতিশয় বিপৎপাত হইবে। "অহো! তুমি নিশাকালে স্বপ্নাবস্থায় বিলোকন করিয়াছ যেন, একটী লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী মহিলা, মুক্তকেশ ও বিবসনা হইয়া ভ্রমণ করিতেছে" ইহার ফল বড়ই বিষম। "অহে! তুমি দেখিয়াছ যে, দেবালয়ের শৃঙ্গস্থিত কলশ ভূমিতে পতিত হইয়াছে" ইহা কতিপয় দিনের মধেই রাজ্যভঙ্গের সূচনাকারী। "হে মহামতে! তুমি যে স্বপ্নযোগে বিলোকন করিয়াছ, যেন বানরগণযুক্ত এক রথে আরোহণ করিয়া, তুমি দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিতেছ" অহে! ইহার ফল যে বিপৎ হইবে; তাহা হইতে যদি আত্মরক্ষা করিতে চাহ, তবে এই ক্ষণেই এই নগরী পরিত্যাগ কর। "অহো! পুরবাসিন্! তুমি রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় বিলোকন করিয়াছ যে, এই নগরী রোরুদ্যমান মৃগযুথের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়াছে" ইহার ফল বড়ই বিষম; এক মাসের মধ্যে তোমাদের এই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহো! এই যে আতায়ী (চিল), যক (বক) ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীগণ সর্ব্বদাই উপরি-ভাগে বিচরণ করিতেছে, ইহারা এই পুরবাসী লোকসমূহের ভবিষ্যৎ মহাঅমঙ্গলের সূচনা করিয়া দিতেছে; ইহা তোমরা স্থির জানিও। আমি দিব্য-নেত্রে তোমাদের এই সকল অশুভ ফল বিলোকন করিতেছি। ১০-১৯। গণপতি, এই প্রকারে নানাবিধ স্বপ্ন ও উৎপাতসমূহ ইতস্ততঃ পুরবাসিগণের নিকট কীর্ত্তন করত, তাহাদের ভয় উৎপাদন করিয়া অনেককেই সেই নগরী হইতে উচ্চাটিত করিলেন। ২০। তিনি নগরমধ্যে উপবেশন করিয়া গ্রহগণ-সঞ্চার প্রদর্শন করিতে করিতে, কখনও বা কোন কোন লোককে কহিলেন যে, "অহো! দেখ তোমার একই রাশিতে সূর্য্য, শুক্র ও মঙ্গল অবস্থান করিতেছে" ইহা তোমার পক্ষে শুভজনক

নহে। ২১। কাহাকেও বা দেখাইতেন যে, "এই দেখ আকাশে ধূমকেতু সপ্তর্ষি-মণ্ডল ভেদ করিয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিয়াছে" ইহা রাজ্যবিনাশের একটী অন্যতম লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ২২। কাহাকেও দেখাইতেন যে, "অহে! বিলোকন কর, বক্রপথস্থিত শনি মন্দগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়া অতিচার প্রাপ্ত হইয়াছে" ইহা বড়ই অশুভজনক। ২৩। "অহো কল্য যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে আমার হৃদয়, ভাবি অমঙ্গলাশঙ্কায় এখনও কম্পিত হইতেছে"। ২৪। এই যে একটী উল্কা. নির্ঘাতের সহিত উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া বিলীন হইয়াছে; ইহাতে এক বিশিষ্ট উৎপাত হইবার সম্ভাবনা। এই মহাবায়ুর বেগে যে, চত্বরস্থিত মহা-মূলশালী চৈত্যবৃক্ষ সমুৎপাটিত হইয়াছে; ইহাতে মহোৎপাতের সম্ভাবনা। এই সূর্য্যোদয়সময়ে প্রত্যহই যে, একটী শুষ্ক বৃক্ষের উপরিভাগে কাক বসিয়া বিসদৃশ ভাবে শব্দ করিতেছে, আমার বিবেচনায় ইহা বড়ই অমঙ্গলজনক। এই যে বিপনির মধ্যে অন্বেষণকারীগণের সম্মুখ হইতে দুইটী অরণ্যচারী মৃগ প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই যে শরৎকালেই আম্রবৃক্ষে মুকুল পরিদৃষ্ট হইয়াছে; ইহাতে পুরবাসীগণের মহাকাল ভয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি। ২৫—২৯।

এই প্রকার ভয় উৎপাদন করত, সেই কপট দ্বিজরূপী গণেশ, অনেক পৌর-বাসীগণকে কাশী পরিত্যাগ করাইলেন। ৩০। এই প্রকারে বাহিরে লোকগণের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া, পরে নিজ মায়াপ্রভাবে নৃপতির অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, স্ত্রীগণের দৃষ্টঅর্থ সকল ব্যাখ্যান করত তাহাদের হৃদয়ে নিতান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৩১। অন্তঃপুরমধ্যে তিনি কোন স্ত্রীকে এইরূপ কহিতেন যে, "অয়ি সুলক্ষণে! তোমার একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন অদ্য অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে, বাহু-সেতুর উপর হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে"। ৩২। কাহাকে দেখিয়া কহিতেন যে, "এই কন্যার গর্ভ হইয়াছে, ইহার একটী কন্যা হইবে, এই নারীটী পূর্ব্বে দুর্ভাগা ছিল কিন্তু এক্ষণে সুভগা হইয়াছে"। ৩৩। কখনও বা রাজান্তঃপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন রাজ্ঞীকে কহিতেন যে, এই রাজ্ঞীটী সকল রাজ্ঞীগণের মধ্যে নৃপতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা; রাজা, স্বীয় বক্ষঃস্থল হইতে মুক্তামালা উন্মোচন করিয়া ইহাকে প্রদান করিয়াছেন। পাঁচ বা সাত দিন অতীত হইয়াছে, রাজা প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে স্ত্রীধনরূপে দুইখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। ৩৪—৩৫।

স্থলে প্রত্যুত্তর করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন, এ প্রকার নির্জ্জনে পরামর্শ জিজ্ঞাসা আপনার পক্ষেই শোভা পায়। আপনি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি ; এ বিষয়ে আপনি কোন প্রকার সংশয় করিবেন না। হে মহারাজ! আমি আপনার মনোবিরক্তির কারণ অবগত আছি ; হে মহাবুদ্ধে রাজন্! আমি যথার্থ বাক্য বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন। হে দিবোদাস নরপতে! আপনি বিক্রমী ও শূর, আর সর্ব্বদা আপনার শুভাদৃষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। পুণ্য, যশ ও বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া আপনি যেমন শোভা পাইতেছেন, আমার বিবেচনায় স্বর্গে ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রও এ প্রকার শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না। আমি বিবেচনা করি যে, আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, প্রসাদে আপনি সুধাকর, তেজোরাশিতে আপনি সূর্য্য, প্রতাপে আপনি অগ্নি, বলে আপনি বায়ু, আপনি শ্রীসমর্পণে কুবের, শাসনে আপনি রুদ্র, রণাঙ্গণে আপনি নীতি, দুষ্টগণের শাসনকারী আপনি পাশধারী বরুণ, নিয়মসমূহে আপনি সাক্ষাৎ যম, ঐশ্বর্য্যে আপনি মহেন্দ্র, ক্ষমাতে আপনি পৃথিবী, মর্য্যাদায় আপনি সমুদ্র, মহত্ত্বে আপনি হিমালয়, রাজনীতিতে আপনি ভার্গব ও রাজ্যে আপনি সাক্ষাৎ মনুর সদৃশ। হে রাজন্! আপনি মেঘের ন্যায় সকলের সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন, গঙ্গানামের ন্যায় আপনি পবিত্র আপনি সকল জন্তুগণকেই কাশীর ন্যায় সুগতি প্রদান করিতেছেন সংহারকালে আপনি রুদ্রের স্বরূপ, পালনে আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ; বিধির ন্যায় আপনি লোকের বিধানকর্ত্তা, আপনার মুখাম্বুজে সাক্ষাৎ সরস্বতী বাস করিতেছেন, আপনার পাণিপদ্মে কমলা বাস করিতেছেন, আপনার ক্রোধে হলাহল বিদ্যমান, আপনার বাক্যই অমৃত, আপনার ভুজদ্বয়ই অশ্বিনীকুমারদ্বয়। হে ভূপতে! আপনার আর অধিক কি বর্ণনা করিব? আপনি একাকীই সর্ব্বদেবস্বরূপ। আপনার ভবিষ্যৎ যাহা শুভ, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞাত আছি। হে ভূপ! আজ হইতে আগামী অষ্টাদশ দিবসে, উত্তরদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিবেন। হে রাজন্! সেই ব্রাহ্মণ আপনাকে যাহা উপদেশ করিবেন, আপনি অবিচারিতভাবে তাঁহা প্রতিপালন করিবেন ; হে মহামতে! তাহা হইলে আপনার হৃদয়স্থিত সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬৩-৭৭।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই প্রকার রাজাকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, রাজাকে জিজ্ঞাসানন্তর তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ করত সন্তুষ্টচিত্তে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; রাজা দিবোদাসও অতিশয় বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। ৭৮। অনন্তর গণেশ আত্মাকে কৃতকৃত্যজ্ঞানে সেই কাশীতে নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করত বাস করিতে লাগি-

লেন। ৭৯। হে কুম্ভযোনে! দিবোদাস নৃপতির রাজ্যেরও প্রাক্কালে যেখানে গণপতির নিজ নিকেতন ছিল, এক্ষণে ব্রাহ্মণরূপী গণপতি, নিজ অবস্থান দ্বারা সেই স্থানই শোভিত করিতে লাগিলেন। ৮০।

অনন্তর গণপতির কথানুসারে বিষ্ণু, উত্তরদিক্ হইতে আগমন করিয়া স্বীয় আদেশানুসারে দিবোদাস নৃপতিকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিলে পর, বিশ্বকর্ম্মা আগমন করিয়া সেই কাশীকে নবীন করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর দেবদেব মহাদেব যখন কাশীতে আগমন করেন, সেই সময় তিনি স্বয়ং গণপতিকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ৮১—৮৩।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ভগবান্ দেবদেব, কি কি প্রকার গণপতির স্তুতি করিয়াছিলেন এবং গণপতিই বা কিরূপে আপনার বহুমূর্ত্তি প্রকটন করেন? সেই গণনায়ক, কোন্ কোন্ নাম দ্বারা বিখ্যাত হইয়া কাশী পুরীতে অবস্থান করিতেছেন; এই সকল বিষয় আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৮৪-৮৫। অগস্ত্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকেয়, অতি মনোহারিণী ও মঙ্গলদায়িনী গণপতিবিষয়িনী-কথা, যথাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮৬।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ঢুণ্টি-বিনায়ক-প্রাদুর্ভাব।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিসত্তম। অনন্তর বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বরী উমা ও আমাকে সঙ্গে লইয়া, বারাণসীপুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমনকালীন নন্দী ও ভৃঙ্গী অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং মহাশাখ, বিশাখ, নৈগমেয়, একাদশরুদ্র ও দেবর্ষিগণ ও তাঁহার অনুগামী হইলেন। সনকাদি ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; সমস্ত আয়তনের অধীশ্বর দিক্পালগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। তীর্থসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে স্ব স্ব পবিত্র জল প্রদান করিল; কিন্নরনিচয় মঙ্গলময় গীত গান করিতে লাগিল। অপ্সরাগণ নানাপ্রকার নৃত্য করত তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। আকাশমার্গে অনাহত বাদ্যনিচয়, চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে অনুমোদিত করিতে লাগিল। ঋষিগণের বেদধ্বনিতে দিঙ্মুখসকল

বধিরীকৃত হইয়া উঠিল। চারণসমূহ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে বিমাননিচয় তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া চলিল। স্বর্গবধূগণ, মুষ্টিতে লাজ গ্রহণ করত, তাঁহার উপর তাহা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তজ্জনিত আনন্দে মহেশ্বরের শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ তাঁহাকে মাল্যনিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। যক্ষ, গুহ্যক, সিদ্ধ এবং খেচরগণ তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন; মৃগ ও পক্ষীগণ পুরোবর্ত্তী হইয়া কাশীপ্রবেশের শুভচিহ্ন জ্ঞাপন করিতে লাগিল। প্রহৃষ্টবদন কিন্নর ও কিন্নরীগণ তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। বিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা ও গণেশ্বর তাঁহার আগমন মহোৎসব করিতে লাগিলেন এবং নাগকন্যাগণ তাঁহার আরতি করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে বারাণসীতে প্রবেশ করত দেবগণের সমক্ষে বৃষেন্দ্র হইতে অবরোহণ করিয়া, গণেশকে আলিঙ্গন করত বলিতে লাগিলেন যে, যে বারাণসী আমার দ্বারা অতীব দুষ্প্রাপ্য ছিল; আমি যে, সেই শুভা বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কেবল এই বালকের প্রসাদমাত্র। ১-১২। ত্রিভুবন মধ্যে যে কার্য্য পিতারও অসাধ্য, সেই কার্য্য পুত্র অনায়াসেই সিদ্ধ করিয়া থাকে; আমাতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। এই বালক গজানন নিজবুদ্ধিবলে, যাহাতে আমি কাশীতে আগমন করিতে পারি, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমিই যথার্থ পুত্রবান্। এই বালক স্বীয় পুরুষকারবলে অনায়াসেই আমার বহুদিনসঞ্চিত মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত ভগবান্ ত্রিপুরারি, এইরূপ বলিয়া আনন্দে সুস্পষ্ট বাণীর দ্বারা গজাননের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩—১৭।

শ্রীকণ্ঠ কহিলেন, হে বিঘ্নকারিগণের শ্রেষ্ঠ! হে ভক্তগণের বিঘ্নের সংহারক! হে বিঘ্নরহিত! হে বিঘ্নশমন! হে মহাবিঘ্নৈকবিঘ্নকৃৎ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে সমস্তগণের অধীশ্বর! তুমিই গণসমূহের অগ্রণী। হে গণ-প্রণতপাদাব্জ! হে গণনাতীত সদ্গুণ! হে সর্ব্বগ! হে সর্ব্বেশ! হে সমস্ত বুদ্ধির একমাত্র নিলয়! হে সর্ব্বমায়া প্রপঞ্চজ্ঞ! হে সর্ব্বকর্ম্মাগ্র পূজিত! হে সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য! হে সর্ব্বমঙ্গল! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অমঙ্গলোপশমন! হে মহামঙ্গলহেতুক! হে সৃষ্টিকারিগণের বন্দনীয়! হে সৃষ্টিকৃতান্ত! হে সংহৃতিকৃৎস্তুত্য! হে সৎকর্ম্মসিদ্ধিদ! তুমি জয়যুক্ত হও! হে সিদ্ধবন্দ্যপদাম্ভোজ! হে সিদ্ধিবিধায়ক! হে সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র নিলয়! হে মহাসিদ্ধিসমৃদ্ধির সূচক! হে অশেষগুণ! হে নির্ম্মাণগুণাতীত! তুমিই গুণাগ্রণী; তুমি জয়যুক্ত হও। হে পরিপূর্ণচরিত্র! হে পরমার্থরূপ! হে গুণবর্জ্জিত! হে বলসমূহের অধীশ্বর!

হে বলারাতি-বলপ্রদ! হে বলাকোজ্জ্বলদগুাগ্র! হে বাল! হে অবালপরাক্রম! হে অনন্ত মহিমার আধার! হে ধরাধরবিদারণ! হে দশানগ্র-প্রোত-দিঙ্‌নাগ! হে নাগ বিভূষণ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে করুণাময়! হে দিব্যমূর্ত্তে! যাহারা তোমাকে প্রণতি করে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার পাপযুক্ত হইলেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; এবং ইহলোকে তুমি তাহাদের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করত, অন্তে তাহাদিগকে স্বর্গ ও অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাক। হে বিঘ্নরাজ! ক্ষিতিতলে ক্ষণকালের জন্যও তুমি যাহাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহাদের পাপ সমূহ ক্ষয় হইয়া যায় এবং কমলা, সেই শ্রেষ্ঠ মানবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে প্রণত জনের বিঘ্ন-বিঘাত-কুশল! হে দাক্ষায়ণী-হৃদয়-পঙ্কজতিগ্মরেশ্ম! যাহারা তোমার স্তব করে, তাহারা এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, তাহারাই এই স্থানে গণাধিপতি হইয়া থাকে। ১৮-২৮। যাহারা সতত তোমার চরণ-পঙ্কজের ধ্যান করে, তাহারা এ জগতে পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য ও বহুতর সম্পদ্ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা তোমার চরণকমলের অনুরাগী; তাহারা বহুভৃত্য পরিবেষ্টিত হইয়া, ভূপালগণভোগ্য বিমলা-কমলাকে লাভ করিয়া থাকে। হে পরমকারণ! তুমি কারণ সমূহেরও কারণ, বেদবিদ্‌-গণের তুমিই একমাত্র বেত্ত; হে মূলবাক্যের অবিষয়! হে চরাচর-দিবমূর্ত্তে! এ জগতে তুমিই একমাত্র অন্বেষণীয়। ২৯-৩০। হে চরাচর-সূত্রধার! বেদ চতুষ্টয় এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। একমাত্র তুমিই এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছ। হে মনোবিষয়! তোমাকে আর কি বলিয়া স্তব করিব? তোমার ক্রোধ-দৃষ্টি-রূপ বাণ সমূহের দ্বারা নিহত ত্রিপুর, অন্ধক এবং জলন্ধর প্রভৃতি দৈত্যগণকে আমি বিনাশ করিয়া থাকি, নতুবা কাহার এমত শক্তি আছে যে, সে তোমা ব্যতিরেকে স্বল্পমাত্রও সিদ্ধিপ্রদ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়? ৩১-৩২। "ঢুণ্ঢি" এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থকরূপেই প্রথিত আছে; সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (বিদিত), এইজন্যই তোমার নাম ঢুণ্ঢি। হে বিনায়ক! হে ঢুণ্ঢিরাজ! তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে? হে ঢুণ্ঢে! কাশীবাসী যে জন প্রথমে তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তৎপরে আমাকে প্রণতি করে, আমি অন্তকালে সেই ব্যক্তিরই কর্ণে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি; যাহাতে তাহাকে আর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়। ৩৩-৩৪। হে ঢুণ্ঢে! প্রথমতঃ ধূলিধূসরিত-পদে সবস্ত্র মণিকর্ণিকায় স্নান

করত দেব, ঋষি, মানব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, জ্ঞানোদ-তীর্থজলে স্নান-পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সুগন্ধ মোদক, উৎকৃষ্ট ধূপ, দীপ ও মাল্য এবং সুগন্ধ বহুল অনুলেপনের দ্বারা কাশীনগরীর ফলদানদক্ষ তোমাকে প্রীত করিয়া, তদনন্তর আমার স্তব করিলে, কোন্ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ না করে ? ৩৫-৩৬। হে ঢুণ্ঢে ! তৎপরে ক্রমবর্জ্জিত হইয়াও কাশীস্থ অন্যান্য তীর্থ সমূহের যাত্রা করিয়া, তোমার করুণাকটাক্ষবলে মানব স্বকীয় হিতবিঘাতী উপসর্গ সমূহকে দূরীকৃত করিয়া, এই কাশীতে অবিকল ফললাভ করিয়া থাকে। ৩৭। হে ঢুণ্ঢিবিনায়ক ! কাশীতে যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে তোমাকে প্রণাম করে, তাহার বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তির ইহকালে এ জগতের কোন বস্তু বা পরকালেও কোন পদার্থ দুষ্প্রাপ্য থাকে না। যে ব্যক্তি তোমার নাম জপ করে, অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রতিক্ষণ সেই ব্যক্তিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি এ জগতে বহুতর দেবভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়া, অন্তিমে মোক্ষলক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে। ৩৮ ৩৯। হে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ ঢুণ্ঢিরাজ ! দূরে অবস্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি নিরন্তর তোমার পাদপীঠের চিন্তা করে, সে ব্যক্তিও অবিকল কাশীবাসের ফল লাভ করিয়া থাকে ; আমার বাক্য কখন অন্যথা বা ব্যর্থ নহে। হে মহাভাগ ! এই ক্ষেত্রের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিবার জন্য তুমি নানারূপে এস্থানে অবস্থান করিতেছ; তাহা আমি জানি। হে অনঘ ! যে যে স্থানে তোমার যে যে রূপ আছে, আমি তাহা বলিতেছি, এই দেবগণ শ্রবণ করুন। ৪০-৪২। প্রথমতঃ আমার অল্প দক্ষিণে তুমি ঢুণ্ঢিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করত তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রদান করিতেছ। হে গণেশ ! মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে যে সমস্ত ব্যক্তি, সুগন্ধ মোদকসমূহ এবং বিবিধপ্রকার গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা তোমাকে পূজা করে, হে পুত্র ! আমি তাহাদিগকেই এই স্থানে আপনার গণ করিয়া থাকি। ৪৩-৪৪। হে ঢুণ্ঢে ! প্রত্যেক চতুর্থীতে যে সমস্ত গাঢ়মতি ব্যক্তিগণ তোমাকে পূজা করেন, তাঁহারাই এজগতে যথার্থ কৃতী এবং হে গজানন ! সেই সমস্ত মহাত্মারাই সমস্ত আপদের মস্তকে বামপদের আঘাত করিয়া সম্যক্‌প্রকারে গজাননত্ব লাভ করিয়া থাকেন। হে ঢুণ্ঢে ! মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে নক্তব্রত করিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি তোমার অর্চ্চনা করে, তাঁহারা দেবগণেরও পূজনীয় হইয়া থাকেন। ৪৫-৪৬। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীতে তোমার বার্ষিকী যাত্রা করিয়া, শুক্লতিলের দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করত ব্রতশীল ব্যক্তি তাহা ভোজন করিবে। হে

ঢুণ্ডে! যাহারা কাশীক্ষেত্রে সিদ্ধি অভিলাষ করে, তাহাদের, তোমার প্রীতির উদ্দেশে যত্ন সহকারে উক্ত চতুর্থীতে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নহারিণী তোমার বার্ষিকী যাত্রা অবশ্য করা উচিত। ৪৭-৪৮। যে ব্যক্তি নানাবিধ নৈবেদ্য ও তিলের লাড়ুর দ্বারা তোমার সেই বার্ষিকী যাত্রা না করিবে, সে আমার আজ্ঞাক্রমে বহুতর বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া অবশ্য নিধন প্রাপ্ত হইবে। যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেই চতুর্থীতে তিল-মিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা হোম করিবেন, তাঁহার মন্ত্র অনায়াসেই সিদ্ধ হইবে। ৪৯-৫০। হে গজানন! তোমার সম্মুখে যে ব্যক্তি, তোমার বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র জপ করিবে, হে ঢুণ্ডে! সেই মন্ত্র অবশ্যই সাধককে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করিবে। ৫১।

ঈশ্বর কহিলেন, সদ্বুদ্ধিশালী যে জন, মৎকৃত এই স্তব পাঠ করিবে, বিঘ্নরাশি কখনই তাহাকে পীড়া প্রদান করিবে না। যে ব্যক্তি, ঢুণ্ডিরাজগণেশের সন্নিকটে ঢুণ্ডিরাজের এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি সর্ব্বদা তাহার সান্নিধ্য-ভজনা করিয়া থাকেন। ৫২-৫৩। মানব, নিয়তচিত্তে এই স্তব পাঠ করিলে, কখন মানসিক পাপের দ্বারাও অভিভূত হয় না। ঢুণ্ডিরাজের স্তব পাঠ করিলে মানব পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, সুন্দর অশ্ব, সুন্দর গৃহ, ধন ও ধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৪-৫৫। যাঁহারা মুক্তির অভিলাষ করেন, তাঁহাদের সতত যত্ন সহকারে সর্ব্বসম্পৎকর নামক মদুক্ত এই স্তোত্র পাঠ করা উচিত। কোন কার্য্যে গমন করিবার সময় যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, সিদ্ধিনিচয় তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। ৫৬-৫৭। এই ক্ষেত্ররক্ষার নিমিত্ত ঢুণ্ডিরাজ যে যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি; এই দেবগণ শ্রবণ করুন। কাশীতে গঙ্গা ও অসিসঙ্গমের নিকট "অর্কবিনায়ক" আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবের সর্ব্বপ্রকার তাপ শান্তি হইয়া যায়। ৫৮-৫৯। কাশীর দক্ষিণভাগে "দুর্গ" নামে গণেশ আছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি নাশ করিয়া থাকেন; মানব-গণের যত্ন সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। ৬০। ভীমচণ্ডীশ্বরের নিকটে ক্ষেত্রের নৈর্ঋতদিকে "ভীমচণ্ডীবিনায়ক" অবস্থান করিতেছেন; ইহাঁকে দর্শন করিলে মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ৬১। ক্ষেত্রের পশ্চিম-ভাগে "দেহলীবিনায়ক" অবস্থিতি করিতেছেন; ইনি স্বকীয় ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন দূর করিয়া থাকেন, ইহা নিঃসংশয় জানিও। ৬২। ক্ষেত্রের বায়ুদিকে "উদ্দণ্ডাখ্য" নামক গণপতি বর্ত্তমান আছেন; ইনি ভক্তের অতি ভীষণ বিঘ্ন-সমূহকে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৬৩। কাশীর উত্তরদিকে সর্ব্বদাই "পাশপাণি" নামক গণপতি বিরাজমান আছেন; ইনি ভক্তিপূর্ণ কাশীনিবাসিগণের অনিষ্টকারী-

গণকে সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৬৪। গঙ্গা ও বরণার পবিত্র সঙ্গম-স্থলে রম্যাকৃতি "খর্ব্ববিনায়ক" অবস্থান করিতেছেন; ইনি ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টরূপ বিঘ্নরাশিকেও দূর করিয়া থাকেন। ৬৫। কাশীর পূর্ব্বভাগে ও যম-তীর্থের পশ্চিমাংশে সাধকগণের সত্বর সিদ্ধিপ্রদানকারী পরমসিদ্ধ "সিদ্ধিবিনায়ক" বিরাজমান রহিয়াছেন। ৬৬। বারাণসীর বাহ্যাবরণস্থিত এই আটটী বিনায়ক অভক্তগণকে কাশী হইতে বিতাড়িত করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন। ৬৭।

বারাণসীর দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিতি করত যে সকল বিনায়কগণ ক্ষেত্র-রক্ষা করিতেছেন, আমি এইক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৮।

জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে অর্কবিনায়কের উত্তরভাগে "লম্বোদর" নামক গণপতি বিদ্যমান আছেন; ইনি ভক্তগণের বিঘ্নকর্দ্দম প্রক্ষালিত করিয়া থাকেন। ৬৯। তাঁহার পশ্চিমদিকে এবং দুর্গবিনায়কের উত্তরাংশে "কূটদন্ত" নামক গণাধিপ, অতি উৎকট বিঘ্নসমূহের বিনাশ করত এই পবিত্র ক্ষেত্রটী সর্ব্বদা রক্ষা করিতে-ছেন। ৭০। ভীমচণ্ডগণপতির কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে ক্ষেত্রের রক্ষাকারী "শাল-কটঙ্কট" নামক গণপতিকে ভক্তগণ ভক্তির সহিত পূজা করিবে। ৭১। দেহলী-বিনায়কের পূর্ব্বদিকে "কুশ্মাণ্ডাখ্য" বিনায়ককে মহোৎপাত সমূহের বিনাশার্থে সর্ব্বদা ভক্তির সহিত পূজা করা কর্ত্তব্য। ৭২। উদ্দণ্ডাখ্য গণপতির আগ্নেয়দিকে মহাপ্রসিদ্ধ "মুণ্ডবিনায়ক" অবস্থান করিতেছেন; ইহাঁকে অতি ভক্তির সহিত পূজা করা উচিত। ৭৩। সেই মুণ্ডবিনায়কের দেহ পাতাল পর্য্যন্ত ব্যাপী; তাঁহার মুণ্ডমাত্রই কাশীতে দেখা যায়, এইজন্যই কাশীক্ষেত্রে তাঁহাকে লোকে মুণ্ডবিনায়ক বলিয়া থাকে। ৭৪। পাশপাণিনামক গণপতির দক্ষিণভাগে "বিকটদ্বিজ" নামক গণেশের ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিলে মানব গাণপত্য-পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৭৫। খর্ব্বাখ্য বিনায়কের নৈঋতভাগে "রাজপুত্র" নামক বিনায়ক বিরাজ-মান আছেন; ইহাঁর অর্চ্চনা করিলে রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও স্বকীয় রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৭৬। গঙ্গার পশ্চিমতটে রাজপুত্র গণেশের দক্ষিণভাগে "প্রণব" নামক গণপতিকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে মানব স্বর্গ লাভ করিতে পারে। ৭৭। বারাণসীর দ্বিতীয় আবরণে এই আটটী বিনায়ক, কাশীবাসিগণের বিঘ্ন-রাশিকে অপহত করিয়া থাকেন। ৭৮।

অবিমুক্তক্ষেত্রের তৃতীয় আবরণে ক্ষেত্ররক্ষাকারী যে সক। গণপতি, সর্ব্বদা

বাস করিতেছেন; আমি এইক্ষণে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ৭৯।

উত্তরবাহিনী জহ্নুতনয়ার পবিত্র রমণীয় তটে লম্বোদর নামক গণেশের উত্তরদিকে "বক্রতুণ্ড" নামক গণপতি, সর্ব্বদাই কাশীবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নরাশিকে হরণ করিতেছেন। ৮০। কূটদন্ত নামক গণপতির উত্তরদিকে "একদন্তক" নামক গণপতি, সর্ব্বদাই বিঘ্নরাশি হইতে আনন্দকানন রক্ষা করিতেছেন। ৮১। শালকটঙ্কট বিনায়কের ঈশানভাগে "ত্রিমুখ" নামক গণপতি বিরাজমান আছেন; ইহাঁর মুখ, বানর, সিংহ ও হস্তীর ন্যায়। ৮২। কুশ্মাণ্ড নামক গণেশের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে "পঞ্চাস্য" নামক গণপতি বিরাজমান আছেন; ইহাঁর রথে সিংহ যোজিত আছে ও ইনি সর্ব্বদা নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে কাশীপুরীকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ৮৩। মুণ্ডবিনায়কের অগ্নিদিগ্‌ভাগে "হেরম্ব" নামক গণাধিপ বিরাজমান; ইনি জননার ন্যায় কাশীবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। ৮৪। বিকট দন্ত নামক গণাধিপের দক্ষিণদিগ্‌ভাগে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক "বিঘ্নরাজ" নামক গণপতিকে বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের সর্ব্বদাই পূজা করা উচিত। ৮৫। রাজপুত্র নামক বিনায়কের নৈর্ঋত দিগ্‌ভাগে অবস্থিত "বরদ" নামক গণপতি ভক্তি সহকারে অর্চ্চিত হইয়া, ভক্তগণের অভীষ্ট বরপ্রদান করিয়া থাকেন। ৮৬। প্রণব বিনায়কের দক্ষিণভাগে "মোদকপ্রিয়" নামক গণপতিকে গঙ্গার পশ্চিমতটে পিশঙ্গিল তীর্থে পূজা করিলে অভীষ্ট লাভ করা যায়। ৮৭।

বারাণসীর চতুর্থ আবরণে ভক্তগণের বিঘ্নবিনাশকারী যে আটটী বিনায়ক বিদ্যমান রহিয়াছেন, পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে দর্শন করা উচিত। ৮৮।

বক্রতুণ্ড নামক গণপতির উত্তরদিকে জহ্নুতনয়ার পশ্চিমতীরে অবস্থিত "অভয়দ" নামক বিনায়ক বিরাজমান রহিয়াছেন; ইনি কাশীবাশীগণের ভয় বিনাশ করিয়া থাকেন। ৮৯। একদশন নামক বিনায়কের উত্তরদিকে "সিংহতুণ্ড" নামক গণপতি অবস্থিতি করত বারাণসীবাসিগণের বিঘ্নরূপ মত্তহস্তীগণকে বিনাশ করিতেছেন। ৯০। ত্রিতুণ্ডবিনায়কের ঈশানদিগ্‌ভাগে অবস্থিত "কূণিতাক্ষ" নামক গণপতি সর্ব্বদা দুষ্টগণের বিষম দৃষ্টিপাত হইতে পরম পবিত্র মহাশ্মশানকে রক্ষা করিতেছেন। ৯১। পঞ্চাস্য বিনায়কের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অবস্থিত "ক্ষিপপ্রসাদন" নামক গণপতি, সর্ব্বদা পুরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত আছেন; ইহাঁর পূজা করিলে ভক্তগণের অভিলাষ অচিরেই পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। ৯২। হেরম্ববিনায়কের বহ্নিদিগ্‌ভাগে

ভক্তগণের সাক্ষাৎচিন্তামণিস্বরূপ "চিন্তামণিবিনায়ক" বিদ্যমান রহিয়াছেন; ইনি চিন্তামাত্রেই ভক্তগণের অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। ৯৩। বিঘ্নরাজ বিনায়কের দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে "দন্তহস্ত" নামক গণপতি বিদ্যমান আছেন; ইনি বারাণসীর দ্রোহকারী মনুষ্যগণের ভাগ্যে অনন্ত বিঘ্নসহস্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৯৪। বরদনামক গণেশের নৈঋ‌র্তদিকে রাক্ষসগণ বেষ্টিত "পিচিণ্ডিল" নামক গণাধিপ, দিবারাত্রি পুরীকে রক্ষা করিতেছেন। ৯৫। পিলপিলাতীর্থে মোদকপ্রিয় বিনায়কের দক্ষিণভাগে "উদ্দণ্ডমুণ্ড" নামক গণপতি দৃষ্ট হইয়া, ভক্তগণের কোন্ অভিলাষটী পূরণ না করিয়া থাকেন? ৯৬।

বারাণসীর পঞ্চম আবরণে যে আটটী বিনায়ক, সর্ব্বদা সাবধানে কাশীক্ষেত্রের রক্ষা করিতেছেন; এইক্ষণে আমি তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। ৯৭। স্বর্গতরঙ্গিণীর পশ্চিমতীরে অভয়প্রদ নামক বিনায়কের উত্তরদিকে অবস্থিত "স্থূলদন্ত" নামক গণপতি, ভক্ত মহাত্মাগণের অতি মহতী সিদ্ধি পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৯৮। সিংহতুণ্ড বিনায়কের উত্তরভাগে অবস্থিত "কলিপ্রিয়" নামক গণপতি, কাশীবাসিগণের দ্রোহকারীগণকে সর্ব্বদা পরস্পর তীব্র কলহে ব্যাপৃত করিয়া থাকেন। ৯৯। কুণিতাক্ষ বিনায়কের ঈশানদিগ্‌ভাগে "চতুর্দ্দন্ত" নামক গণপতি বিরাজমান আছেন; তাঁহার দর্শন করিলেই মানবগণের বিঘ্নরাশি নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১০০। দ্বিতুণ্ড নামক গণনায়ক, ইন্দ্রের প্রসাদে অগ্র ও পৃষ্ঠভাগে সমানরূপে শ্রীকে ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ সর্ব্বতোমুখী শ্রীলাভ করিয়া থাকে। ১০১। চিন্তামণিবিনায়কের অগ্নিকোণে "জ্যেষ্ঠ" নামে গণাধ্যক্ষ অবস্থিত আছেন; আমার পুত্রগণের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার পূজা করা উচিত। দন্তহস্তের দক্ষিণদিকে "গজবিনায়ক" অবস্থিত আছেন; ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে গজসম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। ১০২-১০৪। পিচিণ্ডিল নামক গণপতির দক্ষিণভাগে কালবিনায়ক অবস্থিত আছেন; তাঁহার সেবা করিলে মানবগণের কালভয় থাকে না। উদ্দণ্ডমুণ্ড নামক গণপতির দক্ষিণদিকে অবস্থিত নাগেশবিনায়ককে দর্শন করিলে, নাগলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১০৫-১০৬। এক্ষণে ষষ্ঠাবরণস্থিত বিঘ্নবিনায়কগণ কথিত হইতেছেন; তাঁহাদের নাম শ্রবণমাত্রেই মানবগণের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে "মণিকর্ণ" নামে গণপতি অবস্থান করিতেছেন; তিনি বিঘ্ন সমূহের বিনাশ করিয়া থাকেন। বহ্নিকোণে "আশাবিনায়ক" অবস্থিত আছেন; তিনি ভক্তগণের আশা পূর্ণ করিয়া থাকেন। দক্ষিণদিকে "সৃষ্টিগণেশ"

অবস্থিত আছেন ; তিনি সৃষ্টিসংহারের সূচনা করিয়া থাকেন। নৈঋ´তদিকে "যক্ষ-বিঘ্নেশ" নামক বিনায়ক অবস্থান করিতেছেন ; তিনি সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হরণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিকে "গজকর্ণ" নামক গণপতি অবস্থান করিতেছেন ; তিনি সকলের মঙ্গল করিয়া থাকেন। বায়ুকোণে "চিত্রঘণ্ট" নামক গণপতি অবস্থান করত এই পুরীকে পালন করিতেছেন। উত্তরদিকে "স্থূলজঙ্ঘ" নামক গণপতি অবস্থিত আছেন ; তিনি শান্তিশীল মানবগণের পাপ শমন করিয়া থাকেন। ঈশান-কোণে "মঙ্গলবিনায়ক" অবস্থান করত আমার পুরী রক্ষা করিতেছেন। ১০৭-১১১। যম-তীর্থের উত্তরদিকে "মিত্রবিনায়ক" অবস্থিত আছেন। সপ্তমাবরণে যে সমস্ত বিনায়ক আছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। মোদ প্রভৃতি পাঁচটী গণপতি, ষষ্ঠ জ্ঞানবিনায়ক এবং সপ্তম দ্বারবিঘ্নেশ ; ইহাঁরা মহাদ্বারের পুরোভাগে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অষ্টম অবিমুক্তবিনায়ক, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রণতচিত্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশকর কর্ম্মনিচয়কে হরণ করত অবস্থিত আছেন। ১১২-১১৪। যে ব্যক্তি এই ষট্পঞ্চাশৎ গণপতির নাম স্মরণ করে, সে দূরদেশে অবস্থিত হইলেও মৃত্যুকালে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ১১৫। যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ষট্পঞ্চাশৎ গণপতির নাম কীর্ত্তনের সহিত ঢুণ্ঢিরাজের পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহার পদে পদে সিদ্ধিলাভ হইবে। যে কোন স্থানে এই গণেশ্বর সমূহকে স্মরণ করিলে, উৎকট বিপৎ সমুদ্র মধ্যে নিপতিত মনুষ্য রক্ষা পাইয়া থাকে। ১১৬-১১৭। যে ব্যক্তি এই পবিত্র স্তোত্র ও এই সমস্ত গণপতির নাম শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কোন কালেই বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ব্যবহারদক্ষ দেবদেব মহেশ্বর, এই সমস্ত বলিয়া মহানন্দ-চিত্তে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত-অর্থ প্রদান পূর্ব্বক সকলেরই যথাযোগ্য সৎকার করত বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বিনির্ম্মিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ১১৮-১২০।

স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব ভগবান্ মহেশ্বর কর্ত্তৃক গণপতি এইরূপে সংস্তুত হইয়াছিলেন এবং সেই বিঘ্নরাজ কাশীতে এই সমস্ত নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হে কুম্ভজ! ঢুণ্ঢিরাজের এই সমস্ত নাম জপ করিলে মনুষ্য নিজ বাঞ্ছিত-বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২১-১২২। ঢুণ্ঢিরাজ গণপতির আরও অনেক মূর্ত্তি-ভেদ আছে, সেই সমস্ত মূর্ত্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তি সহকারে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ভগীরথগণপতি, হরিশ্চন্দ্রবিনায়ক, কপর্দ্দবিনায়ক এবং বিঘ্নবিনায়ক প্রভৃতি বহুতর মূর্ত্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা

করিলে মানবগণের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। মানব ভক্তি সহকারে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, সমস্ত বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাঞ্ছিত-পদ লাভ করিয়া থাকে। ১২৩-১২৬।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—*—

বিষ্ণুমায়া ও দিবোদাস নৃপতির নির্ব্বাণ প্রাপ্তি কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! যখন অবিমুক্তক্ষেত্রে গণপতি এইপ্রকারে বহুতর বিলম্ব করিতেছিলেন, তৎকালে দেবদেব মহাদেব, মন্দর পর্ব্বতে কি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন? ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! আমি কাশীসম্বন্ধিনী অতি শুভময়ী কথা কীর্ত্তন করিতেছি; এই কথা শ্রবণ করিলে জীবগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে; তুমি অবহিতচিত্তে ইহা শ্রবণ কর কর। ২। ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ বারাণসী পুরীতে গণপতির অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, পূর্ব্বে মহেশ্বর, নিকটস্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি আগ্রহ সহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত বহুমান পূর্ব্বক তাঁহাকে কাশীযাত্রাসম্বন্ধে অনেক কথা উপদেশ করিয়া, অবসানে ইহাও কহিলেন যে, "হে বিষ্ণো! দেখিও, যেমন অন্যান্য ব্যক্তি কাশীতে প্রস্থান করিয়া যে প্রকার আচরণ করিয়াছে, তুমি যেন তাহা করিও না"। ৩—৪।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে মহেশ্বর! প্রাণিগণের কর্ত্তব্য ইহাই যে, তাহারা যেন নিজ বুদ্ধির বলাবল বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; তৎপরে তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি, সে কেবল আপনার কৃপার উপরেই নির্ভর করে। প্রাণিগণের কি সাধ্য যে, তাহারা আপনার কৃপা ব্যতিরেকে কোন্ কর্ম্মের সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? কর্ম্মও অচেতন, প্রাণিগণও স্বতন্ত্র নহে; হে প্রভো! আপনি সেই কর্ম্মনিবহের সাক্ষী এবং প্রাণিগণেরও প্রবর্ত্তক; কিন্তু হে মহেশ্বর! যাহারা আপনার শ্রীচরণের একমাত্র ভক্ত, তাহাদের সেই প্রকারই কর্ম্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; যাহা দেখিয়া আপনি পশ্চাৎ বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি সম্যক্ অনুষ্ঠানই করিয়াছে। এ জগতে অল্প বা অধিক যাহা কিছু কর্ম্ম আছে, তাহা কেবল হে গিরিশ! আপনার

পদানুস্মরণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। হে প্রভো! যে কার্য্য আপনার পদস্মরণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা সুবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রযুক্ত ও সুন্দর সিদ্ধি লাভ করিলেও সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ভগবন্! আপনার প্রেরণাতেই আমি অদ্য এই কার্য্যে উদ্যত হইতেছি। আপনার চরণের প্রতি আমাদের একান্ত ভক্তির প্রসাদেই বা সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহাই আমাদের স্থিরবিশ্বাস। হে শিব! নিজের বুদ্ধিবল ও পৌরুষের দ্বারা যে কার্য্য নিতান্ত অসাধ্য, আপনার পদস্মরণ পূর্ব্বক সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সম্যক্ প্রকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বিভো! হে ভব! যাহারা আপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কার্য্যার্থ গমন করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্য সকল সিদ্ধিযুক্ত হইয়া আপনার ভয়েতেই তাহাদের সম্মুখে আসিয়া থাকে। হে মহাদেব আপনার এ কার্য্যটী সিদ্ধই হইয়াছে জানিবেন; কিন্তু এক্ষণে কাশীপ্রবেশের নিমিত্ত একটী শুভ সময় চিন্তনীয়। অথবা অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্তির জন্য শুভাশুভ, চিন্তা করায় কি আবশ্যক ? যখনই কাশীতে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই সময়ই অতি শুভ। ৫—১৪।

এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়া লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু, মহাদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্দরপর্ব্বত হইতে, বারাণসীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ১৫। তদনন্তর বিষ্ণু, বারাণসীপুরীকে দূর হইতেই বিলোকন করিয়া, স্বকীয় "পুণ্ডরীক-নেত্র" এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন। ১৬। তৎপরে তিনি কাশীর উত্তরভাগে পরমপবিত্র গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমস্থলে, স্বচ্ছমানসে হস্ত-পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবস্ত্রে স্নান করিলেন। যে দিন প্রথমেই কাশী আসিয়া ভগবান্ বিষ্ণু এইস্থানে পাদদ্বয় ক্ষালিত করেন, সেইদিন হইতে এই সঙ্গম-তীর্থের "পাদোদক" নাম বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭-১৮। যে জনগণ এই পাদোদক-তীর্থে স্নান করিবে, তাহাদের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ সেইক্ষণেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সেই পাদোদক-তীর্থে মনুষ্য, তিলোদক প্রদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে, নিজ বংশীয় একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি এই পাদোদক-তীর্থে স্নান বা ইহার জলপান কিম্বা ইহার জলদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিবে; নরক, কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিষ্ণুপাদোদক-তীর্থের জল একবারমাত্র পান করিলে, প্রাণিগণ আর কখনও জন্মান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক জননীর স্তন্য পান করে না। সচক্র শালগ্রামশিলাকে স্নান করাইয়া, সেই জলের সহিত এই বিষ্ণু-পাদোদকের জল পান করিলে, মনুষ্য নির্ব্বাণপদবী লাভ করিতে সমর্থ

হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণু-পাদোদক-তীর্থের জল পান করিয়াছে, বহুকালের পুরাতন অনল্প ফলপ্রদ সুধাতেই বা তাহার কি প্রয়োজন ? কাশীতে বিষ্ণু-পাদোদক-তীর্থের জল যে ব্যক্তির জঠরে প্রবেশ না করে, জলবুদ্বুদসন্নিভ সেই ব্যক্তির জীবন বিফল। ১৯-২৬।

লক্ষ্মীদেবী ও গরুড়ের সহিত ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, সেই তীর্থে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করত নিজের সেই সর্ব্বব্যাপিনী মূর্ত্তি সংহার করত, এক প্রস্তরময় সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই নিজে তাঁহাকে পূজা করিলেন। ২৭-২৮। সেই পরমেশ্বর-সম্বন্ধিনী শিলাময়ী আদিকেশবনাম্নী শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করিলে মানবগণ, বৈকুণ্ঠকেও নিজের গৃহাঙ্গণের ন্যায় অনায়াসলভ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। ২৯। কাশীর সীমাপ্রদেশে শ্বেতদ্বীপ নামক যে স্থান আছে, আদিকেশব-মূর্ত্তির সেবকগণ সেই শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া, বাস্তব শ্বেতদ্বীপবাসের সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। ৩০। সেই আদিকেশবের সম্মুখে ক্ষীরাব্ধি নামক অপর একটী তীর্থ বিদ্যমান আছে ; সেই তীর্থে যে ব্যক্তি উদকক্রিয়া সম্পাদন করে, সে ক্ষীরাব্ধিতটে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৩১। সেই স্থানে মনুষ্য, শ্রাদ্ধ করিয়া শাস্ত্রোক্ত ভূষণসমূহে সমলঙ্কৃত পয়স্বিনা গাভী প্রদান করিলে, নিজ পিতৃগণকে ক্ষীরাব্ধির তটে বাস করাইতে সমর্থ হয়। ৩২। যে পবিত্রাত্মা মনুষ্য, সেই ক্ষীরাব্ধি-তীর্থে ভক্তি সহকারে একটীমাত্র ধেনু প্রদান করিতে পারে, তাহার বংশোদ্ভব একশত এক সংখ্যক পূর্ব্বপুরুষগণ, পায়স-কর্দ্দমময় ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৩৩। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেই তীর্থে বহুতর দক্ষিণার সহিত অনেক পয়স্বিনা ধেনু দান করিতে সমর্থ হয়, তাহার পিতৃপুরুষগণ, প্রত্যেকেই অনন্ত সুখময় শয্যাদি ভোগ্য দ্রব্যের সহিত অনন্তকাল ক্ষীরোদসমুদ্র-তটে বাস করিতে পারে। ৩৪।

ক্ষীরোদের দক্ষিণভাগে শঙ্খ-তীর্থনামে এক অত্যুত্তম তীর্থ আছে ; তাহাতে স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণ করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকেও সম্মানভাগী হইয়া থাকে। ৩৫। তাহার দক্ষিণদিকে পিতৃগণের অতিদুর্লভ চক্রতীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে ; সেইখানে শ্রাদ্ধ-বিধান করিলে, মনুজ, পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৩৬। তাহারই নিকটে সকল প্রকার ব্যাধিবিনাশকারী গদাতীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ; সেই তীর্থে স্নানাদি করিলে পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে পারা যায় ও পাপনিবহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ৩৭। তাহারই অগ্রভাগে পদ্মতীর্থ ; সেইখানে যে নরশ্রেষ্ঠ স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি

কখনও দরিদ্র হয় না। ৩৮। সেই স্থানেই ত্রিভুবনবিশ্রুত মহালক্ষ্মী-তীর্থ বিদ্যমান আছে। সেই তীর্থে ত্রৈলোক্যের হর্ষদায়িনী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ বর্ত্তমানা আছেন; সেই মহালক্ষ্মী-তীর্থে স্নানান্তে বিহিত রত্ন-কাঞ্চনাদি ও পট্টবস্ত্র সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলে মনুষ্য কখনও লক্ষ্মী কর্ত্তৃক বিযুক্ত হয় না। ৩৯-৪০।

মহালক্ষ্মী-তীর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দানাদি করিলে পর, মানব যেখানে যে কুলে উৎপন্ন হইবে, তথায়ই সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে এবং এই তীর্থের গৌরবে তাহার পিতৃপুরুষগণ সর্ব্বদা শ্রীসম্পন্ন হইবেন। ৪১। সেই স্থানে মহালক্ষ্মীর একটী ত্রিভুবনবিশ্রুতা মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। সেই মূর্ত্তিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলে, মনুষ্য কখনও রোগভোগ করে না। ৪২। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া, সেই মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে পারিলে, ব্রতানুষ্ঠায়ী মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার ব্রতের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪৩। তাহারই নিকটে গরুড়কেশবের সন্নিধানে একটী গরুড়-তীর্থ বর্ত্তমান আছে; সেই তীর্থে ভক্তি সহকারে স্নান করিলে পর, মনুষ্য আর সংসাররূপ সর্পকে বিলোকন করে না। ৪৪। তাহার অগ্রভাগে মহাপাতকনাশন নারদ-তীর্থ আছে; সেই তীর্থে নারদ, ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৫। সেই নারদ-তীর্থে সম্যক্‌প্রকার বিধি অনুসারে স্নান করিলে; মানব, কেশবের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হয় বলিয়া, তাহার নিকটস্থিত বিষ্ণু-বিগ্রহকে নারদকেশব বলা যায়। মনুষ্য ভক্তি-সহকারে দেব নারদকেশবের অর্চ্চনা করিলে, আর কখনও তাহাকে জননীর জঠর বিলোকন করিতে হয় না। ৪৬-৪৭। তাহার অগ্রভাগে প্রহ্লাদ-তীর্থ; এই তীর্থে প্রহ্লাদকেশবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। এই প্রহ্লাদ-তীর্থে স্নানান্তে শ্রাদ্ধাদি করিলে, মনুষ্য বিষ্ণুলোকেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪৮। প্রহ্লাদ-তীর্থের সন্নিধানে আম্বরীষ নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান আছে; সেই তীর্থে উদকক্রিয়া করিলে, মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৪৯। আদি-কেশবের পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমান আদিত্যকেশব, ভক্তিসহকারে পূজনীয়। সেই আদিত্যকেশবের দর্শনমাত্রেই মানব, মহাপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫০। তাহার পার্শ্বেই দত্তাত্রেয়েশ্বর-তীর্থ; সেই তীর্থের উপরেই আদি-গদাধরমূর্ত্তি। দত্তাত্রেয়েশ্বর-তীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিলে, মানব জ্ঞানযোগ লাভ করিতে পারে। ৫১। ভৃগুকেশবের পূর্ব্বভাগে ভার্গব নামক পরমতীর্থ; সেই ভার্গব-তীর্থে স্নান করিলে, মানব ভার্গবের ন্যায় সুবুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম

হয়। ৫২। সেই স্থানেই বামনকেশবের পূর্ব্বভাগে বামন-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই বামনকেশবকে পূজা করিলে, মনুষ্য বামনদেবের নিকটে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৫৩। নরনারায়ণমূর্ত্তির পুরোভাগে নরনারায়ণ নামক তীর্থ বিদ্যমান আছে; সেই তীর্থে স্নান করিলে, মনুষ্য সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ হয়। ৫৪। তাহার পুরোভাগে পাপনাশন যজ্ঞবারাহ নামক তীর্থ; সেই তীর্থে মজ্জন করিলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৫৫। সেই স্থানে বিদারনারসিংহ নামক নির্ম্মল তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ বিদীর্ণ হইয়া যায়। গোপী-গোবিন্দের সম্মুখে গোপীগোবিন্দ নামক তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করত বিষ্ণুর পূজা করিলে বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। ৫৬-৫৭। গোপীগোবিন্দের দক্ষিণ-ভাগে লক্ষ্মীনৃসিংহ নামক তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করিলে কখনও লক্ষ্মীহীন হইতে হয় না। লক্ষ্মীনৃসিংহ-তীর্থের সম্মুখে শেষমাধবের সন্নিকটে শেষতীর্থ বিদ্যমান আছে; তাহার জলে পিতৃগণের তর্পণ করিলে তাঁহাদের তৃপ্তির সীমা থাকে না। ৫৮-৫৯। শেষতীর্থের দক্ষিণভাগে সুনির্ম্মল শঙ্খমাধব-তীর্থ আছে; পাপাত্মা ব্যক্তিও তাহাতে স্নান করিলে নির্ম্মল হইয়া থাকে। শঙ্খমাধব-তীর্থের সম্মুখে হয়গ্রীব নামক পরম পবিত্র তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করত হয়গ্রীব নামক কেশবের পূজা করিয়া তাঁহার সন্নিকটে পিণ্ডপ্রদান করিলে, মানব পূর্ব্ব-পুরুষগণের সহিত হয়গ্রীবসম্বন্ধি শ্রীলাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। ৬০-৬২।

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোদ্ভব! আমি প্রসঙ্গাধীন এই কয়টীমাত্র তীর্থের নাম কীর্ত্তন করিলাম; কাশীতে একতিলমাত্র ভূমিতেও বহুতর তীর্থ অবস্থিত আছে। আমি যে সমস্ত তীর্থ কীর্ত্তন করিলাম, তাহাদের নামমাত্র শ্রবণ করিলেও মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। এক্ষণে শঙ্খচক্রগদাধর বৈকুণ্ঠনাথ কাশীতে যাহা করিয়াছিলেন, সেই প্রকৃত বিষয় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৩-৬৫। অনন্তর ভগবান্ কেশব, সেই কৈশবীমূর্ত্তিমধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া, মহেশ্বরের কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অংশাংশে তথা হইতে নির্গত হইলেন। ৬৬।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ভগবান্ চক্রপাণি কি নিবন্ধন অংশাংশে নির্গত হইলেন এবং বারাণসীপুরী প্রাপ্ত হইয়া তিনি কোথায়ই বা গমন করিলেন ? ৬৭।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! বিষ্ণু সমস্তাংশে কেন তথা হইতে নির্গত হইলেন না, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রাপ্ত ব্যক্তি, পুণ্যরাশিবলে বারাণসী-পুরী প্রাপ্ত হইয়া, মহালাভ হইলেও কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। এইজন্য

ভগবান্ মুরারি কাশীতে স্বীয় প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্বল্পাংশে তথা হইতে নির্গত হইলেন। ৬৮-৭০।

কাশীর কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে গমন করিয়া দেবনারায়ণ, নিজের অবস্থিতির নিমিত্ত ধর্ম্মক্ষেত্র নামক একটি সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। ৭১। অনন্তর ভগবান্ শ্রীপতি, ত্রৈলোক্যমোহন অতিসুন্দর সৌগত—(বৌদ্ধ) রূপ ধারণ করিলেন। ৭২। লক্ষ্মীদেবীও সেই সময়ে পরম মনোহর পরিব্রাজিকারূপ ধারণ করিলেন; তৎকালে মহালক্ষ্মীর সেই রূপ বিলোকন করিয়া সমস্ত লোকই সবিস্ময়ে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার সাদৃশ্য বহন করিয়াছিল। ৭৩। বিশ্বের জননী জগদ্রক্ষাকারিণী হস্তাগ্র বিন্যস্তপুস্তকা লক্ষ্মীদেবীর পশ্চাতে গরুড়, শিষ্যের রূপ ধারণ করিয়া, লোকবিমোহন মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ৭৪। গরুড়, নিজহস্তেও একখানি পুস্তক ধারণ করত সর্ব্বপদার্থেই অত্যুৎকট বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া বাহ্যাকারে গুরুসেবাপর অত্যদ্ভুত মহাপ্রাজ্ঞের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে করিতে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৭৫। এবং গমন করিতে করিতে তিনি, ধর্ম্ম ও অর্থশাস্ত্রে কুশল, জ্ঞান বিজ্ঞানশালী, শোভন স্বরেও সুস্পষ্ট অক্ষর সকল উচ্চারণ করত ধীরভাবে ব্যাখ্যাকারী, স্তম্ভন, উচ্চাটন, মারণ, আকর্ষণ, বশীকরণ প্রভৃতি কর্ম্ম নিবহের জ্ঞাতা, ব্যাখ্যাসময়ে অতিমনোহর স্বরোচ্চারণে পশুপক্ষীগণেরও গাত্র রোমাঞ্চকারী, গীতধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্টহৃদয় মৃগযূথ কর্ত্তৃক উপাস্যমান, মহামোদভরাক্রান্ত পবনেরও চাঞ্চল্যহারী, পুষ্পবর্ষণচ্ছলে বৃক্ষগণ কর্ত্তৃকও পূজ্যমান, পুণ্যকীর্ত্তি নামধারী স্বীয় আচার্য্যবেশধারী ভগবান্ জনার্দ্দনকে প্রসন্নচিত্তে সংসারমোচক মহানুযায়ী বৌদ্ধধর্ম্মের পরম রহস্য সকলের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

গরুড়ের তাৎকালিক ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, সেই পুণ্যকীর্ত্তিনামক বৌদ্ধ পরিব্রাজক-রূপধারী ভগবান্ বিনয়কীর্ত্তি নামক বিনয়ভূষণ সেই শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৬-৮১। পুণ্যকীর্ত্তি কহিলেন, হে বিনয়কীর্ত্তে মহামতে! তুমি সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করিলে, আমি অশেষ প্রকারে সেই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৮২। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ত্তা কেহই নাই এই সংসার আপনিই প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হয় এবং আপনিই বিলীন হয়। ৮৩। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যত শরীরপর্য্যবসায়ি জগৎ বর্ত্তমান আছে; এক অদ্বিতীয় আত্মাই সে সকলের ঈশ্বর, ইহা হইতে অন্য কোন স্বতন্ত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই। ৮৪। যে

প্রকারে আমাদের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি নাম তোমার জ্ঞাত আছে; সেই বিশিষ্ট দেহীগণের ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি এক একটী নাম বিশেষ মাত্র, বাস্তবিক ইহারা কেহই আমাদের হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর নহে। ৮৫। আমাদের এই দেহ যেমন কালবশে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই ব্রহ্মাদিদেবগণ হইতে মশক পর্য্যন্ত সকল প্রাণিগণেরই দেহ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালানুসারে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই জানিবে। ৮৬। বিচার পূর্ব্বক দেখিলে এই জীবগণের দেহে পরস্পর কোন প্রকার ন্যূনাধিক্য নাই, কারণ সকল শরীরেই আহার, নিদ্রা ও ভয় সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ৮৭। সকল দেহীই স্বানুরূপ পরিমিত আহার প্রাপ্ত হইয়া সমানভাবে তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে দেহ-ভেদে কিছুমাত্রও ইতর বিশেষ থাকে না। ৮৮। অতিশয় তৃষ্ণার সময় সুন্দর পানীয় প্রাপ্ত হইয়া, আমরা যে প্রকার তৃষ্ণাক্ষয় জন্য আনন্দ লাভ করি, সেইরূপ সকল জীবই তৃষ্ণার সময় জল পাইলে সমান সুখই অনুভব করিয়া থাকে; তাহাদের সুখ হইতে আমাদের সুখ অণুমাত্র পার্থক্য বহন করে না। ৮৯। রূপলাবণ্যবতী অনন্ত নারী সংসারে বিদ্যমান থাকিলেও সুরত সময়ে পুরুষের একই নারী উপযোগিনী হইয়া থাকে। ৯০। জগতে অনন্তকোটী আরোহণোপ-যোগী সুন্দর অশ্ব বিদ্যমান থাকিলেও আরোহণসময়ে পুরুষের একটী মাত্র অশ্বই প্রয়োজনসাধক হয়; সেইরূপ এই জগতে আত্মার বহুতর আশ্রয়যোগ্য ভূতাদি বর্ত্তমান থাকিলে, যে সময় যাদৃশ দেহ তাহার অবচ্ছেদক হয়, তদ্দেহানুরূপ বিষয়ের ভোগই সেই আত্মার প্রিয় হইয়া থাকে। ৯১। নিদ্রাকালে পর্য্যঙ্কশায়ীর যে পরিমাণে সুখভোগ হইয়া থাকে, সেই সময়ে ভূমিশায়ী জীবেরও তৎপরিমাণেই সুখ প্রাপ্তি হয়। ৯২। আমাদের যেমন মরণ ভয় হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকল দেহধারীরই মৃত্যু হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৯৩। এই প্রকারে সদ্বুদ্ধিনিষ্পন্ন বিচারে ইহাই স্থির হইতেছে যে, সকল প্রকার প্রাণীই সমান, সুতরাং এক্ষণে ইহা বুঝিয়া এই প্রকারই করা উচিত, যাহাতে কোন প্রকার প্রাণীর হিংসা না হয়। ৯৪। জীবগণের প্রতি দয়া হইতে অধিক কোন ধর্ম্মই এই জগতীতলে বিদ্যমান নাই; এই কারণে মনুষ্যগণের সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া করা উচিত। ৯৫। একটী জীবকে রক্ষা করিলে ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ একটী প্রাণীকে বিনষ্ট করিলে সংসার-বিনাশের পাতকভাগী হইতে হয়; এই সকল কারণে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য, জীবগণকে রক্ষা করিবে, কিন্তু কখনও বিনষ্ট করিবে না। ৯৬।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন যে "অহিংসাই পরমধর্ম্ম" এই কারণে যে পুরুষগণ নরক হইতে ভীত, তাঁহারা কখনও প্রাণিহিংসা করিবেন না। ৯৭। সচরাচর ত্রৈলোক্যে হিংসাসদৃশ গুরুতর পাপ বিদ্যমান নাই। হিংসাকারী ভীষণ নরকে গমন করে, অহিংসক ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৮। ধর্ম্মশাস্ত্রে নানাবিধ দান কীর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অতি তুচ্ছ ফলবিশিষ্ট দাননিবহে কি প্রয়োজন ? কারণ সেই সকল দানের মধ্যে এমত কেহই নাই ; যাহা অভয়-দানের সদৃশ অক্ষয় ফল প্রদানে সমর্থ হয়। ৯৯। পরমর্ষিগণ এই সংসারে নানাবিধ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইহলোকে ও পরলোকে সুখের একমাত্র কারণ চারি প্রকার দানই হইতে পারে, সেই চারিপ্রকার দানের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান, পীড়িত প্রাণীগণকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থিগণকে বিদ্যাদান ও ক্ষুধাতুর জীবকে অন্নদান। ১০০-১০১। মণি মন্ত্র ও ঔষধের প্রভাব অচিন্তনীয়, এই কারণে নানা প্রকার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য এই সকল বিষয় শিক্ষা করা উচিত ; এই সকল উপায়ের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধির নিরন্তর পূজা করিবে ; নিরর্থক ইন্দ্রাদিদেবের উপাসনায় কি প্রয়োজন ? ১০২-১০৩। বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ প্রকার আয়তন কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১০৪। এই স্থলেই জীবগণের স্বর্গ ও নরকের ভোগ হইয়া থাকে ; সুখ স্বর্গ এবং দুঃখই নরক। ১০৫। সুখভোগ করিতে করিতে দেহবিসর্জ্জনের নামই পরমমোক্ষ ; ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মোক্ষ আমরা স্বীকার করি না। ১০৬। বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের সমুচ্ছেদ হইলে পর, প্রকাশমান বিজ্ঞানের নামই যথার্থ মোক্ষ; তত্ত্বজ্ঞানীগণ, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকেন। ১০৭। "সমস্ত ভূতগণকে হিংসা করিবে না" বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হিংসার প্রবর্ত্তিকা কোন শ্রুতিই প্রামাণিকী নহে। "অগ্নিষোমীয় পশু হত্যা করিবে" ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতি আছে, তাহা কেবল অসাধু ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য; বিজ্ঞাতা ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না ; যেহেতুক তাহাতে পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ১০৮-১০৯। বৃক্ষচ্ছেদ এবং পশুহিংসা করত রুধিরময় কর্দ্দম করিয়া এবং অনলে ঘৃত ও তিল দগ্ধ করিয়া লোকে স্বর্গের অভিলাষ করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। পুণ্যকীর্ত্তি, এই প্রকারে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন, পরম্পরায় ইহা শ্রবণ করিয়া পুরবাসীগণ তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিল এবং সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ সেই বিজ্ঞানকৌমুদী কর্ত্তৃক

আকর্ষণীবিদ্যাবলে সমাকৃষ্ট হইয়া পুরস্ত্রীগণও তথায় আগমন করিতে লাগিল। তখন বিজ্ঞানকৌমুদী তাহাদের সম্মুখে দৃষ্টার্থপ্রত্যয়কর ও দেহসৌখ্যসাধন বৌদ্ধধর্ম্ম সমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ১১০-১১৩। বিজ্ঞানকৌমুদী কহিলেন, "শ্রুতি বলিয়া থাকেন যে, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ" ইহা যথার্থই স্বীকার করা উচিত; লোকে নিরর্থক নানাত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই শরীর স্বচ্ছ থাকে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সমূহ বিকল না হয় এবং যে পর্য্যন্ত জরা দূরে অবস্থান করে, সে পর্য্যন্ত কেবল সুখেরই চেষ্টা করা উচিত। বৃদ্ধাবস্থায় শরীর অসুস্থ ও ইন্দ্রিয়-নিচয় বিকল হইলে আর সুখের সম্ভাবনা কোথায়? এইজন্য জরা আক্রমণের পূর্ব্বে, সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের শরীর পর্য্যন্তও অর্থিগণকে প্রদান করা উচিত। ১১৪-১১৬। যে ব্যক্তির দ্বারা যাচকগণের মনোবৃত্তি পরিতৃপ্ত না হয়, সেই ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে ভারগ্রস্ত করিয়া থাকে; নতুবা সমুদ্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির দ্বারা পৃথিবী ভারবতী হন না। এই দেহ স্বল্প দিনেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এবং সঞ্চিত অর্থও ক্ষয় হইয়া যাইবে, এই সমস্ত বিবেচনা করত বিজ্ঞাতা পুরুষ কেবল দেহের সুখ-সাধন করিবেন। ১১৭-১১৮। অন্তিমে এই দেহ, কুক্কুর, কাক এবং কৃমিগণের ভোজ্য হইবে বা ভস্মে পরিণত হইবে, ইহাই বেদেতে কীর্ত্তিত হইতেছে এবং ইহাই যথার্থ। লোকে নিরর্থক জাতিভেদ কল্পনা করিয়া থাকে; সকলেই যখন মনুষ্য, তখন ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধম এবং কোন্ ব্যক্তিই বা উত্তম? ১১৯-১২০। বৃদ্ধপুরুষগণ এই প্রকার বলিয়া গিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; সেই ব্রহ্মার দক্ষ ও মরীচি নামক দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে মরীচিপুত্র কাশ্যপ, সুলোচনা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী দক্ষকন্যাকে ধর্ম্মমার্গে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, পূর্ব্বে নিজ সপিণ্ডের কন্যা বিবাহ করিতে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু এইক্ষণে মনুষ্যগণের বুদ্ধি ও পরাক্রম কি অল্প! কারণ তাহারা কতিপয় প্রবঞ্চকের কথায় প্রতারিত হইয়া, কেবল ভ্রমে বিচার করিয়া থাকে, "অমুক কন্যাকে বিবাহ করা উচিত, অমুক কন্যার সহিত বিবাহ উচিত নহে"। বৃদ্ধ পুরুষগণ কল্পনা করিয়াছেন যে, এই চাতুর্ব্বর্ণ্য যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? কারণ, এক ব্যক্তির একই শরীর হইতে যদি সকলেই উৎপন্ন হইল, তবে তাহাদিগের মধ্যে কেন পরস্পর জাতিভেদ হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চয় হইবে যে, এই বর্ণাবর্ণবিবেক কখনই যুক্তিযুক্ত নহে; সুতরাং সকল মনুষ্যকেই

তুল্যজ্ঞান করিবে, কোন ব্যক্তিতেই ইতর বিশেষ জ্ঞান করিবে না। ১২১-১২৬। বিজ্ঞানকৌমুদীর এবম্বিধ বাণী শ্রবণ করিয়া পুরাঙ্গনাগণ পতিশুশ্রূষণবিষয়িণী উত্তমা মতি পরিত্যাগ করিল। এদিকে পুরুষগণও সেই ভিক্ষুকের সম্প্রদায় হইতে, নানা প্রকার আকর্ষণী, বশীকরণী প্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষা করত অনেক পৌরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া তাহাদিগের সতীত্ব ও নিজের ধর্ম্ম লোপ করিতে লাগিল। ১২৭-১২৮। এইরূপ তাঁহার উপদেশে, অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ ও কুমারগণ সকলেই ধর্ম্মবিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১২৯। সেই পারিব্রাজিকারূপধারিণী লক্ষ্মী, বন্ধ্যা স্ত্রীগণেরও বন্ধ্যাত্ব হরণ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপায় নিবহের দ্বারা অসৌভাগ্যবতী স্ত্রীনিবহেরও সৌভাগ্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও তিনি নয়নের দিব্য অঞ্জন, কাহাকেও বা ঔষধ প্রদান করিয়া, পুরবাসিগণের বিপদ দূর করিতে লাগিলেন। ১৩০-১৩১। বিজ্ঞানকৌমুদী, বশীকরণ মন্ত্রের দ্বারা অনেক পৌরবধূগণকে শিষ্য করিলেন এবং সেই সকল শিষ্য পৌরবধূগণ, কেহ মন্ত্র জপ করিতে লাগিল, কেহ বা নানাবিধ যন্ত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৩২। কেহবা কুণ্ডস্থিত অগ্নিতে নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা হবন করিতে লাগিল। এই প্রকার যখন সকল পুরবাসিগণ নিজ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল, সেই কালে অধর্ম্ম অতিশয় উল্লাস প্রাপ্ত হইল। ১৩৩। এইরূপে বারাণসীতে অধর্ম্ম প্রবেশ করিলে পর, মনুজগণের অণিমাদি সিদ্ধি ও নানাপ্রকার কৃষি সকল নিষ্ফল হইতে লাগিল। এবং ক্রমে ক্রমে সেই রাজা দিবোদাসেরও সামর্থ্য লুপ্ত হইতে লাগিল। ১৩৪। এদিকে ঢুণ্ঢিরাজ-গণেশ দূরে অবস্থিত হইয়াই রাজা রিপুঞ্জয় দিবোদাসের চিত্তকে রাজ্যব্যাপার হইতে বিরক্ত করিয়া দিলেন। রাজা দিবোদাসও গণকরূপধারী গণপতির কথানুসারে অষ্টাদশ দিনাবধি গণনা করিত; এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "হায়। অষ্টাদশ দিন উপস্থিত হইলে, কোন্ সময় আমার শুভাদৃষ্টের প্রভাবে, সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইবেন ও আমাকে উপদেশ দান করিবেন? ১৩৫-১৩৬। এই প্রকার চিন্তাকুল অবস্থায় অষ্টাদশ দিন উপস্থিত হইলে, সূর্য্যদেব যখন মধ্যগগনগত হইয়া প্রখর করজালে সংসার তাপিত করিতে লাগিলেন, সেই সময় একজন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, রাজা দিবোদাসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ১৩৭। সেই পুণ্যকীর্ত্তিরূপধারী জনার্দ্দনই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৩৮। সেই ব্রাহ্মণের দুই পার্শ্বে দুই তিন জন পবিত্রব্যক্তি, "জয় জীব" এই সকল আশীর্ব্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, এবং তাঁহার দেহ

পাবকের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল। ১৩৯। দূর হইতে সেই সমাগত বিপ্রকে বিলোকন করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "নিশ্চয়ই এই জন আমার উপদেষ্টা সেই ব্রাহ্মণ হইবেন"। ১৪০। অনন্তর রাজা দিবোদাস, প্রত্যভিগমন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করত, স্বস্তিবাচন দ্বারা অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ১৪১। তৎপরে বিগতশ্রম, সুস্থচিত্ত, প্রোল্লাসিবদনারবিন্দ, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে মধুপর্কবিধান দ্বারা পূজা করত নানাবিধ সুরস খাদ্য দ্রব্য সমর্পণ পূর্ব্বক, অতিথিক্রিয়া সমাপন করিয়া রাজা দিবোদাস, তদীয় চিত্তের সুস্থতা পরিজ্ঞানানন্তর জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৪২-১৪৩।

রাজা কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি রাজ্যভার বহন করিয়া এইক্ষণে বড়ই খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই রাজ্যবিষয়ক খেদ বাস্তবিক আমার বিষম বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি কি করিব, কোথায় যাইব এবং কি প্রকারেই নির্ব্বৃতি লাভ করিব? হে দ্বিজ! এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার দুইপক্ষ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! বিপক্ষরহিত, অসীম সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন বিরূপাক্ষের ঐশ্বর্য্যের তুল্য রাজ্য আমি বিলক্ষণরূপে ভোগ করিয়াছি। আমি নিজের সামর্থ্যেই পর্জ্জন্য, অগ্নি ও বায়ুর সমতা লাভ করিয়াছি এবং নিজ ঔরস-পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিয়াছি; প্রতিদিনই অনন্ত ব্রাহ্মণগণকে আমি বিশেষরূপে তৃপ্ত করিয়াছি; কিন্তু হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি একটী মাত্র অপরাধ এই করিয়াছি যে, নিজবলদর্পে সকল দেবগণকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, ইহা কেবল প্রজার জন্যই আমি করিয়াছি অল্পমাত্রও নিজস্বার্থে লিপ্ত হইয়া আমার দ্বারা এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। এইক্ষণে আমার অতি শুভাদৃষ্ট প্রযুক্ত আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন অতএব আপনাকে আমি গুরুত্বে বরণ করিলাম, আপনি আমার সহায় থাকিলে আমি যম হইতেও শঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এইরূপে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইব। আমার রাজ্যে কোথায়ও অকাল মৃত্যু নাই এবং কুত্রাপিও জরা, ব্যাধি বা দারিদ্র্য হইতেও কোন প্রকার ভয় নাই। আমার রাজ্যশাসনকালে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হয় নাই এবং আমার রাজ্যে সকল জনই ধর্ম্মোদয় লাভ করত অনন্ত সুখভোগ করিতেছে। আমার প্রজাগণ সকলেই সদ্বিদ্যাব্যসনী ও সন্মার্গগতি চতুর। অথবা হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কল্পান্ত পর্য্যন্ত আয়ুঃ থাকিলেই বা কি এমন অধিক ফল লব্ধ হইবে? আমার নিকট

এই সকল ভোগ্য বস্তু নিচয়ের ভোগ, চর্ব্বিত চর্ব্বণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; হে দ্বিজপুঙ্গব! এই পিষ্টপেষণ তুল্য বহুদিনভুক্ত রাজ্যে আমার কি ফল? আমাকে আপনি এমত উপদেশ প্রদান করুন; যাহার প্রভাবে আমার আর যেন গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। অথবা আমি যখন আপনাকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি তখন এই বিষয় চিন্তা করিতেছি কেন? আপনি অদ্য আমাকে যাহাই বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার দর্শনমাত্রেই অন্য জনগণেরও সকল মনোরথ সফল হইয়া থাকে এবং আমারও এক প্রকার সফল প্রায়ই হইয়াছে। আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, জগতে এমত কোন্ ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি দেবতার সহিত বিরোধ করিয়া প্রণষ্ট না হইয়াছেন? দেববিরোধী ত্রিপুর নামক অসুরগণ, ধর্ম্মের সহিত প্রজাপালন করিত এবং শিবভক্তি পরায়ণও ছিল, তাহাদের নিজধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্যও বিশেষরূপ ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেববিরোধের অশুভকারিতায় দেবদেব মহাদেব, পৃথিবীকে রথ. হিমাচলকে ধনু, বেদচতুষ্টয়কে অশ্ব, বাসুকিকে মৌর্ব্বী, বিরিঞ্চিকে সারথি, বিষ্ণুকে বাণ, চন্দ্র ও সূর্য্যকে রথচক্র, প্রণবকে প্রতোদ, তারা ও গ্রহগণকে রথকীল, সুমেরুকে ধ্বজদণ্ড, কল্পতরুকে পতাকা, নাগগণকে যোত্র, ছন্দ ও বেদাঙ্গগণকে রথচক্র-রক্ষক, কালাগ্নি রুদ্র্যাখ্যকে ভল্ল ও বায়ুকে পুঙ্খস্বরূপ করিয়া একটী মাত্র বাণের দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। দেববিরোধী বলি যজ্ঞকারীগণের শ্রেষ্ঠ হইলেও ভগবান্ নারায়ণ, কপট বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণচ্ছলে পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী বৃত্রাসুরও ইন্দ্রকর্ত্তৃক হত হন। দেবগণ নিজের কার্য্য সাধনার্থে এবং পূর্ব্বকালে কুশরূপ অস্ত্রের দ্বারা বিজিত যুদ্ধকারী হরির সহিত তাহার বৈরস্মরণ পূর্ব্বক প্রতিশোধ বাসনায় দধীচি নামক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করেন; পুরাকালে হরি মহাদেবভক্ত বাণাসুরের সহস্রবাহু যুদ্ধে ছেদন করেন; কিন্তু বাস্তবিক সাধুশীল বাণাসুরের দেবদ্বেষ ভিন্ন আর কোন অপরাধই ছিল না। এই সকল কারণে কোন প্রাণীরই দেবগণের সহিত বিরোধ করা উচিত নহে, ইহাতে কদাচিৎ ও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি ইহা জানিবেন, আমি কখন অসন্মার্গ অবলম্বন করি নাই; এই কারণে আমি দেবগণ হইতে ঈষন্মাত্রও ভীতির সম্ভাবনা রাখি না। সামান্য প্রাণীবর্গই বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবসারূপ্য লাভ করিয়াছে মাত্র, আমার ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে অধিক যজ্ঞ করায় তদপেক্ষা বহুতর সামর্থ্য বিদ্যমান আছে। অথবা আমার দেবগণ হইতে আধিক্যই হউক বা ন্যূনতাই

হউক, এই সকল বিচারে আমার এইক্ষণে কোন ফল নাই; আমি আপনার দর্শনেই পরমসুখদায়িনী ইন্দ্রিয়গণের উপরতি প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব হে প্রভো! এক্ষণে আপনি আমাকে সেই কর্ম্মনির্ম্মূলযোগ্য উপদেশ প্রদান করুন; যাহার প্রসাদে আমি পরম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব। ১৪৪—১৭০।

স্কন্দ কহিলেন, গণেশের আবেশ প্রভাবে রাজার মুখ হইতে নির্গত এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণবেশধারী নারায়ণ উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭১।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে নৃপচূড়ামণে! হে অনঘ! হে রাজন্ দিবোদাস! তোমাকে আমি অনন্ত সাধুবাদ প্রদান করিতেছি, কারণ আমি যাহা উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। পূর্ব্ব হইতেই তুমি নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছ, এক্ষণে কেবল আমার সম্মান বৃদ্ধির জন্যই আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মহারাজ! সুতপস্যারূপ স্বচ্ছ বারি নিবহের দ্বারা তোমার ইন্দ্রিয়পঙ্ক পূর্ব্ব হইতেই প্রক্ষালিত হইয়াছে। হে ভূপতে! তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সকলই যথার্থ, কারণ হে মহামতে! আমি স্বয়ং তোমার শক্তি ও বিরক্তি উভয়ই অবগত আছি। হে রাজন্! তোমার ন্যায় অন্য কোন রাজাই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইবেন না। রাজ্য কি প্রকারে ভোগ করিতে হয় ইহা একমাত্র তুমিই অবগত আছ। হে রাজন্! এইক্ষণে তোমার যে মোক্ষে মতি হইয়াছে ইহা বড়ই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দেবগণের সহিত বিরোধ করিয়া তুমি তাহাদের কোন প্রকার অপকার কর নাই; হে নৃপ! তোমার রাজ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও অধর্ম্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমি নিজ প্রজাগণকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, হে স্বধর্ম্মজ্ঞ! সেই প্রবৃত্তিতে প্রজাগণ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত দেবগণই তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হে নৃপ! তুমি যে বিশ্বনাথকে কাশী হইতে দূর করিয়াছ; ইহাই তোমার একটী দোষ আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই অপরাধটীকে আমি অতি মহান্ বলিয়াই জানিতেছি; এইক্ষণে এই অপরাধ নিবন্ধন মহাপাপের শান্তির জন্য আমি তোমাকে একটী মহত্তর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। দেহীর শরীরে যতসংখ্যক রোম বিদ্যমান আছে, তাবৎসংখ্যক অপরাধও একটীমাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই বারাণসীপুরীতে ভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি আত্মার সহিত জগৎ প্রতিষ্ঠার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কদাচিৎ রত্নাকরস্থিত রত্ন-

নিবহেরও গণনা সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু কাশীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পুণ্য-রাশিকে কখনও গণিয়া শেষ করা যায় না। এই কারণে তুমি সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর; সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ফলে তোমার কৃতকৃত্যতা লাভ হইবে। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষণকাল নিশ্চলমানসে ধ্যান করত, হস্তের দ্বারা রাজা দিবোদাসকে স্পর্শপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭২—১৮৪।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে প্রাজ্ঞসত্তম ভূমিপতে! আমি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা আর একটী বিষয় অবলোকন করিয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। ১৮৫। হে রাজন্! তুমি ধন্য, তুমি কৃত-কৃত্য এবং তুমি মহাত্মা-গণেরও মাননীয় হইলে; এজগতে প্রাতঃকালে তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে জীব-গণ শুভফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। হে দিবোদাস! তোমার আসক্তি-প্রযুক্ত আমরাও অদ্য ধন্যতর হইলাম। জগতে তাহারাই ধন্যতম; যাহারা সর্ব্বদা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে।

বিপ্ররূপধারী নারায়ণ, মুহুর্মুহুঃ মস্তকান্দোলনপূর্ব্বক মন্দমন্দ হাস্য করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-শরীরে আনন্দ-নির্ভয়মানসে এই সকল বাক্যই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, অহো! রাজা দিবোদাসের কি ভাগ্যোদয়, ইহাঁর অন্তঃ-করণের কি প্রশংসনীয় নির্ম্মলতা, কারণ নিখিল সংসারের একমাত্র ধ্যেয় সেই ভগবান্ বিশেশ্বর, সর্ব্বদাই ইহাঁকে ধ্যান করিতেছেন। অহো! ইহার উত্তরকালীন ফল কি বিস্ময়জনক! যেহেতু আমরা যে বিষয় হইতে অতিদূরে বিদ্যমান আছি, সেই সকল ঈপ্সিত বিষয়, ইহাঁর অতিশয় আয়ত্ত রহিয়াছে। এই প্রকার আলো-চনার পর রাজার বহুবিধ গুণকীর্ত্তনান্তে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সমাধিতে যে সকল বিষয় বিলোকন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬-১৯১।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন্! ত্বদীয় মনোরথরূপ মহাবৃক্ষটী অদ্য সফল হইল, দেখ এই শরীরেই তুমি পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে রাজন্! ভগবান্ বিশ্বেশ্বর যেমত সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা করিয়া থাকেন,' তৎপাদধ্যান-নিরত মাদৃশ ব্রাহ্মণগণকেও তিনি সে প্রকারে স্মরণ করেন না। হে নৃপতে! অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে, কৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠ তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য এক দিব্য শাম্ভব বিমান উপস্থিত হইবে। হে রাজন্! কোন্ মহাপুণ্যের ফলে তোমার এ প্রকার ফল-লাভ হইল, ইহা তুমিই জান। কিন্তু আমরা বিবেচনা করিতেছি যে, একমাত্র কাশীবাসের ফলেই তোমার এই প্রশস্ত ফল লাভ হইতেছে। এই. বারাণসীতে

অবস্থিত একটী মাত্র জনকেও যে ব্যক্তি প্রতিপালন করে, সেই ব্যক্তিও জন্মান্তরে এই প্রকার গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৯২-১৯৬। এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্ রাজর্ষি দিবোদাস, প্রীতি সহকারে সেই সশিষ্য ব্রাহ্মণকে যথাভিলষিত বস্তু প্রদান করিলেন। তৎপরে প্রসন্নচিত্ত সেই বিপ্র-শ্রেষ্ঠকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম পূর্ব্বক রাজা দিবোদাস, হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন। ১৯৭-১৯৮। পরিপূর্ণমনোরথ প্রহৃষ্টচেতা ব্রাহ্মণও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় অভীষ্টতম দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৯৯। মায়া দ্বিজবেশধারী হরি, রাজপুরী হইতে নির্গত হইয়া চারি-দিকেই পরম রমণীয় বারাণসীপুরীর অনির্ব্বচনীয়তা বিলোকন করিতে করিতে এই প্রকার ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমিও এই ক্ষেত্রে এক পরম পবিত্র স্থানে অব-স্থান করিয়া, নিজ ভক্তগণকে বিশ্বেশ্বর-কৃপায় পরম পবিত্রধামে লইয়া যাইব" এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভগবান্ হরি, নিকটে পাঞ্চনদ হ্রদ বিলোকন করত সেই তীর্থে বিধিস্নান পূর্ব্বক তাহার তীরেই সত্বর ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাজা দিবোদাসের বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য গরুড়কে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। ২০০-২০৩। রাজেন্দ্র দিবোদাসও দ্বিজবরের বহুতর প্রশংসা করত, আমাত্যগণবেষ্টিত মণ্ডলেশ্বর সমূহ, কোষ, অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি অধ্যক্ষনিচয়, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র সমরঞ্জয়ের সহিত পঞ্চশত পুত্র, পুরোহিত, প্রতিহারী, ঋত্বিকসমূহ, গণকব্রাহ্মণগণ, সামন্তনিচয়, রাজপুত্রগণ, পাচকগণ, চিকিৎসকসমূহ, নানাবিধ কার্য্যের জন্য সমাগত বৈদেশিকগণ, স্ত্রীগণের সহিত স্বীয় মহিষী, বৃদ্ধ গোপালগণ এবং বালকগণ ও বিশিষ্ট প্রজাসমূহকে আহ্বান করিয়া আনন্দিত-চিত্তে করজোড়ে সেই ব্রাহ্মণের কথানুসারে আর সপ্তদিন মাত্র স্বীয় জীবন আছে, ইহা ব্যক্ত করিলেন। প্রকৃতিবর্গ নৃপতির এই বাক্য শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাহাদের বদন বিষণ্ণ হইয়া গেল, ইত্যবসরে মহাবুদ্ধি নৃপতি দিবোদাস রাজকুমার সমরঞ্জয়কে রাজভবনে লইয়া গিয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ করত সপরিজনে কাশী হইতে পূর্ব্বদিকে গোমতীতীরে গমন করিলেন এবং তথায় সমরঞ্জয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, পুর ও জনপদনিবাসী ব্যক্তি-গণকে প্রসন্ন করত পুণ্যদেহে পুনরায় কাশীতে গমন করিলেন। ২০৪-২১০। সেই মেধাবী নৃপতি রিপুঞ্জয়, কাশীতে আগমন করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতটে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণকে মথিত করিয়া যাবদীয় অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; সেই সমুদয় অর্থের দ্বারা একটী শিবালয় প্রস্তুত করাইলেন।

ভূপালের যাবদীয় সম্পত্তি সেইস্থলে বিনিযোজিত হইয়াছিল বলিয়া, সেই শুভ স্থান "ভূপালশ্রী" নামে তাহার পর হইতে বিখ্যাত হইয়াছে। রিপুঞ্জয় নৃপতি, তথায় "দিবোদাসের" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে কৃত-কৃত্য বোধ করিলেন। ২১১-২১৪।

অনন্তর একদিবস নৃপতি, বিধিপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের পূজা করত নমস্কার করিয়া তুষ্টিপ্রদ দেবের স্তব পাঠ সমাপন করিয়াছেন; এমত সময়ে গগনাঙ্গণ হইতে একখানি দিব্য যান বেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই যান, শূল ও খট্বাঙ্গপাণি পার্ষদ সমূহে পরিপূর্ণ। ২১৫-২১৬। সেই সমস্ত শিব-পার্ষদের ললাটস্থ নেত্রসমূহ হইতে আদিত্য ও অনল অপেক্ষা অধিক তেজঃ বিনির্গত হইতেছে। তাঁহাদের মস্তকে জটাভার, বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিশালী তাঁহাদের অঙ্গনিচয়ের প্রভায় গগন-প্রাঙ্গণ দীপ্তিমান্ হইয়াছে। বিভূতি ও সর্পফণাস্থিত রত্ননিচয়ের জ্যোতিতে তাঁহাদের শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। সতত প্রকাশভয়ে ভীত তমোরাশি, তাঁহাদের গ্রীবানিচয়কে আশ্রয় করিয়াছে (অর্থাৎ তাঁহাদের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ)। শত শত রুদ্র-কন্যাগণ সেই যানের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া চামর-ব্যজন করিতেছে। অনন্তর পারিষদগণ, হৃষ্টচিত্তে দিব্য-মাল্য-গন্ধ-দুকূল ও দিব্য অলঙ্কার দ্বারা নৃপতিকে ভূষিত করিলেন; তখন সেই নৃপতির ভালদেশ তৃতীয় লোচনের দ্বারা বিভূষিত হইল, কণ্ঠদেশে নীলিমা প্রকাশিত হইল, সমস্ত শরীর স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র আভা বিস্তার করিতে লাগিল, মস্তকে জটাভার লম্বিত হইল, ভুজচতুষ্টয় শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিল এবং তাহাতে সর্প সমূহ অলঙ্কারের স্থান অধিকার করিল, এবং ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র সমুদিত হইয়া, সেই নৃপতিকে অপূর্ব্ব শোভায় বিভূষিত করিল। শিব-পারিষদগণ, তাঁহাকে সেই যানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপ্রদেশে লইয়া গেলেন। ২১৭-২২২। তদবধি সেই তীর্থ "ভূপালশ্রী" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, যথাশক্তি দান, ভক্তি সহকারে দিবোদাসেশ্বরের দর্শন ও তাঁহার পূজা এবং সেই নৃপতির আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে, মানব আর জননীগর্ভে প্রবেশ করে না। ১২৩-১২৪। দিবোদাস নৃপতির এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করিলে বা অন্যের দ্বারা পাঠ করাইলেও মানব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দিবোদাস-নৃপতির এই শুভ আখ্যান শ্রবণ করিয়া সমরমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কখন শত্রু হইতে কোনরূপ ভীতি উৎপন্ন হয় না। দিবোদাস নৃপতির এই পবিত্র কথা, মহান্ উৎপাত সমূহকে নিবারণ করিয়া থাকে; এই জন্য সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন সমূহের

উপশান্তির নিমিত্ত যত্নসহকারে ইহা পাঠ করা উচিত। যে স্থানে দিবোদাস নৃপতির পবিত্র ও সর্ব্বপাপবিনাশিনী কথার প্রসঙ্গ হয়, তথায় অনাবৃষ্টি কিম্বা অকালমৃত্যুজন্য কোন ভয় উপস্থিত হয় না। এই আখ্যান পাঠ করিলে বিষ্ণুর ন্যায় শিবভক্তগণেরও মনোরথনিচয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ২২৫-২২৯।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

পঞ্চনদোৎপত্তি কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ হৃদয়ানন্দ! হে গৌরীচুম্বিতমূর্দ্ধজ! হে তারকান্তক! হে ষড়্বক্ত্র! হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে! আপনি ত্রাণকর্ত্তা। আপনিই লোকসমূহের হিতকারী। আপনিই সর্ব্বপ্রকার কন্দর্পকে জয় করত "কুমার" নামের সার্থকতা করিয়া জগতে মহত্ত্ব বিস্তার করিয়াছেন; অতএব হে মহাত্মন্! সর্ব্বজ্ঞতনয়! আপনাকে নমস্কার। ১-২। কামের অধীন হইয়া মহাদেবকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া, যিনি কুমার হইয়াও কন্দর্পকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই আপনাকে নমস্কার। হে স্কন্দ! আপনি বলিলেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাশীতে অতি পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের মধ্যে কাশীই পরম পবিত্র তীর্থ, সেই কাশীতেও ভগবান্ বিষ্ণু, পঞ্চনদকে পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া জানিয়াছিলেন। হে ষন্মুখ! সেই পঞ্চনদ-তীর্থ কোথা হইতে সম্ভূত হইয়াছিল? কি নিবন্ধনই বা তাহা সমস্ত তীর্থ হইতে পরম পবিত্র? এবং সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা, সমস্ত জগতের কর্ত্তা, পাতা ও হর্ত্তা, নীরূপ অথচ রূপবান্, অব্যক্ত অথচ পূর্ণব্যক্ত, নিরাকার অথচ সাকার, প্রপঞ্চরহিত অথচ প্রপঞ্চস্বরূপ, অজন্মা অথচ অনেক জন্মশালী, নামরহিত অথচ স্ফুটনামধারী, নিরালম্ব অথচ নিখিল পদার্থের আলম্বন, নির্গুণ অথচ গুণাশ্রয়, ইন্দ্রিয়শূন্য অথচ ইন্দ্রিয়েশ্বর, পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ, সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দন, স্বকীয় রূপের উপসংহার করত, সর্ব্বাত্মভাবে সেই পঞ্চনদ নামক তীর্থে অবস্থান করিতেছেন? হে ষড়ানন! আপনি মহাদেবের মুখ হইতে এ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন। ৩-১১।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলদায়িনী পঞ্চনদ-তীর্থবিষয়িণী কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। যে প্রকারে এই পঞ্চনদ-তীর্থ, কাশীতে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে ও ইহার নাম গ্রহণ করিলে পাপ সকলই বা কেন বিদূরিত হয়, তাহাই এই কথাতে বর্ণিত হইতেছে। তীর্থরাজ প্রয়াগ, সাক্ষাৎ এই পরম পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে স্বয়ং অবস্থান করিয়া থাকেন; জগতে যত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলেই তীর্থরাজ প্রয়াগের বলেই নিজ-তেজোদ্বারা অবগাহনাদিকারী জীবগণের পাপসমূহ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; কারণ সকল তীর্থগণই প্রতিবৎসর মাঘমাসে মকরস্থ রবিতে, তীর্থরাজ প্রয়াগে আগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ বর্ষসঞ্চিত মালিন্য পরিহার করত বিশুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়; তীর্থরাজ প্রয়াগও সেই তীর্থগণ-পরিত্যক্ত মলসমূহকে পঞ্চনদ-তীর্থের বলেই হরণ করিতে সমর্থ হয়। তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ, একবর্ষ ব্যাপিয়া জীবগণ-প্রক্ষিপ্ত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া থাকে, কার্ত্তিকমাসে পঞ্চনদ-তীর্থে একবার মাত্র মজ্জন করিয়া সেই সকল পাপ হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১২-১৭। হে মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্য! যেরূপে এই পঞ্চনদ-তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবধানপর হও। পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশে মুর্ত্তিমান দ্বিতীয় বেদের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞানের আধার, বেদশিরা নামক একজন মহাত্মা ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হন। সেই বেদশিরা নামক মহর্ষি, স্বীয় উগ্র তপস্যাকালেই কোন একদিন রূপলাবণ্যবতী শুচিনাম্নী অপ্সরশ্রেষ্ঠাকে দেখিতে পাইলেন, সেই পরমরূপবতী শুচিকে বিলোকন করিয়াই মুনির হৃদয় চঞ্চল হইল; এবং অতর্কিত-ভাবে তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইল। ঋষি বেদশিরার এবম্বিধ ভাব বিলোকন করত শাপভয়ে অতি কম্পিতাঙ্গী শুচি, দূর হইতেই নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল যে, হে মহোগ্রতপোনিধে! এস্থানে আমি স্বল্পমাত্রও অপরাধ করি নাই, তথাপি আমার, অজ্ঞাতসারে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, হে ক্ষমাধার! তপস্বীগণ সাক্ষাৎ ক্ষমাস্বরূপ। হে সত্তম! মুনিগণের মানস, পদ্মগর্ভ হইতেও সুকোমল, কিন্তু স্ত্রীগণের হৃদয় স্বভাবতঃই কঠোর হইয়া থাকে। ১৮-২৪। অপ্সরা শুচির এই প্রকার বিনয়সম্পন্ন বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুনি বেদশিরা, বিবেকরূপ সেতুর দ্বারা ক্রোধনদীর বেগ প্রতিরোধ করত, প্রসন্ন-চিত্তে কহিলেন যে, হে শুচে! তোমার "শুচি" এই নামটী যথার্থই বটে, এস্থলে আমার বা তোমার অল্পমাত্রও দোষ বিদ্যমান নাই। হে সুন্দরি! স্ত্রী অগ্নিস্বরূপা

ও পুরুষ নবনীততুল্য ; এই সকল কথা মূঢ়বুদ্ধিগণই বলিয়া থাকে, বাস্তবিক বিচার পূর্ব্বক দেখিলে এই বাক্যের বিষম ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দেখ, নবনীত অগ্নির সংস্পর্শলাভেই স্নেহরূপ ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু পুরুষগণ দূর হইতেই স্ত্রীরূপ বিলোকন করিয়াই স্নেহযুক্ত হইয়া থাকে ; সে যাহা হউক, হে শুচি-হৃদয়স্থিতে শুচে ! তুমি ভীত হইও না, তুমি অতর্কিত অবস্থাতেই এস্থানে আসিয়াছ, আমিও তাদৃশভাবে প্রস্খলিত হইয়াছি। অকামপ্রযুক্ত রেতঃস্খলনে তাপসগণের তাদৃশ হানি হয় না ; যেমত মোহকারী শত্রুবিষয়ক ক্রোধ হইতে হানি হয়, অতি ক্লেশের দ্বারা যে তপস্যা অর্জ্জন করা যায়, তাহাও কোপ-বেগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন আকাশে মেঘসম্পর্কে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রকাশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার। অনর্থকারী কোপ হইতে সদর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় ? আর খলজনের বুদ্ধিতে সাধুগণের বুদ্ধিই কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ? ক্রোধ যে সময় হৃদয়কে আক্রমণ করে, সে সময় কামের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে ? চন্দ্রমা, রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলে কৌমুদীর অস্তিত্ব কি প্রকারে সম্ভবে ? যখন ক্রোধরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হয়, সেই সময় শান্তি-তরুর স্থিতি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে ? ইহা কি কেহ কখনও দেখিতে পারিয়াছে যে, সিংহের সকাশে করিশাবক সুস্থচিত্তে বিচরণ করিতেছে ? এই সকল বিষয় বিবেচনা করত পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অদ্বিতীয় প্রতিরোধক ক্রোধকে সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত পরিহার করিবেন। এক্ষণে হে কল্যাণি ! তোমাকে একটী কথা বলিতেছি তাহাতে অবধানপরা হও এবং এই বাক্যের অনুসারে তোমার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহা তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমাদের বীর্য্য অমোঘ ; এই কারণে আমার আদেশে তুমি এই বীর্য্য গ্রহণ কর, তোমার দর্শনে স্খলিত এই বীর্য্য, তোমার জঠরে ধৃত হইলে পর যথাকালে তোমার একটী মহাপবিত্রা কন্যারত্ন প্রসূতা হইবে। ২৫-৩৭। ঋষির এই প্রকার বাক্য শ্রবণে সেই অপ্সরা যেন পুনর্জীবন লাভ করিয়া "ইহা আমার প্রতি আপনার মহান্ অনুগ্রহ" এই কথা বলিতে বলিতে প্রসন্নচিত্তে সেই মুনির স্খলিত বীর্য্য জঠরে ধারণ করিল। ৩৮। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে সেই দিব্যাঙ্গনা শুচি, অতীব নয়নানন্দদায়িনী রূপসম্পদের নিধিস্বরূপা একটী কন্যারত্ন প্রসব করিল। ৩৯। প্রসবানন্তর সেই কন্যারত্নকে ঋষি বেদ-শিরার আশ্রমেই রাখিয়া অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা শুচি, নিজ অভিলষিত স্থানে প্রতিগমন করিল। ৪০।

ঋষি বেদশিরা, আশ্রমস্থিত হরিণীর স্তন্য দুগ্ধের দ্বারা সেই হরিণীক্ষণা কন্যাকে পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে মুনি সেই কন্যার "ধূতপাপা" এই সার্থক নামকরণ করিলেন; বাস্তবিকও সেই কন্যার নাম স্মরণ করিবামাত্রই সর্ব্ববিধ পাপ দূরে পলায়ন করে। ৪১-৫২। ক্রমে তিনি সেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার প্রতি এতই স্নিগ্ধহৃদয় হইলেন যে, ক্ষণমাত্রও তাহাকে নিজ অঙ্কদেশ হইতে অবতারিত করিতেন না। ৪৩। রাত্রিতে বর্দ্ধমানা চান্দ্রমসী-কলা বিলোকনে ক্ষীরসমুদ্র যেরূপ স্ফীত-হৃদয় হয়, সেইরূপ সেই পরম রমণীয় উপচীয়মানাঙ্গী কন্যারত্নকে বিলোকন করিয়া, সেই মুনির হৃদয় ও অপরিমিত আনন্দে স্ফীত হইতে লাগিল। ৪৪। অনন্তর ধূতপাপা যখন অষ্টমবর্ষীয়া হইয়াছেন, সেই সময় কোন দিন মুনীশ্বর বেদশিরা, "এই কন্যারত্নটী কোন যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিব" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অবশেষ ধূতপাপাকেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৫।

বেদশিরা কহিলেন, অয়ি মহাভাগে পুত্রি ধূতপাপে! আমি কোন্ বরের সহিত তোমার বিবাহ দিব? তুমি নিজেই স্বীয় অভিলষিত বরের নাম কর। ৪৬। অতি স্নেহার্দ্রহৃদয় জনকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করত বিনতবদনা ধূতপাপা এই প্রকারে প্রত্যুত্তর করিতে উদ্যত হইলেন। ৪৭। ধূতপাপা কহিলেন, হে পিতঃ! যদি সুন্দর বরে আমাকে প্রদান করিতে আপনার বাস্তবিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার সহিতই আমার বিবাহ দিন। ৪৮। হে তাত! আমি যে কথা বলিব তাহা আপনারও বিলক্ষণ রুচিকর হইবে, অতএব আপনি অবহিত হৃদয়ে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে পিতঃ! যিনি সকল পদার্থ হইতে পবিত্র, সকলে যাঁহাকে নমস্কার করে, সকল লোকেই যাঁহাকে প্রার্থনা করে, যাঁহার প্রসাদেই সকলে সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কোন কালেই যাঁহার বিনাশ নাই, যিনি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে যে ব্যক্তি, সকল প্রকার বিপদ্ হইতে এই ধরিত্রীকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় সকল প্রকার মনোরথই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, যাঁহার সন্নিধানে থাকিলে প্রতিদিনই সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, নিরন্তর যাঁহারা সেবা করিলে জীবের আর কোন ভয় থাকে না, যাঁহার নাম গ্রহণমাত্রেই সকল বাধা দূর হয়, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিতি করিতেছে, এই প্রকারে অনন্ত গুণের একমাত্রই যিনি আশ্রয়ভূত; সেই বরকেই আমি নিজের পতিরূপে প্রার্থনা করি। আপনি নিজের ও আমার অনুপম সুখের জন্য সেই বরের হস্তে আমাকে প্রদান করুন। ৪৯—৫৪।

কন্যার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা বেদশিরা, বিপুল আনন্দ লাভ করত মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "অহো! আমি ধন্য, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও ধন্য, কারণ তাঁহাদের কুলে ধূতপাপা জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহার ধূতপাপা এই নামটী সার্থক বটে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই; নহিলে ইহার এ প্রকার ধ্রুব মতি হইবে কেন? কিন্তু এইক্ষণে দেখা উচিত যে, এই সকল গুণগণ নিশ্চিত কোন পুরুষ বর্ত্তমান আছেন; যিনি বাস্তবিক এই সকল গুণে সমলঙ্কৃত, পুণ্যাতিশয় ব্যতিরেকে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে এরূপ সামর্থ্য কাহার আছে?" এই প্রকারে সমাহিত হৃদয়ে ধ্যান করত মুনিশ্রেষ্ঠ বেদশিরা, জ্ঞানচক্ষে কন্যার অভিলষিত বর বিলোকন করিয়া সেই ধন্যা সুভাষিণী কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই প্রকার প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৫-৫৮। পিতা কহিলেন, অয়ি বিচক্ষণে! তুমি যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলে, এই সকল গুণের আধার বর একজন বিদ্যমান আছেন বটে ইহা স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু সেই সুভগাকৃতি বর, অনায়াসলভ্য নহেন; সুতীর্থরূপ কোন বিপণিতে গিয়া সুতপোরূপ পণ দ্বারা সেই বররূপ পণ্য দ্রব্যটীকে ক্রয় করিতে হইবে। ৫৯-৬০। তুমি যাদৃশ বরের প্রার্থনা করিতেছ; অনন্ত অর্থ, উৎকৃষ্ট কুল, বেদশাস্ত্রাধ্যয়ন, ঐশ্বর্য্য, বল, সুন্দর শরীর, অপ্রতিহত বুদ্ধি বা অপরিমিত পরাক্রম দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, কেবল মনঃশুদ্ধি ও মহা তপস্যাযুক্ত দান, দম ও দয়াযুক্ত ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারাই সেই মহাপুরুষকে লাভ করিতে পারা যায়, ইহা ভিন্ন এ জগতে এমন কোন উপায়ই বর্ত্তমান নাই; যাহা দ্বারা তাদৃশ লোকোত্তর পতি লাভ করিতে পারা যায়। ৬১-৬৩। এবম্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে কন্যা ধূতপাপা, পিতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করত বিহিত নিশ্চয় সহকারে তপস্যার নিমিত্ত তদীয় অনুজ্ঞা যাচ্ঞা করিলেন। ৬৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! ধূতপাপা, পিতার অনুজ্ঞা গ্রহণ করত সেই পরম পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে তপস্বিগণের অতি দুঃসাধ্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অহো! সেই কোমলাঙ্গী বালিকাই বা কোথায়? আর কঠোর-শরীর সাধ্য অতি দুশ্চর সেই তপস্যাই বা কোথায়? হে অগস্ত্য! সেই বালিকার চিত্তের ধৈর্য্য কি অলৌকিক! তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ৬৫ ৬৬। যখন প্রবলবেগে বাত্যা বহিত ও তাহার সহিত মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎপ্রভাপ্রদীপিত অগণিত ধরাধর, অবিরত সম্পাতে বারিবর্ষণ করিত, সেই ভয়ঙ্কর সময়ে একাকিনী সেই বালিকা, অনন্যহৃদয়ে সমাধিপর অবস্থায় কত নিশাযাপন করিতেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? অতি ভয়জনক মেঘধ্বনি শ্রবণে ও দিগন্তব্যাপিনী সৌদামিনীর দৃষ্টি

প্রতিঘাতী ভীতিকর বিকাশ দর্শনে এবং নিরবচ্ছিন্নধারা বর্ষার ভীম আঘাতে, সেই বালিকার হৃদয় অণুমাত্রও বিচলিত হইত না। অতি অন্ধকার রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে বিকাশমানা সৌদামিনী, যেন তাঁহার তপস্যা-স্থৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্যই গগণমার্গে গতায়াত করিত। প্রচণ্ড নিদাঘকালে অনল সদৃশ সূর্য্যাতপের মধ্যবর্ত্তিনী ধূতপাপা যেন পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেন; সেই সময় তীব্র তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে তিনি স্বল্পমাত্রও জল পান করিতেন না। হেমন্তকালের দীর্ঘ রাত্রিসমূহেও তিনি রোমাঞ্চ-কণ্টকিত-কম্পমান শরীরে অবিকম্পিত হৃদয়ে তপস্যায় নিরত থাকিতেন। শিশিরসময়ে রাত্রিকালে সরোবর মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ নিমগ্ন করিয়া মুখমাত্র নির্গত করত যে সময় একাগ্রচিত্তে তিনি তপস্যানিরতা থাকিতেন; তৎকালে তাঁহাকে বিলোকন করিয়া সারসগণ, মনে মনে ভাবিত, এই সরোবর মধ্যে এ নূতন পদ্মিনী কোথা হইতে আসিল। যে বসন্তকাল উপাগত হইলে অতি ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিগণেরও চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে; সেই উন্মাদকর কালে ধূতপাপার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বিষয় হইতে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইল। বসন্তকালে একাকিনী তরুণবয়স্কা ধূতপাপা, তপোবনে অবস্থান সময়েও কোকিল-কুলের মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও স্বকীয় হৃদয়কে চঞ্চল হইতে দিতেন না। শরৎকালে তপোনিরতা ধূতপাপা, বিকশিত বন্ধুজীব কুসুমনিকরে অধররাগ ও কলহংসকুলে নিজ কমনীয় গতি, গচ্ছিত দ্রব্যস্বরূপে বিন্যাস করত একাগ্রহৃদয়ে সেই অভীষ্ট পুরুষের ধ্যাননিরতা থাকিতেন। ক্রমে তপস্বিনী ধূতপাপা সর্ব্বপ্রকার ভোগসম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির উদ্বোধ পরিহার করিবার জন্য সর্পগণের বৃত্তি-(বায়ু-আহার) মাত্র অবলম্বন করিলেন। শাণপ্রস্তরে ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষীণ হইলেও মণি যেরূপ পূর্ব্ব হইতে অধিক উজ্জ্বলতা ধারণ করে; সেই তপঃকৃশ তদীয় শরীরও দিন দিন অধিকতর অনির্ব্বচনীয় দিব্যকান্তি পরিপোষণ করিতে লাগিল। ৬৭-৭৮।

এবম্প্রকার দুশ্চর তপস্যানিরতা বিশুদ্ধহৃদয়া সেই বালাকে বিলোকন করিয়া বিধাতা, দয়ার্দ্র-হৃদয়ে নিকটে আগমন করত কহিলেন যে, অয়ি সুপ্রজ্ঞে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ৭৯। প্রসন্নহৃদয়া ধূতপাপা, হংসযানো-পরিস্থিত চতুরাননকে বিলোকন করিয়া করদ্বয়ে অঞ্জলি বদ্ধ করত এই প্রকারে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্তা হইলেন। ৮০।

ধূতপাপা কহিলেন, হে বরপ্রদ পিতামহ! যদি আমাকে অভীষ্ট বর প্রদানার্থ আপনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন; যাহাতে আমি

যাবদীয় পদার্থ হইতে অধিক পবিত্রতা লাভ করিতে পারি। ৮১। বিধাতা, পবিত্র হৃদয়া ধূতপাপার এবম্বিধ অতি বিশুদ্ধ অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরিতুষ্ট হৃদয়ে তাহাকে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮২। বিধাতা কহিলেন, অয়ি ধূতপাপে! এ সংসারে যত কিছু পবিত্র বস্তু আছে; আমার বর প্রভাবে তুমি সেই সকল বস্তু হইতে সমধিক পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হও। ৮৩। হে কন্যকে! এই সংসারে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও অন্তরীক্ষে উত্তরোত্তর পবিত্র সার্দ্ধত্রিকোটী তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই সকল তীর্থই তোমার শরীরস্থ প্রত্যেক লোমে আমার আজ্ঞায় অদ্য হইতে অবস্থিতি করিবে। অদ্য হইতে তুমি সংসারে সকল বস্তু হইতে অধিক পাবনী বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ৮৪-৮৫। এই প্রকার বর প্রদানান্তে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে পর, বিগতকল্মষা সেই বালা ধূতপাপা, নিজ পিতার কুটীরে প্রতিগমন করিলেন। ৮৬।

অনন্তর এক দিবস ধূতপাপা, স্বীয় পিতার কুটীর-প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া, তদীয় তপস্যায় আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম তাঁহাকে বিবাহার্থে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম কহিলেন, অয়ি বিপুলনিতম্বে বিশালাক্ষি! হে কৃশোদরি! অয়ি শুভাননে ভদ্রে!" আমি তোমার রূপ-সম্পত্তি বিলোকনে হৃতহৃদয় হইয়াছি, তুমি আমার বাসনা চরিতার্থ কর, অয়ি সুলোচনে! তোমার লাভাশায় কাম আমাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিতেছে, আমি একমাত্র তোমারই দাস, ইহা জানিয়া আমার প্রার্থনা পূরণ কর।

অজ্ঞাতনামা পরপুরুষ কর্ত্তৃক নির্জ্জনে বারম্বার এইরূপ নির্লজ্জভাবে প্রার্থিত হইয়া সুলোচনা ধূতপাপা উত্তর করিলেন যে, অয়ি দুর্ম্মতে! আমি স্বাধীনা নহি, আমাকে পাত্রে দান করিতে একমাত্র প্রভুতা আমার পিতার আছে, অতএব তুমি গিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। চিরদিন হইতে ইহা শুনা যাইতেছে যে, কন্যাদান করিবার সামর্থ্য একমাত্র পিতারই আছে। ৮৭-৯০। ধূতপাপার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ধর্ম্ম, বিগতধৈর্য্য হইয়াও সেই ধৈর্য্যশালিনী কন্যার নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশ্যম্ভাবী গুরুতর অর্থের সামর্থ্যেই ধর্ম্মেরও তৎকালে এতাদৃশ মতি হইয়াছিল। ৯১।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না, অয়ি সুভগে! গান্ধর্ব্ব-বিবাহ দ্বারা তুমি মদীয় মনোরথ সফল কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। ৯২। পিতার কন্যাদানজন্য পুণ্যদানে অতিশয় আগ্রহপরা কুমারী ধূতপাপা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণরূপী সেই ধর্ম্মকে কহিলেন যে, অহে জড়মতে! তুমি

আমার পিতার নিকট যাইতে হয় যাও,নহিলে আমার নিকট আর এবম্বিধ বাক্য ব্যয় কদাচিৎ করিও না। ধূতপাপার এই প্রকার নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়াও কামাতুর ধর্ম্ম অতি নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯৩-৯৪। ধর্ম্মের বারম্বার এই প্রকার অবিনয় বাক্য শ্রবণে নিজ তপোবলের প্রভাবে বালা ধূতপাপা, তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে :—অরে জড়মতে! তুমি নিতান্তই জড়স্বভাব, অতএব এই জাড্যদোষপ্রযুক্ত তুমি অদ্য হইতে জলাধার নদরূপে পরিণত হও। ৯৫। এই প্রকার শাপ শ্রবণে ধর্ম্মও অতি ক্রোধ সহকারে ধূতপাপাকে শাপ প্রদান করিলেন যে :—অয়ি কঠোরহৃদয়ে দুর্ম্মতে! তুমিও অদ্য হইতে শিলারূপে পরিণতা হও। ৯৬।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! পরস্পরের এবম্বিধ শাপ-প্রভাবে ধর্ম্ম, সেই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে "ধর্ম্মনদ" নামে বিখ্যাত নদরূপে পরিণত হইলেন। ৯৭। এদিকে ত্রস্তা ধূতপাপাও পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক নিজ শাপের বিষয় উল্লেখ করিলে পর, ঋষি বেদশিরা, ধ্যানযোগে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া কন্যাকে কহিলেন যে, অয়ি পুত্রি! তুমি ভীতা হইও না, আমি তোমার শুভোদয় করিতেছি, কিন্তু সেই ধর্ম্মের শাপও অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি অন্য কোন প্রস্তর না হইয়া চন্দ্রকান্ত-শিলারূপে পরিণত হও। চন্দ্র উদিত হইলে তোমার শরীর দ্রবীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হইবে, অনন্তর তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া জগতে "ধূতপাপা" এই নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। ৯৮-১০০। অয়ি কন্যকে! তুমি যাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছ, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তোমার শাপপ্রভাবে নদরূপে পরিণত হইয়াছেন; তথাপি তিনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন, কারণ তুমি যাদৃশ গুণসম্পন্ন ভর্ত্তা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাদৃশ নিখিল গুণের একমাত্র আধার তিনি ভিন্ন আর কেহই বিদ্যমান নাই। ১০১। পুত্রি! আমার তপোবলে তোমাদিগের উভয়েরই প্রাকৃত ও দ্রবময় এই দ্বিবিধ রূপ হইবে। ১০২। এই প্রকারে চন্দ্রকান্ত-শিলারূপে পরিণতা কন্যা ধূতপাপাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক, পরম বুদ্ধিমান্ ঋষি বেদশিরা, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। ১০৩। হে মুনে! সেই দিন হইতে ধর্ম্ম, কাশীক্ষেত্রে পরম পবিত্র সর্ব্বপাপহারী ধর্ম্মনদ নামে বিখ্যাত হ্রদরূপ ধারণ করত অবস্থিতি করিতেছেন। এবং ঋষিতনয়া ধূতপাপাও নদীরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিজতটস্থিত বৃক্ষগণের সদৃশ মানবগণের অশেষবিধ পাপরাশি হরণ করিতেছেন। ১০৪-১০৫। সেই ধূতপাপার সহিত মিলিত ধর্ম্মনদ নামক তীর্থে গঙ্গা আসিবার অতি পূর্ব্বকালে ভগবান আদিত্য, অতি উগ্রতপস্যাচরণ করিয়া-

ছিলেন। ১০৬। যে সময় সেই পবিত্র তীর্থে ভগবান্ আদিত্যদেব গভস্তীশ্বর মহাদেবের নিকট মঙ্গলাগৌরীর ধ্যানপর হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন; সেই সময় সেই ময়ূখাদিত্যের তপঃসম্ভাত সুবিষহখেদপ্রযুক্ত শরীরনির্গত কিরণ-রাশি হইতে মহান্ স্বেদরাশি প্রাদুর্ভূত হয়। তদনন্তর সেই কিরণরাশি-প্রাদুর্ভূত স্বেদনিবহ কিরণানাম্নী এক পরম পবিত্র নদীরূপে প্রবাহিত হইল। ১০৭-১০৯। পূর্ব্বকথিত ধূতপাপা নাম্নী নদীর সহিত মিলিত সেই কিরণানাম্নী নদীতে স্নানমাত্রেই জীবগণের মহাপাপরূপ নিবিড় অন্ধকারনিকর বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১১০। যাবদীয় তীর্থস্বরূপা যে ধূতপাপা সকল প্রকার পাপ দূর করিতে সমর্থা, তাঁহার সহিত প্রথমে ধর্ম্মনদ মিলিত হয়েন; তদনন্তর যাঁহার নামমাত্র স্মরণেই মহামোহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই কিরণানাম্নী তরঙ্গিণী তথায় মিলিত হয়েন। এইরূপে সেই পরম পবিত্র মঙ্গলময় ধর্ম্মনদ-হ্রদে সর্ব্বপাপহারিণী মঙ্গলদ্রবস্বরূপা ধূতপাপা ও কিরণা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তৎপরে যথাকালে দিলীপপুত্র ভগীরথের আনীত ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। এই পবিত্র ধর্ম্মনদ নামক হ্রদে ধূতপাপা, কিরণা, পুণ্যতোয়া সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা এই পাঁচটী নদী আসিয়া এই প্রকারে মিলিত হইয়াছেন ইহা পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১১১—১১৫।

এই সকল কারণ প্রযুক্ত এই তীর্থের "পঞ্চনদ" এই নামটী ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিলে জীবের আর পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। মহাপাপবিধ্বংসকারী এই পঞ্চনদীর সঙ্গমে স্নানমাত্রে জীব, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ ভেদ করিয়া সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। এই কাশীক্ষেত্রে প্রতিপদেই পরম পবিত্র জলাধার সকল বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহারা কেহই এই পঞ্চনদ-তীর্থের কোটিভাগের একভাগ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। প্রয়াগতীর্থে মাঘমাস ব্যাপিয়া নিত্য স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, কাশীতে পঞ্চনদ-তীর্থে একবার মাত্র স্নান করিলে মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। পঞ্চনদ-তীর্থে স্নানানন্তর পিতৃতর্পণ করত ভগবান্ বিন্দুমাধবকে দর্শন করিতে পারিলে মনুষ্য আর কখনও গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করে না। ১১৬-১২০। পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে তর্পণকালে পিতৃগণের উদ্দেশে যে কয়টী তিল প্রদান করা যায়, প্রদাতার পিতৃলোক, তাবৎ বর্ষ ব্যাপিয়া নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই পবিত্র মঙ্গলময় পঞ্চনদ-তীর্থে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃ-পিতামহগণ নানাযোনিগত

হইলেও অবিলম্বেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। যমলোকে প্রতিদিবস্ শ্রাদ্ধদেবের সন্নিধানে পিতৃগণ, কাশীস্থ পঞ্চনদ-তীর্থের উদ্দেশে এই গাথাটী গান করিয়া থাকেন যে :—"আমাদের বংশে এমত সন্তান কবে জন্মগ্রহণ করিবে ; যে ব্যক্তি পঞ্চনদ-তীর্থের মহিমা অবগত হইয়া শ্রাদ্ধবিধানানুসারে আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে, হায় ! সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ডনীয় প্রভাবে কোন্ দিবস আমরা মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব"। ১২১-১২৫। সেই পঞ্চনদ-তীর্থে যৎকিঞ্চিৎ ধন প্রদানে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কল্পান্তেও তাহার ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। একবর্ষকাল প্রতিদিন পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া যথাবিধানে মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করিলে বন্ধ্যাস্ত্রীও পুত্রলাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা পরিশোধিত পাঞ্চনদ সলিল দ্বারা স্বীয় ইষ্টদেবতাকে স্নান করাইলে ভক্ত মানব, মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। অষ্টোত্তর শতসংখ্যক কলসপূর্ণ পঞ্চামৃতরাশির ফলের সহিত একবিন্দু পাঞ্চনদ সলিলের ফলের তুলনা করিলে, পাঞ্চনদ-বিন্দুপ্রদ ফলই আধিক্য লাভ করিয়া থাকে। পঞ্চগব্য-পানে যাদৃশী শুদ্ধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাসহকারে একবিন্দু পঞ্চনদ-তীর্থের সলিল পান করিলে সেই শুদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানে যে ফল হয়, পঞ্চনদ-তীর্থের জলে স্নান করিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ করিতে পারা যায়। রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞ, স্বর্গমাত্রেরই সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মমুহূর্ত্তদ্বয়কাল ব্যাপিয়া পঞ্চনদ-তীর্থে মজ্জন করিলে মনুষ্য মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১২৬-১৩২। মহাত্মাগণ পঞ্চনদ-তীর্থের সলিল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যে পরিমাণে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, স্বর্গ-সাম্রাজ্যের অভিষেকেও তাঁহাদের তাবৎ পরিমাণে আনন্দ বোধ হয় না। ১৩৩। অন্যত্র বাস করিয়া দাসপ্রায় ভূপতি কোটীর উপর অপ্রতিহত প্রভুতা অপেক্ষা বারাণসীতে পঞ্চনদস্নায়ী মনুষ্যগণের দাসত্ব স্বীকারও সজ্জনগণের ইষ্ট। ১৩৪। হে অগস্ত্য ! ইহা নিশ্চয় জানিও, কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি পাপহারি পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করে নাই, সেই হতভাগ্য অদ্যাপি গর্ভে বাস করিতেছে ও ভবিষ্যৎকালেও তাহার গর্ভবাস-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই। ১৩৫। সত্যযুগে ধর্ম্মনদ-তীর্থ, ত্রেতাযুগে ধূতপাপক-তীর্থ, দ্বাপরে বিন্দুতীর্থ ও কলিতে পঞ্চনদ নামে এই তীর্থ বিখ্যাত হইয়াছে। সত্যকালে শতবর্ষ তপস্যা করিলে যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, কার্ত্তিক মাসে পঞ্চনদ-তীর্থে একবারমাত্র স্নান করিলে সেই ফলভাগী হইতে পারা যায়। অন্যত্র যাবজ্জীবন ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলে যে ফললাভ করা যায়, কার্ত্তিক মাসে একবার ধর্ম্মনদে স্নান করিলে মনুষ্য সেই

ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৩৬-১৩৮। জগতে ধূতপাপ-তীর্থের সমান অন্য কোন তীর্থ বিদ্যমান নাই, কারণ এই তীর্থে একবারমাত্র স্নান করিতে পারিলে তিন জন্মের অর্জ্জিত পাপ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। বিন্দু-তীর্থে একরত্তিকা পরিমাণ কাঞ্চন প্রদান করিলে মনুষ্য কখনও দারিদ্র্য ভোগ করে না এবং কোন কালেও সুবর্ণ বিবর্জ্জিত হয় না। ১৩৯ ১৪০। এই বিন্দু-তীর্থে গো, ভূমি, তিল, সুবর্ণ, অশ্ব, বস্ত্র, অন্ন, মালা ও বিভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রদান করা যায় তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। ১৪১। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মনদ-তীর্থে প্রদীপ্ত অগ্নিতে যথাবিধানে একটী মাত্র আহুতি প্রদানে শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্য কোটী হোমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৪২। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মঙ্গলময় আবাসভূত পঞ্চনদ-তীর্থের, অনন্ত মহিমা কোন ব্যক্তিই বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন না। ১৪৩। এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থের ইতিহাস ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত অন্তে বৈকুণ্ঠধামে সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ১৪৪।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

বিন্দুমাধব-প্রাদুর্ভাব কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণ-নন্দন! এই পঞ্চনদের উৎপত্তি বিবরণ কথিত হইল, এক্ষণে মাধবের আবির্ভাব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রদ্ধাসহকারে মাধবের এই উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্ষণমধ্যে পাপসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করে, আর কদাপিও শ্রীহীন হয় না এবং সতত ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে। ১-২। গরুড়বাহন ভগবান্ উপেন্দ্র মন্দরপর্ব্বত হইতে চন্দ্রশেখরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ক্ষণমধ্যে বারাণসী পুরীতে আগমন করত স্বীয় মায়াবলে দিবোদাস নৃপতিকে কাশী হইতে দূর করিয়া, পাদোদক-তীর্থে কেশবস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক উত্তমরূপে কাশীর অনুপম মহিমা বিচার করত পঞ্চনদ-তীর্থ দর্শন

করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ৩-৫। অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ মাধব, প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন যে, "বৈকুণ্ঠের গুণনিচয় অগণনীয় হইলেও আমি তাহা গণনা করিয়াছি; কাশীতে এই পঞ্চনদ-তীর্থে যে সমস্ত গুণ বিরাজমান রহিয়াছে, ক্ষীরসমুদ্রে সেই সমস্ত নির্ম্মল গুণ কোথায়? কাশীতে পাপনাশন এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে যাদৃশ গুণগরিমা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, শ্বেতদ্বীপেও তাদৃশ গুণগরিমার সামগ্রী কোথায়? এই পঞ্চনদ-তীর্থের জলস্পর্শে আমার যাদৃশ হর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, কৌমুদীর স্পর্শও আমার তাদৃশ সুখকর হয় না। ৬-৯। এই পঞ্চনদ-তীর্থস্পর্শে আমার যাদৃশ সুখোদয় হইতেছে, ক্ষীরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মী আমার অঙ্গস্পৃষ্টা হইয়াও আমাকে তাদৃশ সুখ প্রদান করিতে পারেন না"। লক্ষ্মীপতি ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে পঞ্চনদ-তীর্থের মহিমা খ্যাপন করত কাশীর বিবরণ জানাইবার জন্য গরুড়কে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া, দিবোদাস নৃপতির গুণরাশি ও পঞ্চনদ-তীর্থের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে সুখাসনে সমুপবিষ্ট হইয়া তপঃ পরায়ণ ক্ষীণশরীর একজন তপোধনকে দেখিতে পাইলেন। ১০-১৩। সেই ঋষি, পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ অচ্যুতের নিকট আগমন করত দেখিলেন যে, ভগবান্ বনমালায় বিভূষিত হইয়া কমলাসনে বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম শোভা পাইতেছে, কৌস্তভ মণির প্রভায় তাঁহার বক্ষঃস্থল উদ্ভাসিত রহিয়াছে, নীলপদ্মের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের প্রভা, পীতবর্ণ কৌশেয়-বস্ত্র পরিধানে অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আকৃতি অতি স্নিগ্ধ মধুরভাব ধারণ করিয়াছে, নাভিহ্রদে পদ্ম বিরাজমান রহিয়াছে, তাঁহার ওষ্ঠযুগ, সুন্দর পাটল পুষ্পের শোভা বিস্তার করিতেছে, তাঁহার দশননিচয় দাড়িম-বীজ তুল্য এবং কিরীটস্থ রত্ননিচয়ের প্রভায় গগনমার্গ দীপ্তিমান্ হইয়াছে। তখন অগ্নিবিন্দু নামক সেই ঋষি, সহর্ষে ক্ষিতিতে মস্তক রাখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার পদবন্দনা করেন, সনকাদি ঋষিগণ নিরন্তর যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সতত যাঁহার মহিমা গান করেন, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণের পবিত্র ভক্তিতে যাঁহার হৃদয় পরম আনন্দিত, যিনি শার্ঙ্গধনুঃ ধারণ করিয়া দানবনিচয়কে দণ্ডিত করিয়াছেন, যিনি মধুকৈটভের হন্তা ও কংসের বিনাশকারক, উপনিষদ্ সমূহে পরিগীত যে কৈবল্য পরব্রহ্মকে বেদনিচয়ও জানিতে অসমর্থ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে নয়নগোচর করিতে পারেন না, ভক্তগণের ভক্তিনিবন্ধন পুরুষমূর্ত্তিতে পরিণত অচ্যুতরূপী সেই পরমব্রহ্মকে প্রণাম পূর্ব্বক মস্তকবদ্ধাঞ্জলি হইয়া, পরম ভক্তিসহকারে মার্কণ্ডেয়াদি

ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত সেই পঞ্চনদ-তীর্থ সমীপে শিলাতলে সমাসীন বলি-বিধ্বংসী সেই অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৪-২৪।

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ প্রদানকারী আপনাকে নমস্কার, আপনি সহস্রশীর্ষা পুরুষ, আপনি সহস্রলোচন ও সহস্রপাদ, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ২৫-২৬। হে জিষ্ণ্বাদিসুরবন্দিত! হে বিষ্ণো! সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব বিনিবারক ত্বদীয় পাদপদ্মে আসক্ত হৃদয় বাচস্পতির বাক্যনিচয়ও যাঁহাকে স্তব করিতে জানে না, এ জগতে কোন জন সেই আপনার স্তব করিতে সমর্থ হয়? তথাপি আমি যে আপনার স্তব করিতেছি, ইহার প্রতি বলবতী ভক্তিরই কারণতা। যে ভগবান্ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগোচর, বাক্যাতীত সেই ঈশ্বর কিরূপে আমার স্তবের বিষয় হইবেন? বাক্য যাঁহাকে বোধ করায় না, মন যাঁহাকে মনন করিতে অসমর্থ, বাক্যও মনের অতীত, সেই ভগবান্‌কে স্তব করিতে কে সমর্থ হয়? ষড়ঙ্গপদ-ক্রমসহিত-বেদনিচয় যাঁহার নিঃশ্বাস প্রসূত, কোন্ ব্যক্তি সেই দেবের মহান্ মহিমা অবগত হইতে পারে? ২৭-৩০। সনকাদি ঋষিগণ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয় সংযত করত হৃদাকাশে চিন্তা করিয়াও যাঁহাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না, আবাল-ব্রহ্মচারি নারদ প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ নিরন্তর চরিত্র গান করিয়াও যাঁহাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন না, হে চরাচর! হে চরাচর-ভিন্ন! সেই সূক্ষ্মরূপ, সূক্ষ্ম, অব্যয়, এক, আদ্য, ব্রহ্মাদি দেবগণের অগোচর, অজেয়, অনন্তশক্তি, নিত্য, নিরাময়, অমূর্ত্ত এবং অচিন্ত্যমূর্ত্তি আপনাকে কে জানিতে পারে? ৩১-৩৩। হে মুরারে! আপনার এক একটী নাম পাপি-গণের জন্মার্জ্জিত-পাপনিচয়কে হরণ করে এবং তাহাদিগকে মহাযজ্ঞের মহাপদাঢ্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। মুকুন্দ, মধুসূদন, মাধব, নারায়ণ, নরকার্ণবতারণ, দামোদর, মধুহা, চতুর্ভুজ বিশ্বম্ভর, বিরজঃ এবং জনার্দ্দন প্রভৃতি আপনার নাম যাহারা জপ করে, তাহাদের ইহজগতে পুনরায় জন্ম ও কৃতান্ত ভীতি কোথায়? হে ত্রিবিক্রম! মেঘমালার ন্যায় রুচির বর্ণ ও পঙ্কজলোচন আপনাকে যাহারা হৃদয়ে চিন্তা করে, হে সৌদামিনী-বিলসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে! তাহারাও আপনার অচিন্ত্যরূপ-কান্তিকে স্পর্শ করিয়া থাকে। ৩৪-৩৬। হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হে হরে! হে অচ্যুত! হে কৈটভারে! হে গোবিন্দ! হে গরুড়রথ! হে কেশব! হে চক্রপাণে! হে লক্ষ্মীপতে! হে দনুজসূদন! হে শার্ঙ্গপাণে! আপনার ভক্ত-জনের কুত্রাপিও ভয় উপস্থিত হয় না। হে ভগবন্! যাহার সৌরভে মৃগমদের দিব্যগন্ধ বিদূরিত হয়, সেই তুলসী-প্রসূন নিচয়ের দ্বারা যাহারা আপনার পূজা করে,

স্বর্গে সমস্ত দেবগণ মন্দার-মালাসমূহের দ্বারা অতি বিমলস্বভাব সেই সমস্ত ব্যক্তিকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৩৭-৩৮। হে অব্জনেত্র! যাহাদের মুখে আপনার কামপ্রদ নাম, যাহাদের কর্ণযুগলে আপনার মধুরাক্ষর কথা এবং যাহাদের চিত্ত-ভিত্তিতে আপনার রূপ বিরাজমান থাকে, হে নীরূপ! সেই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মপদও দুষ্প্রাপ্য নহে। হে শেষশায়িন্! হে শ্রীপতে! এ জগতে যাহারা সতত আপনাকে ভজনা করে, হে স্বর্গাপবর্গ-সুখসন্ততিদানদক্ষ! স্বর্গে পিতৃপতি, ইন্দ্র এবং কুবের প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদাই সেই সমস্ত ব্যক্তির পূজা করিয়া থাকেন। হে পঙ্কজপাণে! যে সমস্ত ব্যক্তি সতত আপনার স্তব করে, স্বর্গে সিদ্ধ, অপ্সরা ও অমরগণ, সতত সেই সমস্ত ব্যক্তির স্তুতি করিয়া থাকেন। হে অখিলসিদ্ধিদ! হে কমলায়তাক্ষ! আপনি ব্যতিরেকে আর কে রমণীয় নির্ব্বাণ-সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকে? ৩৯-৪১। হে লীলাবিগ্রধারিন্! হে ব্রহ্মার্চ্চিত পাদপদ্ম! আপনিই সময়ে এই সমস্ত বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, হে পরম! আপনিই বিশ্ব, আপনিই বিশ্বপতি এবং আপনিই বিশ্বের বীজ, অতএব আমি সতত আপনাকে প্রণাম করি। হে দনুজেন্দ্র-রিপো! আপনিই স্তবকর্ত্তা, আপনিই স্তুত্য, আপনিই সমস্ত, যেহেতু আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই, হে বিষ্ণো! আপনা ভিন্ন আমি কিছুই জানি না, হে ভবারে! আপনি সতত আমার সংসারজনিত তৃষ্ণা অপনয়ন করুন। ৪২-৪৩। (স্কন্দ কহিলেন) মহাতপা অগ্নিবিন্দু এইরূপে হৃষীকেশের স্তব করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন বরপ্রদ বিষ্ণু বরপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে তপোনিধে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো! আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ৪৫।

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে বৈকুণ্ঠেশ! হে জগৎপতে! হে কমলাকান্ত! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি যাহা প্রার্থনা করি, তাহা আমাকে প্রদান করুন। ৪৬। (স্কন্দ কহিলেন) অগ্নিবিন্দু এই কথা বলিলে ভগবান্ বিষ্ণু, ভ্রূ-ভঙ্গীর দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনীয় বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন। তখন সেই তাপস প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কেশবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও সমস্ত জীবগণের বিশেষতঃ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের হিতের জন্য এই পঞ্চনদ-তীর্থে অবস্থান করুন, এবং আপনার পদকমলে আমার অচলা ভক্তি প্রদান করুন। লক্ষ্মীপতি কোনরূপ বিচার না করিয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি তাঁহার নিকট অন্য কোন

বর প্রার্থনা করি না"। লক্ষ্মীপতি মধুসূদন, অগ্নিবিন্দুর এই বরপ্রার্থনা শ্রবণ করত, প্রসন্ন হইয়া পরোপকারের জন্য "তাহাই হউক" ইহা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ৪৭—৫০।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো! যাহাদের কাশীতে ভক্তি আছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিকে মুক্তিমার্গ উপদেশ করত আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে অবস্থান করিব। হে মুনে! আমি আরও প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আরও বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি; হে অগ্নিবিন্দো! তুমি আমার অতিশয় ভক্ত, সর্ব্বদা আমাতে তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক। হে তপোনিধে! পূর্ব্ব হইতেই আমার এ স্থানে থাকিবার বাসনা ছিল, তাহার উপর আবার তুমি প্রার্থনা করিতেছ, অতএব আমি নিশ্চয়ই সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করিব। ৫১-৫২। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিও কাশীলাভে যদি জ্ঞানবান্ হইতে পারে তাহা হইলে সে কি তাহা পরিত্যাগ করে? অমূল্য মাণিক ত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কাচের অভিলাষ করিয়া থাকে? এই স্থানে স্বল্পমাত্র শ্রমে কেবল শরীরমাত্র ব্যয় করিয়া যাদৃশ মুক্তিলাভ করা যায়, তাদৃশ মুক্তি আর কোথায় পাওয়া যায়? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এই স্থানে জরাজীর্ণ পার্থিব-দেহ বিনিময় করিয়া ষড়্বিধ বিকাররহিত কৈবল্য কি গ্রহণ করিবেন না? কাশীতে শরীরমাত্র ত্যাগ করিলেই যেমন মোক্ষ লাভ হয়, অন্যত্র বহুতর তপস্যা, দান বা বহুদক্ষিণ-যজ্ঞের দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না। সমাধিতে সংযত-চিত্ত যোগিগণও এক জন্মে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু কাশীতে দেহপাত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কাশীতে দেহপাতই মহাদান; ইহাই মহাতপঃ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ ব্রত। ৫৪-৫৯। যে ব্যক্তি কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা ত্যাগ না করেন; এ জগতে তিনিই বিদ্বান্, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই পুণ্যবান্ এবং তিনিই ধন্য। হে মুনে! এই কাশী যে পর্য্যন্ত থাকিবেন, আমিও তদবধি এই স্থানে অবস্থান করিব; মহাদেবের ত্রিশূলোপরি অবস্থিতা এই কাশীর প্রলয়কালেও বিনাশ নাই। ৬০-৬১। (স্কন্দ কহিলেন) মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর এই সমস্ত বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, আমি অন্য বর প্রার্থনা করিতেছি, হে রমাপতে! এই পঞ্চনদ তীর্থে আপনি আমার নামে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা ভক্ত বা অভক্ত জনগণকে মুক্তি উপদেশ করুন। আর যাহারা এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া দেশান্তরে যাইয়াও মৃত হইবে, আপনার তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। এবং যে সমস্ত মানব পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া, আপনার অর্চ্চনা করিবে, আপনাতে অচলা এবং

অন্যেতে চঞ্চলারূপিণী হইলেও লক্ষ্মী যেন, সেই সমস্ত মানবকে কখন পরিত্যাগ না করেন। ৬২—৬৫।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে মুনে! অগ্নিবিন্দো! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে; তোমার নামের অর্দ্ধাংশ সংযুক্ত করিয়া, আমার ত্রৈলোক্যবিশ্রুত "বিন্দু-মাধব" এই নাম কাশীতে বিখ্যাত হইবে। এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে যে সমস্ত পুণ্যশীল মানবগণ আমার পূজা করিবে, তাহাদের সংসার-ভীতি কোথায়? এই পঞ্চনদ-তীর্থে যাহারা আমাকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে, বসু ও নির্ব্বাণরূপিণী লক্ষ্মী সতত তাহাদের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। ৬৬-৬৯। যাহারা পঞ্চনদ-তীর্থে আগমন করিয়া ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত না করে; শীঘ্রই বিপদ্যমান সেই সমস্ত মানবগণের ধনরাশি ক্রন্দন করিয়া থাকে। এই জগতে তাহারা ধন্য এবং তাহারাই কৃতকৃত্য; যাহারা আমার এই স্থানে আগমন করিয়া আমার উদ্দেশে ধনরাশি অর্পণ করিয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো! সর্ব্বপ্রকার পাতক বিনাশন এই তীর্থ তোমার নামে "বিন্দুতীর্থ" বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ৭০-৭২। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ হইয়া কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে এই বিন্দুতীর্থে স্নান করিবে, তাহার আর যমজনিত ভীতি কোথায়? মানব মোহপ্রযুক্ত সহস্র প্রকার পাপ করিয়াও কার্ত্তিক মাসে যদি এই ধর্ম্মনদে স্নান করে, তাহা হইলে ক্ষণকাল মধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ৭৩-৭৪। যদবধি এই দেহ সুস্থ থাকে এবং ইন্দ্রিয়-সমূহ বিকল না হয়, তাবৎ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ ব্রতের অনু-ষ্ঠানই দেহের ফল। এই অপবিত্র দেহ একভক্ত ব্রত, নক্ত ব্রত, অযাচিত ব্রত এবং উপবাসের দ্বারা বিশুদ্ধ করা উচিত। ৭৫-৭৬। ব্রতধারণ করিলে অপবিত্র-দেহ পবিত্রতা লাভ করে, এই জন্য প্রযত্নসহকারে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত-সমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত। ব্রতাচরণে দেহশুদ্ধি হইলে, সেই দেহে ধর্ম্ম নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই অর্থ, কাম ও নির্ব্বাণ অবস্থান করেন। অতএব চতুর্ব্বর্গ ফলাভিলাষী মানবগণের সতত ধর্ম্মসান্নিধ্যকারক ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত। ৭৭-৭৯। যদিচ মানব সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের যত্ন সহকারে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করা উচিত। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিবে ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, কিছুমাত্র আহার করিবে না অথবা এক ভক্তাদি নিয়ম গ্রহণ করিবে, প্রত্যহ স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করিবে, পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ ও তদনুকূলে আচরণ করিবে, অখণ্ড দীপ প্রদান ও অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে,

ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য বহুতর অঙ্কুর ও বীজযুক্ত প্রদেশে গমনাগমন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৮০-৮৩। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি কখন সম্ভাষণের অযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। সর্ব্বদা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিবে, অথবা সত্য বাক্যমাত্র ব্যবহার করিবে। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে, অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না এবং নিষ্পাব, (ধান্যবিশেষ) মসুর ও কোদ্রব (রাজশিম্বী) পরিবর্জ্জন করিবে। প্রত্যহ যত্ন সহকারে দন্ত, কেশ ও বস্ত্রাদি শোধন করিবে। ব্রতশীল ব্যক্তি কখনও হৃদয়ে কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। দ্বাদশমাস ব্রতশীল ব্যক্তির যে ফল লাভ হয়, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতধারী ব্যক্তিগণেরও অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ৮৪-৮৭। চারিমাসও যাহার ব্রতানুষ্ঠানের সামর্থ্য নাই, সে ব্যক্তি কেবল কার্ত্তিক মাসে ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাতেই তাহার সম্বৎসর-ব্রতের ফল লাভ হইবে। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির, কার্ত্তিক মাস বিনা-ব্রতে অতিবাহিত হয়, শূকরস্বরূপ সেই সমস্ত পাপিগণের পুণ্যের লেশমাত্রও নাই। পুণ্যবান্ নর কার্ত্তিক মাসে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য-ব্রত অবলম্বন করিবে। ৮৮-৯০। কিম্বা একান্তর-ব্রত, ত্রিরাত্র-ব্রত, পঞ্চরাত্র-ব্রত, সপ্তরাত্র-ব্রত, পক্ষ-ব্রত বা মাসোপোষণ-ব্রত অবলম্বন করিবে; ব্রতশীল ব্যক্তি যেন বিনা ব্রতে কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত না করে। কার্ত্তিক মাসে ব্রতী ব্যক্তি শাক, পয়ঃ, ফল বা যবান্ন আহার করিবে। ব্রতশীল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে নিত্য ও নৈমিত্তিক স্নান করিবে এবং মহাব্রতের ফলকামনায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। ৯১-৯৪। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্তে কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, তাহার সম্বৎসর-ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাক বা পয়ঃ আহার করিয়া কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, তাহার অখণ্ড শরৎকাল ব্যাপিয়া তদাহারের ফল লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে পত্রে ভোজন করিবে, যত্ন পূর্ব্বক কাংস্যপাত্র বর্জ্জন করিবে। যে ব্রতশীল ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে ভোজন করে, তাহার ব্রতের ফল লাভ হয় না। কাংস্যের নিয়মে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র দান করিবে। কার্ত্তিক মাসে মধু সেবন করিবে না, তাহা সেবন করিলে অতি হীনগতি লাভ হয়; কার্ত্তিকে মধুত্যাগ করিয়া ঘৃত ও শর্করাযুক্ত পায়স প্রদান করিবে। কার্ত্তিক মাসে তৈলমর্দ্দন ও তৈলাহার পরিত্যাগ করিবে। ৯৫-১০০। হে অনঘ! কার্ত্তিক মাসে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে নারকী হইতে হয়। কার্ত্তিকে তৈল ত্যাগ করিয়া কাঞ্চনের সহিত দ্রোণপরিমিত তিল দান করিবে। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য ভোজন করিলে তৈমী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে

হয় এবং মাংস ভোজন করিলে পূয় ও শোণিতে কৃমি হইয়া থাকিতে হয়। যে সমস্ত নৃপতিগণ নিয়ত মাংস আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও কার্ত্তিক মাসে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করিয়া ব্রত অবলম্বন করিলে, মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ-জনিত-পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে মৎস্য মাংসের নিয়ম করিয়া মাষকলাই ও সুবর্ণের সহিত দশটী কুষ্মাণ্ড দান করিবে। ১০১-১০৪। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে মৌন হইয়া ভোজন করে, সে অমৃত ভোজন করিয়া থাকে; কার্ত্তিকে মৌনব্রতী ব্যক্তি সুবর্ণ ও তিলের সহিত সুন্দর ঘণ্টা প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে লবণ পরিত্যাগ করিবে, তাহার সমস্ত রস পরিত্যাগের ফল লাভ হইবে; উক্ত ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করিবে। ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিকে ভূমিশয্যা নিয়ম করিলে তাহাকে আর ভূমিস্পর্শ করিতে হয় না; উক্ত ব্রত করিয়া উৎকৃষ্ট শয্যার সহিত পর্য্যঙ্ক দান করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে অখণ্ড ঘৃতের প্রদীপ প্রদান করে, সে ব্যক্তি মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়াও দুর্গতিগ্রস্ত হয় না। ১০৫-১০৮। কার্ত্তিক মাসে যে ব্যক্তি রজনীতে দীপকৌমুদী করে, সে ব্যক্তি কখন তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামক নরক দর্শন করে না। কার্ত্তিক মাসে দীপ প্রদান করিলে পাপান্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, ক্রোধান্ধকারিত মুখ, ভাস্করতনয় যমকে দর্শন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ত্তিক প্রদীপ প্রদান করে, সে চরাচর ত্রিভুবন উদ্যোতময় দর্শন করিয়া থাকে। ১০৯-১১১। কার্ত্তিক মাসে যে ব্যক্তি পঞ্চামৃতপূর্ণ কলশের দ্বারা আমায় স্নান করায়, সেই পুণ্যবান্ ক্ষীরসমুদ্র-তটে এককল্প পরিমিত কাল বাস করে। কার্ত্তিক মাসে প্রতি রজনীতে আমার সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদীপের জ্যোৎস্না বিস্তার করিলে, জঠরান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে আমার সম্মুখে ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বালিত করে, মহামৃত্যুভয় সমুপস্থিত হইলেও তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। ১১২-১১৪। কার্ত্তিক মাসে যাহারা বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া ভক্তি সহকারে আমার যাত্রা করে, মুক্তি তাহাদের দূরে অবস্থান করেন না। "হে দামোদর! হে দনুজেন্দ্রনিসূদন! কার্ত্তিক মাসে ব্রত অবলম্বন করিয়া, আমি বিধিপূর্ব্বক স্নান করত আপনাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। হে কৃষ্ণ! কার্ত্তিক মাসে পাপ শোষণ নৈমিত্তিক স্নানে আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য আপনি রাধিকার সহিত গ্রহণ করুন।" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি শঙ্খপাত্রে সুবর্ণ, রত্ন, পুষ্প ও জল ঘটিত অর্ঘ্য আমাকে প্রদান করে; সুন্দর পর্ব্বদিনে শোভনপাত্রে সঙ্কল্প করিয়া সুবর্ণপূর্ণ

পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১১৫ ১১৯। আমার উত্থানৈকাদশীতে বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া রাত্রিকালে জাগরণ করত, সম্মুখে বহুতর দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া শক্তি অনুসারে আমাকে অলঙ্কারে ভূষিত করত, পূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত নৃত্যগীত প্রভৃতি উৎসব ও পুরাণশাস্ত্র শ্রবণাদির দ্বারা মহামহোৎসব করিলে, এবং তাহাতে আমার প্রীতির উদ্দেশে বহুতর অন্ন প্রদান করিলে, মানব মহাপাতকযুক্ত হইলেও তাহাকে আর প্রমদার উদরে প্রবেশ করিতে হয় না। ১২০-১২২। যে ব্যক্তি বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া বিন্দু-মাধব নামে আমাকে অর্চ্চনা করে, সে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। হে মুনে! সত্যযুগে আমি আদিমাধব নামে পূজনীয়, ত্রেতায় আমি অনন্তমাধব নামে পরি-জ্ঞাত হইয়া, সাধকগণের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি; দ্বাপরযুগে আমি শ্রীমাধব নামে আরাধিত হইয়া, ভক্তের পরমার্থসার্থ চরিতার্থ করিয়া থাকি, এবং কলিতে এই স্থানে আমি বিন্দুমাধব নামে পূজিত হইয়া, ভক্তের কলিজনিত মল অপনয়ন করি। কলিকালে কল্মষসম্পন্ন মানবগণ আমারই মায়াতে বিমোহিত, সুতরাং ভেদবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। যাহারা আমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইয়া মহেশ্বরের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহারা আমারই বিদ্বেষ্টা; সেই সমস্ত পাপিগণ পিশাচ-পদ লাভ করিয়া থাকে। এবং তাহারা পিশাচ-যোনি লাভ করিয়াও কালভৈরবের শাসনে ত্রিশ হাজার বৎসর দুঃখ-সাগরে বাস করিয়া, পরিণামে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ১২৩-১২৯। অতএব পরমাত্মস্বরূপ বিশ্বনাথে দ্বেষবুদ্ধি করা উচিত নহে; বিশ্ব-নাথে যাহাদের দ্বেষবুদ্ধি আছে, তাহাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে সমস্ত অধম মানবগণ মনে মনেও মহেশ্বরের দ্বেষ করে, তাহারা অন্য স্থানে মৃত হইয়া অন্ধতামিস্র নামক নরকে বাস করিয়া থাকে। ১৩০-১৩১। যাহারা শিবনিন্দা-পরায়ণ, আর যাহারা পাশুপতনিন্দক, তাহারাই আমার বিদ্বেষ্টা; তাহাদের নরকে বাস করিতে হয়। যাহারা বিশ্বেশ্বরের নিন্দক, তাহারা যথাক্রমে অষ্টা-বিংশতিকোটি নরকে এক এক কল্প বাস করিয়া থাকে। ১৩২-১৩৩। হে মুনে! বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াই আমি এই স্থানে মুক্তিপ্রদানে সমর্থ হইয়াছি, অতএব যাহারা আমার ভক্ত হইবে, তাহাদের নিরন্তর বিশেষ ভক্তিসহকারে বিশ্বেশ্বরের সেবা করা উচিত। হে মুনে! এই বারাণসীকে পাশুপত-ভূমি বলিয়া জানিবে, এইজন্যই এইস্থানে মোক্ষার্থী জীবগণের পশুপতি-সেবা করা উচিত। ১৩৪-১৩৫। কার্ত্তিক মাসে স্বয়ং মহেশ্বর ও দেবতা সকল আত্মীয়বর্গের সহিত

এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। সমস্ত বেদ ও যজ্ঞনিচয়ের সহিত ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং নদী সমূহের সহিত সপ্তসমুদ্র, কার্ত্তিক মাসে এই ধূতপাপ-তীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। ত্রিভুবন মধ্যে যাবদীয় সচেতন দেহধারী আছে, তাহারা সকলেই কার্ত্তিক মাসে এই ধূতপাপ-তীর্থে স্নান করিতে আগমন করিয়া থাকে। ১৩৬-১৩৮। যাহারা কার্ত্তিক মাসে পঞ্চনদ তীর্থে স্নান না করে, তাহাদের জন্ম কেবল জলবুদ্বুদের ন্যায় বৃথা। হে মহামুনে অগ্নিবিন্দো! এই আনন্দকানন অতি পবিত্র স্থান, আর এই পঞ্চনদ-তীর্থ ততোধিক পবিত্র এবং আমার সন্নিধি তাহা হইতেও পবিত্র জানিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহার দ্বারাই তুমি সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ পঞ্চনদের মহিমা অবগত হও; যাহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরম বিজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। (স্কন্দ কহিলেন) সেই মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর মুখনির্গত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিন্দুমাধবকে পুনরায় প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩৯-১৪৩।

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে ভগবন্ বিন্দুমাধব! হে জনার্দ্দন! কাশীতে আপনার কত প্রকার মূর্ত্তি আছে এবং ভবিষ্যতেই বা আর কত মূর্ত্তি হইবে? ভক্তগণ যাহা পূজা করিয়া কৃতকৃত্য হইবে, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে অচ্যুত! তাহা আমাকে বলুন। ১৪৪—১৪৫।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিন্দুমাধবাবির্ভাব ও মাধবাগ্নিবিন্দু-সংবাদ এবং বৈষ্ণব-তীর্থ-মাহাত্ম্য-কথন।

অগস্ত্য কহিলেন; হে ষড়ানন! পাপনাশন বিন্দুমাধবের উপাখ্যান ও পঞ্চনদের মাহাত্ম্যও শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অগ্নিবিন্দু, দৈত্যনিসূদন মাধবকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ মধুরিপু, তাহার কি উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ১—২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহর্ষে অগস্ত্য! মাধব, অগ্নিবিন্দু মুনিকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই কথা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৩।

বিন্দুমাধব কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো! প্রথমতঃ আমি পাদোদক-তীর্থে আদিকেশবরূপে অবস্থান করত ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করিতেছি; অমৃতক্ষেত্র অবিমুক্তধামে আদিকেশবরূপী আমাকে যাহারা অর্চ্চনা করে, তাহারা সমস্ত দুঃখবিরহিত হইয়া নিশ্চয়ই অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ৪-৫। আদি-কেশব, সঙ্গমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত, সর্ব্বদা সাধকগণের ভোগ ও মোক্ষ প্রদানে নিরত আছেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেই শিবলিঙ্গদর্শন করিলে মানবগণের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পাদোদক-তীর্থের দক্ষিণদিকে শ্বেতদ্বীপ নামক মহাতীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে; তথায় আমি জ্ঞানকেশব নামে অবস্থিত হইয়া মানবগণকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি। ৬-৭। জ্ঞানকেশবের সন্নিধানে শ্বেতদ্বীপ নামক তীর্থে স্নান করত জ্ঞানকেশবের পূজা করিলে মনুষ্য কখন জ্ঞানভ্রষ্ট হয় না। তার্ক্ষ্য-তীর্থে আমি তার্ক্ষ্যকেশব নামে অবস্থিত আছি; তথায় যে সমস্ত মানবশ্রেষ্ঠ ভক্তিসহকারে আমার পূজা করে, তাহারা গরুড়ের ন্যায় সতত আমার প্রিয় হইয়া থাকে। সেই স্থানেই নারদতীর্থে আমি নারদকেশব নামে অবস্থিতি করিতেছি, যাহারা নারদতীর্থে স্নান করিয়া তথায় আমার পূজা করে, আমি তাহাদিগকে ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদেশ করিয়া থাকি। ৮-১০। সেই স্থানেই প্রহ্লাদ-তীর্থে আমি প্রহ্লাদ-কেশব নামে অবস্থিত আছি; ভক্তগণ, মহাভক্তি-সমৃদ্ধির জন্য তথায় আমার অর্চ্চনা করিবে। সেই স্থানেই অম্বরীষ-তীর্থে আমি আদিত্যকেশব নামে অবস্থান করত ক্ষণমধ্যে ভক্তগণের পাতকনিচয় ধ্বংস করিয়া থাকি। ১১-১২। দত্তাত্রেয়ে-শ্বর নামক মহাদেবের দক্ষিণে আমি গদাধর নামে অবস্থান করতঃ ভক্তগণের সংসার-মল হরণ করিয়া থাকি। সেই স্থানেই ভার্গব-তীর্থে আমি ভৃগুকেশব নামে অবস্থিতি করিয়া কাশীবাসী মানবগণের মনোরথনিচয় পূর্ণ করিয়া থাকি। ১৩-১৪। মনোভিলষিতপ্রদ ও শুভ বামন নামক মহাতীর্থে বামনকেশব নামে অবস্থান করি-তেছি, শুভাভিলাষী ব্যক্তিগণ তথায় আমার পূজা করিবে। নরনারায়ণ-তীর্থে আমি নরনারায়ণ রূপে বিরাজিত আছি, যে সমস্ত ভক্তগণ তথায় আমার পূজা করে, তাহারা নর নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয় থাকে। যজ্ঞবরাহ নামক তীর্থে আমি যজ্ঞবরাহ নামে অবস্থিত আছি, যাহারা সমস্ত যজ্ঞের ফল কামনা করে, তাহারা তথায় আমার পূজা করিবে। ১৫-১৭। বিদারনরসিংহ নামক তীর্থে আমি বিদারনরসিংহ নামে অবস্থান করত কাশীর বিঘ্ন বিদারণ করিয়া থাকি; তীর্থের উপদ্রব নিবারণের জন্য মানবগণ তথায় আমার পূজা করিবে। গোপীগোবিন্দ-তীর্থে আমি গোপীগোবিন্দ নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তিসহকারে আমার পূজা

করিলে মনুষ্যকে আর আমার মায়ায় মুগ্ধ হইতে হয় না। হে মুনে! লক্ষ্মী-নৃসিংহ নামক পবিত্র-তীর্থে আমি লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে অবাস্থত থাকিয়া সতত ভক্ত-গণকে মোক্ষ-লক্ষ্মী প্রদান করিয়া থাকি। পাপহারী শেষতীর্থে আমি শেষমাধব নামে অবস্থান করত ভক্তগণের অশেষ প্রকার বিশেষ অভিলাষ নিচয় পূর্ণ করিয়া থাকি। ১৮-২১। যে ব্যক্তি শঙ্খমাধব-তীর্থে স্নান করিয়া শঙ্খমাধব নামে অবস্থিত আমাকে শঙ্খোদকের দ্বারা স্নান করায়, সে শঙ্খনিধির পতিত্ব লাভ করিয়া থাকে। হয়গ্রাব নামক মহাতীর্থে হয়গ্রাবকেশব নামে অবস্থিত, আমাকে প্রণাম করিলে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর সেই পরম-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২২-২৩। বৃদ্ধকালেশ্বর মহা-দেবের পশ্চিমে আমি ভীষ্মকেশব নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তি সহকারে আমার সেবা করিলে আমি ভক্তগণের ভীষণ উপসর্গ সমূহ হরণ করিয়া থাকি। লোলার্কের উত্তরভাগে আমি নির্ব্বাণকেশব নামে অবস্থিত হইয়া, ভক্তগণের নির্ব্বাণ সূচনা করত তাহাদের চিত্তের লোলতা অপনয়ন করিয়া থাকি। ২৪-২৫। কাশীক্ষেত্রে পূজনীয় ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর দক্ষিণদিকে ত্রিভুবনকেশব নামে বিখ্যাত আমাকে যে ব্যক্তি অর্চ্চনা করে, সে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করে না। জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে আমি জ্ঞানমাধব নামে অবস্থান করিতেছি, ভক্তি সহকারে তথায় আমার পূজা করিলে নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৬-২৭। বিশালাক্ষী দেবীর সন্নিকটে আমি শ্বেতমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত আমার পূজা করে, তাহাকে আমি শ্বেতদ্বীপেশ্বররূপে পরিণত করিয়া থাকি। ২৮। প্রয়াগ-তীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া যে ব্যক্তি, দশাশ্বমেধের উত্তরদিকে প্রয়াগমাধব নামে অবস্থিত আমাকে দর্শন করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মাঘ মাসে প্রয়াগ-তীর্থে গমন করিলে মানবগণের যে ফল লাভ হয়, এই কাশীক্ষেত্রে আমার সম্মুখস্থিত প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিলে তাহাদের, তাহার দশগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নানকারী জনের যে পুণ্য লাভ হয়, কাশীতে আমার সন্নিধিস্থ প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিলে দশগুণে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ২৯-৩১। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালীন বহুতর দান-প্রদান কর্ত্তার যে ফল হয়, কাশীতে এই স্থানে তাহার দশগুণ ফল লাভ করা যায়। যে স্থানে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী এবং যমুনা পূর্ব্ববাহিনী, সেই সঙ্গমস্থান প্রাপ্ত হইয়া মানব ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৩২-৩৩। যে ব্যক্তি মহাফল কামনা করে, সে কাশীতে প্রয়াগ-তীর্থে কেশ মুণ্ডন ও ভক্তি সহকারে পিণ্ডদান এবং বহুতর দান করিবে; প্রজা-পতিক্ষেত্রে যে সমস্ত গুণ আছে, মহাক্ষেত্র অবিমুক্তধামে সেই সমস্ত গুণ অসংখ্য-

রূপে বিরাজমান রহিয়াছে। প্রয়াগ-তীর্থে ভক্তগণের কামপ্রদ প্রয়াগেশ্বর নামক মহালিঙ্গ বিরাজমান আছেন; তাঁহার সান্নিধ্যনিবন্ধন সেই তীর্থও কামপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৪-৩৬। কাশীতে মাঘ মাসে সূর্য্য মকররাশিস্থ হইলে যে সমস্ত ব্যক্তি অরুণোদয়কালে প্রয়াগ-তীর্থে স্নান না করে, তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? মাঘ মাসে সংযত হইয়া যাহারা কাশীস্থ প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করে, নিশ্চয়ই তাহাদের দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞজনিত ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা মাঘ মাসে প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিয়া প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক প্রয়াগমাধব ও কামপ্রদ প্রয়াগেশ্বর মহালিঙ্গের পূজা করে, তাহারা এই জগতে ধন-ধান্য-সুতাদিসম্পন্ন হইয়া মনোরম বিষয় সমুহ ভোগে পরম আনন্দ লাভ করত অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ৩৭-৪০। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ এবং অধঃপ্রদেশে যাবদীয় তীর্থ আছেন, তাঁহারা সকলেই মাঘ মাসে প্রয়াগ-তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। হে মুনে! কিন্তু কাশীস্থ তীর্থনিচয় কোন স্থানে গমন করেন না; যদিও যান, তাহা হইলেও তদ্দণ্ডেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে অনুত্তম তীর্থত্রয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার সন্নিকটে মহাপাপপ্রশমন ও মহাশ্রেয়োবিধায়ী এই পঞ্চনদ-তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। সমস্ত তীর্থই স্নান করিবার জন্য প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে মুক্তিপ্রদা মণিকর্ণিকাতে গমন করিয়া থাকেন। ৪১-৪৫। হে মুনে! তীর্থত্রয়ের শ্রেষ্ঠতা ও কালবিশেষে তাহাদের প্রাধান্যরূপ কাশীর এই পরম রহস্য তোমাকে বলিলাম, আরও একটী গোপনীয় বিষয় বলিতেছি; যে সে স্থানে তাহা বলা উচিত নহে, বিশেষতঃ অভক্তজনের নিকট তাহা সতত গোপন রাখিবে কিন্তু ভক্তজনের নিকট তাহা গোপন করিবে না। ৪৬-৪৭। কাশীতে সমস্ত তীর্থগণই স্ব স্ব তেজে আপন আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়া মহাপাতক নিচয় ধ্বংস করিয়া থাকেন; তথাপি বারাণসীর পরম রহস্য এই যে, এক মণিকর্ণিকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একমাত্র মণিকর্ণিকার বলেই তীর্থ নিচয় পাপনাশ করিবার জন্য গর্জ্জন করিয়া থাকেন। কাশীস্থ তীর্থ নিচয় পাপিগণের বহুতর মহাপাতক ধ্বংস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার অভিলাষে পর্ব্ব বা অপর্ব্বদিনে ও মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকায় গমন করেন এবং তাঁহারা প্রত্যহ নিয়ম সহকারে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া নির্ম্মলতা লাভ করিয়া থাকেন। ৪৮-৫২। ভগবান্ বিশ্বেশ্বরও প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে উমার সহিত মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া থাকেন। হে মুনে! আমিও প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া লক্ষ্মীর সহিত পরম আনন্দে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া থাকি। আমি যে, একবার মাত্র আমার নামগ্রহণকারীর পাপ

নিচয় হরণ করত "হরি" এই নাম সার্থক করিতেছি, তাহা কেবল মণিকর্ণিকারই বলে। সত্যলোক হইতেও প্রতিদিন হংসবাহন পিতামহ মাধ্যাহ্নিক-বিধির অনুষ্ঠানের জন্য মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়া থাকেন। ৫৩-৫৬। স্বর্গ হইতেও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ মধ্যাহ্নকালীন ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়া থাকেন। নাগলোক হইতেও শেষ ও বাসুকি প্রভৃতি নাগনিচয় মধ্যাহ্নকালে স্নান করিবার জন্য মণিকর্ণিকায় আগমন করেন। ৫৭-৫৮। অধিক কি বলিব! সমস্ত চরাচরমধ্যে যাবদীয় সচেতন সত্ত্ব আছে, তৎসমুদয়ই মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকার বিমল জলে স্নান করিয়া থাকে। হে বিপ্র! যাহা অস্মদাদিরও অসংখ্যেয়; মণিকর্ণিকার সেই মহৎ গুণরাশি কে বর্ণন করিতে পারে? সেই সমস্ত তপোধনই অরণ্যে বসিয়া যথার্থ তপঃ সঞ্চয় করিয়া থাকেন; যাহারা পরিনামে মুক্তিধাম মণিকর্ণিকা লাভ করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাগণই যথার্থ বহুবিধ দান করিয়াছেন; যাহারা অন্তিমকালে এই মণিকর্ণিকা লাভ করেন। নিশ্চয়ই সেই সমস্ত ব্যক্তি যথাবিধি ব্রতসমূহের উদ্যাপন করিয়াছেন; যাহারা অন্তিমকালে মণিকর্ণিকার এই পবিত্র ভূমিকে নিজের কোমল শয্যারূপে পরিণত করিয়া থাকেন। ৫৯-৬৩। সেই সমস্ত ব্যক্তিই এ জগতে ধন্য এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিই যথার্থ যজ্ঞসমূহে দীক্ষিত; যাহারা পুণার্জ্জিত লক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া অন্তিমে মণিকর্ণিকা সন্দর্শন করেন এবং সেই সমস্ত মনুষ্যই ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে; যাহারা বৃদ্ধ বয়সে মণিকর্ণিকা লাভ করে। ৬৪-৬৫। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় সতত যত্নের সহিত রত্ন, দুকূল, কাঞ্চন, গজ এবং অশ্ব দান করিবে। হে মুনে! মণিকর্ণিকায় মানব স্বল্পমাত্রও পুণ্যার্জ্জিত দ্রব্য দান করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। মণিকর্ণিকায় যে ব্যক্তি একবারও যথোক্তরূপ প্রাণায়াম করে, তাহার উৎকৃষ্ট ষড়ঙ্গযোগের ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি তথায় একবারও গায়ত্রী জপ করে, তাহার অযুত গায়ত্রী জপের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৬৬-৬৯। মণিকর্ণিকায় বসিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি একেবারও আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবিকল যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের ফললাভ করিয়া থাকে। (স্কন্দ কহিলেন) মহাতপা অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভক্তি সহকারে পুনরায় মাধবকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭০-৭১।

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে বিষ্ণো! এই মণিকর্ণিকার পরিমাণ কতদূর, আপনি তাহা বলুন। আপনার অপেক্ষা তত্ত্ববেত্তা আর কেহই নাই। ৭২।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, গঙ্গাকেশব, হরিশ্চন্দ্র-মণ্ডপ, গঙ্গার মধ্যস্থল এবং স্বর্গদ্বারের

মধ্যস্থিত স্থান মণিকর্ণিকা ; ইহা তোমাকে মণিকর্ণিকার স্থূল পরিমাণ বলিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম পরিমাণ বলিতেছি। হরিশ্চন্দ্র-তীর্থের অগ্রে হরিশ্চন্দ্র বিনায়ক আছেন, আর সেই স্থলেই মণিকর্ণিহ্রদের উত্তরে সীমাবিনায়ক আছেন, মানব ভক্তি-সহকারে মোদক ও নানা প্রকার উপচারের দ্বারা সেই সীমা বিনায়কের পূজা করিলে মণিকর্ণিকা লাভ করিতে পারে। হরিশ্চন্দ্র-মহাতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিলে তাঁহারা শত বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। মানব, শ্রদ্ধা সহকারে হরিশ্চন্দ্র-মহাতীর্থে স্নান করিয়া হরিশ্চন্দ্রেশ্বরকে প্রণতি করিলে কখন সত্য হইতে বিযুক্ত হয় না। তৎপরে পর্ব্বতেশ্বরের সন্নিকটে পর্ব্বততীর্থ আছেন, তিনি মহাপাতকনাশন এবং মহামেরুর অধিষ্ঠান-ভূমি। সেই তীর্থে স্নান করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের পূজা করত শক্তি অনুসারে কিঞ্চিৎ দান করিলে মানব মেরুশিখরে বাস করিয়া, দিব্য ভোগ নিচয় উপভোগ করিয়া থাকে। পর্ব্বতেশ্বরের দক্ষিণ দিকে কম্বলাশ্বতর নামে তীর্থ আছেন, সেই তীর্থের পশ্চিমাংশে কম্বলাশ্বতরেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন, যে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান করিয়া সেই পবিত্র লিঙ্গের পূজা করে, যে কেহ তাহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবে ; তাহারা গীতজ্ঞ এবং শ্রীমান্ হইবে। সেই স্থলে সংসারনিবারিণী চক্রপুষ্করিণী আছেন, তথায় স্নান করিলে মানব আর গহন সংসার-চক্রে প্রবেশ করে না। চক্রপুষ্করিণীতীর্থ আমারই শ্রেষ্ঠ আবাস ভূমি। ৭৩-৮৩। পরার্দ্ধ-সংখ্যা-পরিমিত বৎসর আমি সেই তীর্থে উৎকট তপস্যা করিয়াছিলাম এবং তথায় পরাত্মা বিশ্বেশ্বর আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থানেই আমি অবিনাশি ও মহত্তর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি এবং সেই চক্রপুষ্করিণী মণিকর্ণিকা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। সেই স্থলে মণিকর্ণিকা দ্রবরূপ পরিত্যাগ করিয়া ললনারূপে আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন। ৮৪-৮৬। ভক্তগণের শুভপ্রদ মণিকর্ণিকার সেই রূপ আমি বর্ণনা করিতেছি ; ছয় মাস কাল ত্রিসন্ধ্যা ব্যাপিয়া যাহা ধ্যান করিলে মানব মণিকর্ণি-কাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে। সেই ললনা "চতুর্ভুজা", তিনি বিশালনেত্রা, এবং তাঁহার ভালদেশে তৃতীয় বিলোচন স্ফুরিত হইতেছে, তিনি সর্ব্বদা করপুট সম্বন্ধ করিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া আছেন, দক্ষিণ করে ইন্দীবর-মাল্য ধারণ করিয়াছেন, এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন, এবং বাম হস্তে পবিত্র মাতুলুঙ্গ ফল শোভা পাই-তেছে ; তিনি সতত দ্বাদশবার্ষিকী এবং কুমারীরূপিণী। ৮৭-৯০। শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় তাঁহার দেহ-কান্তি; তাঁহার কেশসমূহ স্নিগ্ধ ও সুনীল বর্ণ, তাঁহার ওষ্ঠাধরের নিকট প্রবাল ও মাণিক্যের রমণীয়তাও পরাজিত হয়, তাঁহার মস্তকে আবদ্ধ কেশ-

কলাপমধ্যে প্রস্ফুটিত কেতকী-পুষ্প শোভা পাইতেছে, তাঁহার সমস্ত অঙ্গে মুক্তার আভরণ, তিনি শুভ্রবর্ণ বসন পরিধান করিয়া আছেন এবং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী পঙ্কজ-মালা তাঁহার হৃদয়ে লম্বিত রহিয়াছে।" মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এইরূপে নিরন্তর নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর নিলয় শ্রীমতি মণিকর্ণিকাকে ধ্যান করিবে। ভক্তগণের পক্ষে কল্প-বৃক্ষতুল্য মণিকর্ণিকার মন্ত্র ও বলিতেছি; যাহা জপ করিলে মানবগণের অষ্টবিধ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৯১-৯৪। প্রথমতঃ প্রণব, তৎপরে যথাক্রমে সরস্বতী-বীজ, ভুবনেশ্বরী বীজ, লক্ষ্মী বীজ, এবং কাম বীজ উচ্চারণ করিবে, তাহাতে "মণি-কর্ণিকায়ৈ নমঃ" ইহা এবং অন্তে প্রণব যোগ করিবে। সুরদ্রুমের তুল্য সমস্ত সুখ-সন্ততিপ্রদ এই মন্ত্র জপ করিলে সাত্বিক ব্যক্তিগণ পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। ৯৫-৯৬। মণিকর্ণিকার দ্বিতীয় মন্ত্র এই—প্রথমত প্রণব উচ্চারণ করিয়া, মং মণি-কর্ণিকাকে নমঃ, ইহার অন্তেও প্রণব উচ্চারণ করিবে। যে সমস্ত পুরুষ মুক্তির অভিলাষ করেন, তাঁহারা "অনিশ" এই মন্ত্র জপ করিবেন। এবং পবিত্র হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শর্করা ও মধুর সহিত ঘৃতাপ্লুত পদ্মনিচয়ের দ্বারা জপ সংখ্যার দশাংশ হোম করিবেন। ৯৭-৯৯। তিনলক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিয়া মানব যদি দেশা-ন্তরেও মৃত হয়, তাহা হইলেও এই মন্ত্রের প্রভাববলে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যত্নের সহিত পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের অনুরূপ মণিকর্ণিকার নবরত্ন সমন্বিত সুবর্ণের প্রতিমা প্রস্তুত করাইয়া পূজা করিবে। ১০০-১০১। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া গৃহে রাখিয়া, তাহা প্রত্যহ পূজা করিবে, অথবা যত্নসহকারে প্রতিমা পূজা করিয়া মণিকর্ণিকায় নিক্ষেপ করিবে। সংসার-ভীরু ব্যক্তি কাশী হইতে স্থানান্তরে স্থিত হইলেও এই উৎকৃষ্ট উপায়ের অনুষ্ঠান করিবে। ১০২-১০৩। মানব মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শন করিলে, তাহাকে আর জননীর জঠরে বাস করিতে হয় না। অন্তর্গৃহের পূর্ব্বদ্বারে, পূর্ব্বে আমিই মণিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সেই স্থানে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ১০৪-১০৫। মণিকর্ণিকার পশ্চিমে পাশুপত-তীর্থ আছেন, তথায় উদক-ক্রিয়া করত মানব পশুপতীশ্বরকে দর্শন করিবে। সেই স্থানে ভগবান্ পিনাকী আমার ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণেরও মায়াপাশ বিমোচন পাশুপত-যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও জীবগণের পাশমোচনের জন্য ভগববান্ পশুপতি স্বয়ং লিঙ্গরূপ ধারণ করত তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন। ১০৬-১০৮। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে মানব বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রযত্ন সহকারে তথায় যাত্রা করিবে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিবে, সেই দিন উপবাস

করিয়া পশুপতীশ্বরের পূজা করত পরদিন অমাবস্যায় পারণ করিলে মানব আর পশুপাশে আবদ্ধ হয় না। ১০৯-১১০। পাশুপত-তীর্থের পর রুদ্রাবাস-তীর্থ, মানব তথায় স্নান করিয়া রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেবের পূজা করিবে। মণিকর্ণিকেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে মানব রুদ্রাবাসে বাস করে, তাহার সন্দেহ নাই। ১১১-১১২। রুদ্রাবাস-তীর্থের দক্ষিণে বিশ্বতীর্থ আছেন, তথায় যাবদীয় তীর্থ নিচয় অধিষ্ঠিত আছেন, তথায় স্নান করিয়া মানব, ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বনাথকে দর্শন করিবে, তৎপরে ভক্তিসহকারে বিশ্বাগৌরীর পূজা করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি বিশ্বময় হইয়া বিশ্বের পূজনীয় হইবে। ঐ তীর্থের পর মুক্তি তীর্থ আছেন, তথায় স্নান করিয়া মোক্ষেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে মানব নিঃসংশয় মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ১১৩-১১৫। অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত মোক্ষেশ্বরকে দর্শন করিলে মনুষ্যকে আর সংসারে গতায়াত করিতে হয় না। মুক্তিতীর্থের অল্পদূরেই অবিমুক্তেশ্বর-তীর্থ, তথায় স্নান করিয়া অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে মানব সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ১১৬-১১৭। সেই তীর্থের পরেই তারক তীর্থ, যে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মৃত ব্যক্তির কর্ণে অমৃতস্বরূপ তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই তীর্থে স্নান করিয়া তারকেশ্বর মহাদেবকেদর্শন করিলে মানব নিজে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বায় পিতৃগণকেও তারণ করিয়া থাকে। তারক-তীর্থের নিকটেই স্কন্দতীর্থ আছেন, তথায় স্নান করিয়া মানব ষড়াননকে দর্শন করিলে, তাহাকে আর ষাট্‌কৌশিক-শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। ১১৮-১২০। তারকেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ষড়াননকে দর্শন করিলে, মানব কৌমার-শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক ষড়ানন-লোকে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে পবিত্র ঢুণ্ঢিতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া ঢুণ্ঢিরাজ-গণেশের স্তুতি করিলে, মানব বিঘ্নরাশির দ্বারা অভিভূত হয় না। ঢুণ্ঢিতীর্থের দক্ষিণে অনুপম ভবানী তী বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় স্নান করিয়া ভবানীকে পূজা করত বস্ত্র, রত্ন, ভূষণ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপ নিচয়ের দ্বারা ভবানী ও মহেশ্বরের পূজা করিবে, কাশীতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ভবানী ও শঙ্করের পূজা করে, তাহার দ্বারা সচরাচর ত্রিভুবন পূজিত হইয়া থাকে। ১২১-১২৫। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সুধীব্যক্তি ভবানীর মহাযাত্রা করিবেন এবং একশত আটবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবেন, তাহার পর্ব্বত, সমুদ্র, আশ্রম ও কাননের সহিত সপ্তদ্বীপা বসুমতী প্রদক্ষিণ করা হইবে। মানবগণ তুষ্টি সহকারে প্রত্যহ তথায় আটবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং যত্ন সহকারে সতত ভবানী ও শঙ্করকে

প্রণাম করিবে। ১২৬-১২৮। ভবানী সতত ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করেন এবং কাশীতে বাস করিতে দেন, এই জন্য কাশীবাসীগণ সতত তাঁহার পূজা করিবেন। ভবানী সতত কাশীবাসি জনগণের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, এই জন্য কাশীবাসি ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিবেন। মোক্ষাভিলাষী ভিক্ষুক সতত ভিক্ষা করিবেন, যে হেতুক ভবগেহিনী ভবানী স্বয়ং ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। ১২৯—১৩১। এই কাশীতে বিশ্বেশ্বর স্বয়ং গৃহস্থ, তাঁহার বামার্দ্ধভাগিনী ভবানী কাশীবাসিজননিচয়কে মোক্ষ ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। কাশীবাসি-জনগণের যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে, ভবানী তাঁহাদের দ্বারা পূজিতা হইয়া সেই পদার্থ তাঁহাদের সুলভ করিয়া দেন। ১৩২-১৩৩। চৈত্র মাসের মহাষ্টমীতে মানব ব্রতী থাকিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং প্রাতঃকালে ভবানীর পূজা করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইবে। শুক্রেশ্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থিতা ভবানীকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার মনোরথসমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বদা কাশীতে বাস ও উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে স্নান করিবে এবং সতত ভবানী ও শঙ্করের সেবা করিবে, তাহাতে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ হইবে। ১৩৪-১৩৬। কাশীবাসী ব্যক্তিগণ সুখলাভের জন্য গমন, অবস্থান, জাগরণ ও শয়ন প্রভৃতি সমস্ত সময়েই বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র জপ করিবেন। "হে মাতর্ভবানি! আমি যেন আপনার চরণ-রজঃ হই, হে মাতর্ভবানি! আমি যেন আপনার সেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, হে মাতর্ভবানি! আমি যেন এ সংসারে পুনরায় উৎপন্ন না হই এবং নিয়ত আপনার সেবায় নিরত থাকি"। ১৩৭-১৩৮। ভবানী-তীর্থের সন্নিকটেই ঈশান-তীর্থ আছেন, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া ঈশানেশ্বরের পূজা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সেই স্থানেই সতত মানবগণের জ্ঞানপ্রদ জ্ঞানতীর্থ বিরাজমান আছেন; সেই তীর্থে স্নান করিয়া জ্ঞানবাপী-সমীপস্থ জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের যাহারা পূজা করে, মৃত্যুকালেও তাহাদের জ্ঞানভ্রংশ হয় না। ১৩৯-১৪১। সেই স্থানেই পরম সমৃদ্ধি-প্রকাশক শৈলাদি-তীর্থ আছেন, তথায় শ্রাদ্ধাদি ও শক্তি অনুসারে দান করিয়া, জ্ঞানবাপীর উত্তরে অবস্থিত শৈলাদীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, মানব মহেশ্বরের অনুচর হইয়া থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ১৪২-১৪৩। নন্দি-তীর্থের দক্ষিণেই বিষ্ণু-তীর্থ, ইহা আমার পরম স্থান; মানব তথায় পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণের নিকট অনৃণী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ণু-তীর্থে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত আমাকে দর্শন করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৪৪-১৪৫।

যে ব্যক্তি শয়ন এবং উত্থান-একাদশীতে উপবাস করিয়া আমার মূর্ত্তির সন্নিধানে থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করত পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তির সহিত আমার পূজাপূর্ব্বক দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া গো, সুবর্ণ ও ভূমি প্রদান করে, তাহাকে আর এ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিত্তশাঠ্যরহিত হইয়া বিষ্ণু-তীর্থে যে বুদ্ধিমান্ নর ব্রতোদ্‌যাপন করেন, তিনিই আমার আজ্ঞায় সম্পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪৬-১৪৮। আমারই তীর্থের উত্তরদিকে শুভ পৈতামহ-তীর্থ বিরাজ করিতেছেন, তথায় শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, ব্রহ্ম-নালের উপরে অবস্থিত পিতামহেশ্বর মহাদেবের ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪৯-১৫০। ব্রহ্ম-তীর্থের সন্নিধানে যাহা কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য সেই স্থানে কেবল শুভকর্ম্মই করা উচিত। হে মুনিসত্তম! এই স্থানে স্বল্পমাত্রও শুভ বা অশুভকর্ম্ম করিলে প্রলয়কালেও তাহার বিনষ্ট হয় না। ১৫১-১৫২। এই স্থান পৃথিবীর নাভিভূত বলিয়া এই তীর্থকে নাভি-তীর্থ বলা যায়; এই স্থান কেবল পৃথিবীর কেন, ব্রহ্মাণ্ড-গোলকেরও ইহা নাভিস্থানীয়। ইহাকেই মাণিকর্ণিকেয়ী নাভি কহা যায়; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগোলক ইহাতে উদিত ও লীন হইয়া থাকে। ১৫৩-১৫৪। ব্রহ্মনাল-তীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সেই তীর্থসঙ্গমে স্নান করিলে মানব কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মনালে যাহাদের অস্থিমাত্রও নিপতিত হয়, তাহারা কখনই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপমধ্যে আর প্রবেশ করে না। ১৫৫-১৫৬। ব্রহ্মনালের দক্ষিণে ভগীরথ-তীর্থ, মানব তথায় স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্যক্ প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। স্বর্গদ্বারের সন্নিকটে ভগীরথীশ্বর মহাদেব দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যার পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অশুভ গতি লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যত্ন-পূর্ব্বক ভগীরথ-তীর্থে সেই পিতৃগণকে তর্পিত করিবে। তথায় বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে, পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৫৭-১৬০। 'ভগীরথ-তীর্থের দক্ষিণভাগে খুরকর্ত্তরি নামক তীর্থ আছেন; গোলোক হইতে গো-সমূহ তথায় আগমন করিয়া খুরের দ্বারা সেই ভূমি খনন করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ তীর্থের "খুরকর্ত্তরি" এই নাম হইয়াছে, সেই তীর্থে স্নান করত পিতৃগণের পিণ্ডপ্রদান ও তর্পণ করিয়া খুরকর্ত্তরীশ্বর মহাদেব দর্শন করিলে মানব গো-লোকে গমন করিয়া থাকে। আর সেই মহেশ্বরের পূজা করিলে কখন গোধন হইতে বিচ্যুত হয় না। ১৬১-১৬৩। খুরকর্ত্তরি-তীর্থের

দক্ষিণে মার্কণ্ড-তীর্থ; পাপহারি সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া মার্কণ্ডেয়েশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে মানব দীর্ঘায়ুঃ, ব্রহ্মতেজোবৃদ্ধি এবং বিমল কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। তৎপর বসিষ্ঠতীর্থ, মহাপাতকনাশন সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে পিতৃগণকে তর্পিত করত বসিষ্ঠেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে মানব ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মতেজঃসমন্বিত হইয়া বসিষ্ঠলোকে বাস করিয়া থাকে। ১৬৪-১৬৭। সেই স্থানে স্ত্রীগণের সৌভাগ্যবর্দ্ধন অরুন্ধতী-তীর্থ আছে, পতিব্রতা নারীগণ অবশ্য সেই তীর্থে স্নান করিবেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে, অরুন্ধতীর মহিমাবলে স্ত্রীগণের ব্যভিচারজনিত দোষ ক্ষণমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বসিষ্ঠেশ্বরের পূজা করিলে মানব নিষ্পাপী ও মহাপুণ্যশীল হইয়া থাকে। ১৬৮-১৭০। সেই স্থলে বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর মূর্ত্তি পূজা করিলে স্ত্রীলোক কখন বৈধব্য ভোগ করে না এবং পুরুষ কখন স্ত্রীবিয়োগভাগী হয় না। ১৭১। বসিষ্ঠ-তীর্থের দক্ষিণদিকে নর্ম্মদা-তীর্থ আছেন, সেই উৎকৃষ্ট তীর্থে মানব শ্রাদ্ধাদি করিয়া নর্ম্মদেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করত মহাদান প্রদান করিলে কখন লক্ষ্মীহীন হয় না। তৎপরে ত্রিসন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বভাগে ত্রিসন্ধ্যা নামক তীর্থ; মানব সেই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত সন্ধ্যা করিলে, সন্ধ্যাকালাতিপাতজনিত পাপে অভিভূত হয় না। ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধাসহকারে ত্রিকালীন তথায় সন্ধ্যা করিয়া ত্রিসন্ধ্যেশ্বর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে বেদত্রয়-পাঠজন্য ফল লাভ করিয়া থাকে। ১৭২-১৭৫। তৎপরে যোগিনী-তীর্থ। মানব তথায় স্নান করিয়া যোগিনী-দর্শন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ করে। সেই স্থানে মহাপাপনাশন অগস্ত্য-তীর্থ আছেন; যত্নপূর্ব্বক সেই তীর্থে স্নান করিয়া অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করত অগস্ত্য-কুণ্ডে পিতৃগণকে তর্পিত করিয়া অগস্ত্যের সহিত লোপামুদ্রাকে প্রণতি করিলে, মানব সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত এবং সর্ব্বক্লেশ-বিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৭৬-১৭৯। অগস্ত্য-তীর্থের দক্ষিণে অতিপাবন ও সর্ব্বপাতকনাশন গঙ্গাকেশব নামক তীর্থ আছে, হে মুনে। তথায় সেই তীর্থের নামেই আমার এক মূর্ত্তি আছে; মনুষ্য শ্রদ্ধা সহকারে সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে, আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। ১৮০-১৮১। সেই তীর্থে যথাশক্তি দান করিয়া পিতৃগণের পিণ্ড-প্রদান করিলে, পিতৃগণের শতবৎসরব্যাপিনী তৃপ্তি হয়। মণিকর্ণিকার এই মহৎপরিমাণ কীর্ত্তন করিলাম। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সীমাবিনায়কের দক্ষিণ এবং বৈরোচনেশ্বরের পূর্ব্ব-দিকে আমি বৈকুণ্ঠমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় মানব ভক্তিসহকারে আমার

পূজা করিলে বৈকুণ্ঠে পূজার ফল-লাভ করিয়া থাকে। হে মুনে! বীরেশ্বরের পশ্চিমদিকে আমি বীরমাধব নামে অবস্থিত আছি, মানব ব্রতী হইয়া তথায় আমার পূজা করিলে যমযাতনা ভোগ করে না। ১৮২-১৮৫। কালভৈরবের নিকটে আমি কালমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে আমার পূজা করে, কলি ও কাল তাহার কিছুই করিতে পারে না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লৈকাদশী তিথিতে, মানব উপবাস করত তথায় রাত্রিজাগরণ করিলে কখনও যমকে সন্দর্শন করে না। ১৮৬-১৮৭। পুলস্ত্যেশ্বর মহাদেবের দক্ষিণে আমি নির্ব্বাণ-নরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, ভক্তজন সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেও নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। ১৮৮। হে মুনে! ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বাংশে আমি মহাবলনৃসিংহনামে অবস্থিত আছি, যে ব্যক্তি তথায় আমার পূজা করে, সে কখন মহাপরাক্রমশালী যমদূতগণকে সন্দর্শন করে না। চণ্ডভৈরব মহাদেবের পূর্ব্বভাগে আমি প্রচণ্ডনরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, মানব মহাপাপ করিয়াও তথায় আমার পূজা করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ১৮৯-১৯০। দেহলী-বিনায়কের পূর্ব্বদিকে আমি গিরিনৃসিংহ নামে অবস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের পাপ বিনাশ করিয়া থাকি। পিতামহেশ্বর মহেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে আমি মহাভয়হর-নরসিংহনামে অবস্থিত আছি, হে মহামুনে! তথায় থাকিয়া আমি ভক্তগণের ভয় হরণ করিয়া থাকি। কলশেশ্বর মহাদেবের পশ্চিমে আমি অত্যুগ্র-নরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, তথায় মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার পূজা করিলে আমি তাহার অতি উৎকট পাপরাশিও ধ্বংস করিয়া থাকি। ১৯১-১৯৩। জ্বালামুখীর সন্নিকটে আমি জ্বালামালী-নৃসিংহ নামে অবস্থান করিতেছি, তথায় মানব আমার পূজা করিলে, আমি তাহার পাপরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকি। যে কঙ্কালভৈরব অবস্থিত থাকিয়া দক্ষতা সহকারে কাশী রক্ষা করিতেছেন, তথায় আমি কোলাহল-নৃসিংহ নামে অবস্থান করিতেছি; আমার নাম উচ্চারণমাত্রেই পাপনিচয় কোলাহল করে বলিয়া, তথায় আমার "কোলাহল-নৃসিংহ" এই নাম হইয়াছে; মানব ভক্তি-সহকারে তথায় আমার পূজা করিলে কখন উপসর্গের দ্বারা বিদ্রুত হয় না। ১৯৪-১৯৬। নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের পশ্চাতে আমি বিটঙ্ক-নরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, মানব শ্রদ্ধাসহকারে তথায় আমার পূজা করিলে নির্ভয়তা লাভ করিয়া থাকে। অনন্তেশ্বর মহাদেবের নিকট আমি অনন্তবামন নামে অবস্থিত আছি; তথায় যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে আমার পূজা করে, তাহার পাতকরাশি অনন্ত হইলেও আমি তাহা হরণ করিয়া থাকি। ভক্তগণের দধিভক্তপ্রদ হইয়া আমি

দধিমাধব নামে অবস্থিত আছি, আমার সেই নাম স্মরণ করিলেও মানব কখন দরিদ্র হয় না। ত্রিলোচনের উত্তরে আমি ত্রিবিক্রম নামে অবস্থিত আছি; মানব ভক্তি সহকারে আমার পূজা করিলে আমি তাহাকে ধন-প্রদান ও তাহার পাপ হরণ করিয়া থাকি। ১৯৭-২০০। বলিভদ্রেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বদিকে আমি বলিবামন নামে অবস্থিত আছি; সেই স্থানে বলি আমাকে পূজা করিয়াছিল, ভক্তগণ তথায় আমার পূজা করিলে, আমি তাহাদের বলবর্দ্ধন করিয়া থাকি। আমি তাম্রদ্বীপ হইতে কাশীতে আগমন করিয়া ভবতীর্থের দক্ষিণে তাম্রবরাহ নামে অবস্থিতি করত ভক্তগণের বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করিতেছি। হে মুনে! প্রয়াগেশ্বর মহাদেবের সন্নিকটে আমি ধরণিবরাহ নামে অবস্থান করিতেছি; মানব তথায় বরাহ-তীর্থে স্নান করিয়া বরাহরূপী আমাকে দর্শন করত বহুভাবে আমার পূজা করিলে আর যোনিসঙ্কটে প্রবেশ করে না এবং স্বল্পমাত্রও অন্ন দান করিলে ধরাদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। ২০১-২০৪। মানব মহাকলুষসাগরে নিপতিত হইয়াও আমার ভক্তিরূপ উড়ুপ প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালেও নিমগ্ন হয় না। আমি বরাহেশ্বর মহাদেবের নিকটে কোকাবরাহ নামে অবস্থান করিতেছি; মানব তথায় আমার পূজা করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০৫-২০৬। আমার পঞ্চশত নারায়ণমূর্ত্তি, একশত জলশবরীমূর্ত্তি, ত্রিংশৎ কমঠমূর্ত্তি, বিংশতি মৎস্যমূর্ত্তি, অষ্টোত্তরশত গোপালমূর্ত্তি, সহস্র প্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি, ত্রিংশৎ পরশুরামমূর্ত্তি এবং একোত্তর শত রামমূর্ত্তি বিরাজমান আছে, আর মুক্তিমণ্ডপমধ্যে আমি বিষ্ণুরূপে অবস্থান করিতেছি, হে মুনে! বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তথায় আমাকে স্থাপিত করিয়াছেন। ২০৭-২০৯। আর আমার ছয়নিযুত গণ, নারায়ণরূপে চক্র ও গদা ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে এই ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। (স্কন্দ কহিলেন) অগ্নিবিন্দু এই সমস্ত শ্রবণ করত আনন্দে পুলকিত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুকে বলিলেন যে, "হে প্রভো! আপনার ভক্তগণের হিতের জন্য এবং আমার সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য আপনার মূর্ত্তি কত প্রকার এবং কিরূপেই বা সেই সমস্ত মূর্ত্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা বলুন।" তপোনিধি অগ্নিবিন্দুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু, যথাক্রমে স্বীয় কেশবাদি মূর্ত্তিভেদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ২১০-২১৪।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো! আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টিক্রমে, আদ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মবিভূষিত যে মূর্ত্তি, তাহা আমার কৈশবীমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে; সেই মূর্ত্তি মনুষ্যকর্ত্তৃক

পূজিতা হইয়া চিন্তিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তিতে আদ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা এবং চক্র বিরাজিত আছে, তাহা আমার মধুসূদন-মূর্ত্তি ; সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে মানবের শত্রুনিচয় নষ্ট হইয়া থাকে। ২১৫-২১৭। যে মূর্ত্তিতে আদ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র এবং গদা শোভিত হয়, তাহা আমার সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি ; সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে মনুষ্যকে আর কখন জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে মূর্ত্তিতে আদ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম বিরাজিত আছে, তাহা আমার দামোদরমূর্ত্তি ; সেই মূর্ত্তি পূজিত হইয়া, ভক্তজনকে বহুতর বিত্ত, পুত্র, গোধন ও ধান্য প্রদান করিয়া থাকে। শঙ্খ, চক্র, পদ্ম এবং গদাবিভূষিত যে মূর্ত্তি, তাহা আমার বামনমূর্ত্তি ; সেই মূর্ত্তি গৃহে রক্ষিত হইলেও মনুষ্য লক্ষ্মীবান্ হইয়া থাকে। ২১৮-২২০। পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও বিচিত্রমূর্ত্তি সুদর্শন-চক্রসুশোভিত যে মূর্ত্তি, তাহা আমার প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি ; মানব সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে বহুতর ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রমে ঊর্দ্ধ বামকর হইতে শঙ্খাদি ভূষাভেদে বিষ্ণু প্রভৃতি ছয়টী মূর্ত্তি আছে ; যাঁহাদের নাম স্মরণমাত্রেই পাপরাশি বিলীন হইয়া যায়। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মভূষিত মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি ; মানবগণ লক্ষ্মীলাভের জন্য সেই মূর্ত্তির পূজা করিবে। শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রযুক্ত যে মূর্ত্তি তাহা আমার মাধবমূর্ত্তি ; মানব সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ২২১-২২৩। শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাবিভূষিত যে মূর্ত্তি তাহা আমার অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি ; মানবগণ সিদ্ধিলাভের জন্য আমার সেই মূর্ত্তির পূজা করিবে। শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্মবিশিষ্ট যে মূর্ত্তি তাহা আমার পুরুষোত্তম-মূর্ত্তি। শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদাবিভূষিত যে মূর্ত্তি তাহা আমার অধোক্ষজ মূর্ত্তি ; এই মূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া আমি ভক্তের ভবভয় হরণ করিয়া থাকি। শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রভূষিত যে মূর্ত্তি তাহা আমার জনার্দ্দনমূর্ত্তি। ২২৪-২২৫। অধো বামকর হইতে শঙ্খাদি ধারণ ক্রমে আমার গোবিন্দ প্রভৃতি ছয়টী মূর্ত্তি আছে ; তন্মধ্যে গোবিন্দ, হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি, শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন ; যাহারা ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে, তাহারা আমার সেই মূর্ত্তির পূজা করিবে। শ্রীধরমূর্ত্তি, যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র এবং গদা-ধারণ করিয়া আছেন। হৃষীকেশমূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ, গদা, চক্র এবং পদ্ম বিরাজিত আছে। নৃসিংহমূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম এবং গদা আছে। অচ্যুতমূর্ত্তির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র বিরাজ করিতেছে। দক্ষিণাধঃকর হইতে যথাক্রমে শঙ্খাদিভেদে আমার বাসুদেব প্রভৃতি

ছয়টী মূর্ত্তি আছে। ২২৬-২২৯। বাসুদেবমূর্ত্তিতে আমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করিয়া আছি। নারায়ণমূর্ত্তিকে মানবগণ সতত শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধারীরূপে ধ্যান করিবে। হে মুনে! পদ্মনাভকে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী বলিয়া জানিবে। উপেন্দ্রকে সতত শঙ্খ, গদা, চক্র এবং পদ্মধারী বলিয়া জানিবে। হরিমূর্ত্তির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম এবং গদা শোভা পাইয়া থাকে; মানবগণ সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে তাহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণমূর্ত্তির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র বিরাজিত আছে। হে মহামুনে! আমার নিজ মূর্ত্তির এই সমস্ত ভেদ কীর্ত্তন করিলাম, যাহা জানিলে মানব নিশ্চয়ই ভক্তি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৩০-২৩৩। (স্কন্দ কহিলেন) ভগবান্ গোবিন্দ অগ্নিবিন্দু মুনিকে এই সমস্ত বলিতেছেন ইত্যবসরে যিনি পক্ষবিক্ষেপের দ্বারা বিপক্ষপক্ষকে বিক্ষিপ্ত করেন, সেই পক্ষীন্দ্র গরুড় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণতি করিয়া উল্লাস সহকারে মহেশ্বরের সত্বর আগমনবার্ত্তা কহিলেন। হৃষীকেশ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, উল্লাসে "মহেশ্বর কোথায়?" এই কথা উচ্চারণ করিলেন, তখন গরুড় উত্তর করিলেন। ২৩৪—২৩৫।

গরুড় কহিলেন, "এই মহাবৃষভকেতন আগমন করিতেছেন, দর্শন করুন; যাঁহার ধ্বজস্থ রত্ননিচয়ের কিরণে এই গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।" (স্কন্দ কহিলেন) অনন্তর পুণ্ডরীকলোচন বিষ্ণু, ভগবান্ ত্রিলোচনের লোকনিচয়ের লোচনসৃষ্টিকে সফল করিতে সক্ষম বৃষভধ্বজ রথ দেখিতে পাইলেন; কোটিমার্ত্তণ্ড কিরণের ন্যায় দ্যুতিশালী সেই বৃষভধ্বজের দ্যুতিতে দিগানন সমূহ প্রদ্যোতিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে বিমানিগণের বিমাননিচয়ে বেষ্টিত হইয়া সেই বৃষভধ্বজ-রথ গগনাঙ্গন ব্যাপ্ত করিয়াছে; রথস্থ মহাবাদ্য নিচয়ের নিনাদ-নিবহে কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক পরিক্ষিপ্ত পুষ্পাঞ্জলিরাশিতে সুগন্ধি-বৃষভধ্বজ-রথের সুসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্খচক্র-গদাধর মুক্তিপ্রদ বিষ্ণু, দূর হইতে প্রণতি করত আনন্দে পুলকিত হইয়া, অভ্যুত্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং অগ্নিবিন্দুকে কহিলেন:—"দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তুমি এই সুদর্শন-চক্র স্পর্শ কর" অগ্নিবিন্দু ইহা শুনিয়া সুদর্শন-স্পর্শ করিবামাত্র হরির পরম অনুগ্রহে সুদর্শনত্ব লাভ করিলেন (শোভন জ্ঞান লাভ করিলেন)। ২৩৬—২৪২।

স্কন্দ কহিলেন, হে কলসজ! অনন্তর সেই মুনি, বিন্দুমাধবের সেবা-নিবন্ধন জ্যোতির্ম্ময় রূপ-ধারণ করিয়া জ্যোতির আকর কৌস্তুভ-শোভিত বপুতে বিলীন

হইলেন। হে কলসোদ্ভব! বিন্দুমাধবের চরণ-কমলে যাহাদের মানস ভ্রমর-বৃত্তি-পরিগ্রহ করে, তাহারা অগ্নিবিন্দুর সমানরূপতা লাভ করিয়া থাকে।২৪৩-২৪৪। কাশীতে সতত বাস করিবে, সতত বিন্দুমাধবকে দর্শন করিবে এবং এই উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগতের গতিকে জয় করিতে পারিবে। পঞ্চনদের উৎপত্তি অতি পবিত্র, বিন্দুমাধবের কথাও অতি পবিত্র, এই সমস্ত এবং পুণ্য-বারাণসীতে বাস, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণেরই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ১৪৫-২৪৬। বিন্দুমাধবের সম্মুখে যে ব্যক্তি অগ্নিবিন্দুকৃত স্তোত্র পাঠ করিবে, সে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, অন্তে মোক্ষলক্ষ্মীর অধিপতি হইবে। শ্রাদ্ধসময়ে যখন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবেন, তখন তাঁহাদের পরম তৃপ্তির জন্য এই উৎকৃষ্ট উপাখ্যান পাঠ করিবে। পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে পর্ব্বদিনে বিশেষ যত্ন-সহকারে এই উপাখ্যান পাঠ করা উচিত, তাহাতে পুণ্যলক্ষ্মী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৪৭-২৪৯। যত্ন-সহকারে বিন্দু-মাধবের উৎপত্তি-বিবরণ পাঠ করিবে এবং ভক্তি ও মুক্তিলাভের জন্য পরম ভক্তি সহকারে ইহা শ্রবণ করিবে। হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করিয়া এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব বৈকুণ্ঠে বসতিলাভ করিতে পারে। ২৫০-২৫১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

মন্দরপর্ব্বত হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন ও বৃষভধ্বজ মাহাত্ম্য কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! আপনি যে বিন্দুমাধবাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক; আপনার মুখোচ্চারিত কথা শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, যতই শুনিতেছি উত্তরোত্তর শ্রবণেচ্ছা ততই বৃদ্ধিলাভ করিতেছি। এক্ষণে আপনার নিকট আমি ভগবান্ মহেশ্বরের কাশীসমাগমসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; হে ষড়ানন! মহেশ্বর গরুড়ের নিকট দিবোদাসের তাৎকালিক ব্যবহার ও বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চ শ্রবণ করত গরুড়ধ্বজকে কি কহিলেন? মন্দরপর্ব্বত হইতে মহাদেবের সহিত কাহারাই বা কাশীতে আগমন করেন?

লজ্জাব্যাকুলনেত্র প্রজাপতি, কি প্রকারেই বা প্রথমে মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ? ভগবান্ মহেশ্বরই বা ব্রহ্মাকে তৎকালে কি কহিলেন ? মহাদেবের সাক্ষাতে ভগবান্ আদিত্য, কি প্রকার বাক্যে নিজদোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ? যোগিনীগণই বা কি কহিলেন এবং লজ্জিত গণসমূহই বা কি বলিলেন ? হে কার্ত্তিকেয়! এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—৫।

কলসসম্ভব ঋষি অগস্ত্যের এই প্রকার প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া, পরমেশ্বরতনয় ভগবান্ ষড়ানন, ভক্তিভরে প্রণতসিদ্ধিদ মহাদেব ও ভবানীকে নমস্কার করত প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! আমি সর্ব্বপাতকনাশিনী নিখিলবিঘ্নবিধ্বংসিনী ও সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৭। অনন্তর অসুররিপু ভগবান্ নারায়ণ, মহাদেবের আগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পক্ষি-শ্রেষ্ঠ এবং মহেশ্বরের আগমনবার্ত্তাহারী গরুড়কে আনন্দ-সহকারে বিহিত পারি-তোষিক প্রদান করিলেন। ৮। এবং ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করিয়া বারাণসীর সীমা-পর্য্যন্ত ভগবান্ মহেশ্বরের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তৎপরে যোগিনীগণ কর্ত্তৃক অনু-গম্যমান ভগবান্ বিষ্ণু, সূর্য্য, গণসমূহ ও গণপতির সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় প্রতীক্ষান্তরই দূর হইতেই দেবদেব-বৃষধ্বজকে বিলোকন করত সত্বর নিজ-বাহন গরুড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ৯-১১। বৃদ্ধ পিতামহও স্বীয় স্কন্ধদেশ অতিশয় বিনত করিয়া, প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া স্বয়ং মহাদেবই নম্রভাবে অতিবিনয় সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ১২। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা পাণিদ্বয় উত্তোলন দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক জলার্দ্র অক্ষত-নিবহ প্রদর্শন করত রুদ্রসূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিলেন। ১৩। গণপতি সত্বর বিনতভাবে মহেশ্বরের পাদদ্বয়ে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন, তখন দেবদেব মহেশ্বরও হর্ষ-সহকারে তাঁহাকে উত্তোলন-পূর্ব্বক তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। এবং আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নিজ আসনেই উপবেশন করাইলেন। তদনন্তর নন্দি প্রভৃতি ভক্তিভরে মহাদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫। তদনন্তর যোগিনীগণও প্রণামপূর্ব্বক অতিবিশুদ্ধস্বরে মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ দিনকরও তাহাকে বিশিষ্ট-ভক্তি সহকারে নমস্কার করিলেন। ১৬। অনন্তর ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখর, বহুমানপুরঃসর গরুড়ধ্বজকে নিজ সিংহাসনের নিকটেই বামভাগে উপ-বেশন করাইলেন। ১৭। তৎপর নিজের দক্ষিণভাগে আসন প্রদান পূর্ব্বক, ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইয়া ভগবান্ মহেশ্বর, প্রীতিললিত দৃষ্টিপাতদ্বারা প্রণত. গণসমূহের

প্রীতি উৎপাদন করত শিরশ্চালন দ্বারা, নিকটস্থিত যোগিনীগণকে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত করিলেন এবং করচালন দ্বারা "উপবেশন কর" এই আজ্ঞা প্রদান করত সূর্য্যদেবকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিলেন। ১৮-১৯। তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, করদ্বয়ে অঞ্জলি-বদ্ধ করত অতি বিনীতভাবে প্রসন্নবদন মহেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২০।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্ দেবদেবেশ গিরিজাপতে! আমি বারাণসীতে আগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যে আপনার নিকট গমন করি নাই, আমার এই গুরু অপরাধটী আপনি ক্ষমা করুন। ২১। হে চন্দ্রবিভূষণ! কোন্ স্থবিরব্যক্তি, কোন কার্য্যে সামর্থ্যবান্ হইয়াও প্রসঙ্গক্রমে কাশীতে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? ২২। আরও আমি স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণত্বপ্রযুক্ত অপকার করিতেই সমর্থ নহি, অথবা অপকার করিতে সমর্থ হইলেই বা কোন্ ব্যক্তিই সহসা সেই মহাপুণ্যশীল রাজার অপকার করিতে পারে? ২৩। যদ্যপি সকল কার্য্যেই আমার প্রভুতা আছে কিন্তু আমি তথাপি এই প্রকারই আজ্ঞা করিয়া থাকি যে, ধর্ম্মশীল ব্যক্তির প্রতি কাহারও বিনা দোষে কোন প্রকার অপকার প্রয়োগ করা উচিত নহে। ২৪। জগতে এমন কোন্ ব্যক্তিই বা আছেন যে, তাদৃশ পুণ্যকর্ম্মে অনলস কাশীপালক দিবোদাসের উপর অল্পমাত্রও বিরুদ্ধবুদ্ধি করিতে পারেন। ২৫। অতি বিশুদ্ধজ্ঞানাস্পদ শ্রীকণ্ঠ, ব্রহ্মার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, হে ব্রহ্মন্! "আমি সকলই অবগত আছি" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬।

মহেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রথম হইতেই তুমি নির্দ্দোষ আছ, তাহার উপর আবার এই কাশীক্ষেত্রে দশটী অশ্বমেধ করিয়াছ, হে প্রজাপতে! ইহার উপরও আবার তুমি এক পরম-বিহিত আচরণ করিয়াছ; কারণ তুমি আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। অতএব ভাবিয়া দেখ, এই সকল বিহিত কর্ম্ম করিয়াও তোমার হৃদয়ে কেন এত নিজ অপরাধ-সম্ভাবনা হইতেছে; ইহা কি অপ্রকৃত? যে ব্যক্তি, যে কোন স্থানেও আমার একটী লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করে, সে সকল প্রকার অপরাধের আধার হইলে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ হয়, সহস্র অপরাধ থাকিলেও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করে, কতিপয় দিনের মধ্যেই তাহার ঐশ্বর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৭-৩০। মহাদেব এই প্রকার হৃদয়হারী প্রত্যুত্তর করিলেন দেখিয়া, যোগিনীগণের প্রধান প্রমথগণ চারিদিকে পরস্পর, পরস্পরের আনন বিলোকন পূর্ব্বক হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলেন। ৩১। অনন্তর চরাচরবিজ্ঞাতা

সূর্য্যদেবও সমুচিত অবসর বিলোকন করত, প্রসন্নবদন পার্ব্বতীপতিকে বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩২।

সূর্য্যদেব কহিলেন, হে প্রভো! আমি মন্দরপর্ব্বত হইতে আগমন করত, যথাশক্তি নানাবিধ ছদ্মবেশ-ধারণ করিয়াও সেই স্বধর্ম্মরক্ষক দিবোদাস নৃপতির রাজ্যচ্যুতিজনক কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হই নাই; অনন্তর আপনার এখানে আগমন নিশ্চয়ই হইবে ইহা বিবেচনা করত তদবধি এই কাশীতেই অবস্থান করিতেছি; হে প্রভো! আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করত নানাবিধ মূর্ত্তিতে নিজ আত্মা বিভক্ত করিয়া, আপনার আরাধনাতেই দিনযাপন করিতেছি। হে মহেশ্বর! আপনার প্রতি ভক্তিরূপ বারিদ্বারা সিক্ত ও ভবদীয় ধ্যানপুষ্পিত মদীয় এই মনোরথ-পাদপ, অদ্য ভবদীয় চরণদর্শনে সফলতা লাভ করিল। ৩৩-৩৬। ভাস্করের এই প্রকার সবিনয় বাক্য শ্রবণান্তে রবিলোচন ভগবান্ চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন যে, "হে দিবাকর! তোমারও কোন অপরাধ নাই; তুমি যে দিবোদাস নৃপতির সুরপ্রবেশরহিত এই রাজ্যে অবস্থিতি করিতে পারিয়াছ, ইহাতেই আমার কার্য্য তোমাকর্ত্তৃক সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অবগত হও"। ৩৭-৩৮। এই প্রকারে সূর্য্যদেবকে আশ্বস্ত করিয়া কৃপানিধি দেবদেব, ব্রীড়াবনতস্কন্ধ স্বীয়গণনিকরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, লজ্জাতিশয়বিনতস্কন্ধা যোগিনীগণকে কৃপাদৃষ্টিপাত দ্বারা বিহিতরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ৩৯-৪০।

অনন্তর ভগবান্ ত্রিলোচন, হরির প্রতি স্বীয় নেত্রত্রিতয় ব্যাপারিত করিলেন, তখন মহামনা হরিও সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের সম্মুখে নিজের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না। ৪১। গরুড়ের নিকটে পূর্ব্বেই গণপতি ও হরির কার্য্যকুশলতা অবগত হইয়া, মহাদেব তাঁহাদের উপর মনে অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে তিনি বাক্যের দ্বারা আর তাঁহাদিগকে কোন বিষয় অবগত করাইলেন না। ৪২। এই সময়ে গোলোকধাম হইতে সুনন্দা, সুমনা, সুশীলা, সুরভি ও কপিলানামে মহাপাপধ্বংসিনী পঞ্চধেনু তথায় উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বরের বাৎসল্যময় দৃষ্টিপাতে ঐ সকল স্বর্গীয় ধেনুর উধঃ হইতে অবিরতধারে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। ৪৩-৪৪। অনন্তর তাহাদিগের পয়োধর হইতে এরূপ তীব্রভাবে সন্ততধারে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে ক্ষণকালমধ্যে একটি সুবৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হইল। ৪৫। শিবপার্ষদগণ দেখিতে লাগিলেন যে, সেই হ্রদ এত বিস্তৃতি লাভ করিল যে, তাহা দ্বিতীয় দুগ্ধসমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর তাহাতে দেবেশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত একটী পরম পবিত্র তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইল।

অনন্তর মহেশ্বর সেই হ্রদের "কাপিল-তীর্থ" এই আখ্যা প্রদান করিলে পর, তাঁহার আজ্ঞায় সকল দেবগণ সেই কাপিলতীর্থে স্নান করিলেন। ৪৬-৪৭। অনন্তর সেই তীর্থমধ্য হইতে দিব্যপিতামহগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন, তখন দেবগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ সহকারে তর্পণ করিতে লাগিলেন। ৪৮। অনন্তর অগ্নিষ্বাত্তা, আজ্যপ, বর্হিষদ ও সোমপাদি পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি-লাভ করিয়া মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে দেবদেব! জগৎপতে! হে ভক্তগণের অভয়প্রদ! এই তীর্থে আপনার সন্নিধানে আমরা অক্ষয় তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি, অতএব হে শম্ভো! আপনি প্রসন্ন-হৃদয়ে আমাদিগকে বর প্রদান করুন।

দিব্যপিতৃগণের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সকল দেবগণের সমক্ষে ভগবান্ বৃষভ-ধ্বজ, সকল পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকর এইবাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৯—৫২।

শ্রীদেবদেব কহিলেন, হে মহাবাহো বিষ্ণো! হে পিতামহ! শ্রবণ কর, কপিলার দুগ্ধপূর্ণ এই কাপিল-তীর্থে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে যাহারা পিণ্ড-প্রদান করিবে, মদাজ্ঞায় তাহাদের পিতৃপুরুষগণ পরম তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। আমি পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকর আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। অমাবস্যাযুক্ত সোমবাসরে এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমুদ্রের জলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই কাপিল-তীর্থে অমাবস্যামিলিত সোমবারে কৃতশ্রাদ্ধের ফল কোন কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যদি অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে গয়া বা পুষ্করে শ্রাদ্ধ করিবার আর কি প্রয়োজন আছে? হে গদাধর! হে পিতামহ! তোমাদের যেখানে সাক্ষাৎ অবস্থিতি ও আমি যেখানে স্বমূর্ত্তিতে বিরাজমান, তথায় ফল্গুনদীর যে আবির্ভাব হইবে ইহাতে আর সংশয় কি আছে? স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূমিতে চতুর্দ্দিকে যত তীর্থ বর্ত্তমান আছে, তাহারা সকলেই অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে এই কাপিল-তীর্থে অধিষ্ঠিত হইবে। কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্যে ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সূর্য্যগ্রহণকালে শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হয়, এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল লাভ করিতে পারা যায়। হে দিব্যপিতামহগণ! এই তীর্থের যে সকল নাম, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি; এই সকল নামোচ্চারণে তোমরা অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। এই পুষ্করিণীর প্রথম নাম মধুস্রবা, দ্বিতায় কৃত্যাকৃত্যা, তৃতীয় ক্ষীরনীরধি, চতুর্থ বৃষভধ্বজ-তীর্থ, পঞ্চম পৈতামহ-তীর্থ, ষষ্ঠ গদাধর-তীর্থ, সপ্তম পিতৃ-তীর্থ, অষ্টম

কাপিলধারা, নবম সুধাখনি, দশম শিবগয়া। হে পিতামহগণ! শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি না করিয়া এই দশটী নামমাত্রের উচ্চারণ করিলেই তোমাদের মহাতৃপ্তি লাভ হইবে। অমাবস্যা তিথিতে এই তীর্থে যাহারা পিতৃ-তৃপ্তিকামী হইয়া, শ্রাদ্ধানন্তর ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, তাহাদের কৃতশ্রাদ্ধ অনন্ত ফল-প্রদান করিবে। এই তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধে যাহারা শুভময়ী কপিলা-গাভী প্রদান করিবে, তাহাদের পিতৃগণ সেই দানের প্রভাবে অনন্তদিবস ক্ষীরসমুদ্রের তটে বাস করিতে সমর্থ হইবে। এই কাপিল তীর্থে যাহারা বৃষোৎসর্গ করিবে, নিশ্চয় জানিবে তাহারা নিজ পিতৃ-পুরুষগণকে অশ্বমেধীয় ঘৃতের দ্বারা তর্পিত করিতে সমর্থ হইবে। হে পিতামহগণ! অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধ হইতে অষ্টগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের গর্ভেই মৃত্যু হইয়াছে বা যাহারা দন্ত-নির্গত হইবার পূর্ব্বেই মৃত হইয়াছে, এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধে তাহাদের নিশ্চয়ই পরম তৃপ্তিলাভ হইবে। উপনয়ন বা বিবাহের পূর্ব্বে যাহারা মৃত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে এইস্থানে পিণ্ডপ্রদান হইলে, তাহারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা অগ্নিদাহে মৃত বা যাহাদের শবের অগ্নিক্রিয়া হয় নাই, সেই সকল প্রেতগণও এই তীর্থে পিণ্ডলাভ করত পরম তৃপ্তিলাভ করে। যাহাদের ঔর্দ্ধ-দৈহিক ক্রিয়া হয় নাই বা যাহারা ষোড়শশ্রাদ্ধবিবর্জ্জিত, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারাও অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা অপুত্রক অবস্থায় মৃত বা যাহাদিগের উদকদানের পাত্র কেহই নাই, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারা অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। চোর, বিদ্যুৎ বা জলাদিতে যাহাদিগের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদেরও এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পরম তৃপ্তিলাভ হয়। যে সকল পাপাচারিগণের আত্মঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তাহারা কাপিল-তীর্থের শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। পিতৃগোত্রে বা মাতৃগোত্রে অজ্ঞাতনাম যত পুরুষ মৃত হইয়া থাকে, কাপিলধারা-শ্রাদ্ধের দ্বারা তাহারা সকলেই অক্ষয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে মৃত যে কোন ব্যক্তির নামগ্রহণ পূর্ব্বক এইস্থানে পিণ্ডপ্রদান করিলে, সে অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। যাহারা তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়া মৃত হইয়াছে বা যাহারা পিশাচত্ব লাভ করিয়াছে, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারা পরম গতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। এই মনুষ্যলোকে যে সকল পিতৃগণ মর্ত্ত্যযোনি পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি দুঃখফলভোগ করিতেছে, তাহারাও কাপিলধার-তীর্থে শ্রাদ্ধের ফলে দিব্যজন্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে সকল পিতৃগণ স্বীয় পুণ্যফলে দেবলোকে

বাস করিতেছে, তাহারাও এই শ্রাদ্ধের ফলে অবিলম্বেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। এই তীর্থ সত্যযুগে ক্ষীরময়, ত্রেতাতে মধুময়, দ্বাপরে ঘৃতময় ও কলিতে জলময় হইবে; যদ্যপিও এই তীর্থ বারাণসীর সীমার বহির্গত, তথাপি আমার সন্নিধি-প্রযুক্ত ইহা বারাণসী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইবে। ৫৩-৮৪।

হে পিতামহগণ! কাশীস্থিত ব্যক্তিগণ যে কারণে এই স্থানেই প্রথমে আমার ধ্বজ বিলোকন করিয়াছে, এইজন্য আমি এই স্থানে বৃষভধ্বজরূপে অবস্থান করিব। ৮৫। হে পিতামহগণ! তোমাদিগের তুষ্টির জন্য আমি এই স্থানে পিতামহ, গদাধর, সূর্য্য ও স্বীয় পার্ষদগণের সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করিব। ৮৬।

মহাদেব যে কালে পিতৃগণকে এই প্রকার বরপ্রদান করিতেছেন, সেই সময় নন্দিকেশ্বর, নিকটে আগমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮৭। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে প্রভো! আপনার বিজয়োদয় হউক, অষ্টসিংহ ও অষ্ট বৃষভযুক্ত পরম রমণীয় সেই রথ সজ্জিত হইয়াছে; হে প্রভো! যে রথে অষ্টহস্তী ও অষ্ট-অশ্ব বিরাজমান, যাহার অশ্বপ্রেরণীরজ্জুরূপে মনঃ ব্যবস্থিত আছে, গঙ্গা ও যমুনা যাহার দণ্ডদ্বয়রূপে বিরাজমানা, যাহার প্রতিচক্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা পবন, যাহার সায়ং ও প্রাতর্দ্বয়-চক্র, পবিত্র ক্ষৌমগুলই যাহার ছত্র, যাহার কীল সকল তারাবলীময়, আহেয়গণ যাহার উপনায়ক, শ্রুতিই যাহার মার্গদর্শিনী, স্মৃতিই যাহার গুপ্তি, (বরূথ) যে যানের মুখ সাক্ষাৎ দক্ষিণা, যজ্ঞ-নিকর যাহার অভিরক্ষক, প্রণব যাহার আসন, গায়ত্রী যাহার পাদপীঠ, সাঙ্গ-ব্যাহৃতিগণ যাহার সোপানাবলি, সূর্য্য ও চন্দ্র সতত যাহার দ্বাররক্ষা করিতেছেন, অগ্নিই যাহার মকরাকার তুণ্ড, যাহার বরূথভূমি কৌমুদীময়ী, মহামেরু যাহার ধ্বজদণ্ড, সূর্য্যের প্রভা যাহার পতাকা, স্বয়ং বাগ্দেবতা যাহাতে লোলচামর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সেই মহারথ আপনার বিজয়যাত্রার অপেক্ষা করিতেছে।

স্কন্দ কহিলেন, নন্দিকেশ্বর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে পর, দেবদেব পিনাকপাণি, বিষ্ণুর হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থান করিলেন; তৎকালে অষ্ট দেব-মাতৃগণ তাহার মঙ্গল-আরতি করিতে লাগিলেন। ৮৮-৯৬। তাঁহার উত্থানকালে চারণগণের মঙ্গলময় গীতধ্বনির সহিত তাড্যমান দেববাদ্য-নিবহের ধীর-গম্ভীরধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যদেশ পরিপূরিত করিল। ৯৭। সেই দিঙ্মণ্ডলব্যাপক সমুচ্চ দেববাদ্যধ্বনিতেই আহূত হইয়া ত্রিলোকবাসি-নিখিলব্যক্তিগণ চারিদিক্ হইতে কাশী-অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ৯৮। সেই সময়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটী

দেবতা, বিংশতিসহস্রকোটী গণ, নবকোটী চামুণ্ডা, এককোটী ভৈরবী, মদীয় অনুচর অষ্টকোটী ষড়ানন মহাবল শিখিবাহন কুমার নিবহ, দীপ্ত-পরশুপাণি বিঘ্নবিনাশকারী ও গজানন, সপ্তকোটী সংখ্যক পিচিণ্ডিল নামক মহাবেগশালী গণনিবহ, ষড়শীতিসহস্র ব্রহ্মবাদি মুনিসমূহ ও তাবৎসংখ্যক গৃহমেধি-ঋষিগণ, পাতালতলবাসী তিনকোটী নাগ, শান্ত শিবভক্ত দানব ও দৈত্য প্রত্যেকে দুইকোটী, অষ্টঅযুত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষস অষ্টকোটী, দুইলক্ষ দশসহস্র বিদ্যাধরনিকর, ষষ্টিসহস্র দিব্য-অপ্সরোগণ, অষ্টলক্ষ গো-মাতৃগণ, ছয়অযুত গরুড়বংশীয় পক্ষিগণ, নানারত্ন-নিবহের সহিত সপ্তসাগর, তিপ্পান্নসহস্র নদীগণ, অষ্টসহস্র পর্ব্বত, তিনশত বনস্পতি এবং অষ্ট দিক্‌হস্তী অতি হর্ষ সহকারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ৯৯-১০৭। এই সকল লোক-নিবহে পরিবেষ্টিত শ্রীকণ্ঠ, অতি হৃষ্টচিত্তে প্রাগুক্ত রথে আরোহণ করত অতি রমণীয় কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশকালে ভগবান্ ত্রিপুরারি, পার্ব্বতীর সহিত অতি সন্তুষ্টহৃদয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই ত্রিলোকরমণীয় অদ্বিতীয় পুরীকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। ১০৮-১০৯।

স্কন্দ কহিলেন, কোটী জন্মের পাপবিনাশক্ষম এই পবিত্র ইতিহাসটী পাঠ করিলে বা করাইলে মনুষ্য শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১১০। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে এই পবিত্র আখ্যানটী পাঠ করিলে সেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন। ১১১। অপুত্র ব্যক্তি যদি ভক্তি-সহকারে একবর্ষকাল ব্যাপিয়া নিত্য এই বৃষভধ্বজমাহাত্ম্যটী পাঠ করে, তাহা হইলে অচিরেই সে পুত্রলাভ করিতে পারে। ১১২। বিশ্বেশ্বরের কাশীপ্রবেশবিষয়িণী যে কথা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা হইতে লোক সকল যে পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ১১৩। এই পবিত্র আখ্যানটী পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি নূতন গৃহে প্রবেশ করিবে, সে সকলপ্রকার সৌভাগ্যভাগী হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১৪। এই উত্তম আখ্যানটী ত্রিলোক-বাসীরই আনন্দজনক, কারণ ইহা শ্রবণ করিবামাত্রই বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হয়েন। ১১৫। এই আখ্যানটীতে মহাদেবের দুর্লভ কাশীলাভ বর্ণিত হইয়াছে, এই কারণে দুর্লভ-পদার্থলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের সর্ব্বদাই ইহাকে পাঠ করা উচিত। ১১৬।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

—*—

জৈগীষব্য-সংবাদ ও জ্যেষ্ঠেশাখ্যান কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে তারকরিপো! বহুমনোরথলব্ধ-নয়নানন্দদায়িনী কাশী-পুরীকে বিলোকন করিয়া পরে ভগবান্ মহেশ্বর কি করিলেন তাহা এইক্ষণে আপনি কীর্ত্তন করুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে লোপামুদ্রাপতে কুম্ভযোনে! ভগবান্ চন্দ্রচূড় কাশী-বিলোকন পূর্ব্বক কি করিলেন, সেই সকল বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ২।

অনন্তর ভক্তবৎসল সর্ব্বজ্ঞ প্রভু মহেশ্বর, বারাণসীতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমেই গুহামধ্যস্থিত জৈগীষব্য নামক ঋষিকে বিলোকন করিলেন। ৩। বৃষভবাহন মহেশ্বর ভগবতী গিরিজার সহিত যে দিন কাশী ছাড়িয়া মন্দর-পর্ব্বতে গমন করেন সেই দিন হইতে মহাকৃতী জৈগীষব্য এই মহানিয়ম গ্রহণ করেন যে—"যে দিন আমি আবার ভগবান্ মহেশ্বরের পাদপদ্ম বিলোকন করিব, সেই দিনই আমি জলকণা পান করিব, ইহার পূর্ব্বে আমি সকল দিনই উপবাস করিয়া থাকিব।" কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে অথবা মহেশ্বরের অনুগ্রহে যোগী জৈগীষব্য পানাহার ত্যাগ করিয়াও সেই গুহামধ্যে তাদৃশ জীবদবস্থায় স্থিতি করিতেন। জৈগীষব্যের এই সকল ব্যাপার মহেশ্বর প্রমথনাথই জানিতেন, আর কোন ব্যক্তিই ইহা অবগত ছিল না, এই কারণে বিশ্বেশ্বর সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস সোমবাসর শুক্লা-চতুর্দ্দশীতিথিযুক্ত অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব, জৈগীষব্যের গুহায় প্রবেশ করেন, এই কারণে সেই পর্ব্বদিনে সকল মনুষ্যেরই সেইস্থানে যাত্রা করা উচিত। সেই দিবস হইতে কাশীর মধ্যে সেই পুণ্যস্থানটী সকল স্থান হইতে "জ্যেষ্ঠ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেই স্থানে তৎকালে জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক লিঙ্গ আপনি প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৪-১০। সেই জ্যেষ্ঠেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন-মাত্রে মনুষ্যগণের শতজন্মার্জ্জিত পাপ, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ১১। মনুষ্য জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণান্তে জ্যেষ্ঠেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন করিলে পুনরায় আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। ১২। সেই জ্যেষ্ঠেশ্বরের সমীপে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী জ্যেষ্ঠাগৌরী স্বয়ং প্রাদুর্ভূতা হয়েন। ১৩।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠাগৌরীর সমীপে মহোৎসব করিবে ও সর্ব্ব-সম্পৎ-সিদ্ধির জন্য রাত্রিতে জাগরণ করিবে। ১৪। অতিশয় দুর্ভাগ্যবতী স্ত্রী, যদি জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া ভক্তিভরে জ্যেষ্ঠাগৌরীকে প্রণাম করে, তাহা হইলে সত্বরই সৌভাগ্য-লাভ করিতে পারে। ১৫। সেই স্থানে মহাদেব, সর্ব্ব-প্রথমেই কিয়ৎকাল নিবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই দিন হইতে তথায় নিবাসেশ-নামে এক পরমপবিত্র লিঙ্গ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নিবাসেশ্বর লিঙ্গের অনুকম্পায় ভক্তের গৃহে নিত্য প্রতিপদেই সর্ব্বসম্পৎ বিরাজমান থাকে। ১৬-১৭। জ্যেষ্ঠেশ্বরের সমীপে মধু ও ঘৃতাদির দ্বারা যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃলোক পরম তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ১৮। কাশীতে জ্যেষ্ঠ-তীর্থে মনুষ্য, স্বকীয় সামর্থ্যঅনুসারে দান করিয়া অন্তে উৎকৃষ্ট স্বর্গাদিভোগপূর্ব্বক পরমনির্ব্বাণ-পদবী লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৯। মঙ্গলেপ্সু ব্যক্তিগণের কাশীতে সর্ব্বপ্রথমে জ্যেষ্ঠেশ্বরের পূজা করিতে হয়, তৎপরে জ্যেষ্ঠাগৌরীর অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ২০।

অনন্তর নন্দিকে আহ্বানপূর্ব্বক ভগবান্ কৃপানিধি বিশ্বেশ্বর, সকল দেবগণের সমক্ষে এই প্রকার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২১।

ঈশ্বর কহিলেন, হে নন্দিকেশ! এই পরম রমণীয় গুহার মধ্যে তুমি প্রবেশ কর, ইহার অভ্যন্তরে আমার পরভক্ত জৈগীষব্য-তপোধন বাস করিতেছেন। ২২। আমি যেদিন পরম রমণীয় মন্দর-পর্ব্বতে প্রস্থান করি, সেইদিন হইতেই মুনি জৈগীষব্য, পানাহার পরিত্যাগকরত মহানিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন। ইঁহার ত্বক্, অস্থি ও স্নায়ুসকল শুষ্ক হইয়াছে। আমার দর্শনার্থে দৃঢ়ব্রতপরায়ণ সেই মদ্ভক্ত জৈগীষব্যকে তুমি এই স্থানে লইয়া আইস। ২৩-২৪। এই অমৃতময় লীলা-কমলটী গ্রহণ করত ইহার দ্বারা তুমি জৈগীষব্যের গাত্রসকল স্পর্শ কর। ২৬।

তদনন্তর মহাদেব-প্রদত্ত সেই লীলাকমল গ্রহণপূর্ব্বক নন্দিকেশ্বর দেবদেবকে প্রণাম করিয়া, সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৬। তৎপরে নন্দী, ধারণা-দৃঢ়মানস তপোবহ্নিপরিশুষ্ক-শরীর জৈগীষব্যকে বিলোকন করত সেই লীলাকমল দ্বারা তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ২৭। গ্রীষ্মান্তে বৃষ্টির জল পাইলে কোটরস্থিত ভেক যেমন উল্লাসিত হয়, তদ্রূপ সেই লীলাকমলস্পর্শমাত্রেই যোগী জৈগীষব্য, অনির্ব্বচনীয় উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন। ২৮। অনন্তর নন্দী সত্বর সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে আনয়ন করিয়া, দেবদেব মহেশ্বরের পাদপদ্ম সংস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ২৯। অনন্তর গিরিজালিঙ্গিতবামার্দ্ধ ভগবান্ শশিশেখরকে সম্মুখে বিলোকন করিয়া ঋষি

জৈগীষব্য অতি সম্ভ্রমসহকারে প্রণাম করিলেন। ৩০। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য দণ্ডবদ্‌ভাবে ভূমিতে শরীর বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণামকরত পরম ভক্তি-সহকারে বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩১।

জৈগীষব্য কহিলেন, শান্ত শুভাত্মা সর্ব্বজ্ঞ শিবকে নমস্কার করি, জগদানন্দ স্কন্দ ও পরমানন্দহেতুভূত মহেশ্বরকে নমস্কার করি। ৩২। হে প্রভো! রূপহীন অথচ সরূপ ও নানারূপধর আপনাকে নমস্কার, হে বিধি-বিষ্ণুস্তুত! হে বিরূপাক্ষ! হে বিধে। আপনাকে নমস্কার; হে স্থাবর-জঙ্গমরূপিন্! আপনাকে নমস্কার, হে সর্ব্বাত্মন্! হে পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার, হে ত্রৈলোক্যকমনীয়! হে কামাঙ্গ-দাহকারিন্! হে শেষবিশেষ! হে শেষবলয়ধারিন্! আপনাকে নমস্কার। ৩৩-৩৫। হে শ্রীকণ্ঠ। হে বিষকণ্ঠ। হে নারায়ণার্চ্চিতপাদপদ্ম। হে অপ্রতিহতশক্তে! আপনাকে নমস্কার। হে শক্ত্যর্দ্ধশরীর। হে বিদেহ। হে সুদেহিন্। আপনাকে প্রণাম করিবামাত্রেই দেহিগণের আর দেহযন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না, অতএব হে বিচিত্রমহিমন্। আপনাকে নমস্কার। হে কাল। হে মহাকাল। হে কালকূট-বিষভক্ষক। হে সর্পভূষণভূষিত। হে সর্পযজ্ঞোপবীতধারিন্! হে খণ্ডপরশো! হে খণ্ডেন্দুধারিন্। হে খণ্ডিতাশেষদুঃখ। হে খড়্গখেটকধারিন্! হে গীর্ব্বাণগীত। হে নাথ। হে গঙ্গাকল্লোলমালিন্। হে গৌরীশ। হে গিরীশ। হে গিরিশ। হে গুহাশায়িন্! হে চন্দ্রার্দ্ধভূষাধারিন্! হে চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিনেত্র! হে সর্ব্বনমন! হে দিগম্বর। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৩৬-৪১। হে জগদীশ। হে জীর্ণ। হে জরাজন্মহর। হে জীব। হে পাপহারিন্! আপনাকে নমস্কার। ৪২। হে ডমরুপাণে। হে ধনুর্দ্ধারিন্! হে ত্রিনেত্র! হে জগন্নেত্র! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। হে ত্রিশূলব্যগ্রহস্ত! হে গঙ্গাধর! হে ত্রিলোকাধিনাথ। হে ত্রিবেদপঠিত! হে ত্রয়ীময়! হে তুষ্ট! হে ভক্ততুষ্টিপ্রদ! হে দীক্ষিত। হে দেবদেব! আপনাকে অসংখ্য প্রণিপাত করি। ৪৩-৪৫। হে অশেষপাপবিদ্রাবিন। হে দীর্ঘদর্শিন্! হে দূর! হে দুর্লভ! হে দোষদলনকারিন্। হে চন্দ্রকলাধারিন্! হে দোষাগম-পরিহারিন্! হে ধূর্জ্জটে। হে ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়। আপনাকে নমস্কার। ৪৬-৪৭। হে ধীর। হে ধর্ম্ম। হে ধর্ম্মপাল। হে নীলগ্রীব। হে নীললোহিত! আপনাকে নমস্কার। ৪৮। হে স্বনামস্মরণকারিগণের সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পাদক। হে প্রমথনাথ। হে পিনাকপাণে! আপনাকে নমস্কার। ৪৯। হে পশুপাশমোক্ষকারিন্। হে পশুপতে। হে নামোচ্চারণকারিগণের পাপহারিন্। আপনাকে নমস্কার। ৫০।

হে পরাৎপর! হে পার! হে পরাপরপার! হে অপারচরিত্র! হে সুপবিত্রকীর্ত্তন! আপনাকে নমস্কার। ৫১। হে বামদেব! হে বামার্দ্ধধারিন্! হে বৃষগামিন্! হে ভর্গ! হে ভীম! হে ভীতিহর! আপনাকে নমস্কার। ৫২। হে ভব! হে ভবনাশ! হে ভূতপতে! হে মহাদেব! হে মহঃপতে! আপনাকে নমস্কার। ৫৩। হে মৃড়ানীপতে! হে মৃত্যুঞ্জয়াপতে! হে যজ্ঞারে! হে যক্ষরাজপতে! আপনাকে নমস্কার। ৫৪। হে যাযজূক! হে যজ্ঞ! হে যজ্ঞফলদায়িন্! হে রুদ্র! হে রুদ্রপতে! হে কদ্রুদ্র! হে রম! আপনাকে নমস্কার। ৫৫। হে শূলিন্! হে শাশ্বতেশ! হে শ্মশানাবনিচারিন্! হে শিবাপ্রিয়! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনাকে নমস্কার। ৫৬। হে হর! হে ক্ষান্তিরূপ! হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে ক্ষমাকর! হে ক্ষেম! হে ক্ষিতিহারিন্! হে ক্ষীরগৌর! আপনাকে নমস্কার। ৫৭। হে অন্ধক-রিপো! হে আদ্যন্তরহিত! হে ইড়াধার! হে ঈশ! হে উপেন্দ্রেন্দ্রস্তুত! আপনাকে নমস্কার। ৫৮। হে উমাকান্ত! হে উগ্র! হে ঊর্দ্ধরেতঃ! হে একরূপ! হে এক! হে মহদৈশ্বর্য্যরূপিন্! আপনাকে নমস্কার। ৫৯। হে অনন্তকারিন্! হে অম্বিকাপতে! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি প্রণব ও বষট্কার, হে জগদীশ! আপনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃস্বরূপ। হে উমাপতে! এ সংসারে দৃশ্যা-দৃশ্য যাহা কিছু আছে, আপনিই সেই সকলের স্বরূপ! হে প্রভো! আপনার স্তুতির উপযোগী জ্ঞান আমার নাই। হে সর্ব্বস্বরূপ! আপনিই আপনার স্তুতি করিতে পারেন। ৬০-৬১। হে মহেশ্বর! আপনি বাচ্য, বাচক ও বাক্যস্বরূপ, আমি আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থকে সত্য বলিয়া জানি না, ও কাহারও স্তুতি করি না। হে দেব! আপনার চরণে কোটী কোটীবার নমস্কার। ৬২। হে প্রভো! হে গৌরীশ! আমি আপনা হইতে ভিন্ন কাহাকেও নমস্কার করি না। হে শিব! আমি অন্য কাহার নাম পর্য্যন্তও গ্রহণ করি না, আমি অন্যের নাম গ্রহণে মূক, অন্যের কথা শ্রবণে বধির, অন্যের অনুগমনে পঙ্গু ও অন্যের দর্শনে অন্ধ হইয়া থাকি; হে ভবানীশ! আপনিই অদ্বিতীয় সৎপদার্থ ও অদ্বিতীয় সংসার-স্রষ্টা। ৬৩-৬৪। হে প্রভো! আপনিই জগৎপাতা ও জগৎপ্রলয়কারী। যাহারা স্রষ্টা, পাতা ও বিনাশকর্ত্তার ভেদ কল্পনা করে, তাহারা মূর্খ; অতএব হে মহেশ্বর! আমি বারম্বার এই সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়াছি ও এখনও ঘোর নিমগ্ন আছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। (স্কন্দ কহিলেন) মহামুনি জৈগীষব্য এই-প্রকারে মহেশ্বরের স্তুতি করিয়া তাঁহার সম্মুখে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনকরত বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন।

ভগবান্ চন্দ্রশেখর, জৈগীষব্য মুনির এবম্বিধ স্তুতি শ্রবণপূর্ব্বক প্রসন্নহৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন যে, হে মুনে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর। ৬৫-৬৭। জৈগীষব্য কহিলেন, হে দূরপদপ্রদ! হে দেবেশ! হে ভগবন্ ভবানী-পতে! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বর প্রদান করুন, "যেন আমি কদাপিও আপনার চরণাম্বুজ হইতে দূরবস্থিত না হই; হে নাথ! আর একটী বর আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিচারিতভাবে তাহা প্রদান করুন, হে ভগবন্। ইহাই আমার দ্বিতীয় বর যে, "আমি যে শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আপনি সর্ব্বদাই ইহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। ৬৮-৬৯। ঈশ্বর কহিলেন, হে মহাভাগ জৈগীষব্য! তুমি স্বীয় অভীপ্সিত যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহা সম্যক্প্রকারে সফল হইল, আমি তোমাকে অন্য বর প্রদান করিতেছি যে, "আমি তোমাকে পরম নির্ব্বাণসাধক যোগশাস্ত্র প্রদান করিলাম, ইহার প্রসাদে তুমি অদ্য হইতে সকল যোগিগণের মধ্যে যোগাচার্য্য-পদবী লাভ কর। হে তপোধন। তুমি আমার অনুকম্পায় নিখিল যোগশাস্ত্রের রহস্য অবগত হইবে ও তাহার ফলে পরম নির্ব্বাণ-লাভে সমর্থ হইবে। নন্দী, ভৃঙ্গী ও সোমনন্দী যেমন আমার ভক্ত বলিয়া পরিচিত, অদ্য হইতে তুমিও সেই প্রকার মদ্ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে। তোমার জরা ও মরণ হইবে না। হে তপোধন! এ সংসারে পাপক্ষয়-সাধন ও শ্রেয়ঃসাধন অনেক ব্রত, অনন্ত নিয়ম, নানা প্রকার তপস্যা ও বহুবিধ দান শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যে নিয়মটী প্রতিপালন করিয়াছ, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। হে জৈগীষব্য! আমার বিলোকনান্তে ভক্ষণরূপ যে মহা-নিয়ম তুমি করিয়াছ, ইহাই পরম নিয়ম। হে মুনে! আমাকে না দেখিয়া ভক্ষণ করা আর পাপভক্ষণ করা এক বলিয়াই জানিবে। পত্র-পুষ্প-ফল দ্বারা আমার পূজন না করিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে, সেই মূঢ় একবিংশতি-জন্মপর্য্যন্ত রেতঃ ভক্ষণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তুমি যে মহান্ নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যত কিছু যম, নিয়ম বর্ত্তমান আছে তাহা ত্বদীয় নিয়মানুষ্ঠানের ষোড়শাংশ বলিয়াও পরিগণিত হয় না। ৭০-৭৮। হে জৈগীষব্য! এই সকল কারণে তুমি সর্ব্বদাই আমার চরণসমীপে বাস করিবে এবং বাসের ফলে পরম-নির্ব্বাণ লক্ষ্মী লাভ করিতে পারিবে। ৭৯। কাশীতে এই যে জৈগীষব্যেশ্বর নামক মদীয় লিঙ্গ, ইহাঁকে অনেক পুণ্যে লাভ করিতে পারা যায়; যে ব্যক্তি তিনবর্ষ ব্যাপিয়া প্রতিদিন এই লিঙ্গের সেবা করিবে, সে যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৮০। এই জৈগীষব্য-গুহাতে ছয়মাসকাল যোগাভ্যাসপরায়ণ হইলে মানব আমার অনুগ্রহে বাঞ্ছিত সিদ্ধি-

লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮১। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গটী ভক্তগণের সর্ব্বদাই প্রযত্নের সহিত পূজা করা উচিত। তোমার এই গুহা বিলোকন করিয়া পরে এই লিঙ্গের দর্শন করা উচিত। ৮২। এই জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে বর্ত্তমান এই জৈগীষব্যে-শ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিলে মানব সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ৮৩। এই জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে যে কয়টী শিবভক্ত যোগীকে ভোজন করান যায়, তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যা কোটী সংখ্যায় পরিণত হইয়া, তৎ-পরিমিত যোগিগণকে ভোজন করাইবার ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৮৪। এই জৈগীষব্যেশ্বর নামক লিঙ্গকে সর্ব্বদাই গোপন করিয়া রাখিবে, বিশেষতঃ কলিকালে পাপাত্মাগণের কাছে কদাচিৎও ইহাঁকে প্রকাশ করা উচিত নহে। ৮৫। হে তপোধন জৈগীষব্য! তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গে আমি সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিব এবং ইহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ভক্ত সাধককে সম্যক্প্রকারে যোগসিদ্ধি প্রদান করিব। ৮৬। হে মহাভাগ জৈগীষব্য! আমি তোমাকে আরও একটী রমণীয় বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমার যে স্তোত্রটী পাঠ করিয়াছ, ইহা পরম-যোগসিদ্ধিকর, ইহা পাঠ করিলে মহাপাপসমূহ নষ্ট হয়, মহা-পুণ্যনিকর অজ্জিত হয়, মহাভীতিনিবহ প্রশমিত হয় এবং আমার প্রতি ভক্তিবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই স্তোত্রজপকারী পুরুষগণের কোন ক্রিয়াই অসাধ্য থাকে না। এই সকল কারণে শিবভক্ত সাধকগণের প্রযত্নসহকারে সর্ব্বদা এই স্তোত্রটী পাঠ করা উচিত। ৮৭—৮৯।

বিকশিতনেত্র স্মরারি ভগবান্ মহেশ্বর, এই প্রকার বর প্রদান করিয়াই পুরোভাগে উপগত একত্রীভূত ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণগণকে দেখিতে লাগি-লেন। ৯০।

স্কন্দ কহিলেন, এই অতুলনীয় আখ্যানটী প্রযত্নসহকারে শ্রবণ করিলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ও কখনও কোন প্রকার ব্যাধি হইতে ক্লেশপ্রাপ্ত হয় না। ৯১।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

—:*:—

বারাণসীক্ষেত্র-রহস্য কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ব্রাহ্মণগণ মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া কি বলিলেন তাহা এবং মহাপবিত্র ও মহাদেবের অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠস্থানে কোন্ কোন্ শিবলিঙ্গ আছেন, আর তথায় কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করুন। ১-২।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তাহারই উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন দেবদেব মহেশ্বর ব্রহ্মার অনুরোধে কাশীত্যাগকরত মন্দর-পর্ব্বতে গমন করেন, তখন নিষ্পাপী ব্রাহ্মণগণ নিরাশ্রয় হইয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বনকরত মহাক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ হইতে বিরত হইলেন এবং দণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি খনন করিয়া যাহা কিছু কন্দ-মূলাদি পাইতেন, তাহার দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তাঁহারা খনন করিয়া দণ্ডখাত নামে একটী রমণীয় পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বহুতর শিবলিঙ্গ স্থাপিত করত যত্নসহকারে মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩-৬। তাঁহারা সতত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণপূর্ব্বক মহেশ্বরের পূজায় নিরত থাকিয়া শতরুদ্রী পাঠকরত কাল অতিবাহিত করিতেন। ৭। হে মুনে! তপস্যায় কৃশদেহ সেই ব্রাহ্মণগণ, দেবদেবের পুনরাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে অতিশয় স্নিগ্ধ হইলেন। অতি তপঃশালী পঞ্চসহস্র ব্রাহ্মণগণ, দণ্ডখাত-মহাতীর্থ হইতে দেবদেবকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ৮-৯। মন্দাকিনী-তীর্থ হইতে পাশুপতব্রতাবলম্বী শিবমাত্রপরায়ণ অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। হংস-তীর্থ হইতে ত্রিশতাধিক অযুত-সংখ্যক, দুর্ব্বাসা-তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহস্র, মৎস্যোদরী তীর্থ হইতে ছয়সহস্র, কপালমোচন-তীর্থ হইতে সপ্তশত, ঋণমোচন-তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহস্র, বৈতরণী-তীর্থ হইতে পঞ্চসহস্র, পৃথুরাজ কর্ত্তৃক পরিখনিত পৃথুদক-তীর্থ হইতে ত্রয়োদশশত, মেনকা-কুণ্ড হইতে দুইশত, উর্ব্বশী-কুণ্ড হইতে দ্বিশতাধিক সহস্র, ঐরাবত-কুণ্ড হইতে তিনশত, গন্ধর্ব্ব-কুণ্ড হইতে সপ্তশত, অপ্সরঃকুণ্ড হইতে

দুইশত, বৃষেশ-তীর্থ হইতে নবত্যধিকতিনশত, যক্ষিণীকুণ্ড হইতে ত্রিশতাধিক সহস্র, লক্ষ্মী-তীর্থ হইতে ষোড়শাধিকএকশত, পিশাচ-মোচন-তীর্থ হইতে সপ্তসহস্র, পিতৃকুণ্ড হইতে এক শতেরও কিছু অধিক, ধ্রুব-তীর্থ হইতে ছয়শত এবং মানস-সরোবর হইতে পঞ্চশত, বাসুকি-হ্রদ হইতে দশসহস্র এবং জানকী-কুণ্ড হইতে অষ্টশত ব্রাহ্মণগণ আগমনকরত পরমানন্দদায়ী মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং গৌতম-কুণ্ড হইতে নবাধিক একশত, দুর্গতিসংহরণ-তীর্থ হইতে একাদশশত ব্রাহ্মণগণ দেবদেব উমাপতিকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। ১০-১৯। হে ঘটোদ্ভব! অসীসঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গমেশ্বর-মহাদেব পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে যাবতীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই দেবদেবকে দেখিতে আসিলেন। গঙ্গাতীরবাসী এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অষ্টাদশ-সহস্র-পঞ্চশত-পঞ্চপঞ্চাশৎ। ব্রাহ্মণগণ সার্দ্র-দূর্ব্বাক্ষতহস্তে পুষ্প, ফল, সুগন্ধ, মাল্য প্রভৃতি লইয়া মুখে জয় উচ্চারণকরত মহেশ্বরকে বারম্বার প্রণতি করিয়া মঙ্গলসূক্তের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে অভয় প্রদান করিয়া সহর্ষে তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন যে, হে নাথ! আপনার ক্ষেত্রে আমরা বাস করিতেছি, তাহাতেই সতত আমাদের কুশল, বিশেষতঃ আজ আপনাকে সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিয়া আমরা আরও কুশললাভ করিয়াছি; শ্রুতিনিচয়ও যথার্থরূপে যাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না, আপনিই তিনি; যাহারা আপনার ক্ষেত্রপরাঙ্মুখ, তাহারাই সতত অকুশলে থাকে এবং চতুর্দ্দশ প্রকার লোকও সতত তাহাদের প্রতি পরাঙ্মুখ থাকে। হে নাগভূষণ! যাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা কাশী জাগরূক থাকেন, তাহাদিগকে কখন সংসার-সর্প-বিষে জর্জ্জরিত করিতে পারে না। ২০-৩০। বর্ণদ্বয়াত্মক "কাশী" এই মন্ত্র গর্ভরক্ষণ-মণি বলিয়া বিখ্যাত। সতত ইহা যাহার কণ্ঠে অবস্থিত থাকে, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? যে ব্যক্তি সতত "কাশী" এই বর্ণদ্বয়াত্মক অমৃত পান করে, সে ব্যক্তি ষড়্‌বিধ বিকারময়ী অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অমর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি "কাশী" এই দুইটী অমৃতময় বর্ণ শ্রবণ করে, সে আর গর্ভজনিত কথা শ্রবণ করে না। ৩১-৩৩। কাশীর ধূলি ও বায়ু বিক্ষিপ্ত হইয়া যাহার মস্তকে পতিত হয়, হে চন্দ্রশেখর! সেই ব্যক্তির মস্তকদেশও চন্দ্রকলায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গাধীনও যাহার নেত্রপথে আনন্দকানন নিপতিত হয়, তাহারাও আর জগতে জন্মগ্রহণ বা পিতৃ-কানন সন্দর্শন করে না। গমন, অবস্থান, স্বপন এবং জাগ্রতসময়েও যে ব্যক্তি

"কাশী" এই মন্ত্র জপ করে, সে নির্ভয় হইয়া থাকে। ৩৪-৩৬। যে ব্যক্তি "কাশী" এই বীজাক্ষরদ্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার কর্ম্মবীজসমূহ নির্ব্বীজ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সতত "কাশী, কাশী, কাশী" এই কথা উচ্চারণ করে, সে অন্যস্থানে অবস্থিত হইলেও মুক্তি তাহার অগ্রে প্রকাশিতা থাকেন। এই কাশী ক্ষেমমূর্ত্তি, হে ভব! আপনিও ক্ষেমমূর্ত্তি এবং ত্রিপথগাও ক্ষেমমূর্ত্তি, এই তিন হইতে অতিরিক্ত কোন ক্ষেমমূর্ত্তি কুত্রাপিও নাই"। ৩৭-৩৯। গিরিজাপতি ভগবান্ মহেশ্বর, ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রভক্তি-সমন্বিত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন যে, হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু আপনাদের আমার এই পবিত্র ক্ষেত্রে ঈদৃশী ভক্তি দেখিতেছি, অতএব আপনারা ধন্য! বুঝিলাম, আপনারা এই ক্ষেত্রের সেবা করিয়া সত্বময়, নীরজস্ক, বিগতমোহ ও সংসারপারগামী হইয়াছেন। ৪০-৪২। যাহারা বারাণসীর ভক্ত, তাহারাই যথার্থ আমার ভক্ত, তাহারাই এ জগতে জীবন্মুক্ত এবং মোক্ষলক্ষ্মী তাহাদেরই উপর কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যাহারা কাশীস্থ সামান্য জন্তুর সহিতও বিরোধ করে, তাহারা আমার ও সমস্ত জগতের সহিতই বিরোধ করিয়া থাকে। ৪৩-৪৪। যে ব্যক্তি বারাণসীর প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাহা অনুমোদন করে, সে ব্যক্তিকর্ত্তৃক অখিল ব্রহ্মাণ্ডই অনুমোদিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত মানব এই আনন্দকাননে বাস করে, তাহারা কল্মষহীন হইয়া আমার অন্তঃকরণে বাস করিয়া থাকে। যাহারা এই তীর্থে বাস করিয়া আমাতে ভক্তি ও আমার চিহ্ন ধারণ করে, আমি তাহাদিগকেই মোক্ষোপদেশ করিয়া থাকি। ৪৫-৪৭। যাহারা আমার ক্ষেত্রে বাস করিয়া আমাতে ভক্তি ও আমার চিহ্ন ধারণ না করে, আমি তাহাদিগকে মোক্ষোপদেশ করি না। যাহাদের চিত্তে নির্ব্বাণনগরী কাশী প্রকাশ পান, তাহারা নৈঃশ্রেয়সা লক্ষ্মীতে আবৃত হইয়া আমার সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সমস্ত স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তিগণের কাশীতে রুচি নাই; তাহারা পতিত; তাহার সন্দেহ নাই। ৪৮-৫০। হে দ্বিজগণ! যাহারা কাশীর অভিলাষ করে, আমার অনুগ্রহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, দাসবৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এই আনন্দ-কাননে আমি প্রদীপ্ত দাবানলরূপে অবস্থিত হইয়া জীবগণের কর্ম্মবীজসমূহকে দগ্ধ করত উহার অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি বিনষ্ট করিয়া থাকি। প্রযত্নপূর্ব্বক সতত কাশীতে বাস করিবে, সতত আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহাতেই কলি ও কালকে জয় করিয়া মুক্তি-ললনায় রতি করিতে পারিবে। যে দুর্ব্বুদ্ধি, কাশীতে আসিয়াও আমার সেবা না করে, কৈবল্য-লক্ষ্মী

তাহার হস্তগত হইয়াও পুনরায় ভ্রষ্ট হইয়া যান। হে ব্রাহ্মণগণ! আমার ভক্ত ও আমার চিহ্নধারী কাশীবাসী আপনারা ধন্য! যেহেতু কাশী বা আমি আপনাদের চিত্তবৃত্তির দূরে অবস্থিত নহি। ৫১-৫৫। আমি আপনাদিগকে বর প্রদান করিতেছি, আপনারা যথারুচি বরপ্রার্থনা করুন; যেহেতু ক্ষেত্র-সন্ন্যাসকারী আপনারাই আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র। (স্কন্দ কহিলেন) ব্রাহ্মণগণ, মহেশ্বরের মুখরূপ ক্ষীর-সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এই সমস্ত বাক্যরূপ সুধা পানকরত পরিতৃপ্ত হইয়া মহেশ্বরের নিকট বর-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ৫৬-৫৭।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে উমাপতে! হে মহেশান! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সংসার-তাপহারী আপনি আর কখন কাশী পরিত্যাগ করিবেন না। আর এই ব্রাহ্মণগণের বাক্যে কাশীতে কখন কাহারও কোন প্রকার মোক্ষপ্রতিবন্ধক শাপ সফল না হউক এবং আপনার চরণকমলযুগলে সতত আমাদের অচলা ভক্তি থাকুক এবং দেহপাতপর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমাদের কাশীবাস হউক। হে ঈশ! এই বরই আমাদিগকে প্রদান করুন, ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন বর প্রার্থনীয় নহে। হে অন্ধকধ্বংসিন্! আপনি অবধান করুন, আমরা আরও একটী বরপ্রার্থনা করিতেছি:—আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা ভক্তিসহকারে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ যে সমস্ত লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, সেই সমস্ত লিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক। ৫৮-৬২। (স্কন্দ কহিলেন) ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে গিরিশ বলিলেন যে, আপনারা যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাই হইবে এবং তিনি আরও বলিলেন যে, আপনারা জ্ঞানবান্ হইবেন। অনন্তর মহেশ্বর পুনরায় কহিলেন যে, হে দ্বিজগণ! আমি আপনাদের হিত-উপদেশ করিতেছি, আপনারা অবশ্য তদনুরূপ আচরণ করিবেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ সতত উত্তরবাহিনীর সেবা করিবে, প্রযত্নসহকারে লিঙ্গপূজা করিবে এবং সতত দম, দান ও দয়াশীল হইবে। ৬৩-৬৫। মহেশ্বর আরও বলিয়াছিলেন যে, কাশীবাসী ব্যক্তিগণ সতত পরোপকারে মতি রাখিবে এবং কখন উদ্বেগজনক বাক্য ব্যবহার করিবে না, বিজিগীষু হইয়া মনের দ্বারাও কখন পাপ করিবে না, কারণ এস্থলে শুভ বা অশুভ যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। অন্যস্থানে যে পাপ করা যায়, তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে; বারাণসীতে যে পাপ করা যায়, তাহা অন্তর্গৃহে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অন্তর্গৃহে পাপ করিলে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া নরকভোগ করিতে হয়, কিন্তু পিশাচনরকপ্রাপক সেই

পাপ যদি অন্তর্গৃহের বাহিরে করা যায়, তাহা হইলে তাহা অন্তর্গৃহে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোটিকল্পেও কাশীতে কৃত-পাপ বিলীন হয় না, কিন্তু সেই পাপিগণ রুদ্রপিশাচ হইয়া ত্রিশসহস্র বৎসর এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৬৬-৭০। যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করিয়া সতত পাপকর্ম্মে রত থাকে, সে ত্রিশসহস্র বৎসর এইস্থানে বাসকরত পিশাচত্ব-ভোগ করিয়া পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; অনন্তর সেই জ্ঞানবলে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভ করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহারা এইস্থানে কেবল দুষ্কর্ম্ম করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া মৃত হয়, তাহাদের যে গতি-লাভ হয় তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ৭১-৭৩। যাম নামক আমার কতকগুলি গণ আছে, তাহারা অতিশয় কঠোর ও বিকৃতমূর্ত্তি; যাহারা কাশীতে দুষ্কৃত করে, আমার সেই গণসমূহ প্রথমতঃ তাহাদিগকে মূষাতে (স্বর্ণ গলাইবার পাত্রবিশেষ) ধমিত করিয়া জলপ্রায় ও দুরাসদ প্রাচী দিকে লইয়া গিয়া, বর্ষাকালে সেই দুরাচারগণকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করে; তথায় জলৌকানিচয়, মশকসমূহ ও জলোদ্ভব দন্দশূকনিচয় সেই পাপাত্মাগণকে দিবানিশি দংশন করে। অনন্তর হিমঋতুতে আমার সেই গণসমূহ তাহাদিগকে হিমালয়ে লইয়া যায়, তথায় তাহারা ভোজ্য ও বস্ত্রবিহীন হইয়া নিরন্তর ক্লেশভোগ করে। ৭৪-৭৭। অনন্তর গ্রীষ্ম-কাল সমাগত হইলে আমার গণসমূহ তাহাদিগকে জল ও বৃক্ষবর্জ্জিত মরুভূমিতে লইয়া যায়, তথায় তাহারা তীব্র দিবাকর-তাপে তাপিত হইয়া পিপাসায় অতি কাতর হইয়া থাকে। এইরূপে আমার গণসমূহ সেই পাপিগণকে বহুকাল নানাপ্রকার যাতনায় ক্লিষ্ট করিয়া অবশেষে কাশীতে আনয়নকরত কাল-ভৈরবের নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করে। কালরাজও তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের দুষ্কৃতসমূহ স্মরণ করাইয়া বিবস্ত্র, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আকুল শুষ্কদেশে সেই সমস্ত পাপাত্মাগণকে অন্যান্য রুদ্র-পিশাচগণের সহিত সংযোজিত করেন। তখন সেই রুদ্র-পিশাচগণ সতত ভৈরবের অনুচর হইয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণাজনিত বিষম ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। ৭৮-৮২। এইসময়ে তাহারা কখন কখন রুধির-মিশ্রিত আহার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ত্রিশসহস্র বৎসর তাহারা অতি দুঃখিত-ভাবে শ্মশানস্তম্ভের চতুর্দ্দিকে কণ্ঠপাশে আবদ্ধ থাকে। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও তাহারা একবিন্দু জল-স্পর্শ করিতে পায় না। অনন্তর কালভৈরবের দর্শন নিবন্ধন কালক্রমে তাহারা নিষ্পাপ হইয়া এই কাশীক্ষেত্রেই দেহপরিগ্রহ করিয়া আমার আজ্ঞায় মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৮৩-৮৫। অতএব এই ক্ষেত্রে কদাপিও বাক্য, মন বা ক্রিয়ার দ্বারা কোনরূপ পাপাচরণ করিবে না এবং মহালাভ

কামনায় সতত পবিত্রপথে অবস্থিতি করিবে; অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে পাপী ব্যক্তিও মৃত হইলে নরকে গমন না করিয়া আমার অনুগ্রহবলে শ্রেষ্ঠ গতিলাভ করিয়া থাকে। ৮৬-৮৭। এই ক্ষেত্রে আমার ভক্তজন ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক যদি অনশন করে, তাহা হইলে শতকোটি কল্পেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবগণের এই পাপবহুল দেহ অনিত্য জানিয়া সতত সংসারভয়মোচক অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের সেবা করা উচিত। কলিযুগে সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশিনী বারাণসীপুরী ভিন্ন জীবগণের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত আমি দেখিতেছি না। ৮৮-৯০। জন্মান্তর-সহস্র যে পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র জীবের সেই সমস্ত পাপ-ক্ষয় হইয়া যায়। যোগীব্যক্তি সহস্রজন্ম যোগাভ্যাস করিয়া যে পরম ফল-প্রাপ্ত হয়, এই স্থলে মৃত্যু হইলেই জীব সেই পরমফল মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। তির্য্যগ্‌যোনিগত যে সমস্ত জীব এই কাশীতে অবস্থিতি করে, তাহারাও কালক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। ৯১-৯৩। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞানাবৃত হইয়া অবিমুক্তের সেবা না করে, তাহারা বারম্বার বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতের মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, শতকোটি কল্পেও তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা প্রভৃতির ও কালক্রমে নিশ্চয়ই পতন হইয়া থাকে, কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির আর পতন হয় না। ৯৪-৯৬। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াও পরে সংযতচিত্ত হইয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করে, সেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সমস্ত পতিব্রতা স্ত্রীগণ আমাতে ভক্তিযুক্তা হইয়া অবিমুক্তক্ষেত্রে মৃতা হন, হে বিপ্রগণ! তাঁহারাও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। ৯৭-৯৮। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই স্থানে প্রাণনির্গম সময়ে আমি স্বয়ং জীবগণকে তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকি, তাহাতে তাহারা তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া আমাতে মন ও সমস্ত ক্রিয়াফল অর্পণ করে, সে ব্যক্তি এস্থানে যাদৃশ মোক্ষ লাভ করে, তাদৃশ মোক্ষ আর কুত্রাপি লাভ হয় না। ৯৯-১০০। মানব, মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী এবং গতিকে অসুখরূপিণী ও আগন্তুক সমস্ত বিষয়কে চঞ্চল জানিয়া কাশীকে আশ্রয় করিবে। যাহারা মন, বাক্ এবং শরীরের দ্বারা কাশীকে আশ্রয় করিয়াছে, নির্ব্বাণলক্ষ্মী সেই সমস্ত বিশুদ্ধমতি জীবগণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১০১-১০২। যে ব্যক্তি ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের দ্বারা কাশীস্থ এক ব্যক্তিকেও পরিতুষ্ট করে, তাহার, আমার সহিত ত্রিভুবন প্রীত করার ফল-লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণগণ! যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি, পুরুষার্থচতুষ্টয়স্থিতির

জন্য নির্ব্বাণনগরীস্থ মনুষ্যকে প্রীত করে, আমি সতত তাহাকে প্রীত করিয়া থাকি। রাজর্ষি দিবোদাসও ধর্ম্মতঃ কাশীপালন করিয়া, যে স্থান হইতে পুনরাগমন করিতে হয় না, আমার সেই পদ লাভ সশরীরে করিয়াছে। ১০৩-১০৫। এই স্থানে যোগ জ্ঞান ও মুক্তি একজন্মেই লাভ করা যায়, এই জন্য এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিয়া আর অন্য তপোবনে গমন করিবে না। মোক্ষকে অত্যন্ত দুর্লভ এবং সংসারকে অতি ভীষণ জানিয়া প্রস্তরের দ্বারা পাদদ্বয় ভগ্ন করিয়াও এই স্থানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিবে। দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ যখন অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন ভূতনিচয় পরস্পর করতাড়নপূর্ব্বক হাস্য করিতে থাকে। ১০৬-১০৮। অনুত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসীকে লাভ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে কোন্ জীবেরই বা মতি হইয়া থাকে? মানবগণ স্থানান্তরে মহাদান-প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করে, অবিমুক্তক্ষেত্রে বিংশতি বরাটিকা (কড়ি) প্রদান করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০৯-১১০। একজন শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, আর একজন তপস্যা করে, এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি তীর্থান্তরে কোটি সংখ্যক গোদান করে, তদপেক্ষায় যে ব্যক্তি একদিন কাশীতে বাস করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ১১১-১১২। অন্যস্থানে কোটি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হয়, বারাণসীতে একটী মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালীন তুলাপুরুষ দান, কাশীতে একমুষ্টি ভিক্ষাদানের সমান। এই স্থানে আমার পরমজ্যোতি অনন্ত লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া সপ্তবিধ লোক অতিক্রম করত পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিত আছে। ১১৩-১১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি পৃথিবীতলে অবস্থিত আমার অবিমুক্তলিঙ্গকে স্মরণ করে, তাহারাও মহৎ পাতক হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন, স্পর্শন এবং পূজা করে, সে তারকজ্ঞান লাভ করিয়া আর সংসারে আগমন করে না। যে ব্যক্তি এই স্থানে আমার পূজা করিয়া, যে কোন স্থানে মৃত হয়, সে ব্যক্তি জন্মান্তরেও আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১১৬-১১৮। (স্কন্দ কহিলেন) ভগবান্ মহেশ্বর, ব্রাহ্মণগণের নিকট কাশীর এই সমস্ত মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণগণও সাক্ষাৎ ত্রিনয়নকে প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৯-১২০। তাঁহারা আশ্রমে যাইয়া সর্ব্বজ্ঞ ও কৃপানিধি মহেশ্বরের বাক্যার্থ নিশ্চয় করত অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিবলিঙ্গ পূজা করিতে লাগিলেন। ১২১।

স্কন্দ কহিলেন, মানব শ্রদ্ধা-সহকারে এই উৎকৃষ্ট আখ্যানপাঠ করিলে বা অন্যের দ্বারা পাঠ করাইলে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ১২২।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

পরাশরেশ্বরাদি লিঙ্গ এবং কন্দুকেশ ও ব্যাঘ্রেশ্বর লিঙ্গ কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! জ্যেষ্ঠেশ্বরের চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা মুনিগণকে বহুতর সিদ্ধি-প্রদান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে পরা-পরেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ১-২। সেই স্থানেই মাণ্ডবেশ্বর নামে সিদ্ধিপ্রদ শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব কখন দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত হয় না। সেই স্থলেই শঙ্করেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তিনি ভক্তগণের সতত মঙ্গল করিয়া থাকেন। তথায়ই ভৃগুনারায়ণ আছেন, তিনি ভক্তগণকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই স্থানেই অতিসিদ্ধিপ্রদ জাবালীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে জীব কখন দুর্গতি-গ্রস্ত হয় না। ৩-৫। সেই স্থানেই সুমন্তমুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদিত্যমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র কুষ্ঠব্যাধি শান্তি হয়। সেই স্থানেই অতি ভীষণরূপিণী ভীষণা নামে ভৈরবী আছেন, ভক্তি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, তিনি ক্ষেত্রভয় নিবারণ করিয়া থাকেন। ৬-৭। সেই স্থলেই উপজঙ্ঘনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আছেন, ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলে, মানব ছয়মাসেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সেই স্থানেই ভারদ্বাজেশ্বর ও মাদ্রীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সুকৃতী ব্যক্তি সেই উভয় লিঙ্গকে অবশ্য দর্শন করিবে।৮-৯। হে কলসোদ্ভব! সেই স্থানেই অরুণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গের সেবা করিলে, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই স্থানেই বাজসনেয় নামে অতি মনোহর শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১০-১১। সেই স্থানেই শুভকর্ণেশ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, বামদেবেশ্বর, উতথ্যেশ্বর, হারীতেশ্বর, গালবেশ্বর, কুথীশ্বর, কৌথুমেশ্বর, অগ্নিবর্ণেশ্বর, নৈধ্রুবশ্বরে

বৎসেশ্বর, পর্ণাদেশ্বর, সক্তুপ্রস্থেশ্বর, কণাদেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বাভ্রবেয়েশ্বর, শিলবৃত্তীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালঙ্কায়নকেশ্বর, কলিন্দমেশ্বর, অক্রোধনেশ্বর, কপোতবৃত্তীশ্বর, কঙ্কেশ্বর, কুন্তলেশ্বর, কঠেশ্বর, কহোলেশ্বর, মতঙ্গেশ্বর, মরুতেশ্বর, মাগধেয়েশ্বর, জাতুকর্ণেশ্বর, জম্বুকেশ্বর জাতুধীশ্বর, জলেশ্বর, জাল্মেশ্বর এবং জালকেশ্বর প্রভৃতি পঞ্চসহস্র শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। হে কুম্ভজ! অতি পবিত্র জ্যেষ্ঠস্থানে এই সমস্ত শিবলিঙ্গের স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চনা, প্রণতি ও স্তুতি করিলে মানবের কখন পাপোৎপত্তি হয় না। ১২—২১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! একদা সেই জ্যেষ্ঠস্থানে এক অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছিল, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি; সেই পাপ বিনাশন-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। কোন সময়ে মহেশ্বর, সেই জ্যেষ্ঠস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতেছিলেন এবং জগন্মাতা শিবা, কৌতুকবশতঃ তথায় কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন। ক্রীড়াকালীন পার্ব্বতী ঊর্দ্ধ ও অধোগমনে স্বীয় অঙ্গনিচয়ের বিশেষ লঘুতা দর্শন করাইতেছিলেন। তাঁহার নিশ্বাসগন্ধে আকুল হইয়া ভ্রমরনিচয় তাঁহার নেত্রের চতুঃপার্শ্বে চঞ্চলভাবে তাঁহার নেত্রকে আকুলিত করিয়াছিল, কেশবন্ধন হইতে সুগন্ধি মাল্য পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়াছিল, ঘর্ম্মযুক্ত কপোলপত্রালী হইতে অম্বুকণা বিগলিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় উজ্জ্বল করিয়াছিল, চঞ্চল ও অতি সূক্ষ্ম কঞ্চুক ও পরিধান বস্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া তাঁহার দেহপ্রভা নির্গত হইতেছিল, ঊর্দ্ধগামী কন্দুকের বারম্বার পতন নিবন্ধন তাঁহার করপঙ্কজ রক্তবর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার দৃষ্টি বারম্বার কন্দুকের অনুগমন করিতেছে, তজ্জন্য ভ্রূ-লতা সতত নৃত্য করিতেছে। ভগবতী এই অবস্থায় ক্রীড়া করিতেছেন, এমত সময়ে অন্তরীক্ষচর দুই জন দস্যু, উপস্থিত-মৃত্যু কর্ত্তৃক কটাক্ষিত হইয়াই যেন মনোহর মূর্ত্তি সেই দেবীকে দেখিতে পাইল। সেই দস্যুদ্বয়ের মধ্যে একের নাম বিদল ও অপরের নাম উৎপল; তাহারা উভয়েই বিধাতার বর লাভে দর্পিত এবং নিজ বাহুবলে ত্রিভুবনস্থ পুরুষ নিচয়কে তৃণের তুল্য বোধ করে। ২২-২৯, তাহারা দেবীকে দর্শন করিয়াই কামশরে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার অভিলাষে শাম্বরী-মায়া অবলম্বন করত আকাশমার্গ হইতে সত্বর অবতরণ করিল এবং পার্ষদ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অতি চঞ্চল-চিত্তে দেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিল। ৩০-৩১। সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, সেই দুর্ব্বৃত্ত দ্বয়ের দুষ্টচেষ্টা পরিজ্ঞাত হইয়া লোচনোদ্ভূত চাঞ্চল্যনিবন্ধন দুর্গারিঘাতিনী দুর্গার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞার্দ্ধশরীরিণী ভগবতী, মহেশ্বরের ঈঙ্গিত জানিতে পারিয়া সেই হস্তস্থিত কন্দুকের দ্বারাই এককালীন সেই অসুরদ্বয়কে

আঘাত করিলেন। দৈত্যদ্বয় মহাবলসম্পন্ন হইয়াও দেবীর সেই কন্দুকঘাতে আহত হইয়া, উপর হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে অনিলাহত পরিপক্ব তালফল এবং বজ্রাহত মহাগিরির শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইল। ৩২-৩৫। তখন দেবী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই কন্দুক, অকার্য্যকরণোদ্যত সেই দুষ্টদ্বয়কে নিহত করিয়া শিবলিঙ্গ-রূপে পরিণত হইল। এবং তদবধি জ্যেষ্ঠেশ্বরের সন্নিকটে সর্ব্বদুষ্টনিবারণ সেই শিবলিঙ্গ কন্দুকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। যে ব্যক্তি হর্ষসহকারে কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিবে এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিবে, তাহার আর দুঃখভয় কোথায়? ৩৬-৩৮। যে সমস্ত মানব কন্দুকেশ্বরের ভক্ত হয়, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ভয়নাশিনী ভবানী সতত তাহাদের কল্যাণ-বিধান করিয়া থাকেন। মৃড়ানী সতত সেই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন এবং তথায়ই তিনি সন্নিহিতা থাকিয়া ভক্তগণকে সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৯-৪০। কাশীতে যাহারা কন্দুকেশ্বর মহালিঙ্গের পূজা না করে, ভবানী ও শঙ্কর কিরূপে তাহাদিগের অভীষ্টপ্রদাতা হইবেন? মানব যত্ন-সহকারে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবের নিবারক সেই কন্দুকেশ্বরকে দর্শন করিবে। যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিলয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কন্দুকেশ্বরের নামমাত্র শ্রবণ করিলে পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪১-৪৩।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ। জ্যেষ্ঠেশ্বরের সন্নিকটে আরও একটী পরম আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ কর। দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ দেবখাত-তীর্থে যে সময়ে ব্রাহ্মণগণ নিষ্কামভাবে পরম তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে প্রহ্লাদের মাতুল দুন্দুভি-নির্হ্রাদনামা একজন দুষ্ট দৈত্য, কি প্রকারে দেবগণকে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতেছিল। ৪৪-৪৬। "দেবগণের সামর্থ্য কি, তাহারা কি আহার করে, এবং তাহাদের আধারই বা কি?" বারম্বার এই সমস্ত বিচার করিয়া সেই দৈত্য নিশ্চয় করিল যে, "ব্রাহ্মণ গণই সমস্তের কারণ" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে হনন করিতে উদ্যত হইল ও ভাবিল যে, "দেবগণ যজ্ঞভোজী, যজ্ঞসমূহও বেদাধীন, সেই বেদও ব্রাহ্মণগণেরই অধীন, অতএব ব্রাহ্মণগণই নিশ্চয় দেবতাদের বল। নিশ্চয়ই সমস্ত বেদ ব্রাহ্মণাধার এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ব্রাহ্মণগণই বল, ইহার কোন সন্দেহ নাই। ৪৭-৫০। ব্রাহ্মণগণ যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বেদ আপনিই নষ্ট হইয়া যাইবে; বেদ নষ্ট হইলেই যজ্ঞনিচয় বিলীন হইবে, যজ্ঞনাশ হইলেই দেবগণের আহার হরণ করা হইবে, তখন দেবগণ অনাহারে দুর্ব্বল হইলে

অনায়াসেই তাহাদিগকে জয় করা যাইবে; তখন আমিই ত্রিভুবনের একমাত্র অধিপতি হইব এবং যাবদীয় ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যে সুখে বাস করিব"। হে মুনে! সেই দুর্ব্বুদ্ধি দানব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল যে, "কোন্ স্থানে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বেদপাঠী ও তপোবলসমন্বিত বহুতর ব্রাহ্মণগণ আছে; বারাণসীতেই বহুতর ব্রাহ্মণ আছে দেখিতেছি, অগ্রে তাহা-দিগকেই বিনষ্ট করি, তৎপরে তীর্থান্তরে গমন করিব। ৫১-৫৬। যে যে তীর্থে যে যে আশ্রমে ব্রাহ্মণগণ আছে, আমি সেই সেই তীর্থে গমন করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিব"। দুন্দুভিনির্হ্রাদ কাশীতে আসিয়াও স্বীয় কুলানুরূপ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বধ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা যখন সমিৎকুশা হরণের জন্য অরণ্যমধ্যে গমন করেন, সেই দুর্ব্বৃত্ত সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে এবং কেহ জানিতে না পারে এইজন্য প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বনমধ্যে বনচরবেশ, জলমধ্যে জলচরবেশ ধারণ করিয়া অদৃশ্যরূপে দেবগণেরও অগোচর হইয়া, দিবাতে ধ্যাননিষ্ঠ সাজিয়া মুনিগণের মধ্যস্থিত থাকিয়া, পর্ণকুটীরের প্রবেশ ও নির্গমদ্বার অবগত হইয়া, রাত্রিকালে ব্যাঘ্ররূপে বহুতর ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ৫৭-৬২। দুষ্ট দানব ভোজনকালে অতিশুদ্ধভাবে ব্রাহ্মণগণের অস্থি পর্য্যন্তও ভক্ষণ করিতে লাগিল; এইরূপে সেই দুষ্ট কর্ত্তৃক বহুতর ব্রাহ্মণ নিহত হইল। একদা শিবরাত্রিতে একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ নিজ কুটীরে দেবদেবের পূজা করিয়া ধ্যানে অবস্থিত আছেন, এমত সময়ে বলদর্পিত সেই দুন্দুভিনির্হ্রাদ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আগমন করিল। কিন্তু ধ্যানাবস্থিত ও মহেশ্বরসাক্ষাৎকারে দৃঢ়চিত্ত এবং অস্ত্রমন্ত্রে সংরক্ষিত সেই ভক্ত ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিতে পারিল না। ৬৩-৬৬। তখন সর্ব্বগত মহেশ্বর, সেই দুষ্ট দৈত্যের আশয় জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। সেই ব্যাঘ্ররূপী দৈত্য যেমন ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিতে যাইবে, সেই সময়েই জগতের রক্ষামণি ও ভক্তরক্ষণে দক্ষবুদ্ধি ভগবান্ মহেশ্বর সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। সেই ভক্ত কর্ত্তৃক প্রপূজিত লিঙ্গমধ্য হইতে আবির্ভূত রুদ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া, দৈত্য সেই মূর্ত্তিতেই ভূধর সদৃশ বর্দ্ধিত হইল। এবং অবজ্ঞা সহকারে যেমন সর্ব্বজ্ঞের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তৎক্ষণাৎই মহেশ্বর তাহাকে ধরিয়া কক্ষা-যন্ত্রমধ্যে নিপীড়িত করিলেন এবং তাহার মস্তকে মুষ্টিপ্রহার করিলেন; তখন সেই ব্যাঘ্ররূপী দৈত্য কক্ষানিষ্পেষণে অতিশয় পীড়িত হইয়া গগনতল ব্যাপ্ত করত বিকট শব্দ করিতে লাগিল। সহসা সেই শব্দে বিকম্পিত-চিত্ত হইয়া তপোধনগণ

সেই রাত্রিতেই শব্দানুসরণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং তথায় মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন ও তাঁহার কক্ষমধ্যে সিংহকে নিষ্পেষিত দর্শন করিলেন; তখন তাঁহারা প্রণাম করিয়া জয়বাক্যে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। (তপোধনগণ কহিলেন) হে জগত্ত্রাতঃ! আপনিই এই দারুণ বিপদের পরিত্রাণ কর্ত্তা, হে ঈশ! হে জগদ্গুরো! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করুন, হে মহাদেব! আপনি এইরূপেই "ব্যাঘ্রেশ্বর" এই নামে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা এই জ্যেষ্ঠস্থানের রক্ষা বিধান করুন। এবং এই তীর্থবাসি আমাদিগকেও অন্যান্য উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন। ৬৭-৭৬। তপোধনগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবিভূষণ দেবদেব মহাদেব তথাস্তু বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই স্থানে এইরূপে আমাকে দর্শন করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার উপসর্গসমূহকে নিবারণ করিব। যে মানব এই লিঙ্গের পূজা করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে, পথে তাহায় চৌর ও ব্যাঘ্রাদিজনিত কোন ভয় থাকিবে না। ৭৭-৭৯। আমার এই চরিত্র শ্রবণ করিয়া এবং হৃদয়ে এই লিঙ্গকে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি সংগ্রামে প্রবেশ করিবে, সে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। মহেশ্বর এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হইলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণগণও বিস্মিত হইয়া প্রাতঃকালে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ৮০-৮১।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! তদবধি জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরদিকে ব্যাঘ্রেশ্বর নামে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সর্ব্ব-প্রকার ভীতি বিনষ্ট হয়। যাহারা ব্যাঘ্রেশ্বরের ভক্ত, অতিক্রুর যমকিঙ্করগণও তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, "হে জীব! তুমি বিজয়ী হও"। এই অধ্যায়ে বর্ণিত পরাশরেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিলে মানব মহাপাতকরূপ কর্দ্দমে লিপ্ত হয় না; কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি এবং ব্যাঘ্রেশ্বরের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মানব কখন বিপদ্গ্রস্ত হয় না। ব্যাঘ্রেশ্বরের পশ্চিমে উটজেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা করিলে নির্ভয় হওয়া যায়। ৮২—৮৬।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

শৈলেশ্বর-লিঙ্গ কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে বাতাপিতাপন অগস্ত্য! জ্যেষ্ঠেশ্বরের চারিদিকে অন্য যে সকল লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, অমি এইক্ষণে তাঁহাদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ১। জ্যেষ্ঠেশ্বরের দক্ষিণভাগে অপ্সরাগণের মঙ্গলময় লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারই সমীপে একটী অপ্সরাগণের কূপ বিদ্যমান আছে; ঐ কূপটীর নাম সৌভাগ্যোদক। ২। এই কূপের জলে স্নানপূর্ব্বক অপ্সরেশ-লিঙ্গের দর্শন করিলে পুরুষ বা নারী কখনও দৌর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। ৩। সেই স্থানেই কুক্কুটেশ নামক একটী লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন তাঁহার পূজা করিলে পুরুষগণ বহু কুটুম্ব-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪। জ্যেষ্ঠবাপীতটে শুভকর পিতামহেশ-লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, সেই লিঙ্গসমীপে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৫। পিতামহেশ্বরের নৈঋ্র্তভাগে বর্ত্তমান গদাধরেশ্বর-লিঙ্গের যত্ন-সহকারে অর্চ্চনা করিলে পিতৃলোক পরম তৃপ্তিভাজন হন। ৬। হে মুনে! জ্যেষ্ঠে-শ্বরের দক্ষিণদিকে বাসুকীশ্বরকে পরম প্রযত্ন-সহকারে পূজা করিতে হয় এবং তত্রস্থ বাসুকি-কুণ্ডে স্নানদানাদি ক্রিয়া করিলে বাসুকির প্রভাবে মনুষ্যগণের সর্পভীতি দূর হয়। ৭-৮। নাগপঞ্চমী-তিথিতে বাসুকি-কুণ্ডে যে ব্যক্তি স্নান করিয়াছে তাহার আর সর্পবিষের ভয় থাকে না। ৯। বর্ষাকালে নাগপঞ্চমী-তিথিতে সেই বাসুকি-কুণ্ডে যাত্রা করিলে নাগগণ তাহার নিখিলবংশের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ১০। সেই কুণ্ডের পশ্চিমভাগে ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তক্ষকেশ্বর-লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, সর্ব্বদা ভক্তি ও প্রযত্ন সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। ১১। হে মুনে! তাহারই উত্তরভাগে তক্ষক-কুণ্ড, তাহাতে স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলে মনুষ্য কখনও সর্পগণ হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না। ১২। সেই কুণ্ডের উত্তরভাগে ভক্ত-গণের ভয়বিদ্রাবণ ক্ষেত্ররক্ষাকর কপালীনাম্নী ভৈরব বর্ত্তমান আছেন। ১৩। সেই কপালীভৈরবের মহাক্ষেত্র সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ, সেই স্থানে অবস্থান করত সাধন করিলে ছয় মাসেই মহাবিদ্যা সিদ্ধি করিতে পার যায়। ১৪। সেইস্থানে ভক্তগণের বিঘ্নশান্তিপ্রদা মহামুণ্ডানাম্নী চণ্ডী বিদ্যমান আছেন; স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য

বলি, হোম প্রভৃতির দ্বারা তাঁগার পূজা করা উচিত। ১৫। মহাষ্টমী-তিথিতে যে নরশ্রেষ্ঠ, মহামুণ্ডায় যাত্রা করে, সেই ব্যক্তি স্বাভিলাষানুরূপ যশঃ, পুত্র, পৌত্র ও সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৬। মহামুণ্ডার পশ্চিমভাগে চতুঃসাগরবাপী, তাহাতে স্নান করিলে চতুঃসমুদ্রস্নানের ফল লাভ করিতে পারা যায়। ১৭। সেই চতুঃসাগর নামে ক্ষেত্র অতিশয় প্রসিদ্ধ; সাগরচতুষ্টয় সেই স্থানে স্ব স্ব নামে চারিটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ১৮। বাপীর চারিদিকে বর্ত্তমান সেই চারিটী লিঙ্গের পূজা করিলে পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়; চতুঃসাগরবাপীর উত্তর দিকে মহাদেব-বাহন বৃষভ কর্তৃক ভক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠিত বৃষভেশ্বর নামক লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার দর্শনমাত্রেই পুরুষগণের ছয়মাসেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১৯-২০। বৃষভেশ্বরের উত্তরদিকে গন্ধর্ব্বেশ্বর-লিঙ্গ ও গন্ধর্ব্বকুণ্ড বিদ্যমান আছে, সেই গন্ধর্ব্বকুণ্ডে স্নান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বেশ্বরের দর্শনান্তে স্বীয় শক্তি অনুসারে দান-করত পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে মানব পরকালে গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, পরম আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হয়। ২১—২২।

গন্ধর্ব্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে কর্কোটকনামক নাগ ও তাঁহারই কৃত কর্কোটকবাপী ও কর্কোটকেশ্বর-লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। কর্কোটকবাপীতে স্নান করত কর্কোটকেশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনান্তে মানব যদি ভক্তিসহকারে কর্কোটকনাগের আরাধনা করে, তাহা হইলে অন্তে সে ব্যক্তি নাগলোকেও পূজাভাজন হয়। ২৩-২৪। কর্কোটক-বাপীতে উদকক্রিয়া করত যাহারা কর্কোটকনাগকে বিলোকন করিয়াছে, তাহাদের শরীরে কোন প্রকার বিষও সংক্রামিত হইতে পারে না। ২৫। কর্কোটকেশ্বরের পশ্চিমদিকে ধুন্ধুমারীশ্বর-লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে মানবের আর শত্রুজন্য ভয় থাকে না। ২৬। তাহার উত্তরদিকে বর্ত্তমান চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ পুরুরবেশ্বর-লিঙ্গকে প্রযত্নসহকারে বিলোকন করা উচিত। ২৭। তাহার পূর্ব্বভাগে সুপ্রতীকনামা দিগ্‌গজ কর্তৃক অর্চ্চিত, যশঃ ও বলবর্দ্ধনকারী সুপ্রতীকেশ্বর নামে লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। ২৮। তাহারই পূর্ব্বভাগে সুপ্রতীক নামে মহৎ সরোবর শোভা পাইতেছে, সেই সরোবরে স্নানান্তে সুপ্রতীকেশ্বরের দর্শন করিলে মানব দিক্‌পতিত্ব লাভ করিতে পারে। ২৯। সেই স্থানে বিজয় ভৈরবীনাম্নী এক মহাভৈরবী কাশীর উত্তরদ্বার রক্ষার জন্য অবস্থান করিতেছেন, স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মানবগণ তাঁহার পূজা করিবে। ৩০। বরণার তটে বিঘ্ন-বিনাশকারী তুণ্ডন ও মুণ্ডন নামক গণদ্বয় অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন; ক্ষেত্রে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার জন্য সেই গণদ্বয়ের দর্শন করা উচিত এবং সেই

স্থানে বর্ত্তমান মুণ্ডনেশ ও মুণ্ডনেশ নামক শিবলিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিলে মানব সুখ-

স্কন্দ কহিলে , হে ইল্বলারে অগস্ত্য ! পূর্ব্বকালে বরণাতটে যে উত্তম ব্যাপার হইয়াছিল, আমি তদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩৩। পূর্ব্বকালে কোন দিন হিমালয়-মহিষী পতিব্রতা মেনা হিমালয়কে অতিশয় প্রফুল্ল-হৃদয় বিলোকন করিয়া, মনে মনে উমাকে স্মরণ পূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করত কহিতে লাগিলেন। মেনা কহিলেন, হে আর্য্যপুত্র গিরীশ্বর! উমার বিবাহদিন হইতে অদ্যাবধি কোন বার্ত্তাও পাওয়া গেল না। সেই বৃষভবাহন ভস্ম-সর্পভূষণ শ্মশানবাসী দিগম্বর জামাতা দেব-মহেশ্বরই যে কোথায় আছেন, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ব্রাহ্মী প্রভৃতি যে অষ্টমাতৃগণকে বিলোকন করিয়াছিলাম, তাঁহারা পরম-রূপশালিনী ও গুণবতী, আমার বোধ হয় তাঁহারাই নিজরূপ ও গুণে মহাদেবকে মোহিত করত বালিকা উমার একমাত্র কষ্টের কারণ হইয়াছেন ; অথবা হে বিভো! সেই শূলী জামাতা একাকী অদ্বিতীয় ও সর্ব্বদা অসঙ্গ ; তিনিত কাহারও সঙ্গ করেন না, কে তাঁহার সন্ধান দিতে পারিবে অতএব আপনি বিশেষ যত্ন সহকারে একবার উমার অনুসন্ধান করুন। ৩৪-৩৮। অপত্য-বৎসল-হিমালয় প্রিয়তমা মেনকার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে পার্ব্বতীর স্মরণে শোক-ভরে অবসন্নকণ্ঠ হইয়া সাশ্রুনয়নে এবম্প্রকারে উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৯।

গিরিরাজ কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে মেনকে! গৌরী যে দিন আমার ভবন হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, সেই দিন হইতে কমলাও আমার গৃহ নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৪০। অয়ি প্রিয়ে মেনকে! উমার শব্দরূপ-অমৃতপানকারি মদীয় এই শ্রবণযুগল, উমার গমনদিন হইতেই অন্য বাহ্য-শব্দগ্রহণ করিতে বিরত হইয়াছে। ৪১। মদীয় জীবনের আলম্বনভূতা উমা, যে দিন হইতে আমার নয়ন-পথের দূরবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সেই দিন হইতে ইন্দু-জ্যোৎস্নাও আমার শরীরে তাপ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৪২। এই কথা বলিয়া গিরিরাজ, শুভলগ্ন-বল বিলোকন পূর্ব্বক বিবিধ রত্ননিবহ ও বিচিত্র প্রকারের নানাবিধ বস্ত্রাদি গ্রহণ করত গৌরীর সন্ধানার্থে প্রস্থান করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি গিরিরাজ হিমালয়, যে সকল রত্ন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন, সেই সকল রত্নের কি কি নাম ? কত সংখ্যা ? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। ৪৩-৪৫। স্কন্দ কহিলেন, গিরিরাজ যে রত্ন যত পরিমাণে গ্রহণ

করিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; একশত পল, দুইকোটি সংখ্যক মৌক্তিক, জলজাত অতি শুভ্রবর্ণ হীরকও তাবৎ সংখ্যক। ৪৬। ছয়কোণবিশিষ্ট অতিতেজোময় বিমল-রশ্মি, বিদুরমণিগণের পরিমাণ দুইলক্ষ একশত পল। ৪৭। পঞ্চকোটিপল শতপরিমিত পদ্মরাগ, নবলক্ষ গুণিত পল পরিমিত পুষ্পরাগমণি। ৪৮। একলক্ষগুণিত শতপলপরিমিত গোমেদরত্ন; অর্দ্ধ কোটি গুণিত শতপল পরিমিত ইন্দ্রনীলমণি। ৪৯। নবকোটি গুণিত শতপল পরিমিত বিশুদ্ধ বিদ্রুমরত্ন এবং অষ্টাঙ্গাভরণের ও বিচিত্র বিচিত্র-কোমল বস্ত্রসমূহের সংখ্যা গণিয়াই শেষ করা যায় না। ৫০-৫১। বহুতর চামর, অনেকানেক সদ্‌গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য, অনন্ত সুবর্ণ ও অসংখ্য দাস দাসী, আরও এই প্রকারের অনন্ত বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করত ভূধরপতি হিমালয় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে তিনি বরণাতীরে উপস্থিত হইয়া, বারাণসীপুরীকে দেখিতে পাইলেন। ৫২-৫৩। হিমালয় দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন, সেই কাশীপুরীতে অনেকানেক ভূমি সকল নানাবিধ রত্ননিচয় দ্বারা খচিত রহিয়াছে এবং প্রাসাদনিবহস্থিত নানাবিধ মাণিক্য-নিকরের অপরিসীম-জ্যোতিতে গগণমণ্ডল উদ্দীপিত হইতেছে, তথায় সৌধাগ্রনিহিত বিবিধ স্বর্ণকলশের অমল জ্যোতিতে দিঙ্মুখ সকল আলোকিত হইতেছে। প্রাসাদাগ্রলম্বমান বৈজয়ন্তীনিকরে বোধ হইতেছে, যেন কাশীপুরী ত্রিদিবস্থলীকে জয় করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই বারাণসীকে দেখিয়া হিমালয় বিবেচনা করিলেন যে, ইহা নিশ্চয় অষ্টমহাসিদ্ধির একমাত্র নিলয়। এই কাশী, সর্ব্বফল-শালী উদ্যাননিকর দ্বারা স্বর্গের নন্দনকাননকে বিজয় করিতেছেন। ৫৪-৫৬। এই প্রকার কাশীপুরীর বর্ণনাতীত-সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া ভূধরপতি হিমালয় বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, অহো! প্রাসাদ, রথ্যা, প্রাকার, গৃহ, গোপুর কপাট ও তটসমূহে নিহিত মণিমাণিক্য ও অন্যান্য রত্ন-নিবহের উর্দ্ধপ্রসৃত রমণীয় রশ্মিসমূহের জ্যোতিনিকরে এই পুরী যেমন শোভা পাইতেছে, স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের মধ্যে এমন কোথাও নাই। আমি বিবেচনা করি, কুবের-পুরীও ঈদৃশ রত্ননিবহের আস্পদ নহে। ৫৭-৬০। আমি সম্ভাবনা করি বৈকুণ্ঠেও এই প্রকার সমৃদ্ধি নাই, অন্যত্র থাকিবার সম্ভাবনা কি? গিরিরাজ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার নিকটে একজন কার্পটিক (কাষায়বস্ত্র-ধারী সৎশূদ্রজাতীয়) উপস্থিত হইল, তখন গিরিরাজ বহুমান পুরঃসর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৬১-৬২। গিরিরাজ কহিলেন, অহে কার্পটিকশ্রেষ্ঠ! এস এই আসনে উপবেশন কর, অহে পথিক! তোমাদের

এই পুরীর বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর, সম্প্রতি এই পুরীর অধিষ্ঠাতা কে ? এবং তাঁহার আচার-ব্যবহারই বা কি প্রকার ? এ সকল বিষয় যদি তোমার বিদিত থাকে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ৬৩—৬৪।

হে মুনে! সেই কার্পটিক, গিরিরাজের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৬৫।

কার্পটিক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি যথা-সম্ভব তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি; সম্প্রতি এই পুরীর পূর্ব্বনৃপতি দিবোদাস স্বর্গে গমন করিয়াছেন; পাঁচ বা ছয়দিন মাত্র অতীত হইয়াছে, হিমালয়সুতাপতি জগন্নাথমহাদেব সুন্দর মন্দরপর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পুরীতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। হে মানদ! যিনি জগতের অধিষ্ঠাতা, যাঁহার সর্ব্বত্রই গতি, যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সর্ব্বদ, সেই সর্ব্ব মহেশ্বর এই বারাণসীপুরীর অধিষ্ঠাতা; আপনি যে ইহা জানেন না ইহাত বড়ই বিস্ময়কর। হে রাজন্! আমার বিবেচনায় আপনি প্রস্তরাত্মা অথবা প্রস্তর হইতেও কঠিন, কারণ কাশীর অধিষ্ঠাতৃ গিরিজাপতি বিশ্বেশ্বরকে আপনি জানেন না। স্বভাব-কঠিনাত্মা হিমালয়পর্ব্বতও আপনা হইতে অনেকাংশে কোমল, কারণ তিনি প্রাণাধিকতনয়া পার্ব্বতীকে প্রদান করিয়া মহেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। সহজ কঠিন হইলেও গৌরীগুরু হিমবান্ উমারূপ-মালা দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া সংসারে বিশ্বগুরুরও গুরুস্বরূপ হইয়াছেন। হে নৃপেন্দ্র! সেই বেদবেদ্য মহেশ্বরের চেষ্টিত কোন্ ব্যক্তির জ্ঞানগোচর হইতে পারে ? তবে আমরা ঈষৎ এইমাত্র জানি যে, পরিদৃশ্যমান নিখিল জগৎ তাঁহারই চেষ্টিত। হে রাজেন্দ্র! আমি এই পুরীর অধিষ্ঠাতার নাম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসানুসারে সেই অধিষ্ঠাতার অপূর্ব্ব চেষ্টিতের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬৬-৭৩। সেই গিরিজাপতি মহেশ্বর এক্ষণে কাশী-লাভে পরমানন্দিত-চিত্তে শুভজ্যেষ্ঠেশ্বরী স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ৭৪।

স্কন্দ কহিলেন, সেই পথিক, যখনই পার্ব্বতীর কোমল নামরূপ অমৃত-ময় অক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখনই গিরিরাজ অপার আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইতে লাগিলেন। ৭৫। হে কুম্ভসম্ভব! এই জগতীতলে যে ব্যক্তি উমানামরূপ অমৃত পান করিয়াছে, তাহার আর জননীর স্তন্যপান করিতে হয় না। ৭৬। "উমা" এই অক্ষররূপ মন্ত্রকে যে ব্যক্তি দিবারাত্র স্মরণ করে, সে ব্যক্তি যদি পাপকারীও হয় তথাপি চিত্রগুপ্তের স্মৃতিপথে সে কখনও উদিত হয় না। ৭৭। হর্ষসহকারে হিমালয় সেই কার্পটিক-কথিত বাক্যসকল পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কার্পটিক কহিল, হে রাজন্! ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা যে অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই প্রকার প্রাসাদের কথাও কখন আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই। সেই প্রাসাদ সূর্য্যরশ্মি হইতেও অধিক তেজোময়, মণিমাণিক্য-রত্ননিবহের শলাকাসমূহের দ্বারা তাহার প্রাকার সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই প্রাসাদে একশত দ্বাদশটী অতি প্রভাময় রত্নাদি নির্ম্মিত স্তম্ভ সকলকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন চতুর্দ্দশভুবনকে ধারণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা প্রত্যেকের নিমিত্ত আট আটটী করিয়া তাবৎসংখ্যক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশভুবনে যতকিছু শোভা আছে, তাহার শতকোটী গুণ হইতেও অধিক শোভা এই প্রাসাদে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত স্তম্ভাধার শিলাসমূহের প্রভানিচয়, বিচিত্র রত্ননির্ম্মিত স্তম্ভনিবহের বিমল জ্যোতিতে আক্রান্ত হইয়া তথায় এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। সেই প্রাসাদে ইন্দ্রনীল ও পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত সুশোভিত পুত্তলিকাসমূহ, রত্নময়প্রদীপের বিমল আলোকে চারিদিক উজ্জ্বলিত করিতেছে। সেই প্রাসাদে শোভাময় স্ফটিকমধ্য-নিহিত পদ্মাকার শিলার মধ্যস্থলে অনেক রত্ননিবহের বিচিত্র বিন্যাস, অনির্ব্বচনীয় কান্তি সম্পাদন করিতেছে। সেই সকল নানাবিধ রত্নচিত্র, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত প্রভৃতি বর্ণনিবহে রঞ্জিত চিত্রকর-বিহিত মূর্ত্তির ন্যায় অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে। জলের ন্যায় পিচ্ছিল মাণিক্যনিচয় নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণীকে বিলোকন করিয়া, প্রাসাদসঞ্চারী মানবের মনে হয় যেন, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে মোক্ষলক্ষ্মী নিজ করনিকর বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই প্রাসাদে মহাদেবের গণ সকল, সপ্তসমুদ্র হইতে বহুতর রত্ন আনয়ন করিয়া পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রাসাদের অন্যদিকে গণসমূহ কর্ত্তৃক আনীত নাগলোকের কোষগৃহের রত্মনিবহ পর্ব্বতাকারে শোভা পাইতেছে। সেই প্রাসাদে শিবভক্ত রাবণ, স্বয়ং রাক্ষসগণের দ্বারা সুমেরুশৃঙ্গ হইতে অপরিমিত সুবর্ণ আনয়ন করাইয়া শিখরাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে নৃপ! দ্বীপান্তরস্থিত ভক্তগণও মহাদেবের প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছে শুনিয়া স্বীয় সামর্থ্যানুসারে সেই প্রাসাদে রত্ন-মাণিক্যনিকর সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই প্রাসাদে স্বয়ং চিন্তামণি, বিশ্ব-কর্ম্মার সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার চিন্তামাত্রেই অগণিত বিচিত্র-মণিনিকর প্রদান করিতেছেন। সেই প্রাসাদে ভক্তগণ সর্ব্বদা বিচিত্র কল্পদ্রুমের ন্যায় অনন্ত ও বিচিত্র বর্ণের পতাকা সকল প্রদান করিতেছে। তথায় দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, ও ঘৃতসমুদ্র প্রতিদিন পঞ্চামৃত কলশনিবহ দ্বারা মহেশ্বরের স্নান-ক্রিয়া সম্পাদন

করিতেছে। তথায় স্বর্গীয় কামধেনু প্রতিদিনই ভক্তিসহকারে স্বয়ং শ্রুত মধুধারা দ্বারা লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইয়া থাকেন। তথায় মলয়াচল স্বয়ং গন্ধসার-রসের দ্বারা মহেশ্বরের অঙ্গলেপ প্রদান করিয়া থাকেন ও কর্পূরনিবহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই প্রকার যাঁহার প্রাসাদে প্রতিদিন এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে; হে কঠিনাশয়! আপনি সেই উমাকান্তকে জানেন না? ইহাতে আমার বড়ই বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে। ৭৮-৯৭।

(স্কন্দ কহিলেন) হে কুম্ভসম্ভব! অদ্রিরাজ বাস্তবিকই স্বীয় জামাতার এই প্রকার অসাধারণ সমৃদ্ধি বিলোকন করিয়া মনে মনে স্বীয় রত্ননিবহের চিন্তা করত অতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন। ৯৮। অনন্তর তিনি সেই কার্পটিককে যথেষ্ট পারিতোষিক দ্বারা বিদায় করিয়া তাহার প্রস্থানের পর উৎফুল্লনেত্র হইয়া মনে মনে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, "অহো! ইহা বড়ই মঙ্গলকর হইল; কার্পটিকের নিকট হইতে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বাস্তবিক আমি বড়ই সুখী হইয়াছি, আমার জামাতা জগদীশ্বর মহাদেবের সম্পত্তির বিষয় যে প্রকার শুনা যাইতেছে ও দেখা যাইতেছে, তাহার কাছে আমার কন্যার জন্য মৎকর্তৃক আনীত এই রত্ননিবহ অতি তুচ্ছ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, আমার জামাতা বিবাহকালে যেমন সর্ব্বকর্ম্মপরাঙ্মুখ বৃদ্ধ বলদমাত্র সম্বল, অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাতবংশ ছিলেন; লোকে যেমন সেই সময়ে তাঁহার বাসস্থান খুঁজিয়া পাইত না, যাঁহার স্বভাব ও আচার কাহারও বিদিত ছিল না, নামমাত্রেই যাহাকে লোকে ঈশ্বর কহিত, ঐশ্বর্য্যপ্রতিপাদক কোন চিহ্নই যাঁহার বিদ্যমান ছিল না, তিনি এখনও সেই প্রকার আছেন কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি আমার বিবেচনার সকলি বিপরীত ঘটিতেছে। আমার সেই জামাতা এই স্থানে দরিদ্র ব্যক্তিকেও নির্ব্বাণ-সম্পত্তি প্রদান করিতেছেন, সেই সুমুখ, সকল লোকের কর্ম্ম সকল সফল করিতেছেন? তিনি বেদবেদ্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এই অখিল সংসার তাঁহার লীলাসৃষ্ট। যাঁহাকে কেহই জানে না, যিনি বেদবেদ্য, অহো! সেই মহাপুরুষই আমার জামাতা; যাঁহাকে আমি অনভিজ্ঞ বলিয়া জানিতাম, তিনিই দেখিতেছি সর্ব্বজ্ঞ। ভাবিয়াছিলাম যাঁহার নিশ্চিত কোন একটী নাম লোকে জানে না, এখন দেখিতে পাই। যতপ্রকার পদার্থ জগতে বর্ত্তমান আছে, সেই সকলের নামই নিশ্চিত তাঁহার নাম; আমার সেই জামাতা সকল দেশেই বিদ্যমান আছেন, তিনিই সকলের সিদ্ধি-প্রদ। আমি স্থূলবুদ্ধিতে পূর্ব্বে তাঁহাকে বৃত্তিপরাঙ্মুখ, দেশরহিত ও আচারহীন বলিয়া জানিয়াছিলাম। শ্রুতি ও স্মৃতি যাহার প্রসাদে আচার শিক্ষা পাইয়াছে,

হায়! তাঁহাকেই আমি আচাররহিত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। হায়! আমার সেই জামাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনিই সকল লোকের ঐশ্বর্য্যসূচক! তিনিই অর্ব্বাচীন, পরাচীন ও পরাৎপর! আমি কেবল পর্ব্বতগণের রাজা, আর আমার উমাপতি বিশ্বনাথ। আমার সম্পত্তির পরিমাণ আছে, কিন্তু আমার জামাতার অপ্রমেয় সম্পত্তি, আমার আনীত এই সকল ধন অতি তুচ্ছ; সুতরাং এক্ষণে ইহা লইয়া আমার জামাতৃদর্শন উচিত নহে। ৯৯-১১৪। এক্ষণে ইহাঁর দর্শন না করিয়া পুনরায় কোন দিন আসিয়া দর্শন করিব।" এই প্রকার মনে মনে বিচার করিয়া গিরীশ্বর, নিজ অনুচর পার্ব্বতীয়গণকে আহ্বান করত আদেশ করিলেন যে "অহে! তোমরা সকলেই অতি বলবান্‌, তোমরা আমার এই আদেশটী প্রতিপালন কর, দেখ সূর্য্যোদয়ের মধ্যে তোমরা সকলে সত্বরভাবে এইখানে একটী শিবালয় নির্ম্মাণ কর। তোমাদের কর্ত্তৃক শিবালয় নির্ম্মিত হইলে আমি তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত আত্মাকে কৃতার্থ করিব, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে আমার শুভ হইবে। এই কাশীতে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, সে ত্রৈলোক্যদানের ফললাভ করিতে পারে ও বিধিপূর্ব্বক-কৃত সকল প্রকার দানের ফল তাহার হইয়া থাকে; কাশীতে শিবালয়প্রতিষ্ঠাকারী মানব, ন্যায়-সহকারে উপার্জ্জিত বিত্তদানের সম্যক্ ফললাভ করিতে পারে।

এই কাশীতে যে ব্যক্তি প্রশস্ত শিবালয় নির্ম্মাণ করিতে পারে, লক্ষ্মী তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন না; সেই ব্যক্তি সকল প্রকার তপস্যার ফললাভ করিতে পারে। এই আনন্দকানন কাশীতে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি শিবালয় নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই অশেষ প্রকার বিধিসম্পন্ন মহাযজ্ঞের ফললাভ করিয়াছে।

অনুচরবর্গ, গিরিরাজের এবম্বিধ আদেশ শ্রবণ করিয়া যামিনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই এক রমণীয় শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিল। গিরিরাজ হিমালয়, সেই মন্দির-মধ্যে চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন; সেই লিঙ্গের বিস্তৃত রশ্মিজালে সেই মন্দির ঝলসিত হইতে লাগিল। সেই শিবালয়ে তিনি, সকল পর্ব্বত হইতে নিজের শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদক বিচিত্রাক্ষরশালিনী এক প্রশস্তি লিখাইয়া রাখিলেন। ১১৫-১২৫। তদনন্তর অরুণোদয়কালে পঞ্চনদ-হ্রদে স্নান করিয়া কালরাজকে অর্চ্চনা ও নমস্কার করত সেই স্থানেই নিজ রত্নরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ পার্ব্বতীয়গণসমূহের সহিত গিরিরাজ হিমালয়, ত্বরিতগতিতে নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। ১২৬-১২৭। অনন্তর প্রাতঃকালে হুণ্ডন-মুণ্ডন নামক গণদ্বয় বরণার

রমণীয় তটে বিচিত্র, পরম সুন্দর ও অদৃষ্টপূর্ব্ব শিবালয় বিলোকন করত বিস্ময় ও আনন্দ-সহকারে মহাদেবের নিকট এই বার্ত্তা নিবেদন করিতে আগমন করিলেন। তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রাতঃকালীন দর্পণ দর্শন করাইতেছেন; তখন সেই গণদ্বয় দণ্ডবদ্ভাবে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাদেব, ভ্রূ-সংজ্ঞাদ্বারা বলিবার আজ্ঞা প্রদান করিলে পর সেই গণদ্বয় কহিতে লাগিলেন যে, "অয়ি প্রভো দেবদেব! আমরা বিশেষ কিছুই অগ্রে জানিতে পারি নাই, কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, বরণাতটে কোন ভক্ত একটী সুরম্য ভবদীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু প্রভো! সায়ংকালে কল্য আমরা ইহার কিছুই দেখি নাই?"

সর্ব্ববৃত্তান্তের বিজ্ঞাতা হইয়াও মহাদেব, অবিদিতের ন্যায় সেই গণদ্বয়ের নিকট হইতে এই আশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে পার্ব্বতীকে কহিলেন যে, "অয়ি গিরিরাজকন্যকে! চল আমরা সেই রমণীয় প্রাসাদ বিলোকন করি"। ১২৮—১৩৩।

হে মুনে! এই কথা বলিয়া মহেশ্বর গিরিজার সহিত এক মহাস্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক, সেই প্রাসাদবিলোকনার্থে উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে নিজ আলয় হইতে নির্গত হইলেন। ১৩৪। অনন্তর বরণার তটে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ মহেশ্বর, একরাত্রির মধ্যে নির্ম্মিত সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদ বিলোকন করিলেন। ১৩৫। তৎপরে রথ হইতে অবতরণ করত মহেশ্বর মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তোজোনিকরে জাজ্বল্যমান মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরস্বরূপ নয়নপ্রীতিজনক ও পুনর্জন্মবিধ্বংসকারি সেই চন্দ্রকান্ত-শিলাময় লিঙ্গকে দর্শন করিলেন। ১৩৬-১৩৭। "কোন্ ব্যক্তি এই লিঙ্গ স্থাপিত করিল?" এই কথা যেমন জিজ্ঞাসা করিবেন এই উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় মন্দিরকর্ত্তার নামসম্বলিত সেই প্রশস্তিপত্র দেখিতে পাইলেন। তখন ঈষৎ পাঠপূর্ব্বক, অবশিষ্টার্থ অবগত হইয়া কামরিপু মহেশ্বর হাস্যসহকারে পার্ব্বতীকে কহিলেন, অয়ি পার্ব্বতি! তোমার পিতার অলোকসামান্য কৃতি বিলোকন কর। ১৩৮-১৩৯। মহেশ্বরকথিত এবম্বিধবাণী শ্রবণ করত ভগবতী পার্ব্বতী, সর্ব্বশরীরে হর্ষভরে কদম্বকুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চাঙ্কুর ধারণ করিয়া মহাদেবের পাদদ্বয়ে বিশিষ্ট বিনয়সহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে নাথ! আমার এই অভিলাষটী আপনার পূরণ করিতে হইবে, হে প্রভো! এই আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমধ্যে আপনি সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করুন। এবং এই শৈলেশ্বর-মহেশ্বরের যে সকল ব্যক্তি ভক্ত হইবে, আপনি আমার প্রার্থনায়

তাহাদের যেন বিপুলসমৃদ্ধি প্রদান করেন। ১৪০-১৪২। "তোমার যাহা বাসনা তাহা সফল হউক" এই কথা পার্ব্বতীকে বলিয়া মহেশ্বর আরও বলিতে লাগিলেন যে, বরণাতে স্নান করিয়া যাহারা শৈলেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে এবং বিধিসহকারে পিতৃগণের তর্পণ ও শক্তি অনুসারে দানাদি করিবে, তাহাদের এ সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। হে শুভে! অদ্য হইতে সর্ব্বদাই এই শৈলেশ্বরলিঙ্গে আমি অধিষ্ঠান করিব এবং এই লিঙ্গের অর্চ্চক ব্যক্তিকে আমি পরম-মুক্তি-প্রদান করিব। এই বরণার শুভতটে প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বর-লিঙ্গকে যাহারা দর্শন করিবে, সেই সকল কাশীনিবাসী ব্যক্তিগণ কখনও দুঃখজন্য অভিভব প্রাপ্ত হইবে না। ১৪৩—১৪৬।

হে ঘটোদ্ভব! তৎপরে পার্ব্বতীও প্রসন্নচিত্তে তথায় এই বরপ্রদান করিলেন যে, "যাহারা এই শৈলেশ্বর-লিঙ্গের ভক্ত তাহারা আমার পুত্রস্বরূপ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই"। ১৪৭। স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে অগস্ত্য! এই শৈলেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস তোমার নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে রত্নেশ্বর-লিঙ্গের ইতিবৃত্ত তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, অবধানপর হও। শ্রদ্ধাসহকারে শৈলেশ্বর-লিঙ্গের এই আখ্যানটী যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে পাপরূপ কঞ্চুক হইতে মুক্তিলাভকরত অন্তে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। ১৪৮—১৪৯।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

—✱—

রত্নেশ্বর-লিঙ্গ কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! এক্ষণে রত্নেশ্বরের বিষয় আপনি কীর্ত্তন করুন। কাশীতে যে রত্নময়-লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের মহিমাই বা কি? এবং কোন্ ব্যক্তিই ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; হে গৌরীহৃদয়নন্দন! আপনি বিস্তারিতরূপে এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন। ১—২।

স্কন্দ কহিলেন, যে রত্নেশ্বরের নাম শ্রবণ করিলে জন্মত্রয়সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, সেই রত্নেশ্বর-লিঙ্গের বিষয় আমি বলিতেছি শ্রবণ

কর। এই রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য ও উৎপত্তির বিষয়ও তোমার নিকট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছি। ৩—৪।

হে কলসোদ্ভব! কালভৈরবের উত্তরভাগে গিরিরাজ হিমালয়, যে সকল রত্নরাশি নিক্ষেপ করিয়া গমন করেন, তৎসমুদয়ই সেই সুকৃতাত্মা গিরিরাজ হিমালয়ের পুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রভাশালী এক সর্ব্বরত্নময় লিঙ্গরূপে পরিণত হইল। ৫-৬। হে মুনে! সেই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মনুষ্য পরম জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয়। এদিকে শৈলেশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়া মহাদেব ও পার্ব্বতী, যেখানে সেই রত্ন-লিঙ্গের প্রভাজালে আকাশমণ্ডল প্রদীপিত হইতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। ৭-৮। অনন্তর সেই স্থানে সর্ব্বরত্নসমুদ্ভব সেই লিঙ্গটীকে দেখিতে পাইয়া পার্ব্বতী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে সর্ব্বভক্তাভয়প্রদ! দেবদেব! জগৎপতে! এই সপ্তপাতালপর্য্যন্তগামী মূলশালি রত্নময়-লিঙ্গটী কোথায় হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন? হে প্রভো! এই লিঙ্গের জ্যোতিশিখানিবহের দ্বারা আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া উজ্জ্বলিত করিতেছে, হে ভবান্তক! এই লিঙ্গের কি নাম? এবং ইহার প্রভাবই বা কি? হে মহেশ্বর! ইহাঁর দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয় পরমানন্দ লাভ করিতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন। ৯—১২।

দেবদেব কহিলেন, অয়ি অপর্ণে! পার্ব্বতি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনঘে! এই লিঙ্গের নাম রত্নেশ্বর, ইহা আমারই স্বরূপ; হে উমে! বারাণসীস্থিত রত্নেশ্বরের প্রভাব অনন্ত; হে ভামিনি! তোমার পিতা গিরিরাজ হিমালয়, তোমার জন্য যে রত্নসমূহ আনয়ন করেন, সেই সকল পুণ্যোপার্জ্জিত রত্নরাশি এই স্থানে রক্ষা করিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। হে অনঘে! তোমার অথবা আমার জন্য শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল দ্রব্য কাশীতে আনীত হয়, তাহার পরিণাম এই প্রকারই অলৌকিক হইয়া থাকে। এই কাশীক্ষেত্রে যত লিঙ্গ আছেন, সেই সকল লিঙ্গের মধ্যে এই লিঙ্গটী রত্নভূত এই কারণে ইহাঁর নাম রত্নেশ্বর; এই রত্নেশ্বরের সেবা করিলে লোকে অনায়াসেই নির্ব্বাণরত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে পার্ব্বতি! তোমার পিতৃপরিত্যক্ত এই রাশীকৃত সুবর্ণের দ্বারা ইহার একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেহ; শিবলিঙ্গের প্রাসাদ-নির্ম্মাণ করিলে বা তৎপ্রাসাদের জীর্ণ-সংস্কার করিয়া দিলে, মনুষ্য অনায়াসেই শিবলিঙ্গ স্থাপনের ফল-লাভ করিতে পারে। ১৩—২০।

হে মুনে ! অনন্তর "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই হৌক" এই কথা বলিয়া ভগবতী গিরিবালা, সোমনন্দি প্রভৃতি অসংখ্য গণসমূহকে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ২১। তৎপরে তাহারা ভগবতীর আজ্ঞাক্রমে যামমাত্র কালের মধ্যেই সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় অতি বিচিত্র ও উজ্জ্বল এবং নানা কৌতুককর চিত্রবিশিষ্ট এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ২২। সেই অল্পকাল মধ্যে নির্ম্মিত বিচিত্র প্রাসাদ বিলোকন করিয়া হৃষ্টবদনা দেবী পার্ব্বতী, সেই গণ-সকলকে বহুমানের সহিত যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ২৩। হে মহামুনে ! অনন্তর দেবী পার্ব্বতী প্রণিপাত-পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট সেই রত্নেশ্বর-লিঙ্গের মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৪।

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি ! শ্রবণ কর, এই রত্নেশ্বর-লিঙ্গ অনাদিসিদ্ধ ও পরম শুভপ্রদ ; ইনি এক্ষণে তোমার পিতা হিমালয়ের সমধিক পুণ্যগৌরবেই আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। এই বারাণসীক্ষেত্রে পরম গুহ্যতম এই রত্নেশ্বর-লিঙ্গ ভক্তগণের অভিলাষ স্মৃতিমাত্রেই প্রদান করিয়া থাকেন। কলিকালে কলুষমতি মনুষ্যগণের নিকট এই রত্নেশ্বর-লিঙ্গের বিষয় প্রযত্ন-সহকারে গোপন করা উচিত। গৃহস্থের গৃহমধ্যে সঙ্গোপিত রত্ন যেমন অপরে জ্ঞাত হয় না তদ্রূপ মদীয় বারাণসীক্ষেত্রে রত্নভূত এই লিঙ্গটীর বিষয়ও সাধারণের অজ্ঞাত। যাহারা একবার রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, ব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবতীয় শিবলিঙ্গার্চ্চনের ফল, তাহারা অনায়াসেই লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে গৌরি ! যাহারা প্রসন্নচিত্তে রত্নেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সপ্তদ্বীপের অধিপতিত্ব লাভে সমর্থ হয়। মানব একবার-মাত্র রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ত্রৈলোক্যস্থিত যাবতীয় রত্নের অধিকারী হইতে পারে। যাহারা নিষ্কামভাবে এই রত্নেশ্বরের পূজা করিবে, তাহারা দেহান্তে আমার গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বদা মৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এককোটি রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে যে ফললাভ হয়, হে দেবি ! রত্নেশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, মানব সেই ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনাদিসংসিদ্ধ এই রত্নেশ্বর-লিঙ্গের সম্বন্ধে একটী মহাশ্চর্য্যকর প্রাচীন ও সর্ব্বপাপহারি ইতিহাস আছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ২৫-৩৩। পুরাকালে এই স্থানে নাট্যবিষয়ে সুপণ্ডিতা কলাবতী নাম্নী এক নর্ত্তকী বাস করিত ; কোন সময়ে ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রিতে কলাবতী জাগরণ করিয়া পরম রমণীয় নৃত্য ও গীত করে এবং নানাপ্রকার বাদ্যনিপুণতা প্রযুক্ত স্বয়ংই বিবিধ প্রকারে বাদ্যবাদন করে ; এই প্রকার সঙ্গীতের দ্বারা রত্নেশ্বর-লিঙ্গের প্রীতি উৎপাদনান্তে প্রভাতকালে নটী কলা-

বতী, নিজ অভীষ্ট-দেশে প্রস্থান করে। অনন্তর যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সেই নর্ত্তকীশ্রেষ্ঠা কলাবতী পুনরায় গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিল। ৩৪-৩৭। শিবরাত্রিতে রত্নেশ্বরের নিকট জাগরণ করিয়া নৃত্যগীত ও বাদ্য করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহারই সামর্থ্যে সেই নর্ত্তকী ঈদৃশ সৌভাগ্যময় জন্ম-লাভ করিয়া পুনরায় বিবিধ কলা-কুশলতা ও মধুরবাদিতা এবং অতি রমণীয় রূপ-সম্পৎ প্রভৃতি লাভ করিয়া রত্নাবলীনামে সেই গন্ধর্ব্বলোকে বিখ্যাতা হইল। গন্ধর্ব্ববিদ্যানিপুণা গুণরূপ রত্ননিবহের আকরস্বরূপা সেই রত্নাবলীকে দেখিয়া পিতা বসুভূতি অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন। রমণীয় ও চাতুর্য্যভাজন তাহার তিনটী সখী ছিল; তাহাদের নাম শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা। সেই সখীত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া রত্নাবলী পরম যত্নসহকারে বাগ্দেবীর উপাসনা করায় তিনি প্রসন্না হইয়া তাঁহাদের সকলকেই সর্ব্বপ্রকার কলাবিষয়ে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করেন। হে গৌরি! কলাক্রমে জন্মান্তরীয় সংস্কার-বশতঃ সেই গন্ধর্ব্ব রাজকন্যা রত্নাবলী, রত্নেশ্বর-লিঙ্গের পরিতোষার্থে পরম পবিত্র নিয়ম ধারণ করিল; তাহার এই নিয়ম হইল যে, "কাশীস্থিত রত্নেশ্বর নিত্য দর্শন করিয়া পরে অন্য কাহার সহিত বাক্যালাপ করা।" অয়ি পার্ব্বতি! গন্ধর্ব্বরাজপুত্রী রত্নাবলী এই প্রকার নিয়ম-গ্রহণ করিয়া প্রতিদিনই সেই সখীত্রয়ের সহিত আগমন পূর্ব্বক রত্নেশ্বর দর্শন করিয়া যাইত। ৩৮-৪৫। কোন দিন সেই রত্নাবলী মদীয় লিঙ্গ এই রত্নেশ্বরকে পরম রমণীয় গীত সমূহের দ্বারা বিশিষ্ট ভক্তি সহকারে সন্তোষ করিতে আরম্ভ করিল; এদিকে সেই সখীত্রয়ও রত্নেশ্বর-লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতে গমন করিল। হে উমে! রত্নাবলীর সেই গীতে আমি পরম তুষ্টি-লাভ করিয়াছিলাম, এই কারণে সেই অবসরে আমি আবির্ভূত হইয়া রত্নাবলীকে এই বর-প্রদান করিলাম যে, "অয়ি গন্ধর্ব্বকন্যকে! অদ্য রাত্রিকালে তুমি যাহার সহিত রতিপরায়ণা হইবে সেই ব্যক্তিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন; তাঁহার নাম ও তোমার নামে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকিবে।" লিঙ্গরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত মদীয় বাণীস্বরূপ সুধাপান করিয়া রত্নাবলী অতীব লজ্জিতা হইল, অথচ অন্তঃকরণে অপার আনন্দ লাভ করিল। অনন্তর আকাশমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ পিতার গৃহে গমন করিয়া বালা রত্নাবলী আনন্দের সহিত নিজ সখীগণের সমক্ষে মৎপ্রদত্ত বরের বিষয় বর্ণন করিল। তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ আনন্দ সহকারে এই প্রকারে তাহাকে অভিনন্দিত করিল যে, "দেখ সখি! বড়ই আনন্দের বিষয়! ও বড়ই বিস্ময়কর! রত্নেশ্বরের পূজার ফলে অদ্য তোমার নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইবে। দেখ সখি! যিনি তোমার

ভাবীপতি, তিনি যদ্যপি অদ্য রাত্রিতে বাস্তবিক আগমন করেন, তাহা হইলে সেই চোরকে অত্য প্রযত্ন-সহকারে বাহুলতাপাশ দ্বারা ভাল করিয়া বন্ধন করিবে, যেন তিনি কিছুতেই না পলাইতে পারেন; এইরূপ করিতে পারিলে রত্নেশ্বরের প্রসাদে লব্ধ তোমার সেই প্রিয়তম পতিকে প্রাতঃকালে আমরা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। দেখ আমরা সকলেই একসঙ্গে হৃষ্টচিত্তে তথায় গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু পুণ্যাধিক্যপ্রযুক্ত তুমিই রত্নেশ্বর-লিঙ্গকে সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছ। অহো! প্রাণিগণের ভাগ্যের কি বৈচিত্র্য! পুণ্যের কি অপরূপ ক্ষমতা! একত্রে থাকিলেও পুণ্যবান্ জীবই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়া থাকে। অহো! দৈবপ্রাধান্যবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, "এক দৈবই ফলপ্রদান করে, উদ্যম বা অন্য কোনপ্রকার বল, ফলপ্রদানে সমর্থ নহে" এ কথাটী সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে অণুমাত্রও মিথ্যা নাই। তোমার এবং আমাদের উদ্যোগও একই প্রকার; কিন্তু তোমার পুরোগামি দৈব যেমন সফল হইল; আমাদের তাহা হইতেছে না। হে সখি! প্রসঙ্গক্রমে লোকব্যবহারমাত্রই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার মনোরথসিদ্ধিকেই আমরা নিজ মনোরথসিদ্ধি বলিয়া জানি; তোমার এই প্রকার বরলাভে আমাদের বড়ই তৃপ্তিলাভ হইয়াছে। ৪৬—৫৮।

এই প্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে তাহারা অনায়াসেই বহুতর পথ অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিল। ৫৯। অনন্তর প্রাতঃকালেই সেই সখীত্রয় উপস্থিত হইয়া মৌনবতী রত্নাবলীকে দেখিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করিতে পারিল যে, রত্নাবলী রাত্রিতে কোন পুরুষকর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়াছে। ৬০। অনন্তর রত্নাবলী তথায় তাহাদিগকে কোন কথা না বলিয়াই সত্বরে তাহাদের সহিত বারাণসীতে আগমনপূর্ব্বক রত্নেশ্বর-লিঙ্গের দর্শনাদিকরত পূর্ব্বগৃহীত নিয়মরক্ষানন্তর, সখীগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বরাত্রির বৃত্তান্ত-বর্ণন করিতে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিল। ৬১—৬২।

রত্নাবলী কহিল, হে সখীগণ! ভগবান্ রত্নেশ্বরের অর্চ্চনান্তে তোমরা সেই সকল কথা বলিয়া নিজ নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলে পর, আমি রত্নেশ্বরের সেই বচনামৃত স্মরণ করিতে করিতে বিলক্ষণরূপে চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গসংস্কারপূর্ব্বক নিজ শয়নমন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অভীপ্সিত প্রিয়তমের দর্শনলালসায় "নিদ্রা যাইব না" এইরূপ স্থির করত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী অর্থের গৌরবপ্রযুক্ত যেন কোন অদৃষ্টের বলেই আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেই স্বপ্নদশার

বশগত হইলাম, হে সখীগণ। সেই সময় প্রিয়তমের রমণীয় অঙ্গস্পর্শ এবং তন্দ্রা, এই দুই পদার্থই আমার চৈতন্য অপহরণ করিল। তাহার পর আমি কে বা কোথায়, সেই ব্যক্তিই বা কে ? এই সকল জ্ঞান আমার লুপ্ত লইল। কিন্তু যখন বোধ হইল সেই ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্গত হইতেছেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আমি হস্ত-প্রসারণ করিলাম, এমত সময়ে আমার এই করকঙ্কণই বৈরাচরণ করিল; কারণ সেই কঙ্কণের শব্দে আমার সেই সুখস্বপ্নময়ী নিদ্রা অপগত হইল। হায়! সখীগণ! সুখসন্তানরূপ অমৃতময়-হ্রদে ক্ষণকাল নিমগ্ন হইয়াই আমি স্বীয় দুরদৃষ্টের প্রভাবে আমার সেই প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহবহ্নি-জ্বালাতে পতিত হইয়া বিষম দুঃখ অনুভব করিতেছি। হে সখীগণ! তিনি কোন্ কুলে জাত, কোথায় তাঁহার বাস বা তাঁহার নামই বা কি ? এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতে পারি নাই কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বিরহানলে পতিত হইয়া আমি বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেছি। তাঁহার পুনঃসঙ্গমের আশায় আমার হৃদয় বড়ই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে; হে সখীগণ! ইহা নিশ্চয় জানিও তাঁহারই সঙ্গমাশা, নির্গমেচ্ছু মদীয় প্রাণকে ধারণ করিতে সমর্থ; অয়ি সখীগণ! রজনীতে পরিভুক্ত সেই হৃদয়চোরের দর্শনলাভ করা এক্ষণে তোমাদের অধীন, এক্ষণে যাহাতে আমি পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে পাই, তোমরা তাহার উপায় কর। হে আলিগণ! প্রমুগ্ধ স্নেহময় নিজ সখীজনকে কেই বা মিথ্যা বলিয়া থাকে ? প্রিয় সখীগণ! যদি তাঁহার দেখা পাই, তবে এ জীবন দেহে থাকিবে, নহিলে আর বহুক্ষণ তাঁহার অদর্শন-দুঃখভোগ করিবার জন্য এ প্রাণ আর এ হতদেহে অবস্থান করিতেছে না। হে সখীগণ! বিরহের দশমী অবস্থা এইক্ষণে নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে; তাঁহার বিয়োগদুঃখ আমি আর কোন-প্রকারেই সহ্য করিতে পারিতেছি না।

নিতান্ত কামশরপীড়িতা রত্নাবলীর এই প্রকার বাক্য-শ্রবণে সেই সখীগণের হৃদয় অনিষ্টশঙ্কায় কম্পিত হইল; তখন তাহারা পরস্পর মুখাবলোকনকরত প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৬৩-৭৫। সখীগণ কহিল, সখি রত্নাবলি! যাঁহার নাম, বাসস্থান ও কুলপর্য্যন্তও আমরা জানিতে পারিলাম না তাঁহাকে কিপ্রকারে পাওয়া যাইবে, ইহাতে কি উপায় করিব, আমরা তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। ৭৬। সখীগণের সংশয়াকুলিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণে নিরাশহৃদয়া রত্নাবলী, "অয়ি সখীগণ! আমি তাহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারিব, তাহার উপায় করিতে তোমরা" ইহা অর্দ্ধেক বলিতে না বলিতেই মূর্চ্ছাগতা হইল। ৭৭।

"কুণ্ঠিতশক্তি হইতেছ" এই কথা বলাই রত্নাবলীর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু মূর্চ্ছাগম-প্রযুক্ত অবশিষ্ট বাক্য তাহার মুখ হইতে নির্গত হইতে পারিল না। ৭৮। অনন্তর সখীগণ ত্বরা সহকারে রত্নাবলীর মোহ অপনীত করিবার জন্য নানাপ্রকার শীতলোপচারনিবহের দ্বারা তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল শীতোপচার দ্বারা তাহার মোহ যখন কোনরূপেই অপগত হইল না, তখন কোন সখী ত্বরিতভাবে রত্নেশ্বরের পাদোদক আনয়নপূর্ব্বক তদীয় দেহে সিঞ্চন করিল, অনন্তর তাহার মূর্চ্ছা বিগত হইল। তৎপরে রত্নাবলী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ঝটিতি ভূমি-পরিত্যাগ করিয়া বারম্বার "শিব-শিব-শিব" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। ৭৯-৮১। স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণের অতি মহান্ উপসর্গ উপস্থিত হইলেও শিবের চরণোদক ব্যতিরেকে অন্য কোন ঔষধ বিদ্যমান নাই। যে সকল দুঃসাধ্য ব্যাধি, বাহ্য ও অন্তঃশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহেশ্বরের চরণোদক-পান করিলে তাহারা শান্তভাব ধারণ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহেশ্বরের পাদোদক পান করিয়া থাকে, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচবিশিষ্ট সেই মহাপুরুষ কোনকালে কোনপ্রকার দুর্গতি ভোগ করে না; হে কলসোদ্ভব! এ বিষয়ে কোন প্রকারেই অন্যথা হয় না। ৮২-৮৪। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপই ভগবান্ মহেশ্বরের চরণোদক পান করিলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে মুনে! সমুচিত জ্ঞানশালিনী গন্ধর্ব্বরাজতনয়া, মূর্চ্ছার অপগমে বিশিষ্ট চৈতন্য লাভ করিয়া, স্নেহ ও ধৈর্য্যসহকারে বলিতে আরম্ভ করিল। ৮৫-৮৬। রত্নাবলী কহিল, হে শশিলেখে! অয়ি অনঙ্গলেখে! অয়ি চিত্রলেখে! আমার অভিলষিত প্রাপ্তিতে তোমাদের এ সামর্থ্য কুণ্ঠিত হইল কেন? তোমাদের বহুপ্রযত্নে শিক্ষিত সেই সকল কলা কি এক্ষণে লোপ পাইল? হে সখীগণ! আমার প্রিয়তমপ্রাপ্তি-বিষয়ে রত্নেশ্বরের কৃপায় আমি একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা যত্নের সহিত তাহার অনুষ্ঠান কর। হে শশিলেখে! তুমি স্বর্গীয় নিখিল যুবকবৃন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত কর, অয়ি অনঙ্গলেখে! তুমি পৃথিবীস্থিত সকল মনোহরাকৃতি যুবকগণের প্রতিমূর্ত্তি লিখ, আর হে চিত্রজ্ঞে চিত্রলেখে! তুমিও পাতালতলবাসী যাবতীয় যুবকগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত কর। তোমরা এমত সকল যুবকগণের চিত্র লিখিও; যাঁহাদের অচিরোপগত তারুণ্যই শরীরের সর্ব্বাভরণ-শোভা-সম্পাদন করিতেছে। ৮৭-৯০। রত্নাবলীর এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে সখীগণ ভূয়োভূয়ঃ তদীয় চাতুর্য্যের প্রশংসা করত যথাক্রমে তদীয় আদেশানুসারে

নবযৌবনভূষিত ত্রিলোকনিবাসী সুন্দর যুবকগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিল। অনন্তর শুভেক্ষণা রত্নাবলী স্বর্লোকস্থ যাবৎ যুবকগণের প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কাহারও উপর নিজ প্রেমপরিচায়ক নয়ন-চাঞ্চল্য পরিহার করিল না। অনন্তর মর্ত্ত্যলোকবাসী নিখিল মুনি ও রাজগণের নবযৌবনসম্পন্ন কুমারগণকেও বিলোকন করিয়া কাহারও প্রতি প্রণয়চিহ্ন-প্রকটিত করিল না। অনন্তর উৎসুকচিত্তে দীর্ঘ নয়নদ্বয় আরও প্রসারিত করিয়া রসাতলনিবাসী যুবকগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; কিন্তু নিশ্চিতরূপে কোন নাগযুবার প্রতি অনুরাগপরায়ণা হইতে পারিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার যে হৃদয়, সুধাকার করস্পর্শেও তীব্র তাপ অনুভব করিতেছিল, সেই হৃদয় নাগলোকের যুবকগণের চিত্রাবলোকনে যেন কিছু প্রত্যাশ্বাস প্রাপ্ত হইল। ইহা বড়ই বিস্ময়কর হইল যে, তৎকালে চিত্রগত সেই সকল নাগযুবকগণকে বিলোকন করিয়াই যেন, সেই কুমারী রত্নাবলী ঈষৎ ভুক্তভোগার ন্যায় লজ্জানম্রীকৃতবদনা হইল। অনন্তর যত্ন-সহকারে সখীগণের সহিত শেষবংশজাত অশেষ যুবকগণকে বিলোকন করিয়া রত্নাবলী পূর্ণমনোরথ হইল না; তখন ক্রমান্বয়ে তক্ষককুলজাত, বাসুকিগোত্র-সম্ভূত, কুলীর, অনন্ত, কর্কোট ও ভদ্র প্রভৃতি নাগকুলোৎপন্ন যুবকগণকে বিলোকনপূর্ব্বক শঙ্খচূড়বংশজাত কোন নাগশ্রেষ্ঠকে বিলোকন করিবামাত্র রত্নাবলীর অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সন্ধিস্থলে বিপুল পুলক আবির্ভূত হইল ও পরম লজ্জায় অবনতভাব ধারণ করিল। মহাচতুরা চিত্রলেখা তদীয় তাদৃশ লজ্জাতিশয় অবলোকন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই রত্নাবলীর কৌমার-হর বরকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিল। অনন্তর পরিহাসরসিকা চিত্রলেখা, স্বীয় পটাঞ্চলনিক্ষেপ দ্বারা চিত্রপটে যে স্থানে সেই যুবা আলিখিত ছিলেন সেই স্থানটী আবৃত করিলে পর, মৌনাবলম্বিনী রত্নাবলী অধরপল্লবের বিস্ফুরণ-সহকারে কুটিলনেত্র প্রান্তভাগের দ্বারা চিত্রলেখার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর শশিলেখার কটাক্ষে বিদিতভাবা অনন্তলেখা, পট-মধ্যে নিক্ষিপ্ত চিত্রলেখার বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিবামাত্র গন্ধর্ব্বরাজতনয়া রত্নাবলী বিস্ফারিত-নয়নে শঙ্খচূড়নাগবংশজাত রত্নচূড় নামক নাগযুবাকে আগ্রহ-সহকারে বিলোকন করিতে লাগিল। সেই রত্নচূড়ের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন-ক্ষণেই রত্নাবলীর দৃষ্টি আনন্দাশ্রু-নিবহে পরিপূর্ণ হইল; গণ্ডস্থল মুহুর্ম্মুহু উপচীয়মান স্বেদবিন্দু-নিবহে অপরূপ শ্রীধারণ করিল এবং রোমাঞ্চাঞ্চিতগাত্রলতিকা বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপ হইবার কিয়ৎকাল পরেই তাহার নয়নদ্বয় আপনা হইতেই মুকুলিত

হইল ও চিত্রার্পিতের ন্যায় শরীর-ক্রিয়া রহিত প্রায় হইল। ৯১-১০৮। তৎপরে চিত্রলেখা, নিকটে আগমন করিয়া কুসুমশরপীড়িতা রত্নাবলীকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিল যে, অয়ি রত্নাবলি! তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না তোমার মনোরথ সফলই হইয়াছে, তোমার হৃদয়েশ্বরের নাম, ধাম ও কুল সকলই আমার বিদিত আছে; হে সখি! বিষণ্ণ হইও না, রত্নেশ্বরের প্রসাদে তুমি এই প্রকার হৃদয়-রঞ্জনকে লাভ করিতে পারিয়াছ। ১০৯-১১০। অহো! অনুরূপ বরপ্রদানে রত্নেশ্বর তোমার প্রতি বড়ই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, চল গৃহে যাই, সেই ভগবান্ রত্নেশ্বরই আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট সাধন করিবেন। ১১১। এইরূপ কথোপকথনের পর রত্নাবলী সখীগণের সহিত আকাশমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল ইত্যবসরে দৈববশে সেই স্থানে আগত পাতালবাসী সুবাহু নামক দানব, তাহাদিগকে বিলোকন করিয়া বলপূর্ব্বক ধারণ করত বিকট-দশন-সিংহ, হরিণীকে ধারণ করিয়া যেমন নিজ আবাসে লইয়া যায়, তদ্রূপ তাহাদিগকে নিজবাসস্থানে লইয়া যাইল। ১১২-১১৩। বিকটবদন লোহিত-নয়ন ভীমাকৃতি সেই দানবকে বিলোকন করিয়া গন্ধর্ব্বতনয়াগণ অতিশয় কম্পান্বিত-শরীরে "হা মাতঃ! হা পিতঃ! আমাদিগকে রক্ষা কর, হা বিধে! আমাদিগকে অসহায়া পাইয়া দুরাত্মা এই দানব যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তুমি নিবারণ কর, হা দৈব! আমরা বড়ই দুর্ভাগা, হায়! আমরা কি অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, তাহার ফলে এই ভীষণ অবস্থায় উপনীত হইলাম, হায়! আমরা ত পূর্ব্বে কখনও পাপের নাম পর্য্যন্তও হৃদয়ে স্মরণ করি নাই। আমরা বাল্যক্রীড়া, রত্নেশ্বর-পূজন এবং পিতা ও মাতার আদেশানুযায়ি-চেষ্টা ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্মই জানি না। হে প্রভো রত্নেশ্বর! হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনার একমাত্র শরণাগতা দীনা ও অনাথা এই বালাসকলকে আপনি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে? ১১৪-১১৮।

রত্নাবলী ও তাহার সখীগণ এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে এমন সময় মহামনা রত্নচূড় নামক নাগরাজ তাহাদের সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অনন্তর রত্নচূড় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই পাতাললোকে কর্ম্মবন্ধনভেদকারি মদীশ্বর রত্নেশ্বরের নাম কোন ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে গ্রহণ করিতেছে"। এমন সময়ে আবার তাহাদের মুখোচ্চারিত সেই আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া রত্নেশ্বর সম্ভ্রম-সহকারে অস্ত্র-গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহ হইতে নির্গমনমাত্রে রত্নচূড়, রসাসব-পান ও মহামাংস-ভক্ষণে অতি দুশ্চেষ্ট সেই দুরন্ত দানবকে বিলোকন করত গালি দিতে লাগিলেন যে, "অরে পাপাত্মন্ শিষ্টকন্যাপহারিন্!

আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্ এক্ষণে কোথায় গিয়া আত্মরক্ষা করিবি ? আমি পীড়িতগণের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বাণাঘাতে দেহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক যমরাজের গৃহে অতিথ্য-লাভ কর। আর তুই কি জানিস না যে, প্রলয়কালেও যাহারা রত্নেশ্বরের নাম গ্রহণ করে, তাহাদের, তোদের ন্যায় দুরাত্মাগণ হইতে কোন ভয় থাকে না। আর রত্নেশ্বরের নামগ্রহণ-দ্বারা যাহারা মহাবিপত্তি হইতে আত্মাকে রক্ষা করিয়াছে, অন্যভয়ের কথা দূরে থাকুক তাহাদের কখনও ব্যাধি বা কলিকাল জন্য ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। ১১৯-১২৬। অসুরের প্রতি এই প্রকার উপালম্ভ করিয়া রত্নচূড় ব্যাঘ্রভীতা মৃগীর ন্যায় কম্পিতাঙ্গী সেই গন্ধর্ব্বতনয়াগণকে কহিলেন যে, অয়ি ললনাগণ! তোমাদের কোন ভয় নাই। ১২৭। এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ভুজগরাজতনয় রত্নচূড়, আকর্ণ মৌর্ব্বী আকর্ষণ করিয়া কোদণ্ড হইতে নিশিত শর পরিত্যাগ করিলেন। চরণতাড়িত ভুজঙ্গের ন্যায় অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দনুজরাজ, রত্নচূড়কে লক্ষ্য করত কালদণ্ডের ন্যায় ভীমদর্শন মুষল নিক্ষেপ করিল। যাহাদের হৃদয়ে রত্নেশ্বর-লিঙ্গ সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাহাদের নিকট কালদণ্ড তৃণাদিনির্ম্মিত দণ্ডের ন্যায় অকিঞ্চিৎকরতা প্রাপ্ত হয়। তখন মহাত্মা রত্নচূড় পথিমধ্যেই নিজ বাণনিকর দ্বারা সেই মুষল-চ্ছেদ করিলেন, অনন্তর যে বাণ-প্রহারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহার প্রাণ-বিনাশ হইতে পারে, সেই প্রকার কালানলসদৃশ বাণ তূণীর হইতে নিষ্কাশিত করত রত্নচূড় তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্যপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন; তৎপরে সেই বাণ পাপাত্মা দনুজের হৃদয় বিদারণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বয়ংই তূণমধ্যে প্রত্যাগত হইল। ইহাতে বোধ হইল যেন সেই বাণ সুবাহুদনুজের হৃদয়স্থিত দৌরাত্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাই দিগঙ্গনাগণের নিকট কীর্ত্তন করিবার জন্যই যেন তাহা ভেদ করিয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১২৮-১৩৩। যাহারা অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যের দ্বারা সুখ-ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সেই সকল দ্রব্য প্রাণের সহিত এই প্রকারে বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৪। মহাবলী নাগরাজ রত্নচূড়, এইরূপে দানবকে বিনাশ করত সেই কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কে? তোমাদের পিতারই বা কি নাম? এই দুরাত্মা দানব, তোমাদিগকে কোন্ স্থানে দেখিতে পাইল এবং সেই রত্নেশ্বর-লিঙ্গের দর্শনই বা তোমরা কোথায় করিলে? যে রত্নেশ্বরের নামোচ্চারণ মাত্রেই তোমাদের পরম বিপত্তি দূর হইয়াছে, এই সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ কর। ১৩৫ ১৩৮। রত্নচূড়ের এবম্প্রকার বাক্য-শ্রবণে সেই রত্নাবলীপ্রমুখ বালিকাগণ পরস্পর মুখাবলোকন-

পূর্ব্বক পরস্পরেই মন্দমন্দভাবে বলিতে লাগিল যে "এই যুবাকে বোধ হইতেছে যেন আমারা পূর্ব্বে কোন স্থানে দর্শন করিয়াছি। ইনি কে ? অহো দৈব! কৃপাপূর্ব্বক কোথা হইতে এই সঙ্কট স্থলে আমাদের এই অকারণ-সুহৃৎকে প্রেরণ করিলে! ইনি নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দুরাত্মা দানবের হস্ত হইতে আমাদের উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন, ইহাঁর অবলোকন মাত্রেই আমাদের স্বভাবচঞ্চল ইন্দ্রিয়-সকল যেন সুধা-সমুদ্রে মজ্জন করত নিস্পন্দভাব ধারণ করিয়াছে। যেমন ইহাঁকে দেখিয়া হইতেছে, অন্য কোন স্থলে অতিরমণীয় বস্তু দর্শন করিয়াও আমাদের নেত্র এই প্রকার নিশ্চলভাব ধারণ করে না। অমৃতের ন্যায় মাধুর্য্যময় ইহাঁর বাণী-শ্রবণ করিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অন্য শব্দ-গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছে এবং আমাদিগের হৃদয়-মণির অপহারী এই পুরুষকে বিলোকন করিয়া অবধি আমাদের স্বভাবচঞ্চল চরণ যেন পঙ্গুত্ব লাভ করিয়াছে। ১৩৯-১৪৪। এই যুবা কে ? ইহা স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। যদ্যপিও পূর্ব্বে চিত্রপটমধ্যে সেই রত্নচূড়কে তাহারা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি সেই অতিভীষণাকার দানব-বিলোকনে সমুৎপন্ন ভীতি হইতে তাহাদের নেত্র, তৎকালে অন্ধপ্রায় হওয়াতে তাহারা এইক্ষণে রত্নচূড়কে ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। ১৪৫-১৪৬। রত্নাবলীর সখীগণ, রত্নচূড়কে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল যে, "হে মহাত্মন্! আপনি স্নেহনির্ভর-হৃদয়ে আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহার সম্যক্‌প্রকার উত্তর প্রদান করিতেছি, আপনি অবধান-পর হউন। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির তনয়া, ইহাঁর নাম রত্নাবলী, অনেক গুণরত্ন সর্ব্বদা ইহাঁর বাহ্য ও আন্তর মহনীয়তার পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা ইহাঁর সহচরী, সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়া থাকি। আমরা বাল্যকাল হইতেই পিতার আজ্ঞানুসারে কাশীস্থিত রত্নেশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে প্রতিদিন তথায় গমন করি, অনন্তর যথাকালে ভগবান্ রত্নেশ্বর প্রসন্ন হইয়া রত্নাবলীকে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে কুমারিকে। অদ্য স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমার কৌমার-হরণ করিবেন, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন এবং তাঁহার নামের সহিত তোমার নামের বহুলপরিমাণে সাদৃশ্য থাকিবে।" তৎপরে রাত্রিযোগে স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় ভাবী পতি যুবাকে দেখিয়া নিদ্রাত্যাগানন্তর সেই প্রিয়তমের বিরহ-বহ্নিতাপে তাপিতা হইয়া, অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেছেন দেখিয়া, আমরা নিজ কলা-কৌশল দ্বারা চিত্রে অঙ্কিত করিয়া সেই যুবার প্রতিকৃতি এই রত্নাবলীকে দেখাইলাম, যাহার নাম, গ্রাম বা কুলের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানা ছিল না, সেই

হৃদয়েশ্বরকে আমাদের চিত্রপটে অঙ্কিত দেখিয়া রত্নাবলী যেন পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ রত্নেশ্বরকে নমস্কার করিয়া ইহাঁর সহিত আমরা গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিতেছিলাম, এই সময়ে দুরাত্মা এই অসুর অতর্কিতভাবে আগমন করত আমাদিগকে লইয়া এইস্থলে আগমন করে, ইহার পরে যাহা যাহা হয়, আপনি তাহা সকলই অবগত আছেন। হে সাধো! আপনার সমক্ষে আমরা নিজ পরিচয় প্রদান করিলাম, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করুন। হে মহাত্মন্ কৃপানিধে! আপনি কে? যখন আমরা সেই দুষ্ট দানবকে বিলোকন করিয়াছি, সেই সময় হইতে আমাদের নেত্র যেন বিদ্যুৎসম্পর্কে গতপ্রভ হইয়াছে, আমরা দিগ্ভ্রান্তা হইয়াছি; আমরা কে? কোথায় আছি? আপনি কে? কি হইয়াছে ও অতঃপর কি হইবে? তাহা যেন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। ১৪৭-১৫৯। পবিত্র-বুদ্ধি ও পুণ্যস্বভাব নাগরাজতনয় রত্নচূড়, রত্নাবলীর সখীমুখ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত-শ্রবণপূর্ব্বক ভয়ত্রস্তা সেই বালিকা-গণকে বিহিতভাবে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাদের রত্নেশ্বর দেখাইতেছি" এই বলিয়া রত্নচূড় তাহাদিগকে এই রমণীয় ক্রীড়া-বাপীতটে লইয়া গেলেন। সেই ক্রীড়া-বাপীর সোপান সকল বিচিত্র মণিনিবহের দ্বারা নির্ম্মিত, হংস ও চক্রবাকের রমণীয় শব্দে সর্ব্বদা তাহা পরিপূরিত, তাহার জল অতি শীতল ও পরম স্বাদু, তত্রস্থ জলচর পক্ষিগণের নিনাদ শুনিলে মনে হয় যেন সেই বাপী, তৃষাতুর ব্যক্তিগণের স্বাগত-প্রশ্ন করিতেছে। ১৬০-১৬২। অনন্তর রত্নচূড়ের আদেশক্রমে তাহারা সেই বাপীজলে সবস্ত্র নিমগ্ন হইল, পুনর্ব্বার উন্মজ্জন করত তীরে উঠিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের অতিশয় বিস্ময় হইল; তাহারা দেখিল যে কাশীতে কালরাজের নিকট রত্নেশ্বরে তাহারা উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর তাহারা বিস্ময়সহকারে পরস্পর বলিতে লাগিল যে, "ইহা কি আমরা স্বপ্ন দেখিলাম অথবা ইহা কি বাস্তবিক সত্য? কিম্বা ভগবান্ রত্নেশ্বরের ইহা বিচিত্র লীলা? আমরাই কি ভ্রান্তিসাগরে পতিত হইলাম? ইহাই বা কিসে হইবে, গন্ধর্ব্বজাতির ত ভ্রম হয় না, তবে কি আমরা গন্ধর্ব্বকন্যা নহি। আমরাত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হইতেছে যেন ইহা সকলই কোন ঐন্দ্রজালিক-মায়া। এই আমাদের সম্মুখে উত্তরবাহিনী গঙ্গা, এই শঙ্খচূড়বাপী ও ইহার পার্শ্বে ওই শঙ্খচূড়ের আলয় দেখা যাইতেছে। এই বারাণসীস্থ শঙ্খচূড়েশ্বর মহাদেবের দর্শনে কালসর্পজ ভয় নষ্ট হয়। যেখানে স্নান করিলে মনুষ্যের আর মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় না, এই সেই

পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী-বাপী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ১৬৩-১৭০। ত্রিপুর-বিজয়েচ্ছু মহেশ্বর স্বয়ং যাহার স্তুতি করিয়াছিলেন; মন্দাকিনীর সুন্দরতটে এই সেই আশাপুরী দেবী বর্ত্তমানা রহিয়াছেন। ১৭১। অদ্যাপিও এই আশাপুরী দেবীর পূজা করিলে মানবগণের আশা পূর্ণ হয়। মন্দাকিনীর পশ্চিমদিকে এই সিদ্ধ্যষ্টকেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহাঁর সেবা করিলে ভক্তের গৃহ, অষ্টপ্রকার সিদ্ধিযুক্ত হয়। এই সেই সিদ্ধ্যষ্টকেশের নিকট সিদ্ধ্যষ্টকাখ্য-কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে এই সিদ্ধ্যষ্টককুণ্ডে স্নানানন্তর শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব পাপ হইতে মুক্ত হয় ও স্বর্গে যাইতে সক্ষম হয় এবং কাশীতে সর্ব্বাভীষ্টপূরণকারিণী যে অষ্টসিদ্ধি বিরাজমানা আছেন, সে সকলও তাহার আয়ত্ত হয়। যাঁহার চরণে প্রণিপাতকারী নরগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিধ্বস্ত হয়, এই সেই মহারাজ বিনায়কের বিগ্রহ আমাদের নেত্রগোচর হইতেছেন। যাঁহাকে দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, এই সেই ধ্বজপতাকাসমলঙ্কৃত কাঞ্চনরাশিসমুজ্জ্বল সিদ্ধেশ্বরের সমুন্নত প্রাসাদ। যাঁহার বিলোকনমাত্রেই মনুষ্যের আর মধ্যম বা অধোলোকে বাস করিতে হয় না, কাশীক্ষেত্রের মধ্যভাগে এই সেই মধ্যমেশ্বর-লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। ১৭২-১৭৭। এই মধ্যমেশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মনুজ আসমুদ্র ক্ষিতির আধিপত্য-লাভ করিয়া পরে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৭৮। এই সঙ্গমেশ্বরের পূর্ব্বদিকে সেই ঐরাবতেশ্বর-লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন; যাঁহার পতাকাতে একটী রমণীয় ঐরাবত-হস্তী চিত্রিত রহিয়াছে। ১৭৯। এই সেই রত্ননির্ম্মিত বৃদ্ধকালেশ্বরের প্রাসাদ বিদ্যমান; যে স্থলে প্রতি অমাবস্যা তিথিতেও অনন্ত নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রমা বিরাজমান থাকেন। ১৮০। এবং যে প্রাসাদের দর্শনমাত্রেই মনুজগণ, কাল, কলি ও কলুষরাশির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়া থাকে। ১৮১।

অলৌকিক ব্যাপার বিলোকনে সম্ভ্রান্ত-চিত্ত সেই বালিকাগণ যে সময় পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতেছিল, ইত্যবসরে নারদ মহর্ষির নিকট "রত্নাবলী ও তৎসখীগণের রত্নেশ্বর হইতে আগমন-কালে দানবকর্ত্তৃক অপহরণ, পাতালে গমন, তথায় দানবের সহিত রত্নচূড়ের সংগ্রাম, অনন্তর রত্নচূড় জিজ্ঞাসান্তে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদিগকে যে প্রকারে কাশীতে প্রেরণ করেন, তৎপরে কাশীতে আসিয়া রত্নাবলী ও তৎসখীগণ বিস্ময়সহকারে পরস্পর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বলাবলি করণ" এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গন্ধর্ব্বপতি বসুভূতি, অতি ত্বরা-সহকারে তথায় আগমনপূর্ব্বক নিজ বয়স্যাগণের সহিত বিরাজমানা অম্লান-পঙ্কজমুখী

তনয়া রত্নাবলীকে বিলোকন করিয়া আনন্দাতিভরে আলিঙ্গন ও পুনঃ পুনঃ ললাটস্থল আঘ্রাণ করত নিজ ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া আদর-সহকারে সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮২-১৮৯। অনন্তর রত্নাবলী, রত্নেশ্বর হইতে নিজ বরপ্রাপ্তি ও স্বপ্নবৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া আর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয়ই পিতৃসমক্ষে কীর্ত্তন করিল। ১৯০। অনন্তর মুখভঙ্গিতে রত্নাবলীর মনোবৃত্তি অবগত হইয়া শশিলেখা সুস্পষ্টভাবে সকল বৃত্তান্তই গন্ধর্ব্বরাজের নিকট কীর্ত্তন করিল। ১৯১। অনন্তর কৃতী গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি, তাহাদের বাক্যে অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া রত্নেশ্বর-লিঙ্গের প্রভাব তাহাদের নিকট সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ১৯২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যবৃদ্ধিবিরোধিন্ অগস্ত্য! আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর; সংযমী রত্নচূড় প্রত্যহই সেই বাপীমার্গ অবলম্বন করত নাগলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া রত্নপূরিত অষ্ট অঞ্জলির দ্বারা রত্নেশ্বরের পূজা করিতেন। ১৯৩-১৯৪। তৎপরে সুবর্ণ-নির্ম্মিত আটটী পদ্ম-প্রদান করিয়া নিজ আবাসে প্রতিগমন করিতেন, ইহার পূর্ব্বে একদিন লিঙ্গরূপধারী রত্নেশ্বর স্বপ্নাবস্থায় দর্শন প্রদান করিয়া, নিজ ভক্ত দৃঢ়ব্রত রত্নচূড়কে কহেন যে, "দানবাপহৃত যে কন্যাকে রণে দানব-জয় করিয়া তুমি মোচন করিবে, সেই কন্যাই তোমার পত্নী হইবে।" মহাদেবের এই প্রকার বর স্মরণপূর্ব্বক মহামনা নাগরাজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজবীর্য্যে সেই দানবকে হনন করত রত্নাবলীর উদ্ধার-সাধন করিয়া বাপীমার্গের দ্বারা তাঁহাকে পুনর্ব্বার মহীতলে আনয়ন করেন এবং আনয়নান্তে স্বয়ং নিত্য নিয়মসাধন পূর্ব্বক লিঙ্গের অর্চ্চনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন বহির্গমন করিতেছেন, তৎকালে সেই সখীগণ অতি সম্ভ্রম-সহকারে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতিকে দেখাইয়া দিল যে, "এই সেই ধন্য আমাদের উদ্ধারকারী যুবা"। গন্ধর্ব্বরাজ সেই নাগরাজপুত্রকে বিলোকন করিয়া আনন্দে বিকশিতনেত্র হইলেন ও তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অনন্তর তিনি মনে তাঁহার রূপ, বীর্য্য, বয়ঃক্রম ও বংশের বিস্তর প্রশংসা করত এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, "আমিই ধন্য; রত্নেশ্বর, বর-প্রদানে আমাকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার কন্যা রত্নাবলীও ধন্যতরা, কারণ সে এইরূপ যোগ্য পতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।" মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করত গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি, সেই সুন্দর যুবা রত্নচূড়কে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়া তদীয় বলাবল বিবেচনান্তে রত্নেশ্বরের সম্মুখেই তাঁহার করে রত্নাবলীকে সমর্পণ করিলেন; অনন্তর

কন্যার সহিত তাঁহাকে গন্ধর্ব্বলোকে লইয়া গেলেন, তৎপরে তথায় বিবিধ কৌতুক ও মঙ্গলের সহিত নানাবিধ রত্নাদি প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বৈবাহিক-বিধি-দ্বারা যথাযথরূপে স্বীয় তনয়ার পাণিগ্রহণ করাইলেন। ১৯৫—২০৬!

অনন্তর শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা, নিজ নিজ পিতাকে স্ব স্ব মনোভাব বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দে রত্নচূড়েরগলে বরমাল্য অর্পণ করিল। এইরূপে সেই পরম রূপ ও গুণশালিনী চারিটী গন্ধর্ব্বকন্যাকে বিবাহ করিয়া রত্নচূড় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ পিতৃগৃহোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ২০৭-২০৮। অনন্তর শ্রুতিচতুষ্টয়ের সহিত প্রণব যেমন শিবকে প্রণাম করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই চারি গন্ধর্ব্বকন্যার সহিত রত্নচূড় স্বীয় পিতা ও মাতার চরণে প্রণামপূর্ব্বক রত্নেশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় নিবেদন করিয়া তাঁহাদের অভিনন্দন লাভে হৃষ্টচিত্তে নবোঢ়া বধূগণের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২০৯-২১০। ঈশ্বর কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে গিরিবালে! মদীয় স্থাবর-মূর্ত্তি সর্ব্বজনের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ এই রত্নেশ্বরের অতুল প্রভাব তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। এই লিঙ্গে সহস্র সিদ্ধগণ, পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অয়ি সুমধ্যমে! এতদিন এই লিঙ্গ গুপ্ত ছিল। আমার সর্ব্বপ্রকার ভক্ত ত্বদীয় পিতা হিমবান্ নিজ পুণ্যার্জ্জিত অনন্ত রত্ননিবহের দ্বারা ইহাকে প্রকাশ কবিয়াছেন; অয়ি অদ্রিরাজতনয়ে! এই লিঙ্গে আমার সার্ব্বকালিক প্রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, বারাণসীস্থিত এই রত্নেশ্বর-লিঙ্গকে ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রযত্ন-সহকারে পূজা করিবে। হে প্রিয়ে উমে! এই রত্নেশ্বরের অনুগ্রহে নানাবিধ রত্ন উত্তমা স্ত্রী, পুত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি, এই রত্নেশ্বরকে নমস্কার করিয়া দেশান্তরেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি শতকোটি কল্পেও স্বর্গ-চ্যুত হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া রত্নেশ্বরের সন্নিধানে রাত্রি-জাগরণ করিলে পর মানব মদীয় সান্নিধ্য-লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে প্রিয়ে! এই লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে তুমি জন্মান্তরে আমার প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত দাক্ষায়ণীশ্বর নামে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে। সেই দাক্ষায়ণীশ্বরের সন্দর্শনমাত্রেই মনুষ্য দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে; সেই তুমি অম্বিকাগৌরী ও আমি অম্বিকেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং হে সুমধ্যমে উমে! তাহারই নিকটে তোমার পুত্র, মূর্ত্তিমান্ ষড়ানন বিদ্যমান রহিয়াছেন; এই মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। আমি তোমার নিকট যে রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিলাম, ইহা কলি-কলুষ-হৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য

কীর্ত্তন করিবে, সে কদাপি পুত্র, ও পৌত্র ও গবাদি পশু হইতে বিযুক্ত হইবে না। যে নরোত্তম অবিবাহিতাবস্থায় এই ইতিহাসের সহিত রত্নেশ্বরের উৎপত্তি-কথা ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিবে, সে অচিরাৎ নিজ মনোমত সৎকুলোৎপন্ন কন্যারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কন্যাও এই ইতিহাসটী শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিলে সুন্দর ও সুশীল পতি-লাভ করিবে ও পতিব্রতা হইবে। এই মনোরম ইতিহাসটী শ্রবণ করিলে নারী কিম্বা পুরুষ কদাপি ইষ্টজনের বিয়োগরূপ অগ্নির তাপে পরিতাপিত হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ২১১—২২৫।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

কৃত্তিবাস-সমুদ্ভব।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! এই স্থানেই মহাপাতকহারি যে একটী মহৎ আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। মহেশ্বর যখন রত্নেশ্বরের এইরূপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন তখন চতুর্দ্দিক হইতে "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" এইরূপ মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল; তখন মহিষাসুরের পুত্র গজাসুর নিজ বীর্য্যমদে উদ্ধত হইয়া প্রমথগণকে মথন করত আগমন করিতেছিল। পৃথিবীর যে যে স্থানে চরণ নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই সেই স্থানেই তাহার ভারে পর্ব্বত-সমূহও আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার প্রচণ্ড বেগে শিখরের সহিত তরু-নিচয়ও ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতেছিল। তাহার সেই বেগে পর্ব্বত-সমূহও বিচূর্ণিত হয়, তাহার মস্তক-সংঘর্ষণে মেঘনিচয় ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারই কেশসম্মর্দ্দনে মেঘনিচয় কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার প্রচণ্ড নিঃশ্বাসভরে সমুদ্র-নিচয় উত্তরঙ্গ হইয়া, জলচর সমূহের সহিত অদ্যাপি অমন্দ-কল্লোল করিতেছে। ২-৭। সেই মায়াবীর-দেহ নবসহস্রযোজন উন্নত এবং দেহের বিস্তারও ততই, বিদ্যুৎ-সমূহ অদ্যাপিও তাহারই নেত্রের পিঙ্গলিমা ও তরলিমা পরিত্যাগ করে নাই। সেই দুঃসহ দানব যে যে দিকে গমন করিতেছিল, সেই সেই দিকই তাহার ভারে সমান হইয়া যাইতেছিল, সে ব্রহ্মার নিকট "কামের বশীভূত কোন স্ত্রী বা কোন পুরুষের হস্তে হত হইবে না" এই বর-লাভ করিয়া

ত্রিজগৎকে তৃণের ন্যায় বোধ করিতেছিল। ভগবান্ মহেশ্বর সেই দৈত্যকে আগমন করিতে দেখিয়া এবং তাহাকে অন্যের অবধ্য জানিতে পারিয়া, শূলের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিশূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া সেই দৈত্য গজাসুর, আপনাকে ছত্রীকৃত বিবেচনা করিয়া মহেশ্বরকে বলিতে লাগিল। ৮—১৩।

গজাসুর কহিল, হে ত্রিশূলপাণে! হে দেবেশ! আমি জানি যে আপনি কন্দর্পবিজয়ী, হে পুরান্তক! আপনার হস্তে আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ, আপাততঃ আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মৃত্যুঞ্জয়! আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতেছি না। আপনিই একমাত্র জগতের বন্দনীয় হইয়া সকলের উপরে অবস্থান করিতেছেন, আমি এক্ষণে আপনারও উপরে ছত্রস্বরূপে অবস্থান করিতেছি, সুতরাং আপনিও আমার নিকট পরাজিত হইলেন। আপনার ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত হইয়া আজ আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, কালক্রমে সকলকেই মরিতে হইবে, সুতরাং ঈদৃশ মৃত্যু, আমার শ্রেয়স্কর। ১৪-১৭। (স্কন্দ কহিলেন) হে ঘটোদ্ভব! কৃপানিধি দেবদেব শম্ভু গজাসুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত বলিতে লাগিলেন। ১৮।

ঈশ্বর কহিলেন, হে মহাপৌরুষনিধে গজাসুর! হে সুমতে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি স্বীয় অনুকূল বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যরাজ প্রত্যুত্তর করিল। ১৯।

গজাসুর কহিল, হে দিগ্বাস! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রণাঙ্গনে পণস্বরূপ আমার এই কৃত্তি (চর্ম্ম) সর্ব্বদা পরিধান করুন, ইহা আপনার ত্রিশূলাগ্নিতে অতি পবিত্র হইয়াছে এবং ইহা আপনার অনুরূপ ও অতি সুখস্পর্শ। আর এই কৃত্তি সতত ইষ্টগন্ধি, অতি কোমল, অতি নির্ম্মল ও অতিশয় বিভূষণ হউক। হে বিভো! আমার এই চর্ম্ম উৎকট তপস্যানলেও দগ্ধ হয় নাই, এই জন্য ইহা পুণ্যগন্ধের নিধিস্বরূপ, হে দিগম্বর! ইহা যদি পুণ্যতম না হইবে, তবে ইহা রণাঙ্গনে কিরূপে আপনার অঙ্গ সংস্পর্শ লাভ করিল? হে শঙ্কর! যদি আপনি প্রসন্নই হইয়াছেন, তবে আমাকে আরও একটী বর প্রদান করুন এই যে, আজ হইতে আপনার নাম কৃত্তিবাস হউক। ২০-২৫। (স্কন্দ কহিলেন) ভগবান্ শঙ্কর দৈত্যের এই বাক্য শ্রবণে "তাহাই হইবে" বলিয়া পুনরায় ভক্তি-নির্ম্মল-চিত্ত সেই দানবকে বলিতে লাগিলেন। ২৬।

ঈশ্বর কহিলেন, হে পুণ্যনিধে দৈত্য! আমি তোমাকে একটী দুর্লভ বর প্রদান করিতেছি, তুমি এই মহাক্ষেত্র অবিমুক্তধামে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ,

অতএব তোমার এই পবিত্র শরীর এই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে আমার লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়া সকলকে মুক্তি প্রদান করুক, আর মহাপাতকনাশন এই লিঙ্গের নাম কৃত্তি-বাসেশ্বর হউক এবং এই শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ, সমস্ত শিরঃস্থানীয় হউক। ২৭-২৯। বারাণসীতে যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ মস্তকের ন্যায় সেই সমস্ত লিঙ্গ অপেক্ষা উত্তম। মানবগণের হিতের জন্য আমি পার্ব্বতীর সহিত এই লিঙ্গে অবস্থিতি করিব। মানব এই লিঙ্গের দর্শন পূজন ও স্তুতি করিলে কৃতকৃত্যতা লাভ করিবে এবং আর সংসারে প্রবেশ করিবে না। ৩০-৩১। অবিমুক্তস্থিত যাবতীয় রুদ্র, পাশুপত, সিদ্ধ ও তত্ত্বচিন্তক ঋষিগণ, যাহারা শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ এবং মুমুক্ষু, মান ও অপমানে যাহাদের তুল্যবুদ্ধি এবং যাহারা প্রস্তর ও কাঞ্চনকে সমভাবে দর্শন করে, তাহাদিগের হিতের জন্য আমি এই কৃত্তিবাসেশ্বর-লিঙ্গে অবস্থান করিব। দশসহস্রকোটি তীর্থনিচয়, প্রত্যহ ত্রিকাল এই কৃত্তিবাসে আগমন করিবেন। কলি ও দ্বাপরযুগে উৎপন্ন মানবনিচয় অতিশয় পাপবুদ্ধি, সদাচারবিহীন, সত্য ও শৌচে পরাঙ্মুখ, মায়া, দম্ভ, লোভ, মোহ অহঙ্কারযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় লোভী হইয়া শূদ্রের অন্ন সেবন করিবে, তাহাদের মন হইতেও সন্ধ্যা, স্নান, জপ ও যজ্ঞ প্রভৃতি দুরীকৃত হইবে। সেই সমস্ত মানব কৃত্তিবাসে-শ্বরের নিকট আগমন করিলে নিষ্পাপ হইবে এবং সুকৃতি ব্যক্তিগণ যেমন অনায়াসে মোক্ষ লাভ করে, তাহারাও তদ্রূপ অনায়াসে মুক্তি-লাভ করিবে। ৩২-৩৮। অতএব কাশীতে মানবগণ যত্ন-পূর্ব্বক অবশ্য কৃত্তিবাসেশ্বরের সেবা করিবে। অন্য স্থানে সহস্রজন্মেও মুক্তি দুর্লভ কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বরের নিকট একজন্মেই মুক্তি লাভ করা যায়। তপস্যা ও দান প্রভৃতিতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করিবা মাত্র সেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সমস্ত মানব কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিবে, তাহারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হইবে, সুতরাং তাহাদের আর পুনরুৎপত্তি নাই। ৩৯-৪১। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করা উচিত এবং শতরুদ্রী পাঠ করা উচিত ও বার বার কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করা উচিত। উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারুদ্রী-জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিলে সেই ফল লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া রাত্রি-জাগরণ করত কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করে, সে পরমা গতি-লাভ করিয়া থাকে। ৪২-৪৪। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে, সে আর গর্ভে প্রবেশ করিবে না। ৪৫। (স্কন্দ কহিলেন) দেবদেব

মহেশ্বর, ইহা বলিয়া গজাসুরের সেই বিশাল চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। হে কুম্ভজ! যে দিন দেবদেব দিগম্বর কৃত্তি-বাস পরিগ্রহ করিলেন, সেই দিন তথায় মহান্ উৎসব হইয়াছিল। যে স্থানে শূলে আরোপিত হইয়া সেই দৈত্য ছত্রীকৃত হইয়াছিল; শূল উৎপাটন করিলে তথায় একটী মহৎ কুণ্ড হইয়াছে, সেই কুণ্ডে স্নান করত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব কৃতকৃত্য হয়। ৪৬—৪৯।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! সেই কুণ্ডে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা শ্রবণ কর; সেই তীর্থের প্রভাবে কাকনিচয়ও হংস হইয়াছিল। ৫০। একদা চৈত্র-পূর্ণিমায় সেই কৃত্তিবাসে মহোৎসব হইয়াছিল, সেই সময় তথায় দেব-পূজকগণ বহু-তর উপহারের সহিত রাশীকৃত অন্ন আহরণ করিয়াছিল। হে বিপ্র! সেই রাশীকৃত অন্ন দর্শন করিয়া নানাবিধ পক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই অন্নের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অতি পুষ্টাঙ্গ ও বলবান্ কাকসমূহের চঞ্চুর দ্বারা আহত হইয়া দুর্ব্বল কাক-নিচয় কঠোর শব্দ করিতে করিতে আকাশ-মার্গ হইতে সেই কুণ্ডে নিপতিত হইল এবং তাহারা তথায় পতিত হইবামাত্র হংসরূপ ধারণ করিল। তাহাদের এতাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া, যাত্রায় সমাগত মানবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করত বলিতে লাগিল যে, "অহো! দেখ দেখ, আমাদের দেখিতে দেখিতেই যে সমস্ত কাক এই কুণ্ডমধ্যে নিপতিত হইল, এই তীর্থের প্রভাবে তাহারা সকলেই হংসরূপ ধারণ করিল"। ৫১-৫৬। হে মুনে কলসোদ্ভব! তদবধি কৃত্তিবাসের সমীপস্থ সেই কুণ্ড হংস-তীর্থ নামে লোকে বিখ্যাত হইল। মহামলিন কর্ম্মসমূহে যাহাদের অন্তঃকরণ অতি কলুষিত, তাহারাও হংস-তীর্থে স্নান করিলে ক্ষণমধ্যে নির্ম্মলতা লাভ করিয়া থাকে। সতত কাশীতে বাস, হংস-তীর্থে স্নান এবং কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহা হইলেই পরমপদ লাভ করিবে। ৫৭-৫৯। হে মুনে! কাশীতে স্থানে স্থানে বহুতরই শিবলিঙ্গ আছেন কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ সমস্ত লিঙ্গেরই শিরঃস্থানীয়। কাশীতে ভক্তিসহকারে কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিলে সমস্ত লিঙ্গ-পূজার ফল-লাভ হয়। কৃত্তিবাসেশ্বর-লিঙ্গ-সমীপে জপ, দান, তপঃ, হোম, তর্পণ এবং দেবপূজা প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তৎসমুদয়ই অনন্ত হইয়া থাকে। ৬০-৬২। হে কলসসম্ভব! এই তীর্থ অনাদিসিদ্ধ, মহেশ্বরের সান্নিধ্যে ইহা পুনঃ-প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত সিদ্ধলিঙ্গ যুগে যুগে তিরোহিত হয়, পরে শম্ভুর সান্নিধ্যে পুনরায় আবি-র্ভূত হইয়া থাকে। ৬৩-৬৪। হে মুনে। হংস-তীর্থের চতুর্দ্দিকে মুনিগণ-কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত দ্বিশতোত্তর অযুত শিবলিঙ্গ আছেন; কাত্যায়নেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া চ্যবনেশ্বর-পর্য্যন্ত প্রত্যেক লিঙ্গই কাশীবাসী মানবগণের সিদ্ধিপ্রদ। ৬৫-৬৬। কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমে লোমশমুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লোমশেশ্বর নামক মহালিঙ্গ আছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করে তাহার আর যমভীতি কোথায়? কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে মালতীশ্বর নামক মহালিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূজা করিলে রাজা গজপতিত্ব লাভ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাসেশ্বরের ঈশানদিকে অন্তকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে অতিশয় পাপী জনও নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ৬৭-৬৯। তাঁহার পার্শ্বেই জনকেশ্বর নামক জ্ঞানপ্রদ মহালিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। তাঁহার উত্তরে মহামূর্ত্তি অসিতাঙ্গ নামক ভৈরব আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণকে যমদর্শন করিতে হয় না। ৭০-৭১। কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরদিকে বিকটলোচনা শুষ্কোদরী নাম্নী দেবী আছেন, তিনি কাশীর বিঘ্ন-সমূহ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই দেবীর নৈঋ্ঋতদিকে অগ্নিজিহ্ব নামক বেতাল আছেন, মঙ্গলবারে তাঁহার পূজা করিলে, তিনি বাঞ্ছিত-সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই স্থানে সর্ব্ব প্রকার ব্যাধিনাশন বেতাল-কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলে ব্রণ ও বিস্ফোটকজ্বালা নিবৃত্ত হয়। যে কোন ব্যক্তি বেতাল-কুণ্ডে স্নান করিয়া বেতালকে প্রণাম করে সে দুর্লভ বাঞ্ছিত-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৭২-৭৫। সেই স্থানেই চতুষ্পাদ ও পঞ্চশীর্ষক গণ আছেন, সেই গণকে দর্শন করিলেই পাপসমূহ সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে মুনে! তাঁহারই উত্তরে অতি ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি আছেন, তিনি চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ এবং সপ্তহস্ত; হে মুনে! বৃষাকার সেই রুদ্র তিন স্থানে বদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছেন। যাহারা কাশীতে বিঘ্ন করে এবং যাহারা পাপবুদ্ধি, তাহাদিগকে ছেদন করিবার জন্য তিনি কুঠার-ধারণ করিয়া আছেন। আর যাহারা কাশীবিঘ্নহরণ করে এবং যাহারা কাশীতে ধর্ম্মবুদ্ধিতে থাকে, তিনি সুধাপূর্ণ-ঘটহস্তে তাহাদের বংশ পরিষিক্ত করিয়া থাকেন; সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে দর্শন ও ভক্তি সহকারে উৎকৃষ্ট উপচার সমূহের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে কখন বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। সেই রুদ্রের উত্তরদিকে মণি-প্রদীপ নামক নাগ আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে বিষব্যাধিহর মণিকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সেই নাগকে দর্শন করিলে মণিমাণিক্যপূর্ণ, গজাশ্বরথসঙ্কুল ও স্ত্রী-পুত্র-রত্নে সমৃদ্ধ রাজ্য-লাভ করা যায়। ৭৬-৮৩। কাশীতে যাহারা কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করে না, নিঃসন্দেহ তাহারা কেবল পৃথিবীর ভারের জন্য মর্ত্তলোকে আগমন করে। সে সমস্ত মানব কৃত্তিবাসে-

শ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিবে, তাহারাও সেই লিঙ্গদর্শনজনিত শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ৮৪—৮৫।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টষষ্টি আয়তন সমাগম কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে তপোরাশে অগস্ত্য! কাশীতে যে সমস্ত শিবলিঙ্গের সেবা করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করে, সেই শিবলিঙ্গের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে মহেশ্বর স্বেচ্ছায় চর্ম্ম-প্রাবরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ সেই স্থান রুদ্রাবাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহেশ্বর স্বেচ্ছায় উমার সহিত তথায় অবস্থান করিলে, নন্দী আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, "হে দেবদেবেশ! হে বিশ্বেশ! অতি মনোহর ও সর্ব্বরত্নময় অষ্টোত্তরষষ্টি প্রাসাদনিচয় এই স্থানে ছিল; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে যাবতীয় মুক্তিপ্রদ শুভ আয়তন আছে, তৎসমুদয়ই আমি এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। যে স্থান হইতে যাহা আনিয়া যে স্থানে রাখিয়াছি, হে নাথ! আমি তাহা বলিতেছি, আপনি ক্ষণকাল অবধান করুন। ১-৬। কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের স্থাণুনামক মহালিঙ্গ এস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, তথায় কলামাত্র শেষ আছেন; তাঁহারই সম্মুখে লোলার্কের পশ্চিমভাগে সন্নিহতি নামক মহাপুষ্করিণী আছেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র-তীর্থ। ৭-৮। সেই স্থানে শুভার্থী ব্যক্তিগণ স্নান, হোম, জপ, তপ এবং দান প্রভৃতি যাহা কিছু করে, তৎসমুদয়ই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিকোটিগুণ অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। হে বিভো! নৈমিষক্ষেত্র হইতে দেবদেব আগমন করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তকূপের সহিত কাশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তথায় অংশমাত্র স্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন। ৯-১০। ঢুণ্টিরাজের উত্তরভাগে সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ সেই দেবদেবাখ্য-লিঙ্গ অবস্থিত আছেন এবং তাঁহারই সম্মুখে মানবগণের পুনরাবৃত্তিহর্ত্তা সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক কূপ রহিয়াছে। সেই কূপজলে স্নান করিয়া দেবদেবের পূজা করিলে নৈমিষারণ্য অপেক্ষা কোটিকোটিগুণ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। গোকর্ণ হইতে মহাবল নামক লিঙ্গ এস্থানে সাম্বাদিত্যের

নিকট স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন ; যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মহাবল পাপও বাতাহত তূলারাশির ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। কপালমোচনের পুরোভাগে মহাবল নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব মহাবল প্রাপ্ত হয় এবং নির্ব্বাণ-নগরে গমন করে। তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাস-তীর্থ হইতে শশিভূষণ নামক লিঙ্গ আসিয়া এস্থানে ঋণমোচন-তীর্থের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানব সেই লিঙ্গের সেবা করিলে শশিভূষণতা লাভ করে এবং তথায় প্রভাসযাত্রা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহার নাম স্মরণ করিলেই কলি ও কাল হইতে কোন ভয় থাকে না, উজ্জয়িনী হইতে পাপনাশন সেই মহাকাল স্বয়ং এস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং ওঙ্কারেশ্বর-লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্কর হইতে পুষ্করের সহিত অয়োগন্ধেশ্বর-লিঙ্গ এস্থানে আবির্ভূত হইয়া মৎস্যোদরীর উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, তথায় তাঁহাকে দর্শন এবং অয়োগন্ধ-কুণ্ডে স্নান করিলে পিতৃগণকে সংসার হইতে তারণ করা যায়। অট্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর-লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া ত্রিলোচনের উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। মরুৎকোট হইতে মহোৎকটেশ্বর-লিঙ্গ আসিয়া এস্থানে কামেশ্বরের উত্তরভাগে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বিমল সিদ্ধিলাভ হয়। ১১-২৩। বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর-লিঙ্গ আগমন করিয়া এস্থান স্বর্লীনের পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকেও দর্শন করিলে বিমল সিদ্ধিলাভ হয়। মহেন্দ্র-পর্ব্বত হইতে মহাব্রত নামক মহালিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া স্কন্দেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মহাব্রতের ফল লাভ হয়। সত্যযুগে দেবর্ষিগণের স্তুতিকালীন কঠিন মৃত্তিকা-ভেদ করিয়া যে মহালিঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিলেন দেবর্ষিগণের মনোরথ-পূরণ-নিবন্ধন সেই লিঙ্গকে তাঁহারা "মহাদেব" এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। যে লিঙ্গ বারাণসীতে মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং যিনি এই কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র করিয়াছেন। যে মানব এই অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই মহাদেবকে দর্শন করিবে, সে, যে কোন স্থানে মৃত হইলেও শম্ভুলোকে গমন করিবে ; মুমুক্ষ ব্যক্তিগণ যত্নপূর্ব্বক অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই লিঙ্গের সেবা করিবে। ২৪-২৯। যে লিঙ্গস্বরূপ মহাদেব কল্পান্তরেও আনন্দকানন পরিত্যাগ করেন না, হিরণ্যগর্ভ-তীর্থের পশ্চিমদিকে ঐ তাঁহার সর্ব্বরত্নময় অনুপম শুভ প্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে ; এই মহাদেবই ক্ষেত্ররক্ষক এবং সর্ব্বপ্রকার অভিলাষপ্রদা বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্বলিঙ্গস্বরূপী। যাঁহারা বারাণসীতে

লিঙ্গরূপধারী মহাদেবকে দর্শন করে, তাহাদের সমস্ত লিঙ্গদর্শনের ফল লাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ৩০-৩৩। মানব কাশীতে একবারমাত্র মহাদেবের পূজা করিলে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করিয়া থাকে। ৩৪। শ্রাবণ মাসে পবিত্র পর্ব্বদিনে মহাদেব-লিঙ্গের উপরে যজ্ঞোপবীত অর্পণ করিলে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। গয়াতীর্থ হইতে ফল্গু প্রভৃতি সার্দ্ধঅষ্টকোটি পরিমিত তীর্থের সহিত পিতামহেশ্বর এস্থানে আগমন করিয়াছেন। ধর্ম্মেশ্বর নামক শিবলিঙ্গকে সাক্ষী করিয়া ধর্ম্ম যে স্থানে শতঅযুতযুগ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থিত পিতামহেশ্বর-লিঙ্গকে মানব ভক্তি-সহকারে পূজা করিলে এক-বিংশতি পুরুষের সহিত মোক্ষলাভ করে, তাহার সন্দেহ নাই। ৩৫-৩৫। প্রয়াগ-তীর্থ হইতে শূলটঙ্ক নামক মহেশ্বর তীর্থরাজের সহিত এস্থানে আগমন করিয়াছেন, নির্ব্বাণমণ্ডপের দক্ষিণদিকে ঐ তাঁহার কাঞ্চনোজ্জ্বল ও অতি নির্ম্মল প্রাসাদ, মেরুর সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। হে দেব! আপনি পূর্ব্ব যুগান্তরে বরপ্রদান করিয়াছেন যে, কাশীতে প্রথমেই কলুষহারী মহেশ্বর পূজিত হইবেন। যে ব্যক্তি এই কাশীতে প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিয়া মহোপচারের দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিবে, সে ব্যক্তি প্রয়াগতীর্থে স্নান ও শূলটঙ্ক-মহেশ্বরকে দর্শন করিলে যে ফল লাভ হয়, তদপেক্ষা কোটি গুণ অধিক ফল লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। ৩৯-৪৩। মহাক্ষেত্র শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবৃদ্ধিপ্রদ মহাতেজ নামক লিঙ্গ এস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, ঐ তাঁহার মাণিক্য-নির্ম্মিতের ন্যায় মহাতেজোনিধি ও অতীব নির্ম্মল প্রাসাদের দীপ্তিনিচয়ে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ৪৪-৪৫। সেই লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, স্তুতি ও পূজা করিলে, যে স্থানে গমন করিলে কোনরূপ শোক থাকে না; সেই স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিনায়কেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মহাতেজের পূজা করিলে, তেজোময় যানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করা যায়। পরম পবিত্র রুদ্রকোটি নামক তীর্থ হইতে স্বয়ং মহাযোগীশ্বর-লিঙ্গ এস্থানে আবিভূত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বসিদ্ধিকারী সেই লিঙ্গ পার্ব্বতীশ্বরের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিলিঙ্গ দর্শনের ফল প্রাপ্ত হয়। ৪৬-৪৯। তাঁহার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণের কোটি সংখ্যক রমণীয় প্রাসাদনিচয় বিরাজিত রহিয়াছে, ঐ সকল প্রাসাদ রুদ্রগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশীতে সেই স্থানকে বেদবাদীগণ রুদ্রস্থলী বলিয়া থাকেন; সেই রুদ্রস্থলীতে যে সমস্ত কৃমি, কীট ও পতঙ্গ, পশু, পক্ষি, মৃগ এবং ম্লেচ্ছ বা অদীক্ষিত মানব মৃত হয়, তাহারা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে এবং সংসারে আর

পুনরাগমন করে না। ৫০-৫২। সহস্র জন্মে যে পাপ অর্জ্জিত হয়, রুদ্রস্থলীতে প্রবেশ করিবামাত্র সেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। নিষ্কাম বা সকাম বা তির্য্যগ্‌যোনিগত যে কোন জীব রুদ্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ করে। ৫৩-৫৪। ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস এ স্থানে আগমন করিয়া কৃত্তিবাস-লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং অম্বা ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই ক্ষেত্রে স্বীয় ভক্তগণকে স্বয়ং শ্রুতিতে পরিপঠিত ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতেছেন। মরুজঙ্গল হইতে চণ্ডীশ্বর আসিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে জীবের প্রচণ্ড পাপনিচয়ও শতধা খণ্ডিত হইয়া যায়। ৫৫-৫৭। যে ব্যক্তি পাশপাণি গণপতির সন্নিকটে চণ্ডীশ্বর মহালিঙ্গকে দর্শন করে, সে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ৫৮। কালঞ্জর-তীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্ নীলকণ্ঠ এখানে আগমন করিয়াছেন এবং সেই ভবনাশন মহালিঙ্গ দণ্ডকূট নামক গণপতির সমীপে অবস্থান করিতেছেন; কাশীতে যাহারা নীলকণ্ঠেশ্বরের পূজা করে, তাহারাই নীলকণ্ঠ হয় এবং শশী তাহাদেরই ভূষণ হইয়া থাকেন। ৫৯-৬০। কাশ্মীর হইতে বিজয়-নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া শালকটঙ্কটের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানবগণ বিজয়েশ্বরের পূজা করিলে, রণে, রাজকুলে, দ্যূতে ও বিবাদে সর্ব্বদাই বিজয়ী হইয়া থাকে। ত্রিদণ্ডাপুরী হইতে স্বয়ং ভগবান্ ঊর্দ্ধরেতা এস্থানে আগমন করিয়া কুষ্মাণ্ডক নামক গণপতিকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে, ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, যাহারা ঊর্দ্ধরেতার ভক্ত, তাহাদের কখন অধোগতি হয় না। ৬১-৬৪। মণ্ডলেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে শ্রীকণ্ঠ নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া মণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন; যাহারা শ্রীকণ্ঠের ভক্ত, তাহারাই শ্রীকণ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই এবং তাহারা ইহ বা পরকালে কখনই শ্রীহীন হয় না। ৬৫-৬৬। ছাগলাণ্ড নামক মহাতীর্থ হইতে ভগবান্ কপর্দ্দীশ্বর পিশাচমোচনতীর্থে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন, মানব কপর্দ্দীশ্বরের পূজা করিলে নরকে গমন করে না এবং এই কাশীক্ষেত্রে উৎকট পাপ করিলেও পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয় না। ৬৭-৬৮। আম্রাতকেশ্বর ক্ষেত্র হইতে সূক্ষ্মেশ্বর নামক লিঙ্গ স্বয়ং এই শ্রেয়ঃসাধন ক্ষেত্রে আগমন করিয়া বিকটদন্ত গণপতির সমীপদেশে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সূক্ষ্মা গতি-লাভ হয়। মধুকেশ্বর হইতে জয়ন্ত নামক মহালিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া লম্বোদর গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, গঙ্গাজলে স্নান করিয়া জয়ন্তেশ্বরকে দর্শন করিলে, বাঞ্ছিত-সিদ্ধি হয় এবং সর্ব্বত্র বিজয়ী হওয়া যায়। শ্রীশৈল

হইতে দেবদেব ত্রিপুরান্তক এস্থানে আগমন করিয়াছেন, শ্রীশৈলেশ্বর-শিখর দর্শন করিলে যে ফল-লাভ হয়, ত্রিপুরান্তককে দর্শন করিলেও অনায়াসে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ভগবান্ ত্রিপুরান্তককে দর্শন করিলে মানব আর গর্ভে প্রবেশ করে না। সৌম্যস্থান হইতে ভগবান্ কুক্কুটেশ্বর এস্থানে আগমন করিয়া বক্রতুণ্ড নামক গণপতির সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে সমস্ত সিদ্ধিই হস্তগত হয়। ৭৩-৭৬। জালেশ্বর হইতে ভগবান্ ত্রিশূলী এস্থানে আগমন করিয়া কুণ্ডদন্ত নামক গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। রামেশ্বর হইতে ভগবান্ জটীদেব এস্থানে আগমন করিয়া একদন্ত গণপতির উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পূজা করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। ত্রিসন্ধ্যক্ষেত্র হইতে দেবদেব ত্র্যম্বক এস্থানে আগমন করিয়া ত্রিমুখের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পূজা করিলে ত্র্যম্বকত্ব লাভ হয়। ৭৭-৭৯। হরিশ্চন্দ্রক্ষেত্র হইতে ভগবান্ হরেশ্বর এস্থানে আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বদা বিজয়ী হওয়া যায়। মধ্যমেশ্বরস্থান হইতে ভগবান্ শর্ব্ব এস্থানে আগমন করিয়া চতুর্ব্বেদেশ্বর-লিঙ্গকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন; কাশীতে পরমসিদ্ধিপ্রদ শর্ব্বেশ্বরের পূজা করিলে মানব আর কখন জন্মগ্রহণ করে না। ৮০-৮২। স্থলেশ্বর হইতে যজ্ঞেশ্বর-নামক মহালিঙ্গ এ স্থানে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, মানব শ্রদ্ধা-সহকারে সর্ব্বলিঙ্গ ফলপ্রদ সেই মহালিঙ্গের পূজা করিলে ইহ ও পরকালে বিপুল ঐশ্বর্য্য-লাভ করিয়া থাকে। ৮৩-৮৪। যাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ জ্ঞানচক্ষু লাভ করে, সুবর্ণক্ষেত্র হইতে সেই সহস্রাক্ষ-লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, শৈলেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত সেই সহস্রাক্ষেশ্বরকে দর্শন করিলে শতসহস্রজন্মার্জ্জিত পাপ দূরে যায়। হর্ষিতক্ষেত্র হইতে তমোহারী হর্ষিত-লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, মানবগণ তাঁহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে হর্ষলাভ করিয়া থাকে। মন্ত্রেশ্বরের সন্নিকটে সেই হর্ষিতেশ্বরের প্রাসাদ রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে পুরুষগণ হর্ষপরম্পরায় নিমগ্ন থাকে। ৮৫-৮৮। যাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ রুদ্রলোকে গমন করে; রুদ্রমহালয়-ক্ষেত্র হইতে সেই ভগবান্ রুদ্র এস্থানে আগমন করিয়াছেন। যাহারা কাশীতে রুদ্রেশ্বরের পূজা করে, সেই সমস্ত মানব রুদ্ররূপী, তাহার সন্দেহ নাই। ত্রিপুরেশ্বরের সন্নিকটে রুদ্রেশ্বরকে দর্শন করিলে জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থাতেই জীব রুদ্ররূপে অবস্থান করিয়া থাকে। ৮৮-৯১। বৃষভধ্বজ-ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ বৃষেশ্বর এস্থানে আগমন

করিয়া বাণেশ্বর-লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন; তিনি ভক্তগণের বৃষপ্রদ। কেদারক্ষেত্র হইতে ঈশানেশ্বর নামক লিঙ্গ এ স্থানে আগমন করিয়া প্রহ্লাদকেশবের পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন; উত্তরবাহিনীর জলে স্নান করিয়া ঈশানেশ্বরের পূজা করিলে, ঈশানতুল্য কান্তিশালী হইয়া মানব ঈশান-নগরে বাস করিয়া থাকে। ৯২-৯৪। ঈশান-ক্ষেত্র হইতে মনোহর ভৈরবমূর্ত্তি এস্থানে আগমন করিয়া খর্ব্ববিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানবগণ যত্নপূর্ব্বক সেই সংহার-ভৈরবকে দর্শন করিবে; তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি-লাভ হয় এবং তিনি ভক্তগণের পাপনিচয়কে হরণ করেন। কনখল-তীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ ভগবান্ উগ্র এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের উগ্রপাপ বিনষ্ট হয়। অর্কবিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত উগ্র-নামক মহালিঙ্গের সতত সেবা করা উচিত, তাঁহার পূজা করিলে অতি উগ্র উপসর্গসমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়। ৯৫-৯৮। বস্ত্রাপথ নামক মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান্ ভব এস্থানে আগমন করিয়া ভীমচণ্ডীর সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তথায় ভবেশ্বরের পূজা করিলে মানব আর ভবে আবির্ভূত হয় না এবং সকলের উপর আজ্ঞাকর্ত্তা নৃপতি-সমূহেরও প্রভু হয়। ৯৯-১০০। দেবদারুবন হইতে ভগবান্ দণ্ডী বারাণসীতে আগমন করিয়া পাতকাবলীকে দণ্ডিত করত দেহলীবিনায়কের পূর্ব্বদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন, মানবগণ তথায় সেই দণ্ডীশ্বরের পূজা করিবে। তাঁহার পূজা করিলে মানবগণকে আর সংসার-দর্শন করিতে হয় না। ১০১-১০২। ভদ্রকর্ণ-হ্রদ হইতে ভদ্রকর্ণ-হ্রদের সহিত সাক্ষাৎ শিব এ স্থানে আগমন করিরা, উদ্দণ্ডগণপতির পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, এবং সেই স্থানেই সেই শ্রেষ্ঠ-তীর্থও আছেন, সেই ভদ্রকর্ণ-হ্রদে স্নান করিয়া সেই ভদ্রকর্ণেশ্বর-শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীব সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ করে এবং কর্ণ ও চক্ষুর দ্বারা ভূতগণের মঙ্গল-শ্রবণ ও দর্শন করিয়া থাকে। ১০৩-১০৫। হরিশ্চন্দ্র নামক পুর হইতে ভগবান্ শঙ্কর আগমন করিয়া আপনার সম্মুখেই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পূজা করিলে মানবগণকে আর জননীজঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যমলিঙ্গ নামক মহাতীর্থ হইতে ভগবান্ কলশেশ্বর আগমন করিয়া চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। অগস্ত্যেশ্বরের দক্ষিণে যমতীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি সেই মহালিঙ্গকে দর্শন করে, তাহার কলি ও কাল হইতে আর ভয় কোথায়? ১০৬-১০৮। চতুর্দ্দশী-যুক্ত মঙ্গলবারে যে ব্যক্তি তথায় যাত্রা করিবে, সে ব্যক্তি অতি পাপী হইলেও তাহাকে যমলোকে গমন করিতে হইবেক না। নেপাল হইতে ভগবান্ পশুপতি

আগমন করিয়া, আপনি যে স্থানে বিমুক্তির জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণকে পাশুপত-যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পশুপাশ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। করবীরক-তীর্থ হইতে কপালীশ্বর এ স্থানে আগমন করিয়া কপালমোচন-তীর্থে অবস্থান করিতেছেন, মানবগণ যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিলীন হইয়া যায়। দেবিকাপুরী হইতে ভগবান্ উমাপতি এস্থানে আগমন করিয়া পশুপতীশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বহুকালার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মহেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে দীপ্তেশ্বর নামক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া উমাপতির সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ইহ ও পরকালে দীপ্তি-লাভ হয়, এবং কাশীর মধ্যস্থিত সেই লিঙ্গ ভক্তগণকে ভক্তি ও মুক্তি-প্রদান করিয়া থাকেন। ১০৯-১১৫। কায়ারোহণ-ক্ষেত্র হইতে আচার্য্য নকুলীশ্বর পাশুপত-ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত আগমন করিয়া মহাদেব নামক লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে, তিনি ভক্তগণের সংসারহেতু অজ্ঞান-নাশ করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-প্রদান করিয়া থাকেন। ১১৬-১১৭। গঙ্গাসাগর হইতে অমরেশ্বর নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহাকে দর্শন করিলে দুর্লভ অমরত্ব লাভ করা যায়। সপ্তগোদাবরী-তীর্থ হইতে ভগবান্ ভীমেশ্বর আগমন করিয়া ভক্তগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিবার জন্য এখানে অবস্থান করিতেছেন। নকুলীশ্বরের পূর্ব্বদিকে সেই ভীমেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবগণের অতি ভয়ঙ্কর পাপনিচয়ও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হয়। ১১৮-১২০। ভূতেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ ভস্মগাত্র এখানে আগমন করিয়া ভীমেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, শতবৎসর ব্যাপিয়া সম্যক্ প্রকারে পাশুপত-যোগ অভ্যাস করিলে যে ফল-লাভ হয়, মানব যত্নপূর্ব্বক ভস্মগাত্রের পূজা করিলে সেই ফল লাভ করে। নকুলীশ্বর হইতে ভগবান্ স্বয়ম্ভু আগমন করিয়া কাশীতে স্বয়ংই লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, মানব সিদ্ধি-হ্রদে স্নান করিয়া মহালক্ষ্মীশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত সেই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করিলে আর সংসারে জন্ম-গ্রহণ করে না। ১২১-১২৪। রত্নকন্দর মন্দরপর্ব্বত হইতে ঋষি ও দেবগণের সহিত আপনি কাশীতে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে ভগবান্ ধরণিবারাহ এই ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন, প্রয়াগ-তীর্থের নিকটে ঐ তাহার বিদ্রুম-প্রভ প্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। মানবগণ যত্ন-সহকারে ধরণিবারাহকে দর্শন করিবে, তিনি বিপদ-সমুদ্রে মগ্ন শরণাগত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ১২৫-১২৭।

কর্ণিকার-ক্ষেত্র হইতে কর্ণিকারপুষ্পরুচি, উপসর্গসহস্রহারী ও গদাহস্ত শ্রীমান্ গণপতি এখানে আগমন করিয়া, ধরণিবারাহের পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পূজা করিলে গাণপত্য পদ লাভ হয়। হেমকূট পর্ব্বত হইতে ভগবান্ বিরূপাক্ষ এখানে আগমন করিয়া মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ১২৮-১৩০। গঙ্গাদ্বার হইতে হিমসমপ্রভ হিমাদ্রীশ্বর নামক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া ব্রহ্মনালের পশ্চিমভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। কৈলাস-পর্ব্বত হইতে গণাধিপ ও সপ্তকোটিপরিমিত অন্যান্য মহাবল গণনিচয় এখানে আগমন করিয়াছেন, এবং হে প্রভো! তাঁহারা এখানে আসিয়া স্বর্গসমান সাতটী দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দুর্গে, কপাটসমূহে আবদ্ধ বহুতর দ্বার ও অস্ত্রনিক্ষেপের যন্ত্রনিচয়ও নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল ও সীসকের দ্বারা রচিত হইয়াছে, দুর্গনিচয়ের প্রভা অয়স্কান্তমণির সমান, এবং ঐ সমস্ত দুর্গ অতিদৃঢ় ও অতি উচ্চ হইয়াছে, তৎপরে কাশীর চতুর্দ্দিকে তাঁহারা এক শৈল-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং একটী গভীর পরিখাও নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা মৎস্যোদরীর জলে পূর্ণ করিয়াছেন। মৎস্যোদরীও বহিঃ অন্তশ্চারিত্বরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন। গঙ্গাজলের সহিত মিলিত সেই মৎস্যোদরী তীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত আছেন। অন্তর্বাহি হইয়া যখন গঙ্গাজল এই তীর্থে আসিয়া মিলিত হয়, তখন এই মৎস্যোদরী-তীর্থ অতিশয় পুণ্যবলেই লাভ করা যায়। সেই সময়ে তথায় শতকোটি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় উপস্থিত হয়, গঙ্গা ও মৎস্যোদরীর স্থিতি-নিবন্ধন সমস্ত লিঙ্গ এবং সমস্ত পর্ব্ব ও সমস্ত তীর্থ তথায় উপস্থিত থাকেন। ১৩১-১৩৯। যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিগণ তথায় স্নান করিয়া পিণ্ড প্রদান করে, তাহাদের আর জননী-জঠরে শয়ন করিতে হয় না। যখন গঙ্গার বারি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, তখন এই অবিমুক্তক্ষেত্র মৎস্যাকার ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা মৎস্যোদরী-তীর্থে স্নান করে সেই সমস্ত মানব শ্রেষ্ঠগণ বহুতর পাপ করিয়াও যমপুরী দর্শন করে না। বহুতীর্থে স্নান বা বহুতর তপস্যা করিয়া কি হইবে? যদি মৎস্যোদরীতে স্নান করে তবে আর যমভীতি কোথায়? যে যে স্থানে মনুষ্য, দেব বা ঋষি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ আছেন, সেই সেই স্থানে মৎস্যোদরীতে স্নান করিলে মুক্তি-লাভ করা যায়। স্বর্গ, মর্ত্ত ও রসাতলে বহুতর তীর্থ আছেন, কিন্তু তৎসমুদয়ই মৎস্যোদরী তীর্থের কোটি অংশেরও তুল্য নহে। হে বিভো! কৈলাসবাসী সেই গণপতি এখানে আসিয়া এই মহৎ তীর্থ নির্ম্মাণ

করিয়াছেন। ১৪০-১৪৬। গন্ধমাদন-পর্ব্বত হইতে ভূর্ভুবঃসংজ্ঞক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত গণপতির পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে পুণ্যবান্ মানবগণ ভূলোক প্রভৃতির ঊর্দ্ধ লোকে দিব্যভোগভাগী হইয়া বহুকাল বাস করিয়া থাকে। হে বিভো! ভোগবতীর সহিত ভগবান্ হাটকেশ্বর সপ্তপাতালতল ভেদ করিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং শেষ ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ মণি, মাণিক্য রত্ননিচয়ের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, সেই লিঙ্গ সুবর্ণময় এবং রত্নসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত, মানবগণ যত্ন-সহকারে ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সেই লিঙ্গের পূজা করিবে। ১৪৭-১৫১। মানব ভক্তি-সহকারে সেই লিঙ্গের পূজা করিলে বহুবিধ ঐশ্বর্য্যভাগী হইয়া বহুতর বিষয় ভোগ করত অন্তকালে নির্ব্বাণ-লাভ করিয়া থাকে। তারালোক হইতে জ্যোতির্ম্ময়-লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে তারকেশ্বর নামে অবস্থিত আছেন, তাঁহার পূজা করিলে, তারক-জ্ঞান লাভ হয়। মানব জ্ঞানবাপীতে স্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া পিতৃগণকে তর্পিত করত মৌনব্রতধারী হইয়া যেমন সেই লিঙ্গকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে নিত্য-তারক-জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার দ্বারা সে অনায়াসে মুক্তি লাভ করে। ১৫২-১৫৬। যে স্থানে পূর্ব্বে আপনি কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কিরাত-ক্ষেত্র হইতে ভগবান্ কিরাতেশ্বর এখানে আগমন করিয়া, ভারভূতেশ্বরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার করিলে মানব আর কখনই জননীর জঠরে শয়ন করে না। ১৫৭-১৫৮। যাঁহার পূজা করিলে মানবগণের রাক্ষস হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না, সেই ভগবান্ মরুতেশ্বর লঙ্কাপুরী হইতে এখানে আগমন করিয়া নৈর্ঋতদিকে পৌলস্ত্য-রাঘবের পশ্চাদ্ভাগে নৈর্ঋতেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার পূজা করিলে সমস্ত দুষ্ট নষ্ট হয়। জললিঙ্গস্থল হইতে পবিত্র জলপ্রিয় লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া গঙ্গাজলমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, গঙ্গার মধ্যে তাঁহার সর্ব্বধাতুময় ও সর্ব্বরত্নময় মনোহর গৃহ রহিয়াছে। ১৫৯-১৭২। কোন কোন পুণ্যশীল ব্যক্তি অদ্যাপিও তাঁহার সেই প্রাসাদ দর্শন করিয়া থাকেন। কোটীশ্বর-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিলিঙ্গ-দর্শনের ফল লাভ হয়। বিরজ-তীর্থ হইতে দেবদেব ত্রিলোচন এখানে আগমন করিয়া অনাদিসিদ্ধ ত্রিবিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। অমরকণ্টক হইতে প্রণবেশ্বর এখানে আগমন করিয়া জীবগণের তারক-জ্ঞানপ্রদ এবং পবিত্র পিলিপিলাতীর্থে আবির্ভূত হইয়াছেন।

যখন গঙ্গাও এখানে আগমন করেন নাই, কেবল ত্রৈলোক্য উদ্ধারের জন্য কাশী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন অবধি এই লিঙ্গের আবির্ভাব-নিবন্ধন এই ক্ষেত্র তারকক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ১৬৩-১৬৮। সেই পিলিপিলা-তীর্থে প্রণবাকৃতি একটী মহৎ লিঙ্গ স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন, হে বিভো! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই সেই লিঙ্গের মহিমা অবগত নহে। হে ঈশ! আমি এই সমস্ত আয়তন এখানে আনয়ন করিয়াছি এবং ইহাঁদিগের নিজ নিজ স্থানে এক এক অংশমাত্র রাখিয়া আসিয়াছি। সর্ব্বদিক্ হইতে এই সমস্ত পুণ্য আয়তন সর্ব্বভাবেই এখানে আগমন করিয়াছেন এবং অতি রমণীয়, অতিশয় উচ্চ, বহুধাতুময়, বিচিত্র ও সর্ব্বরত্নসমুজ্জ্বল প্রাসাদ নিচয়ও এখানে আনীত হইয়াছে, যাহাদের উপরিস্থিত কলশমাত্র দর্শন করিয়া ও মুক্তি লাভ করা যায়। ১৬৯—১৭২। হে সুরশ্রেষ্ঠ। এই লিঙ্গ-সমূহের নাম শ্রবণ করিলেও সহস্রজন্মোত্থিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে দেব! এক্ষণে আমার আর কি করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন এবং তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই নিশ্চয় করুন"। ১৭৩—১৭৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! দেবদেব মহেশ্বর নন্দীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৭৫।

শ্রীদেবদেব কহিলেন, হে সদানন্দবিধায়ক নন্দিন্! তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ; এক্ষণে আমার এই আজ্ঞা পালন কর যে, নবকোটি চামুণ্ডার মধ্যে যিনি যেখানে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই স্ব স্ব আয়ুধ, বাহন, দেবতা এবং ভূত, বেতাল ও ভৈরবগণের সহিত এখানে আনয়ন করিয়া প্রতিদুর্গের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করাইয়া এই পুরী রক্ষা করাও। ১৭৬—১৭৮।

স্কন্দ কহিলেন, ভগবান্ মৃড় নন্দিকে এইরূপ আদেশ করিয়া মৃড়ানীর সহিত মুক্তিবীজপ্ররোহণ ত্রিবিষ্টপ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন, নন্দীও মহাদেবের আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবীগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া প্রত্যেক দুর্গে রাখিতে লাগিলেন। মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, যথাক্রমে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করে; অষ্টষষ্টি আয়তনসংশ্রিত এই কথা শ্রবণ করিলে মানব আর জননীর জঠরগুহায় প্রবেশ করে না। ১৭৯—১৮২।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

বারাণসীতে দেবতাগণের অধিষ্ঠান।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কাত্যায়নেয়! মহাদেবের আজ্ঞায় বিশ্বনন্দী নন্দী দেবীগণকে কাশীতে আনয়ন করিয়া অবিমুক্ত-ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য যাঁহাকে যে স্থানে রক্ষা করেন, তৎসমুদয় যথাযথ আমার নিকট বর্ণন করুন। অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, আনন্দবনে যে স্থানে যে দেবী আছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। ১—৩।

স্কন্দ কহিলেন, বারাণসীতে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদাত্রী বিশালাক্ষী দেবী গঙ্গায় বিশাল-তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন; সেই বিশাল তীর্থে স্নান করিয়া বিশালাক্ষীদেবীকে প্রণাম করিলে, জীব ইহ ও পরকালে সুখপ্রদ বিপুল ঐশ্বর্য্য-লাভ করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে উপবাস করিয়া মানব, বিশালাক্ষী-দেবীর সন্নিকটে রাত্রিজাগরণ করত পরদিন প্রাতঃকালে যত্ন-সহকারে দশটী কুমারীকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি তাহাদিগকে মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পশ্চাৎ পারণ করিলে, সম্যক্প্রকার কাশীবাসের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৪-৮। হে কুম্ভজ! সেই তিথিতে কাশীবাসি-ব্যক্তিগণ বিঘ্নশান্তি ও নির্ব্বাণ-লক্ষ্মী লাভের জন্য বিশালাক্ষীর যাত্রা করিবে। কাশীতে যত্ন-সহকারে ধূপ, দীপ, সুন্দর মাল্য, মনোহর উপহার, মণিমুক্তাদির অলঙ্কার, বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও বিতান, অনুপভুক্ত ও গন্ধবাসিত শুভ দুকূল প্রভৃতির দ্বারা যে কোন স্থান-নিবাসী মানবগণ মোক্ষ-লক্ষ্মী লাভের জন্য বিশালাক্ষীর পূজা করিবে। মানবগণ বিশালাক্ষীকে স্বল্পও যাহা কিছু অর্পণ করে, হে মুনে! তাহাই ইহ ও পরকালে অনন্ত-ফল-প্রদান করিয়া থাকে। বিশালাক্ষী মহাপীঠে যে সমস্ত দান, জপ, হোম ও স্তুতি করা যায়, তৎসমুদয়ের ফলই মোক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। বিশালাক্ষীর পূজা করিলে কুমারীগণ গুণশীলাদিযুক্ত রূপবান্ পতি-লাভ করে, গর্ভিণী স্ত্রীগণ তাঁহার পূজা করিলে সুন্দর তনয় লাভ করে, বন্ধ্যা স্ত্রীগণ বিশালাক্ষীর পূজা করিলে গর্ভবতী হয়; যে সমস্ত স্ত্রী অসৌভাগ্যবতী, তাহারা তাঁহার পূজা করিলে মহৎ সৌভাগ্য লাভ করে, বিধবাগণ তাঁহার পূজা করিলে আর কোন জন্মে বিধবা হয় না। ৯-১৬। মোক্ষাভিলাষী স্ত্রী বা পুরুষগণ কাশীতে

বিশালাক্ষীদেবীকে দর্শন, পূজন ও তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে অভিলষিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। গঙ্গাকেশবের সন্নিকটে ললিতা-তীর্থ এবং তথায় এই ক্ষেত্ররক্ষাকারিণী ললিতানাম্নী দেবী আছেন। ১৭-১৮। সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্‌লাভের জন্য জীব যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিবে। যাহারা ললিতাদেবীর সেবক, তাহাদের কখন কোন বিঘ্ন হয় না। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে স্ত্রী অথবা পুরুষ ললিতাদেবীর পূজা করিলে বাঞ্ছিত-পদ লাভ করে। ১৯-২০। ললিতা-তীর্থে স্নান, ললিতাদেবীর পূজা ও যৎকিঞ্চিৎ স্তুতি করিলে সর্ব্বত্র লালিত্য লাভ হইয়া থাকে। হে মুনে! বিশালাক্ষীদেবীর পুরোভাগে বিশ্বভুজা-নাম্নী গৌরী অবস্থান করত সতত এই ক্ষেত্রনিবাসী ভক্তগণের মহাবিঘ্ন-নিচয় হরণ করিতেছেন। ২১-২২। মানবগণ সমস্ত কামনাসিদ্ধির জন্য শারদীয় নব-রাত্রিতে বিশ্বভুজাদেবীর যাত্রা করিবে, যে ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বভুজাদেবীকে প্রণাম না করে, সেই দুরাত্মার আর মহোপসর্গ-নিচয় হইতে নিস্তার কোথায়? যে সমস্ত ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বভুজাদেবীর পূজা ও স্তুতি করে, সেই সমস্ত সুকৃতাত্মব্যক্তিগণ কখন বিঘ্নসমূহে পীড়িত হয় না। ২৩-২৫। কাশীতে ক্রতুবারাহের সন্নিকটে বারাহীদেবী আছেন, মানব ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলে বিপদ্‌-সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। সেই স্থানেই আপদ্‌বিনাশিনী শিবদূতী আছেন, তিনি ঊর্দ্ধহস্তে শূল-ধারণ করিয়াও শত্রুগণকে তর্জ্জন করিতেছেন, মানব তথায় তাঁহাকে দর্শন করিবে। ২৬-২৭। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণদিকে গজরাজোপরিস্থিতা ও বজ্রহস্তা ইন্দ্রাণী আছেন, তথায় তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্‌ লাভ হয়। স্কন্দেশ্বরের সন্নিকটে ময়ুরবাহনা কৌমারী আছেন, মহাফল লাভের জন্য মানব যত্নসহকারে তাঁহাকে দর্শন করিবে। মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে বৃষভবাহিনী মাহেশ্বরী আছেন, তাঁহাকে তথায় পূজা করিলে মহান্‌ ধর্ম্ম-লাভ হয়। ২৮-৩০। নির্ব্বাণ-নরসিংহের সন্নিকটে সুদর্শন-চক্রহস্তা নারসিংহী আছেন, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ তথায় তাঁহার পূজা করিবে। ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে হংসবাহনা ব্রাহ্মী আছেন, তিনি হস্তস্থিত কমণ্ডলুর জলের দ্বারা বিপক্ষ-নিচয়কে তাড়িত করিয়া থাকেন, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও যতিগণ আত্মজ্ঞান অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধের জন্য কাশীতে প্রত্যহ সেই ব্রাহ্মীদেবীর পূজা করিবেন। ৩১-৩৩। কাশীতে যিনি শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শরনিচয়ের দ্বারা বিঘ্নসমূহকে দূর করিতেছেন, মানব সেই নারায়ণীর শরণ লইবে। কাশীতে গোপীগোবিন্দের পশ্চিমদিকে অবস্থিত থাকিয়া যিনি চক্রভ্রমণ করাইয়া উচ্চরবে শত্রুগণকে তাড়না করিতেছেন, সেই নারায়ণী দেবীকে যে ব্যক্তি প্রণাম করে,

তাহার মহান্ উদয় লাভ হয়। ৩৪-৩৫। দেবযানীর উত্তরদিকে বিরূপাক্ষী-গৌরী আছেন, মানব ভক্তি-সহকারে তাঁহার পূজা করিলে বাঞ্ছিত-অর্থ লাভ করে। শৈলেশ্বরের সন্নিকটে শৈলেশ্বরীদেবী আছেন, তিনি তর্জ্জনী উত্তোলন করত উপসর্গ-নিচয়কে তর্জ্জন করিতেছেন, মানব তথায় তাঁহাকে দর্শন করিবে। মানবগণ, বিচিত্রফলপ্রদ চিত্রকূপে স্নান করিয়া চিত্রগুপ্তেশ্বরকে দর্শন করত চিত্রঘণ্টাদেবীর পূজা করিলে, বহুপাতকযুক্ত এবং স্বধর্ম্মচ্যুত হইলেও চিত্রগুপ্তের লিপির বিষয় হয় না। কাশীতে যে স্ত্রী বা পুরুষ চিত্রঘণ্টাদেবীর পূজা না করে, কাশীতে পদে পদে তাহাকে বিঘ্নরাশি আশ্রয় করিয়া থাকে। ৩৬-৪০। চৈত্রমাসের শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে মানব যত্নপূর্ব্বক চিত্রঘণ্টার যাত্রা করিবে এবং তথায় রাত্রিতে মহোৎসব ও জাগরণ করিবে এবং নানা-প্রকার উপহারের দ্বারা চিত্র-ঘণ্টাদেবীর পূজা করিবে, তাহাতে তাহাকে যমবাহন মহিষের কণ্ঠস্থিত ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করিতে হয় না। চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে চিত্রগ্রীবাদেবী আছেন, মানব তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখন বিচিত্র যম-যাতনা ভোগ করে না। ৪১-৪৩। মানব ভদ্রবাপীতে স্নান করিয়া ভদ্রনাগের পুরোভাগে অবস্থিত ভদ্রকালীকে দর্শন করিলে কখন অমঙ্গল দর্শন করে না। সিদ্ধিবিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হরসিদ্ধির যত্নসহকারে পূজা করিলে, মানব মহাসিদ্ধি লাভ করে। ৪৪-৪৫ বিধীশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত বিধির বহুতর উপহারের দ্বারা পূজা করিলে, মানব বিবিধ সিদ্ধিলাভ করে। প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিয়া নিগড়ভঞ্জনীদেবীর পূজা করিলে, মানব কখন নিগড়ের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। বন্দিব্যক্তি মুক্তি-অভিলাষে একভুক্ত হইয়া, ভক্তিসহকারে মঙ্গলবারে নিগড়ভঞ্জনীর পূজা করিবে; তাঁহার পূজা করিলে সংসার-বন্ধনও যখন ছিন্ন হয়, তখন শৃঙ্খলাদির আর গণনা কোথায়? শ্রদ্ধাসহকারে নিগড়ভঞ্জনীর পূজা করিলে বন্দী-মানবগণের দূরস্থিত বন্ধুজনও সত্বর আগমন করে, তাহার সন্দেহ নাই। ৪৬-৫০। কিঞ্চিৎ নিয়ম অবলম্বন করিয়া যদি কাশীসন্দেহহারিণী সেই নিগড়ভঞ্জনীদেবীর পূজা করা যায়, তাহা হইলে তিনি সত্বরই ভক্তের সমস্ত কামনা-পূর্ণ করেন। তীর্থরাজের সমীপস্থিতা মুদ্গর-টঙ্কহস্তা ও ভক্তবন্ধনভেদিনী সেই দেবী কোন্ কোন্ অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া থাকেন? পশুপতীশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে অমৃতেশ্বরের নিকটে অমৃতেশ্বরীদেবী আছেন, তথায় অমৃত-কূপে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে অমৃতেশ্বরীদেবীর পূজা করিলে, মানব অমৃতত্ব লাভ করে। ৫১-৫৪। দক্ষিণহস্তে অমৃত-কমণ্ডলুধারণকর্ত্রী ও বামহস্তে অভয়দায়িনী সেই দেবীকে ধ্যান করিয়া কে না অমৃতত্ব লাভ করে?

অমৃতেশ্বরের পশ্চিমদিকে প্রপিতামহেশ্বরের পুরোভাগে সিদ্ধিলক্ষ্মী আছেন, তাঁহার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়; সিদ্ধিলক্ষ্মীর কমলাকৃতি লক্ষ্মীবিলাস-নামক প্রাসাদ অবলোকন করিয়া কে না লক্ষ্মীলাভ করে? প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমে নলকূবর নামক লিঙ্গের পুরোভাগে জগন্মাতা কুব্জাদেবী আছেন, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সাধকগণের উপসর্গনিচয় হরণ করেন, অতএব শুভার্থী ব্যক্তিগণ কাশীতে যত্নপূর্ব্বক কুব্জাদেবীকে দর্শন করিবে এবং তথায় বরেশ্বর নামক লিঙ্গকেও দর্শন করিবে। প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমভাগেই ত্রিলোকসুন্দরী গৌরী আছেন, তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৫৫-৬০। ত্রিলোকসুন্দরীদেবী উত্তমা সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা করিলে স্ত্রীগণ কখন বিধবা হয় না। সাম্বাদিত্যের সমীপে দীপ্তা-নাম্নী মহাশক্তি আছেন, তাহার পূজা করিলে উত্তম-কান্তিলাভ হয়। শ্রীকণ্ঠের সন্নিকটে জগজ্জননী মহালক্ষ্মী আছেন, তথায় শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণকে তর্পিত করত জগদম্বিকার পূজা ও যথাশক্তি দান করিলে কখন লক্ষ্মীহীন হইতে হয় না। ৬১-৬৪। সেই লক্ষ্মী-ক্ষেত্র সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ মহাপীঠ, সাধকব্যক্তি তথায় সত্বর মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশীতে সিদ্ধিপ্রদ অনেক পীঠ আছেন, কিন্তু মহালক্ষ্মী পীঠের ন্যায় লক্ষ্মীকর পীঠ আর নাই। ৬৫-৬৬। মহালক্ষ্ম্যষ্টমীতে যে সমস্ত ব্যক্তি লক্ষ্মীকুণ্ডের যাত্রা করিয়া বিধিপূর্ব্বক মহালক্ষ্মীর পূজা করে, লক্ষ্মী কখন তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করেন না। মহালক্ষ্মীর উত্তরদিকে হয়কণ্ঠীদেবী আছেন, তিনি কুঠার ধারণ করিয়া সতত কাশীর বিঘ্নরূপ মহাবৃক্ষ-নিচয়কে ছেদন করিতেছেন। ৬৭-৬৮। মহালক্ষ্মীর দক্ষিণভাগে কৌমারী-শক্তি আছেন, তিনি পাশহস্তে সতত এই ক্ষেত্রের বিঘ্নসমূহকে বন্ধন করিতেছেন। মানবগণ তাঁহার পূজা করিলে, তিনি তাহাদিগকে ক্ষেত্রসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। মহালক্ষ্মীর বায়ুকোণে ক্ষেত্ররক্ষাকরী শিখীচণ্ডী নাম্নী দেবী আছেন, তিনি শিখীর ন্যায় শব্দ করত সতত বিঘ্নসমূহকে ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ৬৯-৭১। ভীমেশ্বরের 'পুরোভাগে থাকিয়া ভীমচণ্ডীদেবী পাশ ও মুদ্গরহস্তে সর্ব্বদা অতন্দ্রিতভাবে উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছেন; মানব ভীমকুণ্ডে স্নান করিয়া ভীমচণ্ডীকে দর্শন করিলে কখন ভীমাকৃতি যমদূতগণকে দর্শন করে না। ৭২-৭৩। বৃষভধ্বজের দক্ষিণদিকে ছাগবক্ত্রেশ্বরী দেবী আছেন, তিনি অহর্নিশ এই ক্ষেত্রের বিঘ্ননিচয়রূপ তরুপল্লবসমূহকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারই অনুগ্রহে কাশীবাস লাভ হয়, অতএব মানবগণ মহাষ্টমী-তিথিতে তাঁহার পূজা করিবে। সঙ্গমেশ্বরের

দক্ষিণভাগে তালবৃক্ষায়ুধা তালজঙ্ঘেশ্বরীদেবী আছেন; তিনি সতত আনন্দবনমধ্য-জাত বিঘ্নসমূহকে হরণ করেন, মানব তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখন বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হয় না। ৭৪-৭৭। উদ্দালকেশ্বরের দক্ষিণে উদ্দালক-নামক তীর্থে যমদংষ্ট্রাদেবী আছেন, তিনি বিঘ্নরাশিকে চর্ব্বণ করিয়া থাকেন; সেই উদ্দালক-তীর্থে সেই দেবীকে যাহারা প্রণাম করে, তাহারা এখানে বহুতর পাপ করিয়াও যম হইতে কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ৭৮-৭৯। দারুকেশ্বরের সন্নিকটে দারুকেশ্বর-তীর্থে চর্ম্মমুণ্ডা নাম্নী দেবী আছেন; পাতালে তাঁহার তালু ও বদন, আকাশে তাঁহার ওষ্ঠ, পৃথিবীতে তাঁহার অধর, তাঁহার একহস্তে কপাল এবং অপর হস্তে ছুরিকা, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে কবলিত করিতে ভালবাসেন, তাঁহার উদর শুষ্ক, তিনি কেবল স্নায়ুবদ্ধা, তাঁহার অনন্ত বাহু এবং তিনি তির্য্যক্‌নয়না। সেই দেবী বিঘ্নসমূহ হইতে এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিক রক্ষা করিয়া থাকেন। আর তিনি পারাবার-পর্য্যন্ত-বিস্তৃত হস্তনিচয়ের উপরে শক্ররূপ-মোদক ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পরিধানে হস্তিচর্ম্ম, তিনি সতত বিকট অট্টহাস্য করিতেছেন, পাপিগণের অস্থিনিচয় মৃণাল-নালের ন্যায় অনায়াসে চর্ব্বণ করিতেছেন; এই ক্ষেত্রের যাহারা বিদ্রোহী, তিনি তাহাদের দেহ শূলের অগ্রভাগের দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন; কপাল-মালাই তাঁহার আভরণ এবং তাঁহার রূপ অতি ভয়ঙ্কর। মানব সেই চর্ম্মমুণ্ডা-দেবীকে প্রণাম করিলে কখন ক্ষেত্রবিঘ্নে নিপীড়িত হয় না। ৮০-৮৫। যেমন এই চর্ম্মমুণ্ডার মূর্ত্তি তদ্রূপই আরও একটী দেবী কাশীতে আছেন, তাঁহার নাম মহারুণ্ডা। তবে তাঁহাতে আর ইঁহাতে প্রভেদ এই যে, তিনি কপালমালাভরণা আর ইনি কবন্ধমালা ধারণ করিয়া আছেন। মহাবলপরাক্রান্তা এই উভয় দেবীই পরস্পর হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক করতালি প্রদান করত হাস্য করিতেছেন এবং এই ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। লোলার্কের উত্তরে হয়গ্রীবেশ্বর-তীর্থে প্রচণ্ডবদনা মহারুণ্ডাদেবী আছেন, তিনি ভক্তগণের বিঘ্ন হরণ করিয়া থাকেন। ৮৬-৮৮। চর্ম্মমুণ্ডা ও মহারুণ্ডা নাম্নী এই যে দুইটী দেবীর কথা বলিলাম, ইঁহাদেরই উভয়ের মধ্যস্থলে মুণ্ডরূপিণী চামুণ্ডাদেবী আছেন। কাশীক্ষেত্রনিবাসিগণ যত্নপূর্ব্বক এই তিন দেবীর পূজা করিবে। মানবগণ শ্রদ্ধাসহকারে ইহাঁদের স্মরণ, দর্শন ও পূজা এবং ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিলে ইহাঁরা তাহাদিগকে ধন, ধান্য, পুত্র ও পৌত্র প্রদান করেন এবং তাহাদের উপসর্গ-নিচয়কে বিনষ্ট করেন ও তাহাদিগকে মোক্ষ-লক্ষ্মী প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৯-৯১। মহারুণ্ডাদেবীর পশ্চিমে স্বপ্নেশ্বরীদেবী আছেন, তিনি স্বপ্নে ভক্তজনকে শুভাশুভ বলিয়া দেন; যে কোন তিথিতে

অসিসঙ্গমে স্নান করিয়া যে কোন পুরুষ অথবা নারী উপবাসী থাকিয়া স্বপ্নেশ্বরী-দেবীর ও স্বপ্নেশ্বরের পূজা করিয়া, তথায় ভূতলে শয়ন করিয়া থাকে, সে তথায় স্বপ্নে ভাবী-পদার্থ দর্শন করে। অদ্যাপি রজনীতে তথায় স্বপ্নেশ্বরীদেবী, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই বলিয়া দিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি ইহা জানে, তাহার তথায় গিয়া প্রত্যক্ষ করা উচিত। কাশীতে জ্ঞানার্থী মানবগণ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং নবমী তিথিতে দিবসে বা রজনীতে যত্নপূর্ব্বক সেই স্বপ্নেশ্বরীর পূজা করিবে। স্বপ্নেশ্বরীর বরুণকোণে দুর্গাদেবী আছেন, তিনি সতত এই ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগ রক্ষা করিতেছেন। ৯২—৯৭।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

দুর্গনামক অসুরের পরাক্রম।

অগস্ত্য কহিলেন, হে উমাসুত। দেবীর "দুর্গা" এই নাম কি প্রকারে হইল এবং কাশীতে কি প্রকারেই বা তিনি পূজনীয়া, তাহা বলুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে কলশসম্ভব। দেবীর যে প্রকারে "দুর্গা" এই নাম হইয়াছে এবং সাধকগণ যে প্রকারে তাঁহার সেবা করিবে, তাহা বলিতেছি। পুরাকালে রুরু নামক দৈত্যের তনয় দুর্গ নামক এক মহাদৈত্য ছিল। সে ব্যক্তি তীব্র তপস্যা করিয়া পুরুষমাত্রেরই অজেয় হইয়াছিল; সেই দৈত্য তপঃপ্রভাবে পুরুষসাধারণের অবধ্য হইয়া নিজ ভুজবলে ভূর্লোক, ভুবলোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়াছিল। ২-৪। সেই বলবান্ দৈত্য এই সমস্ত লোক জয় করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র, বায়ু, চন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, কুবের, ঈশান, রুদ্র, সূর্য্য এবং বসুগণের পদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ভয়ে তপস্বীগণ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া আর বেদাধ্যয়ন করিতেন না। সেই দুরাত্মার অনুচরগণ যজ্ঞশালানিচয় ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। কুপথগামী সেই দুরাত্মাগণ বহুতর সতী স্ত্রী বিধ্বস্ত করিয়াছিল, সেই দুরাচারগণ বলপূর্ব্বক পরস্ব হরণ করিয়া আত্মসাৎ করিত। ৫-৭। সেই দৈত্যের ভয়ে নদীসমূহ বিমার্গে গমন করিতেন, অগ্নি তাদৃশ প্রজ্বলিত হইতেন না এবং অন্যান্য জ্যোতিঃসমূহও

তাদৃশ প্রদীপ্ত হইত না। তাহার ভয়ে দিগঙ্গনা-নিচয়ের মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ম্লান থাকিত। ধর্ম্মক্রিয়া-সমূহ বিলুপ্ত হইয়া তখন কেবল পাপক্রিয়াই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই দুরাচারগণই মায়াবলে মেঘ হইয়া বারিবর্ষণ করিত। বীজ রোপিত না হইলেও বসুন্ধরা সেই দৈত্যের ভয়ে শস্য প্রসব করিতেন এবং ফলহীন বৃক্ষ-নিচয়ও তাহার ভয়ে সর্ব্বদা ফলশালী থাকিত। ৮-১২। অতিদর্পিত সেই দুরাত্মা, দেবগণ ও ঋষিগণের পত্নীগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, এবং স্বর্গবাসীদেবগণকে সে কাননবাসী করিয়াছিল, দেবগণ মানবগণের গৃহে আগমন করিলেও মনুষ্যগণ সেই দুরাত্মার ভয়ে সম্ভাষণমাত্র করিয়াও সৎকার করিত না। ১৩—১৪।

স্কন্দ কহিলেন, কৌলিন্য অথবা সদাচার মহত্ত্বের কারণ নহে, একমাত্র পদমর্য্যাদাই শ্রেষ্ঠ, পদভ্রষ্ট হওয়াই লঘুতার কারণ। দৈন্যদশায় বিপদে পতিত হইয়াও যাঁহারা ধনগর্ব্বিত-চিত্ত ধনিগণের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন না, তাঁহারাই ধন্য! লোক-মধ্যে লঘুভাবে না থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, কিন্তু লঘুতাসমন্বিত অমরত্ব ভাল নহে। বিপদ্‌কালেও যাহাদের চিত্ত-সমুদ্র গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করে না, তাহারাই পুণ্যাত্মা এবং তাহারাই যথার্থ জীবন ধারণ করে। কোন সময়ে সম্পদের উদয় হয়, কোন সময়ে বা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, এ উভয়ই দৈবাধীন, সুতরাং ধীরব্যক্তি এই উভয় অবস্থাতেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। ১৫-১৯। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ চন্দ্র, সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় আপনার উদয় ও অনুদয় দর্শন করিবে এবং সতত একভাবে থাকিয়া সুখ বা দুঃখ নিবন্ধন হর্ষ ও ক্লেশকে নিষ্ফল বোধ করিবে। যে ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া দীনতা অবলম্বন করে, সে সেই দৈন্য-নিবন্ধন আরও অধিক বিপন্ন হয় এবং তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়, অতএব দীনতা পরিত্যাগ করিবে। বিপদ্‌কালেও যাহারা ধীর থাকে, তাহাদের ধৈর্য্যে লজ্জিত হইয়া বিপদ, ইহকালে বা পরকালে আর তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। ২০-২২। সেই পরাক্রান্ত দৈত্যকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবগণ মহেশ্বরের শরণ লইলেন। মহেশ্বর সেই দুষ্ট অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবীকে প্রেরণ করিলেন। তখন ভবানী মহেশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া সানন্দে দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া যুদ্ধের উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যসুন্দরী কালরাত্রি নাম্নী রুদ্রাণীকে আহ্বান করিয়া, সেই দৈত্যকে ডাকিতে পাঠাইলেন। অনন্তর কালরাত্রি সেই দুষ্ট দৈত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বলিলেন যে, হে দৈত্যরাজ! তুমি এই ত্রৈলোক্যসম্পদ্ পরিত্যাগ কর, ইন্দ্র এই ত্রিভুবনের অধিপতি হউন এবং তুমি রসাতলে গমন কর, বেদবাদিগণের বৈদিক-ক্রিয়া সমূহ

প্রবর্ত্তিত হউক। অথবা যদি তোমার গর্ব্ব থাকে তবে যুদ্ধের নিমিত্ত আগমন কর, আর যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে তবে ইন্দ্রের শরণাগত হও। মহামঙ্গলস্বরূপা মহাদেবী এই কথা বলিবার জন্য তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি এই বাক্য উপেক্ষা করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে, অতএব হে মহাসুর! যাহা উচিত বিবেচনা হয়, তাহা কর। আর যদি হিতবাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে দেবীর নিকট যাইয়া জীবন ভিক্ষা কর। কালরাত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া চীৎকারস্বরে বলিতে লাগিল যে, ধর, ধর, আমার ভাগ্যবলেই এই ত্রিভুবনমোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিভুবন-রাজ্য-সম্পত্তিরূপ-বল্লীর ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল, ইহার জন্যই আমি দেব, ঋষি ও নৃপগণকে বন্দী করিয়াছি, আমার সৌভাগ্যবলে আজ অনায়াসে ইহা আমার গৃহে আসিয়াছে, অবশ্য। যে পদার্থ যাহার যোগ্য সেই পদার্থ সেই ব্যক্তি অরণ্যে বা গৃহে যেখানেই থাকুক, তাহার ভাগ্যবলে তথায় উপস্থিত হয়। ২৩-৩৪। অন্তঃপুরচারী ভৃত্যগণ ইহাকে আমার অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাক্, এই সুন্দর অলঙ্কারে আজ আমার রাজ্য অলঙ্কৃত হইল। অহো! আজ আমার রত্নসৌভাগ্য! কেবল আমারই বা কেন আজ সমস্ত দৈত্যকুলেরই সৌভাগ্য বলিতে হইবে, আজ পিতৃগণ নৃত্য করুন এবং বান্ধবগণ সুখে আনন্দ ভোগ করুন এবং মৃত্যু, কাল, অন্তক প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ আজ আমার ভয়ে ভীত হউক। দৈত্যরাজ এই সমস্ত কথা বলিতেছে ইতিমধ্যে অন্তঃপুরচারী কঞ্চুকিবর্গ কালরাত্রিকে ধরিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল, তখন দেবী সেই দৈত্যপুঙ্গবকে বলিতে লাগিলেন। ৩৫—৩৮।

কালরাত্রি কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ দৈত্যরাজ্! তুমি ভালরূপ নীতি জান, তোমার এতাদৃশ কার্য্য উচিত নহে, আমরা দূতী এবং পরবশ, কোন কালেই দূতকে সামান্যরূপও ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় বলবান্ অধিপতিগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুচিত, হে মহারাজ! সামান্য দূতীর উপর আবার অনুরাগ কি? আমি অনায়াসেই তোমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইব। হে দৈত্যপতে! তুমি সমরে আমার স্বামিনীকে জয় করিয়া আমার ন্যায় সহস্র-রমণীকে স্বেচ্ছাধীন ভোগ করিও। আমার স্বামিনীকে দর্শন করিলে আজই তোমার মহাসুখ হইবে এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তোমার বন্ধুগণও আজ সুখ লাভ করিবে। ৩৯-৪৩। আজ তোমার চিরবাঞ্ছিত মনোভিলাষসমূহ সফল হইবে, কারণ আমাদের সেই কর্ত্রী নিজে অবলা এবং তাঁহার রক্ষকও কেহ নাই অথচ তিনি সর্ব্বরূপময়ী, তুমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পার, সেই জগৎপ্রসবিনী যে স্থানে

আছেন আমি তাহা তোমাকে দেখাইয়া দিব। একমাত্র আমাকে ধরিয়াই বা তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আজ হইতে আমি তোমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিব না, অতএব এক্ষণে এই যে তোমার অন্তঃপুররক্ষীগণ আমাকে ধরিতে আসিতেছে, তুমি ইহাদিগকে নিবারণ কর। দেবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে, সেই দৈত্য, কাম ও ক্রোধে বিমোহিত হইয়া একা সেই দেবীকেই যথেষ্ট বলিয়া ভাবিল এবং আদেশ করিল যে, অন্তঃপুররক্ষীগণ সত্বর ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাউক। ৪৪-৪৮। হে মুনে! সেই দৈত্য কর্তৃক এইরূপ সমাদিষ্ট হইয়া বলবান্ অন্তঃপুররক্ষীগণ সকলে মিলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সেই দেবী তৎক্ষণাৎই হুঙ্কার শব্দ-জনিত অনলের দ্বারা সেই রক্ষীগণকে ভস্মীভূত করিলেন। দৈত্যপতি সেই দেবী-কর্তৃক রক্ষীগণকে ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া ক্রোধ করত কটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্ব্বক দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ, খর, সীরপাণি, পাশপাণি, হনু, যজ্ঞারি খড়্গ লোমা, উগ্রাস্য, দেবকম্পন প্রভৃতি তিন অযুত পরিমিত অসুরগণকে আদেশ করিল যে, তোমরা সত্বর ঐ দুষ্টাকে উন্মুক্ত কবরী ও বিগলিতবসন-ভূষণা করত পাশের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইয়া আইস। ৪৯-৫৩। দৈত্যপতির এই আদেশ পাইয়া অসি, পাশ ও মুদ্গরধারী এবং গিরিতুল্য দেহশালী দুর্দ্ধরপ্রমুখ দৈত্যগণ শস্ত্রাস্ত্রোদ্যত-পাণি হইয়া সেই দেবীকে ধরিবার উদ্যোগ করিল, দেবী তখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার সেই নিশ্বাসবায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দৈত্যগণ দিগন্তে যাইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য দৈত্যনিচয় দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, দেবী কালরাত্রি নভোমার্গ অবলম্বন করিয়া সে স্থান হইতে নির্গত হইলেন। ৫৪-৫৬। তাঁহাকে তথা হইতে নির্গমন করিতে দেখিয়া কোটি কোটি মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ গগণমার্গ ব্যাপিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল এবং দুর্গ নামক সেই মহাদৈত্য, শতকোটি রথ, দুইশত অর্ব্বুদ পরিমিত হস্তী, বায়ু-সমান বেগবান্ কোটি অর্ব্বুদ পরিমিত অশ্ব এবং পদাঘাতের দ্বারা পর্ব্বতকে চূর্ণ করিতে সক্ষম মহাপরাক্রমী ও ত্রিজগতের ভয়োৎপাদক অসংখ্য পদাতি-সমূহে বেষ্টিত হইয়া সেই দেবীর অনুগমন করিল। ৫৭-৬০। কিছুক্ষণে তাঁহারা বিন্ধ্যাচলে আগমন করিয়া, মহাভুজসহস্রাঢ্যা, মহাতেজো-বিবৃংহিতা, ঘোর প্রহরণা এবং রণকৌতুক-সাদরা মহাদেবীকে দর্শন করিল এবং দেখিল যে কালরাত্রিও তথায় আগমন করিয়াছেন, এবং দৈত্যের অপরাধের কথা মহাদেবীকে জানাইয়াছেন। ৬১-৬২। অনন্তর সেই দুর্গাসুর, উল্লসৎ চন্দ্রকিরণ-তুল্য শুভাননা লাবণ্য-সমুদ্র হইতে উদ্গত চন্দ্রমার একমাত্র চন্দ্রিকারূপিণী, মহামাণিক্য-নিচয়ের দীপ্তিতে খচিত-বিগ্রহা ত্রিভুবনস্থ

রম্যনগরীর সুন্দর-প্রকাশ প্রদীপ-স্বরূপিণী, মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত কন্দর্পের জীবনৌষধিলতারূপিণী এবং সৌন্দর্য্যসম্ভারে জগতের মোহ-মহৌষধি-স্বরূপিণী সেই মহাদেবীকে দর্শন করত কামশরে হৃদয়ে ব্যথিত হইয়া মহান্ মহান্ সেনাগণকে আজ্ঞা করিতে লাগিল যে, হে জম্ভ! হে মহাজম্ভ! হে কুম্ভজ! হে বিকটানন! হে লম্বোদর! হে মহাকায়! হে মহাদংষ্ট্র! হে মহাহনো! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে মহিষগ্রীব! হে মহোগ্র! হে অত্যুগ্র-বিগ্রহ! হে ক্রূরাক্ষ! হে ক্রোধন! হে আক্রন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়! হে জিতান্তক! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ত্র! হে মহীধর! হে দুন্দুভে! হে দুন্দুভিরব! হে মহাদুন্দুভিনাসিক! হে উগ্রাস্য! হে দীর্ঘদর্শন! হে মেঘকেশ! হে বৃকানন! হে সিংহাস্য! হে শূকরমুখ! হে শিবারাব! হে মহোৎকট! হে শুকতুণ্ড! হে প্রচণ্ডাস্য! হে ভীক্ষাক্ষ! হে ক্ষুদ্রমানস! হে উলূকনেত্র! হে কঙ্কাস্য! হে কাকতুণ্ড! হে করালবাক্! হে দীর্ঘগ্রীব! হে মহাজঙ্ঘ! হে ক্রমেলকশিরোধর। হে রক্তবিন্দো! হে জপানেত্র! হে বিদ্যুজ্জিহ্ব! হে অগ্নিতাপন! হে ধূম্রাক্ষ! হে ধূমনিঃশ্বাস! হে চণ্ড! হে চণ্ডাংশুতাপন! আর হে মহাভীষণ প্রভৃতি অসুর শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সাদরে আমার আজ্ঞা শ্রবণ কর— "তোমরা এই সমস্ত এবং অন্যান্য অসুর গণের মধ্যে যে ব্যক্তি ধৃতি, বুদ্ধি, বল কিম্বা ছলের দ্বারা বিন্ধ্যবাসিনীকে আনয়ন করিবে, আজ নিশ্চয়ই আমি তাহাকে ইন্দ্রত্বপদ প্রদান করিব। এই সুন্দরীকে দেখিয়া আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, যে পর্য্যন্ত আমার কন্দর্পশরপীড়িত মন ইহার অপ্রাপ্তিতে বিহ্বল হইয়া ন পড়ে, ইহারই মধ্যে সত্বর তোমরা গমন কর"। ৬৩-৭৬। দনুজপতি দুর্গাসুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল যে, হে মহারাজ! শ্রবণ করুন, অনাথা অবলার উপর এ কার্য্য দুষ্কর নহে, হে প্রভো! ইহাকে আনয়ন করিবার জন্য এত যত্ন কেন? প্রলয়কালীন কালাগ্নিজ্বালাসদৃশ আমরা যদি যুদ্ধ করি, তবে আপনার অনুগ্রহে ত্রিভুবন-মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমাদের তেজঃ সহ্য করিতে পারে না। যদি আজ আপনার আদেশ পাই, তবে আমরা দেবগণ ও অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত ইন্দ্রকে আনিয়া আপনার চরণাগ্রে নিক্ষেপ করি। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক, এ সমস্তই আপনার আজ্ঞার বশবর্ত্তী এবং মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক এবং সত্যলোক, এ সমস্ত ও আপনারই অধিকারে রহিয়াছে, হে মহাসুর! আপনার আজ্ঞা পাইলে সে সমস্ত লোকেও আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ৭৭-৮২। স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ সতত আপনার

আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন এবং যে সমস্ত রমণীয় রত্ন তাঁহার নিকট ছিল, তৎ সমুদয়ই তিনি সহর্ষে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; আমরাই দয়া করিয়া কৈলাসাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার কারণ তিনি বিষভক্ষণ করেন এবং তিনি এমনই দরিদ্র যে, ভস্ম, গজচর্ম্ম এবং সর্প ব্যতিরিক্ত তাঁহার অন্য ভূষণ নাই। একটীমাত্র স্ত্রী, তাহাকেও আবার তিনি আমাদের ভয়ে অর্দ্ধাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার বাহন একটীমাত্র বৃষ, সেটীও অন্যের দ্বারা পালিত হওয়া কঠিন, তাঁহার অধিকারে যে সমস্ত গণ বাস করে, তাহারাও সকলেই শ্মশানবাসী, সকলেরই পরিধানে কৌপীন, সকলেই বিভূতিভূষিত এবং সকলেই জটাধারী! হে বিভো! আমরা সেই দরিদ্রগণ-নিচয়ের আর কি করিব? সমুদ্রগণ প্রত্যহই রত্নরাশি প্রেরণ করিতেছে, নাগগণও প্রত্যহ সায়ংকালে ফণাস্থিত রত্ন-নিচয়ের প্রদীপ জ্বালিতেছে, আপনার অনুগ্রহে কল্পদ্রুম এবং কামধেনু ও বহুতর চিন্তামণি-মণিও আমাদের গৃহে রহিয়াছে। ৮৩-৯০। বায়ুও প্রযত্নপূর্ব্বক ব্যজনরূপে আপনার সেবা করিতেছে, বরুণও প্রত্যহ নির্ম্মল জল যোগাইতেছে, অগ্নি বস্ত্র ক্ষালন করিতেছে, চন্দ্র স্বয়ং ছত্রধারী হইয়াছেন, সূর্য্য প্রত্যহ ক্রীড়াবাপীতে পদ্মনিচয়কে বিকশিত করিতেছেন, দেবতা ও মানব ও নাগলোকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রসাদ অপেক্ষা না করিতেছে? সুর, অসুর ও পক্ষিগণ প্রভৃতি সকলেই আপনার আশ্রয়ে রহিয়াছে। ৯১-৯৩। হে রাজন্! অদ্য আপনি আমাদের পৌরুষ দেখুন, আমরা এখনই বল-পূর্ব্বক ইহাকে আনয়ন করিতেছি। এই কথা বলিয়া সেই দৈত্যগণ প্রলয়কালীন পয়োধির ন্যায় এই জগৎকে প্লাবিত করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিকে রণভেরীধ্বনি হইতে লাগিল। ৯৪-৯৫। সেই ভেরী-শব্দ শ্রবণ করিয়া সকলের রোমাঞ্চ হইল এবং যাহারা অকাতর ছিল তাহারাও কাতর হইতে লাগিল। দেবগণও অতিশয় ভীত হইলেন, বসুন্ধরা কাঁপিতে লাগিল এবং সেই শব্দে গগণমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন ভগবতীদেবী নিজ দেহ হইতে শত সহস্র শক্তি উৎপন্ন করিলেন, সেই সমস্ত শক্তিগণ প্রত্যেক বলবান্ দৈত্যগণের উদ্বেল সৈন্য রোধ করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ যুদ্ধে যে সমুদয় অস্ত্র ও শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সেই শক্তিগণ সত্বরই সেই অস্ত্রনিচয়কে তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ৯৬-১০০। তখন জম্ভ প্রভৃতি সেই দৈত্যগণ অতিশয় ক্রোধসহকারে সেই দেবীগণের উপর বর্ষাকালীন জলাধারার ন্যায় অসি, চক্র, ভুশুণ্ডী, গদা, মুদ্গর, তোমর, ভিন্দিপাল, পরিঘ, কুণ্ড, শল্য, শক্তি, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বাণ, মহাভল্ল,

ভিন্দুর, বৃক্ষ এবং উপল প্রভৃতি মর্ম্মভেদী অস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিল। ১০১-১০৩। অনন্তর মহামায়া ও মহেশ্বরী শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীদেবী কোদণ্ডগ্রহণ করিয়া বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা অক্লেশেই সেই অস্ত্রনিচয়কে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দৈত্যপতি দুর্গাসুর সৈন্যগণকে অস্ত্রহীন দেখিয়া জাজ্বল্যমানা শক্তি গ্রহণ করত দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী মহাবেগবতী সেই শক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া, নিজ কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণ-নিচয়ের দ্বারা তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্গাসুর স্বীয় শক্তিকে চূর্ণিত হইতে দেখিয়া দৈত্য-গণের অতিশয় হর্ষপ্রদ স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিল। দেবী বাণবিক্ষেপের দ্বারা সেই চক্রকেও মধ্যপথেই পরমাণুর ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই দৈত্য ইন্দ্রধনু তুল্য স্বীয় শার্ঙ্গধনুঃ গ্রহণ করিয়া দেবীর হৃদয়ে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী বহুতর-বাণ-নিক্ষেপের দ্বারা সেই বাণকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাহা নিবারিত না হইয়া তাঁহারই দিকে আগমন করিতে লাগিল, তখন কোদণ্ডদণ্ডে অন্য এক বাণ যোজনা করিয়া কালদণ্ড সদৃশ সেই বাণকে নিবারিত করিলেন। ১০৪-১১১। তখন সেই দৈত্যরাজ স্বীয় বাণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রভাশালী এক শূল গ্রহণ করত, মহাবেগে দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দৈত্যকে শূল ক্ষেপ করিতে দেখিয়া দেবী ও নিজশূলের দ্বারা মধ্যপথেই দৈত্যগণের জয়াশার সহিত সেই শূল ছেদন করিলেন। সেই মহাশূলকেও দেবীর শূলের দ্বারা ছিন্ন হইতে দেখিয়া সেই দৈত্যরাজ, গদা গ্রহণ করত সহসা দেবীর প্রতি ধাবিত হইয়া দেবীর ভুজমূলে বল-পূর্ব্বক সেই গদার আঘাত করিল। গিরীন্দ্রশিখরাকৃতি সেই গদা দেবীর হস্তমূলে আহত হইয়া সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন দেবী বামপদের দ্বারা সেই দুর্গাসুরকে আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে দুর্গাসুর হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎই পুনরুত্থিত হইয়া সহসাই বাতাহত দীপের ন্যায় অদৃশ্য হইল। তখন দেবীর শরীর-সম্ভূত সেই শক্তিগণ প্রলয়কালীন মৃত্যুসেনার ন্যায় দৈত্যসৈন্য-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১২—১১৯।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দুর্গ-বিজয় কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ! সর্ব্বজ্ঞনন্দন! স্কন্দ! সেই সকল শক্তি কাহারা এবং তাহাদের নামই বা কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১। স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভসম্ভব! উমার অবয়ব হইতে সমুৎপন্ন সই সকল পরম-শক্তির নাম আমি কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ২। ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুরপাবনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণপ্রিয়া, শুভাননা, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা, সর্ব্বমঙ্গলা, হুঙ্কারহেতি, তালেশী, সর্পাস্যা, সর্ব্বসুন্দরী সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শরাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়ননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশী, পদ্মাস্যা, পদ্মবাসিনী, অক্ষয়া, ত্র্যক্ষরা; তন্ত্র, প্রণবেশী, স্বরাত্মিকা, ত্রিবর্গ, বর্গরহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রীকৃৎ, মিত্রনেত্রা, রক্ষোঘ্নী, দৈত্য-তাপিনী, স্তম্ভনী, মোহনী, মায়া, বহুমায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী মহোল্কাস্যা, দনু-জেন্দ্রক্ষয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্তা, শুভামনা শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, ত্রিবর্গফলদায়িনী, বার্ত্তালী, জম্ভলী, ক্লিন্না, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী ও জ্বালামুখী প্রভৃতি নয়কোটি মহাবলশালিনী সেই সকল মহাশক্তি, অবলীলাক্রমে প্রলয়কালীন বহ্নি-জ্বালা যেমন সংসারকে গ্রাস করে, তদ্রূপ সেই দানবেন্দ্রসৈন্যসমূহকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৩—১৪।

দানব-বল এই প্রকার ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, দৈত্যপতি দুর্গ, মেঘ-নিবহের মধ্যহইতে বাত্যাবেগবতী করকাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন ভগবতী দেবা, শোষণাস্ত্র প্রয়োগ-পূর্ব্বক, ক্ষণকালের মধ্যেই সেই করকাময়ী বৃষ্টিকে বিনি-বারিত করিলেন। হে অগস্ত্য! অভিলাষবতী নারী ক্লীবকে লাভ করিয়া যেমত বিফলমনোরথা হয়, তদ্রূপ সেই দৈত্যের করকাময়ী বৃষ্টি ভগবতীকে লাভ করিয়া নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইল। ১৫-১৭। অনন্তর দৈত্যপতি দুর্গ, অতিকোপ পূর্ব্বক নিজবাহুসজ্জর্ষণ দ্বারা শৈলশিখর উৎপাটন করিয়া গগণাঙ্গন হইতে তাহা দেবীর

উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। অতি বিস্তৃত একটী গিরিশৃঙ্গ গগণ হইতে পতিত হইতেছে দেখিয়া, দেবী ভগবতী বজ্রাস্ত্র-প্রহার দ্বারা সেই শৈলশিখরকে কোটিখণ্ড করিলেন। তদনন্তর সেই মহাসুর বিচিত্র কুণ্ডলদ্বয়শোভিত স্বকীয় মস্তক আন্দোলিত করিয়া সমরক্ষেত্রে ভীষণ এক হস্তীর শরীর ধারণ করত দেবীর প্রতি ধাবমান হইল। ১৮-২০। শৈলাকৃতি সেই গজরূপী দুর্গাসুর আগমন করিতেছে দেখিয়া, দেবী ভগবতী অতিবেগে তাহাকে পাশাস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করত তদীয় শুণ্ড চ্ছেদন করিয়া দিলেন। ২১। দেবী এই প্রকার শুণ্ডচ্ছেদ করিলে পর, সেই গজরূপী অসুর, অকিঞ্চিৎকরতা প্রযুক্ত অতিশয় তীব্র চীৎকার করত গজরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহিষরূপ ধারণ করিল। ২২। অনন্তর মহিষরূপধারী মহাবলবান্ সেই দুর্গাসুর, খুরাঘাতে বহুতর পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদারণ করিয়া শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা বহুতর বিশাল শিলাখণ্ড দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৩। তাহার নিঃশ্বাস-বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে ভগ্ন হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল মহীতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সপ্ত সমুদ্রও উদ্বেলিত হইতে লাগিল। ২৪। হে মুনে! যুগান্তকালীন বায়ুবেগে ত্রৈলোক্যমণ্ডপ যে প্রকার আন্দোলিত হয়, তদ্রূপ সেই মহামহিষরূপধারী দুর্গাসুরের বেগপ্রভাবে ত্রিলোক বারম্বার আন্দোলিত হইতে লাগিল। ২৫। তাহার এবম্প্রকার ভীষণ অত্যাচারে নিখিল জগৎ অতিশয় ভীত হইতেছে দেখিয়া, দেবী ভগবতী ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। ২৬। ত্রিশূলের ভীম আঘাতে সেই অসুর, ভূমিতে পতিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই মহিষশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্রবাহুধারী এক পুরুষের আকৃতি ধারণ করিল। ২৭। সেই কালান্তকোপম অতিভীষণাকৃতি দুর্গাসুর সহস্রবাহুতে সহস্র আয়ুধ ধারণ করিয়া অতিবিকট অবস্থায় বিচরণ করিতে লাগিল। ২৮। অনন্তর মহাবল দুর্গাসুর সত্বর রণপণ্ডিতা সেই দেবীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত আকাশে উত্থান করিল; অনন্তর সেই দুর্গাসুর অতি উচ্চস্থান হইতে দেবীকে নিক্ষেপ করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তৎপরে গগণমধ্যে দুর্গাসুরের দীপ্যমান অস্ত্রনিবহে বেষ্টিতা দেবী ভগবতী, মহামেঘপটল-মধ্যে নিহিত বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে ভগবতী দেবী, নিজ শরনিকর-দ্বারা সেই দৈত্যনিক্ষিপ্ত শরসমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া একটী দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা সেই দৈত্যজনেশ্বরকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ভীম-অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণহৃদয় দানব বিঘূর্ণমান হইয়া অতি বিহ্বলতার সহিত ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হইল। তৎকালে তাহার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত শোণিতরাশি, নদীর আকারে বহিতে লাগিল। সেই মহাভীমপরাক্রম দুর্গাসুর ভূমিতে পতিত হইলে পর, দিব্য দুন্দুভি-

নিবহ ধ্বনিত হইতে লাগিল ; নিখিল জগৎ হর্ষলাভ করিল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নি পুনর্ব্বার স্বকীয় দীপ্তি প্রাপ্ত হইল। তৎপরে মহর্ষিগণের সহিত নিখিল দেবগণ, পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে অতি আদরে মহাস্তুতির দ্বারা দেবীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২৯-৩৬। দেবগণ কহিলেন, হে দেবি! হে জগদ্ধাত্রি! হে জগত্রয়মহারণে! হে মহেশ্বর-মহাশক্তে! হে দৈত্যদ্রুম-কুঠারিকে! হে ত্রৈলোক্যব্যাপিনি! হে শিবে! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিণি! হে ধনুর্ব্যগ্রহস্তাগ্রে! হে বিষ্ণুস্বরূপিনি! আপনাকে নমস্কার। ৩৭-৩৮। হে হংসযানে! হে সর্ব্বসৃষ্টি-বিধায়িনি! হে বেদবাণীর জন্মভূমে! হে চতুরাননরূপিণি! আপনাকে নমস্কার।৩৯। হে দেবি! আপনি ইন্দ্রাণী, আপনি কৌবেরী, আপনি বায়বী, আপনি যমপত্নী; আপনি নৈঋ‌র্তী, আপনি ঐশী ও আপনি পাবকী অতএব আপনাকে নমস্কার। ৪০। হে মহাদেবি! আপনি শশাঙ্ক-কৌমুদী ও সৌরী-শক্তি, আপনিই সর্ব্ব-দেবময়ী ও পরমেশ্বরী। আপনি গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতীস্বরূপা, আপনি প্রকৃতি, আপনি বুদ্ধি ও আপনিই অহঙ্কারস্বরূপা। ৪১-৪২। হে দেবি! আপনি চেতঃস্বরূপিণী ও সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপিণী, হে অম্বিকে! আপনি পঞ্চতন্মাত্ররূপা ও মহাভূতস্বরূপা ; আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনি শব্দাদিবিষয়রূপিণী, আপনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবতাস্বরূপা, আপনিই ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী অথচ আপনিই ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপা। ৪৩-৪৪। হে দেবি! আপনি পরা, হে মহাদেবি! আপনি পরাপরা, আপনিই পরাপরগণেরও পরমা এবং আপনিই পরমার্থস্বরূপিণী। হে ঈশানি! আপনি সর্ব্বস্বরূপা, হে সর্ব্বগে! আপনি রূপরহিতা, হে মহামায়ে! আপনি চৈতন্যশক্তি, হে অমৃতে! আপনিই স্বাহা ও স্বধাস্বরূপা। ৪৫-৪৬। আপনি বষট্-বৌষট্ ও প্রণবস্বরূপা, আপনি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, হে দেবি! ব্রহ্মাদিদেবগণও আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ৪৭। হে চতুর্ব্বর্গফলদায়িনি! আপনি চতুর্ব্বর্গস্বরূপা, হে সর্ব্বজগন্নিধে! আপনা হইতে সকল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও আপনি সকল জগতের স্বরূপা। ৪৮। হে মহাদেবি! দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে যত কিছু বস্তু স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান আছে, আপনি সেই সকল পদার্থেই শক্তিরূপে বিদ্যমানা রহিয়াছেন, হে দেবি! এ জগতে আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই বর্ত্তমান নাই। ৪৯। হে মাতঃ! অজেয় সৈন্যনিকর দ্বারা যে ব্যক্তি, ভুবনবিখ্যাত-বীর্য্য দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছিল, সেই অতিভীমপ্রভাব দুর্গাসুরকে বিনাশ করিয়া প্রবল ভয় হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। হে শরণাগত-প্রতিপালিকে! আপনা হইতে ভিন্ন কোন্ ব্যক্তিই বা ভয়হরণ করিতে

সমর্থ, হে দেবি! আমরা আপনারই শরণাগত হইলাম, আমরা অন্য কাহাকেও জানি না। ৫০। হে দেবি! হে পরমেশ্বরি! যে সকল ব্যক্তির প্রতি আপনার কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইয়াছে, এ জগতে তাহারাই যথার্থ ধন্য-ধান্য ও সমৃদ্ধি ভাগী হইয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ পুত্র, পৌত্র, কলত্র ও সুমিত্র লাভ করিতে পারে এবং তাহাদেরই প্রসৃত-চন্দ্রকরের ন্যায় সুবিমল যশোনিবহে এই জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ৫১। হে দেবি! যাহারা আপনার ভক্তিযুক্ত, তাহাদের বিপত্তির লেশমাত্রও ভোগ করিতে হয় না। যে সকল পুরুষ আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিয়া থাকে, তাহাদের কোন কালেও ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। হে ত্রিপুরারিপত্নি! যাহারা আপনার নাম সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদের আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা কি? ৫২। হে দেবি! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যকর যে, সেই দুরন্ত দুর্গাসুর মৃত্যুকালে অমৃতের চিরাধারস্বরূপ ভবদীয় দৃষ্টিপাতলাভ করত দেহ পরিত্যাগে সুন্দর গতি-লাভ করিতে সমর্থ হইল? হে দেবি! ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনার দৃক্‌পথে পতিত হইলে, দুষ্টজীবও কুগতি লাভ করে না। ৫৩। হে দেবি! আপনার শস্ত্রসম্পাতসম্ভূত অনলে দেহ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক দৈত্যগণও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালি দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে স্বর্গে গমন করিতেছে। হে দেবি! সজ্জনগণ নিতান্ত খল ব্যক্তিগণের প্রতিও দুষ্টভাব ধারণ করেন না, বরঞ্চ তাহারা সাধুগণের ন্যায় তাহাদের প্রতিও প্রণয়প্রকাশ করিয়া উত্তমপথের উপদেশ দিয়া থাকেন, এই নিঃসংশয়িত সত্য আপনার অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ৫৪। হে মৃড়ানি! আপনাকে যাহারা প্রণাম করে আপনি পূর্ব্বদিকে তাহাদিগকে রক্ষা করুন। হে ভবানি! আপনার ভক্তগণকে প্রতিপদেই আপনি দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। হে ত্রিপুর-তাপনপত্নি! হে মহেশি! আপনি উত্তর ও পশ্চিমদিকে অবস্থান করত নিজ-ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষা করুন। ৫৫। হে ব্রহ্মাণি! আপনি ভক্তগণের মৌলিদেশ রক্ষা করুন, হে বৈষ্ণবি! আপনার ভক্তনিবহের অধোভাগকে আপনি পরিপালন করুন। আপনি মৃত্যুঞ্জয়া, ত্রিনয়না, ত্রিপুরা ও ত্রিশক্তিরূপে রুদ্র, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুদিকে অবস্থান-পূর্ব্বক নিজ ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষা করুন। ৫৬। হে অমলে! আপনার হস্তত্রিশূল আমাদিগের কেশসমূহকে রক্ষা করুন। শশিকলাধারিণী ভালস্থল ও উমা আমাদের ভ্রূদ্বয়কে রক্ষা করুন। ত্রিলোচনবধূ নেত্রদ্বয়, গিরিজা নাসা, জয়া ওষ্ঠ ও বিজয়া আমাদের অধর-প্রদেশ রক্ষা করুন। শ্রুতিরবা শ্রোত্রদ্বয়,

শ্রী দশনাবলি, চণ্ডী কপোলদ্বয়, বাণী রসনা, জয়মঙ্গলা চিবুক ও কাত্যায়নী আমাদের সমুদয় বদনমণ্ডলকে রক্ষা করুন। ৫৭-৫৮। নীলকণ্ঠী আমাদের কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন, ভূদারশক্তি (বারাহী) সর্ব্বদা আমাদের পৃষ্ঠবংশের উপরিভাগকে রক্ষা করুন, কৌমারী, ঐন্দ্রী যথাক্রমে আমাদের অংশদেশ ও ভুজদণ্ডকে রক্ষা করুন এবং পদ্মা আমাদের করকমলের রক্ষা বিধান করুন। ৫৯। কমলজা আমাদের হস্তাঙ্গুলি সকল, বিরজা নখনিবহ, সূর্য্যমণ্ডলস্থা তমোঘ্নাদেবী কক্ষমধ্যে, স্থলচরী বক্ষঃস্থল, ধরিত্রী হৃদয় ও ক্ষণদাচরনাশিনীদেবী কুক্ষিদ্বয়কে রক্ষা করুন। ৬০। জগদীশ্বরী আমাদের উদরগহ্বর রক্ষা করুন, নভোগতি ও অজাদেবী যথাক্রমে আমাদের নাভি ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। বিকটা আমাদের কটিদেশ রক্ষা করুন, পরমা আমাদের প্রোথদ্বয়, গুহারণি গুহ্যদেশ ও অপারহন্ত্রীদেবী আমাদের অপানদেশকে রক্ষা করুন। ৬১। বিপুলা উরুদ্বয়, ললিতা জানুদ্বয়, জয়া জঙ্ঘাদ্বয়, কঠোরতরা গুল্ফদ্বয়, রসাতলচরা পাদদ্বয়, উগ্রা পাদাঙ্গুলিনিবহ, চান্দ্রী পাদনখনিকর ও তলবাসিনী আমাদের পাদতলকে রক্ষা করুন। ৬২। লক্ষ্মী আমাদের গৃহ রক্ষা করুন, ক্ষেমঙ্করী আমাদের ক্ষেত্র রক্ষা করুন, প্রিয়করা ও সনাতনী আমাদের পুত্রগণ ও আয়ুকে রক্ষা করুন। ৬৩। মহাদেবী ও ধনুর্ধরী আমাদের যশ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করুন, কুলদেবী ও সদগতিপ্রদা আমাদের কুল ও সদগতিকে রক্ষা করুন। ৬৪। রণে, রাজকুলে, দ্যূতে, শত্রুসঙ্কটে, গৃহে, বনে ও সমুদ্রমধ্যে আমরা যে স্থানে থাকি সর্ব্বাণী সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬৫।

ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণের সহিত ইন্দ্রাদিদেবগণ এই প্রকার স্তুতি করিয়া বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৬৬। অনন্তর জগন্মাতা পরিতুষ্টা হইয়া সেই সুরশ্রেষ্ঠগণকে কহিতে লাগিলেন যে, "হে সুরগণ! তোমরা সকলে পূর্ব্বের ন্যায় নিজ নিজ অধিকার অবাধে ভোগ কর, তোমাদের এই যথার্থস্তুতিতে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, হে সুরোত্তমগণ! আমি তোমাদিগকে অন্য বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর"। ৬৭-৬৮। শ্রীদুর্গা কহিলেন, যে ব্যক্তি পবিত্রহৃদয়ে তোমাদের কৃত এই স্তোত্র দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিবে, আমি তাহার প্রতিপদেই বিপত্তি বিনাশ করিব। ৬৯। এই স্তোত্র-কবচকে সর্ব্বদা যে ব্যক্তি ধারণ করিবে, বজ্রপঞ্জরাবৃত সেই ব্যক্তির কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। ৭০। অদ্য হইতে জগতে আমার "দুর্গা" এই নামটী প্রসিদ্ধ হইল, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগম্য দুর্গাসুরকে আমিই দমন করিয়াছি। ৭১। যে সকল ব্যক্তি

দুর্গারূপা আমার শরণাগত হইবে, তাহাদের কোনকালেও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। এই পবিত্র দুর্গাস্তুতির নাম বজ্রপঞ্জর বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ৭২। এই স্তোত্র দ্বারা কবচ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ধারণ করিলে, শমন হইতেও ভয় থাকে না এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, ডাকিনী, রাক্ষস, ক্রূর বিষধর সর্প, অগ্নি, দস্যু, বেতাল, কঙ্কালগ্রহ, বালগ্রহ, বাতপিত্তাদিজনিত দোষ ও বিষমজ্বর প্রভৃতি ব্যাধিনিকর, এই কবচ শ্রবণমাত্রেই সুদূরে পলায়ন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৭৩-৭৫। দুর্গা-প্রশংসাকর এই স্তোত্রটীর নাম বজ্রপঞ্জর, যাহারা এই স্তোত্রের দ্বারা রক্ষিত-শরীর হয়, তাহাদের বজ্র হইতেও কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। ৭৬। এই স্তোত্রটী আটবার জপ করত যে ব্যক্তি এই স্তোত্রসংস্কৃত জল পান করিবে, তাহার কখনও উদরের পীড়া হইবে না এই স্তোত্রাভিমন্ত্রণ দ্বারা বিশুদ্ধ-জল-পান করিলে, কোন প্রকার গর্ভ-পীড়াদি হইবে না এবং সেই জল পান করাইলে বালকগণেরও সর্ব্বপ্রকার পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। ৭৭-৭৮। যে স্থানে সর্ব্বদা এই স্তোত্রটী পঠিত হইবে, সকল শক্তিগণের সহিত আমি স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইব। ৭৯। এবং সেই সকল শক্তিগণ আমার আজ্ঞায় মদ্ভক্তগণকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

এই প্রকার বর প্রদান করিয়া দুর্গাদেবী সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৮০। অনন্তর সেই সকল দেবগণও হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ আবাসে প্রতিগমন করিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে! এইরূপেই সেই দেবীর "দুর্গা" এই নামটী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এক্ষণে কাশীস্থ সেই দুর্গাদেবীকে যে বিধানানুসারে পূজা করিতে হয়, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও মঙ্গলবারে বিশেষ ব্যাপারে সেই দুর্গার্ত্তিনাশিনী দুর্গাদেবীর বিধানানুসারে সর্ব্বকালেই পূজা করিবে। ৮২। নবরাত্রিতে প্রত্যহ প্রযত্নসহকারে দুর্গাদেবীর পূজা করিলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন দূর হয় ও সুমতি-লাভ হয়। ৮৩। মহাপূজোপহার ও মহাবলি নিবেদন দ্বারা পূজা করিলে কাশীস্থিত সেই দুর্গাদেবী ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৮৪। যে সকল ব্যক্তি নিজ শুভকামনা করে, তাহাদের প্রতি সম্বৎসরে নবরাত্রিতে নিজ কুটুম্বগণের সহিত দুর্গাদেবীর যাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৮৫। যে দুর্ব্বুদ্ধি কাশীতে দুর্গাদেবীর বাৎসরিক যাত্রায় অনুষ্ঠান না করে, তাহার প্রতিপদেই কাশীতে অনেক বিপত্তি সহিতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮৬। দুর্গাকুণ্ডে স্নান করিয়া বিধানানুসারে দুর্গার্ত্তিহারিণী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিলে, মানব

নয় জন্মে অর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮৭। নিজ শক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই দুর্গাদেবী এই কাশীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন, কালরাত্রি প্রভৃতি সেই সকল শক্তিগণকে মনুজগণের প্রযত্নসহকারে পূজা করা উচিত। ৮৮। আরও অতিরিক্ত নয়টী শক্তি, বিঘ্নসমূহ হইতে এই কাশীপুরীকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সকল নব দিগ্দেবতাগণের নাম আমি যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ; "শতনেত্রা, সহস্রাস্যা, অযুতভুজা, অশ্বারূঢ়া, গজাস্যা, ত্বরিতা, শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌভাগ্যগৌরী। এই সকল দিগ্দেবতার যথাক্রমে পূর্ব্বাদিদিকের এই নবশক্তিকে বিশেষ যত্নসহকারে পূজা করা উচিত। ৮৯-৯১। এবং নির্ব্বাণ-নিকেতন কাশীক্ষেত্র রক্ষার জন্য আটটী দিকে আটজন ভৈরব বিদ্যমান আছেন ; আমি যথাক্রমে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রুরু, চণ্ড, অসিতাঙ্গ, কপালী, ক্রোধন, উন্মত্তভৈরব, সংহারভৈরব ও ভীষণভৈরব। ৯২-৯৩। এইরূপ বারাণসীক্ষেত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুঃষষ্টিসংখ্যক মহাভীষণমূর্ত্তি বেতালগণ বিদ্যমান আছেন। এই সকল বেতালগণ সর্ব্বদা মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন এবং ইহাঁদের হস্তে সর্ব্বদাই কর্ত্রী ও খর্পর বিদ্যমান রহিয়াছে। কুকুর ইহাঁদের বাহন, ইহাঁরা সকলেই রক্তমুখ, ইহাঁদের মহতী দংষ্ট্রা ও ভুজনিকর অতি বৃহৎ, ইহাঁরা উলঙ্গ ও বিমুক্তকেশ এবং রুধিরাসবপানে এই সকল বেতালগণ সর্ব্বদা প্রমত্ত রহিয়াছেন। ইহাঁদের নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্র, রহিয়াছে। এবং উক্ত প্রকার আকৃতিধারী কোটী ভৃত্যগণে সর্ব্বদা ইহাঁরা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। ৯৪-৯৬। এক্ষণে ইহাঁদের মধ্যে কতিপয়ের নাম শ্রবণ কর যথা :—বিদ্যুজ্জিহ্ব, ললজিহ্ব, ক্রুরাস্য, ক্রূরলোচন, উগ্র, বিকটদংষ্ট্র, বক্রাস্য, বক্রনাসিক, জম্ভক, জৃম্ভণমুখ, জ্বালানেত্র, বৃকোদর, গর্ত্তনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র, অন্ত্রমণ্ডল, জ্বলৎ-কেশ, কম্বুশিরা, খর্ব্বগ্রীব, মহাহনু, মহানাসা, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ, উন্নস ইত্যাদি দুর্ব্বৃত্ত জীবগণের রুধিরপানে সমুৎসুক মহাভীমদর্শন বেতালগণ, দুরাচার সকলকে ভীত করিয়া সর্ব্বদা কাশীক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন। ৯৭-১০০। হে মুনে! ত্রৈলোক্যবিজয়া প্রভৃতি জ্বালামুখীর মধ্যস্থিত যে সকল মহাশক্তিগণ কাশীক্ষেত্রে বর্ত্তমান আছেন, ইহাঁদের বিষয় পূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি ; সেই সকল শক্তিগণ সর্ব্বদাই নিজ নিজ অস্ত্র উদ্যত করিয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করত কাশীপুরীকে অশেষ প্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছেন, হে কলসসম্ভব! সেই সকল শক্তিগণেরও প্রযত্নসহকারে পূজা করা উচিত ; কারণ ইহাঁদের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন ধ্বংস হইয়া থাকে। ১০১-১০২। রুরু প্রভৃতি ভৈরবগণ

যাঁহারা সর্ব্বদা নিবারণ করিয়া কাশীকে রক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বসম্পত্তি সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা তাঁহাদিগেরও পূজা করা উচিত। ১০৩। বিদ্যুজ্জিহ্ব প্রভৃতি উগ্ররূপী যে সকল বেতালগণের বিষয় কথিত হইল, তাঁহাদের পূজা করিলে মনুজগণ অত্যুগ্র বিঘ্ননিবহ হইতে অনায়াসেই উদ্ধার পাইতে পারে। ১০৪। এই নানাভীষণরূপিণী উদায়ুধধারিণী শতকোটি-সংখ্যক ভূতাবলি সর্ব্বদা এই পুরীর রক্ষা-বিধান করিতেছেন; হে মুনে! বিষয়কে বিষময় জ্ঞানে যাহারা একান্ত নির্ব্বাণ সম্পৎ লাভ করিতে সমুৎসুক, সেই সকল মহাত্মাগণ সর্ব্বদা বিশেষ ভক্তি-সহকারে এই সকল দেবতাগণকে পূজা করিবেন। ১০৫—১০৬।

দুর্গজয় নামক এই পবিত্র অধ্যায়টী ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মানব অনন্ত প্রকার সামর্থ্য-লাভকরত অশেষবিধ দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১০৭। এই অধ্যায়ে যে সকল ভৈরব ও বেতালগণের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাঁদের প্রাগুক্ত নামসকল শ্রবণ করিলে পর, :মানব কখন বিঘ্ন হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না। ১০৮। যাহারা এই অধ্যায়টী পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, প্রাগুক্ত ভূতগণ অদৃশ্যভাবে সর্ব্বদা তাহাদের রক্ষাবিধান করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১০৯। এই জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত কাশীভক্ত মনুজগণের বিঘ্ন-নিবারণ এই পবিত্র আখ্যানটী শ্রবণ করা উচিত। ১১০। এই আখ্যানটী লিখিত হইয়া যাহার গৃহে স্থিত ও পূজিত হইবে, দেবতাগণ তাহার সহস্র প্রকার বিপত্তি দূর করিবেন। ১১১। যে ব্যক্তির কাশীতে প্রীতি আছে, তিনি সর্ব্বদা বিশেষ আদরের সহিত বজ্র-পঞ্জর-সন্নিভ এই পরমপবিত্র ও বিপত্তিবিনাশন আখ্যানটীকে শ্রবণ করিবেন। ১১২।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

প্রণবেশ্বর মহিমা-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! জগদম্বিকার সহিত ভগবান্ দেবদেব, ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, তাহা শীঘ্র বলুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে কলসজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ বিরজা নামক যে পীঠস্থান উক্ত

হইয়াছে, সেই পীঠকে দর্শন করিবামাত্র মানব বিরজা (নিষ্পাপ) হইয়া থাকে; বারাণসীতে যে পীঠস্থানে সেই ত্রিলোচন নামক মহালিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তথায় গঙ্গাজলেই পিলিপিলা নামক তীর্থ আছে; যাহা কাশীতে সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকে। ২-৪। ত্রিভুবন মধ্যে যাবদীয় দেব, ঋষি, মনুষ্য, উরগ, সরিৎ, পর্ব্বত ও অরণ্য আছে, তৎসমুদয়ই এস্থানে আছে বলিয়া এই তীর্থ ও এই ত্রিলোচন-লিঙ্গ ত্রিবিষ্টপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান্ পিনাকী জগজ্জননীর নিকট এই ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের যে মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন, হে মুনে! আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। (মহেশ্বরের সহিত পার্ব্বতী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন)। ৫—৭।

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শর্ব্ব! হে সর্ব্বদ! হে সর্ব্বগ! হে সর্ব্বদৃক্! হে সর্ব্বজনক! আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন; কর্ম্মবীজের মহৌষধস্বরূপ এবং মোক্ষ-লক্ষ্মীর গৃহস্বরূপ এই ক্ষেত্র আপনার অতি প্রিয় এবং ইহা আমারও অতিশয় প্রীতিপ্রদ। ৮-৯। যে ক্ষেত্রের ধূলির নিকটও ত্রিভুবন তৃণতুল্য বোধ হয়, সেই সমুদয় ক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে যে সমুদয় লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তির কারণ এবং সকলেই স্বয়ম্ভু, তাহার সংশয় নাই। প্রকৃতপক্ষে যদিচ সমস্তই এবম্ভূত, তথাপি আপনি বিশেষ-রূপে বলুন যে, যথায় আপনি আমার সহিত সতত অবস্থান করিতেছেন সেই কাশীক্ষেত্রে কতগুলি অনাদিসিদ্ধ লিঙ্গ আছেন; যাঁহাদের অবস্থাননিবন্ধন এই কাশী মুক্তিপুরী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেও পাপ-ক্ষয় হয়; যাঁহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হয় এবং জীবনের মধ্যে একবারও যাঁহাদের পূজা করিলে কাশীতে সমস্ত লিঙ্গেরই পূজা করা হইয়া থাকে। হে কারুণ্যামৃতসাগর! আমি আপনার চরণে প্রণতি করিতেছি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় বর্ণন করুন। (স্কন্দ কহিলেন) ভগবান্ মহেশ্বর, দেবীর এই সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, যাঁহাদের নাম শ্রবণ করিয়া পাপরাশি ক্ষয় হইয়া যায় ও পুণ্যরাশি লাভ করা যায় এবং কাশীতে যাঁহারা নির্ব্বাণের কারণ, সেই সমস্ত মহালিঙ্গের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ১০—১৮।

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি! এই ক্ষেত্রে যাহা অতি গুহ্য এবং মুক্তির কারণ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; ব্রহ্মা এবং নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণও এ বিষয় জানেন

না। হে পার্ব্বতি! আমার এই আনন্দ-কাননে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে সংখ্যাতীত লিঙ্গ বিরাজমান আছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি রত্নময়, কতকগুলি নানাধাতুময়, বহুতরই প্রস্তরময় ও অনেকগুলি স্বয়ম্ভু; কতকগুলি দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বহুতরই সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, উরগ, মানব, দানব, অপ্সরা, দিগ্‌গজ, গিরি, তীর্থ, ঋক্ষ, বানর, কিন্নর ও পক্ষিগণ কর্ত্তৃক স্বীয় স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠিত। হে প্রিয়ে! এই সমস্ত লিঙ্গই মুক্তির কারণ, ইহাঁরা দৃশ্য, অদৃশ্য, দুরবস্থাগত এবং কালক্রমে ভগ্ন হইলেও ইহাঁদের পূজা করা উচিত। হে সুন্দরি! আমি একদা গণনা করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহাদের পরার্দ্ধশতসংখ্যা গণিত হইয়াছিল। হে ঈশে! গঙ্গার জলমধ্যেও ষষ্টিকোটি পরিমিত সিদ্ধলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা কলিকালে অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ১৯-২৬। হে প্রিয়ে! আমি যে দিবস এই সমস্ত লিঙ্গ গণনা করিয়াছিলাম, তৎপরে আমার ভক্ত জীবগণ, এস্থানে যে সমুদয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহারও সংখ্যা নাই। হে সুন্দরি! তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, কোন্ কোন্ লিঙ্গের অবস্থিতিনিবন্ধন এই কাশীক্ষেত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে? আমি মুক্তির কারণ সেই সেই লিঙ্গেরই নাম কীর্ত্তন করিতেছি। হে গিরীন্দ্রজে! সেই সমস্ত লিঙ্গ কলিকালে গুপ্ত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব তাঁহাদের নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করিবে না। ২৭-২৯। হে শুভাননে! এই সমস্ত লিঙ্গের নাম শ্রবণমাত্রেই পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া যায় এবং পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই জন্যই যাহারা কলিকালজনিত-পাপে পরিপূর্ণ, দুষ্ট, নাস্তিক এবং শঠ, তাহারা এই সমস্ত সিদ্ধলিঙ্গের নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারিবে না। সেই সমস্ত সিদ্ধলিঙ্গের মধ্যে প্রথম প্রণবেশ্বর, দ্বিতীয় ত্রিলোচন, তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ কৃত্তিবাস, পঞ্চম রত্নেশ্বর, ষষ্ঠ চন্দ্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অষ্টম, ধর্ম্মেশ্বর, নবম বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, দ্বাদশ মণিকর্ণিকেশ্বর, ত্রয়োদশ অবিমুক্তেশ্বর এবং চতুর্দ্দশ বিশ্বেশ্বর নামক আমার মহালিঙ্গ। ৩০-৩৫। হে প্রিয়ে! এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গই নিঃশ্রেয়সের কারণ, ইহাদের সমবায়কেই মহাক্ষেত্র বলা যায় এবং ইহাঁরাই এই ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; ইহাঁরা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া তাহাদিগকে মোক্ষসম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৬-৩৭। হে সুন্দরি! আনন্দকাননে এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গই মুক্তি প্রদান করেন, অতএব মানবগণ এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গের অবশ্য পূজা করিবে। প্রত্যেক মাসেই প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া যত্ন সহকারে এই শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ সমূহের যাত্রা করিবে। ৩৮-৩৯। (স্কন্দ কহিলেন) হে কুম্ভজ! এই সমস্ত লিঙ্গে মহা-

দেবের আরাধনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই কাশীতে মুক্তিলাভ করে না, ইহা নিশ্চয়। অতএব হে মুনে! যাহারা কাশীবাসের ফল প্রার্থনা করে, তাহারা বহুতর যত্ন সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক অবশ্য এই সমস্ত লিঙ্গের পূজা করিবে। ৪০—৪১।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গ ব্যতীত কাশীতে মুক্তির কারণ আরও যদি কোন মহালিঙ্গ থাকেন, তবে তাহা বলুন। ৪২।

স্কন্দ কহিলেন, হে সুব্রত! মহেশ্বর, দেবীকে কহিয়াছিলেন যে, হে সুন্দরি! এই সমস্ত লিঙ্গ ব্যতীত কাশীতে আরও অনেক মহালিঙ্গ আছেন, কিন্তু তাঁহারা কলিকালে গুপ্ত থাকিবেন, যে ব্যক্তির সতত ঈশ্বরে ভক্তি আছে এবং যে উত্তমরূপে কাশীর মহিমা জানে, সে এই সমস্ত লিঙ্গকে জানিতে পারিবে, তদ্ভিন্ন আর কেহই ইহাঁদিগকে জানিতে পারে না। ৪৩-৪৪। এই সমস্ত লিঙ্গের নাম গ্রহণ করিলেও কলিকালজনিত কল্মষ ক্ষয় হইয়া যায়। অমৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, করুণেশ্বর, মোক্ষদ্বারেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, বৃষেশ্বর, চণ্ডীশ্বর, নন্দিকেশ্বর, মহেশ্বর এবং জ্যোতীরূপেশ্বর, এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গও আনন্দকাননে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহাদের বুদ্ধি কলিকালজনিত পাপে মলিন, তাহাদিগের নিকট কখন ইহাঁদের নাম কীর্ত্তন করিবে না। যে ব্যক্তি কাশীতে এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গের পূজা করে, তাহাকে আর সংসার-মার্গে পুনরাগমন করিতে হয় না। এই বিষয়টী কাশীকোশস্বরূপ এবং অতুলনীয়, সুতরাং যে সে স্থানে ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে। ৪৫-৫০। হে বরাননে! এই ক্ষেত্রের পরমরহস্য এই যে, এই সমস্ত লিঙ্গের নামও বিপত্তিকালে দুঃখ হরণ করিয়া থাকে। হে গিরীন্দ্রজে! এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গই আমার সান্নিধ্যকারক এবং অবিমুক্তক্ষেত্রের হৃদয়স্বরূপ। হে দেবি! এই যে সমস্ত মুক্তিপ্রদ লিঙ্গের বিষয় বলিলাম, আমি ভক্তগণের উপর কৃপা করিয়া এক একটী ভুবনের সার গ্রহণ করিয়া ইহাঁদিগকে এ স্থানে রক্ষা করিয়াছি। ৫১-৫৩। হে প্রিয়ে! এই ক্ষেত্রে মুক্তি হয় এইরূপ যে প্রবাদ আছে, আমার এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গই তাহার কারণ। হে কান্তে! যে সমস্ত ভক্তগণ আনন্দকাননে এই সমস্ত লিঙ্গের ধ্যান করে, তাহারাই যথার্থ ব্রতশীল ও তপস্বী। কাশীতে দূর হইতেও যাহারা এই সমস্ত লিঙ্গকে দর্শন করে, তাহারাই যথার্থ যোগাভ্যাস করিয়াছে এবং তাহারাই যথার্থ দান প্রদান করিয়াছে। ৫৪-৫৬। হে পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া একবারও এই সমস্ত লিঙ্গের পূজা করে, সেই

পাপহীন ব্যক্তির মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক বিহিত ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যনিচয়ের ফল-লাভ হয় এবং সে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। ৫০—৫৮।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যারে! মহেশ্বর স্বীয় ভক্তগণের হিতের জন্য দেবীর নিকট অন্যান্য আরও সে সমস্ত লিঙ্গের কথা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্লীনেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্যগর্ভেশ্বর, ঈশানেশ্বর, গোপ্রেক্ষেশ্বর, বৃষভধ্বজ, তপশান্তশিব, জ্যেষ্ঠেশ্বর, নিবাসেশ্বর, শুক্রেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর ও জম্বুকেশ্বর, এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গও মহদ্ আয়তনস্বরূপ, ইহাঁদিগের পূজা করিয়াও মানব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৫৯-৬২। সাধুব্যক্তিগণ চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী তিথি পর্য্যন্ত এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গের পূজা করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভের জন্য মহোৎসব-সহকারে ইহাঁদের বার্ষিকী যাত্রা করিবে। যত্নপূর্ব্বক এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গকে দর্শন করিলে, জীব আর কখনও দুঃখবহুল সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। হে প্রিয়ে! এই ক্ষেত্রের ইহাই পরম তত্ত্ব এবং সংসাররোগগ্রস্ত জীবগণের ইহাই মহৌষধি। ইহাই এই ক্ষেত্রের উপনিষদ্ ও ইহাই মুক্তির পরমবীজ। হে প্রিয়ে! এই লিঙ্গসমূহই কর্ম্মরূপ-কাননের পক্ষে দাবানল-স্বরূপ। ইহাঁদের প্রত্যেকের মহিমা আদি ও অন্তবিরহিত, আমি ভিন্ন আর কেহই ইহাদের মহিমা জানিতে পারে না। (স্কন্দ কহিলেন) হে মুনে! এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া দেবী হর্ষে পুলকিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন। ৬৩—৬৯।

দেবী কহিলেন, হে প্রিয়! কাশীর যে পরম রহস্য আপনি কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন আরও উৎসুক হইয়াছে, হে কারণেশ্বর! আপনি বলিলেন যে, প্রত্যেক লিঙ্গই মহাসাররূপ এবং নির্ব্বাণের কারণ, অতএব এক্ষণে আপনি পাপহারী পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশলিঙ্গের প্রত্যেকের মহিমা বর্ণন করুন। অতি পবিত্র অমরকণ্টক-ক্ষেত্র হইতে প্রণবেশ্বর কেন এস্থানে আগমন করিলেন, ইহাঁর স্বরূপ এবং মহিমাই বা কি প্রকার, কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আরাধনা করিয়াছিল এবং ইনি আরাধিত হইয়াই বা কিরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা বলুন। ৭০-৭৪। (স্কন্দ কহিলেন) দেবদেব মহেশ্বর মৃড়াণীর এই বাক্য-সুধা শ্রুতিগোচর করিয়া প্রণবেশ্বরের অতি অদ্ভুত উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন। ৭৫।

দেবদেব কহিলেন, হে অপর্ণে! যে প্রকারে এই ক্ষেত্রে ওঙ্কারেশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাদেবি! পুরাকালে এই আনন্দবনে বিশ্বস্রষ্ঠা ব্রহ্মা সমাধিস্থ হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৭৬-৭৭। তপস্যায় ব্রহ্মার সহস্রযুগ অতিবাহিত হইলে পরে, তাঁহার সম্মুখে দিক্‌-সমূহকে বিদ্যোতিত করত সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া এক মহাজ্যোতিঃ সমুদ্ভূত হইল। সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মার যে তেজঃ অন্তরে আবিভূর্ত হইয়াছিল, সেই তেজই যেন হঠাৎ তাঁহার বাহিরে প্রকাশ পাইল। সেই তেজঃ নির্গত হইবার সময় ভূমি হইতে যে চট্‌চটাশব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই শব্দেই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মা, ক্রমশঃ সমাধি-অবস্থা পরিত্যাগ করিলেন। ৭৮-৮০। ব্রহ্মা সমাধি ত্যাগ করিয়া যেমন সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন, অমনি সম্মুখে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ঋক্‌ক্ষেত্র, সৃষ্টিপালক, সাক্ষাৎ নারায়ণাত্মক এবং তমঃপারে প্রতিষ্ঠিত আদিম অক্ষর অকার, আর তাহারই সম্মুখে রজোরূপ যজুঃক্ষেত্র, সাক্ষাৎ বিধাতৃস্বরূপ ও নিঃশব্দ অন্ধতমস-সদনস্বরূপ উকার এবং তদগ্রে তমোরূপ সামক্ষেত্র, লয়হেতু ও রুদ্ররূপী মকারকে দর্শন করিলেন এবং মকারের সম্মুখে বিশ্বরূপময়াকার, সগুণ এবং নির্গুণ, অনাখ্যনাদ-সদন, এবং যাহা শব্দব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত বাঙ্ময়ের কারণকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তপোবলে সেই নাদের উপর সমস্ত কারণের কারণ ও জগদ্‌যোনি বিষ্ণুরূপ পরাৎপরকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ৮১ ৮৮। যিনি স্বীয় প্রভাববলে এই সমস্ত জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া প্রণবরূপে নির্দ্দিষ্ট হন এবং যিনি স্বীয় ভক্তগণকে উন্নত করেন বলিয়া প্রণব নামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন, তিনি রূপহীন হইলেও সরূপ হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন দিলেন। যিনি স্বীয় জাপকগণকে সংসার-সমুদ্র হইতে তারণ করেন বলিয়া "তার" এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিলেন। ৮৯-৯০। নির্ব্বাণাভিলাষী ব্যক্তি-সমূহ-কর্ত্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে স্তুত হন বলিয়া "প্রণব" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং যিনি স্বীয় সেবককে পরমপদ প্রদান করিয়া সেই প্রণব নাম সার্থক করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা সেই শান্ত পরাৎপরকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ৯১-৯২। যিনি ত্রয়ীময়, তুরীয়, তুর্য্যাতীত, অখিলাত্মক এবং নাদবিন্দুস্বরূপ; ব্রহ্মা তাঁহাকেই দর্শন করিলেন। যাঁহা হইতে সাঙ্গবেদনিচয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ব্রহ্মা সেই বেদাদি-পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিলেন, যিনি তেজঃস্বরূপে ত্রিধা আবদ্ধ হইয়া বৃষভরূপে বারম্বার রোদন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সেই পরমাত্মাকে নয়নগোচর করিলেন। যাঁহার চারিটী শৃঙ্গ, সাতটী হস্ত, দুইটী শীর্ষ এবং তিনটী পদ; ব্রহ্মা সেই দেবকে

সন্দর্শন করিলেন। ৯৩-৯৬। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয়ই যাঁহার অভ্যন্তরে লীন রহিয়াছে, ব্রহ্মা তপোবলে বীজরহিত সেই বীজকে দর্শন করিলেন। আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত এই জগৎ যাঁহাতে লীন হইয়া বারম্বার আবির্ভূত হয় বলিয়া লোকে যাঁহাকে লিঙ্গ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে, ব্রহ্মা তাঁহাকে সন্দর্শন করিলেন। ৯৭-৯৮। যে স্থানে পঞ্চবিধ অর্থ ভাষিত হইয়া থাকে, যিনি পঞ্চব্রহ্মময় এবং আদি-পঞ্চস্বরূপ; ব্রহ্মা তাঁহাকেই দেখিতে পাইলেন। তখন ব্রহ্মা সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপী শঙ্করকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৯—১০০।

ব্রহ্মা কহিলেন, প্রণবস্বরূপ ও অক্ষরবিগ্রহস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে সদাশিব! অকারাদি বর্ণনিচয়ের প্রভবস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে আকৃতি-বর্জ্জিত! আপনিই অকার, আপনিই উকার এবং আপনিই মকার, হে রূপাতীত! ঋক্, যজুঃ ও সামস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ১০১-১০২। নাদস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, বিন্দুকলাস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে অলিঙ্গ! লিঙ্গরূপ ও সর্ব্বরূপ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে নিধনাদিবিবর্জ্জিত! তেজোনিধিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; ভব, রুদ্র ও শর্ব্বস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; উগ্র, ভীম ও পশুপতি-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার; সম্ভব ও তারস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ১০৩-১০৫। অমায় ও শিবতরস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; হে শিতিকণ্ঠ! কপর্দ্দীস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; হে গিরিশ! মীঢ়ুষ্টম ও শিপিবিষ্টস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। অহ্রস্ব, খর্ব্ব, বৃহৎ ও বৃদ্ধস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। কুমারবপু ও কুমারগুরুস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, অরুণ, ধূম্র, পিঙ্গ ও কির্ম্মীরবর্চ্চঃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। পাটলবর্ণ, হরিততেজঃ, নানাবর্ণ ও বর্ণসমূহের পতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। স্বরস্বরূপ ও ব্যঞ্জনস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ১০৬-১১০। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; বিসর্গের সহিত হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতের পতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; হে সানুনাসিক! অনুস্বারস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। নিরনুনাসিক, দন্ত্য ও তালব্য-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ওষ্ঠ্য, উরস্য ও উষ্মবর্ণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে পিনাকিন্! অন্তঃস্থ ও পঞ্চমস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। নিষাদ ও নিষাদপতি-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্যস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। তার, মন্দ্র, ঘোর ও অঘোরস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। তানস্বরূপ ও মূর্চ্ছনাপতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। স্থায়ী ও সঞ্চারীভাবস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। তালপ্রিয়, তাল ও লাস্য-তাণ্ডবজন্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।

১১১-১১৬। হে তৌর্য্যত্রিকপ্রিয়! যাহারা ভক্তি-সহকারে আপনার নিকট নৃত্য-গীত করে, আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাণশ্রী প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেব! তৌর্য্যত্রিকস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, অদৃশ্য, অর্ব্বাচীন ও পরাচীনস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ১১৭—১১৮। বাক্‌প্রপঞ্চ-স্বরূপ ও বাক্‌প্রপঞ্চাতীতস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। এক, অনেক ও সদসৎপতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে শব্দব্রহ্ম! হে পরব্রহ্ম! আপনাকে নমস্কার; বেদান্তবেদ্য ও দেবপতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, বেদস্বরূপ ও বেদ-গোচরস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে পার্ব্বতীশ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব-দেবেশ! হে দেব-দিব্যপদপ্রদ! হে মহেশ্বর! শঙ্করস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে জগদানন্দ! আপনাকে নমস্কার; হে জগদীশ! আপনাকে নমস্কার। হে মৃত্যুঞ্জয়! ত্র্যম্বকস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পিনাকহস্ত ও ত্রিশূলীস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার; হে অন্ধকনিসূদন! ত্রিপুরহন্তাস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। ১১৯-১২৪। হে কন্দর্পদর্পদলন! জলন্ধরারিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। কাল, কাল-কাল ও কালকূটভক্ষকস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে অভক্তৈক বিষাদদ! ভক্তগণের বিষাদহন্তাস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। জ্ঞান, জ্ঞানরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে যোগসত্তম! আপনি যোগিগণের যোগসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। হে তপোধন! আপনি তপস্বিগণকে তপস্যার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ১২৫-১২৭। আপনিই মন্ত্ররূপী ও মন্ত্রসমূহের ফলপ্রদ। আপনিই মহাদানের ফল এবং আপনিই মহাদানপ্রদ। হে মহাযজ্ঞফলপ্রদ! আপনিই মহাযজ্ঞ। আপনিই সর্ব্ব, আপনিই সর্ব্বগ, আপনিই সর্ব্বদ, আপনি সর্ব্বদৃক্, আপনিই সর্ব্বভুক্ এবং আপনিই সর্ব্বকর্ত্তা। হে সর্ব্বসংহারকারক! হে যোগিগণের হৃদয়াকাশবাসিন্! আপনাকে নমস্কার। ১২৮-১৩০। হে সত্ত্বমূর্ত্তে! আপনিই বিষ্ণুরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া ত্রিভুবনকে ত্রাণ করিতেছেন, হে ত্রাতঃ! আপনাকে নমস্কার। ১৩১। হে বিধানবিৎ! হে নীরজস্কপদপ্রদ! আপনিই রজোরূপ আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন এবং আপনিই মহোগ্র ও সর্পভূষণ মহারুদ্র। হে মহাপিতৃবনেচর! আপনিই মহাভীম; হে কৃতান্তকৃতান্তক! আপনি কালাগ্নিরুদ্ররূপে তামসী তনু আশ্রয় করিয়া প্রলয় করিয়া থাকেন। হে অজ! আপনিই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিমেষের মধ্যে মহদাদিক্রমে এই অখিল জগৎকে পুনরায় আবিষ্কার করেন। ১৩২-১৩৫। আপনার উন্মেষ ও নিমেষই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ; আপনি স্বৈরচারী হইয়াও যে

কপালমালা ধারণ করিয়াছেন, তাহা কেবল আপনার লীলামাত্র। হে ধূর্জ্জটে! আপনার কণ্ঠে এই যে নরশিরোস্থি শোভা পাইতেছে, উহা প্রলয়কালে দগ্ধ দেহী-সমূহের বীজমালা। ১৩৬-১৩৭। হে শম্ভো! এই বিশ্ব আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আপনাতেই অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং বাক্য ও মনের অগোচর আপনাকে কে জানিতে পারে? আপনিই স্তবকর্ত্তা, আপনিই স্তুতি এবং আপনিই সতত স্তুত্য, আমি কেবল "নমঃ শিবায়" ইহাই জানি, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই জানি না। আপনিই আমার শরণ্য এবং আপনিই আমার পরমগতি, অতএব হে ঈশ! আমি বারম্বার আপনাকে প্রণাম করি। (স্কন্দ কহিলেন) ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করত ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণবেশ্বর মহালিঙ্গকে প্রণাম করিলেন। তখন ঈশ্বর কহিতে লাগিলেন। ১৩৮—১৪১।

ঈশ্বর কহিলেন, হে গিরীন্দ্র-তনয়ে! ব্রহ্মার এই সমস্ত স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলাম এবং আমি অমূর্ত্ত হইয়াও সেই লিঙ্গমধ্য হইতে শাঙ্করী মুর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া চতুরাননকে বলিলাম যে, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন ব্রহ্মা উত্থানকরত আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শনকরত কৃতাঞ্জলি হইয়া জয় জয় শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ১৪২-১৪৪। এবং আনন্দাশ্রু-পরিপূর্ণনেত্রে গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন। ১৪৫।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যদি প্রসন্নই হইয়াছেন ও আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, তবে হে শঙ্কর! এই লিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক, এই বরই আমাকে প্রদান করুন, আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না; আর ভক্তগণের মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গ "প্রণবেশ্বর" নামে বিখ্যাত হউন। ১৪৬—১৪৭।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! মহেশ্বর, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে কহিলেন যে, তাহাই হউক। অনন্তর মহেশ্বর বিধিকৃত স্তবে অতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রসন্ন হইয়া আরও বর প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৪৮—১৪৯।

ঈশ্বর কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে তপঃশ্রেষ্ঠ! তুমি অখিল বেদের আশ্রয় হও, আর আমার অনুগ্রহবলে তোমার লোকসৃষ্টি করিবার সামর্থ্য হউক। তুমি সকলেরই পিতামহ এবং সকলেরই মান্য হইবে, তোমার তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য এই যে শব্দব্রহ্মময় ও প্রণবরূপ লিঙ্গ উত্থিত হইয়াছেন, ইহাঁর আরাধনায় ব্রহ্মপদ মানবগণেরও দূরে থাকিবে না। ১৫০-১৫২। এই লিঙ্গ অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দুসংজ্ঞক এবং পঞ্চায়তন; ইনি জীবগণের মুক্তির জন্য এই

আনন্দকাননে অবস্থান করিতেছেন। জীব, মৎস্যোদরী-তীর্থে স্নান করিয়া প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলে, আর কখন জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। ১৫৩-১৫৫। রমণীয় মৎস্যোদরী-তীরে এই সুদুর্লভ লিঙ্গকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে, ইনি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মৎস্যোদরী যখন গঙ্গা ও কপিলেশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তিনী হন, তখন মানব তথায় স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গঙ্গা ও বরুণার সহিত যখন এই তীর্থ মিলিত হন, তখন ইহাঁতে স্নান করিয়া প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব আর কোন কারণে শোক প্রাপ্ত হয় না। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে সাগরসমূহের সহিত ষষ্টিকোটিসহস্র তীর্থনিচয় মৎস্যোদরীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৫৬-১৬০। প্রণবেশ্বরের সন্নিকটে যখন গঙ্গা আগমন করেন, সেই কাল অতিশয় পুণ্যতম বলিয়া গণিত হয় এবং ঐ কাল, দেব, ঋষি ও পিতৃগণের অতিপ্রিয় হইয়া থাকে। সেই সময়ে, স্নান, জপ, দান, হোম এবং দেবতার্চ্চন প্রভৃতি যাহা কিছু সৎকার্য্য তথায় করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলেই অশ্বমেধের ফললাভ হয়, অতএব কাশীতে মানবগণ যত্নপূর্ব্বক প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিবে। ১৬১-১৬৩। যে ব্যক্তি প্রণবেশ্বরকে দর্শন না করে, তাহার চতুর্ব্বর্গসাধনও দুর্লভ এই মানবজন্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। মানব, মৎস্যোদরী-তীর্থে স্নান করিয়া কপিলেশ্বরকে দর্শন ও তথায় পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণের নিকট অনৃণী হইয়া থাকে। ১৬৪-১৬৫। বহুতর উৎকট পাপ করিয়াও যে ব্যক্তি কাশীতে প্রণবেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারও যম হইতে কোন প্রকার ভীতি উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বপুরুষগণ স্বীয় বংশের কাহাকেও প্রণবেশ্বরের যাত্রায় যাইতে দেখিলে, আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। ১৬৬-১৬৭। মানব, পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাহার নাম স্মরণ করিয়া প্রণবেশ্বরকে দর্শন করে, তিনি সেই সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মলোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। নিযুতসংখ্যক রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে যে ফললাভ হয়, ভক্তিসহকারে প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ১৬৮-১৬৯। যে ব্যক্তি আনন্দবনে প্রণবেশ্বরকে দর্শন না করে, তাহার জন্ম কেবল পৃথিবীর ভারের জন্য। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলেই যাবতীয় লিঙ্গ দর্শন করা হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ১৭০-১৭১। প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিয়া যদি কেহ অন্য স্থানে মৃত হয়, তাহা হইলে সেও স্বর্গলোকে গমন করত পুনরায় কাশীতে আসিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আমি সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিব এবং যাহারা ইহার পূজা করিবে, আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব। মানব, যত্নপূর্ব্বক একবারও

প্রণবেশ্বরকে প্রণাম করিলে, আমার পরম অনুগ্রহে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। ১৭২-১৭৪। প্রণবেশ্বরের পশ্চিমদিকে তারতীর্থ আছেন, মানব তথায় স্নানাদি করিলে দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা প্রণবেশ্বরের ভক্ত তাহারা মানব নহে, তাহারা মনুষ্যচর্ম্মাবৃত রুদ্রনিচয় এবং মোক্ষগামী। হে বিধে! এস্থানে তোমার পুণ্যবলে আবির্ভূত এই লিঙ্গের মহিমা কেহই জানিতে পারে না, এই লিঙ্গের প্রভাবে তুমি সমস্ত বিষয়ই যথার্থরূপে বিজ্ঞাত হইবে, অতএব হে বিধে! তুমি এক্ষণে চরাচর বিশ্ব সৃজন করিতে আরম্ভ কর। (স্কন্দ কহিলেন) মহেশ্বর, ব্রহ্মাকে এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া, সেই লিঙ্গ মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৭৫—১৭৯।

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোদ্ভব! ব্রহ্মা অদ্যাপি স্বরচিত স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকৃত স্তব পাঠ করিলে, মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয় এবং মহাপুণ্য ও জ্ঞান লাভ করে। এক বৎসরকাল ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মকৃত স্তোত্র পাঠ করিলে, অন্তকালে জ্ঞানলাভ করা যায়; যে জ্ঞানের দ্বারা জীব অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ১৮০—১৮২।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে বাতাপিসংহারিন্! পাতকহারিণী কাশীবিষয়িণী বাণী শ্রবণ কর; পদ্মকল্পে দমন নামক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে একটী সুন্দর ও অলৌকিক ইতিহাস আছে, এক্ষণে তাহাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি। ১। ভরদ্বাজ নামক ঋষির দমন নামক একটী পুত্র হন, কালক্রমে তিনি উপনয়নান্তে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষাকরত, জ্ঞাননেত্রে "প্রাণির জীবন অতি চঞ্চল ও সংসার সর্ব্বদা দুঃখসঙ্কুল" ইহা বিলোকন-পূর্ব্বক নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।২-৩। দমন, গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া যদৃচ্ছা-ক্রমে নানাদিকে গমন করিতে করিতে, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর, প্রতি সমুদ্র-তীর, প্রতি কানন, প্রতি তীর্থ ও প্রতি নদী বিলোকন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভ্রমণ-কালে যেখানে যত দেবমন্দির আছে, তপোযুক্ত দমন সেই সকল স্থানে ইন্দ্রিয় ও মন নিয়তকরত কিয়দ্দিন অবস্থান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয়, কোন স্থানেই স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না। ৪-৬। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে এমন একজন মহাত্মাকে পাইলেন না; যিনি তদীয় হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল, কদাচিৎ একদিবস তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে নর্ম্মদাতীরে অমরকঙ্কট-তীর্থ ও তাহারই সন্নিকটে পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের বৃহৎ আয়তন বিলোকন করিতে পাইলেন। সেই স্থানটী বিলোকন করিবামাত্র তিনি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তদীয় হৃদয়ও অনেকাংশে স্থিরতা লাভ করিল। অনন্তর সেই তীর্থবাসী বিভূতিভূষিত-বপুঃ শিবলিঙ্গার্চ্চননিরত তপোনিষ্ঠ আগমশাস্ত্র-পর্য্যালোচনায় দিনযাপনকারী নিজ নিজ গুরুর পুরোভাগে অচঞ্চলহৃদয়ে অবস্থিত পাশুপত যোগিগণকে বিলোকন করিয়া তপস্বী দমন, প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের আচার্য্যের সন্নিকটে অতি বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। ৭—১১।

অনন্তর পাশুপতগণের আচার্য্য অতিবৃদ্ধ তপঃকৃশ মহাদেবারাধনে নিরত সর্ব্বতপোধনশ্রেষ্ঠ গর্গনামা মহামুনি, দমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কে? এবং কি কারণেই বা এ স্থানে আগমন করিয়াছ, হে সত্তম! দেখিতেছি, তোমার বয়স অতি অল্প অথচ তোমার চিত্ত বিশেষ বিরক্ত, বৎস! ইহার কারণ কি"। ১২—১৪।

এই প্রকার মহর্ষি গর্গের প্রণয়পূর্ব্বক আভাষণ শ্রবণ করিয়া, দমন বলিতে লাগিলেন যে, হে সর্ব্বজ্ঞারাধনপ্রিয় পাশুপতাচার্য্য! আপনার নিকট আমার হৃদয়ের সকল অভিপ্রায় কীর্ত্তন করিতেছি; আমি ব্রাহ্মণপুত্র, বিহিত শ্রম করিয়া বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। ১৫—১৬। অনন্তর সংসারের অনিত্যতায় বিরক্ত হইয়া আমি বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি; আমার বাসনা এই যে, এই শরীরেই আমি মহাসিদ্ধি লাভ করিব। ১৭। আমি অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছি, কোটি মন্ত্রের জপ করিয়াছি, অনেক দেবতার পূজা করিয়াছি, বহুতর হোম করিয়াছি, বহুকাল বহু গুরুজনের নানা প্রকার সেবা করিয়াছি এবং অনেক রাত্রিও মহাশ্মশানে অতিবাহিত করিয়াছি। ১৮—১৯। হে মহাত্মন্! আমি অনেক গিরীন্দ্র-শিখরে বাস করিয়াছি, সহস্রপ্রকার দিব্যৌষধি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অনেক প্রকার রসায়ন সেবা করিয়াছি, আমি মহাসাহস অবলম্বন

করিয়া কৃতান্ত-বদনের ন্যায় ভীষণাকৃতি সিদ্ধসেবিত বহুতর গিরিগহ্বরমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছি এবং সর্ব্বপ্রকার যম-নিয়ম ধারণপূর্ব্বক সুদুশ্চর তপস্যাও করিয়াছি। ২০-২২। কিন্তু প্রভো! কোন স্থানে বা কোন কর্ম্মে আমি নিজ সিদ্ধির অঙ্কুর-মাত্রও অবলোকন করি নাই; এক্ষণে এই ভূমণ্ডল পর্য্যটনে ব্যাপৃত হইয়া আপনার দর্শনলাভে আমার হৃদয় স্থিরতা লাভ করিয়াছে; আমার সিদ্ধি অদূর-বর্ত্তিনী। হে মহাত্মন্! আমি আশা করিতেছি যে, আমার প্রার্থনায় আপনার বদনাম্ভোজ হইতে মদীয় হিতকারিণী বাণী অবশ্যই বিনির্গত হইবে। হে ভগবন্! আপনার বাক্যেই আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব, অন্য কোন উপায়ে আমার কিছুই হইবে না, অতএব আপনি অনুগ্রহ পুরঃসর আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। হে ভগবন্! বলিয়া দেন, কোন্ উপায়ে আমি এই শরীরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।

তপস্বী দমনের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপাশুপতব্রতধারী স্থিরচেতা গর্গ স্বীয় শিষ্যগণের সমক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রকার অতি আশ্চর্য্যজনক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৩—২৭।

গর্গ কহিলেন, অহে প্রিয়দর্শন! বাস্তবিক এই দেহেতেই সিদ্ধিলাভ করিতে যদি তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমি যে বিষয়টী বলিতেছি, তাহা অবহিতহৃদয়ে শ্রবণ কর। বৎস! বোধ হয়, তুমি শুনিয়া থাকিবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষস্বরূপ রত্নচতুষ্টয়ের পরমাকরস্বরূপ সজ্জনগণের সিদ্ধিপ্রদ অবিমুক্ত নামক একটী মহাক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে নিবাসকারী সকল প্রাণীগণেরই সঞ্চিত কর্ম্ম সকল অগ্নিপতিত শলভরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়, হে বৎস! সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবগণের সর্ব্ব প্রকার মোহ বিনিবৃত্ত হয়। বৎস! অবিমুক্তক্ষেত্র কর্ম্মবৃক্ষের দাবাগ্নিস্বরূপ, সংসার-সাগরের বাড়বানলস্বরূপ, নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষীরসমুদ্রস্বরূপ এবং নিত্যসুখের চিরস্থায়ী নিকেতন, হে দ্বিজসত্তম! সেই অবিমুক্তক্ষেত্র মোহরূপ দীর্ঘনিদ্রাক্রান্ত জীবগণের পরমবোধদায়ী এবং সংসারে যাতায়াতে বিশ্রান্ত জীব-পথিকগণের আশ্রয় মহীরুহস্বরূপ। ২৮-৩২। হে সত্তম! সেই বারাণসীক্ষেত্র, অনেকজন্মার্জ্জিত পাতকরূপশৈলগণের পক্ষে মহাবজ্রতুল্য; যাহারা সেই ক্ষেত্রের নামোচ্চারণ করে, তাহারাও বিশেষ মঙ্গল লাভ করিতে পারে; অবিমুক্তক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরের পরমধাম এবং স্বর্গ ও অপবর্গের সীমাস্বরূপ। হে বৎস! সেই বারাণসীক্ষেত্রের ভূমিভাগ স্বর্গঙ্গার লোল-কল্লোলমালায় প্রতিক্ষণ ক্ষালিত হইতেছে। ৩৩-৩৪। সর্ব্বদুঃখবিনাশকারী এবম্প্রকার গুণসম্পন্ন সেই

মহাক্ষেত্র আমি যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৫। হে মহামতে! যেখানে কালভয় নাই, যেখানে পাপের ভয় নাই, সেই কাশীক্ষেত্রের মহিমা বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? ৩৬। এই লোকে প্রাণিগণের পাপহরণকারী যত তীর্থ বর্ত্তমান আছে, তাহারা সকলেই আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিতে বারাণসীতে আগমন করিয়া থাকে। ৩৭। কাশীবাসী ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারহীন সর্ব্বদ্রব্যবিক্রয়কারী মনুষ্য যে গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অন্যস্থানবাসী মনুজ, বহুবিধ যজ্ঞ ও অনন্ত দানেও তাদৃশী উত্তমগতি লাভ করিতে পারে না। ৩৮। রাগরূপ-বীজ হইতে উৎপন্ন সংসাররূপ-মহাবৃক্ষ কাশীতে মৃত্যুস্বরূপ-কুঠারাঘাতে ছিন্ন হইলে আর কদাচিৎ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ৩৯। কাশীক্ষেত্র সকল জীবগণের পক্ষেই পরম উষরভূমিস্বরূপ, কারণ তথায় বপনকারী জীবগণের অদৃষ্ট-বীজ কোন কালেই প্ররোহিত হয় না। ৪০। যে সকল সাধুগণ আগ্রহ-সহকারে কাশীকে স্মরণ করিবেন, তাঁহারাও নিখিল পাপ হইতে বিমুক্তি লাভকরত উত্তমগতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ৪১। সত্য প্রভৃতি লোকেরও ঐশ্বর্য্য ক্ষয় হইয়া থাকে কিন্তু বারাণসীস্থিত মানবের ঐশ্বর্য্য কোনকালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, একমাত্র মহেশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে ঐ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। বারাণসীতে মৃত কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিও যে বিভূতি লাভ করিতে পারে, ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোন্ স্থান আছে, যথায় তাদৃশ পরমগতি লাভ করিতে পারা যায়। ৪৩। যদি কালবশে মানব একবার বারাণসীতে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই উপায় করা উচিত; যাহাতে আর কাশী ছাড়িয়া নির্গত হইতে না হয়। ৪৪। পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, বারাণসীতে এই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে স্থান, তাহাই মহাফলদায়ক বলিয়া কীর্ত্তিত। মণিকর্ণিকায় স্নানান্তে প্রভু বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া একবার ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিলে, মানব রাজসূয়-যজ্ঞের ফল-লাভ করে। এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। ৪৫-৪৭। ব্রহ্মাণ্ডগোলকমধ্যে বারাণসীর তুল্য সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ অন্য কোন স্থানই বর্ত্তমান নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৪৮। অতিশয় ক্রূরবুদ্ধি, পাশ ও অসিধারী মহেশ্বরের উগ্র পারিষদগণ সর্ব্বদা অবিমুক্তক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন। ৪৯। অতি ভীষণাকৃতি কোটি-কোটিগণপরিবৃত অট্টহাসনামক শিব-পারিষদগণ, দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে পুরীকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই পূর্ব্বদ্বারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৫০। এই প্রকার ভূত-

ধাত্রীশ ও গোকর্ণ নামক পারিষদদ্বয় কোটিগণে পরিবৃত হইয়া যথাক্রমে ক্ষেত্রের দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছেন। ৫১। ঘণ্টাকর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রের উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছেন ; ছাগবক্ত্র নামক গণাধিপ ঐশকোণে, ভীষণ নামে পারিষদ বহ্নিকোণে, শঙ্কুকর্ণ পারিষদ নৈঋতকোণে ও চণ্ডপারিষদ বায়ুকোণে অবস্থান করত সর্ব্বদা ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। এই সকল অতি দীপ্তিশালী মহাগণনিকর সর্ব্বদা ক্ষেত্ররক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ৫২-৫৩। কালাক্ষ, রণভদ্র, কৌলেয় ও কালকম্পন নামক গণচতুষ্টয়, গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত হইয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। ৫৪। বীরভদ্র, নভ. কর্দ্দমালিপ্তবিগ্রহ, স্থূলকর্ণ ও মহাবাহু ইঁহারা অসিপারে অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। ৫৫। বিশালাক্ষ, মহাভীম, কুণ্ডোদর, নন্দিসেন, এই গণচতুষ্টয় পশ্চিমে দেহলীদেশে অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। ৫৬। পঞ্চাল, খরপাদ, করণ্টক, আনন্দ, গোপক ও বভ্রু নামক ছয়জন গণশ্রেষ্ঠ বরণার উত্তরতটে অবস্থান করত অবিমুক্ত ক্ষেত্রের রক্ষা-বিধান করিতেছেন। ৫৭।

সেই মহাপবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রণবেশ্বর নামক একলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন ; তাঁহার উপাসনা করিয়া পার্থিব-শরীরেই অনেক মহাত্মাগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৫৮। কপিল, সাবর্ণি, শ্রীকণ্ঠ, পিঙ্গল, অংশুমান্ এই সকল মহাপাশুপতগণ সেই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। ৫৯। কপিল প্রভৃতি মহাপাশুপতগণ সেই প্রণবেশ্বরের পূজা ও হুঙ্কারধ্বনি করত নৃত্য করিতে করিতে সেই লিঙ্গমধ্যে বিলীন হইয়া যান। ৬০। অয়ি মহাবুদ্ধে দ্বিজসত্তম দমন! সেই স্থানের একটী পূর্ব্বকালীন অদ্ভুত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬১।

হে মুনে! পুরাকালে একটী ভেকী সেই লিঙ্গসমীপে বাস করিত ; সেই ভেকী প্রতিদিন সেই লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিত এবং তাঁহারই নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিত। ৬২। শিব-নির্ম্মাল্য ভক্ষণ জন্য পাপে সেই ভেকীর কাশীতে মৃত্যু না হইয়া মৃত্যু অন্যত্র হইল। ৬৩। বিষভক্ষণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ কিন্তু শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণ করা কদাপিও কর্ত্তব্য নহে, কারণ বিষ একজনের প্রাণনাশ করে কিন্তু শিব-নির্ম্মাল্য পুত্র-পৌত্রের সহিত ভক্ষণকারীকে বিনাশ করে। ৬৪। যাহারা শিব-নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে, সাধুগণের তাহাদিগকে স্পর্শ করা উচিত নহে, কারণ শিব-নির্ম্মাল্য ভক্ষণকারীকে স্পর্শ করিলেও রৌরব নামক নরকে যাইতে হয়। ৬৫।

প্রণবেশ্বরের চারিদিকে পরিভ্রমণকারিণী সেই ভেকীকে বিলোকন করিয়া কোন কাক, চঞ্চুপুটে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক কাশী হইতে বহির্গত হইল ও কাশীর বহির্দ্দেশে ভেকীকে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর মৃত্যুর পরে নির্ম্মাল্য ভক্ষণ ও প্রদক্ষিণকরণজন্য পাপ ও পুণ্যশালিনী সেই ভেকী কাশীতে পুষ্পবটু নামক এক ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। ৬৬-৬৮। পুষ্পবটুর গৃহে জন্মানন্তর তাহার শরীর সকলই শুভলক্ষণযুক্ত হইল, কিন্তু শিব-নির্ম্মাল্যভক্ষণ জন্য পাপে মুখটী গৃধ্রের ন্যায় হইল। ৬৯। সেই কন্যার নাম মাধবী হইল। মাধবীর কণ্ঠ-ধ্বনি বড়ই রমণীয়; সে সকল প্রকার গীতের রহস্য গ্রহণে সমর্থা হইল। সপ্তস্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশ প্রকার তান, একশত এক প্রকার তাল, ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের পাঁচটী করিয়া রাগিণী, এই ছত্রিশ প্রকার রাগ-রাগিণী, সর্ব্বরাগিগণের পরম সুখাবহ। যত প্রকার তাল, রাগও তাবৎসংখ্যক; এই সকল গীত-রহস্যজ্ঞা শুভব্রতা সেই মাধবী রমণীয়যৌবন-লাভে ও অচঞ্চল হৃদয়ে প্রতিদিন সঙ্গীতাদি দ্বারা বিশেষ ভক্তিসহকারে প্রণবেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। ৭০-৭৪। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতই মাধবী প্রণবেশ্বরের বিশেষ প্রকারে ভক্তি করিতে লাগিল। হে দ্বিজসত্তম দমন! স্বভাব চঞ্চল হইলেও মাধবীর হৃদয় সেই লিঙ্গের সেবন-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে পরম স্থিরতা লাভ করিল; দিবাকালে ক্ষুধা বা তৃষ্ণা তাহাকে পীড়িত করিতে সমর্থ হইত না, রাত্রিকালে নিদ্রা তাহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইত না। ৭৫-৭৬। এই প্রকারে মাধবীর মন সর্ব্বপ্রকারে মোহসম্পর্ক হইতে ছিন্ন হইতে লাগিল। দিবারাত্রির মধ্যে সেই লিঙ্গ দর্শন করিতে করিতে তাহার নেত্রদ্বয়ে যে কয়টী নিমেষ পতিত হইত, তাবৎ নিমেষ কয়টীকে সে মহাবিঘ্নস্বরূপে জ্ঞান করিত এবং ভাবিত "লিঙ্গ-দর্শনকালের মধ্যে যে কাল, নিমেষের দ্বারা অন্তরিত হইয়া ব্যর্থ অতিবাহিত হইল, হায়! কোন্ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আমি এ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব"। ৭৭-৭৮। এই প্রকার চিন্তাপর হইয়াও মাধবী কদাপি সেই লিঙ্গের সেবা হইতে অণুমাত্রও বিরত হইত না। যখন তাহার জলপানে অভিলাষ হইত, সে সময় সে সেই প্রণবেশ্বরের নাম-রূপ অমৃত পান করিত। ৭৯। সজ্জনগণের হৃদয়-গগণভাসী শ্রীমান্ প্রণবেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আকর্ণবিস্তৃত তদীয় নয়নদ্বয় অন্য কোন পদার্থই বিলোকন করিতে ব্যাপৃত হইত না। ৮০। তৎকালে তদীয় শ্রবণদ্বয় অন্য কোন প্রকার শব্দ গ্রহণ করিত না, সেই লিঙ্গার্চ্চনের জন্য মালা নির্ম্মাণ করিতে তদীয় করদ্বয় অতিশয় নৈপুণ্যলাভ করিল। ৮১। নির্ব্বাণ-সম্পত্তির আশ্রয়মূল সেই লিঙ্গের প্রাঙ্গণ

পরিত্যাগ করিয়া তদীয় চরণদ্বয় সুখাশায় অন্যত্র বিচরণ করিত না। ৮২। প্রণব, সার, পর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মপ্রকাশক, শব্দব্রহ্ম, ত্রয়ীরূপ, নাদবিন্দুকলালয়, সদক্ষর, আদিরূপ, বিশ্বরূপ, পরাবর, বর, বরেণ্য, বরদ, শাশ্বত, শান্ত, ঈশ্বর, সর্ব্বলোকৈক-জনক, সর্ব্বলোকৈকরক্ষক, সর্ব্বলোকৈকসংহারকারি, সর্ব্বলোকৈকবন্দিত, আদ্যন্ত-রহিত, নিত্য, শিব, শঙ্কর, অব্যয়, অদ্বিতীয়, গুণত্রয়াতীত ভক্তহৃদয়বিহারী, নিরু-পাধি, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, নিজোদয়, স্বাত্মারাম, অনন্ত, সর্ব্বগ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বদ, সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্ব, সর্ব্বসুখাস্পদ, এই সকল নামোচ্চারণে সর্ব্বদা ব্যাপৃত তদীয় বাগিন্দ্রিয়, কোন সময়েও অন্য কোন ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিত না। এই সকল নামাক্ষররসপানে ব্যাপৃত, তদীয় রসনা অন্য প্রকার রসের আস্বাদনে বিরত হইল। ৮৩-৯০। মাধবী প্রতিদিন সেই লিঙ্গের প্রাসাদ ও চিত্রপুত্তলিকা সকলকে বিহিত শ্রদ্ধাসহকারে মার্জ্জন করিত ও অবসর-ক্রমে তাঁহার পূজাপাত্রনিকর ভাল করিয়া প্রক্ষালন করিত। ৯১। সেই লিঙ্গের অর্চ্চনাকারী যে সকল পাশুপতশ্রেষ্ঠ বাস করিতেন, মাধবী পিতৃবুদ্ধিতে অতি যত্ন-সহকারে প্রত্যহ তাঁহাদের সেবা করিত। ৯২। একদা বৈশাখ মাসে চতুর্দ্দশী তিথিতে দিবাভাগে উপবাস করিয়া মাধবী, প্রাতঃকালে যাত্রার্থে সমাগত ভক্তবৃন্দ চলিয়া যাইলে পর, রাত্রি-জাগরণ করিয়া মন্দির-পরিষ্কার ও পাত্রাদি মার্জ্জন সমাপন-পূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে লিঙ্গের পূজাকরত, মধুরগীত-সহকারে লীলাময় নৃত্য করিতে লাগিল ও প্রণবেশ্বর-লিঙ্গের ধ্যান করিতে লাগিল; এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর, অকস্মাৎ সেই লিঙ্গ-মধ্য হইতে গগণব্যাপি এক পরমজ্যোতি আবির্ভূত হইল এবং মহামতি বালা মাধবী, পার্থিব-শরীরেই তাহাতে লীন হইবামাত্র সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়া যাইল; আমার আচার্য্যশ্রেষ্ঠের সমক্ষেই এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারটী সাধিত হইয়াছিল। ৯৩-৯৭। হে দ্বিজসত্তম দমন! এখন পর্য্যন্তও বারাণসীবাসী ভক্তবৃন্দ, বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহোৎসব পুরঃসর সেই প্রণবেশ্বর-লিঙ্গের যাত্রা করিয়া থাকেন। ৯৮। উক্ত তিথিতে দিবসে উপবাস করিয়া তথায় রাত্রি-জাগরণ করিলে, মনুষ্য যে কোন স্থানেও মৃত হইয়া পরমজ্ঞান-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৯। ব্রহ্মাণ্ডগোলক মধ্যে যত তীর্থ বর্ত্তমান আছে, তাহারা সকলেই বৈশাখ মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রণবেশ্বর দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন। ১০০। সেই লিঙ্গের সম্মুখে শ্রীমুখী নাম্নী একটী পরমোত্তম গুহা বিদ্যমান আছে, সেই গুহা পাতালের দ্বার; তথায় বহুতর সিদ্ধজন বাস করিয়া থাকেন। ১০১। সেই গুহামধ্যে যাহারা পঞ্চরাত্র বাস করিয়া থাকে, সেই সকল

সুব্রত মহাত্মাগণ, নাগকন্যা, দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, নাগকন্যাগণও তাঁহাদের ভবিষ্য শুভাশুভ বলিয়া দেন। ১০২। তথায় গুহার উত্তরদিকে রসোদক নামে একটী কূপ বিদ্যমান আছে, ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া ভক্তি-সহকারে তাহার জল পান করিলে, মানব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে, সমর্থ হয়। ১০৩। তথায় বর্ত্তমান সর্ব্বনাদ-কারণ নাদেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব বিশ্ববৃত্তি-সর্ব্বপ্রকার নাদের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ১০৪। সেই স্থানে বরণারজলপ্লাবিত মৎস্যোদরী নামক স্বর্ণদী বিদ্যমান আছেন, তাহাতে স্নান করিলে কৃতকৃত্য-মানব, কোনকালে শোকপ্রাপ্ত হয় না। ১০৫। প্রণবেশ্বরের সেবক অনন্তসিদ্ধগণ, দৃশ্যমান পার্থিবশরীরেই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১০৬। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান, তাহার মধ্যেও প্রণবেশ্বর স্থানই অতিশ্রেষ্ঠ, ইহা মৎস্যোদরীর তটে বিদ্যমান আছে। ১০৭। যাহারা কাশীক্ষেত্রে প্রণবেশ্বরকে নমস্কার করিল না বা তাঁহার পূজা করিল না; জননীর তারুণ্যহারী সেই সকল মনুষ্য কেন এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিল? ১০৮। হে সাধুশ্রেষ্ঠ দমন! যে দিন মন্দর-পর্ব্বত হইতে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর কাশীতে আগমন করিয়াছেন, সেই দিনেই তাঁহার সহিত নিখিল পুণ্যায়তন, সকল পবিত্র পর্ব্বত, সকল নদী, সকল তীর্থ ও সকল পরম পবিত্র দ্বীপ সেই আনন্দকাননে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছে। ১০৯—১১০।

হে মুনে দমন! এখন মদীয় শুভাদৃষ্টের প্রসাদে তোমার সঙ্গেই আলাপ করিতে করিতে কাশীর বিষয় স্মরণ করিতে পারিয়াছি; আমিও কাশী যাইব, চল, আমরা সকলেই একত্রে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করি। এই সকল মদীয় শিষ্য-গণও সকলেই মুমুক্ষু, ইহারাও সকলে বহুদিন হইতে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। ১১১-১১২। বৃদ্ধাবস্থায়ও যাহারা কাশীর সেবা না করে, তাহাদের দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথায় অতিবাহিত হয়, সুতরাং তাহাদের মহাসুখ লাভ হইবার সম্ভব কি? ১১৩। যাবৎকাল ইন্দ্রিয় বিকল না হয় ও আয়ুঃ পরিশেষপ্রাপ্ত না হয়, তাহারই মধ্যে প্রযত্ন-সহকারে মহেশ্বরের আনন্দ-কাননকে অবলম্বন করা উচিত। ১১৪। শ্রীনিকেতন শম্ভুর আনন্দ-কাননকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা মহাসৌখ্যস্বরূপ মহানিধি লাভ করিয়াছে সুতরাং অনন্তশ্রী তাহাদিগকে কোনকালেই পরিত্যাগ করেন না। ১১৫।

পাশুপতোত্তম মহামুনি গর্গ, এই কথা বলিয়া ভরদ্বাজ দমনের সহিত তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক যথাকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। ১১৬। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা দমন, গর্গাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া যথাবিধানে শ্রীমান্ প্রণবেশ্বরের

অর্চ্চনা করিয়া কালক্রমে আবিভূর্ত পরম জ্যোতিতে লীন হইয়া গেলেন। ১১৭। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে ইম্বলারে! অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রণবেশ্বরের আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান, এই লিঙ্গের উপাসনা করিয়া অনেক সাধক অনায়াসে পরমসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১১৮। কলিকালে পাপোপহত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ নাস্তিকগণের নিকট এই পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা উচিত নহে। ১১৯। যে সকল মূঢ়বুদ্ধিগণ, মহাদেব ও অবিমুক্তক্ষেত্রের নিন্দা করিয়া থাকে এবং যাহারা পুরাণশাস্ত্রের নিন্দা করে, তাহাদের সহিত কখনও আলাপ করা উচিত নহে। ১২০। এই জগতীতলে প্রণবেশ্বরের সদৃশ জ্ঞানপ্রদ অন্য কোন লিঙ্গ বিদ্যমান নাই। হে অগস্ত্য! এই কথা, দেবদেব মহেশ্বর জননী পার্ব্বতীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১২১। শিবভক্ত ব্যক্তি এই পবিত্র অধ্যায়টী ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ও দেহান্তে শিবলোক-প্রাপ্ত হয়। ১২২।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

ত্রিলোচন-মাহাত্ম্য কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! ভগবান্ প্রণবেশ্বরের এই মহাপাতক-নাশিনী কথা শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনি এইক্ষণে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গবিষয়িণী পরমাদ্ভুত-কথা কীর্ত্তন করুন। হে ষন্মুখ! দেবদেব মহেশ্বর জননী পার্ব্বতীর সমীপে এই ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের আবির্ভাববিষয়িণী যে কথা কীর্ত্তন করে, হে মহাবুদ্ধে কার্ত্তিকেয়! আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল কথাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! দেবদেব মহেশ্বর, জননী গৌরীর নিকটে যাহা কহিয়াছেন ও যে কথা শুনিলে জীবের সর্ব্বভ্রান্তি দূর হয়, সেই ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের উৎপত্তিবিষয়িণী কথা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩। বিরজা নামক প্রসিদ্ধপীঠে সেই ত্রিবিষ্টপ নামক লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। এই

বিরজপীঠের দর্শনমাত্রেই মনুষ্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৪। হে ঘটোদ্ভব! সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা এই তিনটী পাপবিনাশিনী নদী ত্রিলোচনের দক্ষিণদিকে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্য স্রোতোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় সমবেত হইয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নসময়ে এই নদীত্রয় প্রত্যেকে এক একটী কলস ধারণপূর্ব্বক ত্রিবিষ্টপেশ্বর-লিঙ্গকে স্নান করাইয়া থাকেন। ৫-৭। ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের সমীপে এই নদীত্রয় নিজ নিজ নামে এক একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই লিঙ্গত্রয়ের দর্শনেই মানব, পূর্ব্বোক্ত নদীত্রয়ে অবগাহনজন্য ফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮। ত্রিবিষ্টপের দক্ষিণদিকে সরস্বতীশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, ইহাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মানব সর্ব্বপ্রকার জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া, সারস্বত-পদ লাভ করিতে পারে। ৯। ইহাঁর পশ্চিম-দিকে বর্ত্তমান যমুনেশ্বরকে ভক্তি-সহকারে অর্চ্চনা করিলে অতি পাপাত্মাও কখন যমলোক দর্শন করে না। ১০। ত্রিলোচনের পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমান সুখপ্রদ নর্ম্মদে-শ্বরকে দর্শন ও পূজা করিলে মানব আর গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করে না। ১১। ত্রিবিষ্টপের সমীপে বর্ত্তমান পিলিপিলা-তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া মানব আর কেন বৃথা শোক করিয়া থাকে? ১২। সবিশেষ ভক্তি-সহকারে একবার ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের স্মরণ করিলেও মানব ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিতে সক্ষম হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩। যাহারা ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে দর্শন বা স্পর্শ করিয়াছে, এ জগতে তাহারা কৃতকৃত্য ও মহার্থী, ইহাতে আর সংশয় কি? ১৪। আনন্দকাননস্থিত এই ত্রিবিষ্টপ নামক লিঙ্গকে যে দর্শন করিয়াছে, যে ব্যক্তি ইহাঁর নামপর্য্যন্তও শ্রবণ করে, সেই শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি সপ্ত-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে যত লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের সকলকে দর্শন করিলে যে ফল হয়, একমাত্র ত্রিলোচনকে দর্শন করিলে তাহা হইতে অধিক ফললাভ করা যায়। কাশীতে ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের দর্শন করিলে ত্রিলোকদর্শনের ফললাভ হয়। ১৫-১৭। যে ব্যক্তি ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে দর্শন করে, সে ক্ষণকালমধ্যেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, আর তাহাদের গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং সে, সকল তীর্থে স্নান ও সকল অবভৃত-স্নানের ফল-লাভ করিতে পারে। ১৮। গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা যথায় সাক্ষাৎ হাস্য করিতেছেন; সেই পিলিপিলা-তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, তাহার আর গয়ায় যাইবার প্রয়োজন কি? পিলিপিলা-তীর্থে স্নানানন্তর পিণ্ডপ্রদান করিয়া

ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব কোটিতীর্থ দর্শনের ফল-লাভ করিতে পারে। অন্য কোন স্থানে কৃত পাপ কাশীদর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে যে পাপ করা যায়, তাহার ফলে লোক পিশাচত্ব লাভ করে। যদি কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ মহাদেবের আনন্দকাননে কোন পাপ করে, তাহা হইলে সে, সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহাদেবের দর্শন করিবে। ভূমণ্ডলে যত স্থান আছে, সেই সকলের অপেক্ষা আনন্দকাননই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই কাশীর মধ্যে যত তীর্থ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যেও প্রণবেশ্বর-ক্ষেত্র প্রধান মোক্ষপথের প্রকাশক; সেই প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ হইতেও এই শ্রেয়োরূপ ত্রিলোচন-লিঙ্গ অতি-শ্রেষ্ঠতর। ১৯-২৫। তেজস্বিগণের মধ্যে যেমন সূর্য্য, দৃশ্যগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র, সেইরূপ সকল লিঙ্গের মধ্যে এই ত্রিলোচন-লিঙ্গই সর্ব্বপ্রধান। ২৬। মহাসৌখ্যের একমাত্র নিধানস্বরূপ মোক্ষ-লক্ষ্মীর সেই পরমপদবী, ত্রিলোচন-মহেশ্বরের সেবকগণের সুদূরে বর্ত্তমান নহে। ২৭। একবার ত্রিলোচনের পূজা করিয়া যে ফললাভ করিতে পারা যায়, একজন্ম ব্যাপিয়া অন্যান্য সকল লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তাদৃশ ফললাভ হয় না। ২৮। যে সকল মহাত্মাগণ কাশীতে ত্রিলোচন-লিঙ্গকে অর্চ্চনা করে, তাহারা মহাদেব-প্রীতির ফলে ত্রিলোকবাসী জীবগণের পূজনীয় হইয়া থাকে। ২৯। যাহারা পাশুপত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে ও যাহারা সর্ব্বসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি প্রমাদবশতঃ স্বীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারে, তাহা হইলে কাশীতে তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই; যেহেতু তথায় মহাপাপনিবহের ধ্বংসকারী মোক্ষ-সম্পদের আধার গৃহস্বরূপ ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহার দর্শনে তাহারা অনায়াসেই প্রমাদকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩০-৩১। একবারমাত্র ত্রিলোচন-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া মানব জন্মান্তরশতের অর্জ্জিত কলুষরাশি হইতেও মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ৩২। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুর্ব্বঙ্গনাগামীও একবর্ষ-কাল ইহাদের সঙ্গকারী, এই পাঁচ প্রকার মহাপাপী প্রকীর্ত্তিত আছে। ৩৩। পরদাররত, পরহিংসাপরায়ণ, পরনিন্দারত, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, ভ্রূণহত্যাকারী, শূদ্রীপতি দ্বিজ, মাতৃত্যাগী, পিতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, পরগৃহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষ-প্রদাতা, গোহত্যাকারী, স্ত্রীঘাতী, শূদ্রহত্যাকারী, কন্যাভিগামী, ক্রূর, পিশুন, নিজধর্ম্মপরাঙ্মুখ, নিন্দক, নাস্তিক, কূটসাক্ষ্যদাতা, অভক্ষ্যভক্ষক ও অবিক্রেয়-বিক্রয়ী এই সকল পাপী ও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমহাপাপী একবারমাত্র ত্রিলোচন-লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ পাপ হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে

কিন্তু যে ব্যক্তি শিবনিন্দক, তাহার কোনরূপেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৩৪-৩৮। যে মূঢ় ব্যক্তি শিবনিন্দা করে বা শৈব-শাস্ত্রের নিন্দা করে, কোন ব্যক্তিও কোনকালে শাস্ত্রেও দেখে নাই যে, সেই পাপাত্মা কদাপি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ৩৯। যাহারা শিব-নিন্দা করে বা শিবভক্তগণের প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকে, তাহারা যাবৎকাল চন্দ্র-সূর্য্য থাকেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ভীষণ নরক-ভোগ করিয়া থাকে। যে অধমাধম অভাগ্য মনুষ্য শিবনিন্দা করে, তাহাকে আত্মঘাতী ও ত্রৈলোক্যঘাতী বলা গিয়া থাকে। ৪০-৪১। কাশীতে যাহারা মোক্ষ কামনা করে, তাহারা সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক শিবভক্তগণের পূজা করিবে, কারণ তাহাদের পূজা করিলে স্বয়ং মহাদেব প্রসন্ন হয়েন। ৪২। এ সংসারে যাঁহাদের কথা লোকে বিশ্বাস করে, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় এই বাক্যটী ঘোষণা করিবেন যে, "সংসারে যদি কাহারও প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাসনা থাকে এবং পাপ হইতে যদি ভয় থাকে, আর আমাদের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ এই বাক্যে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক, হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া যেখানে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই আনন্দকাননে গমন করুন, যে ক্ষেত্রে গমনে নিঃসংশয়ী মানবগণ আর পাপজন্য বাধা ভোগ করেন না ও পরমধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন সেই মহাতীর্থ আনন্দকাননের মধ্যে অতিনির্ম্মল নদীত্রয় সম্মিলিত পরমপবিত্র ত্রিলোচনের কটাক্ষ প্রভাবে সকল প্রকার পাপহরণকারী পিলিপিলা-তীর্থ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; তথায় গৃহ্যোক্ত-বিধানে স্নানানন্তর তর্পণীয় দেব-পিতৃগণের তর্পণপূর্ব্বক যথাশক্তি শাঠ্য পরিহারকরত ধনাদি বিতরণ ও ভক্তি-সহকারে দর্শন-পূর্ব্বক ত্রিলোচন-লিঙ্গের পূজা করিবে। গন্ধ, মাল্য, পঞ্চামৃত, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, নানাভূষণ, পূজোপকরণ-দ্রব্য, ঘণ্টা, দর্পণ, চামর, বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, নৃত্য-গীত, বাদ্য, জপ, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও শিব-পরিচারকগণের সন্তোষবিধান দ্বারা ত্রিলোচন-লিঙ্গের মহাপূজা সম্পন্নকরত, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, প্রায়শ্চিত্তার্থী মানব 'আমি নিষ্পাপ হইলাম' এই বলিলে ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৪৩-৫৩। এইরূপ ত্রিলোচনের পূজাকরত পঞ্চনদে স্নান করিয়া পশ্চাৎ মণিকর্ণিকায় স্নান করিবে, অনন্তর বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিলে মানব বহুতর পুণ্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। ৫৪। এই মহাপাপবিনাশকারী প্রায়শ্চিত্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যে ব্যক্তি কাশী-মাহাত্ম্যের নিন্দা করিয়া থাকে বা যে নাস্তিক, তাহার সমীপে কদাচ ইহা প্রকাশ করিবে না। ৫৫। ধনলোভ-

বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নাস্তিককে এই প্রায়শ্চিত্তের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে প্রকাশকর্ত্তা নরকে গমন করে, হে ঘটোদ্ভব! ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ৫৬। সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলে যে ফল-লাভ হয়, কাশীতে সায়ংকালে ত্রিলোচন-লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিলে, মানব সেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৭। কাশীতে ভুজঙ্গমেখলাশোভিত ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে দর্শন করিয়া মানব যদি অন্যত্র মৃত হয়, তথাপিও জন্মান্তরে সে মোক্ষপদের অধিকারী হয়। ৫৮। অন্য স্থানে শিবলিঙ্গের দর্শন করিতে হইলে পুণ্যকালের প্রতীক্ষা করিতে হয়, কিন্তু কাশীতে ত্রিলোচন-লিঙ্গের দর্শন করিতে হইলে কোন পুণ্যকালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহাকে দর্শন করিবে। ৫৯। প্রণবেশ্বরপ্রমুখ লিঙ্গসমূহ যদ্যপি সকল পাপ হরণ করিয়া থাকেন বটে, তথাপি ত্রিলোচনের যে সর্ব্বাতিভাবিনী শক্তি আছে, তাহা অন্য কোন শিব লিঙ্গেই বর্ত্তমান নাই। ৬০। হে ঘটোদ্ভব! ভগবান্ মহেশ্বর, জননী পার্ব্বতীর নিকটে এই লিঙ্গের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, "হে অপর্ণে! এই ত্রিলোচন লিঙ্গ যে, সকল লিঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট তাহার কারণ আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে যখন আমি নিবিড় সমাধিতে মগ্ন ছিলাম, তৎকালে আমার সম্মুখে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল হইতে এই লিঙ্গ স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হন। পুরাকালে এই লিঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানকরত আমি তোমাকে নেত্রত্রয় প্রদান করি, তাহারই প্রভাবে তোমার এই উত্তম দর্শনশক্তি আবির্ভূত হয়; হে দেবি! সেই দিন হইতেই ত্রিলোকবাসী সকল জীবই এই লিঙ্গকে ত্রিলোচন নামে অভিহিত করে, এই ত্রিলোচনের প্রসাদে লোকে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ত্রিলোচনের প্রতি ভক্তিমান, তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ ত্রিলোচনস্বরূপ ও আমার নিত্যসহচর হয় এবং তাহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে। হে মহেশানি! এই ত্রিলোচন লিঙ্গের সম্যক্ প্রকারে মাহাত্ম্য কোন ব্যক্তিই জানিতে সমর্থ নহে, তাহার কারণ আমি নিজেই তাহা বিশেষরূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছি। বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে পিলিপিলা-তীর্থে স্নানান্তে সমস্ত দিন উপবাস ও তদবস্থায় রাত্রিজাগরণ করত ভক্তিসহকারে ত্রিলোচন-লিঙ্গের পূজা করিয়া পরদিন প্রাতে পুনর্ব্বার সেই পিলিপিলা-তীর্থে স্নানানন্তর পুনর্ব্বার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে পিতৃগণের উদ্দেশে ধর্ম্মঘট, বিহিত অন্ন ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া শিবভক্ত জনগণের সহিত একত্রে পারণ করিবে, হে দেবি! এই প্রকার ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারিলে মানবগণ স্বীয় অখণ্ডনীয় পুণ্যের প্রভাবে মদীয় গণ হইয়া সর্ব্বদা

আমার অগ্রগামী হইতে সমর্থ হয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে; হে দেবি! যাবৎকাল পর্য্যন্ত ত্রিলোচন-লিঙ্গ দৃষ্ট না হয়েন, তাবৎকাল দেব, মনুষ্য বা মহোরগগণ বারম্বার সংসারে অদৃষ্টবশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পিলিপিলা-তীর্থে স্নানানন্তর একবার এই ত্রিলোচন-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব আর কখন জননীর জঠরে প্রবেশ বা তদীয় স্তন্যপান করে না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ভামিনি! প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য সকল তীর্থ বারাণসীতে ত্রিবিষ্টপ ক্ষেত্রে আগমন করিয়া থাকেন। ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের দক্ষিণদিকে বর্ত্তমান পিলিপিলা-তীর্থের জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে, মানব রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে"। ৬১-৭৪।

সেই স্থানেই সর্ব্বপাপ-বিনাশক্ষম পাদোদকনামক কূপ বিদ্যমান আছে, ভক্তি-পূর্ব্বক সেই কূপের জল পান করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। এই ত্রিলোচন-লিঙ্গের পার্শ্বদেশে বহুতর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। তাহাদেরও দর্শন বা স্পর্শনে মানব কৈবল্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই ত্রিলোচনের নিকটেই গঙ্গাতীরে শান্তনব নামে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সংসার-তাপিত মানব, পরম শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহারই দক্ষিণভাগে অভীপ্সেশ্বর নামে একটী মহালিঙ্গ বিদ্যমান আছেন, হে মুনে! তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব, কলিকাল ও কামভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। ৭৫-৭৮। তাঁহার পশ্চিমভাগে দ্রোণেশ্বর নামক একটী মহালিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া দ্রোণ, জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৭৯। দ্রোণেশ্বরের সম্মুখেই অশ্বত্থামেশ্বরনামক লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন; এই লিঙ্গটী মহাপুণ্যপ্রদ। ইহাঁকেই পূজা করিয়া অশ্বত্থামা কাল হইতেও নির্ভয় হইতে পারিয়াছেন। ৮০। দ্রোণেশ্বরের বায়ু-দিগ্‌ভাগে বালখিল্যেশ্বর নামক একটী পরম উৎকৃষ্ট লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের দর্শন করিলে মানব, সর্ব্ব-যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। ৮১। তাঁহারই বামদিকে বাল্মীকীশ্বরনামক লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে ভক্তিসহকারে দর্শন করিবামাত্র মানব শোকরহিত হইতে পারে। ৮২।

(স্কন্দ কহিলেন) হে ঘটোদ্ভব! পুরাকালে ভগবান্ মহেশ্বর জননী ভগবতীর নিকট ত্রিলোচন-লিঙ্গের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যে একটী ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি এইক্ষণে তাহাই বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৮৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

——:※:——

ত্রিলোচন-প্রাদুর্ভাব কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে। পুরাকালে এই বিরজ নামক পীঠে ভগবান্ ত্রিলোচনের প্রাসাদে যে এক ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে স্বর্গও যখন নষ্ট হইতে আরব্ধ হইল, সেই সময়ে মণিমাণিক্য-নির্ম্মিত, নানাভঙ্গিতে অবস্থিত বহুতর গবাক্ষযুক্ত, সুমেরুর ন্যায় উন্নত, ত্রিলোচনের সেই প্রাসাদ, বিধাতাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সৃষ্টির ধারণ-স্তম্ভরূপে শোভা পাইতেছিল। হে মুনে! সেই প্রাসাদের উপরিস্থিত পতাকানিচয়ের অগ্রভাগসমূহ বায়ু-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল যেন, তাহারা পাপসমূহকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছে, আর সেই প্রাসাদ সুবর্ণময় কলসে বিভূষিত থাকা-নিবন্ধন বোধ হইতেছিল যেন, পূর্ণিমার চন্দ্র, প্রাসাদ-সৌন্দর্য্যে খিন্ন হইয়া তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই প্রাসাদে একটী কপোত ও একটী কপোতী বাস করিত; তাহারা প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্বেচ্ছাক্রমে উড়িয়া বেড়াইত; সেই সময়ে তাহাদের পক্ষ-বাতের দ্বারা সেই প্রাসাদ-সংশ্রিত ধূলিনিচয় দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। ত্রিলোচনের ভক্তগণ সতত "ত্রিলোচন, ত্রিবিষ্টপ" এই নাম উচ্চারণ করিত, সেই কপোতযুগল তাহাই শ্রবণ করিত। ১-৮। শম্ভুর প্রীতিকর চতুর্ব্বিধ বাদ্য নিরন্তর তাহাদের কর্ণ-গুহায় প্রতিধ্বনিত হইত এবং ত্রিসন্ধ্যা মঙ্গলারাত্রিকের বিমল জ্যোতিঃ, সেই কপোতযুগলের নেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের চেষ্টা প্রদর্শন করাইত। স্থিরচিত্ত সেই কপোতযুগল আহার না পাইলেও কখন কোন বাঞ্ছিত বিষয়ের জন্য স্থানান্তরে উড়িয়া যাইত না। ভক্তগণ কর্ত্তৃক সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত তণ্ডুলাদিই তাহারা ভক্ষণ করিত ও চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। হে বিপ্র! সেই স্থানেই যে চতুঃ-স্রোতস্বিনী (গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও নর্ম্মদা) আছেন, তাঁহারই জল তাহারা পান করিত এবং কখন কখন সেই জলে স্নান করিত। ৯-১৩। এইরূপে সাধুচেষ্ট সেই পক্ষিদ্বয়ের ত্রিলোচনের প্রাসাদে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর একদিন একটী শ্যেনপক্ষী সেই দেবালয়-স্কন্ধে গবাক্ষমধ্যে সুখে অবস্থিত সেই কপোতযুগলকে দেখিতে পাইল এবং সেই কপোতযুগলের প্রতি ক্রূরদৃষ্টিকরত

তাহাদিগকে ধরিবার ইচ্ছায় আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অন্য একটী দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইল। ১৪-১৫। সেই শ্যেনপক্ষী তথায় উপবিষ্ট হইয়া সেই কপোত-দ্বন্দ্বের প্রবেশ ও নির্গম-পথ লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং "ইহারা কোন্ পথে ঐ দুর্গম স্থানে প্রবেশ করে, কোন্ পথ দিয়াই বা নির্গত হয়, কোন সময়ে কি ক্রিয়া করে, কি প্রকারে এই দুইজনই আমার কবলে পতিত হইবে এবং ইহারা দুর্গমধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই আমার বশে আসিতেছে না" কিছু কাল একদৃষ্টিতে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ১৬-১৯। অহো! এই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুর্গবলের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু দুর্ব্বল হইয়াও দুর্গ আশ্রয় করিলে বলবান্ অরিও সহসা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র দুর্গের দ্বারা নৃপতির যে কার্য্য সিদ্ধি হয়, সমস্র হস্তী বা লক্ষ বলবান্ অশ্বের দ্বারাও সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। দুর্গ যদি স্বতন্ত্র ও অন্যের অবিজ্ঞাত হয়, তবে সেই দুর্গে অবস্থান করিলে কখনই কেহ কাহারও দ্বারা অভিভূত হয় না। ২০-২২। সেই শ্যেনপক্ষী ক্রোধারুণনয়নে এইরূপে দুর্গ-বলের প্রশংসা করিয়া সেই কপোতযুগলকে নির্ভয়ে দর্শন করত আকাশমার্গে উড়িয়া গেল। তখন সেই কপোতী, সেই মহাবল পক্ষীকে দর্শন করিয়া নিজপতি সেই পারাবতকে বলিতে লাগিল। ২৩—২৪।

কপোতী কহিল, হে প্রিয়! হে প্রাজ্ঞ! হে সর্ব্বকামিসুখাকর! আমাদের প্রবল শত্রু ঐ শ্যেনপক্ষী আপনার সম্মুখে উড়িতেছে। কপোতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কপোত অবজ্ঞার সহিত পারাবতীকে "হে প্রিয়ে! তোমার চিন্তা কি" ইহা কহিয়া বলিতে লাগিল। ২৫-২৬।

কপোত কহিল, হে সুভগে! এ জগতে কত শতই বা পক্ষী না আছে এবং তাহারা কত দেবালয়েই বা উপবেশন না করিয়া থাকে, আর আমরা সুখে এই স্থানে বাস করিতেছি; ইহাই বা কত পক্ষী না দেখিতেছে? হে প্রিয়ে! তাহাদিগকে যদি আমরা ভয় করিতাম, তাহা হইলে আর এ স্থানে আমাদের সে সুখ কোথায়? হে শুভে! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর এবং আমার সহিত সুখে বিহার কর, আমি এই ক্ষুদ্র শ্যেনপক্ষীকে আমার হৃদয়ে গণনাও করি না। (স্কন্দ কহিলেন) পারাবতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবতী পতির পদের প্রতি একাগ্রদৃষ্টিনিক্ষেপ-করত মৌন হইয়া রহিল। সতী স্ত্রীর পতির প্রিয়কামনায় হিতবাক্য উপদেশ করিয়াও তাঁহার নিকট মৌন হইয়া থাকা এবং সতত তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করাই উচিত। ২৭-৩১। এই ভাবে সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, পরদিন পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় আসিয়া মৃত্যু যেমন গতায়ুঃ ব্যক্তিকে দর্শন করে,

তদ্রূপ একাগ্রদৃষ্টিতে সেই কপোত-দম্পতীকে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সেই শ্যেনপক্ষী প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিয়া, সেই কপোত-দম্পতীর গতায়াত লক্ষ্য করত গগনমার্গে উড়িয়া গেল। শ্যেনপক্ষী নভোমার্গে গমন করিলে পারাবত-পত্নী পারাবতকে কহিল যে, "হে নাথ! ঐ দুষ্ট শত্রুকে কি আপনি দেখিলেন?" তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কপোত কহিল যে, হে মুগ্ধে! আমরা আকাশে বিহার করিয়া বেড়াই, সুতরাং এ ব্যক্তি আমাদের কি করিবে? আর আমাদের এই স্বর্গতুল্য দুর্গ রহিয়াছে, ইহার ভিতর শত্রু হইতে কোন প্রকারই ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আর গগন-মার্গে আমি যত প্রকার গতি জানি, এ ব্যক্তি তাহা জানে না। প্রডীন, উড্ডীন, সংডীন, কাণ্ড, ব্যাড়, কপাটিকা, স্রংসনী ও মণ্ডলবতী এই আট প্রকার গতি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! আমাতে যেরূপ এই সমস্ত গতির কৌশল আছে, আকাশমার্গে অন্য কোন পক্ষীতেই তদ্রূপ নাই। ৩২-৩৮। হে প্রিয়ে! তুমি সুখে অবস্থান কর, আমি জীবিত থাকিতে তোমার চিন্তা কি? পারাবতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবতী পূর্ব্বদিবসের ন্যায় মৌন হইয়া রহিল। পরদিন পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী সেই মন্দিরে আসিয়া অতি হৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সেই পারাবতযুগলের কিছু দূরে ভার-শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। ৩৯-৪০। এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া কপোতযুগলের বাসস্থান পরিদর্শন করত তথা হইতে উড়িয়া গেল, তখন পারাবতী ভীতা হইয়া পুনরায় পারাবতকে কহিল যে, হে প্রিয়! এই দুষ্টের দৃষ্টিতে বিদূষিত এই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত, ঐ ক্রূর শ্যেনপক্ষী অতি হৃষ্টের ন্যায় আজ আমাদের অতি নিকটে আসিয়াই উপবিষ্ট হইয়াছিল। কপোতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কপোত পুনরায় অবজ্ঞা সহকারে কহিল যে, হে প্রিয়ে! এ আমাদের কি করিবে? দেখিতেছি যে, স্ত্রীলোকগণ প্রায় ভীরুস্বভাবই হইয়া থাকে। ৪১-৪৩। পরদিন পুনরায় সেই মহাবল শ্যেনপক্ষী তথায় আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল এবং দুই যামকাল তথায় অবস্থান করত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। শ্যেনপক্ষী চলিয়া গেলে, পারাবতী পুনরায় পারাবতকে কহিল যে, হে নাথ! এস্থানে যখন আমাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিতেছি, তখন চলুন আমরা এ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করি। এই দুষ্ট অদৃশ্য হইলে আমরা পুনরায় এ স্থানে আসিয়া সুখে অবস্থান করিব। হে প্রিয়! যাহার গতি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইয়া কখন কি স্বদেশের অনুরাগে স্বীয় জীবন নষ্ট করে? যে ব্যক্তি বিপদ্‌সঙ্কুল স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন না

করে, পঙ্গুতুল্য সেই ব্যক্তি নদীতীরস্থ বৃক্ষের ন্যায় অনায়াসেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৪-৪৮। পারাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবত ভবিষ্যদ্ দশাচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অবজ্ঞা-সহকারে তাহাকে কহিল যে, হে প্রিয়ে! তুমি সেই পক্ষীকে ভয় করিও না। পরদিন পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী প্রাতঃকালেই তথায় আসিয়া তাহাদের নীড়ের দ্বারদেশে উপবেশন করিল এবং সায়ংকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিল। যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন, সেই সময়ে শ্যেনপক্ষী তথা হইতে উড়িয়া গেলে, পারাবতী নীড়ের বাহিরে আসিয়া পতিকে কহিল যে, হে নাথ! এই আমাদের পলাইবার সময়, যে পর্য্যন্ত সেই কাল দূরে আছে, আপনি তাহার মধ্যেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও এ স্থান হইতে নির্গত হউন। ৪৯-৫২। হে সন্মতে! আপনি জীবিত থাকিলে, জগতে কোন পদার্থই আপনার দুর্লভ হইবে না। আপনি অনায়াসেই পুনরায় স্ত্রী, মিত্র, ধন ও গৃহ লাভ করিতে পারিবেন। পুরুষ যদি দারা এবং ধনের দ্বারাও আপনাকে রক্ষা করে, তাহা হইলে সে হরিশ্চন্দ্র নৃপতির ন্যায় পুনরায় সমস্তই লাভ করিতে পারে। এই আত্মাই প্রিয় বন্ধু, এই আত্মাই মহৎ ধন এবং এই আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের একমাত্র উপার্জ্জক। ৫৩-৫৫। যে পর্য্যন্ত আত্মা কুশলে থাকে, সেই পর্য্যন্তই ত্রিভুবন কুশলময় বোধ হয়, সুমতিব্যক্তিগণ যশের সহিত সেই কুশলেরই কামনা করিয়া থাকেন ; যে কুশল যশের সহিত নহে, তাদৃশ কুশল অপেক্ষা অমঙ্গলও ভাল। পুরুষগণ নীতির অনুযায়ী পথে পদার্পণ করিলে কুশলের সহিত সেই যশ লাভ করিয়া থাকেন, অতএব হে নাথ! নীতিশাস্ত্রের বাক্যে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করুন, যদি না যান, তাহা হইলে প্রাতঃকালেই আপনি আমায় স্মরণ করিবেন। ৫৬-৫৮। (স্কন্দ কহিলেন) বুদ্ধিমতী কপোত-পত্নী এইরূপ বলিলেও সেই কপোত যেন মায়াকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আপনার স্থান হইতে নির্গত হইল না। অনন্তর পরদিন উষাকালে সেই বলবান্ শ্যেনপক্ষী কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া তথায় আগমনকরত সেই কপোতযুগলের নির্গমপথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিল ; এইরূপে কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া বুদ্ধিমান্ শ্যেনপক্ষী পারাবতকে কহিতে লাগিল যে, "হে পারাবত! তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, তোমাকে ধিক্! হে দুর্ব্বুদ্ধে! হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর্, না হয় আমার কথামত নির্গত হ, নতুবা নিশ্চয়ই অনাহারে নরকে যাইবি। দেখ্, তোরা দুজন আর আমি একা, জয়-পরাজয়ের ত কিছুই নিশ্চয় নাই, অতএব নিজ স্থান রক্ষার জন্য যতদূর পরাক্রম দুই জনে যুদ্ধ কর, হয় স্বর্গে গমন

করিবে, না হয় নিজ স্থানে থাকিবে। যাহারা পুরুষার্থ আশ্রয় করিয়া যত্ন করে, তাহাদেরই বলে প্রেরিত হইয়া বিধাতাই তাহাদের সাহায্য করেন"। ৫৯-৬৪। শ্যেনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে ও পত্নীকর্ত্তৃকও উৎসাহিত হইয়া সেই পারাবত, স্বীয় দুর্গ-দ্বারে আগমনকরত শ্যেনপক্ষীর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই পারাবত কয়েকদিন অনাহারে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অতি দুর্ব্বল হইয়াছিল, কাজেই সেই বলবান্ শ্যেনপক্ষী দ্বারে আসিবামাত্র সেই কপোতকে চরণে এবং সেই কপোতীকে চঞ্চুতে ধারণ করিয়া লইয়া অন্য পক্ষীবিবর্জ্জিত একটী ভক্ষণযোগ্য স্থান চিন্তাকরত নভোমার্গে উড়িয়া গেল। ৬৫-৬৭। পথে কপোতী, কপোতকে কহিতে লাগিল যে, হে নাথ! আমি স্ত্রীলোক ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি আমার বাক্য গ্রাহ্য করেন নাই, সেই জন্যই এই অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, আমি অবলা কি করিব? হে প্রিয়! এখনও যদি আপনি আমার একটী বাক্য প্রতি-পালন করেন, তাহা হইলে আমি হিতবাক্য বলিতেছি, আপনি তাহাতে কোনরূপ বিচার না করিয়াই তাহা করুন, আমার এই বাক্য প্রতিপালন করিলে আপনি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া যাইবেন না। আমি যে পর্য্যন্ত ইহার মুখে আছি এবং এও যে পর্য্যন্ত কোন স্থানে যাইয়া সুস্থ না হইতেছে, আপনি ততক্ষণ আপনার বিমুক্তির জন্য প্রাণপণে উহার পদে দংশন করুন। পত্নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবত সেই শ্যেন-পদে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। শ্যেনপক্ষী সেই দংশন-জ্বালায় অস্থির হইয়া বহুতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, সেই অবসরে তাহার মুখ হইতে সেই কপোতী বিমুক্তিলাভ করিল এবং চীৎকারকালীন সেই শ্যেনের পাদাঙ্গুলি শ্লথ হওয়ায় সেই কপোতও নিম্নে নিপতিত হইল। বিপদ্‌কালেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের উদ্যম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, দেখ! কোথায় সেই চঞ্চুপুট, কোথায়ই সেই পাদপীড়ন আর কোথায়ই বা অতিঅদ্ভুতরূপে সেই কপোত-দম্পতীর তাদৃশ শত্রুর গ্রাস হইতে বিমুক্তি-লাভ!! দুর্ব্বলব্যক্তিও উদ্যম করিলে ভাগ্য তাহাকে ফল প্রদান করে, এই জন্য উদ্যম সতত ভাগ্যানুসারে ফলবান্ হইয়া থাকে এবং এই জন্যই" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিপদ্‌কালেও উদ্যমেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৬৮-৭৬। অনন্তর সেই কপোতযুগল শ্যেনপক্ষীর গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করিয়া যে পুরীতে মরিলে পরিণামে কাশীপ্রাপ্তি হয়, সেই মুক্তিপুরী অযোধ্যায় সরযূতীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে সেই উভয়ের মধ্যে একজন মন্দারদামের তনয় হইয়া বিদ্যাধর জন্ম-পরিগ্রহ করিল এবং তাহার নাম পরিমলালয় হইল। সেই পরিমলালয় অনেক বিদ্যার

নিলয় এবং কলা-কৌশলের আধার ছিলেন এবং শৈশবকাল হইতেই শিবভক্তি-পরায়ণ হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূতকরত বিশেষ নিয়ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সতত একপত্নীব্রত আচরণ করিবেন। ৭৭-৮০। পরস্ত্রীতে আসক্তি, আয়ুঃ, কীর্ত্তি, বল, সুখ এবং স্বর্গ-গতি হরণ করে, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না। সেই পবিত্র বিদ্যাধর পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস বশত আরও একটী নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই যে—যে পর্য্যন্ত শরীর নীরোগ থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হইবে, সেই পর্য্যন্ত তিনি কাশীতে সমস্ত পুণ্যনিলয়, সমস্ত অর্থপ্রকাশক, সমস্ত কামজনক এবং পরম আনন্দের একমাত্র কারণ ভগবান্ ত্রিলোচনকে আরাধনা না করিয়া কিছুই ভোজন করিবেন না। ৮১-৮৪। এই সমস্ত নিয়ম করিয়া মন্দারদামতনয় পরিমলালয় নামক সেই বিদ্যাধর বহুবিধ যত্ন করিয়া ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য কাশীতে আগমন করিলেন এবং সেই কপোতীও পাতালে নাগরাজ রত্নদীপের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সেই নাগকন্যা, রূপ, শীল, কলা ও বহুতর সদ্‌গুণনিচয়ে অন্যান্য নাগকন্যাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম রত্নাবলী হইয়াছিল। প্রভাবতী ও কলাবতী নামে রত্নাবলীর দুইজন সখী ছিল এবং তাহারা সতত ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী থাকিত। ৮৫-৮৮। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া রত্নাবলী যৌবনে পদার্পণ করিয়াই নিজ পিতাকে শিবভক্ত দর্শন করিয়া, আপনিও নিয়ম অবলম্বন করিলেন এবং পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে পিতঃ! আমি প্রত্যহ আমার সখীদ্বয়ের সহিত কাশীতে যাইয়া ভগবান্ ত্রিলোচন দর্শন করিয়া আসিয়া বাক্য ব্যবহার করিব, নতুবা মৌন হইয়া থাকিব। এই কথায় তাঁহার পিতা সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি প্রত্যহ সেই সখীদ্বয়ের সহিত কাশীতে গমন করিয়া ত্রিলোচনের পূজাকরত পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। ৮৯-৯২। রত্নাবলী প্রতিদিনই সুগন্ধিকুসুমের মাল্য রচনা করিয়া, তাহা ভগবান্ ত্রিলোচনকে সমর্পণ করিতেন; মহেশ্বরের মনস্তুষ্টির জন্য সখীর সহিত মিলিত হইয়া গান্ধাররাগে মনোহর গান করিতেন, তিনজনেই একত্রে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেন এবং তিনজনেই আনন্দ-সহকারে ঈশ্বরের নিকট তাল-লয়-সংযোগে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গবাদন করিতেন। এইরূপে বিচিত্র মাল্য, গন্ধ এবং সম্মার্জ্জন ও বিলেপনাদির দ্বারা সেই নাগকন্যা-ত্রয় ত্রিলোচনের আরাধনা করিতেন। একদা বৈশাখী তৃতীয়াতে তাঁহারা তিন জনেই উপবাসকরত ত্রিলোচনের সন্নিকটে নৃত্য, গীত ও কথাপ্রসঙ্গে রাত্রিজাগরণ

করিলেন এবং প্রাতঃকালে চতুর্থীতে পবিত্র পিলিপিলা-তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিলোচনের পূজাকরত আলস্যবশতঃ সেই রঙ্গমণ্ডপেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ৯৬-৯৮। তাঁহারা তিনজনেই নিদ্রিতা হইলে, ভগবান্ মহেশ্বর সর্পবেষ্টিত সেই ত্রিলোচন-লিঙ্গ হইতে ত্রিনেত্র, শশিভূষণ, শুদ্ধকর্পূর-শুভ্রাঙ্গ, জটামুকুটমণ্ডিত, তমাল-নীলগ্রীব, ফণিভূষিত, বামার্দ্ধবিরাজিতশক্তি এবং নাগযজ্ঞোপবীতিরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই নাগকন্যাত্রয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, "তোমরা উত্থান কর"। ৯৯-১০১। মহেশ্বরের এই বাক্যে সেই কন্যাত্রয় উত্থান করিয়া কর্ণান্তব্যাপ্তলোচন মার্জ্জন, অঙ্গমোটন ও জৃম্ভাত্যাগ করিয়া সম্ভ্রমাপন্নচিত্তে যেমন সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন, অমনি অতর্কিতগতি ভগবান্ ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইলেন। ১০২-১০৩। তখন তাঁহারা আকৃতিতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার পদ বন্দনা করত প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গদ্‌গদস্বরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। (নাগকন্যাগণ কহিলেন) হে শম্ভো! হে ঈশান! হে সর্ব্বগ! হে সর্ব্বদ! হে ত্রিপুর-সংহর্ত্তঃ! হে অন্ধক-নিসূদন! হে জালন্ধর-হর! হে কন্দর্প-দর্পহৃৎ! হে ত্রৈলোক্য-জনক! হে ত্রৈলোক্যবর্দ্ধন! হে ত্রৈলোক্যনিলয়! হে ত্রৈলোক্যবন্দিত! হে ভক্তজনাধীন! হে প্রমথনায়ক! হে গঙ্গাজল-প্রক্ষালিত-জটাতট! হে চন্দ্রকলাজ্যোতি-র্বিদ্যোতিত-জগত্রয়! হে সর্ব্বফণারত্নপ্রভা-ভাসিত-বিগ্রহ! হে অদ্রিরাজতনয়তপঃ-ক্রীতার্দ্ধদেহ! হে শ্মশাননিলয়! হে বারাণসীপ্রিয়! হে কাশীবাসিজন-নির্ব্বাণদায়ক। হে বিশ্বপতে! হে শর্ব্ব! হে শর্ব্বরীপরিবর্জ্জিত! হে নৃত্যপ্রিয়! হে ঈশ! হে উগ্র! হে গীতবিশারদ! হে প্রণবসদ্বাস! হে ধাম-মহানিধে! হে শূলিন্! হে বিরূপাক্ষ! হে প্রণত-সর্ব্বদ! আপনি পুনঃপুনঃ জয়যুক্ত হউন। ১০৪-১১২। বিধাতার সর্ব্বপ্রকার বিধিজ্ঞান থাকিতেও তিনি আপনাকে স্তব করিতে জানেন না। হে নাথ! বাচস্পতির বাক্যও আপনার স্তবে কুণ্ঠিত হইয়া আছে। হে সর্ব্বজ্ঞ! বেদনিচয়ও আপনাকে যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত নহেন, হে নাথ! মনও আত্মস্তুবিরহিত আপনাকে মনন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং হে ত্রিলোচন! আপনাকে আমরা কেবল বারম্বার নমস্কার করি। কন্যাগণ এইরূপ স্তুতি করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ শশিশেখর তাঁহাদিগকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন যে, মন্দারদামের পুত্র পরিমলালয় নামক বিদ্যাধর তোমাদিগের পতি হইবেন এবং তোমরা বিদ্যাধরলোকে বহুতর বিষয় উপভোগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নচিত্তে কাশীতে আগমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে। তোমরা তিনজন ও সেই যুবা বিদ্যাধর আমারই ভক্ত, অন্তকালে তোমরা চারিজনেই

এই কাশীক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিবে। ১১৩-১১৯। জন্মান্তরেও তোমরা তিনজন এবং সেই বিদ্যাধরতনয় আমার বহুতর সেবা করিয়াছিলে, তাহার ফলেই তোমাদিগের এই ভক্তিপূর্ণ পবিত্র জন্মলাভ হইয়াছে। তোমাদিগের রচিত এই স্তোত্র যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে পাঠ করিবে, তোমাদিগের ন্যায় তাহাকেও আমি কাম প্রদান করিব। মানব প্রাতঃকালে পবিত্র হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে নিশাকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং সায়ংকালেও পাঠ করিলে দিবাকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে।” মহেশ্বর এই কথা বলিলে সেই নাগকন্যাগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করদ্বয় সম্পুটিত করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১২০-১২৩।

নাগকন্যাগণ কহিলেন, হে নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন যে, আমরা চারিজনে জন্মান্তরে কি প্রকারে আপনার সেবা করিয়াছি। হে ভব! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সুকৃতাত্ম-বিদ্যাধর ও আমাদের তিনজনের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। মহেশ্বর, নাগকন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের এবং সেই বিদ্যাধরের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১২৪-১২৬।

ঈশ্বর কহিলেন, হে নাগবালাগণ! তোমরা তিনজনেই অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর; আমি তোমাদের তিনজনের এবং সেই বিদ্যাধরের পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি। এই রত্নাবলী পূর্ব্বজন্মে পারাবতী ছিল আর সেই বিদ্যাধর ইহার পতি পারাবত ছিল। ইহারা আমার এই প্রাসাদে বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিল, ইহারা প্রতিদিন পক্ষানিলের দ্বারা আমার এই প্রাসাদস্থ ধূলিনিচয় পরিষ্কার করিত এবং ইহারা উপর ও নিম্নে গমনাগমনকালীন বহুবার এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়াছে। ইহারা পবিত্র চতুর্দ্দ-তীর্থে বারম্বার স্নান ও জলপান করিয়াছে এবং আমার সন্তোষকর বহুতর কলরব করিয়াছে। ইহারা স্থিরচিত্তে আনন্দসহকারে আমার ভক্তগণের ক্রিয়ানিচয় পরিদর্শন করিত; ইহারা অনেকবার আমার মঙ্গল-প্রদীপ দর্শন করিয়াছে এবং শ্রুতি-পুটের দ্বারা বহুবার আমার নামামৃত পান করিয়াছে। তির্য্যগযোনি-প্রভাবেই ইহারা আমার নিকটে মৃত না হইয়া কাশীপ্রাপ্তি-কর অযোধ্যাপুরীতে মৃত হইয়াছিল। অযোধ্যায় মৃত্যুনিবন্ধন এ রত্নদ্বীপের কন্যা হইয়াছে এবং ইহার পতি সেই পারাবত বিদ্যাধরের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ১২৭-১৩৫। আর এই প্রভাবতী ইহ জন্মে ত নাগরাজ পত্নীর কন্যা, ইহার পূর্ব্ব-জন্মও বলিতেছি এবং সেই কলাবতীও ইহজন্মে উরগেন্দ্র ত্রিশিখের কন্যা হইয়াছে, ইহারও পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বলিতেছি। এই জন্মের তৃতীয় জন্মে ইহারা উভয়েই

মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ছিল এবং উভয়েই পরস্পর অনুরাগিণী ছিল। ১৩৬-১৩৮। ইহাদের উভয়েরই আগ্রহে ইহাদের পিতা মহর্ষি চারায়ণ, ইহাদিগকে আমুষ্যায়ণের তনয় নারায়ণ নামক ঋষিকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন। অপ্রাপ্তযৌবন সেই ঋষি-কুমার সমিদাহরণ করিবার জন্য কাননে গমন করিয়া সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, তাহাতে ভবানী ও গৌতমী নাম্নী ইহারা উভয় ভগিনীই বৈধব্যলাভ করিয়া অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, এই জন্যই বিবাহ কর্ত্তা, দেবতা ও নদীর নামে যাহার নাম, তাদৃশ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ১৩৯-১৪২। এক দিন মহর্ষির পরমাদ্ভুত-আশ্রমে ইহাদিগকে কেহ প্রদান না করিলেও ইহারা মোহপ্রযুক্ত স্বেচ্ছায় রম্ভাফল গ্রহণ করিয়াছিল। সেই পাপে ইহারা মাসোপবাসাদি-ব্রত নিচয়ের অনুষ্ঠান করিলেও মৃত্যুর পর বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৪৩-১৪৪। ইহার ফল চুরির অপরাধে বানর হইয়াছিল। কিন্তু শীলরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কাশীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আর সেই ব্রাহ্মণতনয় নারায়ণও বহুতর পিতৃসেবা করিয়াছিল এই জন্য সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াও কাশীতে পারাবত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকারে সেই বিদ্যা-ধরই জন্মান্তরে এই দুই জনেরও পতি ছিল এবং এক্ষণে সে ব্যক্তি তোমাদের তিন জনেরই ভাবী পতি। এই প্রাসাদের পার্শ্বভাগে একটী বৃহৎ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ ছিল, ইহারা বানর হইয়া শাখাযুক্ত সেই বৃক্ষে অবস্থান করিত, ক্রীড়াচ্ছলে চতুঃস্রোত-স্বিনী-তীর্থে স্নান ও তৃষাতুর হইয়া সেই জলপান করিত এবং বানরজাতি-সুলভ চাপল্য নিবন্ধন ক্রীড়া করিতে করিতে বহুবার প্রদক্ষিণ সহকারে এই লিঙ্গ দর্শন করিত। ১৪৫-১৫০। একদিন ইহারা ইচ্ছাক্রমে সেই ন্যগ্রোধতরু সমীপে বিচরণ করিতেছিল, এমত সময়ে যোগিবেশধারী একজন পুরুষ ইহাদিগকে রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইয়া যায় এবং গৃহে গিয়া ইহাদের দ্বারা ভিক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে নৃত্যাদি শিক্ষা করায়। কিছুকাল ইহারা তাহার গৃহে থাকিয়া কালগ্রাসে নিপতিত হয় এবং ইহারা কাশীবাসজনিত পুণ্য ও প্রদক্ষিণাদির দ্বারা ত্রিলোচনের সেবা নিবন্ধন উভয়েই নাগকন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এক্ষণে ইহারা সেই বিদ্যাধর-তনয়কে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ স্বর্গীয় বিষয় ভোগ করত কাশীতে মুক্তি লাভ করুক। ১৫১-১৫৪। কাশীতে অল্পও যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করা যায়, আমার অনুগ্রহ বলে নিশ্চয়ই তাহার ফল মোক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ত্রিভু-বনমধ্যে বারাণসী পুরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেই বারাণসী হইতেও প্রণবেশ্বরলিঙ্গ এবং প্রণবেশ্বর লিঙ্গ হইতেও এই ত্রিলোচন-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। আমি সতত এই লিঙ্গে অবস্থিত থাকিয়া ভক্তগণকে মুক্তির জন্য জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকি, অতএব কাশীতে সর্ব্ব-

প্রকার যত্নসহকারে ত্রিলোচনের পূজা করা উচিত। ১৫৫-১৫৭। (স্কন্দ কহিলেন) দেবদেব মহেশ্বর এই সমস্ত কহিয়া ত্রিভুবন হইতেও স্থূল অনির্ব্বচনীয় রূপধারণ-করত সেই প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই নাগ-কন্যাগণও বিশেষরূপে আপন আপন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্ব স্ব ভবনে গমন পূর্ব্বক নিজ নিজ জননীর নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যেন কৃতকৃত্যতা লাভ করিলেন। ১৫৮-১৫৯। একদা বৈশাখ মাসে মহাযাত্রা সমুপস্থিত হইলে, সমস্ত বিদ্যাধর ও নাগগণ আত্মীয়-বর্গের সহিত ত্রিলোচনের নিকট বিরজঃ ক্ষেত্রে সেই মহাযাত্রায় উপস্থিত হন এবং তথায় মহাদেবের বরদানে নাগ ও বিদ্যাধরগণ পরস্পরের বংশাবলী জিজ্ঞাসা করিয়া, নাগগণ সেই তিনটী কন্যাকেই সেই বিদ্যাধরহস্তে সমর্পণ করেন। মন্দারদাম, সেই তিনটী কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন এবং নাগরাজ রত্নদীপ, পদ্মী এবং ত্রিশিখও পরিমলালয়কে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে উভয় পক্ষের আত্মীয়গণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপে বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা ভগবান্ ত্রিলোচনের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন। ১৬০-১৬৫। অনন্তর সেই বিদ্যাধর সেই নাগকন্যাগণের সহিত বহুকাল বহুবিধ বিষয় উপভোগ করিয়া কাশীতে আগমন পূর্ব্বক, সেই নাগকন্যাত্রয়ের সহিত মধুর গীতাদির দ্বারা ভগবান্ ত্রিলোচনের সেবা করিয়া কালক্রমে সেই লিঙ্গমধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইল। ১৬৬-১৬৭। স্কন্দ কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর, কলিকালে ত্রিলোচনের মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য কলিকালে অল্পসত্ত্ব মানবগণ সেই লিঙ্গের উপাসনা করে না। পাপীব্যক্তিও ত্রিলোচনের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিষ্পাপ হয় এবং উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকে। ১৬৮-১৬৯।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

কেদারেশ্বর-মাহাত্ম্য কথন।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে ভক্ত-কৃপালো! আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা পুরঃসর কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। ১। হে দেব! কাশীতে সেই লিঙ্গের উপর আপনার অতিশয় প্রীতি আছে এবং তাঁহার ভক্তগণও সতত মহাবুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে, অতএব অগ্রেই তাঁহার মহিমা বর্ণন করুন। ২।

দেবদেব কহিলেন, হে অপর্ণে! আমি কেদারেশ্বরের মহিমা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণ করিলে পাপীব্যক্তিও ক্ষণকালমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য স্থিরচিত্ত হয়, তাহার আজন্মসঞ্চিত-পাপ তৎক্ষণাৎই বিলয় হইয়া যায়। "কেদারেশ্বরকে দর্শন করিব" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্গত হয়, তাহার দেহ হইতে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ নির্গত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য অর্দ্ধপথে আসিয়া উপস্থিত হয়, জন্মত্রয়-সঞ্চিত পাপ তাহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। ৩-৬। মানব, সন্ধ্যাকালে গৃহে বসিয়াও তিন বার "কেদার" এই নাম স্মরণ করিলে কেদারেশ্বরের যাত্রার ফললাভ করে। কেদারেশ্বরের প্রাসাদের অগ্রভাগ দর্শন এবং তত্রস্থ তীর্থের জলপান করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হরপাপ-হ্রদে স্নান করিয়া কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে, কোটিজন্মার্জ্জিত-পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করা যায়। ৭-৯। হরপাপ-হ্রদে স্নানাদি করিয়া হৃদয়-কমলে কেদারেশ্বর-লিঙ্গকে স্থাপনকরত একবারও কেদারেশ্বরকে প্রণাম করিলে অন্তিমকালে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত হরপাপ-হ্রদে শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি স্বীয় সপ্তপুরুষকে উদ্ধার করিয়া অন্তে আমার লোকে গমন করিবে। ১০-১১। হে অপর্ণে! পূর্ব্বকালে রথন্তরকল্পে এ স্থানে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল, আমি তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। উজ্জয়িনী হইতে একটী ব্রাহ্মণতনয় পিতাকর্ত্তৃক

উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেই এস্থানে আগমনকরত আমার এই কাশীপুরীকে চতুর্দ্দিকে, জটামুকুটভূষিত, কৃতলিঙ্গপূজন, বিভূতিভূষিত-দেহ, ভিক্ষান্ন-সন্তুষ্ট ও গঙ্গামৃত-জলে পরিপুষ্ট, পাশুপত ব্যক্তিনিচয়ে পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিল এবং হিরণ্যগর্ভ নামক আচার্য্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া পাশুপত-ব্রত গ্রহণ করিল। সেই ব্রাহ্মণ-তনয়ের নাম বশিষ্ঠ ছিল এবং সে ব্যক্তি সমস্ত পাশুপত-ব্রতধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণতনয়, প্রত্যহই প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া হরপাপ-হ্রদে স্নান এবং ত্রিসন্ধ্যা কেদারেশ্বরের পূজা ও প্রতিদিনই বিভূতির দ্বারা স্নান করিত। গুরুদেবে ও কেদারেশ্বরে কোন ভেদ আছে ইহা সে একক্ষণের জন্যও জানিত না। যখন তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর, তখন সে নিজ গুরুর সহিত কেদারেশ্বরের যাত্রার জন্য হিমালয়ে গমন করে; যথায় গমন করিয়া সংসারিগণ আর কোন কালেই কোনরূপ শোকপ্রাপ্ত হয় না এবং বহুতর পুণ্যবান্ ব্যক্তি যে স্থানের লিঙ্গরূপ উদক পান করিয়া লিঙ্গরূপতা লাভ করিয়াছে। অসিধার নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠের গুরু সেই হিরণ্যগর্ভ পঞ্চত্ব লাভ করিলেন; তখন তাপসগণের সাক্ষাতেই আমার পারিষদগণ তাঁহাকে দিব্য বিমানে আরোহণ করাইয়া কৈলাসে লইয়া গেল। যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরের উদ্দেশে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অর্দ্ধপথে অকাতরভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে চিরকাল কৈলাসে বাস করিয়া থাকে। ১২-২৩। সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া তপোধন বশিষ্ঠ সমস্ত লিঙ্গের মধ্যেই কেদারেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিল। অনন্তর সে কেদারেশ্বরের যাত্রা করিয়া কাশীতে প্রত্যাগমন করিল। এবং নিয়ম করিল যে, "যতকাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে আমি কেদারেশ্বরের যাত্রা করিব"; সেই ব্রাহ্মণ-তনয়, কাশীতে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতে থাকিয়া আনন্দসহকারে একাধিক ষষ্টিবার কেদারেশ্বরের যাত্রা করিয়াছিল। বহুকাল পরে চৈত্রমাস নিকটবর্ত্তী হইলে সেই ব্রাহ্মণতনয় পুনরায় পরম উৎসাহ-সহকারে কেদারেশ্বরের মহাযাত্রায় যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিল। তখন তাহার সন্নিকটস্থ তপোধনগণ ও তাহার অন্যান্য সহচরগণ তাহাকে বৃদ্ধ দেখিয়া তাহার মৃত্যু শঙ্কাকরত কারুণ্যপ্রযুক্ত বহুতর নিবারণ করিলেন, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত সেই তাপসের তাহাতেও কিছুমাত্র উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। বরং ভাবিল যে, পথিমধ্যেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমারও গুরুর ন্যায় গতি হইবে। ২৪-৩০। হে চণ্ডিকে! অতি পবিত্র, তপস্বী ও অশূদ্রান্ন-পরিপুষ্ট সেই বশিষ্ঠের এতাদৃশ দৃঢ়সঙ্কল্প দর্শনে আমি তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম এবং স্বপ্নেও তাহাকে কহিলাম যে, "হে

দৃঢ়ব্রত! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে কেদারেশ্বর বলিয়া জান এবং আমার নিকট তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর"। আমি এইরূপ বলিলেও সেই ব্রাহ্মণ কহিল যে, স্বপ্ন মিথ্যাই হইয়া থাকে। তখন আমি তাহাকে আবার কহিলাম যে, যাহারা অশুচি ব্যক্তি, তাহাদেরই স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার ন্যায় শুচি ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের স্বপ্ন সত্যই হয়, অতএব হে দ্বিজ! তুমি স্বপ্ন মিথ্যা এ আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি এই কথা বলিলে সেই ব্রাহ্মণ আমার নিকট প্রার্থনা করিল যে, হে দেবেশ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এই স্থানে আমার যে সমস্ত সহচর আছে, তাহাদের সকলেরই উপর আপনাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে, ইহাই আমার প্রার্থনা। ৩১—৩৭। হে দেবি! পরোপকারশীল সেই ব্রাহ্মণের এই প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণে আমি তাহার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া কহিলাম যে, "তাহাই হইবে"। সে ব্যক্তি এতাদৃশ পরোপকার করাতে তাহার পুণ্য দ্বিগুণ হইল; তখন আমি কহিলাম যে, তোমার এই পুণ্যের বর প্রার্থনা কর। তখন সেই মহাতপা বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন যে, "আপনি হিমশৈল হইতে আগমন করিয়া এস্থানে অবস্থান করুন"। বশিষ্ঠের এই বাক্যে আমি হিমশৈলে কলামাত্রে অবস্থিত থাকিয়া সেই দিন অবধি এস্থানে সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করিলাম। ৩৮-৪১। অনন্তর প্রভাত হইলে আমি সকলের সম্মুখেই সুরর্ষিগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া বশিষ্ঠকে অগ্রে করত তাহার উপর কৃপা করিয়া হরপাপ-হ্রদে অবস্থান করিলাম। আমার অবস্থিতিনিবন্ধন সেই হরপাপ-হ্রদে বশিষ্ঠের সহচরগণও স্নান করিয়া সেই দেহেই সিদ্ধিলাভ করিল। ৪২—৪৪। তদবধি আমি এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে সেই লিঙ্গে অবস্থান করিতেছি, বিশেষতঃ কলিকালে। হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে যে ফললাভ হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে তাহার সপ্তগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। ৪৫—৪৬। সেই হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ এবং মধুস্রবা গঙ্গা আছেন, কাশীতে তৎ-সমুদয়ই সেইভাবে আছেন, আর এই হরপাপ-তীর্থ সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করেন। ইনি আবার এ স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তগণের কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করিতেছেন। ৪৭—৪৮। পুরাকালে এই স্থানে দুইটী কাকোল (দাঁড়কাক) পক্ষী পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশ হইতে এই-তীর্থে নিপতিত হইয়া, তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তিগণের সমক্ষেই হংসরূপ ধারণ

করিয়া নির্গত হইয়াছিল। হে গৌরি! পুরাকালে তুমি এই মহাহ্রদে স্নান করিয়াছিলে বলিয়া, ইহা পরম উৎকৃষ্ট গৌরী-কুণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে অমৃতস্রবা গঙ্গা, মহামোহান্ধকার হরণ এবং অনেক জন্মজনিত জড়তা ধ্বংস করিয়া থাকেন। ৪৯—৫১। পুরাকালে মানসসরোবর এই স্থানে বহুতর তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহা মানস-তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কোন ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিলেই মুক্তিলাভ করিত, অনন্তর মনুষ্যগণের মুক্তিদর্শন অসহ্য বোধ হওয়ায় দেবগণ আসিয়া আমাকে কহিলেন, "এই কেদারকুণ্ডে স্নান করিয়া যদি সমস্ত মানবই মুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত বর্ণ, আশ্রম ও ধর্ম্মিগণেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, অতএব যে ব্যক্তি এস্থানে দেহত্যাগ করিবে, আপনি তাহাকেই মুক্তি প্রদান করিবেন।" দেবগণের এই উপরোধে আমি তাহাই স্বীকার করিলাম। হে দেবি! তদবধি ভক্তিসহকারে যাহারা কেদার-কুণ্ডে স্নান, কেদারেশ্বরের পূজা ও আমার নাম জপ করে, তাহারা অন্য স্থানে তনুত্যাগ করিলেও আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। ৫২—৫৭। যে ব্যক্তি কেদার-তীর্থে স্নান করিয়া ধীরতাসহকারে পিণ্ড প্রদান করিবে, তাহার বংশের একোত্তরশতপুরুষ, ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। মঙ্গলবারে যদি অমাবস্যা হয়, তবে ঐ দিনে যে ব্যক্তি কেদার-কুণ্ডে পিতৃগণের পিণ্ডপ্রদান করে, তাহার আর গয়ায় পিণ্ডদানে প্রয়োজন কি? কেহ হিমালয়ে কেদার দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা করিলে, মানবগণের তাহাকে এই বুদ্ধি দেওয়া উচিত যে, "তুমি কাশীতে কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলেই কৃতকৃত্য হইবে"। ৫৮—৬০। চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাসকরত পরদিন প্রাতঃকালে তিন গণ্ডূষমাত্র কেদার-তীর্থের জলপান করিলে হৃদয়ে শিবলিঙ্গ অবস্থান করিয়া থাকেন। হিমালয়ে কেদার-তীর্থের জল পান করিলে যে ফললাভ হয়, কাশীতেও স্ত্রী বা পুরুষগণ ঐ তীর্থের জল পান করিলে সেই ফল লাভ করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বস্ত্র, অন্ন ও ধনাদির দ্বারা যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরের ভক্তকে পূজা করে, সে আজন্মকৃত-পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। ৬১—৬৩। ছয়মাসকাল যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা কেদারেশ্বরকে প্রণতি করে, যম প্রভৃতি লোকপালগণ সতত তাহাকে প্রণতি করিয়া থাকেন। কলিকালে যে সে ব্যক্তি কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবে না, কিন্তু যে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবে, সেই পুণ্যাত্মা নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবে। হে দেবি! একবারমাত্র কেদারেশ্বরকে যে দর্শন করিবে, সেই আমার অনুচর হইবে, অতএব

কাশীতে প্রযত্নপূর্ব্বক কেদারেশ্বরকে দর্শন করিবে। ৬৪—৬৬। কেদারেশ্বরের উত্তরদিকে চিত্রাঙ্গদেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, মানব তাঁহার অর্চ্চনায় নিয়ত স্বর্গভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বরকে দর্শন করিলে, সংসার-সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষভয় থাকে না। কেদারেশ্বরের বায়ুকোণে অম্বরীষেশ্বর মহাদেব আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে জীব আর দুঃখসঙ্কুল সংসারে গর্ভবাস করে না। ৬৭—৬৯। তাঁহারই নিকটে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূজা করিলে, মানব তেজোময় যানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। তাঁহারই দক্ষিণভাগে কালঞ্জরেশ্বর নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব, জরা ও কালকে জয় করত চিরকাল আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। ৭০—৭১। তথায় চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তরদিকে অবস্থিত ক্ষেমেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব ইহ ও পরকালে সর্ব্বত্রই ক্ষেম লাভ করিয়া থাকে। ৭২।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যারে! দেবদেব মহেশ্বর এইরূপই কেদার-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন; তাহা আমি তোমাকে বলিলাম। কৃতী মানব, কেদারেশ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিলে ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হয় এবং অন্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ৭৩—৭৪।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

—*—

ধর্ম্মেশ্বর-মহিমা কথন।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্ শম্ভো! আনন্দকানন মধ্যে যে লিঙ্গটী পুণ্য-বর্দ্ধন, যাঁহার নাম করিলে মহাপাতক ক্ষয় হয়, সাধকগণ সর্ব্বদা যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার সেবায় উত্তম প্রীতিলাভ হয়, যাঁহাকে কোন বস্তু দান করিলে বা যথায় হোম করিলে তাহা অক্ষয় হয়, যাঁহার ধ্যান ও জপ করিলে অনন্ত ফললাভ করিতে পারা যায়, যাঁহার স্মরণ, দর্শন, প্রণাম বা স্পর্শ করিলে এবং পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বিধিপূর্ব্বক যাঁহার পূজা করিলে, মানব অনন্ত শ্রেয়ঃলাভ করিতে সমর্থ হয়; হে পরমেশান! আপনি সেই লিঙ্গের বিষয়

আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—৪। স্কন্দ কহিলেন, হে কলসোদ্ভব! ভগবতী পার্ব্বতীর এই প্রকার জিজ্ঞাসানন্তর সর্ব্বজ্ঞ প্রভু মহেশ্বর যাহা উত্তর করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৫।

দেবদেব কহিলেন, অয়ি উমে! জীবগণের ভববন্ধন মোচন করিবার আশায় তুমি যে বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি অবধান কর।৬। অয়ি পার্ব্বতি! আনন্দকানন মধ্যে আমার পরম রহস্য, আমি পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করি নাই এবং অন্য কোন ব্যক্তি এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেও জানে না। ৭। হে প্রিয়ে! আনন্দকাননে অনেক মদীয় লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন বটে, তথাপি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে আমি একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট লিঙ্গের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৮। হে বিশ্বগে! তুমি যথায় সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপে বিরাজমানা রহিয়াছ, যথায় বিঘ্নবিনাশকারী তোমার তনয় সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। ৯। যে সময়ে আমি ত্রিপুর-যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালেও যে লিঙ্গের স্তুতি করিয়া আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়। ১০। যে লিঙ্গের সমীপে পাপবিনাশি ও পিতৃগণের পরমতৃপ্তিপ্রদ একটী তীর্থ বিদ্যমান আছে; তথায় স্নান করিয়া বৃত্রহা (ইন্দ্র) বৃত্রবিনাশ-জন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১১। যে লিঙ্গের সমীপে সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মাধিকরণ-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ১২। যে লিঙ্গের সন্নিধানে পক্ষিগণও সংসারমোচনকারি পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে ও একটী বটবৃক্ষ সুবর্ণময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩। দুর্দ্দম নামা নরপতি, যে লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই সর্ব্বদা অভ্যস্ত লোকপীড়াকর চিত্তবৃত্তি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মমতি লাভ করিয়াছেন। ১৪। হে সুন্দরি গিরিবালে! সেই মহামহিমময় লিঙ্গের মহাপাতকনাশন মাহাত্ম্য ও আবির্ভাব-বৃত্তান্ত আমি কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। ১৫।

সেই ধর্ম্মেশ্বরের আয়তনকে ধর্ম্মপীঠ বলিয়া জানিবে, সেই পীঠের দর্শনমাত্রেই মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ১৬। অয়ি বিশালাক্ষি! পুরাকালে কোন সময়ে সূর্য্যের তনয় যম, বিহিত প্রকার সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক তোমারই অগ্রে সুদুশ্চর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭। শিশির-ঋতুতে জলমধ্যে অবস্থান, বর্ষাকালে নিরাবৃত-দেহে মেঘের নিম্নে স্থিতি ও গ্রীষ্ম-কালে প্রজ্বলিত পঞ্চাগ্নি-মধ্যে বাস করিয়া যমরাজ নিজ অবলম্বিত তপস্যায় চিত্তের সম্পূর্ণ একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৮। প্রথমে একপাদে অবস্থান, পদাঙ্গুষ্ঠ মাত্রে ভর প্রদান করত দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি বহুকাল একাগ্র-

হৃদয়ে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৯। পরম ভাগ্যবান্ যম, কোন কোন বৎসর কেবলমাত্র বায়ুভক্ষণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন, কখনও বা তিনি অতিশয় পিপাসু হইয়াও কেবলমাত্র কুশাগ্রমাত্র পরিমিত জল ভক্ষণ পূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিতেন। ২০। এই প্রকার আমার দর্শন লালসায় যমরাজ দিব্যষোড়শযুগ ব্যাপিয়া পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ তপস্যাপরায়ণ থাকেন। ২১। অনন্তর এবম্প্রকার দীর্ঘ তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আমি সেই মহাত্মা স্থিরহৃদয় শমনকে বরপ্রদান করিবার জন্য স্বস্থান হইতে যাত্রা করিলাম। ২২। অয়ি পার্ব্বতি! সেই স্থানে কাঞ্চনশাখ নামে একটী পরম রমণীয় বটবৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল, তাহারই বৃহত্তর ছায়ায় দীর্ঘ-তপস্যানিরত যমরাজের কোন কোন সময়ে তপোজন্য তাপনিকর দূর হইত, সেই বৃক্ষে বহুতর পক্ষী বাস করিত, মন্দমন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত নবীনপল্লবরূপ করপল্লব দ্বারা সেই বৃক্ষ যেন সর্ব্বদা ভ্রমণখিন্ন পথিকগণকে নিজ সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আহ্বান করিত, স্বকীয় সুমিষ্টনির্য্যাস ও স্বাদু পরিপক্ব ফলনিকর দ্বারা সেই বটবৃক্ষ সর্ব্বদা স্বীয় আশ্রিত পথিকগণকে অকাতরে ভোজন করাইত। ২৩-২৫। এই প্রকার পরম সুন্দর সেই বটবৃক্ষের নিম্নে অবস্থিত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলশরীর নাসাগ্রস্থিরলোচন, চারিদিকে উদীয়মান তপস্যার তেজোনিকরে পরিবেষ্টিত-দেহ, সুনীল আকাশে নিজ তেজে বিরাজমান দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়হারী যমরাজ, একটী সূর্য্যমণি নির্ম্মিত অতিতেজোময় স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গকে অতিভক্তি সহকারে নিজ তপস্যার সাক্ষীস্বরূপে পুরোভাগে রাখিয়া মহৎ তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন দেখিয়া, আমি নিকটে গমন করত কহিলাম যে "অহে শুভব্রত সূর্য্যতনয়! হে মহাভাগ শমন! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আর কেন তপস্যা করিতেছ, নিজ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর"। আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে চক্ষুরুন্মীলন করত আমাকে বিলোকন করিয়া শমন, অতীব ভক্তিসহকারে আমাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে কাপট্যরহিত নিজ সমাধি পরিহার পূর্ব্বক তিনি আমার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬-৩১।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "হে কারণগণেরও কারণ! আপনাকে নমস্কার, হে কারণরহিত! আপনাকে নমস্কার, হে কার্য্যময়! অথচ হে কার্য্যবিভিন্নরূপ! আপনাকে নমস্কার। ৩২। হে অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ! আপনাকে নমস্কার, হে সমস্তরূপিন্! হে পরমাণুস্বরূপ! হে পরাপর। আপনাকে নমস্কার; হে অপারপার! হে পরাব্ধিপারপ্রদ! হে শশিশেখর! আপনাকে নমস্কার।৩৩। হে শঙ্কর! আপনি জগতের ঈশ্বর অথচ আপনার ঈশ্বর কেহই নাই, হে প্রভো! আপনি গুণের অধিষ্ঠাতা অথচ

বাস্তবিক আপনি নির্গুণ, আপনি কাল ও প্রকৃতি হইতে পর, অথচ আপনি কাল-স্বরূপ ও কালবশে প্রকৃতিস্বরূপ। অতএব হে অনির্ব্বচনীয়-মূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার। ৩৪। হে অচিন্ত্যশক্তে! আপনিই নির্ব্বাণ-পদপ্রদ, অথচ আপনিই নির্ব্বাণস্বরূপ। হে প্রভো! আপনি আত্মা, আপনি পরমাত্মা এবং আপনিই চরাচরের অন্তরাত্মা, অতএব আমি আপনাকে অসংখ্য প্রণিপাত করি। ৩৫। হে জগদেকবন্ধো! আপনা হইতেই এই জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে, আপনিই সাক্ষাৎ এই জগৎস্বরূপ. এ জগৎ আপনারই অধীন, আপনিই ইহার হর্ত্তা, পাতা ও স্রষ্টা, হে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ঈশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ৩৬। যাহারা বেদোক্ত মার্গ অবলম্বন করে, আপদি তাহাদিগের পক্ষে সুখস্বরূপ, যাহারা বেদবিরোধি-মার্গ অবলম্বন করে, আপনি তাহাদের নিকট ভীম, যাহারা আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়, আপনি তাহাদের মঙ্গল করিয়া থাকেন, যাহারা আপনার বাক্যে বিশ্বাস না করে, আপনি তাহাদিগের সমীপে উগ্রমূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। হে রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। ৩৭। হে শঙ্কর! আপনি দ্বেষপর ব্যক্তিগণের নিকটে শূলিরূপে বিরাজমান; যাহাদের মনঃ ও বাক্য বিনম্র, তাহারা আপনার শিবমূর্ত্তি বিলোকন করিয়া থাকে; স্বপদে আশ্রিত জীবগণের নিকট আপনি শ্রীকণ্ঠ, হে প্রভো! যাহারা দুরাত্মা তাহাদিগের নিকট হলাহলোগ্রকণ্ঠ। ৩৮। হে শঙ্কর! হে শান্ত! হে শম্ভো! হে চন্দ্র-কলাবতংস! আপনাকে নমস্কার, হে ফণিভূষণ! হে পিনাকপাণে! হে অন্ধকবৈরিন্! আপনাকে নমস্কার। ৩৯। হে অনন্তশক্তে! আমার ন্যায় হীনবুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি আপনার স্তুতি করিতে সক্ষম হয়? হে প্রভো! প্রাচীন বাক্যও আপনার সম্পূর্ণরূপে পরিচয় দিতে সমর্থ নহে, আমার যে এই স্তুতি; তাহা কেবল আপনাকে প্রণাম করামাত্র, ভগবন্! যে ব্যক্তি আপনার পূজক এ সংসারে সেই জনেই সুকৃতী, হে প্রভো! যে ব্যক্তি আপনার স্তুতি করিতে সমর্থ হয়, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার পূজা করিয়া থাকেন”। ৪০-৪১।

স্কন্দ কহিলেন, সূর্য্যের তনয় যম, এই প্রকার স্তুতিকরত বারম্বার “শিবায় নমঃ” এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ভূমিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে সহস্রবার প্রণাম করিলেন। ৪২। অনন্তর প্রভু মহেশ্বর, দীর্ঘ-তপস্যায় খিন্ন সূর্য্য-তনয়কে বিহিত-যত্নসহকারে প্রণতি-ব্যাপার হইতে বিরত করিয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, “অহে দিবাকর-তনয়! অদ্য হইতে তোমার নাম ধর্ম্মরাজ হইল। হে ধর্ম্মরাজ! নিখিল স্থাবর ও জঙ্গম-শরীরিগণের ধর্ম্মাধিকার তোমার উপর অর্পিত হইল। আমার নিয়োগানুসারে অদ্য হইতে মদীয় শাসনাবমুযায়ী

সকল লোকগণের শাসন কর। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অদ্য হইতে দক্ষিণদিকের আধিপত্য লাভ করিলে ও সকল প্রাণীরই শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী হইলে। অদ্য হইতে তোমা কর্ত্তৃক দর্শিত উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্টপথে উত্তম বা অধম লোকগণ স্ব স্ব কর্ম্ম-সম্পাদিত লোকে গমন করুক। হে ধর্ম্ম! বারাণসীক্ষেত্রে ভক্তিপূর্ব্বক তুমি মদীয় যে লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছ, এই সেই লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিলে মানবগণ অচিরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে বিমলবুদ্ধি মানবগণ এই ধর্ম্মতীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে একবারও ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিবে, পুরুষার্থসিদ্ধি তাহার অদূরবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। এই স্থানে সহস্র পাপ করিয়া মানব যদি দৈবযোগে একবারও ধর্ম্মেশ্বরের দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার আর কোন প্রকার নারকী-ব্যথা সহ্য করিতে হয় না ও দেবগণ স্বর্গে তাহারই সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে মানব কাশীক্ষেত্রে অদৃষ্টবশে ধর্ম্মপীঠ প্রাপ্ত হইয়াও নিজ পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন না করে, হে ধর্ম্ম! সেই ব্যক্তি অন্য কোন্ উপায়ে তোমার ন্যায় অতিতেজঃ লাভ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে? ৪৩-৪৯। হে ধর্ম্মরাজ! গুরুতর তপস্যার প্রভাবে তুমি যে প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছ; যাহারা ধর্ম্মেশ্বরের ভক্ত তাহারাও অনায়াসে এই প্রকার মনোরথ-সিদ্ধি করিতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গুরুতর পাপ করিয়াও একবার ভক্তি-সহকারে ধর্ম্মেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, তাহার আর কুত্রাপিও ভয়ের সম্ভাবনা নাই, কারণ হে ধর্ম্মরাজ! তোমাকর্ত্তৃক অর্চ্চিত-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া ঐ ব্যক্তি তোমার সহিত বন্ধুত্ব-লাভ করিতে পারিবে। পত্র, পুষ্প, জল ও দূর্ব্বার দ্বারা যে ব্যক্তি ধর্ম্মেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, স্বর্গে দেবগণ মন্দার-মালা দ্বারা তাহার পূজা করিবেন। যাহারা পাপ করিয়া তোমা হইতে ভয় করিবে, তাহারা যেন এই ধর্ম্মেশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক তোমার প্রীতিলাভ করে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের আর তোমা হইতে কোন ভয় থাকিবে না। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নানানন্তর ধর্ম্মেশ্বরকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ এই ধর্ম্মপীঠে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহার ফল অনন্ত ও যুগান্তরেও অবিনাশী। ৫০-৫৪। কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যাহারা ধর্ম্মেশ্বরের যাত্রা করিবে ও দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে বিহিত উৎসব সহকারে তথায় জাগরণ করিবে, এ সংসারে তাহাদিগের আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হইবে না। ৫৫। যাহারা যমেশ্বরের নিকট স্বৎকৃত এই স্তুতিটী ভক্তি-সহকারে পাঠ করিবে, তাহারা নিষ্পাপী হইয়া আমার স্থানে গমন করিবে ও তোমার বন্ধুত্ব-লাভ করিতে সমর্থ

হইবে। ৫৬। অহে আদিত্য-নন্দন ধর্ম্মরাজ! তুমি পুনর্ব্বার অন্য কোন ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে অবিলম্বে তাহা আমি পূরণ করিব"। ৫৭।

(স্কন্দ কহিলেন) পুনর্ব্বার অভিলষিত বরপ্রদানে-উদ্যত প্রসন্ন-মূর্ত্তি করুণাময় ভগবান্ মহেশ্বরকে ঈদৃশ ভাবে সম্মুখে বিলোকনকরত ধর্ম্মরাজ পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ও ক্ষণকাল হর্ষভরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। ৫৮।

একোনঅশীতিতম অধ্যায়।

ধর্ম্মেশ্বর-কথা-প্রসঙ্গে পক্ষিগণের কথা।

স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব মহেশ্বর ধর্ম্মকে আনন্দাশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে পরিদর্শন করিয়া স্বীয় অমৃততুল্য পাণিদ্বয়ের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তখন মহাতপাঃ ধর্ম্মরাজ, মহেশ্বরের করস্পর্শ-লাভে তপোগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত স্বীয় দেহকে পুনরায় অঙ্কুরিত করিলেন এবং প্রসন্নবদন, শান্ত ও শান্ত পরিষদাবৃত দেবদেব উমাপতিকে কহিতে লাগিলেন যে, "হে ঈশান! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে করুণানিধে! যখন আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দিয়াছেন, তখন আপনার নিকট আমি অন্য আর কি বর প্রার্থনা করিব? ১-৪। বেদসমূহ ও বেদপুরুষদ্বয় (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) যাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন না, আমি তাঁহার নিকটও বর-যোগ্য হইয়াছি? হে নাথ! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, এই মধুররাবি পক্ষিশাবকগণ, যাহারা আমার সম্মুখেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও চিরদিন আমার তপস্যার সাক্ষিরূপে রহিয়াছে, যাহারা ইতিহাস-কথা উত্তমরূপে জানে এবং যাহারা পিতৃহীন হইয়া আহার ও বিহার পরিত্যাগ করিয়াছে, হে শ্রীকণ্ঠ! আপনি ইহাদিগকে বর প্রদান করুন। ইহাদের প্রসবের সময়েই শুকী (পক্ষিনী) পীড়াক্রান্তা হইয়া পঞ্চত্ব-লাভ করিয়াছে এবং ইহাদের পিতা শুকপক্ষীও শ্যেনপক্ষী (বাজ) কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। হে অনাথনাথ! আমার মুখাপেক্ষী এই অনাথ শুকশাবক-

গণকে আয়ুঃশেষস্বরূপী আপনিই রক্ষা করিয়াছেন”। ৫-৯। ধর্ম্মরাজের এই পরোপকৃতি নির্ম্মল-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শম্ভু, তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া বিনয়াবনতানন সেই শুকশাবকগণকে আহ্বানকরত বলিলেন যে, “হে সাধুপক্ষিগণ! তোমরা জন্মাবধি এই ধর্ম্মরাজের নিকটে অবস্থান করিতেছ, এই জন্য সাধুসংসর্গ-নিবন্ধন তোমাদের জন্মান্তরীণ সমস্ত পাপই বিলীন হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কি বর প্রদান করিব তাহা বল”? ১০—১২। সেই পক্ষিশাবকগণ মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণতিকরত কহিতে লাগিল। ১৩।

পক্ষিগণ কহিল, হে অনাথনাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা তির্য্যক্‌জাতি হইয়াও আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা অপেক্ষা আর কোন্ বর আমাদের অভিলষণীয় হইবে? উত্তমশীল ব্যক্তিগণের শত-সহস্র লাভ হউক, কিন্তু হে গিরীশ! আমরা আপনাকে দর্শন করিলাম ইহাই আমাদের পরমলাভ। হে নাথ! এ জগতে যাহা কিছু পদার্থ দেখা যায়, তৎসমুদয়ই ক্ষণভঙ্গুর, আপনিই একমাত্র অভঙ্গুর এবং আপনার পূজাও অভঙ্গুর। ১৪-১৬। হে প্রভো! এই তপস্বী (ধর্ম্মরাজ) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের পূজাদর্শন করাতে আমাদের কোটিজন্মের স্মৃতি উদ্ভূত হইয়াছে। হে ঈশিতঃ! আমরা দেবযোনিও লাভ করিয়াছি এবং সেই সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে বহুতর দিব্যাঙ্গনাও উপভোগ করিয়াছি। আমরা আসুরী, দানবী, নাগী, নৈঋর্তী, কৈন্নরী, বিদ্যাধরী ও গান্ধর্ব্ব-যোনিও পরিগ্রহ করিয়াছি। আমরা অনেক মনুষ্যজন্মে নরপতিত্ব ভোগ করিয়াছি এবং জলমধ্যে জলচর, স্থলে স্থলচর, বনে বনবাসী, গ্রামমধ্যে গ্রামবাসী, দাতা, যাচিতা, রক্ষিতা, যাতুক, সুখী, দুঃখী, জেতা, পরাজিত, বিদ্বান্, মূর্খ, স্বামী ও সেবক হইয়াছি। চতুর্ব্বিধ ভূত-নিচয়ের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধমভাবে আমরা বহুতর জন্মই অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু হে শম্ভো! কুত্রাপিও আমরা স্থিরতা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা এ যোনি হইতে অন্য যোনি, আবার সে যোনি হইতে অন্য যোনি বহুতর গতায়াত করিয়াছি, কিন্তু হে পিনাকিন্! কোন যোনিতেই আমরা স্বল্পমাত্র সুখও প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু আজ ধর্ম্মেশ্বর দর্শনে আমাদের পুণ্যরাশি-বলে ধর্ম্মরাজের সুতপস্যারূপ বহ্নির জ্বালায় আমাদিগের পাপসমূহ প্রজ্বলিত হওয়ায় আমরা আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। ১৭-২৬। হে ধূর্জ্জটে! তথাপি যখন আমাদিগকে আপনি বর প্রদান করিতেছেন, তখন আমরা ইন্দ্রত্ব বা চন্দ্রপদ বা অন্য কিছু প্রার্থনা করিতেছি না, হে শম্ভো! আমরা কেবল কাশীতে অপুনর্ভব

মৃত্যু প্রার্থনা করি। হে সর্ব্বজ্ঞ! যেমন চন্দনবৃক্ষের সান্নিধ্যে সমস্ত বৃক্ষই সুগন্ধি হয়, তদ্রূপ আপনার সান্নিধ্য-নিবন্ধন আমরাও সকলই জানিতেছি। ২৭-৩০। অন্তকালে আপনার আনন্দকাননে শরীর ত্যাগ করাই পরমজ্ঞান এবং ইহাই একমাত্র সংসারোচ্ছেদের কারণ। ৩১। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সমুদয় বাগ্‌জাল মথন করিয়া ইহাই সারবাক্য বলিয়াছিলেন যে, "যাহারা কাশীতে দেহত্যাগ করে, তাহাদেরই মুক্তি হয়"। বহুতর গ্রন্থে যাহা বলা যায়, ভগবান্ বিষ্ণু, রবির নিকট আটটীমাত্র অক্ষরে সেই কথা বলিয়াছিলেন যে, "কৈবল্যং কাশীসংস্থিতৌ" কাশীতে সংস্থিতি হইলে কৈবল্যলাভ হয়। মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যও রবির নিকট নিগমশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মুনিসমাজে বলিয়াছিলেন যে, "অন্তকালে কাশীতে পরমপদ-লাভ হয়"। ৩২-৩৪। আপনিও মন্দরপর্ব্বতে জগদ্ধাত্রীর নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন যে, "কাশী নির্ব্বাণ-ভূমি"। হে শম্ভো! কৃষ্ণদ্বৈপায়নও "যে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজমান সেই স্থানেই পদে পদে মুক্তি" ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিবেন না। ৩৫-৩৬। তীর্থ-সন্ন্যাসকারী লোমশ প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণও বলিয়া থাকেন যে, "কাশী মুক্তিপ্রকাশিকা"। আমরাও এইরূপই জানি যে, মহেশ্বরের যে আনন্দ-কাননে স্বর্গতরঙ্গিণী বিরাজিতা আছেন, সেই স্থানেই নিশ্চয় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। হে শম্ভো! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সমস্তই আমরা এই ধর্ম্মেশ্বরের অনুগ্রহে জানিতে পারিতেছি; এই নিবন্ধনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মুনিগণ এবং আপনিও যাহা বলিয়াছেন, আমরা তৎসমুদয়ই জানিতেছি। ৩৭-৪০। এই ধর্ম্মপীঠ-সেবানিবন্ধন এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগোলকই হস্তস্থিত আমলকফলের ন্যায় আমাদের বাক্যগোচরে রহিয়াছে। হে বিভো! আমরা তির্য্যক্‌জাতি হইয়াও ধর্ম্মরাজের তপস্যাবলেই সমস্ত জ্ঞানের আধার হইয়াছি। ৪১-৪২। (স্কন্দ কহিলেন) দেবদেব মহেশ্বর, পক্ষিগণের এই সমস্ত মধুর, কোমল, সত্য, স্বপ্রমাণ, সুসংস্কৃত, হিত, পরিমিত ও সদৃষ্টান্তবাক্য শ্রবণকরত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পীঠ-গৌরব বর্ণন করিতে লাগিলেন যে, "এই ত্রৈলোক্যনগর মধ্যে কাশী আমার রাজভবন, তন্মধ্যে আবার ভোগভবন অমূল্য মণিসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত মোক্ষলক্ষ্মী-বিলাস নামক আমার এই প্রাসাদ অতি সুখের স্থান; পক্ষিনিচয়ও স্বেচ্ছাক্রমে আকাশে বিচরণ করিতে করিতে যে প্রাসাদকে প্রদক্ষিণ করিয়া মুক্তিলাভ করিতেছে। মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাও শরীর হইতে দূরে গমন করে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদের উপরিস্থিত কলস দর্শন করে, নিধানকলশনিচয় সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে কখনই

পরিত্যাগ করে না। ৪৩-৪৮। যাহারা দূর হইতেও আমার প্রাসাদোপরিস্থিত পতাকা দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বদাই আমার অতিথি হইয়া থাকে। আনন্দাখ্য-কন্দের কোন উৎকৃষ্ট অঙ্কুরই আমার এই প্রাসাদচ্ছলে ভূমি ভেদ করিয়া উদ্গত হইয়াছে। ৪৯-৫০। যে প্রাসাদে ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সকলেই চিত্রগত হইয়াও নিয়ত আমার সেবা করিতেছে, সেই প্রাসাদই এই নিখিল ভুবনের মধ্যে আমার একমাত্র সুখের স্থান, উহাই আমার রমণীয় রতিশালা এবং উহাই আমার পরম বিশ্বাসভূমি। আমি সর্ব্বগত হইলেও এই প্রাসাদই আমার থাকিবার স্থান, তথায় আমি অমূর্ত্ত পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছি। ৫১-৫৩। আমার প্রাসাদেরই দক্ষিণে যে মণ্ডপ আছে, উহা মোক্ষ-লক্ষ্মীর আবাসস্থল, তথায় আমি সততই অবস্থান করিয়া থাকি এবং উহাই আমার সভামণ্ডপ। তথায় যে ব্যক্তি নিমেষার্দ্ধকালও নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তাহার শতবৎসর ব্যাপিয়া যোগাভ্যাস করার ফললাভ হয়। আমার সেই মণ্ডপ জগতে নির্ব্বাণমণ্ডপ নামে বিখ্যাত আছে, তথায় যে ব্যক্তি একটীমাত্রও ঋচা পাঠ করে, সে ব্যক্তি সমস্ত বেদপাঠের ফললাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তথায় বসিয়া আমার ষড়ক্ষর-মন্ত্র জপ করে, তাহার কোটিরুদ্র-জপের ফললাভ হইয়া থাকে। ৫৪-৫৮। যে ব্রাহ্মণ পবিত্রচিত্তে গঙ্গাতে স্নানকরত মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া শতরুদ্রীয় জপ করে, তাহাকে ব্রাহ্মণবেশধারী রুদ্র বলিয়াই জানিবে। সেই মণ্ডপে বসিয়া একবারও যে ব্যক্তি ব্রহ্মযজ্ঞ করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অন্তে পরমব্রহ্মকে জানিতে পারে। ৫৯-৬০। যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া তথায় ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করে, সে আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযত করিয়া ক্ষণকালও তথায় অবস্থান করে, তাহার স্থানান্তরে কৃত মহাতপস্যার ফললাভ হয়। অন্য স্থানে শতবৎসর বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিলে যে পুণ্য হয়, মুক্তিমণ্ডপে অর্দ্ধঘটিকাপরিমিতকাল মৌন হইয়া থাকিলেই সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তিমণ্ডপে যে ব্যক্তি একরতিও সুবর্ণ দান করে, সে ব্যক্তিও সুবর্ণময় যানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ৬১-৬৪। যে কোন দিন যে ব্যক্তি তথায় একরাত্রি জাগরণ করে এবং উপবাসী থাকিয়া লিঙ্গপূজা করে, সে সমস্ত ব্রতের ফলভাগী হয়। তথায় মহাদান-প্রদান, মহাব্রতের অনুষ্ঠান ও অখিল বেদ-অধ্যয়ন করিলে মানব কখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। আমার মুক্তিমণ্ডপে যাহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়, সে ব্যক্তি আমাতেই বিলীন হয় এবং যতদিন আমি থাকিব, ততদিন তাহারও সত্তা থাকে। ৬৫-৬৭। আমি জ্ঞানবাপীতে

উমার সহিত সর্ব্বদাই জলক্রীড়া করিয়া থাকি, সেই জ্ঞানবাপীর জল পান করিলে মানব নির্ম্মল জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; সেই জ্ঞানবাপীই আমার পরমপ্রীতিকর জলক্রীড়ার স্থান। আমার এই রাজভবনমধ্যে এই জলপূর্ণ স্থানই জড়তা অপনয়ন করিয়া থাকে। ৬৮-৬৯। আমার প্রাসাদের পূর্ব্বদিকেই আমার শৃঙ্গারমণ্ডপ, ঐ মণ্ডপ শ্রীপীঠ বলিয়া বিখ্যাত এবং উহা দরিদ্র ব্যক্তিগণকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। আমার উদ্দেশে তথায় যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ বস্ত্র, বিচিত্র মাল্য, সুগন্ধি চন্দন, নানা প্রকার অলঙ্কার ও বহুবিধ পূজোপকরণ প্রদান করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই লক্ষীবান্ থাকে এবং নির্ব্বাণ-লক্ষ্মী তাঁহাকেই বরণ করেন, সে বক্তি যে কোন স্থানে মৃত হইয়াও মোক্ষ-লাভ করিয়া থাকে। আমার মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদের উত্তরদিকে আমার অতি রমণীয় ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ আছে, তথায় আমি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকি। আমার প্রাসাদের ইন্দ্রকোণে যে জ্ঞানমণ্ডপ আছে, তথায় আমি ভক্তগণকে জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকি। ৭০-৭৫। ভবানীর গৃহেই আমার পাকশালা আছে, তথায় ভক্তগণ যে সমস্ত উপহার প্রদান করে, তৎসমুদয়ই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। বিশালাক্ষীর মহাপ্রাসাদেই আমার বিশ্রামস্থান, সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমি তথায় বিশ্রাম প্রদান করি। চক্রপুষ্করিণী আমার নিয়মস্নানের তীর্থ, তথায় যাহারা স্নান করে, আমি তাহাদিগকে নৈর্ম্মল্য-প্রদান করিয়া থাকি। যাঁহাকে পরমতত্ত্ব, ব্রহ্ম ও স্বসম্বেদ্য বলিয়া জ্ঞানিগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন; আমি তথায় জীবগণকে সেই নির্ম্মল তারকজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকি। ৭৬-৮০। এই ক্ষেত্রে জগতের মঙ্গল-ভূমি যে মণিকর্ণিকা আছে, তথায় আমি কর্ম্মপাশে আবদ্ধ জীবগণকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকি। যথায় মুক্তিদানকালীন আমি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি না; আনন্দকানন মধ্যে সেই মণিকর্ণিকাই আমার দানের স্থান। যে মণিকর্ণিকায় কর্ণধারস্বরূপ হইয়া অগাধ সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবগণকে আমি অন্তকালে উদ্ধার করিয়া থাকি। যে মণিকর্ণিকা সৌভাগ্যের আবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত, আমি তথায় ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালকেও আমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকি। মহাসমাধিযুক্ত বেদবিদ্গণের পক্ষেও যে মুক্তি দুর্ল্লভ, মণিকর্ণিকায় সামান্য ব্যক্তিকেও আমি সেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। ৮১-৮৫। মণিকর্ণিকায় মোক্ষোপদেশকালীন দীক্ষিত, চণ্ডাল, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলকে আমি সমান বোধ করিয়া থাকি। অন্যস্থানে যাহা দান করিতে আমি কৃপণতা করিয়া থাকি, মণিকর্ণিকায় আমার সেই চিরসঞ্চিত সর্ব্বস্বধন মুক্তি আমি সকলকেই প্রদান করিয়া থাকি। ৮৬-৮৭। দৈবাধীন মানব

যদি এস্থানে দুর্লভ ত্রিসংযোগ লাভ করে, তাহা হইলে তাহার এস্থানে সর্ব্বস্বই দান করা উচিত। শরীর, সম্পত্তি এবং মণিকর্ণিকা ইহার নাম ত্রিসংযোগ, এই তিনটী একত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্লভ। বার বার ইহাই চিন্তা করিয়া আমি জীব-মাত্রকেই এস্থানে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। সেই মণিকর্ণিকাই কাশীতে আমার মুক্তিদান-ক্ষেত্র, ত্রিভুবনও সেই মণিকর্ণিকার ধূলির সমান নহে। অবিমুক্তেশ্বর-লিঙ্গই আমার লিঙ্গ-পূজার পরমস্থান, তথায় একবার মাত্র পূজা করিলে মানব কৃত-কৃত্যতা লাভ করিয়া থাকে। ৮৮-৯২। পশুপতীশ্বরে আমি সায়ংসন্ধ্যা করিয়া থাকি, তথায় বিভূতি ধারণ করিলে জীব আর পশুপাশে আবদ্ধ হয় না। প্রণবেশ্বর-মন্দিরে আমি প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া থাকি, তথায় বসিয়া একটি মাত্র সন্ধ্যা করিলেও সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। ৯৩-৯৪। প্রতি চতুর্দ্দশীতেই আমি কৃত্তিবাস-ভবনে বাস করিয়া থাকি; চতুর্দ্দশীতে মানব তথায় নিশি-জাগরণ করিলে আর গর্ভে প্রবেশ করে না। রত্নেশ্বর, ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া মহারত্ননিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, মানব রত্নের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে স্ত্রী-রত্নাদি লাভ করিয়া থাকে। ৯৫—৯৬। আমি ত্রিভুবনের অভ্যন্তরস্থিত হইয়াও ভক্তগণের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গে অবস্থান করিয়া থাকি। তথায় মানব বিরজ নামক পীঠের সেবা ও চতুর্নদ-তীর্থে স্নান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হয়। মহাদেবের নিকট আমার যে পীঠ আছে, তথায় সাধকগণ সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে, সেই পীঠ দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৃষভধ্বজসংজ্ঞক সেই পীঠ পিতৃগণের অতিশয় প্রীতিপ্রদ, তথায় পিতৃগণের পিণ্ড-প্রদাতা ক্ষণ-মধ্যে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৯৭-১০০। আদিকেশব-পীঠে আমি আদিকেশবরূপে থাকিয়া আমার ভক্ত বৈষ্ণবগণকে আমি শ্বেতদ্বীপে লইয়া গিয়া থাকি। পঞ্চনদের নিকটে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলপ্রদ মঙ্গলাপীঠে আমি ভক্তগণকে তারণ করিয়া থাকি, তথায় আমি বিন্দুমাধবরূপে, পঞ্চনদে স্নাত বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুর পরমপদ প্রদান করিয়া থাকি। ১০১-১০৩। পঞ্চমুদ্রনামক মহাপীঠে যাহারা বীরেশ্বরের সেবা করে, তাহারা অল্পকালেই মোক্ষ-লাভ করিয়া থাকে। তথায় চন্দ্রেশ্বরের সমীপে যাহারা সিদ্ধেশ্বরীপীঠের সেবা করে, ছয় মাসেই তাহারা সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে। কাশীতে যোগসিদ্ধিবিধায়ক যোগিনী-পীঠে কোন্ সাধক উচ্চাটনাদিতে সিদ্ধি-লাভ না করিয়াছে? এই কাশীতে বহুতরই পীঠস্থান আছে, কিন্তু সে সমুদয়ের মধ্যেই ধর্ম্মেশ্বরপীঠই শ্রেষ্ঠ। যথায় এই শুকশাবকগণও আমার উপদেশে নির্ম্মলজ্ঞান লাভ করিয়াছে। হে তরণিজ! আজ হইতে কখনও

আমি তোমার তপোবন এই ধর্ম্মেশ্বর-পীঠ পরিত্যাগ করিব না। হে রবিসুত! দেখ, তোমারই সম্মুখে এই শুকশাবকগণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করিতেছে, ইহারা তোমার সংসর্গ-গুণে তথায় কিছুকাল দিব্যবিষয় ভোগ করিয়া এই স্থানেই আমার নিকট জ্ঞানলাভকরত মুক্ত হইয়া যাইবে"। ১০৪-১১১। (স্কন্দ কহিলেন) মহেশ্বর এই কথা বলিবামাত্র সেই শুকশাবকগণ দিব্যরূপ ধারণ করিয়া রুদ্রকন্যাগণে পরিবৃত কৈলাসশিখরোপম এক দিব্য-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মকে সম্ভাষণ করিয়া কৈলাসে গমন করিল। ১১২-১১৩।

অশীতিতম অধ্যায়।

মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতাখ্যান।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভসম্ভব! সেই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অবলোকন করিয়া জগদম্বিকাদেবী, প্রণার্ত্তিহর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১। অম্বিকা কহিলেন, হে প্রভো মহেশ্বর! পীঠের কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য, এই স্থানে তির্য্যগ্‌জাতীয়গণেরও সংসারমোচনকারী আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইল, হে ধূর্জ্জটে! ধর্ম্মপীঠের এতাদৃশ মাহাত্ম্য দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, অদ্য হইতে আমি এই ধর্ম্মপীঠের সমীপে অবস্থান করিব এবং এই ধর্ম্মেশ্বর-লিঙ্গের যাহারা ভক্ত, আমি এই স্থানে থাকিয়া তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান করিব। ২-৪। ঈশ্বর কহিলেন, অয়ি পার্ব্বতি! সজ্জনগণের মনোরথ-সাধনের একমাত্র কারণস্বরূপ এই ধর্ম্মপীঠে বসতি স্বীকার করিয়া তুমি বড়ই উত্তম কার্য্য করিয়াছ। ৫। হে দেবি! হে বিশ্বভুজে! এই স্থানে যাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক তোমার অর্চ্চনা করিবে, তাহারা বিশ্বভোক্তা ও বিশ্বের মাননীয় হইবে। ৬। হে বিশ্বে! হে বিশ্বভুজে! হে বিশ্ব-স্থিতি-জন্ম-নাশকারিণি! এই স্থানে যে মানবগণ তোমার অর্চ্চনা করিবে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি বিমলভাবাপন্ন হইবে। ৭। মনোরথ-তৃতীয়া তিথিতে এই স্থানে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তোমার অর্চ্চনা করিবে, আমার অনুগ্রহে অবশ্যই তাহার মনোরথ-সিদ্ধি হইবে। ৮। হে প্রিয়ে! নারী বা পুরুষ যে কেহ; সেই মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত আচরণ করিবে, সে ইহকালে স্বীয় মনোরথ সিদ্ধি-লাভকরত পরে বিমল-জ্ঞান-লাভ করিতে পারে। ৯।

দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর। মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত কি প্রকার? ইহার কথাই বা কি? ইহার ফলই বা কি? এবং কাহারাই বা পূর্ব্বে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন? কৃপা করিয়া এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১০।

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ভবতারিণি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর; এই মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। ১১। পুরাকালে পুলোম-তনয়া (শচী) কোন মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দুশ্চর তপস্যা করেন, কিন্তু তথাপিও তাঁহার তপস্যা ফলবতী হইল না। ১২। অনন্তর তিনি পরমভক্তিপূর্ব্বক, সরহস্য-গীত ও নানাবিধ বাদ্যাদি-ধ্বনির দ্বারা আমার পূজা করিলেন। ১৩। তান, মান ও নৃত্যাদিযুক্ত সেই সুন্দর গীত-রাগে ও তাঁহার বিশিষ্টভক্তিতে আমি অতিশয় তুষ্ট হইলাম ও তাঁহাকে কহিলাম যে, অয়ি! তোমার এই সুন্দর গীত ও বিহিত শিবলিঙ্গ-পূজাতে আমি অতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভীষ্ট প্রার্থনা কর। ১৪-১৫। পুলোম-তনয়া কহিলেন, হে মহাদেবী-প্রিয়তম! মহেশ্বর প্রভো! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার যাহা মনোরথ তাহা পূরণ করুন। ১৬। হে দেবেশ! সকল দেবগণের যিনি মাননীয়, সকল যাজ্ঞিকগণেরও যিনি মাননীয় এবং সকল দেবগণের মধ্যে যিনি পরম-সুন্দর; তিনিই আমার স্বামী হউন। হে প্রভো! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি ইচ্ছানুরূপ বয়ঃ, সৌন্দর্য্য ও আয়ুঃলাভ করিতে সক্ষম হই। ১৭-১৮। হে প্রভো! কামেচ্ছায় যখন আমি নিজ পতির সহিত সঙ্গ করিব, তদনন্তরই আমি যেন একটী করিয়া নূতন দেহ লাভ করিতে পারি। ১৯। হে ভব! আমার যেন সর্ব্বদাই লিঙ্গ-পূজাতে অতিশয় ভক্তি হয় ও সেই ভক্তির ফলে যেন আমার জরা ও মরণ না হয়, হে মহেশ্বর! আমার পতির নাশ হইলেও যেন ক্ষণমাত্রও আমার বৈধব্য হয় না এবং আমার কদাচিৎ যেন পাতিব্রত্য-হানি না হয়। ২০-২১।

স্কন্দ কহিলেন, পুলোম-নন্দিনী শচীর এই সকল মনোরথ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত ত্রিপুরারি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২। ঈশ্বর কহিলেন, অয়ি পুলোম-তনয়ে! তুমি যে সকল বিষয়ে অভিলাষ করিয়াছ, ব্রতাচারণ দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে, অতএব হে জিতেন্দ্রিয়ে! তুমি ব্রতাচরণ কর। ২৩। মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতাচরণ দ্বারা তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এক্ষণে মদীয় বচনানুসারে সেই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ২৪। অয়ি বালে! এই মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত বিহিত-নিয়মে সম্পাদন করিলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট-পূর্ণ হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ২৫।

পুলোম-কন্যা কহিলেন, হে প্রণতার্ত্তিহারিন্! করুণা-বারিধে! শম্ভো! এই মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত কি প্রকারে করিতে হয়, ইহার কি সামর্থ্য, ইহাতে কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হয়? এবং কবেই বা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতাই বা কি? তাহা কৃপাপূর্ব্বক, আমার নিকটে সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণে মহাদেব তাহার বাক্যের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬-২৭।

ঈশ্বর কহিলেন, হে পৌলোমি! মনোরথ-তৃতীয়া-তিথিতে সেই শুভ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই ব্রতে বিংশতিভুজশালিনী বিশ্বভুজা নাম্নী গৌরীকে পূজা করিতে হয়। ২৮। ব্রতানুষ্ঠানকারীর, বিশ্বভুজার অগ্রভাগে আশাবিনায়কের পূজা করিতে হইবে; আশাবিনায়কের চারিহস্ত, তাহার মধ্যে একহস্তে বর, দ্বিতীয় হস্তে অভয়, তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা ও চতুর্থ হস্তে মোদক। ২৯। চৈত্র মাসের শুক্ল-তৃতীয়াতে দন্তধাবনকরত সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে যৎসামান্যরূপে ভোজন-সমাপনপূর্ব্বক এই নিয়ম গ্রহণ করিবে যে, "এই ব্রত-কালে ক্রোধ বা কাম পরিত্যাগ করিবে, অস্পর্শ-সংসর্গ পরিহার করিবে, সর্ব্বথা পবিত্র হইবে এবং তদ্গতমানসে দেবী বিশ্বভুজার সমীপে এই প্রার্থনা করিবে যে,—"হে মাতঃ অনঘে বিশ্বভুজে! আমি আগামী কল্য প্রাতে ব্রতাচরণ করিব, সেই ব্রতকালে আমার মনোরথ পূরণ করিতে আপনি সন্নিহিত থাকেন, ইহাই আমার অভিলাষ"। ৩০-৩২। এই প্রকার নিয়মগ্রহণপূর্ব্বক রাত্রিতে কোন শুভ-পদার্থ স্মরণ করিয়া শয়ন করিবে, অনন্তর প্রাতঃকালে মেধাবী ব্যক্তি গাত্রোত্থানকরত নিত্য-ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক শৌচান্তে আচমন করিয়া অশোক-কাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করিবে, কারণ ঐ দিনে অশোককাষ্ঠে দন্তধাবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোক নিবারিত হয়। ৩৩-৩৪। তৎপরে নিত্য-কর্ত্তব্য প্রাতঃসন্ধ্যাদি সম্পাদনকরত স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে, অনন্তর পবিত্রচিত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিতকরত সায়ংকালে গৌরীর পূজা করিবে। ৩৫। প্রথমে ঘৃত-নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক আশাবিনায়কের পূজা করিয়া পরে পবিত্র অশোক-কুসুম দ্বারা বিশ্বভুজাগৌরীর পূজা করিতে হইবে। ৩৬। অশোকপুষ্প, বর্ত্তি, নৈবেদ্য ও অগুরুসম্ভূত ধূপ দ্বারা পূজা করিয়া কুঙ্কুম দ্বারা দেবীর অঙ্গে লেপ প্রদান করিবে ও পূজান্তে একবার অন্নাহার করিবে। ৩৭। এই প্রকার বর্ত্তি, নৈবেদ্য, অশোকপুষ্প ও ঘৃতপুর-মিষ্টান্নবিশেষ দ্বারা চৈত্রমাসের শুক্ল-তৃতীয়াতে গৌরীর পূজা করিয়া, বৈশাখ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রতিশুক্ল-তৃতীয়াতে

পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রার্থনা করিয়া তৎপর দিবস উক্ত দ্রব্যনিকর দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে। হে অনঘে! কিন্তু বৈশাখ-মাস হইতে ফাল্গুন-মাস পর্য্যন্ত যথাক্রমে কোন্ মাসে কোন্ কাষ্ঠের দন্তধাবন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৮-৩৯। এইরূপ প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুলেপন-বস্তু, কুসুম, নৈবেদ্যাদি, দেবী ও গণপতিকে প্রদান করিবে। ৪০। হে অনঘে! বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য এই ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের পূজান্তে ভিন্ন ভিন্ন মাসে বিভিন্ন প্রকারের অন্নের দ্বারা একভক্ত সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতহৃদয়ে শ্রবণ কর। বৈশাখ হইতে ফাল্গুন-মাস পর্য্যন্ত যথাক্রমে ব্রতীর এই কয় প্রকারের দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে হইবে যথা :—জম্বু, অপামার্গ, খদির, জাতী, চূত, কদম্বক, প্লক্ষ, উডুম্বর, খর্জ্জুরী, বীজপূরী ও দাড়িম। এই একাদশ প্রকার দন্তকাষ্ঠের এক এক প্রকারে একাদশ মাসের প্রতিমাসে যথাক্রমে গ্রহণ করিবে। ৪১-৪২। অয়ি বালে! সিন্দূর, অগুরু, কস্তুরী, শ্বেত-চন্দন, রক্ত-চন্দন, গোরোচনা, দেবদারু, পদ্মাখ্য, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা (পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসেই হরিদ্রা দ্বারা অনুলেপন বিহিত) ও যক্ষকর্দ্দম, এই একাদশ প্রকার বস্তু দ্বারা একাদশ মাসে যথাক্রমে অনুলেপন প্রদান করিবে; সর্ব্বপ্রকার অনুলেপন-দ্রব্য যোজনা করিতে না পারিলে, প্রতিমাসে যক্ষকর্দ্দম দ্বারা অনুলেপন-কার্য্য সম্পাদন করিলে চলিতে পারে। দুইভাগ কস্তুরী, দুইভাগ কুঙ্কুম, তিনভাগ চন্দন ও একভাগ কর্পূর, মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে যক্ষকর্দ্দম নির্ম্মিত হয়; এই যক্ষকর্দ্দমে দেবগণ বড়ই প্রসন্ন হন, এক্ষণে অনুলেপনান্তে একাদশ মাসের একাদশ প্রকার কুসুমের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ৪৩-৪৬। পাটল, মল্লিকা, পদ্ম, কেতকী, করবীর, উৎপল, রাজচম্পা, টগর, জাতী, কুমারী ও কর্ণিকার, এই সকল পুষ্প না পাইলে পুষ্প-বৃক্ষের পত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্রমে বৈশাখ-মাসে পূজা করিবে, যদি পত্রও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য সুগন্ধি-পুষ্পনিকর দ্বারা পূজা করিবে। ৪৭-৪৮। বৈশাখে দধিমিশ্রিত শক্তু, জ্যৈষ্ঠে দধিযুক্ত অন্ন, আষাঢ়ে চূতরস ও মণ্ডক, শ্রাবণে ফেণিকা, ভাদ্রে বটকা, আশ্বিনে শর্করাযুক্ত পায়স, কার্ত্তিকে ঘৃত ও মুদ্গযুক্ত অন্ন, অগ্রহায়ণে ঈণ্ডেরিকা, পৌষে লড্ডুক, মাঘে রমণীয় লপ্সিকা, ফাল্গুনে শর্করামিশ্রিত ঘৃতপক্ক-পূরিকা, গণেশ ও দেবীকে নিবেদন করিবে। ৪৯-৫১। দেবীকে যে প্রকার অন্ন প্রদান করা যায়, তাহারই নাম একভক্ত; ব্রতানুষ্ঠায়ী এই একভক্তই দেবীকে প্রদানান্তে ভোজন করিবে। যে মূঢ়, দেবীকে এক প্রকার অন্ন প্রদান করিয়া আপনি

অন্য প্রকার ভক্ষণ করে, সে নরকে গমন করে। ৫২। প্রতিমাসের শুক্ল-তৃতীয়াতে এই প্রকার এক বৎসর পর্য্যন্ত দেবীর অর্চ্চনা করিয়া বৎসরান্তে ব্রত-পূরণের জন্য স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। ৫৩। অগ্নিস্থাপনান্তে ব্রতী "জাতবেদস" মন্ত্রের দ্বারা তিল ও ঘৃত প্রদানকরত একশত আটবার হোম করাইবেন। ৫৪। প্রতি মাসেই রাত্রিকালে দেবীর পূজা করিতে হইবে ও রাত্রিতেই ভোজন করিবে এবং রাত্রিতেই পূর্ব্বোক্ত হোম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। ৫৫। "হে মাতঃ! বিনায়কের সহিত ভক্তিপূর্ব্বককৃত মদায় পূজা গ্রহণ করুন, হে বিশ্বভুজে! আপনাকে নমস্কার। আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। ৫৬। হে আশা-বিনায়ক! হে বিঘ্ননিবারণ! আপনাকে নমস্কার। দেবী বিশ্বভুজার সহিত আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন"। ৫৭। এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে গৌরী ও বিনায়কের পূজা করিবে এবং ব্রত-সাঙ্গ করিবার সময় তুলিকাসমন্বিত পর্য্যঙ্ক, দীপাধারের সহিত দীপ ও দর্পণ প্রদান করিতে হইবে। আচার্য্য ও তদীয় পত্নীকে সেই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া ব্রতানুষ্ঠায়ী, বস্ত্র, কর ও কর্ণের ভূষণ, সুগন্ধ-চন্দন, মাল্য ও দক্ষিণা দ্বারা হর্ষসহকারে তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। ৫৮-৬০।

ব্রতপূরণের নিমিত্ত পয়স্বিনী গাভী, ছত্র, কমণ্ডলু, পাদুকা ও অন্যান্য উপভোগ-দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। ৬১। "এই যে মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত, আমি সমাপন করিতেছি, ইহাতে যাহা কিছু ন্যূন হইয়াছে তাহা পূর্ণ হউক"। এই প্রকার আচার্য্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পরে তিনি যখন বলিবেন "তাহাই হউক" তাহার পরে নিজ বাসস্থানের সীমাপর্য্যন্ত অনুগমনকরত আচার্য্যকে বিদায়-প্রদানপূর্ব্বক নিজ সামর্থ্যানুসারে অন্যান্য ব্যক্তিকে দ্রব্য প্রদান করিবে। ৬২-৬৩। অনন্তর রাত্রিকালে, সুপ্রীতমানস হইয়া নিজ পোষ্যবর্গের সহিত আহার করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থী তিথিতে চারিটী কুমার, দশটী কুমারীকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকারে এই পরম উৎকৃষ্ট ব্রতটী সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। ৬৪-৬৫। সকল ব্যক্তিরই নিজ সামর্থ্যানুসারে এই ব্রতাচরণ করা উচিত; কুমারাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে এক বৎসরের মধ্যে মনোহারিণী, অনুকূলা মনোবৃত্ত্যনুসারিনী ও দুঃখসংসার-সাগরে একমাত্র তরিণী পত্নী লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৬৬-৬৭।

কুমারীও এই ব্রত করিলে ইচ্ছানুকূল পতি-লাভ করিতে সমর্থা হয় এবং সুবাসিনী, পুত্র ও পতির অব্যাহত সম্পৎ লাভ করিতে পারে। ৬৮। এই ব্রতের ফলে দুর্ভগা স্ত্রী, সৌভাগ্যবতী হয়, দরিদ্রা-পত্নী ধনবতী হয় এবং বিধবা জন্মান্তরে

আর বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করে না। ৬৯। এই ব্রত করিলে গর্ভবতী, দীর্ঘায়ুঃ ও বহুগুণসম্পন্ন পুত্র-লাভ করিতে পারে, ব্রাহ্মণ বিদ্যালাভে সমর্থ হয় এবং সেই বিদ্যার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকারে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। ৭০। এই ব্রতের ফলে রাজ্য-ভ্রষ্ট নৃপতি পুনর্ব্বার রাজ্যলাভে সমর্থ হয়, বৈশ্য বিপুল ধনলাভে সমর্থ হয় ও শূদ্র নিজ অভীপ্সিত লাভ করিতে পারে। ৭১। এই ব্রত করিলে ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, ধনপ্রার্থী ইষ্ট-ধনলাভে সমর্থ হয়, কামী অভীপ্সিত বস্তু-লাভ করিতে পারে এবং মোক্ষার্থী পরমকৈবল্য-লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৭২। অধিক কি বলিব, এই মনোরথ তৃতীয়া-ব্রতাচরণ করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দুর্লভ মনোরথও সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। ৭৩।

স্কন্দ কহিলেন, মহেশ্বরের নিকটে এই সকল বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্টমানসা জননী পার্ব্বতী, পুনর্ব্বার অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া অতিবিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে প্রভো সদাশিব! যাহারা অন্য স্থানে এই মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতানুষ্ঠান করিবে, তাহারা কি প্রকারে কাশীস্থিত আশাবিনায়কের পূজা করিবে? ৭৪-৭৫।

শ্রী সদাশিব কহিলেন, "অয়ি সর্ব্বসন্দেহ-ভেদিনি! দেবি পার্ব্বতি! তুমি বড় উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, হে বিশ্বে! এই ব্রত বারাণসীতে করিলে প্রত্যক্ষরূপিণী তোমাকে পূজা করিবে এবং সর্ব্বাশাপূরণকারী বিঘ্ন-বিনাশন আশা-বিনায়কের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান কাশীস্থমূর্ত্তিকে পূজা করিবে। এই আশা-বিনায়ক, কাশীর শুভার্থী ও সকল প্রকার বিঘ্নহরণ করিয়া থাকেন। ৭৬-৭৭। এই ব্রতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত বিহিত-বিনয়-সহকারে আহ্বানকরত নিজ আচার্য্য ও অন্যান্য বন্ধুবর্গকে আনয়ন করিয়া ব্রতকালে তাঁহাদের বিহিতপ্রকার সম্মান করিবে ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবে। ৭৮। অন্যত্র এই ব্রত করিতে হইলে, হে বিশ্বে! তোমার এবং আশা-বিনায়কের সুবর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, অনন্তর ব্রত-সমাপনকালে সেই সুবর্ণময় প্রতিমাদ্বয় দান করিবে। একবার এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রতী পূর্ণমনোরথ হয়। ৭৯-৮০। হে দেবি! অনন্তর পুলোম-দুহিতা, এই প্রকার উত্তম ব্রত-কথা শ্রবণ করিয়া যথাকালে এই ব্রতানুষ্ঠানকরত হৃদয়ের বাঞ্ছিত-সিদ্ধি-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ৮১। এই ব্রত করিয়া অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, অনসূয়া অত্রিকে, পতিরূপে বরণ করিতে পারিয়াছেন। এই ব্রতের ফলে সুনীতি, উত্তানপাদ হইতে ধ্রুবকে লাভ করেন, এবং এই ব্রতের ফলেই তাঁহার দুর্ভাগ্য দূর হইয়াছিল। হে সুশ্রোণি! লক্ষ্মীদেবীও এই ব্রত করিয়া চতুর্ভুজকে পতিরূপে লাভ করিতে পারিয়াছেন; অয়ি পার্ব্বতি! বহুপ্রশংসা করিয়া কি ফল, এই

মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত করিতে পারিলে জগতে যতপ্রকার ব্রত আছে, সেই সকলেরই ফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮২-৮৪। স্কন্দ কহিলেন, বুদ্ধিমান্ জীব ভক্তিসহকারে এই কথা শ্রবণ করিলে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮৫।

একাশীতিতম অধ্যায়।

—*—

দুর্দ্দমের ধর্ম্মেশ্বরে আগমন ও ধর্ম্মেশ্বর-লিঙ্গ-কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যোন্নতিহৃৎ! মহেশ্বর যেরূপে ধর্ম্মতীর্থের উৎপত্তি-বর্ণন করিয়াছিলেন আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ লাভকরত অনুতপ্ত হইয়া, পুরোহিতের নিকট তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার পুরোহিত বৃহস্পতি কহিতে লাগিলেন। ১-৩।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ! তোমার যদি এই দুস্ত্যজ ব্রহ্মহত্যাকে অপনয়ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি বিশ্বেশ্বরকর্ত্তৃক প্রতিপালিত কাশী-ক্ষেত্রে গমন কর। হে শক্র! বিশ্বেশ্বরের রাজধানী ভিন্ন ব্রহ্মহত্যার মহৌষধ আর কিছুই আমি দেখিতেছি না, তথায় ভৈরবেরও হস্ত হইতে ব্রহ্মার কপাল পতিত হইয়াছিল, অতএব হে বৃত্রশত্রো! তুমি সত্বর সেই আনন্দকাননেই গমন কর। ৪-৬। হে শক্র! আনন্দবনের সীমাতেই পদার্পণ করিবামাত্র ব্রহ্মহত্যা নিরাশ্রয়া হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরকর্ত্তৃক প্রতিপালিতা সেই কাশী, মহাপাপী ব্যক্তিগণের অন্যান্য পাপনিচয়ও ধ্বংস করিয়া থাকেন। হে শতক্রতো! কাশীতেই মহাপাতকসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং কাশীতেই মহাসংসার হইতেও মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে, কাশীভিন্ন আর কুত্রাপিও উহা লাভ হয় না। কাশীই নির্ব্বাণ-নগরী, কাশী সমস্ত পাপ হরণ করিয়া থাকেন এবং কাশীই মহেশ্বরের অতি প্রিয়া, স্বর্গও কাশীর সমান নহে। ৭-১০। যে ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যার ভয় আছে এবং যাহার সংসারের ভীতি আছে, সে ব্যক্তি যেন ক্ষণকালও চিত্ত

হইতে মুক্তি-ভূমি কাশীকে দূরীভূত না করে। যথায় দেহ-বিসর্জ্জন করিলে মহেশ্বরের দর্শনে পরিশুষ্ক, জীবগণের কর্ম্মবীজ সমূহের আর অঙ্কুর নির্গত হয় না, হে বৃত্রারে! তুমি সেই কাশীতে গমন করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বিশ্ব-মুক্তিপ্রদায়ক বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর। ১১-১৩। (স্কন্দ কহিলেন) সহস্র-লোচন ইন্দ্র, বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরায় মহাপাতকনাশিনী কাশীতে উপস্থিত হইলেন এবং উত্তরবাহিনীতে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা অপনোদনের জন্য মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মেশ্বরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র, মহারুদ্র-জপে আসক্ত থাকিয়া লিঙ্গমধ্যস্থ ত্রিলোচনকে দর্শনকরত বেদোক্ত বহুতর রুদ্র-সূক্তের দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ ভব, সেই লিঙ্গ-মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন যে, হে শচীপতে! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে কি দিতে হইবে, তাহ সত্বর বল। ১৪-১৮। ইন্দ্র দেবদেবের এই প্রেমপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, হে সর্ব্বজ্ঞ! কোন্ পদার্থ আপনার অবিদিত আছে? মহেশ্বর ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র বহুদিন ধর্ম্মপীঠের সেবা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার উপর কৃপাকরত সেই স্থানেই একটী তীর্থ-নির্ম্মাণ করিয়া কহিলেন যে, হে ইন্দ্র! তুমি ইহাতে স্নান কর। মহেশ্বরের কথানুসারে ইন্দ্র সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্র পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় দেহ-কান্তি লাভ করিলেন। ১৯-২১। তখন নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া সেই পাপহারী তীর্থে স্নান করিয়া তথায় দিব্য-পিতৃগণকে তর্পিত ও শ্রাদ্ধকরত সেই তীর্থ-জলের দ্বারা ধর্ম্মেশ্বরকে স্নান করাইলেন। তদবধি সেই তীর্থ ধর্ম্মকূপ নামে বিখ্যাত হইল। সেই তীর্থে অনায়াসেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ক্ষালিত হইয়া থাকে। প্রয়াগস্নানে যে ফল কীর্ত্তিত হয়, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে তাহার সহস্রগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাদ্বারে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে, স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলেও মানব সেই ফললাভ করিয়া থাকে। ২২-২৬। বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে নর্ম্মদায়, সরস্বতীতে ও গৌতমীতে স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়, মানব ধর্ম্মকূপে স্নান করিয়াও সেই ফল-লাভ করিয়া থাকে। মানস-সরোবরে, পুষ্কর-তীর্থে ও দ্বারিক-সাগরে স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলেও সেই ফল-লাভ হইয়া থাকে। ২৭-২৮। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে শোরভ-তীর্থে, চৈত্রী-পূর্ণিমায় গৌরী-মহাহ্রদে ও একাদশীতে শঙ্খোদ্ধার-তীর্থে স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলেও সেই

ফল-লাভ হইয়া থাকে। পিতৃগণ, পিণ্ড-প্রাপ্তির আশায় ধর্ম্মকূপ ও গঙ্গা এই দুই তীর্থে স্নানকারী বংশধরগণেরই অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পিতামহ-সমীপে, ধর্ম্মেশ্বরের নিকটে, ফল্গুতে ও ধর্ম্মকূপে পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকূপে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি গঙ্গাতে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য অধিক আর কি করিবে? ২৯-৩২। গয়াতে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ যাদৃশ তৃপ্তিলাভ করেন, ধর্ম্ম-তীর্থেও পিণ্ডদানে তাঁহারা তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যাহারা ধর্ম্ম-তীর্থে পিণ্ডপ্রদান করিয়া পিতৃগণের ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই পিতৃভক্ত এবং তাহাদের দ্বারাই পিতৃগণ প্রীণিত হইয়া থাকেন। সেই তীর্থ-প্রভাবেই দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণতি করিয়া অমরাবতীতে গমন করিলেন। ৩৩-৩৫। হে কুম্ভজ! সেই তীর্থের অপার মহিমা, সেই কূপে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেও শ্রাদ্ধদানের ফল-লাভ হয়। তথায় পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশে বিংশতি-বরাটিকা মাত্র প্রদান করিলেও মানব ধর্ম্মপীঠের প্রভাবে তাহার অক্ষয় ফললাভ করিয়া থাকে। তথায় যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, যতি বা তপস্বিগণকে ভোজন করায়, সে ব্যক্তি প্রত্যেক অন্নকণায় বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ করে। ৩৬-৩৮। ইন্দ্র, ধর্ম্মপীঠ হইতে অমরাবতীতে গমন করিয়া, দেবগণের নিকট সেই পীঠের অনন্ত মহিমা বর্ণন করেন এবং তথা হইতে মুনিগণের সহিত পুনরায় কাশীতে আসিয়া লিঙ্গ-স্থাপন করিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের পশ্চিমদিকে সেই ইন্দ্রেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে যাহারা দর্শন করে, ইন্দ্রলোক তাহাদের দূরে থাকে না। তাহার দক্ষিণভাগে স্বয়ং শচীকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শচীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, স্ত্রীগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, অতুল সৌভাগ্য-লাভ করে। ৩৯-৪২। শচীশ্বরের নিকটেই বহুতর সুখ ও সমৃদ্ধিপ্রদ রম্ভেশ্বর আছেন। ইন্দ্রেশ্বরের নিকটেই লোকপালেশ্বর আছেন, তাঁহার পূজা করিলে লোকপালগণ প্রসন্ন হইয়া সমৃদ্ধি প্রদান করেন। ধর্ম্মেশ্বরের পশ্চিমদিকে ধরণীশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে রাজ্যমধ্যে ও রাজকুলে ধৈর্য্য-লাভ হয়। ধর্ম্মেশ্বরের দক্ষিণে তত্ত্বেশ্বর আছেন, মানব তাঁহার পূজা করিবে; তাঁহার পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ৪৩-৪৫। ধর্ম্মেশ্বরের পূর্ব্বদিকে বৈরাগ্যেশ্বর আছেন, তথায় মানব তাঁহার পূজা করিবে; সেই লিঙ্গকে স্পর্শ করিলেও চিত্তের উপশম হইয়া থাকে। ধর্ম্মেশ্বরের ঈশানকোণে জ্ঞানেশ্বর আছেন, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকলকেই জ্ঞান প্রদান করেন। ধর্ম্মেশ্বরের উত্তরদিকে ঐশ্বর্য্যেশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে

মানবগণ মনোভিলষিত ঐশ্বর্য্য-লাভ করে। হে কুম্ভজ! এই সমস্ত লিঙ্গ পঞ্চাননেরই মূর্ত্তিবিশেষ; ইহাঁদিগের সেবা করিলে মানব নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। হে মুনে! তথায় যে একটী ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর; মনুষ্যও যাহা শ্রবণ করিলে ঘোর সংসার-সাগরে নিমগ্ন হয় না। কদম্বশিখর নামে বিন্ধ্যপর্ব্বতের একটী প্রদেশ আছে। দমের পুত্র, দুর্দ্দম নামক নৃপতি তথায় বাস করিত। পিতার মৃত্যুর পর অজিতেন্দ্রিয় সেই দুর্দ্দম, রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কামান্ধতাপ্রযুক্ত পুরবাসিগণের স্ত্রীসমূহের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, তাহাতে অসাধুব্যক্তিগণ তাহার প্রিয় এবং সাধুব্যক্তিগণ তাহার অপ্রিয় হইয়া উঠিল। ৪৬-৫২। সেই দুর্দ্দান্ত নৃপতি, অনপরাধী ব্যক্তিগণকে দণ্ড প্রদান করিত এবং অপরাধিগণের প্রতি পরাঙ্মুখ থাকিত এবং সততই ব্যাধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ায় সময় অতিবাহিত করিত। ৫৩। যাহারা তাহাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিত, সে তাহাদিগকে নিজ রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিত। সে শূদ্রগণকে ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে করদ করিয়াছিল। সেই দুষ্ট স্বদারপরাঙ্মুখ হইয়া সতত পরদারেই সন্তুষ্ট থাকিত। সেই পাপাত্মা কখনই দুঃখান্তকারী, সর্ব্বপ্রকার পাপহারী, সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিতপ্রদ এবং জগতের সারস্বরূপ শ্রীকণ্ঠ বা শ্রীপতির পূজা করে নাই। ৫৪-৫৫। সেই দুরাত্মা নৃপতি অকারণ প্রলয় করিবার জন্যই কেবল নিজ প্রজামধ্যে ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়াছিল। পাপ-ব্যসনাশক্ত সেই দুর্দ্দম কোন সময়ে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ব্যাধগণের সমভিব্যাহারে মৃগের অনুসরণে ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে। দৈবক্রমে সেই নরপতি অরণ্যমধ্যে সঙ্গিহীন হইয়া ধনুর্হস্তে একাকী আনন্দকাননমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় ফলবান্ পাদপনিচয় এবং তাহাদের সুবিস্তৃত ছায়া দর্শন করিয়া সে ব্যক্তির যেন শ্রান্তি দূর হইল। ৫৬-৬০। অনন্তর বৃক্ষনিচয়, পল্লব-সঞ্চালনে সুগন্ধ, সুশীতল ও সুমন্দ বায়ু দ্বারা ক্ষণকাল সেই নৃপতিকে বীজন করিল। তাহাতে যে কেবল তাহার মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হইল তাহা নহে, সেই পবিত্র বনদর্শনে তাহার আজন্মজনিত খেদও ক্ষণমধ্যে দূর হইয়া গেল। ৬১-৬২। শ্রান্তি দূর হইলে সেই নৃপতি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে বনমধ্যে একটী উন্নত প্রাসাদ দেখিতে পাইল। সেই প্রাসাদটী দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা যাবতীয় উৎকৃষ্ট রত্নসমূহের আকর। তখন সেই নৃপতি বিস্মিত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণকরত ধর্ম্মেশ্বরের মণ্ডপে গমন করিয়া আপনাকে প্রশংসা করিতে লাগিল যে, "আমি আজ এই স্থান দেখিয়া ধন্য হইলাম এবং আমার অন্তঃকরণও আজ

প্রসন্ন হইল, আজিকার দিন ধন্য এবং আমার নয়নদ্বয়ও ধন্য"। আপনাকে এইরূপ প্রশংসা করিয়াই সে ধর্ম্মপীঠের প্রভাববলে তখনই আবার আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল যে, "আমি চিরদিনই সাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুর্জ্জনের সঙ্গ করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক্! আমি সতত মূঢ়ভাবে প্রাণীগণকে ক্লেশ দিয়াছি, প্রজাপীড়নে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছি এবং পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য-হরণ করিয়া আপনাকে সুখী বোধ করিয়াছি। আমার বুদ্ধি অতি অল্প, আমি এযাবৎকাল কোন স্থানেই এতাদৃশ ধর্ম্মস্থান দর্শন না করিয়া ব্যর্থই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি"। ৬৩-৬৮। এইরূপে সে ব্যক্তি আপনাকে বহুতর ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্মেশ্বরকে দর্শন করিয়া অশ্বে আরোহণকরত নিজ রাজ্যে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ কুলক্রমাগত প্রাচীন অমাত্যগণকে আহ্বান করিল এবং নূতন অমাত্যগণকে দূর করিয়া পুরবাসিগণকেও আপনার নিকট আহ্বান করাইয়া আনিল। পরে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক বহুতর বৃত্তি প্রদান করিয়া, পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ ও প্রজাগণকে ধর্ম্মমার্গে সংস্থাপিত করত অপরাধিগণকে দণ্ড প্রদান এবং সাধুগণকে পরিতুষ্ট করিয়া বহুতর দানকরত বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া একাকী শ্রেয়োবিকাশিনী কাশীতে আগমন করিল এবং তথায় ধর্ম্মেশ্বরের পূজায় অবশিষ্ট-জীবন অতিবাহিত করিয়া অন্তকালে মোক্ষলাভ করিল। ৬৯-৭৩। সেই দুর্দ্দম নৃপতি তাদৃশ পাপিষ্ঠ হইয়াও কেবল ধর্ম্মেশ্বরকে দর্শন করিয়া জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল এবং অন্তে মুক্তিও লাভ করিয়াছিল। হে কুম্ভজ! এই তোমার নিকট আমি ধর্ম্মেশ্বরের কিঞ্চিন্মাত্র মহিমা বর্ণন করিলাম, সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মপীঠের মাহাত্ম্য-বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই। যে ব্যক্তি ধর্ম্মেশ্বরের এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, সে ক্ষণমধ্যে আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্মেশ্বরের এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করাইবে, তাহাতে পিতৃগণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ৭৪-৭৭। মানব দূরে অবস্থিত হইয়াও ধর্ম্মেশ্বরের এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ৭৮।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

—*—

বীরেশ্বরাবির্ভাবে অমিত্রজিৎ-পরাক্রম কথন।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! বীরেশ্বরের বহুতরই মহিমা শ্রবণ করা যায় এবং অনেকেই তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অতএব আশুসিদ্ধিপ্রদ সেই লিঙ্গশ্রেষ্ঠ কিরূপে কাশীতে আবির্ভূত হইলেন, তাহা আমাকে বলুন। ১—২।

মহেশ্বর কহিলেন, হে মহাদেবি! তুমি বীরেশ্বরের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণ করিলে মানবও বিপুল পুণ্যলাভ করিয়া থাকে। পুরাকালে মিত্রজিৎ নামে এক নরপতি ছিলেন; পরপুরঞ্জয় সেই নৃপতি অতিশয় ধার্ম্মিক, সত্বসম্পন্ন, যশস্বী, প্রজারঞ্জন-তৎপর, বদান্য, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণভক্ত, বিনীত, নীতি-সম্পন্ন, সমস্ত কর্ম্মে নিপুণ, গুণবান্, গুণিবৎসল, কৃতজ্ঞ, মধুরালাপী, পাপ-পরাঙ্মুখ, সত্যবাদী, শৌচনিলয়, মিতভাষী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। অবভৃথ-স্নানে প্রায় সততই তাঁহার কেশরাশি ক্লিন্ন থাকিত, রণভূমিতে তিনি কৃতান্তের ন্যায় এবং সভাস্থলে তিনি পরমপণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেন। কামিনী-কাম-কেলিজ্ঞ সেই নৃপতি, যুবা হইয়াও স্থবিরগণের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ৩-৮। তাঁহার রাজকোষ সতত ধর্ম্মোপার্জ্জিত-অর্থে পূর্ণ থাকিত। বহুবিধ বল-বাহনসম্পন্ন ও অত্যন্ত রূপবান্ সেই নৃপতি, সজ্জনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি সতত ধীর থাকিতেন, দেশ ও কালজ্ঞানে তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন; মাননীয় সেই নৃপতি সকলকেই মান প্রদান করিতেন এবং সমস্ত দোষ হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। পুণ্যশীল সেই নরপতি, বাসুদেবের চরণকমলে চিত্তবৃত্তি-বিন্যাস করিয়া অতিবৃষ্ট্যাদিরহিত নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন করিতেন। ৯-১১। অলঙ্ঘ্যশাসন ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সেই নৃপতি, বিষ্ণুকে নিবেদনপূর্ব্বক বহুতর বিষয় উপভোগ করিয়াছিলেন। হে শিবে! মহাভাগ্যনিধি সেই নরপতির রাজ্যের সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ বিষ্ণু-মন্দির বিরাজিত ছিল। বাল, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণের মুখোচ্চারিত গোবিন্দ, গোপ, গোপাল, গোপীজনমনোহর, গদাপাণে, গুণাতীত, গুণাঢ্য, গরুড়ধ্বজ, কেশীহৃৎ, কৈটভারাতে, কংসারে, কমলাপতে, কৃষ্ণ, কেশব, কঞ্জাক্ষ, কীনাশ-ভয়নাশন, পুরুষোত্তম, পাপারে, পুণ্ডরীক-বিলোচন, পীতকৌশেয়বসন, পদ্মনাভ, পরাৎপর,

জনার্দ্দন, জগন্নাথ, জাহ্নবীজলজন্মভূঃ, জীব-জন্মহরণ, ভক্ত-পাপবিনাশন, শ্রীবৎস-বক্ষঃ, শ্রীকান্ত, শ্রীকর, শ্রেয়োনিধে, শ্রীরঙ্গ, শার্ঙ্গকোদণ্ড, শৌরে, শীতাংশু-লোচন, দৈত্যারে, দানবারাতে, দামোদর, দুরন্তক, দেবকী-হৃদয়ানন্দ, শেষশায়িন, বিষ্ণো, বৈকুণ্ঠ-নিলয়, বাণারে, বিষ্টরশ্রবঃ, বিষ্বক্সেন, বিরাধারে, বনমালিন্, বনপ্রিয়, ত্রিবিক্রম, ত্রিলোকীশ, চক্রপাণে এবং চতুর্ভুজ প্রভৃতি বিষ্ণুর পবিত্র নামনিচয় শ্রুতিগোচর হইত। ১২-২২। প্রতি গৃহেই তুলসীকাননিচয় পরিদৃষ্ট হইত, প্রত্যেক গৃহেরই ভিত্তিতে চিত্রকরগণকর্ত্তৃক অঙ্কিত কমলাপতির বিচিত্র ও পবিত্র চরিত্রসমূহ পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার রাজ্যে হরি-কথা ভিন্ন আর কোন বার্ত্তাই শ্রুতি-গোচর হইত না। ২৩-২৪। সেই নৃপতির রাজ্যে হরিনামাংশধারী হরিণগণকে ব্যাধসমূহও নৃপতির ভয়ে বিদ্ধ করিত না, কাজেই মৃগগণ স্বচ্ছন্দে অরণ্য-মধ্যে বিচরণ করিত। তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন স্থানেই কেহ মৎস্য মাংসাশী হইয়াও নৃপতির ভয়ে মৎস্য, কমঠ বা বরাহগণকে নষ্ট করিত না। তাঁহার রাজ্যমধ্যে একাদশীদিনে পশুগণও তাঁহার রাজ্যে তৃণাহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকিত, সুতরাং মানবগণেরত কথাই নাই। ২৫-২৮। একাদশীদিনে তাঁহার রাজ্যে সমস্ত পুরবাসিগণই মহামহোৎসবে নিরত থাকিত। তাঁহার রাজ্যমধ্যে যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিবিহীন সেই ব্যক্তি ধন ও প্রাণের সহিত দণ্ডিত হইত। তাঁহার রাজস্থ অন্ত্যজজাতিগণও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-চিহ্ন-ধারণপূর্ব্বক দীক্ষিত ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভা পাইত। তাঁহর রাজ্যমধ্যে লোকসমূহ যে সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিত, তাহারা ফলার্থী না হইয়া সকল কর্ম্মই বাসুদেবে সমর্পণ করিত। ২৯-৩২। মানবগণ মুকুন্দ, গোবিন্দ, পরমানন্দ, ও অচ্যুত এই সমস্ত নাম ভিন্ন আর কোন নামই জপ করিত না। সেই নৃপতির কৃষ্ণই পরমদেব, কৃষ্ণই পরমগতি এবং কৃষ্ণই পরমবন্ধু ছিলেন। সেই নৃপতি এইরূপে রাজ্যপালন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন; এবং সেই নৃপতিকর্ত্তৃক মধুপর্ক-বিধানে পূজিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৩৩-৪৯।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সমস্ত ভূতেই ভগবান্ গোবিন্দকে দর্শন করত ধন্য, কৃতকৃত্য এবং দেবগণেরও মাননীয় হইয়াছ। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ! যে, বিষ্ণু-বেদপুরুষ যিনি যজ্ঞপুরুষ এবং যিনি এই জগতের আত্মা, কর্ত্তা, হর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, তুমি সমস্ত পদার্থকেই তন্ময় দর্শন করিতেছ, সুতরাং তোমাকে দর্শন করিয়া আজ আমি পরম পবিত্রতা লাভ করিলাম। এইক্ষণভঙ্গুর সংসারে ভক্তবৎসল কমলা-কান্তের পাদ-কমলে ভক্তিভাবই একমাত্র সার, তাহাতেই সমস্ত অভীষ্ট-লাভ হইয়া

থাকে। ৩৭-৪০। যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিষ্ণুকে ভজনা করে, সমস্ত পদার্থই সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে ভজনা করিয়া থাকে। আহা হৃষীকেশে যাহার ইন্দ্রিয়নিচয় স্থিরতা-লাভ করে, অতিচঞ্চল এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সেই ব্যক্তিই স্থৈর্য্যলাভ করিয়া থাকে। যৌবন, ধন ও পরমায়ুকে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় অতীব চঞ্চল জানিয়া একমাত্র বিষ্ণুর শরণ লইবে। ৪১-৪৩। যে ব্যক্তির চিত্ত ও বাক্যে সততই জনার্দ্দন বিরাজিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই নররূপী জনার্দ্দন-মূর্ত্তি, সকলেই তাঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকে। অকপট প্রণিধান-সহকারে কমলা-পতিকে আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি এ জগতে পুরুষোত্তমতা লাভ না করিয়াছে? ৪৪-৪৫। হে ভূপতে! তোমার এই বিষ্ণু-ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার উপকার করিবার ইচ্ছায় কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। মলয়গন্ধিনী নাম্নী এক বিদ্যাধর-কন্যা পিতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছিল, এমত সময়ে কপালকেতু নামক দানবের পুত্র অতি বলবান্ কঙ্কালকেতু তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং আগামী তৃতীয়াতে তাহার পাণিগ্রহণ করিবে। ৪৬-৪৮। সম্প্রতি সেই কন্যা পাতালে চম্পকাবতী নাম্নী নগরীতে অবস্থান করিতেছে; আমি হাটকেশ্বর হইতে আসিতেছি, এমত সময়ে সেই কন্যা আমাকে দেখিয়া প্রণামকরত সজলনয়নে যাহা বলিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। "হে মুনিবর! আমি গন্ধমাদন-পর্ব্বতে বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত ছিলাম, এমত সময়ে অন্যের অস্ত্রে অপরাজেয় দুর্ব্বৃত্ত কঙ্কালকেতুনামক দানব মায়াবলে আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে, সেই দুরাত্মা যুদ্ধে স্বীয় ত্রিশূল ব্যতীত আর কাহারও অস্ত্রে মরিবে না, আপাততঃ সেই দুষ্ট জগৎকে জ্বালাইয়া আসিয়া নির্ভয়াস্তঃকরণে নিদ্রা যাইতেছে, এই সময় যদি কোন মনুষ্য আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার প্রদত্ত ত্রিশূলের দ্বারা এই দুষ্টকে বিনাশ করিয়া আমাকে লইয়া যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। অতএব যদি আপনি আমার উপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে এই দুষ্ট দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, হে মহামুনে! ভগবতী আমাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, আগামী তৃতীয়াতে এক জন বিষ্ণুভক্ত বুদ্ধিমান যুবাপুরুষ আমাকে বিবাহ করিবেন। অতএব ভগবতীর বাক্য যাহাতে সত্য হয়, আপনি নিমিত্তমাত্র হইয়া তাহার উপায়-বিধান করুন"। হে রাজন্! সেই কন্যার এই প্রকার কথায় যুবা, বুদ্ধিমান্ ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তোমার নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি। ৪৯-৫৬। অতএব হে মহাবাহো! তুমি সত্বর তথায় গমন কর এবং সেই দুষ্ট দানবকে বিনষ্ট করিয়া সেই শুভা মলয়গন্ধিনীকে লইয়া আইস। হে নরেশ্বর! সেই বিদ্যাধরী তোমাকে

দেখিয়া জীবনের আশা পাইবে এবং পার্ব্বতীর বরে অনায়াসেই তোমার দ্বারা সেই দুষ্টের বধ-সাধন করাইবে। ৫৭-৫৮। মহর্ষি নারদের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মিত্রজিৎ নৃপতি সেই বিদ্যাধর-কন্যার জন্য কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং কি প্রকারে চম্পকাবতী নগরীতে গমন করা যাইবে, নারদকে তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে গিরিরাজজে! তখন নারদ তাঁহাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন যে, হে নৃপ! তুমি সত্বর সমুদ্রে গমন কর, তথায় তুমি পোতে অবস্থিত থাকিয়া পূর্ণিমার দিনে রথের উপর অবস্থিত একটী কল্পবৃক্ষ দেখিবে, তাহার নীচে দিব্য-পর্য্যঙ্কসংস্থিতা একটী দেবকন্যাকে বীণা-গ্রহণকরত সুস্বরে, "যে ব্যক্তি, যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিধাতার নিয়মে তাহার ফলভোগ করিবে" এই সুন্দর গাথা গান করিতে দেখিবে। সেই দেবী ঐ গাথা গান করিয়াই কল্পদ্রুম, রথ ও পর্য্যঙ্কের সহিত ক্ষণমধ্যেই সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তুমিও তৎক্ষণাৎ নিঃশঙ্কচিত্তে পোত হইতে সমুদ্রে নিপতিত হইয়া ভগবান্ যজ্ঞ-বরাহকে স্মরণকরত সেই দেবীর অনুগমন করিবে। অনন্তর তুমি পাতালে গিয়া অতি মনোহরা সেই চম্পকাবতী-নগরী ও তথায় সেই কন্যাকে দেখিতে পাইবে। ৫৯-৬৬। এই কথা বলিয়া মহর্ষি নারদ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে সেই নৃপতিও সমুদ্রে গমন করিয়া তথায় সেইরূপ দেবীকে দর্শন করত সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই চম্পকাবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য-শ্রী সেই বিদ্যাধর-তনয়াকে দর্শন করিলেন। ৬৭-৬৮। এবং তাহাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, "ইনি কি পাতালের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, অথবা আমার নয়নানন্দের জন্য ভগবান্ মধুরিপু বিধাতার সৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ এই নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? চন্দ্রের কান্তি কি অমাবস্যা ও রাহুর ভয়ে স্ত্রীরূপ আশ্রয় করিয়া এস্থানে অকুতোভয়ে অবস্থান করিতেছে"। নৃপতি ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৬৯-৭১। সেই কন্যাও সেই মধুরাকৃতি নৃপতিকে দর্শনকরত শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন ও তুলসীমালাধারণে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব জানিতে পারিয়া, স্বীয় মনোরথ-সিদ্ধির আশায় আনন্দে পুলকিতাঙ্গ হইলেন এবং দোলা-পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগকরত লজ্জাবনতবদনে কাঁপিতে কাঁপিতে নৃপতিকে কহিতে লাগিলেন যে, "হে মধুরাকৃতে! আপনি কে? এই অভাগিনীর চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধকরত এই কৃতান্ত-ভবনে সমুপস্থিত হইয়াছেন"? হে সুভগ! যতক্ষণ সেই কঠোরাকৃতি দানব কঙ্কালকেতু ত্রিভুবনকে আকুলিত করিয়া এস্থানে আগমন না করিতেছে, ততক্ষণ আপনি অতিগোপনীয় ঐ শস্ত্রাগারে অবস্থিতি করুন। ৭২-৭৮। সেই দুর্ব্বৃত্ত দানব, পার্ব্বতীর প্রসাদে কখনই

আমার কন্যা-ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিবে না। সেই দুষ্টাত্মা আগামী পরশ্ব তৃতীয়াতে আমার পাণিগ্রহণ করিবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছে; কিন্তু পাপাত্মা এখনও জানিতেছে না, যে আমার শাপে তাহার জীবন-কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। হে যুবক! আপনি কিছুমাত্র তাহার ভয় করিবেন না, শীঘ্রই আপনার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। ৭৯-৮০। বিদ্যাধরীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর নৃপতি, সেই দানবের আগমন অপেক্ষা করত গুপ্তভাবে শস্ত্রাগার-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে ভীষণাকৃতি সেই দানব, মৃত্যু হইতেও ভয়ঙ্কর স্বীয় ত্রিশূল হস্তে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ৮১-৮২। মদাঘূর্ণিত-লোচন ভয়ঙ্কররূপী সেই দানব আসিয়াই প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গম্ভীর-স্বরে সেই বিদ্যাধর-কন্যাকে কহিল যে, "হে বরবর্ণিনি! তুমি এই দিব্য-রত্ননিচয় গ্রহণ কর, আগামী পরশ্ব বিবাহ হইলে তোমার কন্যাত্ব অপনীত হইবে। হে সুন্দরি! প্রাতঃকালেই আমি তোমাকে দশসহস্র দাসী প্রদান করিব। ৮৩-৮৪। হে অমলাশয়ে! ছয় শত আসুরী, সুরী, দানবী, গন্ধর্ব্বী, মানবী এবং কিন্নরী, ছয়শত বিদ্যাধরী, নাগী ও যক্ষিনী, অষ্টশত রাক্ষসী এবং একশত অপ্সরা তোমার পরিচারিনী হইবে। ৮৫-৮৭। দিকপালগণের গৃহে যাবদীয় সম্পত্তি আছে, বিবাহের পর তৎসমুদয়েরই তুমি অধীশ্বরী হইবে এবং বিবাহের পর আমার সহিত বহুতর দিব্যবিষয় উপভোগ করিবে। হায়! কবে পরশ্ব হইবে, যখন আমাদের দুই জনে বিবাহ হইবে। পরশ্ব যদি আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে অবশ্যই আমি তোমার অঙ্গ-সংস্পর্শে পরম সুখলাভ করিব। ৮৮-৯০। বহুকাল হইতে যে সমস্ত মনোরথ আমার হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে, আগামী পরশ্ব তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি তৎসমুদয়কে কৃতার্থ করিব। হে মৃগলোচনে! আমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া তোমাকে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী করিব"। ৯১-৯২। সেই দুষ্ট দানব, নর-মাংস ও বসার আস্বাদে উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জভাবে এইরূপ প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণকরত স্বীয় ক্রোড়ে ত্রিশূল রাখিয়া নিদ্রিত হইল। ৯৩। তখন সেই বিদ্যাধর-কন্যা গৌরীর প্রদত্ত বর স্মরণকরত সেই দুষ্ট দানবকে সুষুপ্ত দর্শন করিয়া বিষ্ণুভক্ত সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নরপতিকে প্রাণনাথ বলিয়া আহ্বানকরত, সেই দৈত্যের ক্রোড় হইতে ত্রিশূল লইয়া কহিল যে, আপনি সত্বর এই ত্রিশূল গ্রহণ করুন এবং ইহার দ্বারা ইহাকে বধ করুন। বালিকার এই বাক্যে মহাবাহু মিত্রজিৎ নৃপতি, তাহার হস্ত হইতে ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই বালাকে অভয় প্রদানকরত চিত্তমধ্যে জগদ্রক্ষামণি ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া

নির্ভয়ান্তঃকরণে সেই দৈত্যকে বাম পাদের দ্বারা আঘাত করিয়া কহিলেন যে; "রে দুষ্ট! রে কন্যাধর্ষণ-লালস! তুই উত্থান কর্ এবং আমার সহিত এখনই যুদ্ধ কর্, কারণ আমি নিদ্রিত শত্রুকে বিনাশ করি না। ৯৪-৯৯। নৃপতির এই বাক্য শ্রবণে সেই দৈত্য সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিল যে, "হে কান্তে! আমার ত্রিশূল দেও। এ কোন্ ব্যক্তি স্বয়ং মৃত্যু-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যম আজ কাহার উপর রুষ্ট হইল? আয়ুঃ আজ কোন্ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিল যে, সে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? ১০০-১০১। এই সামান্য নর আমার প্রচণ্ড দোর্দণ্ডের স্বল্পমাত্রও কণ্ডুয়ন-ক্রিয়ার যোগ্য হইবে না; সুতরাং ত্রিশূলেই বা আমার প্রয়োজন কি? হে সুন্দরি! তুমি ভয় করিও না, বরং কৌতুক দেখ যে, এই আমার ভক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; মৃত্যু স্বয়ংই আমার ভয়ে ইহাকে উপহাররূপে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছে"। এই বলিয়া সেই দৈত্য শিলাখণ্ড হইতেও কঠিন নৃপতির হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ১০২-১০৪। ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত-দেহ সেই নৃপতি দৈত্যের মুষ্টির আঘাতজন্য স্বল্পমাত্রও ব্যথা অনুভব করিলেন না, কিন্তু সেই আঘাতে দৈত্যের হস্তই খেদ প্রাপ্ত হইল। তখন সেই নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দানবের মুখে চপেটাঘাত করিলেন, সেই আঘাতে দানব ঘূর্ণিতমস্তকে ভূমিতে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় উত্থিত হইয়া ধীরতাসহকারে বলিতে লাগিল। ১০৫-১০৭।

দানব কহিল, জানিয়াছি যে তুমি মনুষ্য নহ, তুমি দানবান্তক চতুর্ভুজই নররূপে ছিদ্র পাইয়া আমাকে মারিতে আসিয়াছ। হে মধুভিদ্! এই একটী কর্ম্ম কর যে, তুমি যদি বলবান্ হও, তবে আমার শূলটী পরিত্যাগ করিয়া নিজ অস্ত্রের দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি কপটরূপে কৈটভ প্রভৃতি অসুরগণকে নাশ করিয়াছ, যুদ্ধে বল প্রকাশ করিয়া তুমি তাহাদিগকে নিহত কর নাই, কেবল ছলক্রমেই তুমি তাহাদিগকে নাশ করিয়াছ, তুমি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পাতালে পাঠাইয়াছ এবং নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। তুমিই জটিলবেশে লঙ্কেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ, তুমি গোপালের বেশে কংস-প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তুমি স্ত্রীরূপে দানবগণকে মোহিত করিয়া সুধা হরণ করিয়াছ, হে মায়াবিগণের অগ্রগণ্য! যদি তুমি আমার শূল পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে আজ কিছুমাত্র ভয় করি না। ১০৮-১১৪। অথবা কাতরোচিত এই সমস্ত বাক্যে আমার প্রয়োজন কি? তুমি কিছুতেই ত্রিশূল পরিত্যাগ করিবে না, আমিও তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিব না। দেহধারণ

করিলেই আজ বা কল্য অবশ্যই মরিতে হইবে, অতএব বলেই হউক বা ছলেই হউক তোমার হস্তেই মরা ভাল। ১১৫-১১৬। আর এই বিদ্যাধর-কন্যা আমার দ্বারা দূষিত হয় নাই, ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, আমি তোমারই জন্য ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সেই দানব অতি নিষ্ঠুরভাবে নৃপতিকে বামহস্তের দ্বারা প্রহার করিল। তখন সেই নরপতি, বক্ষঃস্থলে সেই ভীষণ প্রহার সহ্য করিয়া, হস্তে ত্রিশূল উত্তোলন করত সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া প্রহার করিলেন। সেই শূলপ্রহারে কঙ্কালকেতু তখনই প্রাণত্যাগ করিল। নৃপতি এইরূপে দেবগণেরও ভীতিপ্রদ সেই কঙ্কালকেতুকে নিহত করিয়া, এই সমস্ত ঘটনা দর্শনে পুলকিতাঙ্গী সেই বিদ্যাধরীকে কহিলেন যে, হে সুশ্রোণি! নারদের বাক্যে আমি তোমার এই বাঞ্ছিত বিষয় সম্পাদন করিলাম, হে কৃতজ্ঞে! এক্ষণে আর কি করিব তাহা বল। গম্ভীরচিত্ত নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বালা কহিতে লাগিল। ১১৭—১২২।

মলয়গন্ধিনী কহিল, হে উদারমতে! হে জীবনৌষধ! আমি প্রাণের সহিত আপনার নিকট বিক্রীত হইয়াছি, অদূষিতা কুলকন্যাকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কন্যা এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে স্বৈরচারী মহর্ষি নারদ দেবলোক হইতে অতর্কিত-গতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নৃপতি ও সেই কন্যা প্রণতিকরত মুনির আশীর্ব্বাদ-লাভ করিয়া উভয়েই তাঁহার বহুতর স্তুতি করিলেন। অনন্তর তাহারা উভয়ে নারদ কর্ত্তৃক বিবাহবিধির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তথা হইতে নারদাদিষ্টমার্গে প্রস্থান করিলেন। ১২৩-১২৬। অনন্তর মলয়গন্ধিনীর সহিত সেই অমিত্রজিৎ নৃপতি বারাণসীতে আগমন করিলেন। যে পুরীকে দর্শন করিলে মানব কদাপিও নারকী গতি প্রাপ্ত হয় না, বুদ্ধিমান্ অমিত্রজিৎ সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। যে পুরীতে ইন্দ্রাদিদেবগণও অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পান না, অমিত্রজিৎ নরপতি কৈবল্যজননী সেই কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ত্রৈলোক্যবাঞ্ছিত যে কাশীপুরীকে স্মরণ করিলেও মানব পাপে লিপ্ত হয় না, অমিত্রজিৎ নরপতি সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। যে পুরীতে প্রবেশ করিলে মানব মহাপাতক সমূহ হইতে নিষ্কৃতি পায়, অমিত্রজিৎ নৃপতি সেই কাশীতে প্রবেশ করিলেন। ১২৭-১৩১। সেই বিদ্যাধরীও দূর হইতে কাশীপুরীর সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া স্বর্গলোক ও পাতাল-নগরীরও নিন্দা করিতে লাগিল। সেই বালা পরমানন্দভূমি কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিল, অমিত্রজিৎকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও সে তাদৃশ

আনন্দ প্রাপ্ত হয় নাই। ১৩২-১৩৩। মলয়গন্ধিনী তাদৃশ স্বামী ও কাশী লাভ করিয়া পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইল, এবং সেই নৃপতিও মলয়গন্ধিনীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম প্রধান কামের সেবায় উত্তরোত্তর বহুতর সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। একদা সেই পতিব্রতা রাজ্ঞী মলয়গন্ধিনী সুতার্থিনী হইয়া একান্তে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ স্বীয় পতি সেই নৃপতিকে নিবেদন করিল। ১৩৪-১৩৬।

মলয়গন্ধিনী কহিল, হে ভূপ! যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমি পুত্রের কামনায় অভীষ্ট তৃতীয়ার ব্রত আচরণ করি। ১৩৭।

নৃপতি কহিলেন, হে দেবি! অভীষ্ট-তৃতীয়ার ব্রত কিরূপ, কোন দেবতারই বা তাহাতে পূজা করিতে হয়, তাহার বিধি কি প্রকার এবং তাহার ফলই বা কি? তাহা বল। যে নারী পতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, সে জীবনে দুঃখভাগিনী হয় এবং মরিয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। ১৩৮-১৩৯। নৃপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া রাজ্ঞী মলয়গন্ধিনী কি প্রকার সেই ব্রত করিতে হয়, তৎসমুদয় কহিতে আরম্ভ করিল। ১৪০।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

—*—

বীরেশ্বরাবির্ভাব-কথন।

মলয়গন্ধিনী কহিল, হে ধরানাথ! আপনি অবহিত হউন, আমি এই ব্রতের বিধান, ফল এবং অভীষ্ট-দেবতা কি, তাহাই বলিতেছি। পুরাকালে ব্রহ্মার তনয় দেবর্ষি নারদ পুত্রাভিলাষিণী কুবের-পত্নীর নিকট এই ব্রতের বিষয় বলিয়াছিলেন। নারদের বাক্যানুসারে সেই দেবীও এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নলকূবর নামক পুত্র-লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহুতর স্ত্রীগণও এই ব্রতের অনুষ্ঠানে পুত্র-লাভ করিয়াছিলেন। ১-৩। এই ব্রতে বিধিসহকারে উন্মুখ হইয়া স্তনপানকারী বালকের গৌরীর পূজা করিতে হয়। অগ্রহায়ণ-মাসের শুক্লা-তৃতীয়াতে কলসের উপর তণ্ডুলপূর্ণ একটী তাম্রপাত্র রাখিয়া, তাহার উপর একখানি অবিচ্ছিন্ন, নবীন, হরিদ্রারাগ-রঞ্জিত এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র রাখিবে। সেই বস্ত্রোপরি রবিরশ্মি-বিকাশিত একটী পদ্ম রাখিয়া, তাহার কর্ণিকার উপর অশীতিরত্তিপরিমিত সুবর্ণের

দ্বারা নির্ম্মিত এবং রত্ন ও পট্টবস্ত্রাদির দ্বারা অলঙ্কৃত ব্রহ্মাণীর প্রতিমা রক্ষা করিয়া ভক্তিসহকারে নানাবিধ পুষ্প, নারঙ্গ প্রভৃতি বহুতর রমণীয় ফল, কর্পূর ও মৃগনাভি মিশ্রিত চন্দন, পরমান্ন ও বহুবিধ পক্কান্নের নৈবেদ্য এবং অগুরু প্রভৃতির সংযোগে নির্ম্মিত ধূপের দ্বারা রমণীয় কুসুম-মণ্ডপমধ্যে তাঁহার পূজা করিয়া মহোৎসবের দ্বারা তথায় রাত্রিজাগরণ করিবে। দ্বিজাতিগণ হস্তমাত্র পরিমিত কুণ্ডমধ্যে "জাতবেদ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঘৃত ও মধু-মিশ্রিত সহস্র প্রস্ফুটিত কমলের দ্বারা হোম করিবে এবং আচার্য্যকে নবপ্রসূতা, সুশীলা, সালঙ্কারা, একটী কপিলা-ধেনু প্রদান করিবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ঐ দিবস উপবাস এবং নববস্ত্র পরিধান করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থীতে উভয়েই সমাদরে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য এবং দক্ষিণাদির দ্বারা আচার্য্যের পূজা করিয়া সমস্ত দ্রব্যের সহিত সেই সুবর্ণ-প্রতিমা, "হে বিশ্ববিধানজ্ঞ বিধে! হে বিবিধকারিণি! আপনি এই ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বংশকর পুত্র প্রদান করুন" এই মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যকে প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা পারণ করিবে। হে রাজন্! এ ব্রত এইরূপ, আমি আপনার সহিত একত্রেই ব্রত করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অভীষ্ট ফললাভের জন্য আপনি আমার এই প্রিয় কার্য্যটী করুন। ৪-১৮। নৃপতি, রাজ্ঞীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দসহকারে সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নী গর্ভবতী হইল। রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়া ভক্তির দ্বারা গৌরীকে সন্তুষ্টকরত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "হে মহামায়ে! আপনি আমাকে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত একটী পুত্র প্রদান করুন, যে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই স্বর্গে গমন করিবে ও তথা হইতে পুনরায় এইস্থানে আগমন করিবে এবং সেই বালক পৃথিবীতে সদাশিবের অত্যন্ত ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, আর সেই বালক স্তনপান ব্যতিরেকে ক্ষণমধ্যে ষোড়শ বৎসরের বালকের আকৃতি ধারণ করিবে, হে গৌরি! যাহাতে আমার সন্তান এইরূপ হয়, আপনি তাহার উপায় করুন। ১৯-২২। মৃড়ানীও রাজ্ঞীর আত্যন্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিলেন যে, "তাহাই হইবে"। কালক্রমে সেই রাজ্ঞী মলয়গন্ধিনী মূলানক্ষত্রে একটী সন্তান প্রসব করিল; তখন অমাত্যগণ রাজ্ঞীকে জানাইল যে, যদি আপনি নৃপতির জীবনাভিলাষিণী হন, তবে দুষ্টনক্ষত্রে জাত এই কুমারকে পরিত্যাগ করুন। ২৩-২৪। একমাত্র পতিদেবতা সেই রাজ্ঞী মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই তনয়কে পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ধাত্রেয়ীকে নিকটে আহ্বান-

করত কহিলেন যে, পঞ্চমুদ্রানামক মহাপীঠে বিকটা নামে মাতৃকা আছেন, তুমি তাঁহার সম্মুখে এই বালককে রাখিয়া, তাঁহাকে বলিবে যে, "গৌরীপ্রদত্ত এই শিশুটীকে পতিপ্রিয়ৈষিণী রাজ্ঞী মন্ত্রিগণের প্রেরণায় আপনাকে প্রদান করিয়াছেন"। রাজ্ঞীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধাত্রেয়ী কমনীয়-চন্দ্রপ্রভ সেই বালককে বিকটাদেবীর সম্মুখে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। অনন্তর সেই বিকটাদেবী, যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে "এই বালককে সত্বর মাতৃগণের নিকটে লইয়া যাও এবং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করত ঐ বালককে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। ২৫-৩০। বিকটাদেবীর বাক্যে আকাশচারিণী সেই যোগিণীগণ ক্ষণমধ্যেই যে স্থানে ব্রাহ্মীপ্রভৃতি মাতৃগণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় সেই বালককে লইয়া গেলেন এবং মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া সূর্য্যসম-তেজস্বী সেই বালককে তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া বিকটাদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন। ৩১-৩২। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকাদেবী বিকটা-প্রেরিত সেই বালককে দর্শন করিয়া সকলেই এককালে সেই শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার পিতা কে এবং তোমার মাতাই বা কে? ৩৩-৩৪। মাতৃগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও সেই বালক কিছুই উত্তর করিল না, তখন মাতৃগণ যোগিনীগণকে কহিলেন যে, হে যোগিনীগণ! মহালক্ষণাক্রান্ত এই বালক রাজার যোগ্য, অতএব তোমরা সত্বর ইহাকে পুনরায় তথায় লইয়া যাও। কাশীতে পদে পদে মুক্তিস্থান হইলেও যথায় কামদা পঞ্চমুদ্রাদেবী অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার সেবা করিলে নির্ব্বাণ-লক্ষ্মী মানবগণের দূরে থাকে না। সেই মহাপীঠই বিশেষরূপে সিদ্ধিপ্রদ। ৩৫-৩৮। সেই পীঠের সেবা-নিবন্ধন বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে এই বালকের ষোড়শাব্দাকৃতি সিদ্ধিলাভ হইবে। মাতৃগণের এই বাক্যে যোগিনীগণ ক্ষণমধ্যে সেই বালককে পুনরায় পঞ্চমুদ্রার নিকটে লইয়া গেলেন। সেই শিশু সেই মহাপীঠে আগমন করিয়া বিপুল তপস্যায় নিযুক্ত হইল। ৩৯ ৪১। কালক্রমে নিশ্চলেন্দ্রিয় ও স্থিরচিত্ত সেই রাজ-তনয়ের কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া দেবদেব মহেশ্বর লিঙ্গরূপে সেই বালকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে, হে নৃপাত্মজ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ৪২—৪৩। স্কন্দ কহিলেন, সেই বালক সম্মুখে সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া অবস্থিত সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া আনন্দে জন্মান্তরাভ্যস্ত রুদ্র-সূক্তের দ্বারা ধূর্জ্জটীর স্তব করিতে লাগিল। তখন দেবদেব বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হইয়া সেই বালককে কহিলেন। ৪৪—৪৬।

দেবদেব কহিলেন, হে শিশো! তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি তপস্তার দ্বারা এই শরীরকে বহুতর ক্লেশ প্রদান করিয়াছ, আর তুমি এই বাল্যকালেই আমার মনকে বশীভূত করিয়াছ। মহেশ্বরের পুনঃপুনঃ বরদান-বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বালক সানন্দে বর-প্রার্থনা করিতে লাগিল। ৪৭-৪৮।

বালক কহিল, হে দেবদেব! হে মহাদেব! যখন আপনি আমাকে বরপ্রদান করিতেছেন, তখন আমি প্রার্থনা করি যে, আপনি সতত এই লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিয়া মুদ্রাদিকরণ ও মন্ত্রব্যতিরেকেও কেবল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামেই সতত ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করুন। ৪৯-৫০। এই লিঙ্গের উপর যাহাদের কায়, কর্ম্ম ও মনঃসহকারে ভক্তি আছে, তাহাদের প্রতি আপনি সতত অনুগ্রহ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। বালকের এই প্রার্থনা শুনিয়া লিঙ্গরূপী ভগবান্ মহেশ্বর কহিলেন যে, হে বীর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, তোমার পিতা বৈষ্ণব-প্রধান নৃপতি অমিত্রজিৎ হইতে তুমি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমার পরম ভক্ত; হে অনঘ! হে বীর! এই লিঙ্গ তোমার নামে "বীরেশ্বর" বলিয়া বিখ্যাত; এই লিঙ্গ কাশীতে ভক্তগণের অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন, আমি আজ হইতে সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিব এবং ভক্তগণকে পরমসিদ্ধি প্রদান করিব। কিন্তু কলিকালে সাধারণে আমার মহিমা জানিতে পারিবে না, ভাগ্যাধীন যে ব্যক্তি আমার মহিমা জানিতে পারিবে, সেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবে। এস্থানে জপ, তপ, হোম, দান, স্তব, পূজা ও জীর্ণোদ্ধারাদি সৎকর্ম্ম করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। তুমি আপাততঃ সর্ব্বভূপাল-দুর্লভ বিপুল রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং তথায় অত্যন্ত বিষয় উপভোগ করিয়া অন্তিমে সিদ্ধিলাভ করিবে। সমস্ত জগতের মধ্যে পবিত্র এই বারাণসীপুরী ইহার মধ্যেও আবার গঙ্গা ও অসির সঙ্গমস্থল অতি পবিত্র, সেই অসিসঙ্গম হইতেও আবার এই হয়গ্রীব-তীর্থ অধিক পুণ্যদ, যথায় বিষ্ণু হয়-গ্রীবরূপে অবস্থানকরত, ভক্তগণের চিন্তিত বিষয় অর্পণ করিতেছেন। আবার এই হয়গ্রীব-তীর্থ হইতেও গজ-তীর্থ অধিক পুণ্যদ, যথায় স্নান করিবামাত্র গজ-দানের ফল-লাভ হয়। সেই গজতীর্থ হইতেও কোকাবরাহ-তীর্থ অধিক পুণ্যদ, তথায় কোকাবরাহের পূজা করিলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। দিলীপেশ্বর-মহাদেবের সন্নিকটস্থ দিলীপ-তীর্থ কোকাবরাহ-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। সগরেশ্বরের সমীপে অবস্থিত সগর-তীর্থ দিলীপ-তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৫১-৬৪। যথায় স্নান করিলে মানব পুনরায় সংসারে নিমগ্ন হয় না। সগর-তীর্থ হইতেও সপ্তসাগর-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায়

স্নান করিয়া মানব সপ্তসাগরে স্নানজনিত পুণ্য লাভ করে। সপ্তসাগর-তীর্থ হইতেও মহোদধি নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় একবার স্নান করিলেই মানবের সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়। কপিলেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত চৌর-তীর্থ, মহোদধি-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে সুবর্ণ-চৌর্য্যাদি-পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। কেদারেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত হংস-তীর্থ, সেই তীর্থ চৌর-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যথায় আমি হংস (ব্রহ্ম) রূপে অবস্থিত থাকিয়া তথায় স্নানকারী জীবগণকে ব্রহ্ম-পদ প্রদান করিয়া থাকি। ৬৫-৬৯। সেই হংস-তীর্থ হইতেও ত্রিভুবনাখ্য কেশবের তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানব আর মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে না। সেই তীর্থ হইতেও গোব্যাঘ্রেশ্বর-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় গো ও ব্যাঘ্র উভয়েই স্বাভাবিক শক্রতা পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। গো ব্যাঘ্রেশ্বর-তীর্থ হইতেও মান্ধাতৃনামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় মান্ধাতা নৃপতি চক্রবর্ত্তি-পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৭০-৭২। সেই মান্ধাতৃ-তীর্থ হইতেও মুচুকুন্দ নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানব কখনই শত্রুকর্ত্তৃক অভিভূত হয় না। সেই তীর্থ হইতেও পৃথু-তীর্থ পরম শ্রেয়ঃসাধন, যথায় পৃথিবীশ্বরকে দর্শন করিলে মানব পৃথিবীপতি হয়। ৭৩-৭৪। সেই তীর্থ হইতেও পরশুরাম-তীর্থ অতীব সিদ্ধিপ্রদ। যথায় জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়বধ-জনিত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও তথায় জ্ঞান বা অজ্ঞান সহকারে একবার মাত্র স্নান করিলে ক্ষত্রিয়বধ-জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৭৫-৭৬। সেই পরশুরাম-তীর্থ হইতেও বলভদ্র নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ; যথায় বলদেব, সূতবধ-জনিত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই দিবোদাস-তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মানব অন্তিমকালে কখনই জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হয় না। ৭৭-৭৮। দিবোদাস-তীর্থ হইতেও ভাগীরথী-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় সাক্ষাৎ ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজমানা রহিয়াছেন, সেই ভাগীরথী-তীর্থে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ ও সৎপাত্রে দান প্রদান করিলে, মানব আর গর্ভে প্রবেশ করে না। হে বীর! ভাগীরথী-তটে অবস্থিত হরপাপ নামক তীর্থ ভাগীরথী-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানবের মহাপাতক সমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। তথায় যে ব্যক্তি নিষ্পাপেশ্বর-লিঙ্গকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ৭৯-৮২। সেই তীর্থ হইতেও দশাশ্বমেধ-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বীর! সেই দশাশ্বমেধ-তীর্থ হইতেও বন্দী-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানব সংসার-বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পুরাকালে হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য কর্ত্তৃক বন্দীরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া দেবগণ জগদম্বিকার

স্তুতি করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহারা দেবীর কৃপায় শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া তথায় দেবীর বহুতর স্তব করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থান বন্দীনামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৩-৮৬। সেই স্থানেই নিগড়খণ্ডন বন্দী-তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মানব সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে বিশাম্পতে! কাশীপুরীমধ্যে বন্দী-তীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব দেবীর অনুগ্রহে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। সেই তীর্থ হইতেও প্রয়াগ নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় প্রয়াগ-মাধব সর্ব্ব যজ্ঞের ফলদাতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ৮৭—৮৯। সেই প্রয়াগ-তীর্থ হইতেও ক্ষৌণীবরাহ-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব কখন তির্য্যগ্-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। হে বীর! ক্ষৌণীবরাহ-তীর্থ হইতেও কালেশ্বর-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানবকে কলি ও কাল, পীড়া প্রদান করিতে পারে না। সেই স্থানেই অশোক-তীর্থ আছে, তাহা কালেশ্বর-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানব কখনই শোক-সাগরে নিপতিত হয় না। হে নৃপাত্মজ! সেই অশোক-তীর্থ হইতেও শুক্র-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানব পুনরায় শুক্র হইতে জন্মগ্রহণ করে না। ৯০—৯৩। হে রাজন্! সেই শুক্র-তীর্থ হইতেও ভবানী-তীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ, যথায় স্নান করিয়া ভবানী ও মহেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। সেই ভবানী-তীর্থ হইতেও প্রভাস নামক তীর্থ মানবগণের অধিক শুভপ্রদ, সোমেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব আর কখন গর্ভে প্রবেশ করে না। ৯৪—৯৫। সেই প্রভাস-তীর্থ হইতেও সংসার-বিষনাশন গরুড়-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিয়া গরুড়েশ্বরকে দর্শন করিলে মানব আর শোক প্রাপ্ত হয় না। সেই গরুড়-তীর্থ হইতেও ব্রহ্মেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত ব্রহ্ম-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া থাকে। ৯৬—৯৭। সেই তীর্থ হইতেও বৃদ্ধার্ক-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানব সুনির্ম্মল রবিলোকে গমন করে। সেই তীর্থ হইতেও বিধি-তীর্থ শ্রেষ্ঠ এবং বিধি-তীর্থ হইতেও মহাভয়-নিবারণ নৃসিংহ নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানবের কাল হইতেও কোনরূপ ভয় থাকে না। সেই তীর্থ হইতেও চিত্ররথেশ্বর নামক তীর্থ মানবগণের অধিক পুণ্যপ্রদ, তথায় স্নান ও দান করিলে মানব চিত্রগুপ্তকে দর্শন করে না। ৯৮-১০০। সেই তীর্থ হইতেও ধর্ম্মেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত ধর্ম্ম-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই তীর্থ হইতেও বিশালফলপ্রদ বিশাল নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিয়া বিশালাক্ষীদেবীকে দর্শন করিলে মানব

আর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না। সেই তীর্থ হইতেও জরাসন্ধেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত জরাসন্ধেশ্বর-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব, সংসার-জ্বর-পীড়ায় মোহিত হয় না। ১০১-১০৩। জরাসন্ধেশ্বর-তীর্থ হইতেও ললিতা-তীর্থ অধিক সৌভাগ্যবর্দ্ধন, তথায় স্নান করিয়া ললিতাদেবীকে দর্শন করিলে মানব দরিদ্র বা দুঃখভাগী হয় না। সেই তীর্থ হইতেও সর্ব্বপাপহারী গৌতম-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান এবং পিণ্ডদান করিয়া মানব আর শোকভাগী হয় না। গৌতম-তীর্থ হইতে গঙ্গাকেশব-তীর্থ, গঙ্গাকেশব-তীর্থ হইতে অগস্ত্য-তীর্থ, অগস্ত্য-তীর্থ হইতে যোগিনী-তীর্থ, যোগিনা-তীর্থ হইতে ত্রিসন্ধ্যা-তীর্থ, ত্রিসন্ধ্যা তীর্থ হইতে নর্ম্মদা-তীর্থ, নর্ম্মদা-তীর্থ হইতে অরুন্ধতী-তীর্থ, অরুন্ধতী-তীর্থ হইতে বশিষ্ঠ-তীর্থ এবং বশিষ্ঠ-তীর্থ হইতে মার্কণ্ডেয়-তীর্থ শ্রেষ্ঠ। মার্কণ্ডেয়-তীর্থ হইতেও খুরকর্ত্তরি নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সেই তীর্থ হইতেও রাজর্ষি ভগীরথের তীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ। ১০৪—১০৯। তথায় যৎকিঞ্চিৎ ও যাহা দান করা যায়, কল্পান্তেও তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে বীর! এই সমস্ত তীর্থ এবং তিনকোটি লিঙ্গ হইতেও এই বীরেশ্বর-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ হইবেন। মানব বীর-তীর্থে স্নান করিয়া বীরেশ্বরের পূজা করিলে এই সমস্ত তীর্থে স্নানের ফল-লাভ করিবে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে এই বীরেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করিবে, সে ত্রিকোটিলিঙ্গ-পূজার ফল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি মুক্তিদা ও ভুক্তিদা লক্ষ্মীর কামনা করে, সে যত্ন করিয়া বীরেশ্বরের সেবা করিবে। ১১০—১১৩। চতুর্দ্দশী-তিথিতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বীরেশ্বরের পূজা করিলে মানব আর পাঞ্চভৌতিক-শরীর পরিগ্রহ করে না। সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ সতত এই লিঙ্গের সেবা করিবে, ইহাঁর সেবায় ঐহিক ও আমুষ্মিক সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়। ১১৪—১১৫। যে বীরেশ্বরকে পঞ্চামৃতের দ্বারা স্নান করাইবে, সে পলে পলে ষটকোটিজ পুণ্য লাভ করিবে। অন্য লিঙ্গে কোটি পুষ্প প্রদান করিলে যে ফল-লাভ হয়, বীরেশ্বরে একটী পুষ্প প্রদান করিলেই সেই ফল-লাভ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বীরেশ্বরের নিকটে একটীও আহুতি প্রদান করিলে, কোটি-হোমের ফল লাভ হইবে এবং নৈবেদ্যের প্রত্যেক সিক্‌থে (এক গ্রাস অন্নে) কোটি সিক্‌থের ফল-লাভ হইবে। এই বীরেশ্বরে যাহা কিছু করা যাইবে, তৎ-সমস্তই অক্ষয় হইবে। ১১৬-১১৯। যে ব্যক্তি বীরেশ্বরের নিকটে একবারও মহারুদ্র-মন্ত্র জপ করাইবে, নিশ্চয়ই তাহার কোটিরুদ্র-জপের ফল লাভ হইবে। ব্রতী মানবগণ বীরেশ্বর-সন্নিধানে ব্রতোৎসর্গাদি করিলে, তাহার কোটিগুণ ফল লাভ

করিবে। ১২০-১২১। যে ব্যক্তি বীরেশ্বরের সম্মুখে আটবার নমস্কার করিবে, তাহার অষ্টকোটি নমস্কারের ফল লাভ হইবে। হে বীর! আমার বরপ্রভাবে এই বীরেশ্বর-লিঙ্গ সমস্ত সম্পদেরই আকর হইবে, ইহার সন্দেহ নাই। এই লিঙ্গের সেবা করিলে আমার আজ্ঞায় মানবগণের জীবিতাবস্থাতেই তারক-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, অতএব শুভার্থি মানবগণ যেন সতত এই লিঙ্গের সেবা করে। ১২২—১২৪।

স্কন্দ কহিলেন, মিত্রজিৎনৃপতির তনয় সেই বীর নামক বালক, মহেশ্বরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেবকে পুনরায় প্রণাম করত কহিলেন যে, হে দেবেশ! আমার নিকট এই যে সমস্ত তীর্থের কথা বলিলেন, ইহা ভিন্ন আদিকেশব হইতে ভগীরথ-তীর্থ পর্য্যন্ত যে সমস্ত তীর্থ আছে, যাহাদের নাম গ্রহণমাত্রেই মানব নিষ্পাপ হয়, সেই সমস্ত তীর্থও আমাকে বলুন। ১২৫-১২৭। মহেশ্বর, নৃপনন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গায় যে সমস্ত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১২৮।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বীরেশ্বর মহিমা কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ভগবান্ মহেশ্বর গঙ্গা বরণার সঙ্গমস্থলে যে সকল তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১। সেই গঙ্গা ও বরণার পবিত্র সঙ্গমে স্নান করিয়া আদিকেশবের অর্চ্চনা করিলে মানব আর কখনও জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। ২। যথায় মন্দরপর্ব্বত হইতে আগমন করিয়া ভগবান্ নারায়ণ প্রথমেই চরণদ্বয় প্রক্ষালিত করেন, সেই বিষ্ণুপাদোদক নামক তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি তর্পণাদিক্রিয়া করে, তাহাকে পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করিতে হয় না। ৩-৪। পাদোদক-তীর্থে স্নানান্তে আদিকেশবের পূজার প্রসাদে কাশীবাসী জীব সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫। কাশীতে তথায় শ্বেতদ্বীপ নামে একটী স্থান বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে পুণ্যকর্ম্ম করিলে মানব পরজন্মে শ্বেতদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। ৬। সেই পাদোদক-

তীর্থের সন্নিকটে ক্ষীরাব্ধি নামক তীর্থে বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে বিহিত দানাদি করিলে মানব পরজন্মে ক্ষীরোদধির তীরে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৭। ক্ষীরোদ-তীর্থের দক্ষিণভাগে শঙ্খ-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে পুরুষ-শঙ্খ প্রভৃতি নিধিসমূহের অধিপতি হইতে পারে। ৮। শঙ্খ-তীর্থের সন্নিকটে অতি উৎকৃষ্ট চক্র-তীর্থ বর্ত্তমান আছে, তাহার জলে স্নান করিলে মানব আর সংসার-চক্রে পতিত হয় না। ৯। তাহারই অগ্রভাগে সংসার-ক্লেশহারি গদা-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব সাক্ষাৎ গদাধরদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ১০। তাহার অগ্রভাগে পিতৃগণের পরমতৃপ্তির কারণীভূত সর্ব্বসম্পত্তিজনক পদ্ম-তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সেই তীর্থে স্নানাদি করিলে মানব সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১১। তাহারই কিয়দ্দূরে মহালক্ষ্মীর তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সেই তীর্থ মহাপুণ্য-ফলপ্রদ, তথায় বর্ত্তমান মহালক্ষ্মীর পূজা করিলে মানব নির্ব্বাণ-সম্পৎ লাভ করিতে পারে। ১২। সেই তীর্থের নিকটে সংসার-তাপহারী গারুত্মত নামক তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে স্নানানন্তর তর্পণাদি করিলে মানব বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারে। ১৩। তাহার সন্নিকটে ব্রহ্মবিদ্যার একমাত্র কারণস্বরূপ নারদ-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়া নারদকেশবের দর্শন করিলে মানব নির্ব্বাণ-পদবী লাভে সক্ষম হয়। ১৪। নারদ-তীর্থের দক্ষিণ-দিকে মহাভক্তি-ফলপ্রদ প্রহ্লাদ-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহাতে একবার স্নান করিলেই মানব বিষ্ণুর প্রিয় হইতে পারে। ১৫। তাহার সমীপে অম্বরীপ নামক মহাপাতকনাশন একটী তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে শুভকর্ম্ম করিলে মানব আর জননীর উদরে প্রবেশ করে না। ১৬। তাহারই অগ্রভাগে আদিত্যকেশব নামক এক পরমোৎকৃষ্ট তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানব স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে। ১৭। তথায় ত্রৈলোক্যপাবন দত্তাত্রেয়-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক একবারমাত্র স্নান করিলেই মানব যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ১৮। তাহারই অগ্রভাগে মহাজ্ঞানের জনক ভার্গব-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান-বিধান দ্বারা মানব ভার্গবলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। ১৯। তাহারই সন্নিকটে বিষ্ণু-সান্নিধ্যকারক বামন-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে শ্রাদ্ধবিধান করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ২০। বামন-তীর্থের পরে শুভপ্রদ নরনারায়ণ-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে পুরুষগণের আর গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ২১। তাহারই সন্নিকটে বিদারনারসিংহ নামক এক পরমপাবন তীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই তীর্থে

একবারমাত্র স্নান করিলে মানব জন্মশতের অর্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বামন-তীর্থের দক্ষিণভাগে যজ্ঞবারাহ নামক একটী পরম পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে মানব রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। ২২—২৩। এই তীর্থের দক্ষিণভাগে গোপীগোবিন্দ নামে একটী পরম সুন্দর বৈষ্ণব-লোকদ-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানবের আর গর্ভবেদনা অনুভব করিতে হয় না। এই তীর্থের দক্ষিণদিকে শেষ নামক একটী উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মহাপাপরাশি হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেই তীর্থের দক্ষিণদিকে শঙ্খমাধব নামক এক উত্তম তীর্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে স্নানাদি করিলে মনুষ্যের আর পাপ হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ২৪-২৭। তাহার দক্ষিণভাগে অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ নীলগ্রীব নামক একটী অতুলনীয় তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মানব কখন অপবিত্র হয় না। ২৮। তথায় পাপনিকরবিনাশক্ষম উদ্দালক নামে তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নানমাত্রেই মানবগণ মহতী সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ২৯। তাহারই দক্ষিণভাগে সাংখ্য নামক একটী তীর্থ আছে ও তথায় সাংখ্যেশ্বর-শিব-লিঙ্গও বিদ্যমান আছেন, সেই তীর্থে স্নানাদি করিলে মানবগণ অনায়াসেই সাংখ্য-যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৩০। ইহারই দক্ষিণদিকে স্বর্লীনেশ্বর-মহাদেবের নিকটে স্বর্লীন নামক তীর্থ বিদ্যমান আছে, স্বর্লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উমাপতি বাস করেন বলিয়া এই তীর্থের নাম "স্বর্লীন" হইয়াছে, এই স্বর্লীন-তীর্থে স্নান, দান ও শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণগণকে আহার করান প্রভৃতি যাহা কিছু সৎক্রিয়া করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৩১-৩২। স্বর্লীন-তীর্থের সমীপে মহিষাসুর নামক একটী পরম পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে তপস্যা করিয়াই মহিষাসুর সকল দেবগণকে পরাজয় করিয়াছিল। এই কালেও সেই তীর্থের সেবকগণ, শত্রু হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না, পাপ করিয়া ভয় করে না এবং মহাসমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৩৩-৩৪। তাহারই নিকটে বাণনৃপতির সহস্রভুজপ্রদ বাণ-নামক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব মহাদেবে স্থিরভক্তি লাভ করিতে পারে। ৩৫। তাহারই দক্ষিণদিকে গোপ্রতারেশ্বর নামে এক রমণীয় তীর্থ বিদ্যমান আছে, অপুত্র ব্যক্তিও তথায় স্নান করিলে অনায়াসে বৈতরণী-নদী পার হইতে পারে। ৩৬। তাহারই দক্ষিণ-ভাগে সর্ব্বপাপহারী হিরণ্যগর্ভ নামক তীর্থ রহিয়াছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব কখনও সুবর্ণহীন হয় না। ৩৭। তাহারই দক্ষিণে সর্ব্বপ্রকার তীর্থ হইতে

উত্তম প্রণব-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নানমাত্রেই মানব জীবন্মুক্ত হইতে পারে। ৩৮। তাহার দক্ষিণে দর্শকগণেরও পাপহারী পিশঙ্গিলা নামে তীর্থ বিদ্যমান আছে, হে অগস্ত্যমুনে। আমি সেই তীর্থে অধিষ্ঠিত আছি এবং ইহা পরম-সিদ্ধিপ্রদ, যে ব্যক্তি পিশঙ্গিলা-তীর্থে স্নান করিয়া আমাকে অর্চ্চনা করিবে, সেই ব্যক্তি আমার মিত্র হইবে ও সূর্য্যের ন্যায় তেজলাভ করিতে পারিবে, পিশঙ্গিলা-তীর্থে স্নানানন্তর যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য প্রদান করিয়াও মনুষ্য আর কেন স্বকৃত পাপ হইতে ভয় পাইয়া থাকে, অন্যত্র মৃত্যুতেই বা তাহার ভয়ের সম্ভাবনা কি ? ৩৯-৪১। তাহারই সন্নিকটে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের দৃষ্টিপাতে পবিত্রীকৃত ভূভাগ মনোমলপর্য্যন্ত বিনাশকারী পিলিপিলা নামে পরম তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় স্নানানন্তর শ্রাদ্ধাদি করিয়া, দীন ও অনাথবর্গকে পরিতোষ করিলে মানব মহতী সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪২-৪৩। তাহারই সন্নিকটে নাগেশ্বর-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই নাগেশ্বর-তীর্থ মহাপাতকনাশে সমর্থ, এই তীর্থে স্নানমাত্রেই সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ৪৪। তাহার দক্ষিণ-ভাগে কর্ণাদিত্য নামে এক উত্তম তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিলাভ করিতে পারে। ৪৫। তাহার দক্ষিণভাগে মহাপাতক-বিনাশকারী ভৈরব-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নানাদি করিলে মানব চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধি লাভ করে ও সকল প্রকার বিঘ্নরহিত হয়। ৪৬। মঙ্গলবার অষ্টমী-তিথিতে তথায় স্নানানন্তর কালভৈরবকে দর্শন করিলে মানব কলি ও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। ৪৭। ভৈরব-তীর্থের পূর্ব্বভাগে খর্ব্বনৃসিংহ নামে একটী উৎকৃষ্ট তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানবের আর পাপ হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? ৪৮। তাহার দক্ষিণদিকে মার্কণ্ডেয় নামক একটী অতিনির্ম্মল তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানবগণ কোন কালেও অপমৃত্যুভাগী হয় না। ৪৯। তাহার দক্ষিণেই সর্ব্বতীর্থনিষেবিত পঞ্চনদ নামক তীর্থ রহিয়াছে, তথায় স্নান করিলে মানবের আর সংসারে জন্মলাভ করিতে হয় না। ৫০। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলেই কার্ত্তিক-মাসে পাপীগণ হইতে গৃহীত নিজ পাপরাশি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে তীর্থে আগমন করে ; সর্ব্বকালেই দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী-তিথিতে সকল তীর্থই নিজ নির্ম্মলতালাভের নিমিত্ত যথায় আসিয়া মিলিত হয় ; যদ্যপি কাশীতে প্রতিপাদেই বহুতর তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথাপি যে পঞ্চনদের মহিমা তাহার মধ্যে কুত্রাপিও বিদ্যমান নাই ; সেই পঞ্চনদ-তীর্থে একদিনও স্নানাদি করিয়া সামর্থ্যানুসারে

জপ, হোম, দান, বা দেবপূজা করিলে মানবগণ কৃতকৃত্যতালাভে সমর্থ হয়। ৫১-৫৪। সকল তীর্থগণকে একদিকে ও অপরদিকে এই পঞ্চনদ-তীর্থকে রক্ষা করত তুলনা করিলে, অপর নিখিল তীর্থগণও পঞ্চনদের এক কলারও মহিমালাভে সমর্থ হয় না। ৫৫। পঞ্চনদ-তীর্থে স্নানানন্তর শ্রীবিন্দুমাধবকে ভক্তিপূর্ব্বক বিলোকন করিলে মানব আর জননীজঠরে প্রবেশ করে না। ৫৬।

পঞ্চনদের পরেই জ্ঞান-হ্রদ নামক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়গণেরও জড়তানিবারণকারী সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব আর জ্ঞানভ্রষ্ট হয় না। ৫৭। জ্ঞান-হ্রদে স্নানান্তে জ্ঞানেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন করিলে মানব সেই জ্ঞান-লাভ করিতে পারে; যাহার প্রসাদে আর ত্রিবিধ-তাপ ভোগ করিতে হয় না। ৫৮। তাহার পরেই সর্ব্ব অমঙ্গলাপহারী মঙ্গল-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলে মানব সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৫৯। মঙ্গল-তীর্থে স্নানান্তে মঙ্গলেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবের নিখিল মঙ্গল-লাভ হয় ও সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূরে যায়। ৬০। তাহারই অগ্রভাগে ময়ূখমালি-তীর্থ বিদ্যমান আছে, পাপবিনাশন সেই তীর্থে স্নানান্তে গভস্তীশ্বরকে বিলোকন করিলে মানব নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারে। ৬১। সেই স্থানেই মখেশ্বরের সমীপে মখ-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নরোত্তম সেই তীর্থে স্নান করে, সে অনায়াসে যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬২। তাহারই পার্শ্বদেশে পরমজ্ঞানপ্রদ বিন্দু-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব পরম সুকৃতিলাভে সমর্থ হয়। ৬৩। তাহার দক্ষিণদিকে পিপ্পলাদমুনির তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, শনিবার তথায় স্নান করিয়া পিপ্পলেশ্বর দর্শন ও তত্রস্থ পিপ্পলবৃক্ষকে "অশ্বত্থ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা নমস্কার করিলে মানব কখনও শনি-গ্রহজন্য পীড়া প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও দুঃস্বপ্ন-জন্য ফল-লাভ করে না। ৬৪-৬৫। তাহার পরে পাতক-বিনাশন তাম্রবরাহাখ্য-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় স্নানানন্তর সাধ্যানুসারে দান করিলে মানব আর কদাপিও পাপ-সাগরে মগ্ন হয় না। ৬৬। তাহারই সন্নিকটে কলিকলুষহারিণী কালগঙ্গা নামে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, বুদ্ধিমান্ মানব তথায় স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ স্থিরবুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৬৭। তাহার নিকটেই ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের সন্নিধানে ইন্দ্রদ্যুম্ন-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণাদি করিলে মানব ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ৬৮। তাহার পরেই রামেশ্বরের সন্নিকটে রাম-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব বিষ্ণুলোকে প্রাপ্ত হয়। ৬৯। তাহার পরেই

সর্ব্বপাতকনাশন ঐক্ষাকের তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মনুষ্যোত্তম পবিত্রচিত্ত হইতে পারে। ৭০। তাহারই প্রান্তভাগে মরুত্তেশ্বর সন্নিধানে মরুত্তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নানান্তে মরুত্তেশ্বর দর্শন করিলে মানব মহৎ ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয়। ৭১। তাহার পরেই মহাপাতকনাশন মৈত্রাবরুণ-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নানান্তে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিলে মানব পিতৃলোকের প্রিয় হইতে পারে। ৭২। তাহার পরে অগ্নীশ্বরের পুরোভাগে সুবিমল অগ্নি-তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয়। ৭৩। তাহার সমীপে অঙ্গারেশ্বরসন্নিধানে অঙ্গার-তীর্থ বিদ্যমান আছে, অঙ্গারচতুর্থী-তিথিতে তথায় স্নান করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৭৪। তাহার সমীপে-কলশেশ্বরসন্নিধানে কলশ-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় স্নানান্তে কলশেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে আর কলিকাল হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কি ? ৭৫। তাহার নিকটে চন্দ্রেশ্বরের সন্নিধানে চন্দ্র-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় স্নানানন্তর চন্দ্রেশ্বরকে পূজা করিলে মানব চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ৭৬। তাহার অগ্রে বীরেশ্বর-লিঙ্গের সন্নিধানে তীর্থগণের মধ্যে পরমোত্তম যে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি। ৭৭। তাহারই সন্নিকটে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকারি বিঘ্নেশ-তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানব কদাপিও বিঘ্ন হইতে পরিভবপ্রাপ্ত হয় না। ৭৮। তাহারই কিয়দ্দূরে হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষির তীর্থ বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব কদাপিও সত্যমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। ৭৯। হে ধীর নৃপতে! দানাদি দ্বারা হরিশ্চন্দ্র-তীর্থে যাহা কিছু শুভাদৃষ্ট অর্জ্জিত হয়, তাহা ইহলোকেও পরলোকে কদাপিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৮০। তৎপরে পর্ব্বত-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই তীর্থের সম্মুখেই পর্ব্বতেশ্বর-লিঙ্গ বিরাজমান। পর্ব্বকাল বা অপর্ব্বকালেও তথায় স্নান করিলে মানব সর্ব্বপর্ব্বে সৎক্রিয়াকরণে ফল-লাভ করিতে পারে। ৮১। তথায়ই সর্ব্বপ্রকার বিষ দূরকরণে সমর্থ কম্বলাশ্বতর নামক তীর্থ রহিয়াছে, তথায় স্নান করিলে মানব গীতবিদ্যাবিশারদ হইতে পারে। ৮২। তৎপরে সর্ব্ববিদ্যা-প্রদান-সমর্থ সারস্বত-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই তীর্থে সকল দেব, ঋষি ও মানবগণের সহিত পিতৃলোক বাস করিয়া থাকেন। ৮৩। তথায় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত উমা-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় স্নান করিলে মানব নিশ্চয়ই উমালোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। ৮৪। তাহার সন্নিকটে ত্রিলোকবিখ্যাত ত্রিলোকোদ্ধারসমর্থ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতর মণিকর্ণিকা-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্ব প্রথমেই চক্রপুষ্করিণী-তীর্থ নামমাত্র

শ্রবণেই সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দেবগণও ত্রিসন্ধ্যায় "মণি-কর্ণিকা" নাম জপ করিয়া থাকেন, মণিকর্ণিকার নাম গ্রহণ করিলেও পুরুষ বা নারী সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। এ সংসারে তাঁহারাই কৃতী ও তাঁহারাই কৃতকৃত্য; যাঁহারা মণিকর্ণিকার নাম শ্রবণ করিয়াছেন ও অনবরত মণিকর্ণিকার স্মরণ করিয়া থাকেন। হে কুম্ভযোনে! এ সংসারে যে মহাত্মাগণ মণিকর্ণিকানাম জপ করেন, আমি সর্ব্বদা সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের নাম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক জপ করিয়া থাকি, সহস্রশত মহাদক্ষিণা দ্বারা পরিসমাপ্ত অনন্ত মহাযজ্ঞ তাঁহারা করিয়াছেন; যাঁহারা সর্ব্বদা "মণিকর্ণিকা" এই পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা-মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। মণিকর্ণিকাকে লাভ করিয়া যে ব্যক্তি মহেশ্বরের পূজা করিয়াছে, সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি মহাদান প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মণিকর্ণিকার জলের দ্বারা যে ব্যক্তি নিজ পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছে, সে ব্যক্তিই যথার্থ গয়াতে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়াছে। যে শুদ্ধবুদ্ধি মানব মণিকর্ণিকার জল পান করিয়াছে, তাহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তিকারি সোমপানের আবশ্যক কি? তাহারাই মহাপর্ব্ব-দিনে মহাতীর্থে অনন্তবার স্নান করিয়াছে এবং তাহারা সকল প্রকার অবভৃথ-স্নান করিয়াছে; যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক মণিকর্ণি-কায় স্নান করিয়াছে তাহারই যজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণকে পূজা করিতে পারিয়াছে; যাহারা স্বর্ণকুসুম ও রত্নের দ্বারা মণিকর্ণিকার পূজা করিয়াছে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ মণিকর্ণিকার পূজা করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শিবভক্তিপরায়ণ ও সেই যথার্থ পার্ব্বতীর সহিত মহেশ্বরের পূজা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ৮৫-৯৬। শীর্ণপত্রাদি ভক্ষণ দ্বারা সেই ব্যক্তিই যথার্থ মহাতপস্যা করিয়াছে; যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমতী মণিকর্ণিকার সেবা করিয়াছে। অনন্ত দান ও ওবহুতর তপস্যার ফলে বহুকাল স্বর্গৈশ্বর্য্য ভোগ পূর্ব্বক এই মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চক্রোশী বারাণসীতে আগমন করত যাহারা মণিকর্ণিকার আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই যথার্থ অপুনরাবৃত্তি লক্ষণ পরমৈশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। ৯৭-৯৯। দান, ব্রত, যজ্ঞ ও তপস্যার ফল সেই ব্যক্তি ভোগ করে; যে মণিকর্ণিকায় নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করে। এই মণিকর্ণিকা সাক্ষাৎ মোক্ষলক্ষ্মী, ইহাঁর মহিমা বর্ণন করিতে সাক্ষাৎ মহেশ্বরও সক্ষম কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। ১০০—১০১।

মণিকর্ণিকার দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে মহাপাশুপত-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তৎপরে বিশ্বতীর্থ। ১০২। তৎপরে মুক্তি-তীর্থ, তাহার দক্ষিণে 'অবিমুক্ত-তীর্থ, তৎপরে যথাক্রমে তারক-তীর্থ ও ঢুণ্ঢি-তীর্থ,। ১০৩। তৎপরে ভবানী-তীর্থ,

ঈশান-তীর্থ, জ্ঞান তীর্থ, নন্দি-তীর্থ, বিষ্ণু-তীর্থ ও পিতামহ-তীর্থ। ১০৪। তৎপরে নাভি-তীর্থ, ব্রহ্মনাল-তীর্থ, তৎপরে ভাগীরথ-তীর্থ, ইহার বিষয় আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। ১০৫। কাশী নিম্নে প্রবহমানা উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে অনেক তীর্থ বিদ্যমান আছে, আমি এইস্থলে তোমার নিকট অল্প তীর্থের বিষয়ই কহিলাম। ১০৬। এই সকলের মধ্যে পঞ্চতীর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই পঞ্চ-তীর্থে স্নান করিলে মানব আর গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করে না। ১০৭। এইক্ষণে পঞ্চতীর্থের নাম উল্লেখ করিতেছি :—প্রথম তীর্থ অসি-সঙ্গম, ইহাও সর্ব্বতীর্থগণের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় সর্ব্বতীর্থসেবিত দশাশ্বমেধ, তৃতীয় আদিকেশবসন্নিধানে পাদোদক-তীর্থ, চতুর্থ পাঞ্চনদ তীর্থ, এই তীর্থে স্নানমাত্রেই যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়। এই চারটী তীর্থ হইতে অতিশ্রেষ্ঠ মনঃ ও শরীরের শুদ্ধিপ্রদ পঞ্চমতীর্থ মণি-কর্ণিকা। ১০৮-১১০। এই মণিকর্ণিকাতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, মহেন্দ্র এবং দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের সহিত আমি প্রতিদিন স্নান করিয়া থাকি। হে রাজন্! এই কারণেই নাগলোক ও স্বর্গলোকবাসিগণ কর্ত্তৃক এই শ্রুতি-সম্মত গাথা প্রতিদিন গীত হইয়া থাকে যে, "মণিকর্ণিকার সদৃশ তীর্থ ব্রহ্মাণ্ডগোলকে বিদ্যমান নাই, ইহা সত্য! সত্য! সত্য!" পঞ্চ-তীর্থে স্নান করিয়া মানব আর পাঞ্চভৌতিক-দেহ ধারণ করে না। এবং মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। ১১১-১১৪। বীর নৃপতিকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়াও তীর্থের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া, দেব মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন ; সেই বীর নৃপতিও বীরেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া যথাসমীহিত লাভ করিলেন। ১১৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই পবিত্র তীর্থাধ্যায়টী যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ১১৬। হে কুম্ভসম্ভব! তীর্থাখ্যানপ্রসঙ্গে আমি তোমার নিকটে বীরেশ্বর-লিঙ্গের আবির্ভাবকথা কীর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে কামেশ-লিঙ্গের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১৭।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

—*—

দুর্ব্বাসার বর-প্রদান-কথন।

স্কন্দ কহিলেন, জগজ্জননী পার্ব্বতীর নিকট ভগবান্ পুরারি যে পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। পুরাকালে একদিন মহাতেজা মহাক্রোধী এবং মহাতপস্বী দুর্ব্বাসা, এই সসাগরা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া মহেশ্বরের আনন্দকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসা, মহেশ্বরের সেই আনন্দকাননকে বহুতর প্রাসাদ, কুণ্ড ও তড়াগমণ্ডিত দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, স্থানে স্থানে ঋষিগণের রমণীয় পর্ণ-কুটীর দর্শনে বিস্মিত হইলেন, সুচ্ছায়, স্নিগ্ধ-পল্লব, সর্ব্বর্ত্তুকুসুমশালী, ফলবান্ এবং সুন্দরতাবেষ্টিত বৃক্ষসমূহকে দর্শন করিয়া সেই মুনিবর বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং তিনি সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভূষিত, জটাজুটিত-মস্তক, কৌপীন-বাসা, স্মরারিধ্যান-তৎপর, কক্ষধৃত-অলাবুপাত্র-গৃহীত-কমণ্ডলু, পাশুপতগণকে দর্শন করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন। ১-৮। কোন স্থানে নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, বিশ্বেশ্বরৈকশরণ এবং কাল হইতেও নিঃশঙ্ক ত্রিদণ্ডিগণকে, কোথায়ও বা বেদরহস্যজ্ঞ, আবালব্রহ্মচারী এবং নিত্য ভাগীরথীতে স্নাননিবন্ধন পিঙ্গলকেশ ব্রাহ্মণনিচয়কে দর্শন করিয়া, সেই ঋষিপ্রবর বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ৯-১১। কাশীতে পশুগণেও যে তুষ্টি, মৃগগণেও যে দ্যুতি, তির্য্যক্-জাতিতেও যে আনন্দ আছে, অন্য কোন স্থানেও তাহা নাই। যে কোন স্থানের তির্য্যগ্জাতির পক্ষেও কাশী যেমন আনন্দের স্থান, স্বর্গেও দেবগণের জন্য এমন কি কোন স্থান আছে? ১২-১৩। আনন্দবনচারী এই সদানন্দ পশুগণও শ্রেষ্ঠ, ইহাদের অপেক্ষা নন্দন-কাননাশ্রিত দেবগণও শ্রেষ্ঠ নহেন। কাশীপুরী-বাসী ম্লেচ্ছও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাদেরও অন্তিমে শুভগতি লাভ হয়, কিন্তু স্থানান্তর-নিবাসী দীক্ষিত ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ তাহার মুক্তিলাভ নিশ্চয় নহে। এই বিশ্বেশ্বর-নগরী আমার যেমন চিত্তহারিণী সমস্ত পৃথিবী বা স্বর্গ কিম্বা নাগ-লোকও তাদৃশ নহে। ১৪-১৬। এস্থানে আসিয়া আমার মন যেমন স্থির হইয়াছে, আমি সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানেই আমার মনোগতি এতাদৃশ স্থিরতা লাভ করে নাই। অখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই পুরীই রমণীয়। দুর্ব্বাসা

এইরূপ প্রশংসা করিয়া কাশীতেই অবস্থিতিকরত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহাতপা বহুকাল তপস্যাকরত কোন ফল প্রাপ্ত না হইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, দুষ্ট তাপসরূপী আমাকে ধিক্। দুশ্চর তপস্যাকেও ধিক্ এবং সকলেরই প্রতারক এই ক্ষেত্রকেও ধিক্!!! এস্থানে যাহাতে কাহারও মুক্তি না হয়, আমি তাহা করিতেছি, এই বলিয়া যেমন শাপপ্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, অমনই মহেশ্বর হাস্য করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে প্রহসিতেশ্বর নামক একটী লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের পদে পদে আনন্দলাভ হয়। ১৭-২২। মহেশ্বর দুর্ব্বাসার ক্রোধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিলেন যে, "ঈদৃশ তপস্বিগণকে বারম্বার নমস্কার, এইরূপ ব্রাহ্মণগণ যেখানে তপস্যা করেন, সেই স্থানই আশ্রম হয়, যে স্থানে ইহাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেন, সেই স্থানেই ইহাঁদের ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, এই সমস্ত তাপসগণ যেখানে কিছুমাত্র নিজের অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত না হন, সেইখানেই ইহাঁরা তপোলক্ষ্মীর অপহারক ক্রোধকর্তৃক পরাজিত হন। তথাপি যাহারা নিজের শ্রেয়োবুদ্ধি কামনা করে, তাহাদের ইহাঁদিগকে মান্য করা উচিত; তপস্বিগণ ক্রোধী বা অক্রোধী হউন, তাহাতে অপরের চিন্তা কি?" মহেশ্বর মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যেই সেই মহর্ষির ক্রোধজনিত অনল গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। ২৩-২৭। সেই মহর্ষির ক্রোধানল-ধূমে গগনাঙ্গন ব্যাপ্ত হইয়া যে নীলিমা ধারণ করিয়াছিল, গগন অদ্যাপিও সেই মহত্তর নীলিমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে গগন-মার্গ পরিব্যাপ্ত হইলে মহেশ্বরের গণসমূহ প্রলয়কালীন সমুদ্র-জলের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া, "একি একি" পরস্পর এইরূপ ভীষণ করত আয়ুধহস্তে গর্জ্জন করিতে করিতে আনন্দকাননের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। ২৮-৩০। আমরা ক্রুদ্ধ হইলে যমই বা কে, কালই বা কে, মৃত্যুই বা কে, অন্তকই বা কে, বিধাতাই বা কে, দেবগণই বা কে এবং বিষ্ণুই বা কে? আমরা কি অগ্নিকে জলের ন্যায় পান করিব, অথবা পর্ব্বতনিচয়কে চূর্ণ করিব কিম্বা সপ্ত-সমুদ্রকে এককালে মরুভূমি করিব অথবা পাতালকে ঊর্দ্ধে আনিব কিম্বা স্বর্গকে অধঃস্থ করিব অথবা গগনকে একগ্রাসে কবলিত করিব কিম্বা ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডকে চূর্ণ করিব বা কাল ও মৃত্যুকে পরস্পর আস্ফালিত করিব বা যথায় মৃত হইয়াই জীবগণ মুক্ত হয়, সেই বারাণসীপুরী ভিন্ন সমস্ত ভুবন গ্রাস করিব? কোথা হইতে এই ধূম্ররাশি উপস্থিত হইল, কোথা হইতেই বা এই জ্বালাবলী উদ্গত হইল? কোন্ মদান্ধ ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয় রুদ্রকে জানিতেছে না? এইরূপ

বলিতে বলিতে নন্দী, নন্দিষেণ, সোমনন্দি, মহোদর, মহাহনু, মহাগ্রীব, মহাকাল, জিতান্তক, মৃত্যুপ্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টাকর্ণ, মহাবল, ক্ষোভণ, দ্রাবণ, জৃম্ভী, পঞ্চাস্য, পঞ্চলোচন, দ্বিশিরা, ত্রিশিরা, সোম, পঞ্চহস্ত, দশানন, চণ্ড, ভৃঙ্গিরিটি, তুণ্ডি, প্রচণ্ড, তাণ্ডবপ্রিয়, পিচিণ্ডিল, স্থূলশিরা, স্থূলকেশ, গভস্তিমান্, ক্ষেমক, ক্ষেমধম্বা, বীরভদ্র, রণপ্রিয়, দণ্ডপাণি, শূলপাণি, পাশপাণি, কৃশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিঙ্গাক্ষ, পিঙ্গল, পিঙ্গমূর্দ্ধজ, বহুনেত্র, লম্বকর্ণ, খর্ব্ব, পর্ব্বতবিগ্রহ, গোকর্ণ, গজকর্ণ, কোকিলাক্ষ, গজানন, নৈগমেয়, বিকটাস্য, অট্টহাসক, সারপাণি, শিবারাব, বৈণিক, বেণুবাদন, দুরাধর্ষ, দুঃসহ, গর্জ্জন, এবং রিপুতর্জ্জন প্রভৃতি শতকোটি দুরাসদ গণেশ্বরগণ সেই প্রলয়ানলকে শিলার ন্যায় খণ্ড-খণ্ড করত একটী প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া কাশীতে প্রভঞ্জনের গতি পর্য্যন্ত রোধ করিল। ৩১-৪৬। সেই সমস্ত বীর ক্ষুব্ধ হইলে, দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে ব্যাকুলীকৃত ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল। তখন চন্দ্র ও সূর্য্য গণসমূহ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কাশীতে প্রবেশ করিলেন। ত্রিভুবনকে ব্যাকুল দেখিয়া ভগবান্ উমাপতি অতিক্ষুব্ধ সেই গণসমূহকে "এই দুর্ব্বাসা মুনি আমারই অংশ" এই বলিয়া নিবারণকরত দুর্ব্বাসার সম্মুখস্থ সেই লিঙ্গ হইতে মহাতেজোময়রূপে আবির্ভূত হইয়া, "কাশীতে নির্ব্বাণের প্রতিবন্ধক মুনির এই শাপ না হউক" এই অভিপ্রায়ে সেই মুনির সম্মুখে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, হে মহাক্রোধন তাপস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি নিঃশঙ্কভাবে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে অগস্ত্য! তখন শাপ-প্রদানোদ্যত সেই মুনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, আমি ক্রোধান্ধ হইয়া বহুতর অপরাধ করিয়াছি, আমি অত্যন্ত ক্রোধের বশীভূত, ত্রিভুবনের অভয়দা কাশীকে আমি শাপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, অতএব আমাকে ধিক্! দুঃখার্ণবে নিমগ্ন, বারম্বার গতায়াতে পরিশ্রান্ত এবং কর্ম্মপাশে আবদ্ধ-কণ্ঠ জীবগণের কাশীই একমাত্র মুক্তির সাধন। ৪৭-৫৫। কাশী সমস্ত জীবগণেরই একমাত্র জননী, ইনিই তাহাদিগকে মহামৃতরূপ স্তন্য প্রদান করেন এবং ইনিই তাহাদিগকে পরম পদে লইয়া যান। জননীর সহিত কখন কাশীর তুলনা হয় না, কারণ জননী গর্ভে ধারণ করেন, আর এই কাশী গর্ভ হইতে বিমোচন করেন। এতাদৃশী কাশীকে অন্য যে কেহ শাপ প্রদান করিবে, সেই শাপ কাশীর না হইয়া তাহারই হইবে। ৫৬-৫৮। দুর্ব্বাসার এই সমস্ত কাশী-স্তুতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহেশ্বর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, যে মেধাবী ব্যক্তি কাশীর স্তুতি করে এবং যে ব্যক্তি কাশীকে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই ব্যক্তিই তীব্র তপস্যা

করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিই কোটি যজ্ঞ করিয়াছে। ৫৯-৬০। যাহার জিহ্বাগ্রে "কাশী" এই দুইটী অক্ষর অবস্থান করে, সেই মেধাবী ব্যক্তির আর কখন গর্ভবাস হয় না। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বর্ণদ্বয়াত্মক "কাশী" এই মন্ত্রটী জপ করে, সে ব্যক্তি লোকদ্বয়কে জয় করিয়া লোকাতীত-পদ লাভ করিয়া থাকে। ৬১-৬২। হে আনুসূয়েয়! এই কাশীর স্তুতিজনিত পুণ্যে এক্ষণে তোমার যাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে কেবল তপস্যাতে তোমার এতাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই। হে মুনে! তুমি এই কাশীর স্তুতি করিয়া আমার যাদৃশ প্রিয় হইয়াছ, আমি অন্য কোন ভক্তকে এতাদৃশ প্রিয়রূপে কখন দর্শন করি নাই। ৬৩-৬৪। কাশীর স্তব করিলে আমি যাদৃশ তুষ্ট হই, বহুতর দান, যজ্ঞ বা তপস্যার দ্বারাও আমার তাদৃশ সন্তোষ হয় না। যে ব্যক্তি এই আনন্দ-কাননের স্তুতি করে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক শ্রুত্যুক্ত সূক্তনিচয়ের দ্বারা আমিই স্তুত হইয়া থাকি। হে আনুসূয়েয়! তোমার কামনানিচয় পূর্ণ হইবে এবং তুমি মহামোহনাশন জ্ঞান-লাভ করিবে। হে অনঘ! তোমার ন্যায় মুনিগণই সাধুগণের শ্লাঘনীয়, অতএব তোমাকে আর কি দিতে হইবে, তাহা বল। যাহার তপোবল আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রোধ করিয়া থাকে। অসমর্থ ব্যক্তি ক্রোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং তুমি ক্রোধনিবন্ধন আপনাকে লজ্জিত বোধ করিও না। ৬৫-৬৯। মহেশ্বরের এই বাক্য শুনিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহার বহুতর স্তুতি করিয়া আনন্দসহকারে বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ৭০।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! হে মহাপরাধবিধ্বংসিন্! হে অন্ধকরিপো! হে স্মরান্তক! হে মৃত্যুঞ্জয়! হে উগ্র! হে ভূতেশ! হে মৃড়ানীশ! হে ত্রিলোচন! হে নাথ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, এই লিঙ্গ সকলের কামপ্রদ হউন, আর আমার এই ক্ষুদ্র জলাশয় কামকুণ্ড হউক। ৭১—৭৩।

দেবদেব কহিলেন, হে মহাতেজস্বিন্! হে পরমকোপন মুনে! তাহাই হউক, তোমার দ্বারা স্থাপিত এই যে দুর্ব্বাসেশ্বর-লিঙ্গ, ইনিই মনুষ্যগণের কামপ্রদ হইয়া কামেশ্বর নামে বিখ্যাত হউন। শনিবার ত্রয়োদশী-তিথিতে প্রদোষকালে যে ব্যক্তি তোমার এই কামকুণ্ডে স্নান করিয়া তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, সে ব্যক্তি কামপ্রদ দোষনিবন্ধন যম-যাতনা ভোগ করিবে না। এই কাম-তীর্থে স্নান করিলে মানবের বহুজন্মকৃত বহুবিধ পাপ ক্ষণমধ্যেই বিলীন

হইয়া যাইবে। এবং কামেশ্বরের সেবা করিলে কামনানিচয় সিদ্ধ হইবে। মহেশ্বর এই বর প্রদান করিয়া সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হইলেন। ৭৪—৭৯।

স্কন্দ কহিলেন, সেই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া দুর্ব্বাসার কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অতএব যাহারা মহাকামাভিলাষী, তাহারা মহাপাতক শান্তির জন্য কাশীতে সেই কামকুণ্ডে স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক সেই কামেশ্বরের পূজা করিবে। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি কামেশ্বরের এই উপাখ্যান পাঠ করিবে এবং যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, তাহারা উভয়েই নিষ্পাপ হইবে। ৮০—৮১।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বিশ্বকর্ম্মেশ্বর-প্রাদুর্ভাব-কথন।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! কাশীতে বিশ্বকর্ম্মেশ্বর নামক যে লিঙ্গ আছেন, আপনি তাঁহার উৎপত্তি-বিবরণ কীর্ত্তন করুন। ১।

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের মনোহর ও পাপনাশন প্রাদুর্ভাব-বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্বষ্টৃ নামক প্রজাপতির পুত্র সর্ব্বকর্ম্ম-নিপুণ বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মারই একটী মূর্ত্ত্যন্তর, তিনি উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করত ভিক্ষার দ্বারা জীবন পোষণ করিয়া গুরু-শুশ্রূষা করিতেন। একদা বর্ষাকাল সমাগত হইলে তাঁহার গুরু তাঁহাকে কহিলেন যে, যাহাতে বর্ষায় আমি ক্লেশ না পাই, তুমি তদনুরূপ একটী পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ কর। ২-৫। যাহা কোনদিন ভগ্ন হইবে না এবং পুরাতনও হইবে না। তাঁহার গুরুপত্নীও তাঁহাকে বলিলেন যে, হে ত্বাষ্ট্র! তুমি যত্নপূর্ব্বক আমার উপযুক্ত একটী কঞ্চুক প্রস্তুত কর, উহা যেন গাঢ় বা শ্লথ না হয় এবং উহা বস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত না করিয়া বল্কলের দ্বারা নির্ম্মাণ করিও, উহার শোভা যেন সতত উজ্জ্বল থাকে। তাঁহার গুরুপুত্র কহিলেন যে, আমার জন্য একজোড়া পাদুকা প্রস্তুত কর; যাহা পরিলে আমার পদে যেন কোন মতেই পঙ্ক স্পর্শ না হয় এবং উহাতে যেন চর্ম্ম না থাকে ও উহা যেন সুখপ্রদ হয়, উহা পরিধান করিয়া যেন আমি মৃত্তিকার ন্যায় জলেও শীঘ্র সঞ্চরণ করিতে পারি।

৬-৯। গুরুকন্যাও কহিলেন যে, হে ত্বাষ্ট্র! আমার জন্য তুমি স্বহস্তে কাঞ্চনের দ্বারা দুইটী কর্ণভূষণ প্রস্তুত কর এবং তোমার স্বহস্তরচিত কুমারীর ক্রীড়ার যোগ্য কতকগুলি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত পুত্তলিকা আমাকে প্রদান কর, আর মুষল, উদূখল প্রভৃতি কতকগুলি গৃহোপকরণ-দ্রব্য আমাকে প্রস্তুত করিয়া দেও, হে মেধাবিন্! ঐ সমস্ত এইভাবে প্রস্তুত করিবে যেন উহার কখনই ভগ্ন না হয়। ১০-১২। এবং উহাদিগকে ক্ষালন না করিলেও উহারা যেন সতত উজ্জ্বল থাকে। আর তদ্রূপ স্থালীও প্রস্তুত করিয়া দেও এবং আমাকে এইরূপ পাকক্রিয়া শিক্ষা দেও, যাহাতে আমার অঙ্গুলিতে তাপ না লাগে, অথচ পাক উত্তম হয়। আর একখণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা একস্তম্ভময় একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও, উহা এইরূপভাবে নির্ম্মাণ করিবে যে, আমার যেখানে ইচ্ছা, আমি সেই স্থানেই ইহাকে রাখিব। ১৩-১৫। বিশ্বকর্ম্মার অন্যান্য যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ সহাধ্যায়ীগণ ছিলেন, তাঁহারাও সকল কর্ম্মেই বিশ্বকর্ম্মারই অপেক্ষা করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের কাহারও উপর বিন্যস্ত না হইয়া এই সমস্ত ভারই বিশ্বকর্ম্মার উপর নিহিত হইল। ১৬। হে অগ্নিজে! বিশ্বকর্ম্মা সকলেরই বাক্য স্বীকারকরত মহাচিন্তা ও ভয়ে আকুল হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তখন কিছুই করিতে জানেন না অথচ সকলের নিকটেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, কাজেই বনে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, "এক্ষণে কি করি, কোথায়ই বা যাই, কেই বা আমায় সাহায্য প্রদান করিবে, আর এই বনমধ্যেই বা আমি কাহার শরণ লইব? যে ব্যক্তি গুরু, গুরু-পত্নী ও গুরু-সন্তানের বাক্য স্বীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, সে ত নরকে গমন করে। ১৭-২০। ব্রহ্মচারিগণের গুরুসেবাই একমাত্র ধর্ম্ম, গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করিলে কিরূপে আমার নিষ্কৃতি হইবে। গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়, মনোরথ-সিদ্ধির আর কোন উপায় নাই, সুতরাং অবশ্যই গুরুর বাক্য প্রতিপালন করা উচিত। ২১-২২। এই বনে থাকিয়াই বা আমি কিরূপে তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করিব, আর এস্থানে কেই বা আমার সহায় হইবে। গুরুবাক্যও দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি সামান্য লোকেরও নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা প্রতিপালন না করে, সেও নরকে গমন করে। ২৩-২৪। আমি ত অজ্ঞ এবং অসহায়, কিরূপেই বা এই সমস্ত অঙ্গীকৃত বিষয় প্রতিপালন করিব। হে ভবিতব্যতে! আমি গুরুশাপ-ভয়ে তোমাকে প্রণাম করিতেছি"। সেই ত্বষ্ট-নন্দন বন-মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে তিনি দেখিলেন যে, তথায় একজন তপস্বী আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সেই তপস্বীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন যে, আপনি কে? এস্থানে উপস্থিত হইয়া আমার মনকে অতিশয় সুখী করিলেন। আপনাকে দেখিয়া আমার চিন্তানল-তাপিত-গাত্র ক্ষণমধ্যেই যেন হিমানীঅবগাহনে শীতলতা লাভ করিল। আপনি কি তাপসরূপে আমার প্রাক্তন-কর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অথবা আপনি করুণা-সাগর মহেশ্বর, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এস্থানে আবির্ভূত হইলেন? আপনি যেই হউন, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন; আমার গুরু, গুরু-পত্নী এবং গুরুর অপত্য যাহা বলিয়াছেন, কিরূপে আমি সেই অদ্ভুত কর্ম্মনিচয় সম্পন্ন করিব, তাহা উপদেশ করুন; আপনি এই নির্জ্জন-স্থানে বন্ধু হইয়া আমার বুদ্ধির সহায়তা করুন। ২৫-৩১। ব্রহ্মচারী বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই তাপস কারুণ্যপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রামাণিকস্বরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া জিজ্ঞাসুকে দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করে, সে ব্যক্তি প্রলয়পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৩২—৩৩।

তাপস কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিন্! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই কার্য্য আর অদ্ভুত কি? বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ-বলে ব্রহ্মাও সৃষ্টিতে নিপুণ হইয়াছেন, হে ত্বাষ্ট্র! যদি তুমি কাশীতে সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বনাথের আরাধনা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার "বিশ্বকর্ম্মা" এই নাম সত্য হইবে। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে অভিলাষনিচয় দুর্ল্লভ থাকে না। যেখানে তনুত্যাগ করিয়া জীবগণ মোক্ষলাভ করে, তথায় দুর্ল্লভ পদার্থও অতি সুলভ। তথায় বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে ব্রহ্মা সৃষ্টি-করণ-সামর্থ্য এবং বিষ্ণুও সৃষ্টিরক্ষা-প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন। অতএব হে বালক! তুমি যদি নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান-ভূমি সেই কাশীক্ষেত্রে গমন কর। ৩৪-৩৮। সেই ভগবান্ শম্ভু সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন, উপমন্যু তাঁহার নিকট স্বল্পমাত্র দুগ্ধ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাকে দুগ্ধের সমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন। শম্ভুর আনন্দ-কাননে কোন্ ব্যক্তি কোন্ পদার্থ না লাভ করে? যেখানে বাস করিলে মানব-গণের পদে-পদে ধর্ম্ম লাভ হয় এবং যথায় স্বর্ধুনী জলস্পর্শমাত্রেই মহাপাতক-সন্ততি ক্ষিপ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই কাশীকে আশ্রয় না করে? ৩৯-৪১। বারাণসীর পথে সঞ্চরণ করিলে প্রতিপদে যাদৃশ ধর্ম্মলাভ হয়, কোটি যজ্ঞেও তাদৃশ ধর্ম্মলাভ হয় না। যদি তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যপাবনী সেই বারাণসীতে গমন কর। মানবগণ যখন কাশীতে

সর্ব্বদা বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করে, তখনই তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কামনার ফলপ্রাপ্তি হয়। বিশ্বকর্ম্মা, সেই তাপস কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, সেই তাপসকেই পুনরায় কাশী-প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৪২—৪৫।

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, হে তাপস-সত্তম! যথায় ত্রিভুবনস্থিত কোন পদার্থই সাধকগণের অপ্রাপ্য থাকে না; মহেশ্বরের সেই আনন্দ-কানন কোথায়? হে মুনে! সেই আনন্দকানন স্বর্গে, অথবা মর্ত্ত্যলোকে, কিম্বা পাতালে? যেখানে সর্ব্বদা আনন্দ-লক্ষ্মী বিরাজমানা, যথায় বিশ্বের কর্ণধার ভগবান্ বিশ্বেশ্বর তারকজ্ঞান উপদেশ করেন; যে জ্ঞান লাভ করিয়া জীবগণ তন্ময়তা লাভ করে। যথায় জীবগণের নিঃশ্রেয়স-লক্ষ্মীও সুলভ, অন্য মনোরথসমূহের ত কথাই নাই, শম্ভুর সেই আনন্দ-কাননে কে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি কি প্রকারে তথায় গমন করিব, তাহা বলুন। বিশ্বকর্ম্মার এই শ্রদ্ধান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই তপস্বী কহিলেন যে, আমিই তোমাকে তথায় লইয়া যাইব, আমারও কাশীতে গমনের ইচ্ছা আছে। দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যদি কাশীর সেবা না করা যায়, তবে পুনরায় কি আর শ্রেয়ঃসাধন মনুষ্য-জন্ম এবং কর্ম্মবন্ধহারিণী কাশীকে হঠাৎ লাভ করা যাইবে? কাশীপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ অতিবাহিত হইলে, আয়ুষ্য এবং ভবিষ্য সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জন্য আমি অতি চঞ্চল সেই মনুষ্য-জীবন সফল করিবার জন্য কাশীতে গমন করিব, তুমিও মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত চল; এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা দয়াবান্ সেই তাপসের সহিত কাশীতে আগমন করিয়া, মনের স্বাস্থ্য-লাভ করিলেন। সেই তাপস তাঁহাকে কাশীতে লইয়া আসিয়া অতর্কিত-গতিতে অন্তর্হিত হইলেন দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ভাবিলেন যে, এই তাপস অবশ্য সকলের চিন্তিতপ্রদ সেই বিশ্বেশ্বর, যাহাদের সৎপথে মতি স্থির থাকে, তিনি দূরস্থ হইয়াও তাহাদের সমীপে অবস্থান করেন। ৪৬-৫৬। ত্রিনয়ন যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সে ব্যক্তি দূরস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে স্বয়ং পথ প্রদর্শন করাইয়া নিকটস্থ করিয়া লন। কোথায় আমি সেই বনমধ্যে চিন্তাকুলিত-চিত্তে অবস্থান করিতেছিলাম, আর যিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া এস্থানে আনয়ন করিলেন, সেই তাপসই বা কোথায় ছিলেন, ভগবান্ ত্রিলোচনের লীলাই এই যে, তাঁহার ভক্ত যেখানেই থাকুক, তাহার পক্ষে কিছুই দুর্লভ হয় না, কারণ আমিই কোথায় ছিলাম আর এই কাশীই বা কোথায় ছিল। ৫৭-৫৯। আমি এজন্মে যখন শরীরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ইহার পূর্ব্বে কোন জন্মেই আমি শম্ভুর আরাধনা করি নাই, এ জন্মেও আমি তাঁহার

আরাধনা করি নাই, ইহা'ত প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে, তবে কোথা হইতে আমার উপর মহেশ্বরের এইরূপ অনুগ্রহ হইল ? অহো! বুঝিয়াছি, আমার গুরু-ভক্তিই মহেশ্বরের এই অনুগ্রহের কারণ, যাহার বলে কৃপালু হইয়া মহেশ্বর আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। ৬০-৬২। অথবা মহেশ্বরের এই অনুগ্রহের কারণ চিন্তা করা আমার বৃথা, তিনি অন্যান্য দেবতার ন্যায় কোন কারণের অপেক্ষা করেন না, তিনি'ত দরিদ্রের উপরও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার অনুগ্রহের প্রতি তাঁহার কৃপাই একমাত্র কারণ। আমার উপর যদি তাঁহার দয়া না হইত, তবে আমি কিরূপে সেই বনমধ্যে সেই তাপসকে প্রাপ্ত হইতাম, অতএব নিশ্চয়ই ভগবান্ সেই তাপসবেশে আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। ৬৩-৬৪। দান, যজ্ঞ, তপস্যা বা ব্রতনিচয় মহেশ্বরের প্রসন্নতার হেতু নহে, একমাত্র তাঁহার কৃপাই তাঁহার প্রসন্নতার প্রতিহেতু। যে সমস্ত ব্যক্তিগণ সাধুগণের আচরিত শ্রুতি-মার্গ কখন পরিত্যাগ না করে, এই বিশ্বেশ্বর তাহাদেরই উপর পরম কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পবিত্রচেতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে মহেশ্বরের কৃপা সমর্থন করিয়া, একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকরত স্বস্থ-চিত্তে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি কন্দ, মূল ও ফলভোজী হইয়া প্রত্যহ কানন হইতে বহুতর পুষ্প আহরণ-করত স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা করিতে লাগিলেন। ৬৫-৬৮। এইরূপে লিঙ্গারাধনায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে, মহেশ্বর তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন এবং সেই লিঙ্গমধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে ত্বাষ্ট্র! তুমি বর প্রার্থনা কর, গুরুর জন্য দৃঢ়চিত্ত তোমার এই দৃঢ়ভক্তিতে আমি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার গুরু, গুরু-পত্নী ও গুরুর অপত্যদ্বয় যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তোমার তাহা প্রদান করিবার সামর্থ্য হইবে। ৬৯-৭২। হে মহাভাগ ত্বাষ্ট্র! তোমার কৃত অদ্ভুতশ্রী এই লিঙ্গের সদর্চ্চনায় আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। সুবর্ণ ও অন্যান্য ধাতু, কাষ্ঠ, প্রস্তর, মণি, রত্ন, পুষ্প, বস্ত্র, কর্পূরাদি সুগন্ধিদ্রব্য, জল, কন্দ, মূল, ফল এবং ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেরই তুমি সুন্দর শিল্পকার্য্য করিতে জানিবে। দেবালয় বা প্রাসাদাদিতে যাহার যেরূপ অভিরুচি হইবে, তাহাদের তুষ্টির জন্য তুমি তদনুরূপ নির্ম্মাণ করিতে জানিবে, সর্ব্বপ্রকার নেপথ্য, সর্ব্বপ্রকার পাক, সর্ব্বপ্রকার শিল্পকর্ম্ম এবং সর্ব্বপ্রকার তৌর্য্যত্রিকবিধানে তুমি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় হইবে, আর নানাবিধ যন্ত্র-নির্ম্মাণ, নানাবিধ আয়ুধ-বিধান, জলাশয়-রচনা ও সুন্দর দুর্গ-রচনা করিতে তোমার এতাদৃশ জ্ঞান হইবে যে, তাদৃশ রচনা আর

কেহই করিতে জানিবে না। আমার বরে তুমি সমস্ত কলা অবগত হইবে, সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যা তোমার অধীন হইবে, তুমি সমস্ত কর্ম্মেই কুশলতা-লাভ করিবে, সকলের বুদ্ধি হইতে তোমার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা-লাভ করিবে। ৭৩-৮১। তুমি আমার বরে সকলের মনোবৃত্তি জানিতে পারিবে, অধিক আর কি বলিব, স্বর্গে, পাতালে এবং এই মর্ত্ত্যলোকে যাবতীয় লোকোত্তরকর্ম্ম আছে, তুমি আপনা হইতে তৎসমুদয় অবগত হইবে, বিশ্ব (সমস্ত) ভুবনে বিশ্বকর্ম্মনিচয় তুমি জানিবে এই জন্য তোমার নাম "বিশ্বকর্ম্মা"। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এক্ষণে আর কি বর দিতে হইবে, তাহা প্রার্থনা কর। ৮২-৮৫। যে সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তি স্থানান্তরেও লিঙ্গ-পূজা করে, আমি তাহারও বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকি, কাশীতে যে ব্যক্তি লিঙ্গ-পূজা করে, তাহারত কথাই নাই। যে ব্যক্তি কাশীতে লিঙ্গ-পূজা, লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা বা লিঙ্গের স্তুতি করে, দর্পণের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে আমার রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৮৬-৮৭। অতএব হে ত্বাষ্ট্র! তুমি কাশীতে লিঙ্গার্চ্চন করিয়া আমার স্বচ্ছ মুকুরতুল্য হইয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। যে আমার রাজধানী এই কাশীতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অর্চ্চনা করিবে, সেই মূঢ় আমার এস্থানে মুক্তি লাভ করিবে না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এই আনন্দ-বনে আমারই পূজা করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও এস্থানে অন্য দেবতার পূজা করেন না। এই আনন্দবনে আসিয়া তুমি যেমন আমার পূজা করিলে, তদ্রূপ অনেক পুণ্যশীল এস্থানে আসিয়া আমার আরাধনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮৮-৯১। তুমি আমার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা দুর্লভ হইলেও পাইয়াছই ভাব, অতএব প্রার্থনা কর, আর বিলম্ব করিও না। ৯২।

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি অজ্ঞ হইয়াও এই যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণও যেন সদ্বুদ্ধিভাজন হয়, হে নাথ! আমার আর একটী প্রার্থনা আপনি পূর্ণ করুন; প্রার্থনাটী এই যে, আপনি কবে আমার দ্বারা আপনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবেন? ৯৩-৯৪।

দেবদেব কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে, তোমার এই লিঙ্গের অর্চ্চকগণ সদ্বুদ্ধিভাজন হইবে এবং তাহারা নির্ব্বাণভাগী হইবে, আর ব্রহ্মার বরে দিবোদাস যখন কাশীতে রাজা হইবে, সেই নৃপতি কাশীতে বহুকাল রাজ্য করিয়া গণেশের মায়ায় রাজ্য হইতে নির্ব্বিন্ন-চিত্ত হইয়া, বিষ্ণুর সদুপদেশে চঞ্চল রাজ্যশ্রী

পরিত্যাগকরত আমার শরণ লইয়া মোক্ষলাভ করিলে, তুমি পুনরায় আমার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে। হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি এক্ষণে গমন কর, এবং গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্ন কর। যাহারা গুরুভক্ত তাহারা আমারই ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা গুরুর অবমাননা করে, আমিও তাহাদিগের অবমাননা করিয়া থাকি, অতএব তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে গিয়া গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর। ৯৫-১০০। তৎপরে আমার নিকট আগমন করিয়া যাবৎ মুক্তি-লাভ না কর, তাবৎ বিশুদ্ধচিত্তে দেবগণের হিত-আচরণকরত এস্থানে অবস্থিতি করিবে। আমি সতত তোমার এই লিঙ্গে অবস্থিতি করত, সাধকগণের অভীষ্ট প্রদান করিব। এই লিঙ্গের যাহারা ভক্ত, নির্ব্বাণ-লক্ষ্মী তাহাদের দূরে অবস্থান করিবেন না। অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তোমার লিঙ্গের যাহারা অর্চ্চক, পদে পদে তাহাদের মনোরথসিদ্ধ হইবে। ১০১-১০৩। এই সমস্ত বলিয়া দেবদেব অন্তর্হিত হইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাও গুরুর নিকট গমন করিলেন। তথায় তিনি গুরুর অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক নিজ পিতৃভবনে গমন করিয়া নিজ কর্ম্মের দ্বারা, পিতা ও মাতাকে সন্তুষ্টকরত তাঁহাদের আজ্ঞা লইয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করিলেন এবং তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গের আরাধনায় আসক্ত হইয়া, দেবগণের প্রিয়-আচরণকরত অদ্যাপি কাশীকে পরিত্যাগ করেন নাই। ১০৪—১০৬।

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি গিরিন্দ্রজে! কাশীতে মুক্তি-প্রদানে সমর্থ যে সমস্ত লিঙ্গের কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রণবেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ, মহাদেব, কৃত্তিবাসা, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদার, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর, আমারও পূজ্য অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্ব-সৌখ্যপ্রদ ও বিশ্ব-বিদিত আমার লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর এই সমুদয়ই আমি তোমাকে কহিলাম। ১০৭-১১০। অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের পূজা করে, শতকোটি কল্পেও তাহার সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। সংযতাত্ম-যতিগণের আটমাস পরিভ্রমণ এবং চারিমাস একস্থানে অবস্থান বিহিত আছে, একস্থানে এক বৎসর থাকিতে তাঁহাদের নিষেধ। কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্র হইতে তাঁহাদেরও স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নহে, কারণ এস্থানে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়, অতএব কাশী পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ১১১-১১৩। আনন্দকানন পরিত্যাগ করিয়া অন্য তপোবনেও গমন করিবে না, কারণ এই স্থানেই আমার আশ্রয়ে তপস্যা, যোগ ও মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। আমি সমস্ত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ

করিয়াছি, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই এস্থানে সিদ্ধিলাভ করে। আনন্দকানন দর্শনে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, অতীত ও বর্ত্তমান পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়। ১১৪-১১৬। অত্যুগ্র তপস্যা, মহাদান, মহাব্রত, নিয়ম, যম, সম্যক্‌রূপে অধ্যাত্মযোগাভ্যাস, মহাযজ্ঞ এবং উপনিষদাশ্রয়ে বেদান্ত-শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতিতে যে ফল-লাভ হয়, কাশীতে অনায়াসেই সেই ফললাভ হইয়া থাকে। জীবগণ যে পর্য্যন্ত আমার পুরীতে তনুত্যাগ না করে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে দেবি! যাজ্ঞিকগণও যে পদ লাভ করিতে পারে না, আমি কাশীতে নিজ ইচ্ছায় তির্য্যগ্‌জাতিকেও সেই পদ প্রদান করিয়া থাকি। ১১৭-১২০। চতুর্ব্বিধ ভূতনিচয়ই যদি কাশীতে আসিয়া বাস করে, তাহারা সকলেই কাশীতে নিধন-প্রাপ্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, বা অধার্ম্মিক, সেও কাশীতে দেহত্যাগ করিলে আর সংসারে প্রবেশ করে না। মাঘমাসে উষাকালে প্রয়াগে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, বারাণসীতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটিগুণ ফল-লাভ হয়। এই ক্ষেত্রের অপার মহিমা, বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা যায় না, কেবল তোমার প্রীতির জন্য আমি স্বল্পমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। সাধুব্যক্তি এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, চতুর্দ্দশ লোকে উৎকৃষ্ট পূজা লাভ করিবে। ১২১—১২৫।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

—*—

দক্ষযজ্ঞ-প্রাদুর্ভাব-কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সর্ব্বার্থকুশল! সর্ব্বজ্ঞসূনো! প্রভো ষড়ানন! মুক্তির কারণ এই সকল লিঙ্গগণের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত আপনার মুখে শ্রবণ করিয়া, দেবগণ সুধাপানে যাদৃশ পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন, আমিও তাদৃশ পরিতোষ লাভ করিয়াছি, প্রণবেশ্বরপ্রমুখ লিঙ্গগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এই আনন্দকানন, বাস্তবিক পাপীগণকেও পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ এই লিঙ্গগণের বৃত্তান্ত শ্রবণেই আমি পরম আনন্দলাভ করিতে পারিয়াছি, হে প্রভো! এই কাশীক্ষেত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি এক প্রকার জীবন্মুক্তের

ন্যায় হইয়াছি, হে স্কন্দ! দক্ষেশ্বর প্রভৃতি যে চতুর্দ্দশ লিঙ্গের কথা পূর্ব্বাপর শুনা গিয়া থাকে, এইক্ষণে সেই সকল লিঙ্গের প্রভাব কীর্ত্তন করুন, হে প্রভো! দেবসভার মধ্যে যে দক্ষ মহেশ্বরকে বহুতর নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দক্ষ, আবার কাশীতে কেন মহেশ্বরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই সকল বিষয়, যথাযথ আমার সমক্ষে কীর্ত্তন করুন। ১-৫। (ব্যাস কহিলেন) হে সূত! অগস্ত্যের এই প্রকার প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ শিখিবাহন তাঁহার সমক্ষে দক্ষেশ্বর-লিঙ্গের সমুৎপত্তি-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! পাপহারিণী দক্ষেশ্বর-কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীর দেহ-ত্যাগান্তে, ছাগবক্ত্র অতি বিকটানন ও দধীচিকর্ত্তৃক তিরস্কৃত দক্ষ-প্রজাপতি, ব্রহ্মার নিকটে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের উপদেশ-গ্রহণকরত, পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত কাশীধামে আগমন করেন। ৭—৮।

পুরাকালে কোন এক দিন ইন্দ্রাদিলোকপাল, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিদ্যাধর, উরগ, ঋষি, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ এবং ব্রহ্মার সহিত ভগবান্ বিষ্ণু, ভগবান্ চন্দ্রশেখর শম্ভুর পূজা করিবার জন্য কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মহেশ্বর-দর্শনে রোমাঞ্চিত-শরীর হইয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কার করিলেন ও নানাবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদেব-সকাশে বিহিত সাদর-সম্ভাষণ লাভ করিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকরত নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। ৯-১২। তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে পরে ভগবান্ শঙ্কর পৃষ্ঠদেশে সাদরে হস্তার্পণ দ্বারা তৎপ্রতি বহুমান প্রকাশ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন! দৈত্যবংশধ্বংসকারিন্ হরে! তোমার ত্রিলোকপালনকারিণী শক্তির কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই ত? হে বিষ্ণো! রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ দৈত্য ও দানবগণকে শাসন করিতে পারিতেছ ত? এবং কুপিত ব্রাহ্মণগণকে আমার ন্যায় ভয়ের স্থান বলিয়া বুঝিতেছ ত? ১৩-১৫। হে চক্রধর! মহীতলে গোগণের ত কোন প্রকার বাধা নাই? এবং তথায় রূপ-যৌবন-লাবণ্যসম্পন্ন স্ত্রীগণ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম বিহিতরূপে পালন করিতেছে ত? ১৬। পৃথিবীতে বহুদক্ষিণাযুক্ত বিধি-যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতেছে কি? তপস্বিগণ নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে পারিতেছেন ত? ১৭। হে বিষ্ণো! ভূলোকে ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গবেদ পাঠ করিতেছেন ত? হে কেশব! তথায় মহীপালগণ, ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত? ১৮। হে জনার্দ্দন! তথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরায়ণগণ ত নিজ নিজ অবশ্য কর্ত্তব্যক্রিয়াসকল নিষ্ঠা-পূর্ব্বক

প্রতিপালন করিতেছেন? তাঁহাদের মন ও ইন্দ্রিয় সংযত আছে ত? ১৯। প্রহৃষ্ট-মানস বিষ্ণুকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান্ মহেশ্বর, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অহে ব্রহ্মন্! তোমার ব্রহ্মতেজঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ত? ২০। হে প্রজাপতে! ত্রৈলোক্যমণ্ডপমধ্যে তোমার সত্য অস্খলিত ভাবে বর্ত্তমান আছে ত? হে বিধি! কোন ব্যক্তি মোহবশে কোন তীর্থের অবরোধে প্রবৃত্ত হয়না ত? ২১। তৎপরে তিনি ইন্দ্রাদিদেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ইন্দ্রাদিদেবগণ! বিষ্ণুর বাহু-বীর্য্যে পরিরক্ষিত হইয়া তোমরা নিজ নিজ পুরে উত্তম প্রকারে শাসন করিতে পারিতেছ ত"? ২২। এই প্রকারে বিহিত আদরের সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই আগমন কারণ জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় পূরণ করত ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদের সকলকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক নিজধামে প্রবেশ করিলেন, দেবগণও হৃষ্টচিত্তে সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ২৩-২৪। কৈলাস হইতে গৃহে আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে সতীর পিতা দক্ষপ্রজাপতি, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "আমি মহেশ্বরের শ্বশুর, অথচ তিনি অন্যান্য দেব হইতেও আমার অধিক সম্মান করিলেন না? এই কর্ম্মটী তাঁহার বড়ই দাম্ভিকতার পরিচয় দিতেছে। ২৫। এই প্রকার চিন্তায় মন্দর-পর্ব্বতের আঘাতে সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বড়ই লুব্ধ হইল, তখন তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, হায়! যে ব্যক্তিকে কেহই ভাল করিয়া জানে না, এ জগতে যাহার কেহই আত্মীয় নাই, সেই কুলহীন মহেশ্বর আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া দেখিতেছি বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছে। ২৬-২৭। এই মদীয় জামাতা কোন্ বস্তুর অধীন? ইহার কোন্ কুলেই বা জন্ম, কোথায় বা বাস, স্বভাবই বা কি প্রকার, কিসের দ্বারাই জীবননির্ব্বাহ করে? ইহার আচারই কিরূপ? কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য নাই? তবে এইমাত্র দেখা যায় যে, সর্ব্বদা বৃষে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে ও শুনা যায় যে, বিষ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিয়াছে। ২৮। এই ব্যক্তিকে তপস্বীও বলিবার যো নাই, কারণ তপস্বী হইলে অস্ত্রধারণ করিবে কেন? গৃহস্থও নহে, কারণ সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করিয়া থাকে। ২৯। ইহাকে ব্রহ্মচারীও বলিতে পারি না, কারণ ব্রহ্মচারীর বিবাহ ত কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। বাণপ্রস্থাশ্রমীও নয়, কারণ দেখিতে পাই সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য-মদেই প্রমত্ত রহিয়াছে। ৩০। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণও নহে, কারণ বেদেত এতাদৃশ স্বভাব ব্রাহ্মণের বিষয় কিছুই বোধগম্য হয় না। ক্ষত্রিয়জাতি প্রায় অস্ত্রাদি ধারণ করে, কিন্তু ইহাকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পারি না, কারণ লোকগণকে

বিপদ হইতে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, কিন্তু দেখিতে পাই এই ব্যক্তি মহাপ্রলয় করিতে উদ্যত। বৈশ্যও বলিতে পারি না, কারণ দেখিতে পাই ইহার এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই অথচ উপায় করিতে চেষ্টাও করে না। ৩১-৩২। মহেশ্বরকে শূদ্রও বলা যায় না, কারণ দেখিতে পাই নাগযজ্ঞোপবীত তাহার গলে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম তাহাতে নাই, অতএব কি প্রকারে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে? মহাদেবকে লোকে বলিয়া থাকে ইনি স্থাণু প্রকৃতি, অথচ দেখিতেছি ইহার কোন প্রকৃতিই নাই। মহেশ্বরকে পুরুষও বলা যায় না, কারণ তদীয় শরীর অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি, ইহাকে সম্পূর্ণ নারীও বলা যায় না, কারণ ইহার আনন শ্মশ্রুল, ইহাকে নপুংসকও বলিতে পারি না কারণ ইহারই লিঙ্গ ত্রিলোকে পূজিত হয়। ৩৩-৩৫। শঙ্কর বালকও নহে, কারণ আমিই ইহাকে অনেক কাল দেখিতেছি এবং লোকেও বলিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি অনাদি। ৩৬। এই সকল কারণে ইহাকে যুবাও বলিতে পারি না অথচ বৃদ্ধও বলা যায় না, কারণ এই ব্যক্তি জরা-মরণ-বিবর্জ্জিত। ৩৭। প্রলয়কালে এই ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে বিনাশিত করে অথচ ইহাকে শাস্ত্রে পাতকী কহে না, আবার ক্রোধপূর্ব্বক ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করাতে ইহাকে পুণ্যাত্মাও বলা যায় না। ৩৮। অস্থি যাহার অলঙ্কার, পরিধানে যাহার বস্ত্র নাই, তাহাকে পবিত্রই বা কিরূপে বলা যায়। অথবা অধিক আর কি বলিব ইহাই যথেষ্ট যে, এই সংসারে একজনও ইহার চেষ্টা জানিতে পারে না। ৩৯। অহো! এই জটিলের কি ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা অদ্য দেখা গেল, শ্বশুর এবং গুরু আমাকে দেখিয়াও কি না সে নিজ আসন হইতেই উত্থিত হইল না। ৪০। অহো! মাতা ও পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কুলহীন, নির্গুণ, কর্ম্মভ্রষ্ট ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগণ এই প্রকারই ধৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আর সংশয় কি। ৪১। যাহারা যথেচ্ছাচারী, নাথরহিত ও সর্ব্বত্র আত্মাভিমানপরায়ণ এবং অকিঞ্চন, তাহারাই দেখি আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনা করিয়া চলে, ইহা হইতে হাস্যকর বিষয় আর কি আছে। ৪২। সংসারে ইহাই দেখা যায় যে, জামাতৃ-কুল প্রায়ই গর্ব্বিত হইয়া থাকে, তাহার উপর যদি কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য তাহাদের ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে আর তাহাদের গর্ব্বের সীমা দেখে কে? মৎকন্যা রোহিণীর একান্ত অনুরক্ত সেই গর্ব্বিত চন্দ্র, মদীয় অন্যান্য কন্যা কৃত্তিকাদির প্রতি তাদৃশ স্নেহ করিত না বলিয়া আমি তাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে সে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ৪৩-৪৪। এই শূলীরও গর্ব্বরূপ সর্ব্বস্বধন আমি নিশ্চয়ই দূর করিব, আমাকে যেমন নিজগৃহে এই ব্যক্তি অপমান করিয়াছে, আমি তাহার বিশেষরূপে প্রতিশোধ দিতেছি। এই প্রকার

বহুবিবেচনান্তর দক্ষপ্রজাপতি নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন। ৪৫-৪৬। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি, নিজগৃহে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন যে, আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনারা আমার যজ্ঞের সাহায্যকারী হউন। আপনারা সত্বর যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল আহরণ করুন। অনন্তর তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া যজ্ঞপুরুষ নারায়ণকে যজ্ঞের উপদ্রষ্টার পদে বরণ করিয়া আসিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিক্-পদে বৃত হইলেন। ৪৭-৪৯। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতির মহাযজ্ঞ প্রারম্ভ হইলে পর ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে সকল দেবগণকে উপস্থিত এবং মহাদেবকে অনুপস্থিত দেখিয়া কোন ছলে নিজধামে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দধীচি মুনিও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত নিখিল দেবগণ, বাস ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বহুতর সম্মান লাভ করিতেছেন দেখিয়া, দক্ষের ভাবি অশুভ পরিহার-বাসনায় এই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। দধীচি কহিলেন, হে সাক্ষাৎ বিধাতৃস্বরূপ ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষপ্রজাপতি! আপনি যাদৃশ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন এ সংসারে আর কেহ কোনকালে এরূপ করিতে পারে নাই, পারিতেছে না এবং পারিবেও না। ৫০-৫৪। হে মহামতে! এতাদৃশ মহাযজ্ঞ করা দূরে থাক্ অনেকে এই প্রকার যজ্ঞের বিষয় পর্য্যন্তও জানে না। যজ্ঞ যেরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহাতে ইহা না করাই কর্ত্তব্য এবং যজ্ঞের ন্যায় শত্রুও জগতে কেহ নাই, কারণ শুভ-ফলার্থে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াও অনেকে প্রমাদবশতঃ নানা বিপত্তি ভোগ করিয়াছেন। ৫৫। যাহার আপনার ন্যায় সম্পত্তি আছে তাহারই যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত। আপনার যজ্ঞ-কুণ্ডে অগ্নি সাক্ষাৎ হবির্গ্রহণ করিতেছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ, নিখিল মন্ত্র ও যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ আপনার যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হইতেছেন? দক্ষপ্রজাপতে! আপনার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! এই দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিজে আচার্য্য-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ও কর্ম্মকাণ্ডবিৎ ভৃগু এই স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৫৬-৫৭। এই সূর্য্য, এই দেবী সরস্বতী ও এই সকল মূর্ত্তিমান দিক্‌পালগণ আপনার যজ্ঞরক্ষা করিতেছেন, আপনিও নিজপত্নী শতরূপার সহিত ইহাতে উত্তমরূপে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই ভবদীয় জামাতা ধর্ম্ম, স্বকীয় দশপত্নীর সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ংই ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, আপনার জামাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ওষধিনাথ চন্দ্র, সপ্তবিংশতি পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ত্রৈলোক্য দক্ষিণা দ্বারা পরিসমাপ্ত রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত মহর্ষি মারীচ ও প্রজাপতি-শ্রেষ্ঠ কশ্যপ ত্রয়োদশ ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, মহাসুধী ভবদীয় জামাতা দ্বিজরাজই নিজে সর্ব্ববিধ ওষধি সংগ্রহ করিয়া

দিতেছেন। ৫৮-৬২। আপনার স্বর্গধেনু সুরভি স্বয়ং হবিঃ প্রদান করিতেছেন, এক কল্পবৃক্ষই সর্ব্বপ্রকার সমিৎ, কুশ, কাষ্ঠপাত্রসকল, শকট ও মণ্ডপাদি প্রদান করিতেছেন, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা অভ্যাগত ও ঋত্বিক্‌গণের জন্য অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছেন। বসুগণও ধন ও বিচিত্র প্রকার বস্ত্রনিবহ প্রদান করিতেছেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, কুলবধূগণকে ভূষিত করিয়া দিতেছেন। ৬৩-৬৫। এই সকল দেখিয়া ধর্ম্মাত্মাগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছেন, কিন্তু একটী বিষয়ে আপনার বিস্মৃতি দেখিয়া আমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে। হে প্রজাপতি! চৈতন্য বিহীন শরীর অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত হইলেও যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ মহাদেবের অনাগমনে এই উৎসবপরিপূর্ণ যজ্ঞভূমিও আমাদের নিকট শ্মশানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ৬৬-৬৭।

দধীচির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষপ্রজাপতি কোপে ঘৃতসংযুক্ত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৬৮। যজ্ঞস্তুতি শ্রবণে যে দক্ষ, অতিহর্ষভরে প্রসন্নবদন হইয়াছিলেন এক্ষণে এই বাক্য শ্রবণে সেই দক্ষের মুখ হইতে ক্রোধে যেন জ্বলন্ত অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল। ৬৯। অনন্তর কম্পান্বিতদেহ দক্ষপ্রজাপতি কোপে জিঘাংসুর ন্যায় হইয়া দধীচিকে কহিতে লাগিলেন। ৭০।

দক্ষ কহিলেন, হে দধীচে! তুমি ব্রাহ্মণ সুতরাং এস্থলে তোমাকে আর কি বলিব? আর আমিও যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি, নতুবা তোমাকে অদ্য ভাল করিয়া শিক্ষা দিতাম, আমি দেখিতেছি যে, তুমি মহাজড়! তুমি কাহার আহ্বানে এস্থানে আসিয়াছ, ভাল আসিয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোমাকে ভাল-মন্দ বিষয় কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তুমি এখানে মহাগুরুর ন্যায় উপদেশ দিতে বসিয়াছ? ৭১-৭২। সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলেরও মঙ্গলভূত শ্রীমান যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ যথায় সাক্ষাৎ বিরাজমান, সেই যজ্ঞকে তুমি শ্মশান বলিতেছ? ওহে বাপু! তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিপতি শতযজ্ঞ-দীক্ষিত ইন্দ্র, বজ্রধারণ করিয়া যে যজ্ঞের রক্ষানিধান করিতেছেন, সেই মহাযজ্ঞকে তুমি শ্মশানের সহিত তুলিত করিলে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব-জ্ঞাতা ধর্ম্মরাজ যথায় স্বয়ং বিরাজমান, কুবের যথা শ্রীবিতরণকারী, অগ্নি যথায় স্বয়ং মূর্ত্তিমান্, শ্মশানের সহিত সেই মহাযজ্ঞের তুমি তুলনা দিতেছ? ৭৩-৭৬। দেবাচার্য্য বৃহস্পতি যথায় আচার্য্য হইয়াছেন, অভিমানবশে সেই যজ্ঞকে তুমি শ্মশান কহিতেছ। ৭৭। বসিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষিগণ যথায় ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছেন, সেই মহাযজ্ঞকে তুমি শ্মশান কহিতেছ? ৭৮।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দধীচি মুনি, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে "হে দক্ষ-

প্রজাপতে! সর্ব্বমঙ্গল হরি যজ্ঞপুরুষ হইলেও বেদ তাঁহাকে শাম্ভবী শক্তি-বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আদিপুরুষ ভগবান্ মহেশ্বরের বামাঙ্গ বিষ্ণু ও দক্ষিণাঙ্গ বিধাতা, বেদে এই প্রকারই বোধিত হইয়াছে। ৭৯-৮০। শত অশ্বমেধযজ্ঞে যিনি দীক্ষিত, বজ্র যাঁহার আয়ুধ, সেই ইন্দ্রও দুর্ব্বাসার কোপে ক্ষণকালেই স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার মহাদেবের আরাধনা করতই নিজ অমরাবতী লাভে সক্ষম হইয়াছেন। যজ্ঞের রক্ষাকারী বলিয়া যে ধর্ম্মরাজের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্বেতনামক কাশীর ভক্তকে যখন তিনি বন্ধন করেন, সেই সময়েই তাঁহার সামর্থ্য সংসারে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। কুবেরত মহাদেবেরই মিত্র, অগ্নিত তাঁহারই চক্ষুঃ। ৮১-৮৩। যখন দ্বিজরাজ, বৃহস্পতি-পত্নী অতিসুন্দরী তারাকে হরণ করেন, তৎকালে স্বয়ং মহেশ্বরই দেবাচার্য্যের সাহায্য করেন বলিয়াই তিনি পুনর্ব্বার নিজপত্নীলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮৪। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, যাঁহারা আপনার যজ্ঞে ঋত্বিক্ কর্ম্ম করিতেছেন, ইহাঁরা সেই মহেশ্বরকে ভাল করিয়াই জানেন। এই জগতে রুদ্রই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, এ কথা জানিয়াও অন্যান্য মুনিগণ যে আপনার যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা কেবল আপনারই গৌরবে, নচেৎ তাঁহারা এ প্রকার দুষ্কর্ম্ম কখনই করিতেন না। এই ব্রাহ্মণের হিত্যবাক্য যদি শ্রবণ করেন, তবে বলি যে, এই ক্ষণেই যজ্ঞফলের অধীশ্বর সেই মহেশ্বরকে আহ্বান করুন, তিনি না আসিলে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হইলেও ইহাকে নিষ্ফল বলিয়া জানিবেন। ৮৫-৮৭। সংসারে সকল ক্রিয়ার একমাত্র সাক্ষীভূত মহেশ্বর উপস্থিত হইলে, আপনার ও অন্যান্য সকলেরই মনোরথ সফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮৮। জড় বীজ যেমন চৈতন্য সাহায্য বিনা অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই সফল হইতে পারে না। ৮৯। নিরর্থক বাক্য, ধর্ম্মবিহীন শরীর ও পতিহীন নারীর ন্যায়, শিববিহীন ক্রিয়া কখনই শোভা পায় না। ৯০। গঙ্গাহীন দেশের ন্যায়, পুত্রহীন গৃহের ন্যায় ও দানহীন সম্পত্তির ন্যায়, শিববিহীন ক্রিয়া কোন কালেই শোভা পায় না। ৯১। মন্ত্রিহীন রাজ্যের ন্যায়, বেদবিহীন ব্রাহ্মণের ন্যায় ও স্ত্রীবিরহে গার্হস্থ্যসুখের ন্যায়, শিববিহীন যজ্ঞ কোন কালেই শোভা পায় না। ৯২। কুশবিহীন সন্ধ্যা-বন্দনার ন্যায়, তিলবিহীন তর্পণের ন্যায় ও ঘৃতরহিত হোমের ন্যায়, শিববিহীন যজ্ঞ কোন কালেই শোভা পায় না। ৯৩।

জ্ঞানকুশল হইলেও দক্ষপ্রজাপতি তৎকালে মহাদেবের মায়ায় বিমোহিত হইয়া দধীচি কর্ত্তৃক কথিত তাদৃশ পরমহিতকারী বাক্য শ্রবণ করিলেন না। ৯৪।

অনন্তর অধিক পরিমাণে রুষ্ট হইয়া এই প্রকার প্রত্যুত্তর করিলেন যে, অহে! আমার যজ্ঞ সফল হোক বা নাই হোক, তোমার তাহাতে চিন্তা কি? যজ্ঞের যে সকল কর্ম্ম মুখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই সকল যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলেই নিশ্চয় যজ্ঞফল লাভ করিতে পারা যায়, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অথবা বিধানে কর্ম্ম করিলেও তিনি সেই কর্ম্মের ফল দিতে সমর্থ হন না, তখন তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া কি ফল? ৯৫-৯৬। আরও তুমি বলিলে কর্ম্ম জড়, সুতরাং ঈশ্বরের সাহায্য বিনা তাহা কখনই ফলদায়ক হইতে পারে না, ইহাতেও ঈশ্বর শক্তিকে আমি বিপরীত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরাকরণ করিতেছি এই দেখ, বীজ সকল জড় হইলেও কালের প্রভাবে আপনিই অঙ্কুরিত হয় এবং পুষ্প ও ফল-প্রসবে সমর্থ হয়, ইহাতে ঈশ্বর না থাকিলেও কি ক্ষতি? আপনার কর্ম্মসাধন করিতে সকলেরই পূর্ণ ক্ষমতা বিরাজমান আছে, ঈশ্বর কর্ম্মের সাক্ষী এ কথাও নিতান্ত কার্য্যের নহে, কারণ নিজে কর্ম্ম না করিলে সাক্ষীর কি সামর্থ্য যে তাহার ফল প্রদান করে? ৯৭-১০০। যখন দেখিতে পাইতেছি যে, সাক্ষী ঈশ্বর ব্যতিরেকেও কালক্রমে ক্রিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় তখন মহামঙ্গল মূর্ত্তি ঈশ্বর স্বীকার করিয়া কি লাভ, তাহা দেখা যায় না। ১০১।

দধীচি কহিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে! কদাপি যথাবিধানে অনুষ্ঠান করিয়া কার্য্য-সিদ্ধ করিলেও তাহা ঈশ্বরের প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়া যায়। এবং বিধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও সেই ভগবান্ মহেশ্বরের ইচ্ছায় সেই কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাও দেখা যায়। আপনি ইহা কি জানেন না যে, সকল দেবতাগণ তাঁহার আধীন্য স্বীকার করিয়া থাকেন? ১০২-১০৩। সামান্য সাক্ষিগণের ন্যায়, ঈশ্বর কেবল কর্ম্মনিবহের সাক্ষীমাত্রই নহেন, তিনি কর্ম্মসমূহের ফল প্রদানে শক্তিমান্, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৪। সেই সর্ব্বস্রষ্টা মহেশ্বর, ভূমি ও জলাদিরূপে বীজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনি কালস্বরূপ ধারণকরত তাহার অঙ্কুরোৎপাদন করেন। ১০৫। আপনি এইমাত্র বলিলেন যে "ঈশ্বর ব্যতিরেকেও বীজ কালবশে আপনিই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।" আপনি ইহা কি জানেন না যে, সেই সর্ব্বকর্ত্তা মহেশ্বর স্বয়ংই কালরূপী। ১০৬। আর একটি কথা আপনি সত্যই কহিয়াছেন, এই যে বলিলেন সেই মহামঙ্গলমূর্ত্তি ঈশ্বরের এস্থানে প্রয়োজন কি? ইহা পরম সত্য! কারণ যাঁহারা, মহান্, যাঁহারা মহামঙ্গলমূর্ত্তি ও যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর-নাম বহন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনার এই স্থানে কেন আসিবেন? ১০৭—১০৮।

দ্বিজ দধীচি যখন এইরূপে প্রতি কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন তখন দক্ষ, অতিশয় অহঙ্কারপ্রযুক্ত অতিক্রুদ্ধ হইলেন এবং চারিদিক অবলোকনপূর্ব্বক চীৎকার করত পরিচারকগণকে কহিলেন যে, অরে ভৃত্যগণ! এই অপ্রশস্তহৃদয় ব্রাহ্মণাপসদকে এই প্রশস্ত যজ্ঞভূমি হইতে বাহির করিয়া দেও।

দক্ষের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দধীচি হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, অরে মূঢ়! আমাকে কি দূর করিয়া দিতেছ? অদ্য হইতে সকল প্রকার মঙ্গল হইতে তুমি দূর হইলে ইহা জানিতে পারিবে। এবং তোমার সহকারীগণও এই প্রকার সকল মঙ্গল হইতে অচিরেই বহিষ্কৃত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। অহে দক্ষ! অকস্মাৎ তোমার মস্তকে ত্রিজগদীশ্বর মহাদেবের ক্রোধদণ্ড অচিরেই পতিত হইবে। ১০৯-১১৩। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ দধীচি, সত্বর যজ্ঞবাটী হইতে নির্গত হইলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বাসা, চ্যবন, আপনি (অগস্ত্য) উতঙ্ক, উপমন্যু, ঋচীক, উদ্দালক, মাণ্ডব্য, বামদেব, গালব, গর্গ, গৌতম ও অন্যান্য শিবতত্ত্ববিদ্ মহাত্মা মুনিগণ যজ্ঞস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পুনরায় দক্ষের মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল। ১১৪—১১৬।

সেই যজ্ঞে অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণগণ রহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ দক্ষিণা এবং অন্য জনগণ হইতে অধিকতর ধন প্রদান করিলেন। ১১৭। অনন্তর তিনি বহুতর ধন প্রদান করিয়া জামাতৃগণকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং মহাবিভব ও অনেক অলঙ্কার প্রদানকরত নিজ কন্যাগণকে অলঙ্কৃত করিলেন। ১১৮। অনন্তর তিনি ঋষিপত্নী, দেবপত্নী ও পুরকন্যাগণকে অনেক ধন প্রদানে সম্মানিত করিলেন, তৎপরে তিনি হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনির দ্বারা গগনমণ্ডলের শব্দগুণত্বকে পরিস্ফুট করিয়া দিলেন। ১১৯-১২০। দক্ষপ্রজাপতি প্রদত্ত হবি, অবিরত গ্রহণ করিয়া অগ্নির অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইল। অগ্নিতে আহুত হবির্গন্ধেই দিগঙ্গনাগণ পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন। ১২১। স্বাহাকার ও বষট্কার পুরঃসর অর্পিত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া দেবগণের উদর-পীড়া উপস্থিত হইল। তিনি পদে পদে এক এক অন্নময় গিরি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১২২। সেই যজ্ঞে প্রজাপতি দক্ষ সহস্র সহস্র মধুপূর্ণ নদী, দুগ্ধ-সরোবর এবং দ্রবীভূত গুড়াদি দ্বারা অনন্ত হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১২৩। তিনি স্থানে স্থানে রাশীকৃত বস্ত্র, শিখরীকৃত রত্ন ও অপরিসংখ্যেয় সুবর্ণ ও রৌপ্যাদির দ্বারা সর্ব্বদা যজ্ঞভূমি পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১২৪। সেই যজ্ঞে এত দান করা হইয়াছিল যে, পরে আর

খুঁজিয়াও ভিক্ষুক পাওয়া যায় নাই। তাঁহার সমস্ত পরিচারকগণও সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিল। ১২৫।

সেই যজ্ঞ-প্রাঙ্গন হইতে উত্থিত মঙ্গলময় গীতধ্বনিনিবহে গগনমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া গিয়াছিল। অপ্সরাগণও তথায় অতি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণও পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৬।

তাঁহার যজ্ঞে বিদ্যাধরগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ও বসুধা শস্যভারে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। এই প্রকার মহাবিভবরাশির দ্বারা দক্ষের সেই মহাযজ্ঞ সংপ্রবৃত্ত হইলে পর দেবর্ষি নারদ কৈলাসে গমন করিলেন। ১২৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

সতীদেহ-বিসর্জ্জন-কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! দেবর্ষি নারদ শিবলোকে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, তাহা বলুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! মহাত্মা নারদ কৈলাসে মহেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া যাহা করিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মুনিবর আকাশমার্গ অবলম্বনে ত্বরায় শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া মহেশ্বর ও দেবীকে দর্শনকরত প্রণাম করিলেন, তখন মহেশ্বর তাঁহাকে আদর করিয়া উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, তিনি তদাদিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। মুনিবর যখন দেখিলেন যে, বহুক্ষণ অবধি তাঁহারা অক্ষক্রীড়া হইতে বিরত হইলেন না, তখন তিনি ঔৎসুক্যবশতঃ আপনা হইতেই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২-৪।

নারদ কহিলেন, হে দেবদেব! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই আপনার ক্রীড়া, হে নাথ! দ্বাদশমাসই ঐ ক্রীড়ার গৃহ, কৃষ্ণ ও শুক্ল ভেদে ত্রিংশৎ তিথিই উহার সারিকা (বল) সৃষ্টি ও প্রলয় ইহার পণ এবং উহাই ইহাতে জয় এবং পরাজয়, দেবীর যখন জয় হয়, তখন সৃষ্টি হয় এবং ধূর্জ্জটীর যখন জয় হয়, তখনই প্রলয় হইয়া থাকে। ৫-৭। আপনাদের ক্রীড়াকালেই জগতের স্থিতি। এইরূপ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই আপনাদের ক্রীড়া। দেবী, পতিকে জয় করিবেন না, এবং মহেশ্বরও

শক্তিকে জয় করিবেন না। হে মাতঃ! আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি আপনি শুনুন। মহেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নাথ হইয়াও কিছুই বুঝেন না, কারণ ইনি মান ও অপমানকে তুল্য বোধ করিয়া সকলের দূরে অবস্থান করিতেছেন। ৮-১০। লীলাত্মা এই মহেশ্বর অনেক গুণবান্, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাঁকে নির্গুণ বলিয়া বোধ হয়, ইনি কর্ম্ম করিয়াও তৎসমুদয়ের দ্বারা আবদ্ধ হন না। ইনি সকলের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বত্র মাধ্যস্থ (উদাসীনতা) অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইনি মিত্র ও শত্রু সর্ব্বত্রই সমদর্শী। ১১-১২। আপনি এই মহেশ্বরের শক্তি এবং সকলেরই পরম মাননীয়া। আপনি দক্ষের ও মাননীয়া, কিন্তু আপনি তাঁহার কন্যা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আপনি মান করিয়া থাকেন। ১৩। তাহা হইলেও আপনি সমস্ত-জগতের একমাত্র জনয়িত্রী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আপনা হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, আপনি মহেশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনাকে জানিতে পারেন না, এই জন্যই আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইতেছে। ১৪-১৫। অন্যান্য যে সমস্ত পাতিব্রত্যপরায়ণ সতীগণ আছেন, তাঁহারাও পতির চরণ-ভিন্ন আর কিছুই জানেন না বটে, যাক্ এ সমস্ত কথা এখন থাকুক্, আমি যাহা বলিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাই বলি। অদ্য হরিদ্বারের সন্নিকটে নীল-পর্ব্বতে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইয়া তাহা বলিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। ১৬-১৮। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ত্রিভুবনমধ্যে যাবতীয় পুরুষ আছেন সকলকেই দক্ষের যজ্ঞমণ্ডপে দেখিলাম, তাঁহাদের সকলকেই সালঙ্কার, সমান, সানন্দমুখ-পঙ্কজ, বিস্মৃতাখিলকার্য্য এবং দক্ষযজ্ঞপ্রবর্ত্তক দর্শন করিলাম, ইহার মধ্যে বিষাদের কারণ এই যে, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং যাঁহাতে প্রলীন হইবে, সেই সমস্ত জগতের কারণ আপনাদের দুই জনকেই তথায় দেখিতে পাইলাম না। কেবল আপনাদের তথায় অদর্শনই যে আমার বিষাদের কারণ তাহাও নহে, আর একটী যে কারণ হইয়াছে, তাহা আর আমি বলিতে পারিতেছি না, তাহা দক্ষই স্বয়ং বলিবেন।১৯-২৩। দক্ষের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন এবং দধীচিমুনি বহুতর ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক দেবর্ষিগণের সমক্ষেই সেই দক্ষপ্রজাপতিকে শাপ প্রদান করিয়াছেন। আমিও দক্ষের সেই সমস্ত নিন্দা-বাক্য শ্রবণ করিতে না পারিয়া কর্ণে হস্ত দিয়াছিলাম। ২৪-২৫। মহেশ্বরের নিন্দা শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণ দধীচিমুনির সহিতই তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তথায় মহানন্দসহকারে দক্ষের মহান্ যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, আমি তাহা দেখিতে না পারিয়া এস্থানে

চলিয়া আসিয়াছি। হে দেবি! আপনার অন্যান্য ভগিনীগণও পতির সহিত তথায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের গৌরবের কথা বলিতে আমার উৎসাহ হয় না। দক্ষকন্যা সতীদেবী নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত হইতে পাশক নিক্ষেপপূর্ব্বক কিছুক্ষণ চিন্তাকরত মনে মনে কহিলেন যে, হউক, ভগবান্ মহেশ্বরই আমার শরণ। দাক্ষায়ণী এইরূপ নিশ্চয়করত সত্বর উত্থিত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণামকরত বলিতে লাগিলেন। ২৬—৩১।

দেবী কহিলেন, হে অন্ধকধ্বংসিন্! হে ত্র্যম্বক! হে ত্রিপুরারে! আপনি বিজয়ী হউন, হে সদাশিব! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আপনি নিষেধ করিবেন না আমি পিতার নিকট গমন করিব। দেবী এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের চরণাম্বুজে মস্তক নিহিত করিলেন। তখন মহেশ্বর কহিলেন যে, হে মৃড়ানি! হে ভামিনি! তুমি উঠ; হে সৌভাগ্যসুন্দরি! তোমার কোন্ অভিলাষ অপূর্ণ হইয়াছে, হে ঈশ্বরি! তুমিই লক্ষ্মীকে সৌভাগ্য, ব্রহ্মাণীকে উৎকৃষ্ট কান্তি এবং শচীকে নিত্যনবীনত্ব প্রদান করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমি মহৎ ঐশ্বর্য্য রক্ষায় শক্তিমান্ হইয়াছি, লীলাবিগ্রহধারিণী তোমাকে শক্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াই আমি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছি, হে বামার্দ্ধধারিণি! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৩২-৩৭। শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবা কহিলেন যে, হে জীবিতেশ্বর! আপনাকে ছাড়িয়া আমি কোন স্থানেই যাইতেছি না, আমার মন আপনার চরণদ্বয়েই নিশ্চল থাকিবে, আমি কখন যজ্ঞ দেখি নাই, তাই পিতার যজ্ঞ দর্শন করিতে যাইব। ৩৮-৩৯। মহেশ্বর কাত্যায়নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, তুমি যদি কখন যজ্ঞ দর্শন না করিয়া থাক, তাহা হইলে আমিই যজ্ঞের আয়োজন করিতেছি, অথবা আমার শক্তিধারিণী তুমিই অন্য প্রকার যজ্ঞক্রিয়া সৃজন কর, অন্য যজ্ঞপুরুষ সৃষ্ট হউক, অন্য লোকপালগণ সৃষ্ট হউক, ঋত্বিক্ কর্ম্মে তুমি অন্যান্য-ঋষিগণকে সৃষ্ট কর। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন যে, হে নাথ! আমি নিশ্চয়ই পিতার যজ্ঞোৎসব দর্শন করিব, অতএব আমায় অনুমতি দিন, আমার বাক্যের অন্যথা করিবেন না। ৪০-৪৩। হে নাথ! নিম্নাভিমুখ জল এবং চিত্তকে কে প্রতিকূলে লইয়া যাইতে পারে অতএব আপনি আজ আমায় নিষেধ করিবেন না। দেবীর এই বাক্য শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভূতপতি পুনরায় কহিলেন্ যে, হে দেবি! তুমি যাইও না, তুমি যাইলে আর আমার সহিত তোমার মিলন হইবে না, হে প্রিয়ে! আজ শনিবারে তোমাকে পূর্ব্বদিকে যাইতে বারণ করিতেছি, বিশেষত আজ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র, নবমী তিথি এবং

ব্যতীপাত যোগ, অন্ধকার বিয়োগ শুভাবহ নহে। হে ধনিষ্ঠার্দ্ধসমুৎপন্নে! আজ তোমার নক্ষত্রও পঞ্চম, অতএব আজ তুমি কখনই গমন করিও না, আজ তুমি গমন করিলে আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। মহেশ্বরের এই বাক্য শুনিয়া দেবী পুনরায় কহিলেন যে, আমার নাম যদি সতী হয়, তবে অন্যদেহ ধারণ করিয়াও আমি আপনার দাসীত্ব করিব। মহেশ্বর দেবীর এই বাক্যের উত্তর করিলেন যে, পরিক্ষুব্ধ মনোবৃত্তি স্ত্রী বা পুরুষকে কেই বা বারণ করিতে পারে? ৪৪-৪৯। হে দেবি! আমাদের আর পুনদর্শন ঘটিবে না ইহা আমি সত্য বলিতেছি, আর হে কান্তে! যাঁহারা মানধ্বজ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অনাহূত হইয়া পিতৃভবনে যাওয়াও উচিত নহে। নদী, যেমন সিন্ধুতে গমন করিয়া আর ফিরিয়া আসে না, তদ্রূপ তুমিও আজ গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিবে না। ৫০-৫২।

দেবী কহিলেন, আমি যদি আপনার চরণ-পঙ্কজে অনুরক্তা হই, তবে জন্মান্তরেও অবশ্যই আপনি আমার পতি হইবেন। এই কথা বলিয়া সতী ক্রোধান্ধনেত্রে তথা হইতে নির্গত হইলেন, গমনকালীন যে সমস্ত কার্য্য করা উচিত, তিনি তাহা কিছুই করিলেন না। মহেশ্বরকে নমস্কার বা প্রদক্ষিণ কিছুই করিলেন না; এই জন্যই তিনি গমন করিয়া আর প্রত্যাগত হইলেন না। অদ্যাপিও যাহারা মহেশ্বরকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করে, তাহারা অতীতবাসরের ন্যায় আর প্রত্যাগত হয় না। ৫৩-৫৬। ত্রিভুবনেশ্বর-পত্নী, পাদচারে গমন করিতে করিতে অতি পবিত্র কৈলাসের পথকেও কঠিন বোধ করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরও দেবীকে পাদচারিণী দর্শনে অন্তরে ব্যথিত হইয়া গণসমূহকে আহ্বান করত কহিলেন যে, হে গণনিচয়! তোমরা, এতাদৃশ বিমান আনয়ন কর, যে বিমানের চক্র, মন ও পবন দশসহস্রসিংহসংযুক্ত সুমেরু যাহার উন্নত ধ্বজদণ্ড, মহাবাত যাহার পতাকা, মহত্তত্ত্ব যাহার অক্ষ (মধ্যস্থ দীর্ঘকাষ্ঠ) নর্ম্মদা ও অলকনন্দা যাহার ঈষাদণ্ড, সূর্য্য ও চন্দ্রমা যাহাতে ছত্রীভূত, বারাহী নাম্নী উৎকৃষ্ট শক্তি যাহাতে মকরতুণ্ড, স্বয়ং গায়ত্রী যাহার যুগপৃষ্ঠ-ভাগ, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ যাহাতে রজ্জু, প্রণব যথায় সারথি, প্রণবধ্বনি যাহার ত্রেঙ্কার (শব্দবিশেষ), শিক্ষা প্রভৃতি অঙ্গসমূহ যথায় রক্ষকগণ এবং ছন্দোনিচয় যথায় বরুথ (রথগুপ্তি)। মহেশ্বরের এতাদৃশ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গণনিচয় সত্বর সেইরূপ বিমান আনয়ন করিলেন। ৫৭-৬৩। এবং তাহাতে সূর্য্যাদিরও তেজস্তিরস্কারিণী সেই দেবীকে আরোহণ করাইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর-রমণী ক্ষণমধ্যেই দক্ষের সভাঙ্গন দেখিতে পাইয়া নভোঙ্গনেই বিমান হইতে অবরোহণকরত রক্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া চকিত-

ভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় কৃতমঙ্গলভূষা ও কিরীটধারিণী জননীকে এবং অলঙ্কৃতিশালিনী, সমাৎসর্য্য, সগর্ব্ব, সানন্দ, এবং সসাধ্বসভগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। অনাহূত হইয়াও এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহার ভগিনীগণ তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন সতী তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া পিতার নিকটে গমন করিলেন। তখন দক্ষও তাঁহার পত্নী দেবীকে কহিলেন যে, তোমার আগমনে ভালই হইয়াছে। তখন সতী কহিলেন যে, হে পিতঃ! আমার আসাতে যদি ভাল হইয়াছে, তবে আমার এই ভগিনীগণের ন্যায় আমাকেও আপনি কেন আহ্বান করেন নাই? ৬৪—৭০।

দক্ষ কহিলেন, অয়ি মহাধন্যে কন্যে! অয়ি সর্ব্বমঙ্গলে! আমি যে তোমাকে আহ্বান করি নাই, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, সমস্ত দোষই আমার। আমি অতি অজ্ঞ যে, তোমাকে তাদৃশ পতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যদি জানিতাম যে, এ ব্যক্তি নিরীশ্বর হইয়া ঈশ্বর, তাহা হইলে কখনই সেই মায়াবীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতাম না। আমি তাহার শিব নামেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সে যে অশিবরূপী, তাহা আমি জানিতাম না। ৭১-৭৩। ব্রহ্মা আমার সম্মুখে ইহার বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি শঙ্কর, এ শম্ভু, এ পশুপতি, এ শিব, এ শ্রীকণ্ঠ, এ মহেশ্বর, এ সর্ব্বজ্ঞ, এ বৃষভধ্বজ, তুমি এই মহাদেবকে কন্যা প্রদান কর। তাই ব্রহ্মার বাক্যেই আমি তোমাকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানিতাম না যে, এ ব্যক্তি বিরূপাক্ষ, বৃষবাহন এবং বৃষভোজী। ৭৪-৭৬। জানিতাম না যে, এ ব্যক্তি শ্মশানবাসী, শূলী, কপর্দ্দী, সর্পভূষণ, মেষবাহন, কপালী, কলাঙ্কিতমৌলি, ধূলিধূসরাঙ্গ, কখন কৌপীন-ধারী, কখন নগ্ন, কখন বাতুলের ন্যায়, কখন চর্ম্মবাসা, কখন ভিক্ষুক, এবং বিরূপ ভূতগণ ইহার অনুচর। জানিতাম না যে, এ ব্যক্তি স্থাণু, উগ্র, তমোগুণ, রুদ্র, রৌদ্রপরীবার, মহাকালবপুঃ, নৃকরোটীপরিকর, জাতি ও গোত্রবিবর্জ্জিত, বিজ্ঞ ব্যক্তিও তাহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে না। হে সমস্তলয়শালিনি! তনয়ে! অধিক আর কি বলিব, কোথায় পাংশুলপটচ্ছন্ন, মহাশঙ্খবিভূষণ, সর্পভূষণ, জটিল, ডমরুহস্ত, চন্দ্রখণ্ডধারী, তাণ্ডবরুচি, সর্ব্বামঙ্গল বেষ্টিত সেই হর, আর কোথায়ই বা মঙ্গলালয় আমার এই যজ্ঞ, হে সর্ব্বমঙ্গলে! এই জন্যই আমি তোমাকে এ যজ্ঞে আহ্বান করি নাই। ৭৭-৮৪। দেখ, তোমার জন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই উৎকৃষ্ট বসন এবং অলঙ্কারনিচয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি এ সমস্ত গ্রহণ কর। এই মঙ্গলমূর্ত্তি দেবগণের মধ্যে সেই বিষমনেত্র শূলধারী,

কিরূপে থাকিবার উপযুক্ত হইবে? দক্ষের এই সমস্ত দারুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে সেই সাধ্বী বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৫—৮৭।

সতী কহিলেন, হে প্রভো! আপনি এত বলিলেন, কিন্তু আপনার কথা আমি কিছুই শুনি নাই, দুই একটী যাহা আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই বলিতেছি যে, আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞব্যক্তিও প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে না কোন্ ব্যক্তি সেই সদাশিবকে জানিতে পারে? আপনি তাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াও যখন অসম্বন্ধ-প্রলাপ বকিতেছেন, তখন আপনি পূর্ব্বেও প্রতারিত হইয়াছেন এবং এখনও প্রতারিতই হইতেছেন। ৮৮-৯০। তাঁহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, যদি তাঁহাকে তদ্রূপ বলিয়াই জানেন, তবে কেন তাঁহার হস্তে আমাকে প্রদান করিলেন? আপনি কেন, তাঁহাকে কেহই জানে না। অথবা আপনি যে তাঁহার হস্তে আমাকে প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আপনার বুদ্ধি কারণ নহে, হে তাত! একমাত্র আমার পুণ্য-গৌরবই ইহার কারণ। এতাদৃশবাক্যে আর প্রয়োজন নাই, আপনি এই শরীরের জনক, আমিও এই শরীরে পতির অনেক নিন্দা শ্রবণ করিলাম, অতএব এই শরীর পরিত্যাগ করাই ইহার প্রায়শ্চিত্ত। যে পর্য্যন্ত পতির কোনরূপ নিন্দা শ্রবণ করিতে না হয়, তদবধিই সতী স্ত্রীর জীবনধারণ করা উচিত। ৯১-৯৪। এই কথা বলিয়া সতী প্রাণরোধ করিয়া মহাদেবস্বরূপ প্রদীপ্ত-ক্রোধানলে দেহ-সমিধ হবন করিলেন। তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বৈবর্ণ্যপ্রাপ্ত হইলেন, আজ্যাহুতি প্রদানেও অগ্নি পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত হইলেন না, মন্ত্রসমূহের সামর্থ্যও কুণ্ঠিত হইল। মহান্ অনিষ্ট উপস্থিত হইল বলিয়া বহুতর ব্রাহ্মণ উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন পর্ব্বতান্দোলন-ক্ষমপ্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল, তাহাতে ক্ষণমধ্যেই যজ্ঞভূমি তৃণাদির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, অকালে বিদ্যুৎ-পাত হইয়া ভূমণ্ডলকে কম্পিত করিতে লাগিল, আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল, পিশাচগণ নৃত্য আরম্ভ করিল, গগনমার্গে গৃধ্রগণ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া মণ্ডলাকারে উড়িতে লাগিল, শিবাগণ অশিব চীৎকার আরম্ভ করিল, মেঘনিচয় রক্তবিন্দু-বর্ষণ করিতে লাগিল, ভূমি হইতে হৃৎকম্পন নির্ঘাত-শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, ভীষণ বেগে দিব্য আয়ুধনিচয় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, শৃগাল ও কুক্কুরগণ আসিয়া যজ্ঞ-দ্রব্যনিচয় দূষিত করিতে লাগিল, যজ্ঞ-মণ্ডপ-মধ্যে চকোর ও কাকনিচয় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই সেই সুন্দর যজ্ঞমণ্ডপ শ্মশানের ন্যায় হইল, যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থানেই স্থির রহিল। ৯৫-১০৪। তথাকার সমস্ত বস্তুই চিত্রন্যস্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল

এবং প্রত্যেকেরই শোভা বিনষ্ট হইল। চক্রধর প্রভৃতি সকলেই তথায় স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন, দক্ষও পরিবারগণের সহিত ম্লান-মুখে কোন প্রকারে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করাইতে লাগিলেন। ১০৫-১০৬।

একোনবতিতম অধ্যায়।

—*—

দক্ষেশ্বর-প্রাদুর্ভাব-কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! নারদ, দেবীর আগমনের পূর্ব্বেই দক্ষের যজ্ঞ-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন,। তিনি তথায় সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা জানাইবার জন্য পুনরায় মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। নারদ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহেশ্বর তর্জ্জনী-বিন্যাসপূর্ব্বক নন্দীর সহিত কোনরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন, তিনি সেই অবস্থাতেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তখন নন্দী তাঁহাকে আসন প্রদান করিলে তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া কিছু বৈলক্ষণ্য প্রকাশকরত মৌনভাবে রহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর, নারদের আকৃতি দর্শনে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তুমি কেন মৌন অবলম্বন করিলে? শরীরীগণের স্থিতিই ত উৎপত্তি ও প্রলয়বিশিষ্ট, কালক্রমে দিব্য শরীরও নষ্ট হইয়া যায়। ১-৪। সমস্ত দৃশ্য পদার্থই বিনশ্বর, বিশেষতঃ তাহা অনীশ্বর, অতএব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কাল কাহাকে না কবলিত করে? অভাবনীয় বিষয় কখনই উৎপন্ন হয় না এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহারও কখন অভাব হন না, ইহা বিবেচনা করিয়া বুধগণ কখনই মোহিত হন না। ৬-৭। মহেশ্বরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন যে, দেবদেব! যাহা বলিলেন যে "যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই হইয়াছে" ইহা যথার্থ, তাহার কোন সন্দেহ নাই, তথাপি একটী চিন্তা আমাকে বড় ক্লেশ দিতেছে। বস্তুতঃ আপনার কিছুই বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না, আপনি সততই অব্যয় ও পূর্ণ, সুতরাং আপনার আর হ্রাস বা বৃদ্ধি কোথায়? আমি ভাবিতেছি যে, ক্ষুদ্র সংসার অনীশ্বরভাবে কিরূপে অবস্থান করিবে, কারণ আজ হইতে কেহ আর আপনার পূজা করিবে

না। ৮-১১। যেহেতু প্রজাপতি দক্ষ আপনাকে যজ্ঞে আহ্বান করিলেন না, আজ তাঁহার দ্বারা অবজ্ঞাত দেখিয়া দেব, ঋষি বা মনুষ্যগণও আপনাকে অবজ্ঞা করিবে। যাহারা অবজ্ঞাত হয়, তাহাদের ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? অবজ্ঞাত লোকেরা কালকে জয় করিলেও বা ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও কি তাহাদের মর্য্যাদা থাকে? তাহাদের দীর্ঘ আয়ুঃ এবং বহুতর ধনেই বা কি হয়? যাহারা অভিমানী, তাহারা কখনও অবজ্ঞাত হয় না। অচেতন ব্যক্তিরও অবজ্ঞাত হইয়া জীবনধারণে কোন কীর্ত্তি নাই, স্ত্রীগণের মধ্যেও বরং অভিমান-ধনা সেই সতীও ধন্যা, যিনি আপনার নিন্দা শ্রবণ করিয়া, তৃণের ন্যায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মহেশ্বর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্যক্রূপে সতীর অভাব জানিতে পারিয়া কহিলেন। ১২-১৬। হে মুনে! সত্যই কি সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন? নারদ মহেশ্বরের এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন, তখন সর্ব্বসংহারক রুদ্র ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া অতীব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাঁহার সেই ক্রোধানল হইতে অতিশয় দীপ্তিশালী, কাল এবং মৃত্যুর ভয়প্রদ একটী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভুশুণ্ডী ধারণকরত মহেশ্বরকে প্রণতি করিয়া কহিল। ১৭-১৯। হে পিতঃ! আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন, আপনার আজ্ঞায় আমি ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করিতে পারি, এক চুমুকেই সপ্তসমুদ্র পান করিতে পারি, আপনার আজ্ঞা পাইলে রসাতল পাতালে এবং পাতালকে রসাতলে লইতে পারি, লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রকেও কেশাকর্ষণ করিয়া এস্থানে আনিতে পারি। বৈকুণ্ঠনাথও যদি ইহাতে ইন্দ্রের সহায় হন, তবে আপনার অনুমতি পাইলে আমি তাঁহাকেও পরাজিত করিতে পারি। দনুজ ও দৈত্যগণেরত কথাই নাই, তাহারা অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, তাহাদের মধ্যেও যদি কেহ উৎকট হয়, আমি তাহাকেও বিনষ্ট করিতে পারি। যুদ্ধে কালকে বন্ধন করিতে পারি এবং মৃত্যুরও মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারি। ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমপদার্থ আছে, আপনার অনুমতিক্রমে আমি ক্রুদ্ধ হইলে তন্মধ্যে কেহই রণাঙ্গনে আমার সম্মুখে স্থির থাকিবে না। এই ভূমণ্ডল আমার পদাঘাতপ্রাপ্তে রসাতলের সহিত বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে থাকে, আমি অনায়াসেই দোর্দণ্ডের আঘাতে এই কুলাচলসমূহকে চূর্ণ করিতে পারি। ২০-২৭। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, আপনি অনুমতি করুন, আপনার চরণ-কৃপায় কিছুই আমার অসাধ্য নাই, আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা সিদ্ধ বলিয়াই বিবেচনা করুন। মহেশ্বর তাহার এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া স্বীয় কার্য্যসিদ্ধি বলিয়াই বোধ করিলেন এবং আনন্দে

তাহাকে বলিলেন যে, হে ভদ্র! আমার গণসমূহের মধ্যে তুমিই মহাবীর, অদ্যাবধি তুমি বীরভদ্র নামে প্রথিত হও। ২৮-৩০। তুমি ত্বরায় আমার এই কার্য্য কর যে দক্ষের যজ্ঞটী নষ্ট কর, তথায় দক্ষের সহায় হইয়া যাহারা তোমার অবমাননা করিবে, হে পুত্র! তুমিও তাহাদের অবমাননা করিও। বীরভদ্র, মহেশ্বরের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহেশ্বর স্বীয় নিশ্বাস হইতে আরও শতকোটি গণ সৃষ্টি করিলেন, তাহারা বীরভদ্রের পার্শ্বে, অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতেও অধিক তেজঃশালী সেই গণসমূহের দ্বারা অম্বরতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই গণসমূহের মধ্যে কেহ কেহ গিরির শৃঙ্গাগ্র উৎপাটন করিয়া লইয়া, কেহ কেহ সমস্ত পর্ব্বত লইয়া, কেহ কেহ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ লইয়া দক্ষের যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত হইল। তথায় কেহ যূপ উৎপাটন, কেহ যজ্ঞ, কেহ যজ্ঞমণ্ডপ ধ্বংস করিতে লাগিল। কেহ শূলহস্তে কুণ্ডপূর্ণ যজ্ঞবেদীখননে প্রবৃত্ত হইল, কেহ হবিঃ ভক্ষণ, কেহ পৃষদাজ্য পান করিতে লাগিল। কতকগুলি মিলিয়া পর্ব্বতসন্নিভ অন্নরাশি ধ্বংস করিল, কেহ পায়স আহার, কেহ ক্ষীরপান, কেহ বা পক্বান্নভোজন করিতে লাগিল, কেহ কেহ যজ্ঞপাত্রসমূহ ধ্বংস করিতে লাগিল। কেহ শকট ভগ্ন করিল, কেহ কেহ বা পশুগণকে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ আনন্দে যজ্ঞীয় বস্ত্রসমূহ পরিধান করিতে লাগিল। কেহ কেহ পূর্ব্ব-বিন্যস্ত পর্ব্বতাকার রত্নরাশি গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ ভগদেবতাকে নেত্রহীন করিল, কেহ পূষার দন্তাবলী ভগ্ন করিল, কোন গণকে দেখিয়া যজ্ঞ-মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলাইতে লাগিলেন, সেই গণ দূর হইতেই চক্রের দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। ৩১-৪৪। কোন গণ, সরস্বতীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিল। কেহ অদিতির ওষ্ঠপুট চ্ছেদন করিল, কেহ অর্য্যমার বাহুদ্বয় উৎপাটন করিয়া দিল, কেহ বলপূর্ব্বক অগ্নির জিহ্বা উৎপাটিত করিল, কেহ বায়ুর বৃষণচ্ছেদ করিল, কেহ যমকে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে "যে ধর্ম্মে মহেশ্বর প্রথম পূজিত না হন, সেই ধর্ম্ম কে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কেহ কেশাকর্ষণ করিয়া নৈঋর্তকে উত্তোলন করিল এবং "তুমি অনীশ্বর হবিঃ ভোজন করিয়াছ" এই বলিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। কেহ কুবেরের পদদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে ঘুরাইতে লাগিল এবং তিনি যত আহুতি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা তাহা উদগীরণ করাইল। লোকগণের মধ্যে যে একাদশরুদ্র আছেন, প্রমথগণ রুদ্রনামধারী বলিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিল। ৪৫-৫০।

কেহ বরুণের উদর চিরিয়া ভুক্ত হবিঃ বাহির করিল। ইন্দ্র ময়ূরের রূপ ধারণ করত উড়িয়া গিয়া গিরির উপর বসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্ত কৌতুক দেখিতে লাগিলেন, প্রমথগণ ব্রাহ্মণসমূহকে নমস্কার করত "এস্থান হইতে যাও" এই কথা বলিতে লাগিল এবং অন্যান্য যাচকগণকে তথা হইতে দূর করিতে লাগিল। এইরূপে পূর্ব্বাগত প্রমথগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ প্রমথিত হইলে, বীরভদ্র প্রমথগণ পরি-বেষ্টিত হইয়া তথায় আগমন করত প্রমথগণ যজ্ঞভূমি শ্মশানের ন্যায় অতিশোচনীয় দশায় পরিণত করিয়াছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রমথগণ! দুর্ব্বৃত্ত নাস্তিকগণ কর্ত্তৃক সমারব্ধ এই ক্রিয়ানিচয়ের অবস্থা পরিদর্শন কর, ইহাদের মহেশ্বরে দ্বেষ কেন হইল ? যাহারা সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র সাক্ষীরূপ মহেশ্বরের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও এতাদৃশ গতি লাভ করিয়া থাকে। ৫১-৫৭। কোথায় সেই দুরাচার দক্ষ এবং কোথায়ই বা সেই যজ্ঞভোজী দেবগণ ? হে গণ-নিচয়! তোমরা সত্বর যাও, তাহাদের সকলকেই লইয়া আইস, বীরভদ্রের এই আজ্ঞা পাইয়া প্রমথগণ যেমন সত্বর ধাবিত হইবে, অমনি তাহারা সম্মুখে গদাধরকে দেখিতে পাইল। সেই প্রবলপরাক্রান্ত প্রমথগণ গদাধরের নিকট বাত্যাহত শুষ্ক তৃণের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বিষ্ণুর ভয়ে সেই প্রমথগণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া, বীরভদ্র কোপে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। ৫৮-৬১। এবং সম্মুখে দেখিলেন যে, বিষ্ণু দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য চতুর্ভুজ, চক্রী, গদা ও খড়্গধারী, শার্ঙ্গপাণি তাঁহার গণনিচয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া বীরভদ্র বিষ্ণুকে কহিতে লাগিলেন যে, তুমিই যজ্ঞপুরুষ এবং এই মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তক তুমিই নিজবলে মহেশ্বরের শত্রু, দক্ষের রক্ষাকর্ত্তা ; হয় দক্ষকে আনিয়া আমার নিকট সমর্পণ কর, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, আর দক্ষকে যদি আনিয়া না দেও, তবে যত্নপূর্ব্বক তুমিই উহাকে বন্ধন করিয়া রাখ। ৬২-৬৩। কারণ তুমিও ত মহেশ্বরের ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ। তুমিইত সহস্রপদ্মের একটী কম হওয়াতে নিজের নয়নকমল অর্পণ করিয়াছিলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তোমাকে সুদর্শন-চক্র প্রদান করিয়াছেন ; তাঁহার সাহায্যেই তুমি দৈত্যপতিগণকে জয় করিয়া আসিতেছ। ৬৪-৬৭। বিষ্ণু বীরভদ্রের এই সমস্ত তেজস্বী বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার বল জানিবার জন্য তাঁহাকে কহিলেন যে, তুমি মহেশ্বরের পুত্রতুল্য এবং গণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আবার প্রভুর আদেশ পাইয়া অতিশয়ই বলবান্ হইয়াছ ; তুমি যেই হও, আমি দক্ষকে রক্ষা করিব ইচ্ছা করিয়াছি, তোমার সামর্থ্য দেখিব যে, তুমি কি প্রকারে দক্ষকে হরণ

করিবে। বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, বীরভদ্র দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রমথগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রমথগণ রণে মত্ত হইয়া বিষ্ণুর পারিষদগণের অতিশয় দুর্দ্দশা করিল, তখন বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে প্রত্যেক্যের হৃদয়ে সহস্র সহস্র বাণ বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণাঘাতে ভিন্নহৃদয় প্রমথগণ রুধির বর্ষণকরত রণক্ষেত্রে বসন্তকালীন কিংশুক-কুসুমের শোভা প্রাপ্ত হইল। তাহারা তখন ক্ষরিতমদ মাতঙ্গনিচয় এবং ধাতুরাগস্রাবি পর্ব্বতনিচয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৬৮-৭৫। তখন বীরভদ্র হাস্যকরত বৈকুণ্ঠনাথকে কহিলেন যে, হে শার্ঙ্গধম্বন্! তুমি রণে বিশেষ নিপুণ, তাহা জানি; কিন্তু তুমি দৈত্যেন্দ্র ও দানবেন্দ্রগণের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছ, কখন প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ কর নাই। এই কথা বলিয়া বীরভদ্র হস্তে ভুশুণ্ডী গ্রহণ করিলেন এবং বিষ্ণুও দৈত্যেন্দ্র-গিরিচূর্ণকারিণী গদা উত্তোলন করিলেন। বীরভদ্র ভুশুণ্ডীর দ্বারা গদাধরকে আঘাত করিলেন, ভুশুণ্ডী বিষ্ণুর অঙ্গে আহত হইয়া শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন বাসুদেবও সেই প্রতাপান্বিত বীরভদ্রকে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন, বীরভদ্র সেই আঘাতে কিছুমাত্র বেদনাবোধ না করিয়া, খট্টাঙ্গ গ্রহণকরত গদাধরের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিয়া, তাঁহার হস্তস্থ গদা ভূমিতে নিক্ষেপ করাইলেন, তখন মধুরিপু কুপিত হইয়া বীরভদ্রের উপর চক্র নিক্ষেপ করিলেন; চক্র আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র মহেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বরকে স্মরণ করিবামাত্র সেই চক্র স্বল্প বক্র হইয়া বীরভদ্রের কণ্ঠদেশে লগ্ন হইয়া সুন্দর দৃশ্যতা লাভ করিল। বীরলক্ষ্মী কর্ত্তৃক বিজয়মাল্যে আবৃতের ন্যায় বীরভদ্র সেই চক্রের দ্বারা অতিশয় শোভিত হইলেন। ৭৬-৮৩। বিষ্ণু স্বীয় চক্রকে বীরভদ্রের কণ্ঠাভরণ হইতে দেখিয়া অল্প হাস্যকরত নন্দক গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্র হুঙ্কারের দ্বারা সিদ্ধগণের সমক্ষে বিষ্ণুর নন্দকবিশিষ্ট সেই হস্ত স্তম্ভিত করিলেন। এবং স্বয়ং শূল গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইয়া যেমন তাঁহাকে আঘাত করিতে যাইবেন, অমনি আকাশবাণী হইল যে "হে গণরাজ! তুমি নিবৃত্ত হও, এরূপ সাহস করিও না। বীরভদ্র এইরূপে নিবারিত হইয়া বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করত সত্বর দক্ষকে আক্রমণ করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বরের নিন্দক তোমাকে ধিক্! যাহার এতাদৃশ সম্পত্তি, দেবগণ যাহার সহায়, সে ব্যক্তি দক্ষ হইয়াও কেন ঈশ্বরের সহিত কর্ম্ম করে না। তুমি যে মুখে মহেশ্বরের নিন্দা করিয়াছ, আমি চপেটাঘাতে সেই মুখ উত্তমরূপে চূর্ণ করিতেছি। ৮৪-৮৯। এই কথা বলিয়া বীরভদ্র, দক্ষ যে মুখে মহেশ্বরের নিন্দা করিয়াছিলেন, চপেটাঘাতের দ্বারা সেই মুখ চূর্ণ করিয়া-

দিলেন। তদনন্তর যজ্ঞে সমাগত অদিতি প্রভৃতিরও তিনি কর্ণাদি ছেদন করিতে লাগিলেন। কাহারও বেণী ছিন্ন করিলেন, কাহারও হস্তচ্ছেদন করিলেন, কাহারও নাসিকাচ্ছেদন করিলেন, কাহারও বা নাসাপুট ছিন্ন করিলেন এবং কাহারও বা অঙ্গুলিচ্ছেদন করিলেন। যাহারা মহেশ্বরের নিন্দা করিয়াছিল এবং যাহারা তাহা শ্রবণ করিয়াছিল, বীরভদ্র তাহাদের সকলেরই জিহ্বা কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। ৯০-৯৪। যাহারা মহাদেবকে ছাড়িয়া হবির্গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের কতকগুলিকে গলে রজ্জুবদ্ধ করিয়া যূপকাষ্ঠে অধোমুখে লম্বিত করিলেন। চন্দ্র, ধর্ম্ম, ভৃগু, মরীচি প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইলেন; ইঁহারা সেই দুর্ব্বুদ্ধি দক্ষের জামাতা এই বলিয়া বীবভদ্র তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত কুম্ভ, যূপ, স্তম্ভ, মণ্ডপ, যজ্ঞপাত্র, হব্য, যজ্ঞসম্ভার, যজ্ঞপ্রবর্ত্তক, রক্ষঃপাল এবং মন্ত্রনিচয়কে নষ্ট করিলেন। এইরূপে দক্ষের অশিবসম্পদ, পরবঞ্চনায় অর্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় স্বল্পকালমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া গেল। সেই গণনাথ কর্ত্তৃক যজ্ঞের এতাদৃশ দশা হইলে, ব্রহ্মা বিধিলোপ-ভয়ে যে স্থানে শিবহীন যজ্ঞ হইয়াছিল, সেই স্থানে মহেশ্বরকে আনয়ন করিলেন। মহাদেব আগমন করিলে বীরভদ্র লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামমাত্র করিলেন এবং দেবদেব সমস্তই জানিতেছেন, ইহা ভাবিয়া কিছুই কহিলেন না। তখন সুর-জ্যেষ্ঠ মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে কৃপানিধে! এই দক্ষ অপরাধী হইলেও আপনি ইহার উপর প্রসন্ন হউন, হে শঙ্কর! আপনি সকলই পূর্ব্বের ন্যায় করুন, যাহাতে বৈদিক-ক্রিয়া পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়; আপনি তাহার আজ্ঞা করুন। হে শম্ভো! সেশ্বর-ক্রিয়াই সিদ্ধ হইয়া থাকে, হে পরমেশ্বর! ঈশ্বরহীন সমস্ত ক্রিয়াতেই এইরূপ সহস্র সহস্র বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ৯৫-১০৬। বিচার করিয়া দেখিলে এই দক্ষ আপনার পরম ভক্ত, এ ব্যক্তি অনীশ্বর কর্ম্ম করিয়া পরের দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়াছে। অন্য যে কেহ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে, তাহারও দক্ষের ন্যায়ই সেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না। ১০৭-১০৮। দক্ষের এই অবস্থা শুনিয়া আজ হইতে আর কুত্রাপি কেহই আপনাকে ছাড়িয়া কোন কর্ম্মই করিবে না। ব্রহ্মার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর ঈষৎ হাস্যকরত বীরভদ্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় কর। বীরভদ্রও মহেশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া দক্ষের বদন ব্যতিরেকে অন্যান্য সমস্তই পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহা তদ্রূপই করিলেন। তদনন্তর ঈশ্বরকে

যাহারা নিন্দা করে, তাহারা মূক এবং পশু হয়, এই জন্য বীরভদ্র দক্ষকে ছাগবক্ত্র করিলেন। ১০৯-১১২। তদনন্তর গার্হস্থ্য-বিচ্যুত মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় পারিষদগণের সহিত হিমালয়ে তপস্যা করিবার জন্য তথা হইতে গমন করিলেন। কোন আশ্রম অবলম্বন না করিয়া ক্ষণকালও অতিবাহিত করা উচিত নহে, অতএব সতত আশ্রমে থাকাই শ্রেয়ঃ, এই জন্যই সমস্ত তপস্যার ফলদাতা মহেশ্বরও পারিষদগণের সহিত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর গমন করিলে, ব্রহ্মা দক্ষকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তুমি যদি হরনিন্দাসমুদ্ভূত দুস্ত্যাজ পাপ ক্ষালন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বারাণসীতে গমন কর এবং মহাপাপবিনাশিনী সেই বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, তাহা হইলে মহেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেই এই চরাচর বিশ্বই তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবে, বারাণসীপুরী ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই তোমার পাপ যাইবে না। ১১৩-১১৮। মনস্বিগণ ব্রহ্মহত্যাদি-পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন কিন্তু হরনিন্দার কোন প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই, তথাপি তাহার উপায় একমাত্র কাশী, কাশীতে যাহারা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই সমস্ত ধর্ম্মের ফলভাগী হয় এবং পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষ ত্বরায় অবিমুক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় লিঙ্গ-স্থাপনপূর্ব্বক মহেশ্বরের আরাধনায় তৎপর হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্তে মহেশ্বর ব্যতীত জগতের কোন পদার্থই স্থানপ্রাপ্ত হইল না। ১১৯-১২২। দিবারাত্রি তিনি মহেশ্বরের স্তব, তাঁহার পূজা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহাকেই দর্শন করিতে লাগিলেন, এইরূপ তপস্যায় দক্ষের দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। যতদিন সতী উমারূপে হিমাচল-পত্নী মেনকার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত না হইলেন; ততদিন পর্য্যন্ত দক্ষ এইরূপ তপস্যায় লিঙ্গেরই আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী যখন পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইয়া কাশীতে আসিলেন, তখন দক্ষকে লিঙ্গার্চ্চনে রত দর্শন করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন যে, হে প্রভো! এ ব্যক্তি তপস্যায় অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন, হে কৃপানিধে! আপনি বরদান করিয়া এই প্রজাপতিকে কৃতার্থ করুন। অপর্ণা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহেশ্বর দক্ষকে কহিলেন যে, হে মহাভাগ! তোমার মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষ তাঁহাকে বহুতর প্রণতি এবং নানা প্রকার স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন হইতে দেখিয়া বলিলেন যে, যদি আমাকে বর দেন, তবে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার

চরণযুগলে আমার নির্ব্বন্ধ ভক্তি থাকুক। আর আমি যে আপনার এই মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, হে নাথ! আপনাকে সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিতে হইবে, হে কৃপানিধে! আমি যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তাহা আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট বরে আমার প্রয়োজন নাই। ১২৩-১৩২। দক্ষের এই প্রার্থনা শুনিয়া মহেশ্বর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া দক্ষকে বলিলেন যে, তোমার যাহা প্রার্থনা তাহাই হইবে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না, হে প্রজাপতে! আমি তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি যে দক্ষেশ্বরনামক এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, এই লিঙ্গের সেবা করিলে, আমি মানবগণের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিব, অতএব মানবগণ যেন এই লিঙ্গের পূজা করে। তুমিও এই লিঙ্গের পূজা-নিবন্ধন সকলের মান্য হইবে এবং দুই পরার্দ্ধ কাল পরে মোক্ষলাভ করিবে। মহেশ্বর এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন, দক্ষও পূর্ণমনোরথ হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ১৩৩-১৩৭।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই তোমাকে দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে জীবগণ শত অপরাধ হইতেও মুক্ত হয়। মানব এই পবিত্র দক্ষেশ্বর-সমুদ্ভব শ্রবণ করিলে, সে শত অপরাধী হইলেও কখন পাপ-সমূহে লিপ্ত হয় না। ১৩৮—১৩৯।

নবতিতম অধ্যায়।

—*—

পার্ব্বতীশ্বর বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ব্বতী-হৃদয়ানন্দ ষড়ানন! আপনি যাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই পার্ব্বতীশ-মহাদেবের উৎপত্তি-কথা আমার সন্নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১। স্কন্দ কহিলেন, অয়ি কুম্ভসম্ভব! শ্রবণ কর। কোন দিন হিমাচল-মহিষী মেনকা নিজ তনয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন যে “অয়ি পুত্রি! উমে! মদীয় জামাতা তোমারই এই মহেশ্বরের কোন্ দেশ, গৃহই বা কোথায়? ইহাঁর বন্ধুইবা কে? আমি দেখিতেছি যে, কোন স্থলে ইহার বসতি তাহা কোন ব্যক্তিই

বিদিত নহে”। ২-৩। জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণকরত গিরীন্দ্রতনয়া অতিশয় লজ্জিতা হইয়া পরে কোন উপযুক্ত সময়ে প্রণতিপূর্ব্বক ভগবান্ মহেশ্বরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, “হে হৃদয়েশ্বর! আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, অদ্যই শ্বশুর-গৃহে গমন করিব, এখানে আমি আর একদিনও বাস করিব না অতএব আপনি আমাকে নিজ গৃহে লইয়া চলুন”। ৪-৫। পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববিৎ মহেশ্বর সেই দিবসেই হিমালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ আনন্দ-কাননে লইয়া আসিলেন। ৬। পরমানন্দের হেতুভূত আনন্দকাননে আগমন পূর্ব্বক পার্ব্বতীদেবী পিতৃগৃহের সুখসম্পদ্ বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং পরমানন্দরূপিণী হইলেন। ৭। অনন্তর এক সময়ে গিরিজা মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে প্রভো! আপনার এই কাশীক্ষেত্রে কেন অবিরত আনন্দ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা আমার সমক্ষে কীর্ত্তন করুন। ৮। গৌরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পিনাকপাণি উত্তর করিলেন যে, অয়ি পার্ব্বতি! পঞ্চক্রোশ পরিমিত মুক্তিনিলয় এই কাশীক্ষেত্রে তিলপরিমিতও এমত একটী স্থান নাই; যথায় কোন লিঙ্গ বিদ্যমান নাই। অন্য কোন স্থানেও একটী শিবলিঙ্গ থাকিলে তাহার চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি আনন্দদায়িনী হইয়া থাকে। হে দেবি! এই পরমানন্দ-কারণ মদীয় আনন্দবনে পরমানন্দস্বরূপ অনন্ত লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এই স্থানে পরমানন্দ-প্রবাহ সর্ব্বদা প্রসৃত কেন না হইবে? হে পার্ব্বতি! চতুর্দ্দশলোকে যাহারা কৃতী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ নামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছেন। হে মহাদেবি! এই কাশীক্ষেত্রে যিনি একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গলের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে সহস্রবদন এবং অনন্তদেবও সমর্থ নহেন। হে গিরিজে! সেই সকল অনন্ত শিবলিঙ্গের অবস্থান প্রযুক্তই এই আনন্দকাননে সর্ব্বদা অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। ৯-১৫। মহেশ্বরের এই কথা শ্রবণানন্তর দেবী পার্ব্বতী পুনর্ব্বার তাঁহার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হে নাথ! মহাদেব! আপনি আমাকেও লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ প্রদান করুন, পতিব্রতা স্ত্রী পতির আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মঙ্গলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ পতির আজ্ঞা লইয়া তাদৃশ কর্ম্ম করিলে প্রলয়-কালেও তাহার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয় না। অতএব আপনি আজ্ঞা না দিলে আমি ইহাতে কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। ১৬-১৭। এই প্রকারে মহেশ্বরের প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দেবী পার্ব্বতী মহাদেবের

সন্নিকটেই একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮। সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়া মানবগণ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক হইতেও পরিত্রাণ পায় এবং তাহাদের আর সংসার-কারাগারেও প্রবেশ করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ১৯। হে মুনে! সেই লিঙ্গের সেবকসমূহের হিতকামনায় মহেশ্বর, সেই লিঙ্গে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ২০। কাশীতে বিদ্যমান পার্ব্বতীশ্বর নামক লিঙ্গকে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে, সেই ব্যক্তি দেহান্তে কাশীতে লিঙ্গরূপে প্রাদুর্ভূত হইবে। ২১। কাশীতে লিঙ্গত্ব প্রাপ্তির পরে সেই ব্যক্তি আমাতেই বিলীন হইতে পারিবে। চৈত্রমাসে শুক্লাতৃতীয়াতে পার্ব্বতীশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মানব ইহকালে সৌভাগ্য ও পরকালে উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যদি একবার ভক্তিসহকারে পার্ব্বতীশ্বর-লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না ও সে ইহলোকে পরম সৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। পার্ব্বতীশ্বর-লিঙ্গের নামমাত্রও গ্রহণ করিলে মানবের তৎক্ষণেই শতজন্মার্জ্জিত পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে মনুজশ্রেষ্ঠ, পার্ব্বতীশ্বর-লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, সেই মহামতি ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ ভোগ্যবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ২২—২৫।

একনবতিতম অধ্যায়।

গঙ্গেশ্বর-মহিমা।

স্কন্দ কহিলেন, হে অনঘ! হে মুনে! তোমার নিকটে আমি পার্ব্বতীশ্বরের মহিমা এই কীর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে গঙ্গেশ্বরের উৎপত্তি-কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১। এই গঙ্গেশ্বরের উৎপত্তি-কথা শ্রবণ করিলে যে কোন স্থানেই হউক না কেন মানব গঙ্গাস্নানের ফল-লাভ করিতে পারে। যে সময় গঙ্গা দিলীপ-তনয় ভগীরথের সহিত এই আনন্দকাননে আসিয়া চক্রপুষ্করিণী-তীর্থে মিলিতা হন, তৎকালে তিনি মহাদেবের পরিগ্রহনিবন্ধন অবিমুক্তক্ষেত্রের পরম মাহাত্ম্য অবগত হইয়া এবং কাশীতে শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার লোকোত্তর ফলের বিষয়ও স্মরণ করিয়া

বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে একটী মঙ্গলময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ২-৪। কাশীতে বিদ্যমান গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন অতীব দুর্লভ; দশহরা-তিথিতে যে ব্যক্তি গঙ্গেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, তাহার ক্ষণকালের মধ্যেই সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কলিকালে এই গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গ গুপ্তপ্রায় থাকিবেন। ৫-৬। সেই গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গকে দর্শন করিলে মানবগণ যে বহুতর পুণ্য-লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কাশীতে যে ব্যক্তি অতিদুর্লভ সেই গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন-লাভে সমর্থ হইবে, গঙ্গা যে তাহার প্রত্যক্ষীকৃত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কলিকালে সর্ব্বকলুষহারিণী গঙ্গাই সুদুর্লভা হইবেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্য! যাঁহার দর্শনমাত্রেই মানবগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; সেই গঙ্গেশ্বরলিঙ্গও কলিতে অতিশয় সুদুর্লভ হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ৭-৯। এই গঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব আর নরকে গমন করে না, বহুতর পুণ্যলাভ করিতে পারে ও ইহকালেই নিজ অভীষ্ট বস্তুলাভে সক্ষম হয়। ১০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

—*—

নর্ম্মদেশ্বরাখ্যান।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এক্ষণে তোমাকে আমি যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে মহাপাপ ক্ষয় হয়, সেই নর্ম্মদেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি। এই বরাহকল্পের প্রথমেই মুনিগণ মার্কণ্ডেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তাহা আপনি বলুন। ১—২।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, পৃথিবীতে বহুতরই নদী আছেন, তাঁহারা সকলেই পাপহারিণী এবং ধর্ম্মপ্রদায়িনী। সমস্ত নদীর মধ্যে যাঁহারা সমুদ্রগামিনী তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে আবার গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা এবং সরস্বতী এই চারিটী নদীই মহাশ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে গঙ্গা ঋগ্বেদের মূর্ত্তি, যমুনা যজুর্ব্বেদের মূর্ত্তি, নর্ম্মদা, সামবেদের মূর্ত্তি এবং সরস্বতী অথর্ব্ববেদের মূর্ত্তি। তন্মধ্যে

গঙ্গা আবার সমস্ত নদীর যোনি ও সমুদ্রের পূরণকর্ত্রী, কোন নদীই গঙ্গার সমতা লাভ করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালে রেবানদী বহুকাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিলে পরে, ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করিতে আসিলে, তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, হে প্রভো! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে গঙ্গার সমতা প্রদান করুন। তখন ব্রহ্মা হাস্য করিয়া নর্ম্মদাকে কহিলেন যে, জগতে অন্য কেহ যদি মহাদেবের সমতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য নদীও গঙ্গার সমতা লাভ করিতে পারেন, যদি অন্য কোন পুরুষ পুরুষোত্তমের তুল্য হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হইতে পারেন। ৩-১১। অন্য কোন নারী যদি গৌরীর সমান হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হইতে পারেন। যদি অন্য কোন পুরী কখন কাশীপুরীর সমান হয়, তবে অন্য নদীও গঙ্গার সমতা লাভ করিতে পারেন। নর্ম্মদা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার বর প্রত্যাখ্যানকরত বারাণসীতে গমন করিলেন। যত প্রকার পুণ্য-ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে কাশীতে লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা অন্য কোন ক্রিয়াই শ্রেয়স্কর নহে। অনন্তর নর্ম্মদা তথায় পিলিপিলা-তীর্থে ত্রিবিষ্টপের সন্নিকটে বিধিপূর্ব্বক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাতে মহেশ্বর তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, হে সুভগে! তোমার যাহা অভিরুচি, তুমি সেই বর প্রার্থনা কর। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরিদ্বরা রেবা তাঁহাকে কহিলেন যে, হে ধূর্জ্জটে! সামান্য বর লইয়া কি হইবে? আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার চরণযুগলে আমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক। মহেশ্বর রেবার এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন যে, হে সরিৎশ্রেষ্ঠে! তোমার যাহা প্রার্থনা, তাহাই হইবে, হে পুণ্য-নিলয়ে! আমি তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর, হে নর্ম্মদে! তোমার জলে যাবতীয় প্রস্তর আছে, আমার বরে তৎসমুদয়ই লিঙ্গরূপী হইবে, আমি তোমাকে আরও একটী বর প্রদান করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। বহুতর তপস্যা করিয়াও এই বরলাভ করা যায় না, গঙ্গা সদ্যঃ পাপহরণ করিয়া থাকেন, যমুনা এক সপ্তাহে পাপ হরণ করেন, সরস্বতী তিন দিনে পাপ হরণ করেন, কিন্তু হে রেবে! তুমি দর্শনমাত্রেই মানবগণের পাপ হরণ করিবে। ১২-১৩। হে নর্ম্মদে! আরও একটী বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার স্থাপিত নর্ম্মদেশ্বর নামক এই পবিত্র লিঙ্গ ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করিবেন। যাহারা এই লিঙ্গের ভক্ত, যম তাহাদিগকে দেখিয়া নিজ কল্যাণের জন্য নমস্কার করিবেন। কাশীতে অনেক লিঙ্গই আছেন, কিন্তু এই নর্ম্মদেশ্বর-মহাদেবের মহিমা অতি অদ্ভুত। মহেশ্বর এই কথা বলিয়া

সেই লিঙ্গ-মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। নর্ম্মদাও অদ্ভুত পবিত্রতা লাভ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বদেশে গমন করিয়া দর্শনমাত্রে মানবগণের পাপহরণ করিতে লাগিলেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণও মার্কণ্ডেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে নিজ নিজ হিতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ২৪-২৯।

স্কন্দ কহিলেন, মানব ভক্তি-সহকারে নর্ম্মদেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, পাপ-কঞ্চুক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। ৩০।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

—*—

সতীশ্বরাবির্ভাব-কথন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! এইত মহাকল্মষনাশন নর্ম্মদেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সতীশ্বরের উদ্ভব-বৃত্তান্ত বলুন। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণসম্ভূত! কাশীতে যে প্রকারে সতীশ্বর-লিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! পুরাকালে কোন সময়ে ব্রহ্মা অতিশয় তপস্যা করেন, তাঁহার সেই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়া কহিলেন যে, হে লোককৃৎ! তুমি বর প্রার্থনা কর। ২-৪।

ব্রহ্মা কহিলেন, যদি আপনি আমায় অভিলষিত বর প্রদান করেন, তবে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আমার পুত্র হউন এবং দেবী দক্ষের কন্যা হউন। মহেশ্বর ব্রহ্মার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য-সহকারে দেবীর মুখ নিরীক্ষণকরত ব্রহ্মাকে কহিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, হে পিতামহ! আমার অদেয় কি আছে? মহেশ্বর এই কথা বলিয়াই ব্রহ্মার ভালদেশ হইতে বালকরূপে আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই শিশুকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাকে পিতা পাইয়াও তুমি কেন মুহুর্মুহু রোদন করিতেছ? ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া সেই বালক উত্তর করিল যে, আমি নামের জন্য রোদন করিতেছি, হে পিতামহ! আমাকে নাম প্রদান করুন। তখন

সেই বালক রোদন করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মার নিকট "রুদ্র" এই নাম লাভ করিল। ৫—১০।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ঈশ্বর বালক হইয়া কেন রোদন করিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে, অতএব তাহার কারণ আপনি যদি কিছু জানেন, তবে তাহা আমাকে বলুন। ১১।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভ-সমুদ্ভব! আমি সর্ব্বজ্ঞের তনয় বলিয়া রোদনের কারণ কিছু কিছু জানি, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই সময়ে মহেশ্বর মনে মনে সত্যলোকাধিপতি চতুরাননের বুদ্ধি-বৈভবের বিষয় ভাবিতেছিলেন, তজ্জনিত আনন্দেই তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া বাষ্পরাশি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ১২-১৪। অগস্ত্য কহিলেন, মহেশ্বর ব্রহ্মার কি বুদ্ধি-বৈভব দর্শন করিয়াছিলেন যে, বাল্যকালেই তাঁহার আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। হে সর্ব্বজ্ঞানন্দবর্দ্ধন! ইহা আপনি আমাকে বলুন। অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তারকারি কহিলেন যে, হে মুনে! কুম্ভযোনে! দেবদেব মনে মনে ভাবিলেন যে, অপত্য ব্যতিরেকে পিতাকে আর কে উদ্ধার করিতে পারে? ব্রহ্মার এইত একটী প্রধান মনোরথ, দ্বিতীয় এই যে, স্মর্ত্তার জন্মহারী এই মহেশ্বর আমার সন্তান হইলে আমি কোন সময়ে ইঁহাকে দর্শন, কখন বা ইঁহার অঙ্গস্পর্শ কখন বা ইঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন এবং একত্র আহার করিতে পাইব। ১৫-১৯। যে ব্যক্তি বাক্য এবং মনেরও অগোচর, সে ব্যক্তি আমার পুত্র হইয়া আমায় কোন্ পদার্থ না প্রদান করিবে? যে ব্যক্তি একবার ইঁহাকে স্পর্শ বা আনন্দ-সহকারে দর্শন করে, সে আর জন্মগ্রহণ করে না এবং পরম আনন্দিত হয়। এই ব্যক্তি যদি কোন প্রকার আমার সন্তান হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অপরের সৌখ্যনিধান হইব। ২০-২২। সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর, নিশ্চয়ই বিধাতার মনের এতাদৃশ অভিলাষ জানিতে পারিয়া আনন্দবাষ্প-পরিপ্লুত-লোচনত্রয় ধারণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য, স্কন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ-লাভ করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণতি করত কহিলেন যে, হে সর্ব্বজ্ঞনন্দন! আপনার জয় হউক, আপনি সম্যক্‌রূপেই বিধাতা এবং শম্ভু এই উভয়েরই মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন, অতএব চৈতন্যস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ২৩-২৫। স্কন্দও শ্রোতার আনন্দ দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, হে অগস্ত্য! তুমি ধন্য এবং তুমিই যথার্থ শ্রবণ করিতে জান। তোমার নিকট আমি যে এত কথা বলিলাম, এ শ্রম আমার ব্যর্থ হয় নাই। অগস্ত্যকে এই কথা বলিয়া ষড়ানন আবার বলিতে লাগিলেন।

মহেশ্বর রুদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে, দেবীও দক্ষের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। দক্ষকন্যা সেই সতী কাশীতে আসিয়া তীব্র তপস্যাকরত স্বীয় সম্মুখেই লিঙ্গরূপে প্রাদুর্ভূত মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। তখন মহেশ্বর দেবীকে কহিলেন যে, হে মহাদেবি! তপস্যা করিবার আর প্রয়োজন নাই, তোমার নামে এই লিঙ্গ "সতীশ্বর" নামে বিখ্যাত হইবেন। হে দক্ষকন্যকে! এই স্থানে তোমার মনোরথ যেমন সফল হইল, তদ্রূপ এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে অন্য ব্যক্তিরও মনোরথ সফল হইবে। এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে কুমারী মনোভিলাষ অপেক্ষা উচ্চ পতি এবং কুমারও শ্রেষ্ঠ স্ত্রী লাভ করিবে। সতীশ্বরের অর্চ্চনা করিলে, যাহার যাহা কামনা আছে, তাহা নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে। সতীশ্বরের পূজা করিয়া যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিবে, তাহার সেই মনোরথ সত্বরই সফল হইবে। আজ হইতে অষ্টম দিবসে তোমার পিতা দক্ষপ্রজাপতি, তোমাকে আমায় সমর্পণ করিবেন, তাহাতেই তোমার মনোরথ সফল হইবে। মহেশ্বর ইহা বলিয়াই সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণীও স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। দক্ষও অষ্টম দিনে সেই সতীকে মহাদেবকে সম্প্রদান করিলেন। ২৬—৩৬।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এই কাশীতে এই প্রকারে সতীশ্বর-লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার স্মরণেও পরম সত্বগুণ লাভ করা যায়। রত্নেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সতীশ্বরকে দর্শন করিলে মানব তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। ৩৭—৩৮।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

অমৃতেশাদি-লিঙ্গ-প্রাদুর্ভাব কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! আমি তোমাকে অমৃতেশ্বর প্রভৃতি আরও অন্যান্য লিঙ্গের কথা বলিতেছি, যাঁহাদের নামেরও মুক্তি প্রদান করিবার সামর্থ্য আছে। পুরাকালে কাশীতে একজন সনারু নামে গৃহাশ্রমী ঋষি বাস করিতেন। তিনি সতত ব্রহ্মযজ্ঞে, অতিথি-সেবায় এবং লিঙ্গ-পূজায় নিরত থাকিতেন, এবং তীর্থে প্রতি-

গ্রহ করিতেন না। সেই ঋষির উপজঙ্ঘনি নামক একটী পুত্র ছিল, সেই ঋষি-কুমার কোন বনে গমন করিলে, তথায় তাহাকে সর্পে দংশন করে, তখন তাহার সমবয়স্ক ঋষিকুমারগণ তাহাকে আশ্রমে লইয়া আইসে। ১-৪। তখন তাহার পিতা সেই সনারু ঋষি, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগকরত সেই মৃত বালককে স্বর্গ-দ্বারের সন্নিকটে মহাশ্মশানে লইয়া যান। সেই শ্মশানে ভূগর্ভে গুপ্তভাবে শ্রীকলাকার একটী লিঙ্গ ছিলেন। ঋষি তথায় সেই শব রাখিয়া "সর্পদষ্ট ব্যক্তির কি প্রকারে সংস্কার হইবে" ইহা ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যেই সেই বালক জীবিত হইয়া সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় উত্থান করিল। ৫-৭। উপজঙ্ঘনিকে পুনরায় জীবিত দর্শন করিয়া তাহার পিতা অতিশয় বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন যে, ক্ষেত্রের বাহিরে সর্পাঘাতে গতাসু আমার এই তনয়ের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তির প্রতি হেতু কি? ইতিমধ্যেই কোথা হইতে একটী পিপীলিকা একটী মৃত পিপীলিকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই মৃত পিপীলিকাটীকে তথায় রাখিল। তথায় অবস্থিতিমাত্রেই সেই পিপীলিকা পুনরায় জীবনলাভ করিয়া, পিপীলিকার সহিত স্থানান্তরে, প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া সেই মুনি নিজ বালকের পুনর্জীবিত হইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুহস্তে তথাকার ভূমি খনন করিতে লাগিলেন, স্বল্পমাত্র খননের পরই তিনি তথায় একটী শ্রীকলাকার লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ৮-১২। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই অনাদি-লিঙ্গের পূজা করিয়া তাঁহার "অমৃতেশ্বর" এই সার্থক নামকরণ করিলেন। আনন্দ-কাননে এই লিঙ্গ স্পর্শ করিলে নিশ্চয়ই অমৃতত্ব-লাভ হয়। ১৩-১৪। অনন্তর সেই মুনি অমৃতেশ্বরের পূজা করিয়া সেই পুত্র সমভিব্যাহারে পুনরায় নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরায় জীবিত দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হে মুনীশ্বর! তদবধি সেই অমৃতেশ্বর-লিঙ্গ কাশীতে মানবগণের সিদ্ধি প্রদান করিতেছেন, কিন্তু কলিকালে পুনরায় তিনি গুপ্ত হইবেন। অমৃতেশ্বর-স্পর্শমাত্রে মৃত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করে এবং জীবিত ব্যক্তি তাঁহার স্পর্শমাত্রে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। ১৫-১৭। ভূমণ্ডলে কুত্রাপিও অমৃতেশ্বরের সমান কোন লিঙ্গ নাই, কলিকালে মহেশ্বর যত্ন-সহকারে সেই লিঙ্গকে গোপন করিয়া থাকেন। কাশীতে যাহারা অমৃতেশ্বরের নামমাত্র উচ্চারণ করে, তাহাদেরও কোন কালে কোন উপসর্গজনিত ভয় উপস্থিত হয় না। ১৮-১৯। হে মুনে! মোক্ষ-দ্বারের সন্নিকটে মোক্ষদ্বারেশ্বর-শিবের সম্মুখে করুণেশ্বর নামক আরও একটী মহালিঙ্গ আছেন। মহাকারুণিক সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে কাহাকেও কাশীক্ষেত্রের বাহিরে যাইতে হয় না। ২০-২১। মানব মণি-

কর্ণিকায় স্নান করিবে এবং করুণেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহা হইলে অনায়াসে ক্ষেত্রোপসর্গজনিত ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। মানব সোমবারে করুণা-(পুষ্প-বিশেষ) পুষ্পের দ্বারা করুণেশ্বরের পূজা করিয়া এক ভক্ত-ব্রত করিবে, সেই ব্রতে করুণেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া কখনই সেই ব্রতকারীকে ক্ষেত্র হইতে দূর করেন না, অতএব সকলেরই এই ব্রত করা উচিত। ২২-২৪। করুণাপুষ্পের ন্যায় তাহার ফল এবং পত্রের দ্বারাও করুণেশ্বরের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি করুণেশ্বর-লিঙ্গের সন্ধান জানে না, সে ব্যক্তি যেন "হে দেবেশ! আপনি প্রীত হউন" এই বলিয়া করুণাবৃক্ষেরও পূজা করে। যে দ্বিজ এক বৎসর এই সোমবার ব্রত করিবে, করুণেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কাশীতে যেন যত্নপূর্ব্বক মানবগণ করুণেশ্বরকে দর্শন করে। এই তোমায় আমি করুণেশ্বরের মহত্তর মহিমা বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে কাশীতে উপসর্গজনিত কোন ভয় হয় না। কাশীতে স্বর্গ-দ্বারেশ্বর ও মোক্ষ-দ্বারেশ্বর এই দুইটী লিঙ্গকে দর্শন করিলে মানব স্বর্গ ও মোক্ষ-লাভ করিয়া থাকে। ২৫-২৯। কাশীতে জ্যোতীরূপেশ্বর নামে আরও একটী লিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তাঁহার পূজা করিলে ভক্তগণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে। চক্রপুষ্করিণী-তীরে অবস্থিত জ্যোতিরূপেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব জ্যোতিরূপ লাভ করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ৩০-৩১। স্বর্গ হইতে ভাগীরথী যে দিন কাশীতে আগমন করিয়াছেন, তদবধি তিনি আনন্দের সহিত নিত্য সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পুরাকালে বিষ্ণু যখন এই স্থানে তপস্যা করেন, সেই সময় এই তেজস্বী লিঙ্গ স্বয়ংই এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই এই ক্ষেত্র অতি শুভ। যে ব্যক্তি দূরে অবস্থিত হইয়া চক্রপুষ্করিণীর তীরস্থিত জ্যোতিরূপেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারও অবিলম্বে সিদ্ধি-লাভ হয়। চতুর্দ্দশটী লিঙ্গের ন্যায় এই আটটী লিঙ্গ ও অতিশয় বীর্য্যশালী এবং কর্ম্মবীজের দাবানল-স্বরূপ। ৩২-৩৫। প্রণবেশ্বর প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী লিঙ্গের ন্যায় দক্ষেশ্বর প্রভৃতি আটটী লিঙ্গও অতি মহৎ এবং শৈলেশ্বর প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী লিঙ্গও ইহাঁদের সমান, এই ছত্রিশটী লিঙ্গই ক্ষেত্র-সংসিদ্ধির হেতু। এই ছত্রিশটী লিঙ্গ ছত্রিশটী তত্ত্বস্বরূপ, সদাশিব ইহাঁদের মধ্যেই অবস্থান করিয়া তারক-জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৮। এই ক্ষেত্রের লিঙ্গরূপী এই ছত্রিশটী তত্ত্ব, ইহাঁদিগের সেবা করিলে মানবের কখন দুর্গতি হয় না। হে মুনে! এই লিঙ্গসমূহই কাশীর রহস্য, ইহাঁদের প্রভাব-বলে এই ক্ষেত্রে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। হে মহামতে! এই সমুদয় লিঙ্গের অবস্থিতি-নিবন্ধনই কাশী মোক্ষক্ষেত্র হইয়াছে, যুগে যুগে এই

সমস্ত এবং অন্যান্য আরও সিদ্ধলিঙ্গনিচয় আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ৩৯-৪১। মহেশ্বরের এই আনন্দ-কানন অনাদিক্ষেত্র, এখানে যাহারা অবস্থান করে, তাহারা মুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানেই যোগসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, ব্রতসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি আছে। আর অণিমাদি অষ্ট প্রকার যোগসিদ্ধি আছে, শম্ভুর এই আনন্দ-কানন সেই অষ্টবিধ সিদ্ধিরই জন্মভূমি। ৪২-৪৪। এই আনন্দ-কানন নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর আবাসস্থল, পুণ্যবলে একবার এই আনন্দ-কাননকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার-ভীরু ব্যক্তি যেন ইহাকে পরিত্যাগ না করে। বারাণসীকে লাভ করাই মহালাভ, মহৎ তপস্যা এবং মহৎ পুণ্য। যে কোন স্থানে হউক, একদিন জীবের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, তৎপরে সে ব্যক্তি নিজকর্ম্মানুসারে অবশ্যই শুভ বা অশুভ গতি লাভ করিবে। ৪৫-৪৭। অতএব মৃত্যুকেও তৎপরে কর্ম্মানুরূপ গতিকে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া জীব অবশ্য সর্ব্বকর্ম্মনিবারিণী কাশীর সেবা করিবে। ক্ষণকালস্থায়ী মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যাহারা কাশীর সেবা না করে, সেই সমস্ত মন্দবুদ্ধি প্রাণিগণ নিশ্চয়ই দৈব-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্মও দুর্লভ এবং কাশীপুরীও দুর্লভ, একত্র এই উভয়ের মিলনে নিঃসন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়। ৪৮-৫০। কাশীতে যে শ্রেষ্ঠ মোক্ষ-লাভ হয়, এ জগতে তাদৃশ তপস্যা বা যোগ কোথায়; যাহার দ্বারা তাদৃশ মুক্তি-লাভ করা যাইতে পারে। আমি পুনঃপুনঃ সত্য বলিতেছি যে, মুক্তির জন্য ভূমণ্ডলে কাশীর সদৃশ আর কোন পুরী নাই। এস্থানে স্বয়ং মহেশ্বর মুক্তিদাতা এবং উত্তরবাহিনী গঙ্গাও জীবগণের মুক্তির জন্য এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, অতএব আনন্দ-কাননেই মুক্তি, তদ্ভিন্ন আর কুত্রাপিও মুক্তি নাই। একমাত্র বিশ্বনাথই মুক্তিদাতা, তিনিই জীবকে কাশীপ্রাপ্ত করাইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সাযুজ্য-মুক্তি এই স্থানেই লাভ হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য স্থানে সান্নিধ্যাদি মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও আবার তথায় সুলভ নহে, কিন্তু কাশীতে অনায়াসেই সাযুজ্য-মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে। ৫১—৫৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভবিষ্যতে যে মহৎ বাক্য বলিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ করিয়াছেন, আমি সেই ভবিষ্য-বাক্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৬।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ব্যাসদেবের ভুজ-স্তম্ভ-কথন।

ব্যাস কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে সূত! আমার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অগস্ত্যের নিকট স্কন্দ যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ মৈত্রাবরুণে! মুনিবর পরাশর-নন্দন যে প্রকারে মোহপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই মহামতি ব্যাস বেদসমূহকে নানা শাখায় বিভক্ত করিয়া, সূত প্রভৃতিকে অষ্টাদশপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়া সর্ব্বলোক মনোহর, সর্ব্বপাপপ্রণাশন এবং সর্ব্বশান্তিকর ও শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের রহস্যময় মহাভারত নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিবা-মাত্র ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। ২-৫। সেই মুনিবর একদা পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে, যথায় শৌনক প্রভৃতি অষ্টাশীতিসহস্র তপোধনগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই তপোধনগণের ভালদেশ বিভূতির দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রিত, তাঁহাদের গলে রুদ্রাক্ষমালা, তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিয়া আছেন এবং সকলেই রুদ্র-সূক্তজপপ্রিয়, লিঙ্গারাধন-নিরত ও শিবনামে কৃতাদর, আর তাঁহারা নিশ্চিন্তচিত্তে "একমাত্র বিশ্বেশ্বর ব্যতীত আর কেহই মুক্তিদাতা নহেন" এই কথা বলিতেছেন। মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদের সকলকেই শিবভক্ত দর্শন করিয়া, তর্জ্জনী উত্তোলনকরত উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, "সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া বারম্বার নিশ্চয়রূপে ইহাই জানা গিয়াছে যে, একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরিই সেবনীয়। ৬-১১। বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও ভারত, সর্ব্বত্র, আদি, মধ্য ও অন্তে একমাত্র হরিই বিজ্ঞেয়। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি যে, বেদ হইতে অতিরিক্ত কোন শাস্ত্র নাই এবং ভগবান্ অচ্যুত হইতে অতিরিক্ত কোন দেব নাই, লক্ষ্মীশ্বর ব্যতিরিক্ত আর কেহ সর্ব্বদ নাই এবং সেই লক্ষ্মীশ্বরই অপবর্গ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব সেই একমাত্র লক্ষ্মীশ্বরই ধ্যেয়, তিনি ভিন্ন অপর কেহই ধ্যেয় নহেন। ১২-১৪। জনার্দ্দন ভিন্ন কেহই এ জগতে ভোগ বা মোক্ষ দান করিতে পারেন না, অতএব যাহারা সুখাভিলাষী, তাহাদের তাঁহারই সেবা করা উচিত। যে সমস্ত অল্পবুদ্ধি মানবগণ কেশব ভিন্ন অন্য দেবতার সেবা

করে, তাহারা পুনঃপুনঃ গহন সংসার-চক্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। একমাত্র পরাৎপর হৃষীকেশই সকলের ঈশ্বর, যে ব্যক্তি তাঁহার সেবা করে, সে ত্রিভুবনের সেবনীয় হইয়া থাকে। ১৫-১৭। একমাত্র বিষ্ণুই ধর্ম্মপ্রদ, একমাত্র হরিই অর্থপ্রদ, একমাত্র চক্রীই কামপ্রদ এবং একমাত্র অচ্যুতই মোক্ষপ্রদ। যাহারা সেই শার্ঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সাধুগণ তাহাদিগকে বেদহীন ব্রাহ্মণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন।" ব্যাসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যবাসী সেই ঋষিগণ কম্পান্বিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। ১৮—২০।

ঋষিগণ কহিলেন, হে মুনে পারাশর্য্য! আপনি আমাদের সকলেরই মাননীয়, কারণ আপনি বেদসমূহ বিভাগ করিয়াছেন, অষ্টাদশপুরাণ অবগত আছেন, এবং যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিনিশ্চায়ক, সেই মহাভারতের আপনি কর্ত্তা। ২১-২২। হে সত্যবতী-সুত! এস্থানে কেহই আপনার অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ নাই, কিন্তু আপনি তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া যে কথা বলিলেন, ইহাঁরা কেহই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। এস্থানে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহা বলিলেন, মহেশ্বরের আনন্দকাননে যাইয়া যদি আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার বাক্যে আমাদের শ্রদ্ধা হয়। অতএব যেখানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন, যথায় যুগধর্ম্ম নাই এবং পৃথিবী যাঁহার সহিত সংলগ্না নহে, আপনি সেই বারাণসীতে গমন করুন। ২৩-২৬। মহর্ষি ব্যাস ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণে অন্তরে কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া স্বীয় দশসহস্র শিষ্যের সহিত কাশীতে গমন করিলেন। ব্যাস, বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া পঞ্চনদে স্নানকরত বিন্দুমাধবের পূজা করিয়া, পাদোদক-তীর্থে গমন করিলেন। তিনি তথায় স্নানাদিকরত আদিকেশবকে দর্শন করিয়া, পঞ্চরাত্র-বিধানে কেশবাদির পূজাকরত শঙ্খ-ধ্বনিতে প্রমোদিত ও বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, "হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! গোবিন্দ! মধুসূদন! অচ্যুত! অনন্ত! বৈকুণ্ঠ! মাধব! উপেন্দ্র! কেশব! ত্রিবিক্রম! গদাপাণে! শার্ঙ্গপাণে! জনার্দ্দন! শ্রীবৎসবক্ষঃ! শ্রীকান্ত! পীতাম্বর! মুরান্তক! কৈটভারে! বলিধ্বংসিন্! কংসারে! কেশিসূদন! নারায়ণ! অসুররিপো! কৃষ্ণ! শৌরে! চতুর্ভুজ! দেবকীহৃদয়ানন্দ! যশোদানন্দবর্দ্ধন! পুণ্ডরীকাক্ষ! দৈত্যারে! দামোদর! বলপ্রিয়! বলারাতিস্তুত! হরে! বাসুদেব! বসুপ্রদ! বিষ্বক্‌সেন! তার্ক্ষ্যরথ! বনমালিন্! নরোত্তম! অধোক্ষজ! ক্ষমাধার! পদ্মনাভ! জলেশয়! নৃসিংহ! যজ্ঞবরাহ! গোপ! গোপালবল্লভ! গোপীপতে! গুণাতীত! গরুড়ধ্বজ! গোত্রভূৎ! চানুরমথন! ত্রৈলোক্যরক্ষণ!

অনাদ্য! আনন্দ! নীলোৎপলত্বতে! কৌস্তুভোদ্ভূষিতোরস্ক! পূতনাধাতু-শোষণ! আপনি বারম্বার বিজয়ী হউন। হে জগদ্রক্ষামণে! নরকহারক! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, হে সহস্রশীর্ষপুরুষ! হে পুরুহূতসুখপ্রদ! যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইবে তৎসমুদয়ের মধ্যে একমাত্র আপনিই বিরাজমান"। এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করিতে করিতে ব্যাসদেব পরমানন্দে নৃত্য-সহকারে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তুলসীমালাধারী ব্যাস মহাভাগবতগণের সহিত জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া, স্বয়ংই তালধর, স্বয়ংই নর্ত্তক, স্বয়ংই বেণুবাদজ্ঞ এবং স্বয়ংই শ্রুতিধর হইলেন। এইরূপে শিষ্যগণ পরিবৃত মহর্ষি ব্যাস, নৃত্য সমাপন করিয়া দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলনকরত উচ্চৈঃস্বরে "বারম্বার সমস্ত শাস্ত্র-বিচারে নিশ্চিত ইহাই জানা গিয়াছে যে, একমাত্র সর্ব্বেশ্বর হরিই সেবনীয়" ইত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞাত শ্লোকনিচয় পাঠ করিতেছেন, ইতিমধ্যে নন্দী আসিয়া তাঁহার সেই হস্ত স্তম্ভন করিলেন। হে মুনে! সেই সময়ে ব্যাসের বাক্যও স্তম্ভিত হইল। ২৭-৪৭। তখন বিষ্ণু গুপ্তভাবে আসিয়া কহিলেন যে, হে ব্যাস! তুমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছ, তোমার এই অপরাধে আমারও অতিশয় ভীতি হইতেছে। এ জগতে একমাত্র বিশ্বেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, তাঁহারই কৃপায় আমি চক্রী এবং তাঁহারই প্রভাবে আমি লক্ষ্মীশ্বর, তিনিই আমাকে ত্রিভুবন রক্ষার সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত বলিয়াই আমি তাঁহার বরে পরম ঐশ্বর্য্য-লাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যদি আমার শুভ ইচ্ছা কর, তবে সেই মহেশ্বরেরই স্তব কর। অন্যত্রও তুমি কখন এরূপ বুদ্ধি করিও না। বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস ঈঙ্গিতের দ্বারা জানাইলেন যে, নন্দী দৃষ্টিমাত্রেই আমার হস্ত স্তম্ভন করিয়াছেন এবং তাঁহারই ভয়ে আমার বাক্য পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার কণ্ঠ স্পর্শ করুন, যাহাতে আমি মহেশ্বরের স্তব করিতে সমর্থ হই। ব্যাসের এই বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবেই তাঁহার কণ্ঠস্পর্শ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর উদারবুদ্ধি ব্যাস সেইরূপ স্তব্ধহস্তে মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৮-৫৫।

ব্যাস কহিলেন, এ জগতে একমাত্র রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, সেই রুদ্রই একমাত্র ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, যদি কেহ থাকেন, তিনি কে এবং কোথায়? আর তিনি কাহারই বা শক্তি, তাহা আমার সম্মুখে বলুন। ক্ষীরসমুদ্র হইতে মন্দরাঘাতে যে ভয়ঙ্কর কালকূট উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহার তেজে বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, মহেশ্বর ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি সেই বিষ সহ্য করিতে পারিয়াছে?

শ্রীপতি যাঁহার বাণ, ব্রহ্মা যাঁহার যন্তা, সমস্ত পৃথিবী যাঁহার রথ, বেদনিচয় যাঁহার বাহ হইয়াছিল এবং যিনি বাণপাতে ত্রিপুরস্থ যাবতীয় গ্রাম দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহেশ্বরের সমান কে? যে ব্যক্তি পুষ্পময় বাণের দ্বারা সমস্ত ভুবনকে জয় করে, সেই কন্দর্পও দেবগণের সমক্ষে যাঁহার দৃষ্টিপাতেই ভস্ম হইয়াছিল, সেই কামবিজয়ী মহেশ্বর ভিন্ন আর কে স্তুতিযোগ্য? বেদনিচয়, বিষ্ণু, বিধাতা, মন এবং বাণীও যাঁহাকে জানিতে পারেন না। মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি কিপ্রকারে সেই দেবদেব বিশ্বনাথকে যথার্থরূপে জানিতে পারিবে? ৫৬-৬০। সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে এবং যিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন, যিনি জগতের কর্ত্তা, রক্ষিতা এবং প্রলয়কর্ত্তা, যিনি সকলের আদি, যাঁহার আদি বা অন্ত নাই এবং যিনি অন্তকৃৎ, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার একটী নাম বাজি-মেধের তুল্য, যাঁহাকে একটী প্রণতি করিতে পারিলে, ইন্দ্র-সম্পদও তুচ্ছবোধ হয়, যাঁহার স্তুতিতে সত্যলোক প্রাপ্তি হয় এবং যাঁহার পূজায় মোক্ষ-লক্ষ্মী অদূরে অবস্থিতা হন, আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি। আমি মহেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেবকে জানি না, শম্ভু ভিন্ন অন্য কোন দেবের স্তব করি না এবং ত্রিলোচন ভিন্ন অন্য কোন দেবকে প্রণতিও করি না, ইহা আমি সত্য বলিতেছি। ৬১-৬৩। মহর্ষি ব্যাস, মহেশ্বরের এই স্তুতি করিতেছেন ইতিমধ্যে মহেশ্বরের দৃক্‌-প্রসাদে নন্দী তাঁহার হস্ত-স্তম্ভ নিরাকরণকরত ঈষৎ হাস্য-সহকারে "ব্রাহ্মণ-গণকে নমস্কার" ইহা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ৬৪।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন, "হে ব্যাস! তোমার দ্বারা পরিকীর্ত্তিত এই মহাপবিত্র স্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, মহেশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইবেন। দুঃস্বপ্ন-প্রশমন এবং শিব-সান্নিধ্যকারক এই ব্যাসাষ্টক-স্তোত্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। যে ব্যক্তি মাতৃহা, পিতৃহা, গোঘ্ন, বালঘ্ন, সুরাপায়ী বা স্বর্ণাপহারী; সে এই স্তব পাঠ করিলে নিষ্পাপ হয়। ৬৫-৬৭।

স্কন্দ কহিলেন, মহর্ষি ব্যাস তদবধি শিবভক্ত হইলেন, তিনি ঘণ্টা-কর্ণ-হ্রদের সম্মুখে ব্যাসেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপনকরত, বিভূতিভূষিত ও রুদ্রাক্ষধারী হইয়া রুদ্র-সূক্তের দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই দিন হইতে নির্ব্বাণপদদায়ী এই ক্ষেত্রের তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাসকরত অদ্যাপিও কাশী পরিত্যাগ করেন নাই। মানব ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে স্নান করিয়া ব্যাসেশ্বরকে দর্শন করিয়া অন্য স্থানে মরিলেও কাশীমৃত্যুর ফললাভ করে। ৬৮-৭১। মানব কাশীতে ব্যাসেশ্বরের পূজা করিলে কখন জ্ঞান হইতে বিচ্যুত বা পাপে অভিভূত হয় না।

যাহারা ব্যাসেশ্বরের ভক্ত, তাহারা কখন কলিকালে পাপ বা ক্ষেত্রোপসর্গজনিত ভয়প্রাপ্ত হয় না। কাশীবাসি-ব্যক্তিগণ ক্ষেত্রপাতক হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক যেন অবশ্য ব্যাসেশ্বরকে দর্শন করে। ৭২—৭৪।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

—*—

ব্যাসদেবের শাপ-বিমোক্ষণ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! ব্যাস যদি শিবভক্ত, ক্ষেত্র-রহস্যজ্ঞ, এবং ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারী হন, তবে তিনি মহেশ্বরের তাদৃশ-প্রভাবজ্ঞ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও বারাণসীকে কেন শাপ প্রদান করিলেন? ১-২।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! তুমি সত্যই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি ব্যাসের ভবিষ্য-চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদবধি নন্দী ব্যাসের হস্ত-স্তম্ভন করিয়াছিলেন, তদবধি সেই মহর্ষি পরমাদরে মহেশ্বরেরই স্তব করিতেন। ৩-৪। এবং "কাশীতে বহুতর তীর্থ ও শিবলিঙ্গ থাকিলেও বিশ্বেশ্বরেরই সেবা এবং মণিকর্ণিকাতেই স্নান করা উচিত, কারণ সমস্ত লিঙ্গমধ্যে একমাত্র বিশ্বেশ্বর এবং সমস্ত তীর্থমধ্যে একমাত্র মণিকর্ণিকাই শ্রেষ্ঠ।" এই কথা বলিতেন এবং সেই উভয়কেই বহুমান্য করিতেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করিয়া অন্যান্য বাগ্‌জাল পরিত্যাগকরত মুক্তি-মণ্ডপে বসিয়া মহেশ্বরের মহিমা খ্যাপন করিতেন। প্রত্যহ পরমানন্দে শিষ্যগণের নিকট ক্ষেত্রের পরমমহিমা ব্যাখ্যা করিতেন যে, "এই ক্ষেত্রে যাহা কিছু শুভ বা অশুভ কার্য্য করা যায়, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় না, অতএব এস্থানে শ্রেয়ঃকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। ৫-৯। যে সমস্ত কৃতি ব্যক্তি এই স্থানে ক্ষেত্র-সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, যাবজ্জীবন তাহাদের মণিকর্ণিকা ত্যাগ করা উচিত নহে, প্রত্যহ চক্রপুষ্করিণীতে স্নান করিবে এবং প্রত্যহ পুষ্প, বিল্বপত্র, ফল ও জলের দ্বারা বিশ্বেশ্বরের পূজা করিবে। ১০-১১। কদাপি স্বল্পমাত্রও স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত পুনঃপুনঃ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, প্রতিদিন গোপনভাবে স্বীয় শক্তি অনুসারে দান

করিবে, প্রত্যহ বিঘ্ন-শান্তির জন্য যথাশক্তি অন্নও দান করিবে, এস্থানে সর্ব্বদা পরের উপকার করিবে, পর্ব্ব-দিনে কিছু বিশেষরূপে স্নান ও দানাদি-ক্রিয়া করিবে এবং মহোৎসব-সহকারে বিশেষ পূজাও করিবে। তিথিবিশেষে বিদিত-সমস্তযাত্রাই করিবে ও ক্ষেত্রদেবতাগণের পূজা করিবে। ১২-১৫। এই ক্ষেত্রে কাহারও মর্ম্মকথা বলিবে না এবং পরদার, পরদ্রব্য ও পরাপকার পরিত্যাগ করিবে। কখন পরের অপবাদ বলিবে না, পরের ঈর্ষা করিবে না, প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও মিথ্যা কথা বলিবে না। কিন্তু অত্রস্থ জন্তুরক্ষার জন্য মিথ্যা কথাও বলিতে পারিবে, শুভ বা অশুভ যে কোন প্রকারেই হউক, যত্নপূর্ব্বক এস্থানস্থ জীবের রক্ষাবিধান করিবে। ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলে যে পুণ্য-লাভ হয়, এই কাশীতে একটীমাত্র প্রাণীকে রক্ষা করিলে নিঃসন্দেহ সেই পুণ্য-লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া কাশীতে বাস করেন, তাঁহাদিগকেই রুদ্র ও জীবন্মুক্ত বিবেচনা করা উচিত। ১৬-২০। যত্ন-সহকারে তাঁহাদেরই পূজা, তাঁহাদিগকে নমস্কার ও সন্তুষ্ট করা উচিত, কারণ তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মানব কাশীতে বাস করেন, বিশ্বেশ্বরের তুষ্টির জন্য সাধুব্যক্তিগণ দূরে অবস্থিত হইয়াও তাঁহাদের যোগ-ক্ষেমবিধান করিবেন। ২১-২২। যাঁহারা এস্থানে বাস করিবেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের প্রসর রোধকরত মনেরও চাপল্য-নিবারণে যত্ন করিবেন। সুধী ব্যক্তি কখন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা বা মোক্ষের অভিলাষ কিম্বা শরীর-শোষণের কোন উপায়ানুষ্ঠান করিবেন না। ২৩-২৪। ব্রত ও স্নানাদি সিদ্ধির জন্য এস্থানে সতত শরীরের সুস্থতা এবং মহাফলসিদ্ধির জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করিবে। মহাশ্রেয়ো-বৃদ্ধির জন্য এস্থানে যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে, কখন আত্মত্যাগের কল্পনাও করিবে না। ২৫-২৬। কাশীতে একদিনে যে শ্রেয়-লাভ হয়, অন্যত্র শতবর্ষেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্থানান্তরে যাবজ্জীবন-যোগাভ্যাসে যাহা অর্জ্জিত হয়, বারাণসীতে একবারমাত্র প্রাণায়াম করিলে তাহা লাভ করা যায়। ২৭-২৮। যাবজ্জীবন সমস্ত-তীর্থে স্নান করিয়া যাহা অর্জ্জিত হয়, আনন্দবনে মণিকর্ণিকায় একবারমাত্র স্নান করিলেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাবজ্জীবন সমস্ত লিঙ্গের পূজা করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একবার-মাত্র বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলে সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ২৯-৩০। সহস্র-জন্মে যে নির্ম্মল পুণ্য অর্জ্জন করা যায় সেই পুণ্যেরই বিনিময়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন ঘটিয়া থাকে। বিধি-সহকারে কোটিসংখ্যক ধেনু দান করিলে যে পুণ্য হয়, একবার বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ৩১-৩২। মহর্ষিগণ

ষোড়শ প্রকার মহাদানের যে পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিশ্বেশ্বরে পুষ্প প্রদান করিলে, মানবগণ সেই পুণ্যলাভ করে। অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞনিচয়ের অনুষ্ঠানে যে পুণ্যলাভ হয়, পঞ্চামৃতের দ্বারা বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইলে, সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ২৩-৩৪। সম্যক্‌প্রকারে সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, বিশ্বেশ্বরে একমাত্র মহার্হ নৈবেদ্য প্রদানে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ধ্বজা, ছত্র এবং চামর প্রদান করে, সে পৃথিবীতে একচ্ছত্র-রাজ্যলাভ করিয়া থাকে। ৩৫-৩৬। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে উৎকৃষ্ট পূজোপকরণ প্রদান করে, এ জগতে সম্পত্তিসম্ভার কখনই সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের জন্য সর্ব্বর্তু-কুসুমশালী পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, তাহার গৃহাঙ্গনে কল্পবৃক্ষনিচয় সুশীতল ছায়া বিস্তার করিয়া থাকে। ৩৭-৩৮। যে ব্যক্তি দুগ্ধের দ্বারা স্নপনের জন্য বিশ্বেশ্বরে ধেনু অর্পণ করে, তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ক্ষীর-সমুদ্রের তটে বাস করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বরের রাজভবনে যে ব্যক্তি চূর্ণলেপ বা চিত্র করায়, কৈলাসে তাহার বিচিত্র ভবন হইয়া থাকে। ৩৯-৪০। এই ক্ষেত্রে যতি, ব্রাহ্মণ এবং শৈবগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করাইবে, তাহাতে এক একটীতে কোটি-ভোজ্যের ফল-লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এস্থানে তপস্যা করিবে, দান করিবে এবং স্নান, হোম ও জপাদির দ্বারা সতত বিশ্বনাথকে সন্তুষ্ট করিবে। অন্য স্থানে কোটি-জপে যে ফললাভ হয়, এস্থানে অষ্টোত্তরশত-জপেই সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ৪১-৪৩। অন্য স্থানে কোটি-হোমে যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই আনন্দকাননে অষ্টোত্তরশত-হোমেই সেই ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সন্নিকটে রুদ্র-সূক্ত জপ করে, সে ব্যক্তি সমস্ত বেদ-পারায়ণের ফললাভ করে। ৪৪-৪৫। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের চিন্তা করে, তাহার যে কি পুণ্য হয়, তাহা আমিও জানি না। কাশীতে নিত্য বাস করিবে, সর্ব্বদা উত্তরবাহিনীর সেবা করিবে এবং ঘোর আপদ উপস্থিত হইলেও কখন কাশী পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু এস্থানে বিশ্বনাথ সমস্ত বিপদ্ হইতেই রক্ষা করিয়া থাকেন। ৪৬-৪৭। কাশীতে কর্ম্ম করিলে মহৎ ফল-লাভ হয়, এই জন্যই এস্থানে স্নান, দান ও জপাদির দ্বারা দিন অতিবাহিত করিবে। এস্থানে যত্নপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি-ব্রত করিবে, তাহাতে এস্থানে কখনই ইন্দ্রিয়-বিকার পীড়া প্রদান করিবে না। মানবগণের ইন্দ্রিয়গণ এস্থানে যদি বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কখনই কাশীবাসে সিদ্ধিলাভ হয় না। ৪৮-৫০।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দ! ইন্দ্রিয়বিশুদ্ধির জন্য ব্যাস যে সমস্ত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি বলিয়াছেন, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ৫১।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! আমি তোমার নিকট কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি বলিতেছি, যাহা করিলে মানব পরম শুদ্ধিলাভ করে। একভক্ত, নক্ত, অযাচিত এবং একটী উপবাসে পাদকৃচ্ছ্র হয়। ৫২-৫৩। বট, উডুম্বর, পদ্ম, বিল্বপত্র এবং কুশোদক ইহার প্রত্যেকটী প্রতিদিন সেবা করিলে, পর্ণকৃচ্ছ্র হয়। পিণ্যাক, ঘৃত, তক্র, অম্বু ও সক্তু, ইহার এক একটী এক একদিন ভোজন করিবে এবং এক এক দিন উপবাস করিবে, ইহাকেই সৌম্যকৃচ্ছ্র কহা যায়। তিনদিন প্রাতঃকালে এবং তিনদিন সায়ংকালে ঘৃত ভোজন করিবে, তিনদিন অযাচিত-ব্রত করিবে, তিনদিন উপবাস করিবে, তিনদিন এক এক গ্রাস ভোজন করিবে এবং শেষ তিনদিন উপবাস করিবে, ইহাকেই অতিকৃচ্ছ্র কহা যায়। ৫৪-৫৭। একবিংশতি দিন দুগ্ধমাত্র ব্যবহারে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র হয়। দ্বাদশদিন উপবাসে পরাকব্রত হয়। তিন দিন প্রাতঃকালে, তিন দিন সায়ংকালে ও তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে এবং শেষ তিনদিন উপবাস করিবে, ইহার নাম প্রাজাপত্য-ব্রত। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক পান করিবে ও একরাত্র উপবাস করিবে, ইহার নাম কৃচ্ছ্র-সান্তপন। ৫৮-৬০। সান্তপন-ব্রতের অবসানে উপবাস করিলে মহাসান্তপন হয়। ব্রাহ্মণ যখন তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রত করিবে, তখন দিবসে একবার স্নানকরত সমাহিত হইয়া তিনদিন উষ্ণ-জল, ক্ষীর ও ঘৃত এবং অনিল পান করিবে, তিনদিন উষ্ণ-জল পান করিবে, তিনদিন উষ্ণদুগ্ধ পান করিবে, তিনদিন উষ্ণঘৃত পান করিবে এবং তিনদিন বায়ু ভক্ষণ করিবে। একপল দুগ্ধ, দুইপল ঘৃত ও একপল জলপান করিবে, ইহাকেই তপ্তকৃচ্ছ্র কহা যায়। গোমূত্রের সহিত যাবক ভক্ষণ করিলে একাহ্নিক কৃচ্ছ্র হয়। দিবসে হস্তদ্বয় উত্তান করিয়া বায়ু ভক্ষণকরত রাত্রিকালে জলে অবস্থিতি করিয়া প্রাতঃকালে উঠিবে, ইহা প্রাজাপত্য-ব্রততুল্য। ত্রিকালীন স্নানকরত কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস এবং শুক্লপক্ষে একএকগ্রাস বৃদ্ধি করিবে, ইহাকে চান্দ্রায়ণ কহা যায়। ৬১-৬৭। শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস করিবে এবং অমাবস্যা দিনে কিছুই ভোজন করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ৬৮। ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া প্রাতঃকালে চারিগ্রাস এবং সায়ংকালে চারিগ্রাস ভোজন করিবে, ইহাকে শিশু-চান্দ্রায়ণ কহা যায়। নিয়তাত্মা হইয়া মধ্যন্দিনে আট আটটী হবিষ্যান্ন-গ্রাস ভোজন করিবে, ইহার নাম যতি-চান্দ্রায়ণ। ৬৯-৭০। এইরূপে একমাসে একশত

চতুর্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিলে চন্দ্রলোক্‌প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জলের দ্বারা দেহ, সত্যের দ্বারা মন, বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা ভূতাত্মা এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীর সেবায় মানবগণের সেই জ্ঞান-লাভ হয়, কাশীর সেবা করিলে বিশ্বেশ্বরের কৃপা হয়, সেই কৃপাবলেই কর্ম্ম-নির্ম্মূলনক্ষম মহোদয় প্রাপ্তি হয়। এই জন্য কাশীতে প্রতিদিন প্রযত্ন-সহকারে স্নান, দান, তপস্যা, জপ, ব্রত, পুরাণ-শ্রবণ, স্মৃত্যুক্ত-আচরণ, প্রতিক্ষণ বিশ্বেশ্বরের পদ-ধ্যান, ত্রিকাল-লিঙ্গপূজা, লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা, সাধুগণের সহিত আলাপ, "শিব শিব" উচ্চারণ, অতিথি-সৎকার, তীর্থ-বাসীগণের সহিত মিত্রতা, আস্তিক্য-বুদ্ধি, বিনয়, মান ও অপমানে সমতা-বুদ্ধি, নিষ্কামিতা, অনৌদ্ধত্য, অরাগিতা, অপ্রতিগ্রহ, অনুগ্রহ-বুদ্ধি, অদাম্ভিকতা, অমাৎসর্য্য, অপ্রার্থিত-ধনাগম, অলোভিত্ব, অনালস্য, অপারুষ্য এবং অদীনতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি করিবে। মহর্ষি ব্যাস প্রত্যহ শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ করিতেন। ৭১-৮০। ব্যাস এইরূপে নিত্য ত্রিষবণস্নায়ী, ভিক্ষোপজীবী ও লিঙ্গ-পূজানিরত হইয়া কাশীতে বাস করিতেন। একদা সেই ব্যাসের পরীক্ষার জন্য মহেশ্বর দেবীকে কহিলেন যে, হে সুন্দরি! অদ্য সেই পরমধার্ম্মিক ব্যাস, ভিক্ষার জন্য সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেও তুমি তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিও না। ভবানীও মহেশ্বরের এই কথা স্বীকার করিয়া প্রত্যেক গৃহে গমনকারত ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে নিষেধ করিলেন। অনন্তর ব্যাস শিষ্যগণের সহিত ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া বেলাতিক্রম-দর্শনে দীনের ন্যায় পুনরায় সেই পুরী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রতি গৃহেই অন্যান্য ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু সেই মুনি কোন স্থানেই সেই দিন ভিক্ষা পাইলেন না। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, তিনি সায়ন্তন-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া শিষ্যগণের সহিত উপবাসী থাকিয়াই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন সেই মুনি মাধ্যাহ্নিক-বিধি সম্পন্ন করিয়া শিষ্য-গণের সহিত ভিক্ষা করিবার জন্য পুনরায় নির্গত হইলেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি যেমন ধনলাভে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ সশিষ্য ব্যাসও প্রতিগৃহে ভ্রমণ করিয়া সে দিনও কুত্রাপি ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন না; তখন তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ভিক্ষা কেন পাওয়া যাইতেছে না? বোধ করি কেহ বারণ করিয়া থাকিবে" এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যাস শিষ্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন যে, দেখিতেছি তোমরাও ভিক্ষা পাও নাই, ইহার কারণ কি? আমার আজ্ঞায় তোমরা দুই তিন জন গমন কর ও ইহার কারণ অনুসন্ধান কর। দ্বিতীয় দিবসেও যত্ন করিয়া যখন ভিক্ষা পাওয়া গেল না, তখন নিশ্চয়ই মহাগুরুনিপাত-জনিত

কোন অনিষ্ট হইয়া থাকিবে। ৮১-৯২। সমস্ত নগরী কি অন্নহীন হইয়াছে অথবা সমস্ত পুরবাসিগণের উপর কি কিছু রাজদণ্ড হইয়াছে, অথবা কেহ আমাদিগের উপর ঈর্ষাকরত ভিক্ষা নিবারণ করিয়াছে কিম্বা পুরবাসিগণ কোন বিপদে পড়িয়াছে ? তোমরা সত্বর ইহার তত্ত্ব লইয়া আইস। গুরুর এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যগণের মধ্যে দুই তিন জন তথা হইতে নির্গত হইয়া পুরবাসীগণের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল। ৯৩-৯৫।

শিষ্যগণ কহিল, হে গুরো! শ্রবণ করুন, এই নগরীতে কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় নাই বা ইহার কোন স্থানেই অন্নক্ষয়ও হয় নাই; যেখানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, স্বয়ং সুরতরঙ্গিণী এবং আপনার ন্যায় মুনিগণ বিরাজমান, সেখানে উপসর্গজনিত ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? এই বিশ্বেশ্বরের নগরীতে গৃহস্থগণের যাদৃশ সম্পত্তি, অলকা প্রভৃতিব'ত কথাই নাই, বৈকুণ্ঠেও তাদৃশ সম্পত্তি নাই। ৯৬-৯৮। হে মহামুনে! যাহারা বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মাল্যভোজী, তাহাদের গৃহে যত রত্ন আছে, রত্নাকর সমুদ্রেও তত রত্ন নাই। এস্থানে গৃহে গৃহে যাদৃশ ধান্যরাশি আছে, স্বর্গে কল্পবৃক্ষও কোন কালেই তৎসমুদয় প্রদান করিতে পারে না। ৯৯-১০০। যে পুরীতে সাক্ষাৎ বিশালাক্ষী সুবিস্তর ফল প্রদান করিতেছেন, সেই পুরীর কোন স্থানেই কেহই নির্ধন নাই। ১০১। নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর সদন এই আনন্দকাননে যখন মোক্ষ পর্য্যন্ত সুলভ, তখন কোন্ পদার্থ তথায় দুর্লভ ? কাশীতে সীমন্তিনী স্ত্রীগণ পতিব্রতপরায়ণ এবং ভবানীস্বরূপ, তাঁহারা সমস্ত সৎকার্য্যই বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করিয়া থাকেন। কাশীতে যাবতীয় পুরুষই গণাধিপ এবং কুমারতুল্য এবং সকলেই তারকদৃষ্টি। ১০২-১০৪। এস্থানে যাহাদের ভালস্থল ত্রিপুণ্ড্রের দ্বারা অঙ্কিত, তাহারা সকলেই চন্দ্রমৌলি (অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর)। যাহারা এস্থানে বহুতর উপসর্গে নিপীড়িত হইয়াও কখন কাশীকে পরিত্যাগ করে না, তাহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। এস্থানে প্রতিগৃহেই ব্রহ্মবাদী এবং স্বধুনীধৃতকল্মষ ব্রাহ্মণগণ সকলেই চতুরাননস্বরূপ। যাঁহারা ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারী, তাঁহারাই নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর স্নেহভাজন। যাহারা এই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা সকলেই হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম এবং অচ্যুত-স্বরূপ। এস্থানস্থ স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই ত্রিনয়ন এবং চতুর্ভুজ-স্বরূপ। এখানে সকলেই শ্রীকণ্ঠ এবং সকলেই মৃত্যুঞ্জয়, যেহেতু এখানে সকলের দেহই মোক্ষ-লক্ষ্মীর আশ্রয় এবং সকলেই অর্দ্ধনারীশ্বর। ১০৫-১১০। এস্থানেই পরমধর্ম্মরাশি, এস্থানেই বিপুল অর্থরাশি, এস্থানেই সমস্ত কামনা সফল হয় এবং এই স্থানেই নির্ম্মল কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাশীতে বাস করে, তাহাদের আর

গর্ভবাস-সম্পর্ক থাকে না এবং এস্থানে কলি বা কাল কোন পীড়া প্রদান করিতে পারে না। ১১১-১১২। এস্থানে বিশ্বেশ্বরের শরণার্থী ব্যক্তিগণকে পাপসমূহ পীড়া প্রদান করে না। যে স্থানে নাদ, বিন্দু ও কলাত্মক ধ্বনিরূপী সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, মন্ত্রবিগ্রহ প্রণবও সেই স্থানেই বিরাজিত, এই জন্য এস্থানে নিশ্চয়ই বেদনিচয় মূর্ত্তিমান্ আছেন। ১১৩-১১৪। সর্ব্বশাস্ত্রনিকেতন সরস্বতী এস্থানে সরিদ্রূপে বিরাজমানা, সুতরাং এই আনন্দকানন সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেরই আলয়। স্বর্গে যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই এখানে আছেন। সর্পগণ পাতাল হইতে আগমন করিয়া ফণাস্থিত মণিপ্রদীপের দ্বারা প্রতিরাত্রে এস্থানে বিশ্বেশ্বরের আরতি করিয়া থাকেন। কামধেনুগণের সহিত সমুদ্রনিচয় প্রতিদিনই পঞ্চপীযূষধারার দ্বারা বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইয়া থাকেন। মন্দার, পারিজাত, সন্তান, হরিচন্দন ও কল্পদ্রুম এই পাঁচটী এবং অন্যান্য বৃক্ষের সহিত সমস্ত সুরগণ, মহর্ষিগণ এবং সমস্ত যোগিগণই কাশীনাথের উপাসনা করিয়া থাকেন। ১১৫-১২০। এই কাশী সমস্ত বিদ্যার আকর, এই কাশী লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ নিকেতন, এই কাশী মুক্তিক্ষেত্র এবং এই কাশীই ত্রয়ীময়ী। ১২১। মুনিবর পরাশরনন্দন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন যে, তোমরা পুনরায় ঐ শ্লোক পাঠ কর। ১২২।

শিষ্যগণ বলিল, এই কাশী সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়, এই কাশী মোক্ষ-লক্ষ্মীর পরমধাম, এই কাশী মুক্তিক্ষেত্র এবং এই কাশীই ত্রয়ীময়ী। ১২৩।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় জ্বলিতমূর্ত্তি-ব্যাস, শিষ্যগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধনেত্রে কাশীকে শাপ প্রদান করিলেন। ১২৪।

ব্যাস কহিলেন, এই কাশীতেই বিদ্যার পরম গর্ব্ব এবং অতিশয় ধনগর্ব্ব দেখিতেছি, এস্থানস্থ ব্যক্তিগণ মুক্তিগর্ব্বে ভিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদান করে না, অতএব এই কাশীতে ত্রৈপুরুষী-বিদ্যা, ত্রৈপুরুষ-ধন এবং ত্রৈপুরুষী-মুক্তি হইবে না। তিনি এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াও পুনরায় ভিক্ষার জন্য নির্গত হইয়া আকাশে দৃষ্টি করত সমস্ত নগরী ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপিও ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সূর্য্যকে অস্তাচলোম্মুখ দর্শন করিয়া হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র নিক্ষেপ করত আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতেছেন, ইতিমধ্যে মহাদেবী প্রাকৃত স্ত্রীমূর্ত্তিতে গৃহদ্বারে অবস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে অতিথিরূপে প্রার্থনা করিলেন। ১২৫—১৩০।

গৃহিণী কহিলেন, হে ভগবন্! অন্য কোন স্থানেই আমি ভিক্ষুক দেখিতে পাই-

লাম না অথচ আমার পতি কখনই অতিথিসৎকার না করিয়া ভোজন করেন না, আমার স্বামী বৈশ্বদেব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আপনি অতিথি হউন। অতিথি ব্যতিরেকে যে গৃহস্থ একাকী ভোজন করে, সে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মহাপাপ ভোজন করিয়া থাকে। ১৩১-১৩৩। অতএব আপনি শীঘ্র আসুন এবং অতিথিপূজনে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মকে সফল করিতে ইচ্ছুক মদীয় পতির অভিলাষ পূর্ণ করুন। ১৩৪।

ব্যাস কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কে এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? পূর্ব্বেত তোমাকে কুত্রাপি দেখি নাই। বোধ করি, তুমি পবিত্রচিন্তা কোন ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তি হইবে, তোমাকে দর্শন করিয়া আমার ইন্দ্রিয়নিচয় পরম প্রীতিলাভ করিয়াছে। হে সর্ব্বাবয়বসুন্দরি! বোধ করি, তুমি সুধা হইবে, মন্দরাঘাতে ভীতা হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছ। ১৩৫-১৩৭। অথবা তুমি সুধাকরেরই কলা হইবে, কুহূ ও রাহুভয়ে ভীতা হইয়া এই কাশীতে সীমন্তিনী-রূপে বাস করিতেছ? অথবা তুমি কমলা, রাত্রিকালে সঙ্কুচিত কমলালয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বিকাশশীল এই কাশীতে বাস করিতেছ? ১৩৮-১৩৯। কিম্বা তুমি করুণাময়ী, এই কাশীবাসি-জনগণের সমস্ত দুঃখ হরণ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেছ? অথবা তুমি কি বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা কিম্বা কাশীতে যিনি অন্তিমকালে চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণকে সমানরূপে অলঙ্কৃত করেন বলিয়া সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ-লক্ষ্মী? অথবা আমার ভাগ্যই এই যোষিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। ১৪০-১৪২। অথবা এই ক্ষেত্রে যিনি ভক্তপোতপ্রদা বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকেন, তুমি ভবনাশিনী সেই ভবানী? সর্ব্বথাই তুমি নারী, আসুরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, নাগী, গন্ধর্ব্বী বা যক্ষিণী নহ, তুমি অবশ্যই কোন ইষ্টদেবতা, আমার মোহ হরণ করিতে আসিয়া থাকিবে। অথবা এ সমস্ত চিন্তায় আমার প্রয়োজন—কি, হে সুন্দরি! তুমি যে কেহই হও, ইদানী তোমাকে দর্শন করিয়া আমি পরাধীন হইয়াছি, অবশ্যই আমি তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব, তুমি আদেশ কর। একমাত্র তপোব্যয় ব্যতিরেকে তুমি আমার দ্বারা যাহা করাইবে, তাহাই আমি করিব, হে শুভলোচনে! তুমি অনুমতি কর। তোমার ন্যায় স্ত্রীগণের বাক্য কখনই সাধুব্যক্তির মহত্ত্বের হানিকর নহে, কিন্তু হে সুভগে! তুমি কে তাহা আমার নিকট সত্য বল? ১৪৩-১৪৮। অথবা হে নির্ম্মলেক্ষণে! তোমার এই দেহে অসত্যের সম্ভাবনা কোথায়?" হে ঘটোদ্ভব! বিশ্বজীবনা সেই দেবী, ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, হে মুনে! আমি অত্রস্থ গৃহস্বামীরই

গৃহিণী, প্রত্যহ আপনাকে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে দেখিয়া থাকি, আপনিই আমাকে জানেন না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। হে তপস্বিন্! অধিক বাক্যে প্রয়োজন নাই, সূর্য্য অস্ত না যাইতে যাইতে আপনি আমার প্রাণনাথের আতিথ্য সফল করুন"। দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনতগ্রীব হইয়া ব্যাস কহিতে লাগিলেন। ১৪৯-১৫২।

ব্যাস কহিলেন, হে শুভে! আমার একটী নিয়ম আছে, তাহা যদি প্রতিপালিত হয়, তবে আমি ভিক্ষা করিতে পারি নতুবা নহে। ১৫৩। তপস্বীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবানী কহিলেন যে, হে মুনে! আপনি নিঃশঙ্কভাবে কি নিয়ম আছে তাহা বলুন, আমার পতির কৃপায় এস্থানে কিছুরই ক্রটি হইবে না। মহর্ষি ব্যাস এই কথা শুনিয়া প্রহৃষ্ট-চিত্তে সেই দেবীকে কহিলেন যে, আমার দশসহস্র শিষ্য আছে, আমি তাহাদের সহিত একত্র ভোজন ইচ্ছা করি, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তাচল গমন না করেন, আমি তাহারই মধ্যে ভোজন করিব, নতুবা নহে। ১৫৪-১৫৬। ব্যাসের এই কথা শুনিয়া দেবী প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাকে বলিলেন যে, তবে বিলম্বে প্রয়োজন কি? আপনি সত্বর গমন করুন এবং শিষ্যগণকে ডাকিয়া আনুন। ইহা শুনিয়া ব্যাস আবার দেবীকে কহিলেন যে, হে সাধ্বি! তোমার কি ব্রতসিদ্ধি আছে, যাহাতে আমার সমস্ত শিষ্য পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিবে? তখন দেবী ঈষৎ হাস্যকরত কহিলেন যে, হে মুনে! যাহাতে সমস্ত অর্থিজনই পরিতৃপ্ত হইতে পারে, আমার পতির অনুগ্রহে তাহাই আমার আলয়ে সতত সিদ্ধ রহিয়াছে। আমরা তাদৃশ ভর্তৃসন্দেহকারিকা মহিলা নহি যে, যখন অতিথি আসিবে তখনই সিদ্ধ করিতে হইবে, আমার পতির চরণপ্রসাদে সমস্ত দিক্, সমুদয় মনোরথ ও সমস্ত গৃহই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আপনি যান্, শিষ্যগণকে লইয়া শীঘ্রই আগমন করুন, আমার পতি অতি প্রাচীন, বহুক্ষণ বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না অথচ অতিথিকে ভাল বাসেন, অতএব তাঁহার সেই আতিথ্যসমৃদ্ধির জন্য যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তে না যান, ইতিমধ্যে আপনি সত্বর আগমন করুন। ইহা বলিয়া ব্যাস চতুর্দ্দিক হইতে শিষ্যগণকে আহ্বান করত লইয়া আসিয়া তন্মার্গাবলোকিনী সেই দেবীকে কহিলেন যে "হে মাতঃ! সকলেই আসিয়াছে, সত্বর ভোজন প্রদান করুন, সূর্য্য অস্তাচলে যাইবার সময় হইতেছে"। এই কথা বলিয়া সেই তপোধনগণ সকলেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৫৭-১৬৬। তাঁহারা সকলেই সেই মণ্ডপস্থ মণিসমূহের জ্যোতিবিস্তারে দিনকরশ্রী প্রাপ্ত হইয়া যেমন সৌধমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি কেহ আসিয়া তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন

করিয়া দিল কেহবা তাহাদিগের পূজা করিল, কেহ কেহ অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করিতে বসাইল। ১৬৭-১৬৮। তপোধনগণ সেই সমস্ত পাক সন্দর্শনে ক্ষণকাল তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং তাহার গন্ধে পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা আচমনান্তে চন্দন, মালা ও বস্ত্রের দ্বারা ভূষিত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করত সেই গৃহস্বামীর সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক বহুতর আশীর্ব্বাদের দ্বারা গৃহপতিকে অভিনন্দিত করিয়া গমনের উপক্রম করিলেন। ১৬৯-১৭১। তখন সেই বৃদ্ধ গৃহপতি, গৃহিণীর প্রতি কটাক্ষ পাত করিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাহারা তীর্থে বাস করে, তাহাদের ধর্ম্ম কি ? আমরা তদনুসারে এস্থানে বাস করিব। সর্ব্বধর্ম্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্যাস, গৃহিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদর-সুধা-ক্লিন্ন দিব্যান্নস্বাদে তর্পিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করত সেই সর্ব্ববিত্তমাকে কহিতে লাগিলেন। ১৭২—১৭৪।

ব্যাস কহিলেন, হে মাতঃ পবিত্রচিত্তে! হে মহানিষ্টান্নমানদে! আপনি যাহা করিতেছেন তাহাই ধর্ম্ম। পতিসেবার প্রভাবে আপনি সমস্ত ধর্ম্মই জানিতেছেন, তথাপি যখন আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আমিও কিছু বলিতেছি, কারণ স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তিরও জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছু বলাই উচিত। হে সুভগে! আপনার এই প্রাচীন ভর্ত্তা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহা ভিন্ন আপনার আর কোন ধর্ম্মই নাই। ১৭৫—১৭৮।

গৃহিণী কহিলেন, আমার যথার্থ ইহাই ধর্ম্ম এবং শক্তি অনুসারে আমি ইহা করিয়া থাকি, কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা বলুন। ১৭৯।

ব্যাস কহিলেন, অনুদ্বেগকর বাক্য, পরের উৎকর্ষসহিষ্ণুতা, সতত বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করা এবং স্ব গৃহের শুভচিন্তা, ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। ১৮০।

গৃহিণী কহিলেন, এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে আপনাতে কোন ধর্ম্মটী আছে তাহা বলুন। ব্যাস এই কথা শুনিয়া স্থগিতের ন্যায় অবস্থিত হইলেন এবং কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না তখন সেই গৃহস্থ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তুমি যাহা বলিলে তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তুমিই ধার্ম্মিক, কারণ তোমার দান্তভা ও উত্তম শাপ প্রদান ক্ষমতা দেখিলাম, তোমাতেই সম্পূর্ণ দয়া ও পরমধৈর্য্য দেখিতেছি। তোমাতেই কাম ও ক্রোধনিগ্রহের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তুমিই সম্যক্ প্রকারে উদ্বেগবর্জ্জিত বাক্য প্রয়োগ করিতে জান, তোমাতেই পরম পরোৎকর্ষসহি-

ক্ষুতা দেখা যাইতেছে। তুমিই বিচার্য্যকারিতার পর আশ্রয় এবং তুমিই স্বকীয় গৃহোন্নতি-চিন্তা করিয়া থাক। ১৮১-১৮৫। হে বিদ্বন্! আমাকে এই কথাটীর উত্তর প্রদান কর। যে ব্যক্তি অভাগ্য বশতঃ স্বার্থলাভ করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয়? ১৮৬।

ব্যাস কহিলেন, যে ব্যক্তি অভাগ্যবশতঃ স্বার্থলাভ করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করে, সেই শাপ সেই আবিবেকী শাপ প্রদাতারই হইয়া থাকে। ১৮৭।

গৃহস্থ কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যখন নিজ অভাগ্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও ভিক্ষা পাইলে না, তখন এই নিরপরাধী ক্ষেত্রবাসিগণ তোমার নিকট অপরাধী কিসে হইল? হে তপস্বিন্! আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার এই রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শন করিতে পারে না, সেই এস্থানে শাপগ্রস্ত হয়, অতএব হে ক্রোধনমুনে! আজ হইতে তুমি আমার শাপবর্জ্জিত ক্ষেত্রে বাস করিও না, কারণ তুমি এস্থানে বাস করিবার উপযুক্ত নহ। ১৮৮-১৯০। তুমি এইক্ষণেই এস্থান হইতে নির্গত হইয়া ক্ষেত্রের বাহিরে গমন কর। মোক্ষের একমাত্র সাধন আমার এই বারাণসী তোমার ন্যায় লোকের বাসযোগ্য নহে।১০১। এস্থানে আমার এই ক্ষেত্রবাসিগণের প্রতি যে ব্যক্তি স্বল্প মাত্রও দুষ্টতাচরণ করে, সেই দুষ্টতা প্রভাবে সে ব্যক্তি রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকে। ১৯২। এই বাক্য শুনিয়া ব্যাস কাঁপিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল, তখন তিনি গৌরীর চরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার শরণ লইলেন এবং রোদন করিতে করিতে বলিলেন যে, হে মাতঃ! আমাকে রক্ষা করুন, আমি অনাথ, আপনিই আমার রক্ষাবিধায়িনী, এ মূর্খ আপনারই বালক, আপনি শরণাগত ব্যক্তিকে ত্রাণ করুন, আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। আমার এই দুষ্ট মন বহুতর পাপের গৃহ। মহেশ্বরের শাপ আপনারও অন্যথা করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ আমিও আপনারই শরণাগত। অতএব হে শিবে! আপনি ইহা করুন, যে, প্রতি অষ্টমী ও প্রতি চতুর্দ্দশীতিথিতে আমাকে এই ক্ষেত্রে প্রবেশের আদেশ প্রদান করুন, মহেশ্বর কখনই আপনার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। ১৯৩-১৯৭। করুণানিলয় ভবানী ব্যাসকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া, মহেশ্বরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কহিলেন যে, তাহাই হইবে। ইহা বলিয়া ক্ষেত্রের মঙ্গলকর সেই শিবা ও শিব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, ব্যাসও নিজ অপরাধ খ্যাপন করিতে করিতে ক্ষেত্রের বাহিরে গমন করিলেন। ১৯৮-১৯৯। তদবধি ব্যাস ক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া দিবারাত্র ক্ষেত্রেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

থাকেন এবং অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করেন। লোলার্ক হইতে অগ্নিকোণে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত হইয়া ব্যাস অদ্যাপি কাশীর প্রাসাদ-রাজি দর্শন করিয়া থাকেন। ২০০—২০১।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! এই প্রকারে সেই ব্যাস ক্ষেত্রে শাপ প্রদান করেন এবং সেই শাপ-প্রদান নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রের বাহিরে গমন করেন। অতএব যে ব্যক্তি কাশীক্ষেত্রের প্রশংসা করিবে, তাহারই শুভ হইবে, ইহার অন্যথায় ফলভোগ হইবে। ব্যাস-শাপবিমোক্ষণ নামক এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে মানবের কখনও উপসর্গ হইতে ভয় উৎপন্ন হয় না। ২০২—২০৪।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

—*—

ক্ষেত্র-তীর্থ-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে শিবনন্দন! ব্যাসের এই ভবিষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এক্ষণে আনন্দকাননে যে স্থানে তীর্থ আছে, আপনি লিঙ্গস্বরূপ সেই সমস্ত তীর্থ আমায় বর্ণন করুন। ১—২।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পুরাকালে পার্ব্বতী দেবীও মহেশ্বরকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩।

দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর! এই কাশীক্ষেত্রের যে যে স্থানে যে যে তীর্থ আছে, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ৪।

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি বিশালাক্ষি! শ্রবণ কর, লিঙ্গই তীর্থ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে, তবে জলাশয়ে যে তীর্থ ব্যবহার হয়, তাহা কেবল মূর্ত্তি-পরিগ্রহ নিবন্ধন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব এবং বিঘ্নেশ প্রভৃতি সমুদয় মূর্ত্তিই শৈবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত, এই লিঙ্গ যেখানে আছেন, সেই স্থানেই তীর্থ। ৫-৬। বারাণসীতে মহাদেবই প্রথম-তীর্থ, তাঁহার উত্তরভাগে যে মহাকূপ আছে, তাহা

সারস্বত পদ প্রদান করিয়া থাকে। ক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর-ভাগে তাহা দর্শন করিলে পশুপাশ হরণ হইয়া থাকে। তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে মূর্ত্তিমতী বারাণসী দেবী আছেন, মানবগণ তাঁহার পূজা করিবে, যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, তিনি সুখে কাশীবাস করিতে দেন। মহাদেবের পূর্ব্বভাগে গোপ্রেক্ষ নামক শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়। পুরাকালে গোলোক হইতে শম্ভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গোসমূহ আগমন করত সেই লিঙ্গকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই লিঙ্গের "গোপ্রেক্ষ" এই নাম হইয়াছে। গোপ্রেক্ষের দক্ষিণভাগে দধীচীশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের যজ্ঞসমুদ্ভূত ফল লাভ হয়। তাঁহার পূর্ব্বদিকে মধুকৈটভ কর্ত্তৃক পূজিত অত্রীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব পদলাভ হইয়া থাকে। গোপ্রেক্ষের পূর্ব্বদিকে বিজ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। ৭-১৩। মানব তাঁহার পূজা করিলে ক্ষণ-মধ্যে বিজ্বর হয়। তাঁহারই পূর্ব্বদিকে বেদেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তিনি চতুর্ব্বেদের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বেদেশ্বরের উত্তরদিকে ক্ষেত্রজ্ঞ আদিকেশব আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ত্রিভুবন দর্শনের ফল হয়। ১৪-১৫। আদিকেশবের পূর্ব্বদিকে সঙ্গমেশ্বরকে দর্শন করিলে, নিষ্পাপ হওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বদিকে চতুর্ম্মুখ কর্ত্তৃক প্রপূজিত প্রয়াগ নামক চতুর্ম্মুখলিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূজা করিলে, তিনি ব্রহ্মলোক প্রদান করিয়া থাকেন। সেই স্থানেই শান্তিকরীনাম্নী গৌরী আছেন, তিনি পূজিতা হইয়া শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ১৬-১৭। বরণার পূর্ব্ব-তটে কুন্তীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, মানবগণ তাঁহার পূজা করিলে বংশোজ্জ্বলকর পুত্র লাভ করিয়া থাকে। কুন্তীশ্বরের উত্তরে কাপিল-তীর্থ আছেন, তথায় স্নান করিয়া বৃষভধ্বজ-লিঙ্গের পূজা করিলে অবিকল রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়, যে সমস্ত পিতৃলোক রৌরবাদিনরকে নিপতিত আছেন, তাঁহাদের পুত্রগণ সেই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, তাঁহারা পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনে! গোপ্রেক্ষের উত্তরে আনু-সূয়েশ্বর লিঙ্গ আছেন। ১৮-২১। তাঁহাকে দর্শন করিলে স্ত্রীগণ পাতিব্রত্য ফল লাভ করিয়া থাকে। সেই লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে সিদ্ধিবিনায়ক আছেন, তাঁহাকে প্রণতি করিলে, যাহার যেরূপ অভিলাষ সে তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সেই বিনায়কের পশ্চিমদিকে হিরণ্যকশিপুর প্রতিষ্ঠিতলিঙ্গ ও সেই স্থানে হিরণ্যাশ্ব প্রভৃতি সমৃদ্ধিকৃৎ হিরণ্য কূপ আছেন। ২২-২৪। সেই লিঙ্গের পশ্চিমে মুণ্ডাসুরেশ্বর নামক সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ আছেন। গোপ্রেক্ষের নৈর্ঋতদিকে অভীষ্টপ্রদ বৃষভেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। হে মুনে! মহাদেবের পশ্চিমে স্কন্দেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন,

সেই লিঙ্গের পূজা করিলে মানবগণ আমার সালোক্য-লাভ করিয়া থাকেন। ২৫-২৬। সেই লিঙ্গের পার্শ্বেই শাখেশ্বর, বিশাখেশ্বর, নৈগমেয়েশ্বর এবং নন্দি প্রভৃতি গণ-সমূহেরও বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে মানবগণ তত্তৎ সমান লোকে গমন করিয়া থাকে। ২৭-২৮। নন্দীশ্বরের পশ্চিমদিকে শিলাদেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তিনি কুবুদ্ধি হরণ করেন, সেই স্থানেই মহাবলপ্রদ হিরণ্যাক্ষেশ্বর আছেন। তাঁহার দক্ষিণে সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রদ অট্টহাসাখ্য লিঙ্গ আছেন। তাঁহার উত্তরদিকে শুভপ্রদ প্রসন্নবদনেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। ২৯-৩০। তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তজন সততই প্রসন্নবদনে থাকে। তাঁহার উত্তরেই মানবগণের নৈর্ম্মল্য-প্রদ প্রসন্নোদনামক কুণ্ড আছে। অট্টহাসাখ্যলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্র ও বরুণনামক লিঙ্গদ্বয় আছেন, তাঁহারা ভক্তের পাপহরণ করেন, এবং তাঁহাকে নিজ লোকে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। ৩১-৩২। অট্টহাসের নৈঋ্তদিকে বৃদ্ধবশিষ্ঠনামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূজা করিলে মানবগণের মহদ্ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বশিষ্ঠেশের সমীপেই কৃষ্ণেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রদান করেন। তাঁহার দক্ষিণে যাজ্ঞবল্কেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তিনি ব্রহ্মতেজঃ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ৩৩-৩৪। তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ভক্তিবর্দ্ধন প্রহ্লাদেশ্বরের পূজা করিবে। তাঁহার পূর্ব্বদিকে, ভক্তগণের অনুগ্রহ কামনায় স্বয়ং শিব যাহাতে লীন হইয়াছিলেন, সেই স্বলীনেশ্বর আছেন, মানবগণ যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিবে, পরমানন্দাভিলাষী জ্ঞানী ব্যক্তিগণের যে গতি-লাভ হয়, স্বলীনেশ্বর সন্নিধানে তনুত্যাগ করিলে সেই গতিই লাভ হইয়া থাকে। ৩৫-৩৬। স্বলীনেশ্বরের পুরোভাগে বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ আছেন এবং তাহারই উত্তরে মহাবলবিবর্দ্ধন নামক লিঙ্গ আছেন। সে স্থানেই সর্ব্বকামপ্রদ বাণেশ্বর লিঙ্গ আছেন। চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বদিকে বিদ্যেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। তাঁহারই দক্ষিণে মহাসিদ্ধিবিধায়ক বীরেশ্বর লিঙ্গ আছেন, সেই স্থানে সর্ব্বদুঃখবিমোচনকারিণী বিকটানাম্নী দেবী আছেন, সেই স্থানেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ পঞ্চমুদ্র নামক মহাপীঠ। ৩৭-৪০। তথায় মহামন্ত্র জপ করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, সেই পীঠের বায়ুকোণেই সগরেশ্বর নামক লিঙ্গের পূজা করিবে, তাঁহার পূজা করিলে অবিকল অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। তাঁহারই ঈশানকোণে তির্য্যগ্‌যোনিনিবারক বালীশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। ৪১-৪২। তাঁহার উত্তরে মহাপাপবিনাশী সুগ্রীবেশ্বর লিঙ্গ আছেন। সেই স্থানেই ব্রহ্মচর্য্য-ফলপ্রদ হনুমদীশ্বর এবং মহাবুদ্ধিপ্রদ জাম্ববতীশ্বর লিঙ্গ আছেন। গঙ্গার পশ্চিম-তটে আশ্বিনেয়েশ্বর লিঙ্গদ্বয় আছেন, মানবগণ তাঁহাদের পূজা করিবে। ৪৩-৪৪।

তাহারই উত্তরে গোদুগ্ধে পরিপূর্ণ ভদ্রহ্রদনামক তীর্থ আছেন, বিধিপূর্ব্বক সহস্র কপিলাধেনু দান করিলে যে ফল হয়, ভদ্র-হ্রদে স্নান করিলে মানব সেই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দিন পূর্ণিমা-তিথি পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই দিন তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হইয়া থাকে, আর সেই হ্রদের পশ্চিমতীরে ভদ্রেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, মানব সেই পুণ্য-বলে গোলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! ভদ্রেশ্বরের দক্ষিণদিকে উপশান্ত শিব আছেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে পরম শান্তিলাভ হয়। উপশান্ত শিবকে দর্শন করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া শ্রেয়োরাশি লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার উত্তরদিকে যোনিচক্র-নিবারক চক্রেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই উত্তরে মহাপুণ্য-বর্দ্ধন চক্রহ্রদ আছে, মানব ভক্তিপূর্ব্বক তথায় স্নান করিয়া চক্রেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করিলে অন্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাঁহারই নৈর্ঋতদিকে শূলেশ্বর আছেন, মানবগণ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিবে। ৪৫-৫২। পুরাকালে তথায় স্নানের জন্য শূলন্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সেই শূলেশ্বরের সম্মুখে একটী বৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হ্রদে স্নান করিয়া শূলেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানবগণ সংসারগহ্বর পরিত্যাগকরত শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ৫৩-৫৪। তাঁহারই পূর্ব্বদিকে নারদ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং একটী লিঙ্গ স্থাপন ও একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া নারদেশ্বরকে দর্শন করিলে, মনুষ্য মহাঘোর সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার কোন সংশয় নাই। ৫৫-৫৬। নারদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবভ্রাতকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব পাপসমূহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল-গতি লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারই সম্মুখে তাম্রকুণ্ড আছে, তথায় স্নান করিলে আর গর্ভভোগ হয় না। তাহারই বায়ুকোণে বিঘ্নহারী গণাধ্যক্ষ আছেন, এবং সেই স্থানেই বিঘ্নহর-কুণ্ডও আছে, তথায় স্নান করিলে মানবের কখন কোন বিঘ্ন হয় না। সেই গণাধ্যক্ষের উত্তর-দিকে অনারকেশ্বর লিঙ্গ এবং অনারক-কুণ্ড আছেন, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে কখন নরকে যাইতে হয় না। তাঁহারই উত্তরে রমণীয় বরণা-তটে বরণেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন, মহাপাশুপত অক্ষপাদ মুনি এই দেহেই তথায় শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ৫৭-৬১। তাঁহারই পশ্চিমে নির্ব্বাণ ও কামপ্রদ শৈলেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। শৈলেশ্বরের দক্ষিণে শাশ্বত সিদ্ধিপ্রদ কোটিশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। সেই স্থানে কোটিতীর্থ-হ্রদে স্নান করিয়া কোটীশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে মানব কোটি গোদানের ফল-লাভ করিয়া থাকে। ৬২-৬৩।

কোটীশ্বর লিঙ্গের অগ্নিকোণে মহাশ্মশান-স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভে উমার সহিত মহেশ্বর সতত বাস করিয়া থাকেন, মানব সেই স্তম্ভকে অলঙ্কৃত করিলে পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। সেই স্থানেই কপালেশ্বর নামক লিঙ্গের সন্নিকটে কপালমোচন তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল-লাভ হয়। সেই তীর্থের উত্তরেই ঋণমোচনতীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মানব ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সেই স্থানেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ এবং অঙ্গারক-কুণ্ড আছেন, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে মানব আর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে না। মঙ্গলবার-যুক্ত চতুর্থীতে যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে স্নান করে, সে কখন ব্যাধিসমূহে অভিভূত বা দুঃখী হয় না। ৬৪-৬৮। তদুত্তরে জ্ঞানপ্রদ বিশ্বকর্ম্মেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। তাহারই দক্ষিণে শুভ মহামুণ্ডেশ্বর-লিঙ্গ ও শুভোদকনামক কূপ আছেন, মানবগণ তথায় অবশ্য স্নান করিবে। সেই স্থানেই আমি মুণ্ডময়ী মালা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতে তথায় মহামুণ্ডানাম্নী দেবী উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি পাপ হরণ করিয়া থাকেন, সেই খট্বাঙ্গও রাখিয়াছিলাম, তাহাতে তথায় খট্বাঙ্গেশ্বর নামক লিঙ্গও হইয়াছেন। ৬৯-৭১। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বরনামক লিঙ্গ এবং ভুবনেশ্বর-কুণ্ড আছেন, মানব সেই কুণ্ডে স্নান করিলে ভুবনেশ্বর হয়। তাঁহার দক্ষিণে বিমলেশ্বর লিঙ্গ এবং বিমলোদক কুণ্ড আছেন, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া বিমলেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব বিমল হইয়া থাকে। সেই স্থানেই ত্র্যম্বকনামক পাশুপত, সিদ্ধিলাভকরত এই দেহেই রুদ্র-লোকে গমন করিয়াছিল। তাহারই পশ্চিমে অতীব পুণ্যপ্রদ ভৃগুর আয়তন, বিধি-পূর্ব্বক তথায় লিঙ্গ পূজা করিলে শিবলোকে গমন করা যায়। তাহার দক্ষিণে মহা শুভ ফলপ্রদ শুভেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তথায় মহাতপা এবং পাশুপত কপিল-মুনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তথায় কপিলেশ্বরের সন্নিকটে একটী রমণীয় গুহা আছে, যে ব্যক্তি সেই গুহায় প্রবেশ করে, তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। সেই স্থানেই বাজিমেধ-ফলপ্রদ যজ্ঞোদ নামক কূপ আছে। প্রণবস্বরূপ ও আদিবর্ণময়াত্মক নাদেশ্বর লিঙ্গ মৎস্যোদরীর উত্তরকূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই নাদেশ্বর আমিই। নাদেশ্বরই পরমব্রহ্ম, নাদেশ্বরই পরম গতি, নাদেশ্বরই পরম স্থান এবং তিনি দুঃখময় সংসার হইতে মোচন করিয়া থাকেন। ৭২-৮০। কখন কখন জাহ্নবীদেবী সেই লিঙ্গকে দর্শন করিতে গিয়া থাকেন, মৎস্যোদরীর কথা'ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহুতর পুণ্যে তথায় স্নান করিতে পারা যায়। গঙ্গা যখন মৎস্যোদরীর সহিত মিলিয়া পশ্চিমে কপিলেশ্বরের নিকট আগমন করেন, হে

মহাদেবি! তখন অতি দুর্লভযোগ হইয়া থাকে। ৮১-৮২। কপিলেশ্বরের উত্তর-দিকে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সকলেই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। তাঁহার উত্তরে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ বাস্কুলীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। বাস্কুলীশ্বরের দক্ষিণে কৌস্তুভেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূজা করিলে মানব কখন রত্নহীন হয় না। তাঁহার দক্ষিণে শঙ্কুকর্ণেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, অদ্যাপিও সাধক তাঁহার সেবায় পরম জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গুহার-দ্বারে অঘোরেশ্বর-লিঙ্গ আছেন এবং তাঁহার উত্তরে বাজিমেধ-ফলপ্রদ অঘোরোদক নামক কূপ আছে। তথায় গর্গেশ্বর এবং দমনেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ আছেন। সেই স্থানেই গর্গ ও দমন উভয়েই এই দেহে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই লিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিলে বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৮৩-৮৮। তাঁহাদেরই দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামক মহাকুণ্ড আছে, তথায় রুদ্রেশ্বরের পূজা করিলে কোটি রুদ্র পূজার ফললাভ হয়। হে অপর্ণে! যখন চতুর্দ্দশী আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত হয়, তখন অতি পুণ্যতম-যোগ হইয়া থাকে, সেই সময় সেই কুণ্ডে স্নান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৮৯-৯০। মানব রুদ্রকুণ্ডে স্নান করত রুদ্রেশ্বরকে দর্শন করিলে যে কোন স্থানে মৃত হইয়াও রুদ্রলোকে গমন করে। রুদ্রেশ্বরের নৈঋতদিকে মহালয় নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই সম্মুখে পিতৃকূপ আছে, তাহা পিতৃগণের পরম আলয়। ৯১-৯২। মানব তথায় শ্রাদ্ধ করিয়া সেই কূপমধ্যে পিণ্ডনিক্ষেপ করিবে, তাহাতে সে এক-বিংশ পুরুষের সহিত রুদ্রলোকে গমন করিবে। সেই স্থানেই বৈতরণী নাম্নী দীর্ঘিকা আছে, হে দেবি! মানব তথায় স্নান করিলে, নরকে গমন করে না। ৯৩-৯৪। রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ আছেন, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত গুরুবাসরে তাঁহাকে দর্শন করিলে দিব্যবাণী লাভ হইয়া থাকে। রুদ্রাবাসরে দক্ষিণে কামেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই দক্ষিণদিকে যে মহাকুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিলে অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হয়। ৯৫-৯৬। চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে তথাকার যাত্রা অতি শুভ-প্রদা। কামেশ্বরের পূর্ব্বদিকে নল-কুবর-লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই সম্মুখে ধন-ধান্য সমৃদ্ধিপ্রদ অতি পবিত্র কূপ আছে। নলকূবের পূর্ব্বদিকে সূর্য্যেশ্বর ও চন্দ্রেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা পূজিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকাররাশি হরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দক্ষিণে অন্ধকেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মোহ বিনাশ হয়। ৯৭-৯৯। সেই স্থানেই মহাসিদ্ধিসমর্পক সিদ্ধীশ্বর নামক এবং মণ্ডলেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। কামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে সমৃদ্ধিপ্রদ চ্যবনেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। এবং সেই স্থানেই রাজসূয়ফলপ্রদ সনকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন।

১০০-১০১। তাঁহারই পশ্চাতে যোগসিদ্ধিকৃৎ সনৎকুমার-লিঙ্গ আছেন। তাঁহার উত্তরে পরম জ্ঞানপ্রদ সনন্দেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে আহুতীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে হোমের ফল-লাভ হয়। তাঁহার দক্ষিণে পুণ্যজনক পঞ্চশিখেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার পশ্চিমদিকে পুণ্যবর্দ্ধন মার্কণ্ডেয় হ্রদ আছে, মানব সেই হ্রদে স্নান করিলে আর কি শোক-গ্রস্ত হয়? ১০২-১০৪। তথায় স্নান ও দান অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। তাহারই উত্তরে সমস্ত সিদ্ধগণ-কর্ত্তৃক পূজিত কুণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, পাশুপত-দীক্ষা-গ্রহণকরত দ্বাদশবৎসর তপস্যা করিলে যে ফল-লাভ হয়, কুণ্ডেশ্বর দর্শন করিলে মানব সেই ফল-লাভ করিয়া থাকে। ১০৫-১০৬। মার্কণ্ডেয়-হ্রদের পূর্ব্বদিকে শাণ্ডিলোশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং তাঁহার পশ্চিমে চণ্ডেশ্বর আছেন, সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে স্নানাদিতে যে পাপনষ্ট হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলেও সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কপালেশ্বরের দক্ষিণে শ্রীকণ্ঠ নামক কুণ্ড আছে, মানব সেই কুণ্ডে স্নান করিলে লক্ষ্মীর কৃপায় দাতা হইয়া থাকে। ১০৭-১০৮। সেই কুণ্ডেরই সন্নিকটে মহালক্ষ্মীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব চামরহস্ত-দিব্যস্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক বীজিত হইয়া থাকে। দেবগণ যখন স্ত্রীগণ বেষ্টিত হইয়া মৎস্যোদরীতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সেই স্থান দিয়াই সুখে গতায়াত করিয়া থাকেন, এই জন্যই সেই স্থানের নাম "স্বর্গদ্বার।" সেই কুণ্ডের দক্ষিণ-ভাগে ব্রহ্মপদপ্রদ-লিঙ্গ আছেন। ১০৯-১১১। এবং সেই স্থানেই গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বর নামে দুইটী লিঙ্গ আছেন, মানবগণ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিবে। মৎস্যোদরীর রমণীয় তটে সত্যবতীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বরের পূর্ব্বদিকে তপঃশ্রীবর্দ্ধক লিঙ্গ আছেন। লক্ষ্মীশ্বরের পূর্ব্বদিকে উগ্রেশ্বর নামক মহালিঙ্গ আছেন, মানব তাঁহার পূজা করিলে জাতিস্মর হইয়া থাকে। তাঁহারই দক্ষিণে উগ্রকুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিলে কনখলে স্নানাপেক্ষা অধিক পুণ্য-লাভ হয়। সেই লিঙ্গের পশ্চিমে করবীরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের রোগ-ক্ষয় হইয়া থাকে। ১১২-১১৫। তাঁহার বায়ুকোণে পাপনাশন মরীচীশ্বর নামক লিঙ্গ ও মরীচিকুণ্ড আছেন এবং তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রকুণ্ড এবং চন্দ্রেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণদিকে কর্কোটপুষ্করিণী আছে, তথায় স্নান করিয়া কর্কোটেশ্বরকে দর্শন করিলে নাগগণের উপর আধিপত্য-লাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মহত্যাহারী দুমিচণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ

আছেন। ১১৬-১১৮। তাঁহার দক্ষিণে রুদ্রলোক-ফলপ্রদ মহাকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডেরই পশ্চিমদিকে অগ্নীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই পূর্ব্বদিকে অগ্নিলোক-প্রদ আগ্নেয়কুণ্ড আছে। তাহার দক্ষিণে আর একটী কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিকে চন্দ্রলোকপ্রদ বালচন্দ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। ১১৯-১২১। বাল-চন্দ্রেশ্বরের চতুর্দ্দিকে গণসমুহ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহুতরই লিঙ্গ আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে গাণপত্য-পদ লাভ হইয়া থাকে। বালচন্দ্রেশ্বরের সন্নিকটে পিতৃ-গণের একটী কূপ আছে, তথায় স্নান করিয়া পিণ্ডপ্রদাতা সপ্তপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। সেই কূপের পূর্ব্বদিকে বিশ্বেশ্বর নামক পবিত্র লিঙ্গ আছেন। বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই সম্মুখে সর্ব্বপ্রকার রোগহারী কালোদ নামক কূপ আছে, যে স্ত্রী বা পুরুষ সেই কূপের জল পান করে, শতকোটি কল্পেও তাহাদের আর এজগতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। সেই জলপানে মানব জন্মবন্ধজনিত ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে। ১২২-১২৬। সেই কূপে শিবভক্তগণ যাহা দান করে, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় না। সেই কূপের যাহারা জীর্ণোদ্ধার করে, তাহারা রুদ্রলোকে গমন করিয়া সুখে বাস করিয়া থাকে। ১২৭-১২৮। কালেশ্বরের দক্ষিণে অপমৃত্যুহারী মৃত্যীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। কালকূপের উত্তরদিকে দক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার পূজা করিলে সহস্র অপরাধ নষ্ট হইয়া থাকে। ১২৯-১৩০। দক্ষেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মহাকালেশ্বর নামক মহৎ লিঙ্গ আছেন এবং তথায় মহাকুণ্ডও আছে, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মহাকালেশ্বরের পূজা করে, তাহার এই চরাচর জগৎ পূজা করা হয়। তাহার দক্ষিণে অন্তকেশ্বরকে দর্শন করিলে যমভীতি থাকে না। ১৩১-১৩২। তাঁহার দক্ষিণদিকে হস্তিপালেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে হস্তিদান-জনিত পুণ্য-লাভ হয়। সেই স্থানেই ঐরাবত-কুণ্ড এবং ঐরাবতেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, মানব সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া ধনধান্যসমৃদ্ধিভাগী হইয়া থাকে। ১৩৩-১৩৪। তাঁহার দক্ষিণে শ্রেয়ঃপ্রদ মালতীশ্বর-লিঙ্গ আছেন। হস্তিপালেশ্বরের উত্তরদিকে জয়প্রদ জয়ন্তেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। মহাকাল-কুণ্ডের উত্তরে বন্দীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং সেই স্থানেই বারাণসীতে মহা-পাপহারী বলিয়া বিখ্যাত বন্দিকুণ্ড আছে, তথায় স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় পুণ্য-লাভ হইয়া থাকে। সেই স্থানেই ধন্বন্তরীশ্বর-লিঙ্গ এবং তন্নামক একটী কুণ্ড আছেন, সেই লিঙ্গের নাম ভুজেশ্বর এবং সেই কুণ্ডের নাম বৈদ্যেশ্বর। ১৩৫-১৩৮।